১৬৮০

চতুর্থ খণ্ড

লণ্ডন-রহস্য

বা

বড়দলের গুপ্তলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

অপূর্ব্ব রহস্যভেদ

... চ্যাপেল শ্রমনিবাস। ইতিপূর্ব্বে এক পরিচ্ছেদে আমরা ... জেমস্ মেলমথ আর ডাক্তার সাহেব নির্জ্জনে রহিলেন। ... কালে কুজ্ঝটিকা অবসানে সূর্য্যোদয়সময়ে চ্যান্সারী লেনের ... হইতে বীরাঙ্গনা লেডী লিটিসিয়া রাস্তার দিকে উঁকি মারিতেছিল, সেই প্রাতঃকালে হোয়াইট চ্যাপেল শ্রমনিবাসের গরীব লোকের চিকিৎসাগারে পূর্ব্বোক্ত রোগী ও ডাক্তার। সে ঘরে রবিকিরণ প্রবেশ করে নাই, চারিদিকে অন্ধকার ছবি।

রোগীর মুখ বিশুষ্ক। চিকিৎসাগারের গবাক্ষের ময়লা পর্দ্দার ভিতর দিয়া অল্প অল্প আলো আসিতেছিল, সেই আলো দেখিয়া মেলমথের শুষ্ক মুখে একটু হাসি আসিল। ডাক্তার বলিয়াছেন, শীঘ্র তুমি আরাম হইবে। শীঘ্রই তুমি হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিবে, সেই আশ্বাসবাক্য স্মরণ করিয়া রোগী মনে মনে ভাবিতেছে, এই কুৎসিত স্থানের দুর্গন্ধময় বায়ুর পরিবর্ত্তে প্রশস্ত ময়দানে পরিভ্রমণ করিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পারিব, অযত্নে দরিদ্র রোগিগণের ক্রন্দন এবং ধাত্রীগণের কটুবাক্য ঝঙ্কারের পরিবর্ত্তে বৃক্ষে বৃক্ষে বিহঙ্গকুলের মধুর সঙ্গীত শুনিতে পাইব।

রোগীর মুখে মুহূর্ত্তের জন্য মৃদুহাস্য দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "বাঃ! তুমি বেশ আছ।"

মেল্‌মথ উত্তর করিল, "হাঁ মহাশয়,—আমি অনেক ভাল আছি। কি এই ভয়ঙ্কর—মহাভয়ঙ্কর স্থানে ঘটনাক্রমে আমি আমার পুত্রকন্যাগুলি দেখিতে পাইয়া, অনেক দিনের পর পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছি।"

রোগীর বিছানার এক ধারে বসিয়া, রোগীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভয়ঙ্কর স্থান—"ভয়ঙ্কর ঘটনা, এ কথার অর্থ কি? আমি বুঝিতেছি, এ অবস্থায় পুত্রকন্যা-দর্শনে তোমার যন্ত্রণা বাড়িয়াছিল, কিন্তু 'ভয়ঙ্কর' এই কথাটা—"

রোগীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিল, যেন খিঁচুনি ধরিল; উদাস-নয়নে চাহিয়া অতি ক্ষীণস্বরে সে বলিতে লাগিল, "না মহাশয়, জিজ্ঞাসা করিবেন না,—ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না; আমার প্রাণের ভিতর বিস্তর ভয়ানক ভয়ানক শোচনীয় গুহ্যকথা নিহিত আছে, এখনি আমি আপনার কাছে সে সকল কথা বলিব; রসনাগ্রে সেই সকল ভয়ানক কথা যোগাইতেছে। আপনি যদি আমার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে একটি কথাও বলিতাম না; কিন্তু দেখিতেছি, আমার প্রতি আপনার দয়া হইয়াছে, আপনি আমাকে সদয়-নয়নে দেখিতেছেন, সদয় বাক্য বলিতেছেন, অবশ্যই আমি আপনার কাছে মনের কপাট খুলিব। আপনি দোহাই,—আপনি আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না।"

ডাক্তার সাহেবটী স্বভাবতঃ সদয়প্রকৃতি, চিকিৎসাকার্য্যে যত্ন, রোগীদের প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ; মেল্‌মথের মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন, ইহার অন্তরে দারুণ যাতনা তোলপাড় করিতেছে; এক্ষণে রোগীর মুখে ঐরূপ যন্ত্রণাসূচক উক্তি শ্রবণে তিনি সদয়ভাবে বলিলেন, "বল, তোমার মনের ভিতর কি ভয়ঙ্কর কথা সঞ্চিত আছে, মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত কর, আমি কাহারও কাছে প্রকাশ করিব না; দুঃখের কথা মুখে প্রকাশ করিলে দুঃখের অনেক লাঘব হয়, ইহা তুমি জানো, অসঙ্কোচে আমার কাছে মর্ম্ম-বেদনা ব্যক্ত কর। গুরুর কাছে পাপস্বীকার করিলে মনে যেমন শান্তি আইসে, তুমিও সেইরূপ শান্তি পাইবে।"

ঘন ঘন বুক চাপড়াইয়া, পাগলের মত চক্ষু ঘুরাইয়া মেল্‌মথ বলিল, "সে সকল যন্ত্রণার কথা এইখানে—এইখানে জমা করিয়া রাখিয়াছি, সংসারে অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছি, একে একে আপনাকে শুনাইব।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আমাকে বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতে পার?"

ব্যগ্রভাবে ডাক্তারের মুখপানে চাহিয়া মৃদুস্বরে মেল্‌মথ বলিল, "অবশ্য

বেশ, আমি আপনাকে প্রকৃত বন্ধু বলিয়াই জানিতেছি।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আরও ক্ষীণকণ্ঠে সে আবার বলিল, "আপনি আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া হেঁট হইয়া বসুন, আমি আরও ধীরে ধীরে কথা কহিব। পাশের ঘর হইতে কেহ আমার কথা শুনিতে না পায়, এইরূপ সাবধান হইতে হইবে।"

ডাক্তারের একটু ভয় হইল, রোগীর মুখের কাছে কর্ণ রাখিয়া তিনি একটু হেঁট হইয়া বসিলেন। একটি কথাও যেন ছুট না যায়, এইরূপ ভাব। মেল্মথের মুখখানি সহসা পাণ্ডুবর্ণ হইল; তাহার বুকের ভিতর মহাভয়ের সঞ্চার।

বুদ্ধিবলে শক্তি 5 ভাব সংবরণ করিয়া মেল্মথ চুপি চুপি বলিতে লাগিল, "গতরাত্রে আমি এক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়াছি। ভয়ানক ব্যাপার! এই বিছানায় আমি শয়ন করিয়া ছিলাম, বায়ু-সঞ্চার ছিল না। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার, সেই অন্ধকারে উঠিয়া, আমি একটা জানালা খুলিয়া সেইখানে দাঁড়াইলাম। কি দেখিলাম?—অন্ধকার,—ঘোর অন্ধকার · আকাশ ও পৃথিবী একাকার। দাঁড়াইয়া আছি, হঠাৎ সেই ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া খানিক দূর পর্য্যন্ত আলো হইল। আমি চমকিত হইলাম; ক্রমশই সেই আলোকদীপ্তির বিস্তার। চাহিয়া দেখিলাম আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়াছে। চন্দ্রকিরণের অল্পদীপ্তি অদূরে দৃষ্ট হইতেছে। সম্মুখে প্রশস্ত গোরস্থান; কিয়দ্দূরে একটা শি তরঙ্গিত হইয়া ছুটিতেছে। গোরস্থানে ছোট বড় সেই সব আমি দেখিতেছি। কবরের উপর চাঁদের আলো পড়িয়াছে, কিছুই অদৃশ্য নয়। উঃ! কি ভয়ঙ্কর! দেখিতে দেখিতে দেখিলাম, একটা গোরের নিকটে একটা কফিন, সেই শব-সিন্দুকের পাশে একটা মৃতদেহ। উঃ! দেহটি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা। কে যেন গোর খুঁড়িয়া মৃতদেহ তুলিয়া সেইরূপে কাটিয়া গিয়াছে। উঃ! আর কি দেখিলাম?—সেই গোরের পার্শ্বে আমার নিজের প্রতিমূর্ত্তি! আমি দাঁড়াইয়া আছি। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। অকস্মাৎ যেন নূতন কাপড়ের খস্-খস্ শব্দে সেই নিস্তব্ধটা ভঙ্গ হইল। একটা মূর্ত্তি যেন গোরের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। একটা নয়, দেখিতে দেখিতে এক, দুই, তিন করিয়া অনেক মূর্ত্তি! স্ত্রী পুরুষ সকলেই একত্র! প্রেতভূমিতে অবশ্যই প্রেতমূর্ত্তি। এক একটা মূর্ত্তি যেন অনিমেষ-চক্ষে এক একবার আমার দিকে তাকাইতে লাগিল! ভয়ানক! ভয়ানক! অসংখ্য ভূতের মেলা! বহুদিন পূর্ব্বে যাহাদের গোর হইয়াছে, যাহাদের দেহ মাটী হইয়া গিয়াছে, তাহারাও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রেতভূমিতে উঠিয়াছে! যাহাদের নূতন গোর হইয়াছে, তাহারাও উঠিয়াছে। উভয় দলের আকার ভিন্ন ভিন্ন;—যাহারা বহুপূর্ব্বে মরিয়াছিল, তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পচা,—জীর্ণ-

শীর্ণ; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ওষ্ঠ কিছুই নাই; কেবল এক একটা গর্ত্ত, দাঁত বহির্গত; যাহারা নূতন মরিয়াছে, তাহাদের শরীর তাজা,—মুখ বিবর্ণ, চক্ষে পলক নাই। ওঃ! ভয়ঙ্কর স্থান! ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ভোগবিলাসী বড় বড় ধনবান্ লোকেরা, ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত গরীবলোকেরা, সকলেই এক ঠাঁই! গোর-স্থানে ছোট বড় বিচার থাকে না, সকলেই এক সঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া প্রেতভূমির মহিমা দেখাইতেছে। আকাশের চন্দ্র তাহাদের মিলন-দর্শনে মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে। আমার সেই প্রতিমূর্ত্তি তখনও সেই স্থানে সেই ভাবে শয়ন করিয়া অচেতনে নিদ্রা যাইতেছিল। হঠাৎ সেই মূর্ত্তি—তাহাই বা কেন বলি,—আমি নিজেই হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, নরনারীর প্রেতমূর্ত্তি দর্শন করিলাম! উঃ! এ কি! প্রেতদলের মধ্যে বেশ দেখিলাম, আমার নিজের পত্নী!"

এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে মেল্‌মথ গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। ঠিক যেন মরা মানুষ।

ডাক্তার ভয় পাইলেন না;—সত্য সত্য ভয় পাইলেন না। কেন না, তিনি অনেক গরীব রোগীর মরণ দেখিয়াছেন। তখন তাঁহার এই ভাবনা হইল, আসল ব্যাপারখানা কি, তাহার সন্ধান জানিবার অগ্রে লোকটা যদি মরে, তবে জ্ঞাতব্য বিষয়টা অজ্ঞাত রহিয়া যায়। মেল্‌মথ যে অদ্ভুত গল্প-বৃত্তান্ত বর্ণন করিল, যাহা সে সত্য বলিয়া ভাবিয়া লইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে তাহার মূল কি, সেইটি জানিবার জন্য ডাক্তার সাহেবের বড়ই আগ্রহ। ক্ষণেক চিন্তা করিয়া ডাক্তার সাহেব মেল্‌মথের নাড়ী দেখিলেন, বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করিলেন,—বুঝিলেন, লোকটা মরে নাই, মূর্চ্ছা গিয়াছে। ইহা স্থির করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছাভঙ্গের ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। মেল্‌মথের জ্ঞান হইল, কিন্তু সে অতিশয় অবসন্ন হইয়াছিল, কথা কহিতে পারিল না। ডাক্তার তখন আর একটি ঔষধ খাওয়াইলেন, রোগী ঘুমাইয়া পড়িল। ডাক্তার সাহেব সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন; ধাত্রীকে বলিয়া গেলেন, "বৈকালে আবার আসিব!"

ডাক্তার থাবৃষ্টনের সহিত এই ডাক্তারটির বিশেষ সদ্ভাব, তাঁহার নিকটে ইনি বিজ্ঞানের অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন। শ্রমনিবাস হইতে বাহির হইয়া ডাক্তার সাহেব সহরের ওয়েষ্ট-এণ্ড মেফেয়ার পল্লীতে ডাক্তার থাবৃষ্টনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন; কথায় কথায় থাবৃষ্টনকে তিনি বলিলেন, "হোয়াইট চ্যাপেল গরীবনিবাসে একটা চিত্ত-চাঞ্চল্যের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। একজন গরীব রোগী সেই রোগে আক্রান্ত।" কৌতুকী হইয়া ডাক্তার থাবৃষ্টন বলিলেন, "আমি

তবে তোমার সহিত সেই রোগীকে দেখিতে যাইব।" কথা স্থির হইল, অতঃপর ডাক্তার থার্‌ষ্টনের যেখানে যেখানে ডাক ছিল, সেই কাজগুলি সারিয়া তিনি বাড়ীতে ফিরিলেন, তাঁহার লাইব্রেরীতে যে কয়েকটি নূতন নিদর্শন রক্ষিত হইয়াছে, বন্ধুকে তাহা দেখাইলেন; তন্মধ্যে গুরুভার-চাপনে মৃত একটি শিশুর দেহ। এই সকল দেখা-শুনা হইলে দুই বন্ধুতে কিছু জল খাইয়া বেলা ৩॥০ সাড়ে তিন ঘটিকার সময় উভয়ে শকটারোহণে উক্ত শ্রমনিবাসে গমন করিলেন।

গরীব নিবাসে উপস্থিত হইয়া ডাক্তারেরা যখন মেল্‌মথকে দেখিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় মাঝের ঘরে দুটি বালক আর একটি বালিকাকে দেখাইয়া নিবাসের ডাক্তার তাঁহার বন্ধুর কানে কানে বলিলেন, "যে রোগীকে আমরা দেখিতে যাইতেছি, সেই রোগীর এই দুটি পুত্র আর এই কন্যাটি।"

ডাক্তার থার্‌ষ্টন বলিলেন, "আহা! ইহারা বড় কাহিল,—ইহাদের গায়ে রক্ত নাই।"

ডাক্তার বলিলেন, "এখন তবু ইহারা কাপড় পরিয়াছে; আজ সকালবেলা যদি তুমি ইহাদিগকে খালি গায়ে দেখিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শিহরিয়া উঠিতে।" এইরূপ বলাবলি করিতে করিতে তাঁহারা মেল্‌মথের ঘরে চলিলেন।

ডাক্তারেরা সে ঘর হইতে চলিয়া যাইবার পর তিনটির মধ্যে বড় ছেলেটি তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্তধারণ করিয়া, চক্ষের জলে ভাসিয়া চুপি চুপি বলিল, "দেখিয়াছ? চিনিয়াছ? ডাক্তারের সঙ্গে যে লোকটা আসিয়াছে, ঐ লোকটা আমাদের সেই শিশুটির মৃতদেহ লইয়া গিয়াছিল; গোর দিতে দেয় নাই। লোকটা ভারী দুষ্ট, ভারী নির্দ্দয়।"

এই কথা শুনিয়া, ঠিক না বুঝিয়াও ছোট ছেলেটি আর বালিকাটি কাঁদিতে আরম্ভ করিল। ডিউকের ছেলেরা এ অবস্থায় যে রকম কাঁদে, গরীবের ছেলেরাও সেই রকম কাঁদিল।

অভাগা মেল্‌মথ যে ঘরে শুইয়া ছিল, ডাক্তারেরা সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন।

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর মেল্‌মথ অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছিল, জাগরিত হইয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করিয়াছে। ডাক্তার যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছ? সে তখন ঐ কথা বলিল।

রোগীর কানের কাছে হেঁট হইয়া ডাক্তার চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, মনস্থির হইয়াছে? মনস্থির হইয়াছে? ভয় নাই। যিনি আমার সঙ্গে আসিয়া-

ছেন, ইঁহার সাক্ষাতে কথা কহিতে ভয় পাইও না; ইনি আমার পরম বন্ধু, ইনিও একজন বড় ডাক্তার।"

কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে মেল্‌মথ বলিল, "আমি গরীব, আমি রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি; কৌতূহলবশে ইনি আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন? কেমন, এই নয়?"

ডাক্তার বলিলেন, "চিকিৎসকেরা কেবল কৌতূহলের দাস নহেন, রোগীর যাহাতে উপকার হয়, ডাক্তারদিগের তাহাই মনোগত ইচ্ছা।"

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া অস্পষ্ট মৃদুবাক্যে মেল্‌মথ বলিল, "হাঁ মহাশয়, বুঝিলাম, আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই ঠিক; কিন্তু আজ প্রাতঃকালে আপনাকে যে সকল ভয়ানক কথা আমি বলিয়াছি, তাহা আপনি এই ভদ্রলোকটিকে বলেন নাই ত?"

ডাক্তার সাহেব চুপি চুপি বলিলেন, "বিশ্বাস করিয়া তুমি তোমার যে সকল গুহ্য কথা আমাকে বলিয়াছ, তাহা আমি অপরের কাছে প্রকাশ করিব, এমন কি তুমি বিবেচনা কর? না, কিছুই বলি নাই।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, ডাক্তার থাবৃষ্টনের দিকে চাহিয়া তিনি একটু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "যাহার কথা তোমাকে আমি বলিয়াছিলাম, এই সেই রোগী; ইহার প্রতি আমার বিশেষ যত্ন।"

পূর্ব্বের কোন কথা কিছুই যেন জানেন না, এই ভাব দেখাইয়া ডাক্তার থাবৃষ্টন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার পীড়াতে কি কোন প্রকার বৈচিত্র্য আছে?"

ডাক্তার উত্তর করিলেন, "অঙ্গের নানা স্থানে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে; বাঁচিয়া আছে, ইহাই আশ্চর্য্য।"

থারষ্টন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকারে আঘাত লাগিয়াছিল?"

ডাক্তার উত্তর করিলেন, "কনকতক লোক একটা ময়দানে বন্দুক ছুড়িতেছিল, এই লোকটী সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল, শীকারীদের অসাবধানতায় গোটাকতক গুলী ইহার অঙ্গে লাগিয়াছে।"

ডাক্তার থাবৃষ্টন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট ছোট গুলী বোধ হয়?"

ডাক্তার উত্তর করিলেন, "নিতান্ত ছোট নয়; চর্ম্ম ভেদ করিয়া শরীরে প্রবেশ করিলে বাহির করা যায় না। এই গরীব লোকটীর দক্ষিণ-পদে ও বাম-পদে সেই সকল গুলী লাগিয়াছিল।"—এই বলিয়া ডাক্তার থাবৃষ্টনকে তিনি গোটাকতক গুলী দেখাইলেন;—বলিলেন, "রোগীর ক্ষতস্থান হইতে এই সকল গুলী আমি বাহির করিয়াছি।"

ডাক্তারদ্বয়ের এইরূপ কথোপকথন-শ্রবণে মেল্‌মথ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আপনাদের ঐ সকল কথা শুনিয়া—"

ডাক্তার বলিলেন, "শান্ত হও; তোমাকে যন্ত্রণা দিবার নিমিত্ত আমরা ঐ সকল কথা বলি নাই, শুনিয়া তুমি কষ্ট পাইবে, তাহাও ভাবি নাই।"

যে কয়েকটা গুলী ডাক্তার থারষ্টন দেখিলেন, শীকারীরা সচরাচর তাহা ব্যবহার করে না। দেখিয়াই তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, "অসাধারণ—অসাধারণ!"

মৃদুস্বরে ডাক্তার প্রতিধ্বনি করিলেন, "সত্যই অসাধারণ, সমস্ত ব্যাপারটা আরও অসাধারণ। এই গরীব লোকটার অঙ্গের ত্রিশ জায়গায় ক্ষত হইয়াছিল। আশ্চর্য্য এই যে, তাহাতেও প্রাণরক্ষা হইয়াছে!"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থারষ্টন বলিলেন, "অতি আশ্চর্য্য—অলৌকিক ব্যাপার!"

কাঁপিয়া কাঁপিয়া, একটু উঠিয়া বসিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে মেল্‌মথ বলিয়া উঠিল, "কি?—আপনারা কি বলিতেছেন?"

ডাক্তারেরা উভয়েই একেবারে চকিতনেত্রে রোগীর মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না, বিকট মুখভঙ্গী দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সে দিক্ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন।

নিবাসের ডাক্তার চঞ্চলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে তোমার যন্ত্রণা হইতেছে?"—রোগী কেন হঠাৎ ঐ রকম যন্ত্রণাসূচক বাক্য উচ্চারণ করিল, ডাক্তার থারষ্টন তাহা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

ডাক্তার থারষ্টন পুনরুক্তি করিলেন, "কিসে যন্ত্রণা? তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ কিসে যন্ত্রণা? কেন, যাহার অঙ্গে অতগুলা ঘা, তাহার যন্ত্রণার কথা কি জিজ্ঞাসা করিতে হয়? ওহো! নরাকারে আমরা একটা রাক্ষসমূর্ত্তি সম্মুখে দেখিতেছি।"

বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া, গেঙাইয়া গেঙাইয়া মেল্‌মথ বলিয়া উঠিল, "দোহাই পরমেশ্বর! আমার প্রতি দয়া কর!"

সবলে থারষ্টনের বাহু আকর্ষণ করিয়া নিবাসের ডাক্তার শীঘ্র শীঘ্র বলিলেন, "দোহাই পরমেশ্বর! যাহা তুমি বলিলে, তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও। তোমার মন্তব্য শুনিয়া আমার কৌতূহল-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে!"

শয্যাশায়ী রোগীর ন্যায় আতঙ্কে কম্পিত হইয়া ডাক্তার থারষ্টন তাঁহার বন্ধুকে একধারে টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি খবরের কাগজ পাঠ কর না? বোধ হয়, খবরের কাগজ তুমি দেখ না। সহরে প্রচার এইরূপ যে, একটা দৈত্য প্রতি রজনীতে গোরস্থানে গোর খুঁড়িয়া মৃতদেহ বাহির করিতেছে!"

ডাক্তারের মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "ওঃ! আমার স্মরণ হইতেছে বটে! ব্যাপারটা আমি লোকমুখেও শুনিয়াছি, খবরের কাগজেও পড়িয়াছি; কিন্তু ভাবিয়াছিলাম, সম্পূর্ণ মিথ্যা না হউক অতিশয় অত্যুক্তি—অতিরঞ্জিত।"

ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া কম্পিতকণ্ঠে থারুষ্টন বলিলেন, "না—না—না, প্রকৃত সত্য। খবরের কাগজওয়ালারা সে দিন প্রাতঃকালে সংবাদ দিয়াছে, একটা রাক্ষস সহরের একটা গোরস্থানে গোর খুঁড়িতেছিল, তারের কামান হঠাৎ আওয়াজ হইয়া ফাটিয়া যায়, রাক্ষসটা সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছে!"

বিরাগে ও পরিতাপে রোগীর বিছানার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া নিবাসের সার্জ্জন সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "হা পরমেশ্বর! তবে এই হতভাগ্য গুমো-পাগলটাই সেই ভয়ানক কার্য্য করিয়াছে!"

শেষ কথাটা মেল্‌মথের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, হস্ত দ্বারা মুখাবরণ করিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অভাগা বলিতে লাগিল, "উহাই সত্য! উহাই সত্য! আমাকে মারিয়া ফেলো!—মারিয়া ফেলো! দোহাই!—আমার ঐ ভয়ঙ্কর গুপ্ত-কথাটা জগতের লোকের কাছে প্রকাশ করিও না! আমার অসহায় পুত্রকন্যার জীবনের অনুরোধে ক্ষমা করিও;—মিনতি করি, বিনয় করি, প্রকাশ করিও না, —প্রকাশ করিও না!"

ভয়কম্পিতকণ্ঠে ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "মিষ্টার থারুষ্টন! এই লোকটাকে লইয়া আমাদের এখন কি করা কর্ত্তব্য?"

বৈদ্যুতিক যন্ত্রযোগে মরা মানুষ যেমন লাফাইয়া উঠে, দুর্ব্বল রোগী সেই-রূপে লাফাইয়া উঠিল, ক্ষুধার্থ ব্যাঘ্রের চক্ষু যেমন জ্বলে, সেই রকমে তাহার চক্ষুও জ্বলিতে লাগিল; এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া, চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "থারুষ্টন? এ নামটী কে উচ্চারণ করিল? কাহার মুখে আমি থারুষ্টনের নাম শুনিলাম?"

ঐ নররাক্ষসের প্রতি ডাক্তার থারুষ্টনের যে ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছিল, রোগীর মুখে ঐ কথা শুনিয়া সে ভাবটা কিছু কমিল, মহা কৌতূহলে তিনি বলিলেন, "আমার নাম থারুষ্টন।"

ডাক্তারকে আক্রমণ করিবার জন্য লম্ফ দিবার উপক্রমে চীৎকার করিয়া মেল্‌মথ বলিল, "তবে তুমি আমার সেই শিশুটীর মৃতদেহ ফিরিয়া দাও!"—কথা বলিল, কিন্তু ডাক্তারকে ধরিতে পারিল না, লাফাইবার চেষ্টায় শক্ত মেঝের উপর পড়িয়া গেল। একেবারে অজ্ঞান, অল্পক্ষণ পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া সে যেন চারিদিক্ অন্ধকার দেখিল, মনে মনে কত কি পূর্ব্বকথা স্মরণ করিতে

লাগিল। মহাসাগরে ঝড় উঠিলে একে একে যেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থিত হয়, অভাগার চিত্ত-সাগরেও একে একে সেইরূপে নানা পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই সকল স্মৃতি তাহাকে যেন জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ করিয়া ফেলিল, অসহ্য হইয়া উঠিল, মন যেন ঘন ঘন ঘুরিতে লাগিল। লোকটা কোথায় আছে, তাহা স্থির করিবার জন্য সেই অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া কোন বস্তু ধরিবার প্রয়াস পাইল, কিন্তু পারিল না, শক্তি ছিল না, অঙ্গ অস্পন্দ। সে একবার ভাবিয়াছিল,হয় ত মরিয়াছে, মরা মানুষকে কবর দিবার জন্য যেরূপ সিন্দুকে রাখা হয়, সেইরূপ সিন্দুকে রহিয়াছে; তাহার পর মনে করিল, মরে নাই, কফিনে বদ্ধ নাই, পুতুলের মত বিছানার উপর পড়িয়া আছে, তাহার নড়িবার শক্তি নাই, কে যেন তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। চিন্তা করিয়া আবার ভাবিল, হয় ত নিদ্রা, হয়ত স্বপ্ন; পরক্ষণেই স্থির করিল নিদ্রিত নয়, —জাগিয়া রহিয়াছে।

বাস্তবিক লোকটা তখন অচেতন ছিল না, ইচ্ছা করিলে হাত-পা নাড়িতে পারিত, পক্ষাঘাতে অবশ হইয়া যায় নাই; বোধ হইতেছিল, পরিহিত-বসনে হস্ত-পদ যেন আবদ্ধ।

অহো! অভাগার মনে আর একটি ভাবোদয়। সে ভাবিল, আমি হয় ত পাগল হইয়াছি; সত্য পাগল না হই, ডাক্তারেরা আমাকে পাগলের মত চিকিৎসাধীনে রাখিয়াছে, টাইট-কোট পরাইয়া দিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—:*:—

জর্ম্মন্ রাজকুমারী

সেই স্মরণীয় দিবসের বেলা অপরাহ্ণ চতুর্থ ঘটিকা। সেণ্ট জেম্‌স প্রাসাদের একটি সুসজ্জিত কক্ষে বরণবিকের রাজকুমারী আসীনা। একটু দূরে একজন বয়োধিক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রম-দৃষ্টিতে রাজকন্যার দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহার পরিধান দরবারী পোষাক। ঐ ভদ্রলোকটি আর রাজকন্যাটি ব্যতিরেকে সে ঘরে অপর আর কেহই ছিল না;—পারিষদ, ভৃত্য, সহচরী অথবা ছোক্‌রা চাকর, সেখানে কেহই নাই। যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স অবিলম্বে এই কক্ষে প্রবেশ করিবেন, মুহুর্মুহুঃ তাঁহারই প্রতীক্ষা।

রাজকুমারী কারোলাইনের রূপ-গুণের পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দুইবার দুই প্রকারে বিবৃত হইয়াছে। রাজকুমারের প্রেরিত একটি বন্ধু জর্ম্মনী হইতে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এক প্রকার, এবং কুটিলা, হিংসাপরায়ণা, প্রেমবিলাসিনী কাউণ্টেস্ জার্শী যুবরাজের সাক্ষাতে যাহা বর্ণন করিয়াছে, তাহা এক প্রকার। বন্ধুর পত্রে যেরূপ বর্ণনা, তাহাই ঠিক, লেডী জার্শীর বর্ণনা হিংসা মূলক, অমূলক। রাজকুমারী কারোলাইন যথার্থই সুন্দরী; বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসর, অথচ তাঁহার বদনে বালিকা-কুমারীসুলভ লাবণ্য বিরাজিত।

ইংলণ্ডের সুন্দরী কুমারীরা যখন ষোড়শী থাকে, তখন তাহাদের সৌন্দর্য্য-কুসুম প্রস্ফুটিত হয়, পাঁচ বৎসরকাল নিশা-জাগরণ, মদ্যপান, অবৈধ বিলাস ইত্যাদি বিবিধ অত্যাচারে একুশ বৎসর বয়সে সে কুসুম শুকাইয়া যায়। সচরাচর সৌখীন বিলাসিনীদলে প্রকৃতির এইরূপ বিপর্য্যয় লক্ষিত হইয়া থাকে। কুমারী কারোলাইনের বয়ঃক্রম একবিংশতি বর্ষ অতিক্রম করিয়া চারি বৎসর অধিক হইয়াছে, তথাপি তাঁহার অবয়বে পবিত্র কুমারী-লাবণ্য বিদ্যমান। তাঁহার স্বভাব অতি মধুর, বড়লোকের কন্যা বলিয়া দম্ভ নাই; তিনি মধুরভাষিণী, বিনম্র-প্রকৃতি। কেশ, ললাট, নয়ন, নাসা, ওষ্ঠ, দন্ত, বক্ষ, বাহু, উরু, করতল, চরণ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তিনি সাধারণতঃ গৃহকার্য্যনিপুণা, রাজপুত্রের বনিতা না হইয়া যদি তিনি সামান্য গৃহস্থের বনিতা হন, তাহা হইলে তাঁহাকে গৃহলক্ষ্মী বলিয়া সমাদর করা যাইতে পারে।

রাজকুমারী কারোলাইন মহামূল্য বসন-ভূষণে সজ্জিতা; হীরা, মুক্তা, প্রভৃতি মণিরত্নে তাঁহার কেশ, কর্ণ, বক্ষঃস্থল ও অপরাপর অঙ্গ সুশোভিত।

রাজকুমারী গম্ভীরবদনে বসিয়া আছেন। যাঁহার সহিত বিবাহ হইবে, তিনি তাঁহাকে কিরূপ চক্ষে দেখিবেন, সেই ভাবনায় তাঁহার সুন্দর অধরে উদ্বেগ ক্রীড়া করিতেছে।

দরবারী-পোষাক-পরিহিত যে ভদ্রলোকটি সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার সহিত রাজকুমারীর দুটি একটি কথা হইতে ছিল। রাজকুমারীর একটি কথার উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি দুঃখিত হইতেছি, ইংলণ্ডের রাজ্ঞী তোমাকে আশানুরূপ সুনয়নে দেখিতেছেন না।"

কুঞ্চিত ওষ্ঠে ঈষৎ হাসিয়া কারোলাইন বলিলেন, "লর্ড মাল্‌মেস্‌বরী! আমার প্রতি রাণীর অপ্রিয়ভাব শ্রবণ করিয়া আমার একটু ভয় হইতেছে।"

লর্ড মাল্‌মেস্‌বরী বলিলেন, "সত্য যাহা সত্রম, তাহা চিরদিন সত্যই থাকে; ভয় হইবার তাদৃশ কারণ নাই।"

পুনরায় হাস্য করিয়া রাজকুমারী বলিলেন, "মাই লর্ড! বয়সে আপনি আমার পিতৃতুল্য, আপনি আমাকে যাহা বলিতেছেন, তাহাতে ভয় পাইবার বিশেষ কারণ দেখিতেছি না।"

অতঃপর ইংলণ্ডের আদবকায়দা ও আচার-ব্যবহারের কথা তুলিয়া উভয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল। লর্ড মালমেস্‌বরী ঐ দুই বিষয়ের প্রশংসা করিলেন, কুমারী কারোলাইন তাঁহার যুক্তিগুলি হাসিয়া উড়াইলেন; চেয়ারের গাত্রে ঠেস দিয়া অগ্নি-কটাহের দিকে পা ছড়াইয়া বসিলেন; এক একটা কথা-প্রসঙ্গে হো হো করিয়া হাসিলেন। লর্ড মালমেস্‌বরী বলিলেন, "দুই খারাপ। প্রিন্স এখনি আসিবেন, ও রকমে বসা আর অত উচ্চহাস্য করা দুই খারাপ। উহা এখানকার আদবের বিরুদ্ধ।"

কারোলাইন বলিলেন, "বলেন কি? পা ঠাণ্ডা হইয়াছে, আগুনের উত্তাপ লাগাইব না, হাসি পাইলে হাসিব না, ইহা আপনার কেমন কথা?"

লর্ড বলিলেন, "পা ঠাণ্ডা হওয়া উচিত নয়, অত উচ্চ হাস্যও ভাল নয়।"

কারোলাইন বলিলেন, "এখানকার সব নূতন, সব বিশ্রী। রাজকুমারী সোফিয়া এবং এমিলিয়া, উভয়েই বড় হইয়াছে, তাহাদের বিবাহ হয় নাই, কিন্তু দেখায় যেন পুত্রবতী গৃহিণী। ইহা কি প্রকার ব্যবহার, তাহা আমি বুঝি না। আপনি ইংলণ্ডের লর্ড, আপনি যাহা ভাল বলেন, আমার তাহা ভাল লাগে না। আমি এখানকার দুই জন লর্ডকে দেখিয়াছি, তাঁহাদের চেহারা যেন নরহন্তা গুণ্ডাদের মতন—"

লর্ড মালমেস্‌বারী এই কথার উত্তর দিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, একজন ছোকরা চাকর প্রবেশ করিল। সে প্রবেশ

করিয়াই লর্ড মালমেস্‌বরীর নিকটে গিয়া তাঁহার কানে কানে চুপি চুপি কি কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল।

পেজ্‌ বাহির হইয়া যাইবামাত্র লর্ড বাহাদুর নম্রভাবে মৃদুস্বরে রাজকুমারীকে বলিলেন, "সময় উপস্থিত। মিনতি করি, সময়ে সময়ে তোমাকে যে সকল সদুপদেশ প্রদান করিয়াছি, সেইগুলি এখন স্মরণ কর।"

কারোলাইন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন?"—প্রশ্ন করিতে করিতে সেই দূরবাসী পরম সুন্দর যুবা ব্যারনব্যারগেমিকে মনে পড়িল, কুমারী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দর্শন

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত কথোপকথন ফরাসী ভাষায় হইয়াছিল। রাজকুমারী কারোলাইন স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাসবশে শীঘ্র শীঘ্র প্রশ্ন করিয়াছিলেন, শীঘ্র শীঘ্র উত্তর দিয়াছিলেন, পূর্ব্বাপর অথবা ভালমন্দ কিছুই বিবেচনা করেন নাই। ভিন্ন দেশের রীতি-নীতি তাঁহার বিশেষরূপ জানা ছিল না, সুতরাং ইংলণ্ডের আদব-কায়দার প্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখেন নাই।

কারোলাইনের ব্যবহার ক্রমশঃ উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তিত হইবে, আখ্যায়িকা-পূর্ণতা অনুসারে পাঠক মহাশয় তাহা জানিতে পারিবেন। ব্যারণ-বারগেমিকে মনে পড়াতে—কারোলাইনের নাসারন্ধ্র হইতে দীর্ঘ-নিশ্বাস নির্গত হইবামাত্র প্রিন্স অব্ ওয়েল্স সেই গৃহমধ্যে উপস্থিত হইলেন।

কুমারী কারোলাইন তৎক্ষণাৎ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যুবরাজের অভ্যর্থনা করিতে অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন।

ভাল কি মন্দ, তাহা নির্ণয় করিবার অভিলাষে উভয়ে উভয়ের প্রতি চঞ্চল কটাক্ষ-বিনিময়; পরক্ষণেই লজ্জাশীলা রাজকুমারী মুখখানি অবনত করিলেন, আড়ে আড়ে চাহিয়া দেখিলেন, যুবরাজ তখন তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন।

পূর্ব্ব হইতে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্স সেই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি যদি সেখানে স্বর্গের বিদ্যাধরী দর্শন করিতেন, তাহা হইলেও মনে হইত, কুৎসিত আকৃতি। প্রথম-দর্শনে যদিও তিনি কারোলাইনকে তাদৃশী কুরূপা মনে করিলেন না, তথাপি পূর্ব্বসংস্কারে বিমুগ্ধ থাকিয়া বাস্তবিক সন্তোষলাভ করিতে পারিলেন না, অথচ একেবারে হতাশও হইলেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, একটা কদাকার নারী-মূর্ত্তি দেখিবেন, লেডী জার্শী তাঁহার চিত্তকে কলুষিত করিয়াছিলেন, সেই জন্যেই তাঁহার এরূপ ধারণা হইয়াছিল; কিন্তু প্রথম-দর্শনেই সেই ধারণাটা উল্টাইয়া গেল, কুমারীকে তিনি সুন্দরী দেখিলেন।

রাজকুমারকে দেখিয়া রাজকুমারীর মনে কিরূপ ধারণা হইল? তিনি ভাবিয়াছিলেন, একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যুবাপুরুষ দর্শন করিবেন; দর্শন করিলেন

প্রায় সেইরূপ, কিন্তু মনে মনে একটু খুঁত বাহির করিলেন ; যুবরাজ কিছু বেশী মোটা, আর তাঁহার বদনে যেন একটু বিষাদের ছায়া।

প্রথম-দর্শনে একটিও বাক্য-বিনিময়ের অগ্রে এক মিনিটের মধ্যে যুবরাজ ঐ কুমারীর এবং কুমারী ঐ রাজকুমারের রূপের বিচার করিলেন।

যুবক-যুবতী মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, লর্ড মালমেস্‌বরী সেই সময় নিকটে গিয়া, নমস্কার করিয়া উভয়কে উভয়ের পরিচয় দিয়া দিলেন।

রাজকুমারী রাজকুমারের পদতলে জানু পাতিয়া বসিলেন, রাজকুমার বাধ্য হইয়া কুমারীর ললাটে ওষ্ঠ স্পর্শ করিলেন। এই কার্য্য হইবার পর রাজকুমার গোঁভরে সেখান হইতে সরিয়া গিয়া, লর্ড মালমেসবরীর হাত ধরিয়া টানিয়া একটু তফাতে লইয়া জনান্তিকে চুপি চুপি তাঁহাকে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোকটা আমার পত্নী হইবার অযোগ্য ; শীঘ্র আমাকে এক গ্লাস ব্রাণ্ডী দাও, তাহা না হইলে আমার বড় অসুখ হইবে।"

বিধিপালক মাল্‌মেস্‌বরী গম্ভীর-বদনে বলিলেন, "এতাদৃশ বিষয়ের আদব-কায়দায় ব্রাণ্ডী দিবার রীতি নাই।"

গর্ব্বভরে রাজকুমার বলিলেন, "এটিকেট্ আমি গ্রাহ্য করি না! এখনি আমি রাণীমার কাছে গিয়া বলিব, ইংলণ্ডের রাজমুকুট আমি চাই না, কদাচ আমি ঐ জর্ম্মন্ চাষা মেয়েটাকে বিবাহ করিব না।"

এই কথা বলিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী (ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান ভদ্রলোক) দুরন্ত পশুর ন্যায় গোঁভরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, সজোরে ঝন্ ঝন্ শব্দে দরজাটা ভেজাইয়া দিলেন।

এই বিসদৃশ দৃশ্য দর্শনে হতবুদ্ধি হইয়া লর্ড মালমেস্‌বরী কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঘরের দেয়ালের গায়ে হেলিয়া পড়িলেন, তাঁহার বদন বিবর্ণ হইলে ; তিনি ইংরাজি এটিকেটের একান্ত অনুগত, এটিকেটের এইরূপ অবমাননা দেখিয়া মনে মনে তিনি ভাবিলেন, রাজার সম্মুখে এইরূপ অসভ্যতা দেখাইলে কি হয়, যদি কেহ এ কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইল তিনি কখনই এ সমস্যার সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন না।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের সহিত বরণবিকের রাজকন্যা কারোলাইনের সাক্ষাতটা তিন মিনিটের বেশী নয়, এই সময়ের মধ্যে ঐরূপে প্রিন্সের গৃহত্যাগে রাজকুমারী ক্ষণকাল ঘৃণা-ক্রোধে অধীরা হইলেন, তাঁহার গৌরবে আঘাত লাগিল ; কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ সভ্যতা ও সরলতার মহিমায় তিনি মুখে সে ভাব ব্যক্ত করিলেন না ; লর্ড মালমেস্‌বরীর নিকটে গিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "রাজপুত্রের ঐরূপ পলায়ন কি আপনাদের ইংরাজী আদব-কায়দার লক্ষণ ?"

এই সুসঙ্গত প্রশ্ন শ্রবণে লর্ড মালমেস্‌বরী মনে মনে ভাবিলেন, প্রিন্সের ঐরূপ পশুবৎ অসভ্য ব্যবহারের একটু সাফাই দেওয়া আবশ্যক। ইহা স্থির করিয়া ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন, "রাজকুমারি! রাজপুত্রকে ক্ষমা কর। যেরূপ ঘটনা, তাহাতে ঐ প্রকারে বিচলিত হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।"

অধিকতর আমোদিনী হইয়া কারোলাইন বলিলেন, "আপনারা ইংরাজ, আপনাদের যেরূপ শপথ আদরণীয়, আমি শুনিয়াছি, প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স সেই-রূপ শপথ করিয়াছেন। কেমন, সত্য নয়?"

তাহা মিথ্যাকথা বলিয়া লর্ড মালমেস্‌বরী উত্তর করিলেন, "দোহাই ঈশ্বরের! সেরূপ শপথ তিনি করেন নাই। যদিও রাজকুমার এ ক্ষেত্রে বৈধশিষ্টাচারের বিরুদ্ধ-আচরণ করিয়াছেন, কিন্তু ভোজের আসনে বসিয়া খানা খাইবার সময় তাঁহার সদ্ব্যবহার দেখিয়া নিশ্চয়ই তুমি খুসী হইবে। জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক, তথাপি আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, প্রিন্সের চেহারা দেখিয়া তুমি খুসী হইয়াছ ত?"

ছবি দেখিয়া লোকে যে ভাবে ভাল-মন্দ বিচার করে, সেই ভাবে কুমারী কারোলাইন উত্তর করিলেন, "রাজকুমার কিছু বেশী মোটা, তত মোটা দেখিব বলিয়া আগে আমি ভাবি নাই। আরও তাঁহার মুখ দেখিয়া আমি বুঝিয়াছি, নিশা-জাগরণাদি অত্যাচারই তাঁহার অভ্যাস।"

লর্ড মাল্‌মেসবরী বলিলেন, "এ ক্ষেত্রে ঐ রকমে মন্তব্য দেওয়া নিষ্প্র-য়োজন।"

বিস্ময়ে ও অবিশ্বাসে লর্ড বাহাদুরের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া রাজ-কুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি নিষ্প্রয়োজন, তবে আপনি রাজপুত্রের চেহারার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কেন?" প্রশ্ন করিয়াই কুমারী মনে মনে স্থির করিলেন, লর্ড মালমেস্‌বরীর ব্যবহারে স্বার্থপরতা ও কপটতা মিশ্রিত।

লর্ড মালমেস্‌বরী উত্তর করিলেন, "রাজসভার বিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয়।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কুমারী কারোলাইন বলিলেন, "আমার পিতার সভায় কিন্তু ঐরূপ নিয়ম নাই।" এইরূপ উক্তি করিয়াই নিরাপদে বরণবিকে পিতৃভবনে ফিরিয়া যাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল।

লর্ড মালমেস্‌বরী সহিত কারোলাইনের ঐরূপ কথোপকথন হইতেছিল, হঠাৎ বাধা প'ড়িয়া গেল। লেডী জার্সী, বিবি হারকোর্ট আর বিবি অ্যাষ্টন হঠাৎ সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেন্ট

জেম্‌স প্রাসাদের মধ্যে যে ঘরে আপাততঃ কুমারী কারোলাইনকে স্থান দিবার কথা, সেই ঘরে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাদের আগমন।

ভোজনাগারে প্রবেশের উপযোগী পোষাক পরিধান করিতে করিতে কুমারী কারোলাইন ঐ তিনটি রমণীর সহিত বেশ আত্মীয়ভাবে আলাপ করিলেন, লেডী জার্শী'র প্রতি কিছু বেশী শিষ্টাচার দেখানো হইল। বিবি হার্‌কোর্ট শয়নগৃহের সহচরী, বয়স প্রায় ৫০ পঞ্চাশ বৎসর, স্বভাবতঃ বেশী কথা কহা অভ্যাস। লেডী জার্শী'র রূপগুণের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বাকী আছে বিবি অ্যাষ্টন। মিসেস্ ফার্‌বি অ্যাষ্টন খুব সুন্দরী, বয়স চৌত্রিশ বৎসর, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের অসংখ্য উপনায়িকার মধ্যে ইনিও একটি উপনায়িকা। লেডী জার্শী আর বিবি অ্যাষ্টন, যুবরাজের এই দুইটি উপপত্নী সম্প্রতি কুমারী কারোলাইনের সহিত বিশেষ আলাপ করিয়াছেন, সর্ব্বক্ষণ নিকটে নিকটে থাকেন। তিন দিনের মধ্যে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের সহিত কারোলাইনের বিবাহ হইবার কথা।

পোষাক পরা প্রায় সমাপ্ত হইলে কুমারী কারোলাইন হঠাৎ বলিলেন, "হাঁ, ভাল কথা।—প্রিয় সখি জার্শী! তোমাকে আমি এত ভালবাসিয়াছি কেন জানো?

স্বভাবসিদ্ধ শিষ্টাচারে মধুরস্বরে লেডী জার্শী উত্তর করিলেন, "রাজকুমারি! আমার এমন কি গুণ আছে, কি গুণে আমি তোমার সুনয়নে পড়িয়াছি, তাহা আমি জানি না, ভাবিয়াও স্থির করিতে পারি না।"

কারোলাইন বলিলেন,"জর্ম্মনীতে বসিয়া আমি তোমার সুখ্যাতি শুনিয়াছি, অনেকেই বলে, তুমি কেবল রূপে সুন্দরী নও, তোমার অনেক গুণও আছে, বিশেষতঃ, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের তুমি একটি প্রিয়পাত্রী।"

প্রশংসা শুনিয়া কাউন্টেসের বদন আরক্ত হইল, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, "সত্য নাকি?"

প্রফুল্ল বদনে ক্যারোলাইন বলিলেন, হাঁ, সত্য সত্যই জনরবে ঐরূপ আমি শুনিয়াছি, প্রিন্সের সহিত তোমার বিশেষ বন্ধুত্ব, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। সত্য বলিতেছি প্রিয়সখী জার্শী! তোমার উপর আমার হিংসা নাই, এখনও নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না। রাজকুমার একজন বড়লোক, তাঁহার ভালবাসা বড় সুখের। নির্জ্জনে যখন রাজকুমারের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে,—শীঘ্রই হইবে,—তাঁহাকেও তুমি এই কথা বলিও। আমিও তজ্জন্য রাজপুত্রকে কোন কথা বলিব না। তোমাকে আমি সরল ভাবে প্রিয়সখীরূপে বরণ করিতেছি।

লেডী জার্শী আর বিবি অ্যাষ্টন উভয়েই রাজকুমারীকে কাপড় পরাইতেছিলেন, বিবি অ্যাষ্টনের কানে কানে লেডী জার্শী অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি তামাসা ? ইহা কি রসিকতা ? কিম্বা নির্দ্দোষ পরিহাস ?"

বিবি অ্যাষ্টন ঐরূপ মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "কেবল পরিহাস, সম্পূর্ণ পাগ্‌লামী, বালিকাসুলভ চপলতা ! মেয়েটা আস্ত পাগল !"

লেডী জার্শী পুনরুক্তি করিলেন, "কাণ্ডজ্ঞানশূন্য আউলে !" এইটুকু বলিয়া রাজকন্যার দিকে ফিরিয়া, নম্রস্বরে তিনি আবার বলিলেন, "তুমি আমাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতেছ, তজ্জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, কিন্তু প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌সের নিকটে মুখে মুখে তোমার কোন বার্ত্তা আমি বলিতে পারিব না।"

স্বভাবসিদ্ধ সরলভাবে কারোলাইন বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি না পার, অবকাশমতে আমি তোমার কথা তাঁহাকে বলিব।"

পোষাক পরা শেষ হইল, ঐ দুইটি রমণীর সহিত রাজকুমারী কারোলাইন ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন। রাজা সস্নেহ-সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। রাণীর স্নেহ-মমতা কম, তিনি বেশী কথা কহেন না, কারোলাইনকে দেখিয়া তিনি একবার মস্তক-সঞ্চালন করিলেন মাত্র; রাজকুমারী সোফিয়া, এমিলিয়া ও অগস্তা সেইখানে উপস্থিত ছিলেন, কুমারী কারোলাইনকে তাঁহারা বিশেষরূপে আদর করিলেন।

ডিউক অব্‌ ক্লারেন্স লোক ভাল, কিন্তু বুদ্ধি কম, তাঁহাকেও আউলের দলে গণনা করিতে হয়, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। ডিউক অব্‌ কম্বারল্যাণ্ড প্রায় সর্ব্বক্ষণ রিপুপরবশ, তিনি কারোলাইনকে আদর করিবার প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া কারোলাইনের ভয় হইল, সন্দেহও আসিল।

রাজকুমারী বসিলেন,—যুবরাজ প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স যেখানে বসিয়া ছিলেন, তাঁহার ঠিক পার্শ্বেই বসিলেন। সাধারণ শিষ্টাচারের খাতিরে যুবরাজ তাঁহার ভাবী পত্নীকে সম্ভবমত আদর করিলেন, আর কিছুই না। ভালবাসার ত কথাই নাই; কুমারী কারোলাইন যতগুলি কথা বলিলেন, রাজকুমার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সব কথাগুলি মন দিয়া শুনিলেন। ইতিপূর্ব্বে অন্য গৃহে তিন মিনিটকাল তিনি যেরূপ ভাব দেখাইয়াছিলেন, এখনকার ভাবটি তদপেক্ষা অনেক ভাল। রাজপুত্র একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, মনে মনে স্বীকারও করিলেন, কারোলাইন যদিও কিছু কুৎসিত হয়, তথাপি তাঁহাকে বেশী কুৎসিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কারোলাইনের দাঁতগুলি দিব্য সুন্দর,

দিব্য পরিষ্কার; চুলগুলি রেশমের ন্যায় নরম, স্তরে স্তরে গুচ্ছ গুচ্ছ, পয়োধর পুরন্ত। রাজপুত্র এইগুলি দেখিলেন। কিন্তু যে বিষ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার প্রভাবে কারোলাইনকে তিনি মনোনীত করিতে পারিলেন না। ভাবভঙ্গী দেখিয়া কারোলাইনের ভয় হইল; শেষকালে অবসর বুঝিয়া রাজকুমারের কানে কানে তিনি বলিলেন, "লেডী জার্শীর সম্বন্ধে কতকগুলি কথা আমি বলিতে ইচ্ছা করি।"

লর্ড মালমেস্‌বারী ইতিপূর্ব্বে এই রাজকুমারীকে কতকগুলি উপদেশ দিয়া রাখিয়াছেন; তন্মধ্যে একটি উপদেশের মর্ম্ম এই যে, যদি তুমি যুবরাজের কোন প্রকার দুক্রিয়া জানিতে পার, সাবধান, কোনরূপে কোন সূত্রে ঈর্ষাভাব প্রকাশ করিও না। কুমারী কারোলাইন সেই উপদেশ অনুসারে লেডী জার্শীর প্রসঙ্গে রাজকুমারকে গুটিকতক কথা বলিলেন। রাজকুমার স্বভাবতঃ লঘুচিত্ত, সরলা কুমারীর মনের প্রকৃত ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, বিরক্ত হইলেন। কুমারীর রূপের যে যে দোষ তিনি শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে যে বিশ্রী ধারণা হইয়াছিল, চক্ষে দেখিয়া তাহার অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু কুমারীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। বুদ্ধি স্থির করিবার জন্য যুবরাজ অনেক পরিমাণে মদ্য পান করিলেন, তাহা দেখিয়া বুদ্ধিমতী কুমারী বুঝিয়া লইলেন, অনেক মদ খাওয়া রাজকুমারের অভ্যাস; ইহা বুঝিয়া ইউরোপখণ্ডের "সর্ব্বপ্রধান ভদ্রলোকটির" ব্যবহারে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল।

ভোজন সমাপ্ত হইল, সকলে সে গৃহ হইতে বাহির হইতে লাগিলেন, রাজকুমারী ক্যারোলাইন তাঁহার নির্দ্দিষ্টগৃহে চলিয়া গেলেন। সেই সময় উত্তম অবসর পাইয়া যুবরাজ তাঁহার জননীকে সেই কক্ষের অপর প্রান্তে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্যারোলাইনকে আপনি কিরূপ দেখিলেন? উহার ভাব ভক্তি কেমন বুঝিলেন?"

মুখ বাঁকাইয়া, কট্‌মট্‌ চক্ষে চাহিয়া, তীব্রস্বরে রাণী উত্তর করিলেন, "ভাল নয়। তোমাকে এইরূপে অসুখী করাতে আমি অতিশয় ব্যথিত ও বিরক্ত হইয়াছি। রাজাকে আমি বারণ করিয়াছিলাম, মিনতি করিয়া, আবার ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিলাম, 'এ সম্বন্ধে তুমি রাজী হইও না।'—জানই ত, তোমার পিতা যেন সয়তানের ন্যায় একগুঁয়ে; তিনি আমার কথা শুনিলেন না, তিনিই এই অনর্থ বাধাইয়াছেন। আমি যে ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়া গেল। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কুমারী কারোলাইন তোমার স্ত্রী হইবার উপযুক্ত নয়, এ বিবাহ বড়ই অসুখের হইবে।"

তীব্রকণ্ঠে প্রিন্স বলিলেন, "পিতাকে বারণ না করিয়া আপনি কেন আমাকে সাবধান করিলেন? না আমাকে কেন মিষ্টকথা বলিলেন না? আমাকে কেন ভয় দেখাইলেন না? আমি বিবেচনা করি, আমার বিবাহে মতামত দিবার আমিই কর্ত্তা। আপনি যে এই বিবাহসম্বন্ধে বিরোধী, অগ্রে আমি তাহা জানিতে পারি নাই, সবে মাত্র আজ সন্ধ্যাকালে শ্রবণ করিয়াছি।"

রাজ্ঞি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার মুখে শুনিলে?"

যুবরাজ উত্তর করিলেন, "কারোলাইনের প্রতি আপনি যেরূপ তাচ্ছিল্য দেখাইয়াছেন, তাহাতেই আমার সন্দেহ হইয়াছিল, তাহার পর লেডী জার্শী সেই সন্দেহ দৃঢ়ীভূত করিয়া দিয়াছিলেন।"

কুটিলদৃষ্টিতে পুত্রের মুখপানে চাহিয়া রাজ্ঞি সারলোটি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "ওঃ! লেডী জার্শী?—হাঁ লেডী জার্শীর সহিত এই সম্বন্ধে আমার কথোপকথন হইয়াছিল বটে। তাঁহাকে আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই তাহা তুমি শুনিতে পাইবে।"

যুবরাজের বদনে হঠাৎ পৈশাচিক হাস্যরেখা দেখা দিল। সেই হাস্য দেখিয়াই রাজ্ঞি আবার ত্বরিতস্বরে একটু চুপি চুপি বলিলেন, "লেডী জার্শীকে আমি বলিয়াছি, যতদিন তিনি তোমার বন্ধু থাকিবেন, ততদিন আমিও তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া জানিব। আরও বলিয়াছি, ঝটিকা যখন উঠিবে,—ঝটিকা অনিবার্য্য,—আমি তখন তোমার আর লেডী জার্শীর পক্ষ হইব; পরিণাম কি হইবে, তাহা চিন্তা করিব না।"

বিকৃতস্বরে রাজকুমার বলিলেন, "কার্‌লটন প্রাসাদে অশান্তি উৎপন্ন হইবে, এটা তবে আপনি পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন? আমি আর আমার স্ত্রী গৃহে যখন একত্র হইব, তখন আপনার এই সিদ্ধান্তের ফল ফলিবে।"

রাণী বলিলেন, "যাহা আমি স্থির করিয়াছি, তাহা তোমার কেমন বোধ হয়? জর্জ্জ! একটা বিষয় তুমি স্মরণপথে ঠিক রাখিয়া দিও, ভবিষ্যতে তাহার সার্থকতা বুঝিতে পারিবে।"

সকৌতূহলে জননীর বদন নিরীক্ষণ করিয়া যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে বিষয়টা কি মা?"

কম্পিত শুভ্রওষ্ঠে ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া রাজ্ঞী সার্‌লোটি উত্তর করিলেন, "কুমারী কারোলাইন আমাকে অমার্জ্জনীয় জাতশত্রু মনে করেন।"

প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ যতই নিষ্ঠুর, যতই স্বার্থপর, যতই নির্ম্মম, যতই অব্যবস্থিত চিত্ত হউন, তাঁহার স্বভাব যতই মন্দ হউক, রাণীর মুখে ঐ সাংঘাতিক কথা শুনিয়া তাঁহার অন্তরে মহা ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন, মানুষ যদিও

নরহত্যা হয়, তথাপি সাধারণ মানব-প্রকৃতির উপর তাহার সদভিপ্রায় থাকে; প্রিন্স যদি হঠাৎ জানিতে পারেন, তাঁহার নিজের জননী হত্যাকারিণী, তাহা হইলে তাঁহার আতঙ্কের সীমা থাকে না; তিনি মনে করিতে পারেন, রাজ্ঞী সার্লোটি মানবীর মুখস-পরা পিশাচী; মুখোস খুলিয়া নিজমূর্ত্তি ধরিবেন।

রাণী এই সময় পুত্রের মুখের দিকে ঘৃণাপূর্ণ নয়ন নিক্ষেপ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, যাহা তিনি বলিয়াছেন, পুত্র সে কথা স্বরূপ মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তিনি এইরূপ ভাবিলেন, কিন্তু সেখানে আর অধিকক্ষণ দাঁড়াইলেন না, দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—:*:—

ছদ্ম-বেশী পুরুষ।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে, কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা আর মিস্ প্ল্যাণ্ডিনেট এক সঙ্গে চ্যানসারিলেনের গারদবাড়ী হইতে গুপ্তভাবে বাহির হইয়াছিলেন। লেডী ডেস্‌বরা আর ডচেস্ ডেভনসার যে গাড়ীতে চ্যানসারি লেনে আইসেন, সে গাড়িখানি কাউণ্টেসের নিজের; কুমারী প্ল্যাণ্ডিনেটের সহিত তিনি সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া সহরের ওয়েষ্ট-এণ্ডের দিকে যাত্রা করিলেন। উভয়ে গাড়ীতে বসিয়া কথোপকথন করিতে করিতে কাউণ্টেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমারি! এখন তোমাকে আমি কোথায় লইয়া যাইব?"

কুমারী প্ল্যাণ্ডিনেট উত্তর করিলেন, "আপনার সঙ্গে আসিয়াছি, আপনি আমাকে যেখানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন,সেইখানেই আমি যাইতে রাজী।"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "কোথায় আমি যাইব, তাহার ঠিক করা হয় নাই; এজওয়ার রোডে একটি লেডীর সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা ছিল, সেই ইচ্ছা এখন পূর্ণ না হইলেও ক্ষতি হইবে না; এখন যদি তুমি বল, তোমাকে আমি তোমার নিজ বাড়ীতে রাখিয়া আসি।"

কুমারী প্ল্যাণ্ডিনেট বলিলেন, "আপনার সঙ্গে যাইতে পাইলে আমি বড় সুখী হইব।"

এই কথা শুনিয়া কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা কোচম্যানকে হুকুম দিলেন, "চালাও,—এজওয়ার রোড,—বেলেগ্রেভ্ প্রাসাদ।"

গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিল। প্রায় আধঘণ্টাকাল উভয়ে গাড়ীর মধ্যে বসিয়া নানাবিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। উভয়ে উভয়ের নিকট যদিও অপরিচিত, তথাপি অনেকক্ষণ একসঙ্গে থাকাতে কতকটা আলাপ হইয়াছিল; বিশেষতঃ কুমারী প্ল্যাণ্ডিনেট ডচেস্ ডেভনসারের সম্পর্কীয়া ভগ্নী, এইরূপ পরিচয় হইয়াছে। ডচেস্ ডেভনসার্ এই কাউণ্টেসের পরমাত্মীয় প্রিয় বন্ধু, অতএব কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা এই নবীনা কুমারীকে ভালবাসিয়াছিলেন।

গাড়ী থামিল। সম্মুখে বেলেগ্রেভ্ প্রাসাদ। গাড়ীর পশ্চাৎ হইতে একজন ফুটম্যান লাফাইয়া পড়িয়া প্রাসাদের ফটকের দ্বারে ঘণ্টা বাজাইয়া দিল। এই অবসরে মিস্ প্ল্যাণ্ডিনেট গাড়ীর খড়খড়ির পাখী খুলিয়া বেলেগ্রেভ্ প্রাসাদের শোভা দেখিয়া লইলেন।

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "এই অট্টালিকার নাম বেলেগুেন্ প্রাসাদ; যদিও ইহা প্রাচীনধরণে নির্ম্মিত, বাহির হইতে ভাল দেখায় না, কিন্তু ভিতরের ঘরগুলি চমৎকার, পরিপাটীরূপে সজ্জিত। তুমি কি আর কখনও এই বৃহৎ অট্টালিকার অভ্যন্তর ভাগ দর্শন করিয়াছ?"

প্ল্যাণ্টিনেট উত্তর করিলেন, "আর কখনো আমি এ দিকে আসি নাই। মার্শনেস্ বেলেগুেন্ ও মণ্টগোমারি পরিবারের মোকদ্দমার কথা অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু মার্শনেসের চেহারা কেমন, তাহা আমি কখনও চক্ষে দেখি নাই।"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "মার্শনেস্ বেলেগুেন পরম দয়াবতী মহিলা, তাঁহার স্বভাব অমায়িক, দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। তিনি এই প্রাসাদের মধ্যে নির্জ্জনবাস করেন, কোথাও বাহির হন না, বাহিরের লোকেরাও এখানে আসিতে পায় না; আমি, আমার স্বামী আর কতিপয় বাছা বাছা অন্তরঙ্গ বন্ধুর এখানে আসিবার অধিকার আছে।"

সুন্দর উর্দ্দীপরা একজন দরোয়ান আসিয়া ফটকের দ্বার খুলিয়া দিল, কাউণ্টেস্ ডেসবরা ও মিস্ প্ল্যাণ্টিনেট গাড়ী হইতে নামিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখেই উদ্যান, নানাজাতি তরুলতায় শোভিত; উদ্যানের দৃশ্য অতি মনোহর। উদ্যান পার হইয়া রমণীদ্বয় দ্বারপালের সহিত সম্মুখের প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিলেন, বাটীর মধ্যে একটী সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত গৃহে উপস্থিত হইলেন; সেই গৃহে পূর্ব্বকালের প্রচলিত বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র, বিবিধ বর্ণের পুষ্পাধার ও নানাবিধ পুত্তলিকা। উপরে উঠিবার সিঁড়ি অতি সুন্দর, ওক্‌কাষ্ঠের রেলিং। সিঁড়ির উপরের চাতালে সারি সারি চীনের কলসে বিচিত্র বর্ণের কৃত্রিম কুসুমদাম। সম্মুখেই বৈঠকখানা; কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা ও কুমারী প্ল্যাণ্টিনেট সেই বৈঠকখানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৈঠকখানায় একখানি সোফার উপর মার্শনেস্ বেলেগুন্ একাকিনী বসিয়াছিলেন, কাউণ্টেস্‌কে দেখিবামাত্র সোফা হইতে উঠিয়া, অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া সদয়ভাবে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। পরক্ষণেই মিস্ প্ল্যাণ্টিনেটের উপর তাঁহার চক্ষু পড়িল, তিনি চমকিয়া উঠিলেন, তখনি তখনি মুখ ফিরাইয়া কাউণ্টেসের হাত ধরিয়া একখানি আসনে বসাইলেন।

প্ল্যাণ্টিনেটকে দেখিয়া মার্শনেস্ চমকিয়াছিলেন, কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা সে ভাবটা দেখিতে পান নাই, কিন্তু প্ল্যাণ্টিনেট দেখিয়াছিলেন; তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। কেহ তাঁহাকে বসিতে বলিলেন না, তিনি নিজেই একখানি আসনে বসিয়া আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন, মার্শনেস্ আমাকে দেখিয়া চমকাইলেন কেন? পূর্ব্বে তিনি আমাকে কখনো দেখেন নাই, জীবনকালের

মধ্যে আমার অজ্ঞাতসারে আমিও কখন তাঁহাকে দেখি নাই, তবে কেন উদ্বেগ? না না, কদাচ তিনি আমাকে চিনিতে পারিবেন না।

মার্শনেসের দিকে চাহিয়া কাউণ্টেস্ ডেস্বরা চকিতস্বরে বলিলেন, "ওহো! আমার সঙ্গিনীর পরিচয় দিতে আমি ভুলিয়াছি। অনেক দিনের পর তোমাকে দেখিয়া অত্যানন্দে এই ভুল হইয়াছে, ক্ষমা করিও। ইহাঁর নাম মিস্ প্ল্যাঞ্জিনেট,—ইনি আমাদের প্রিয়সখী ডচেস্ ডেভনসায়রের সম্পর্কীয়া ভগিনী।"

প্রাসাদে অপরিচিত লোকের প্রবেশে মনে মনে বিরক্ত হইয়া, মার্শনেস্ বেলেগুেন্ তখনি আবার সে ভাবটা সংবরণ করিলেন, তথাচ কিন্তু অবিশ্বাস ও সংশয় রহিল; তাহাও গোপন করিয়া তিনি বলিলেন, "মিস্ প্ল্যাঞ্জিনেট! যাঁহার সঙ্গে তুমি আসিয়াছ, তাঁহার ন্যায় তুমিও আমার আদরের পাত্রী। প্রথমে যখন তুমি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, তখন আমি অভ্যর্থনা করি নাই, তাহার কারণ আছে। আমি এই প্রাসাদমধ্যে নির্জ্জনে বাস করি, এখানে নূতন লোকের সমাগম নাই; হঠাৎ যাহারা নূতন আসিয়া উপস্থিত হয়, যতক্ষণ আমি তাহাদের পরিচয় না পাই, ততক্ষণ অভ্যর্থনা করি না।"

এই সকল কথা শুনিয়া কুমারী প্ল্যাঞ্জিনেট সসম্ভ্রমে একবার মস্তক-সঞ্চালন করিলেন। লেডী ডেস্বরার দিকে চাহিয়া মার্শনেস্ বলিলেন, "ষ্ট্যাম্ফোড-নিকেতন তোমার অধিকারে আসা অবধি আমি তোমাকে দেখি নাই, সেই নূতন সম্পত্তিটা তোমার মনোমত হইয়াছে ত?"

কাউণ্টেস্ উত্তর করিলেন, "সম্পত্তি ভাল, বাড়ীখানিও ভাল, কিন্তু সে বাড়ীতে থাকিলে মনে স্ফূর্ত্তি আইসে না; কেমন একরকম আতঙ্ক আইসে। তোমার স্মরণ হইতে পারিবে, পাপিনী লেডী ষ্ট্যাম্ফোর্ড সেই বাড়ীতে আত্মহত্যা করিয়াছে—"

মার্শনেস্ বলিলেন, "ওঃ! আমি জানি, তোমার খুব সাহস; কিন্তু তুমি ভূতের ভয় কর?"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "ভূতের ভয় রাখি না, তথাপি সে বাড়ীতে থাকিতে কেমন একরকম আশঙ্কা হয়। বস্তুতঃ সম্পত্তিটি খরিদ করিয়া আর্ল এবং আমি, উভয়েই সন্তুষ্ট আছি। এখন তোমার কথা বল। প্রিয়সখী লরা! তোমার সে মোকদ্দমাটা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? আর সেই যুবা চিত্রকর জর্জ্জ উড্ফল কেমন আছে?"

কেমন একরকম চঞ্চলভাব দেখাইয়া মার্শনেস্ বলিলেন, "ও সকল কথা এখন জিজ্ঞাসা করিও না, ও রকমের কোন কথাই তুলিও না,—একটি বর্ণও না।"

যে ভাবে ঐ কটি কথা উচ্চারিত হইল, সে ভাব দেখিয়া কাউণ্টেসের বিস্ময় জন্মিল। মার্শনেস্ স্বভাবতঃ সপ্রতিভ, সরলা, হঠাৎ তাঁহার এরূপ ভাবান্তর হইবার কারণ কি, কাউণ্টেস্ তাহা বুঝিতে পারিলেন না; একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দেখ লরা। যে ভয় তুমি করিতেছ, তাহার কোন কারণ নাই। যাহা আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, মিস্ প্ল্যাঞ্জিনেটের সঙ্গে সে প্রসঙ্গের কোন সম্বন্ধ নাই; এখানে আমরা গোপনে যাহা বলাবলি করিব, মিস্ প্ল্যাঞ্জিনেট কদাচ অন্যত্রে তাহা গল্প করিবেন না।"

শান্তস্বরে মার্শনেস্ বলিলেন, "এলিনর! তোমার সঙ্গিনী এখানে আছেন বলিয়া আমি কোনরূপ দ্বিধা করিতেছি না; ফল কথা, যাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার সহিত মিস্ প্ল্যাঞ্জিনেটের কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং সে সব কথা ইহাঁকে ভাল লাগিবে না, অতএব তাহা এ স্থলে উত্থাপন না করাই ভাল।"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "লরা! তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই ভাল।"

মার্শনেস জিজ্ঞাসা করিলেন, "এলিনর! কবে তুমি লণ্ডনে আসিয়াছ?"

কাউণ্টেস্ উত্তর করিলেন, 'গত রাত্রে আসিয়াছি; আসিয়াই একটা সংবাদ শুনিয়া মনে বড় কষ্ট হইল। আমাদের সখী বিবি হারবার্ট দেনার দায়ে বড় বিপদে পড়িয়াছেন, আদালতের পেয়াদারা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া চান্সারী লেনের গারদবাড়ীতে কয়েদ রাখিয়াছে। ভোরে উঠিয়াই আমি ডেভনসার প্রাসাদে যাই, বিবি হারবার্টকে দেখিতে যাইবার জন্য ডচেস্‌কে অনুরোধ করি, তিনি তখনি সম্মত হইলেন, তাঁহাতে আমাতে চান্সারী লেনে গমন করি; গিয়াই দেখি, এই মিস্ প্ল্যাঞ্জিনেট সেইখানে; আর লেডী লেড নাম্নী একটা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক সেইখানে রহিয়াছে; আমি কখনই তাহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করি না।"

কুমারী প্ল্যাঞ্জিনেট বলিলেন, "তোমাকে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লেডী লেড আমার কেহই নয়; আমি বেশ জানি, সেই মাগী নিতান্ত দুশ্চরিত্রা; গতরাত্রে হঠাৎ গারদ বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া তাহাকে সেইখানে দেখিয়া আমার ভয় হইয়াছিল।"

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি তুমি সেখানে রাত্রিযাপন করিয়াছিলে? কারাগারে নিশাযাপন করিতে তোমার কি ভয় হয় নাই?"

কাউণ্টেস্ ডেসবরা বলিলেন, "রাত্রিকালে একটি ঘরে তিনটি স্ত্রীলোক; তিন জনে তিন জনকে রক্ষা করিয়াছে। রাত্রে কি তোমার ঘুম হইয়াছিল?"

প্ল্যাঞ্জিনেট বলিলেন, "ঘুমের ব্যাঘাত হয় নাই।"

মার্শনেস্ বলিলেন, "বোধ হয়, কুমারী প্লাণ্টিজেনেটের জন্য স্বতন্ত্র শয্যা ছিল, তাহাতেই নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা হইয়াছে।"

কাউন্টেস্ বলিলেন, "তাহা নয়; মিস্ প্লাণ্টিজেনেট আর বিবি হারবার্ট এক বিছানায় শুইয়াছিলেন। দেখ লরা! যে সব কথা আমাদের হইতেছে, তাহা অতি তুচ্ছ, অতিশয় হাস্যকর। ও সকল কথা থাকুক, আরও শোনো। আমরা সেখানে আছি, এমন সময় প্রিন্স অব্ ওয়েল্স হঠাৎ সেইখানে উপস্থিত হন। প্রিন্সের সহিত দেখা করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না, প্লাণ্টিজেনেটেরও অনিচ্ছা, তজ্জন্য আমরা উভয়ে গুপ্তদ্বার দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছি; আর কোথাও যাই নাই, গারদবাড়ী হইতে সরাসর এইখানেই আসিতেছি।"

মার্শনেস্ বলিলেন, "এলিনর! আজকার দিনটা আমার বাড়ীতেই তুমি অবস্থান কর।"

কাউন্টেস্ স্বীকার করিবেন কি অস্বীকার করিবেন, তাহা না ভাবিয়াই ঐরূপ নিমন্ত্রণ করা হইল।

কাউন্টেস্ বলিলেন, "আজ নয়, আজ আমি থাকিতে পারিব না; আমার স্বামী সহরে আছেন, তাঁহার কাছে আমি অঙ্গীকার করিয়াছি, আজ বৈকালে আমরা উভয়ে অনেকগুলি বন্ধুলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব। অসময়ে তোমাকে বিরক্ত করিলাম, তোমার অপরাপর কার্য্যে বাধা জন্মাইলাম, তজ্জন্য ক্ষমা চাহিতেছি।"

মার্শনেস্ বলিলেন, "সে কি কথা! তুমি আমার পরম বন্ধু, তোমার আসাতে আমার অপর কার্য্যে বাধা পড়িবে, এরূপ মনে করা বড় নির্দ্দয়ের কথা। যাহা হউক, কল্য তুমি আসিও, তোমার সহিত আমার বিস্তর কথা আছে।"

কাউন্টেস্ বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে। হাঁ, ভাল কথা,—গতবারে যখন আমি আসিয়াছিলাম, তখন সেই যে সুন্দরী কুমারীটিকে এইস্থানে দেখিয়া গিয়াছিলাম, সেই কুমারী এখন কোথায় আছে?"

চঞ্চল-দৃষ্টিতে মিস্ প্লাণ্টিজেনেটের দিকে চাহিয়া লেডী বেলেণ্ডেন উত্তর করিলেন, "সে মেয়েটি আজিও আমার কাছে আছে। তাহার তুল্য সুশীলা কুমারী আমি দেখি নাই। সে যদি আমার নিজের কন্যা হইত, তাহা হইলেও তাহাকে আমি এখন যত ভালবাসি, তাহার চেয়ে বেশী ভালবাসিতে পারিতাম না। আহা! মেয়েটি অনেক কষ্ট পাইয়াছে, অনেক যাতনা সহিয়াছে, তাহার উপর দিয়া অনেক দৌরাত্ম্য হইয়া গিয়াছে—"

কাউন্টেস্ বলিলেন, "সে কথা সত্য। প্রিন্স অব্ ওয়েল্স কেবল তাহাকেই ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এমন নয়; তিনি অনেক কুল-কুমারীর

সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। সেই মেয়েটি যেমন সাহস করিয়া রাজকুমারের কবল হইতে মুক্তি পাইয়াছে, অনেকেই তেমন পারে নাই।"

ঐ দুটি মহিলা যখন ঐরূপ বাক্যালাপ করিতেছিলেন, মিস্ প্লাণ্টিনেট্ সেই সময় একদৃষ্টে মার্শনেসের মুখপানে চাহিয়া ছিলেন, সে দিকে মার্শনেসের দৃষ্টি ছিল না, সুতরাং সে দৃষ্টিপাতের ভাব তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

ইতিপূর্ব্বে এক পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়াছি, মার্শনেস্ বেলেগুনের বয়স সাঁইত্রিশ বৎসর, তিনি পরমা সুন্দরী; বিধবা হইয়া অবধি বৈধব্যযোগ্য বসনে অঙ্গ আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, তথাপি তাঁহার লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে; মুখখানি পরম সুন্দর, বিম্বফলতুল্য আরক্ত ওষ্ঠপুটের মধ্য দিয়া গজদন্তের ন্যায় শুভ্র দন্তপংক্তি শোভা পাইতেছে, মখমলতুল্য কোমল কেশগুচ্ছ কুঞ্চিতভাবে বিকাস পাইতেছে। তাঁহার সৌন্দর্য্য অতুল। যদিও তাঁহার স্তনদ্বয় স্থূল বসনে ঢাকা, যদিও জামার আস্তীনে হাত দুখানি আবৃত, তথাপি যাঁহারা স্ত্রীজাতির রূপের প্রশংসা করেন, তাঁহারা কল্পনাবলে ঐ সুন্দরীর সুঠাম কলেবর চিত্র করিতে সমর্থ। চমৎকার মোহিনী মূর্ত্তি! যুবাজনেরা সেই মূর্ত্তি দর্শনে মোহিত হইয়া যায়।

কুমারী প্লাণ্টিনেট আপন মনে ভাবিতেছিলেন তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মার্শনেসের মনে কোনরূপ সন্দেহ হইতেছে কি না। তিনি ভাবিতেছেন, এমন সময় গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, কুমারী রোজ ফষ্টার সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

কুমারীকে দেখিয়াই কাউণ্টেস্ ডেস্বরা আসন হইতে উঠিয়া দ্রুতগতি তাঁহার নিকটে গিয়া সদয়ভাবে সমাদরে বলিলেন, "বালিকে! এইমাত্র আমি তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। আইস, কুমারী প্লাণ্টিনেটের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়া দিই।"

প্ল্যাণ্টিনেটের দিকে নজর পড়িবামাত্র কুমারী রোজ ভয়ে বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "একি! এই ছদ্মবেশ কিসের জন্য?"—বলিতে বলিতে যেন পাগলিনীর মত মার্শনেসের কাছে ছুটিয়া গিয়া সুশীলা সভয়ে বলিতে লাগিল, 'মা! মা! এই ছদ্মবেশধারিণী প্লাণ্টিনেটের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর! ইনি সেই কুট্নী পোষাকওয়ালী বিবি ব্রেসের একজন মুরব্বী! আমি বুঝিতেছি, লর্ড ফ্লোরিমেল কোন ভাল মতলবে নারীবেশ ধরিয়া আইসেন নাই; মতলব খারাপ!"

কুমারীর কথা শুনিয়াই মার্শনেসের মনে কি এক ভাবের উদয় হইল, কি

যেন তিনি স্মরণ করিতে লাগিলেন, লর্ড ফ্লোরিমেলের নাম শুনিয়াই তিনি চমকিয়া উঠিলেন।

এই ছদ্মবেশধারী প্ল্যাণ্টিনেট সত্য সত্যই লর্ড ফ্লোরিমেল। ভয়াতুরা বিস্ময়াবিষ্টা রোজ ফষ্টারের মুখে নিজের নাম শুনিয়া তিনি আর সেখানে দাঁড়াইতে সাহস করিলেন না। তাঁহার মনে পড়িল, এই কুমারী ক্যামিলা মর্টন নাম ধরিয়া বিবি ব্রেসের কাপড়ের দোকানে চাকরী করিত, বিবি ব্রেস ঘুস খাইয়া ইহাকে লর্ড ফ্লোরিমেলের উপপত্নী করিয়া দিতে চাহিয়াছিল, এখন উভয়েই উভয়কে চিনিয়াছে। লর্ড ফ্লোরিমেল ধরা পড়িবার ভয়ে অস্পষ্ট উক্তি করিয়া পলাইবার অভিপ্রায়ে দ্বারের দিকে ছুটিলেন, চঞ্চল হস্তে দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন, সিঁড়িতে নামিবার অগ্রে একটা মাদুরে হোঁচট খাইয়া ঢিপ্ করিয়া পড়িয়া গেলেন; সিঁড়ির চাতালে যে সকল চীনের ফুলদান সাজানো ছিল, তাহার মধ্যে একটা ফুলদানে মাথা ঠুকিয়া কপাল কাটিয়া গেল। আর কিছু তিনি দেখিতেও পাইলেন না, শুনিতেও পাইলেন না; একেবারে অজ্ঞান।

* * * * * * *

* * * * * * *

অনেকক্ষণের পর যখন লর্ড ফ্লোরিমেলের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, তখন তিনি দেখিলেন, শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন; চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ,—গোরের ভিতর যেমন নিস্তব্ধতা, সেইরূপ গভীর নিস্তব্ধ। লর্ড ফ্লোরিমেল সেই অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কাহারও পদশব্দ অথবা কাহারও কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। অল্পে অল্পে তাঁহার স্মৃতিশক্তি ফিরিল; গারদ-বাড়ীতে যাহা হইয়াছিল, তাহাও মনে পড়িল; কাউণ্টেস্ ডেস্বরার সহিত গাড়ী করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল; শেষকালে বেলেঙেন প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাও মনে পড়িল; তিনি অধীর হইয়া ললাটে হস্তমর্দ্দন করিলেন; অনুভবে বুঝিলেন, মাথায় পটী বাঁধা। তখন মনে হইল, বেলেঙেন প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিবার সময় সিঁড়ির চাতালে পড়িয়া গিয়াছিলেন, তাহাতেই এই দশা।

খানিকক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া আহত লর্ড ফ্লোরিমেল আপন মনে তর্ক করিতে লাগিলেন, "কোথায় আমি! ইহা কি আমার নিজের বাড়ী?—না, তাহা ত সম্ভব নয়।—অন্ধকারে এধার ওধার হাত বুলাইয়া দেখিলেন, নিজের বাড়ীর কোন আস্বাবপত্র হাতে ঠেকিল না। আবার তিনি ভাবিলেন, তবে কি আমি বেলেঙেন প্রাসাদে?—না,—তাহাও সম্ভব নয়;—লেডী বেলেঙেন অবস্থায় আমাকে তাঁহার বাড়ীতে রাখিবেন, ইহাও অসম্ভব। তবে আমি

কোথায় ?"—ভাবিতে ভাবিতে তিনি অনুমান করিলেন, তাঁহারা হয় ত আমাকে বাঁচাইবার জন্ত অজ্ঞান অবস্থায় অন্য কোন বাড়ীতে সরাইয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ নানাথানা তোলাপাড়া করিতে করিতে তিনি শুনিতে পাইলেন, একটা ঘড়ী বাজিল। ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া হঠাৎ তাঁহার সেই যন্ত্রণার সময় একটু আনন্দ হইল। মনে মনে তিনি স্থির করিলেন, এই ঘণ্টাধ্বনি পূর্ব্বে একবার শুনিয়াছিলেন। পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল। ঘণ্টাধ্বনি থামিল, আবার পূর্ব্বের স্তায় সমস্তই নিস্তব্ধ।

খট্টার উপর লর্ড ক্লোরিমেল একটু উঁচু হইয়া বসিলেন, দেয়ালে হাত বুলাইয়া বুঝিলেন, হাঁ, সেই স্থান বটে। আবার তিনি শয্যাপার্শ্বে হস্ত বিস্তার করিলেন, একটা পদার্থে হস্তস্পর্শ হইল,—পদার্থটা কি ?—বৃহৎ একখানা আরাম চেয়ার। তাঁহার স্মরণ হইল, পূর্ব্বে একবার এই ঘরে এই আরাম চেয়ারের উপর তাঁহার জামাজোড়া খুলিয়া রাখিয়াছিলেন।

এই নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া লর্ড ক্লোরিমেল আরও কত কি পূর্ব্বকথা মনে করিলেন, ধীরে ধীরে আস্তেব্যস্তে খট্টা হইতে নামিলেন; অত্যন্ত দুর্ব্বল, চলিবার শক্তি নাই; অতি কষ্টে দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়া এদিকে ওদিকে হাত বুলাইলেন; অনুভবে বুঝিলেন,একটা টেবিল, সেই ভাবে আরও একটু অগ্রসর হইয়া হস্তস্পর্শে জানিলেন, সোফা; স্মরণ হইল, পূর্ব্বে একবার যে সোফার বসিয়াছিলেন, ঠিক সেই সোফা। মনে মনে আশার সঞ্চার। ক্ষণকাল সেই সোফার উপর তিনি শুইয়া রহিলেন, অন্তরে অনেক প্রকার চিন্তা ও অনেক প্রকার স্মৃতির উদয়।

চারিদিকে অন্ধকার, চারিদিক নিস্তব্ধ। সেই অন্ধকারে লর্ড ক্লোরিমেল স্মরণ করিলেন,এই সেই গৃহ;—ইহার নাম—রহস্য নিকেতন—প্রেম নিকেতন—গৃহের বায়ু উত্তপ্ত—সুগন্ধে আমোদিত। তিনি স্থির করিলেন, হাঁ, এই সেই প্রেম নিকেতন; কিন্তু কোথায়, কাহার অট্টালিকা, লণ্ডনের কোন্ দিকে কোন্ অংশে ইহা সংস্থাপিত ?

লর্ড ক্লোরিমেল সোফা হইতে উঠিলেন, আন্দাজে আন্দাজে একটা গবাক্ষের নিকটে গেলেন। গবাক্ষে স্থূল মকমলের পর্দ্দা ফেলা, পর্দ্দা সরাইয়া তিনি গবাক্ষের হুড়্কা খুলিবার চেষ্টা করিলেন। গরাদের সঙ্গে হুড়কার গায়ে বৃহৎ কুলুপে চাবীবন্ধ, একটু সরায়, কাহার সাধ্য। গবাক্ষে এমন একটু ছিদ্র নাই যে, তাহা দিয়া বাহিরের কোন বস্তু দেখা যায়। যদিও বেলা দুই প্রহর, তথাপি গৃহমধ্যে ঘোর অন্ধকার। বাস্তবিক প্রাতঃকাল কিংবা বেলা দুইপ্রহর কিম্বা রাত্রিকাল, লর্ড ক্লোরিমেল তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। জানালার

নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দ্বারের নিকটে গমন করিলেন। দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিলেন; সে চেষ্টাও বিফল; দ্বারেও সুদৃঢ় চাবীবন্ধ। দ্বারের নিকট হইতে আসিয়া আবার তিনি সোফায় হেলান দিয়া বসিলেন, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'নিশ্চয়ই আমি কারাগারে বন্দী, কারাগারেও আমার আনন্দ, আহা! এই সময় এই কারাগারের অধিষ্ঠাত্রী সেই সুন্দরী যদি আমার কাছে থাকিতেন, তাহা হইলে আমি কতই সুখী হইতাম!'

অকস্মাৎ একটী পরিচিত সুকোমল মধুরস্বর শ্রুতিগোচর হইল। স্বর বলিল, "প্রিয় ফ্লোরিমেল! আমি তোমাকে অবহেলা করিব, এমন কি তুমি বিবেচনা কর?"—

স্বর থামিল। এইরূপ উক্তি করিয়াই সেই পূর্ব্ববর্ণিত অজ্ঞাতরমণী বাহু প্রসারণ করিয়া লর্ড ফ্লোরিমেলকে আলিঙ্গন করিলেন। মুখে মুখে চুম্বন করিয়া রমণী একবার উঠিয়া, টেবিলের উপর হইতে মদ্য আনিয়া, আবার ফ্লোরিমেলকে কোলে করিয়া বসিলেন। সুন্দরীর অর্দ্ধাবৃত বক্ষঃস্থলে মাথা রাখিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল মদ খাইলেন; ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোমোহিনি! বল আমাকে, কত দিন আমি এখানে আছি? কত ঘণ্টা কি কত দিন, কিছুই আমি জানি না।"

মনোমোহিনী বলিলেন, "আজ তিন দিন। তোমার মস্তকে আঘাত লাগিয়াছিল, তিন দিন আমি তোমার সেবা করিতেছি; কিন্তু কেমন করিয়া তুমি এখানে আসিলে? আমি তোমার সেবার জন্য ধাত্রি হইয়াছি, এমন ঘটনাই বা কিরূপে হইল? আজ ৮ই এপ্রিল, সন্ধ্যাকাল, ঘড়ীতে সাতটা বাজিয়াছে। আবার আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, কিরূপে তুমি এখানে আসিলে?"

ত্বরিতস্বরে লর্ড ফ্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আমি বেলেণ্ডেন্ প্রাসাদে নাই?"

মোহিনী উত্তর করিলেন, "তাহা কি তুমি সম্ভব মনে করিতে পার? না না, —এখন বেশী কথা কহিও না। তোমার জ্বর হইয়াছিল, তুমি প্রলাপ বকিয়াছিলে, ডাক্তার তোমাকে ঘুমের ঔষধ দিয়া গিয়াছেন; ঔষধ খাইয়া খাটে গিয়া শয়ন কর, সচ্ছন্দে ঘুমাও; কল্য প্রাতঃকালে যখন জাগিবে, তখন শরীর অনেক সুস্থ বোধ হইবে, তখন তোমার যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে, জিজ্ঞাসা করিও, আমি তাহার উত্তর দিব।"

মোহিনীর স্তনের উপর মস্তক রাখিয়া ফ্লোরিমেল শয়ন করিয়াছিলেন,

উঠিয়া সেই স্তনে চুম্বন করিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, যাহা তুমি বলিতেছ, তবে তাহাই করি।"

লর্ড ক্লোরিমেল বিছানায় গিয়া শয়ন করিলেন, খট্টাপার্শ্বে আরাম চেয়ারে বসিয়া মোহিনী ধাত্রী আপন হস্তে তাঁহার একখানি হস্তধারণপূর্ব্বক যথাযোগ্য সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; স্নেহময়ী কামিনী যেমন যত্ন করিয়া রোগীর সেবা করিতে পারে, প্রেমভাবে তিনি সেইরূপ যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিবাহ

এইখানে আমরা এ আখ্যায়িকার একটি উজ্জ্বল অংশ বর্ণনা করিব। যে দিনের এই ঘটনা, সেই দিনটি দুটি প্রাণীর জীবনের সাংঘাতিক ঘটনা বলিয়া গণ্য। যে নীচাশয় রাজকুমার একটি কুমারীকে প্রথমে ঘৃণা করিয়া তাহার পর অগত্যা ভালবাসিতে উদ্যোগী, দিনটি তাঁহার পক্ষে সাংঘাতিক; আর একটি সরলা রাজকুমারী এক জন নির্দ্দয় দুর্ব্বৃত্ত নিষ্ঠুর পুরুষকে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত, দিনটি সেই রাজকুমারীর পক্ষে সাংঘাতিক।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রেল সন্ধ্যাকাল। এই দিন সেণ্টজেমস্ প্রাসাদের ধর্ম্ম-মন্দিরে ইংলণ্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের সহিত বরণবিকের রাজকুমারী কারোলাইনের বিবাহ। রাজা, রাণী এবং রাজপরিবারের সকলেই সেইখানে উপস্থিত, কেবল কাপুরুষ অকর্ম্মণ্য ডিউক অব্ ইয়র্ক অনুপস্থিত। সেই কাপুরুষ রাজকুমার তৎকালে লণ্ডনে ছিলেন না, প্রদেশমধ্যে ব্রিটিশ সেনাদলে গোল-যোগ ঘটাইয়া ব্রিটিস্‌জাতির পরাভব ও অপমানের অভিনয় করিতেছিলেন।

সচরাচর ইংলণ্ডের প্রপীড়িত প্রজাপুঞ্জের শ্রমার্জ্জিত অর্থে যেরূপ মহাসমা-রোহে রাজপরিবারের বিবাহ হইয়া থাকে, এ বিবাহেও তদনুরূপ মহাসমারোহ। বড় বড় পদস্থ রাজপুরুষ, বড় বড় উপাধিধারী গণনীয় পুরুষ এবং মানবতী মহিলাগণ এই বিবাহসভায় উপস্থিত। রাজ্ঞী সার্‌লোটী সুন্দর পক্ষিপুচ্ছে ও হীরাজহরাতে মণ্ডিতা, রাজকন্যা ও অপরাপর রমণীগণও বহুমূল্য বসনভূষণে সজ্জিতা।

রাজা দিব্য প্রফুল্লবদন, রাণী সার্‌লোটীর মুখ ভারী, রাজকুমারী এমিলিয়া কিছু বিষাদিনী। কেন না, তিনি বুঝিয়াছিলেন, সরলা কুমারী কারোলাইনের ভাগ্য ভাল নয়।

রাজকুমারী কারোলাইন যদিও মনে মনে ম্রিয়মাণা, তথাপি তাঁহার অধরে মৃদু মৃদু হাস্য। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপর লোকেরা যে পথ প্রস্তুত করিয়াছে, সেই পথে পদার্পণ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। পরমেশ্বরের উপরেই তাঁহার পূর্ণ নির্ভর; ভাগ্যে যাহা থাকে, তাহাই হইবে; সর্ব্বশক্তিমান্ পরমপিতার যাহা ইচ্ছা, তাহাই সিদ্ধ হইবে; মনুষ্যের কার্য্যের ভাল মন্দ বিধানে একমাত্র তিনিই কর্ত্তা।

যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স বাহাদুরের কিরূপ ভাব? তিনি প্রচুর মদ্যপানে মাতাল হইয়া বেদি সম্মুখে সমুপস্থিত, মুখে ঈষৎ হাস্য, নয়নে কামভাব পরিপূর্ণ; সেইরূপ লোলুপনয়নে লেডী জার্শী ও বিবি অ্যাষ্টনের মুখপানে তিনি চাহিলেন; কৌশলে জয়লাভ হইয়াছে, এই ভাব জানাইয়া লেডী জার্শী আমোদিনী।

কুমারী কারোলাইন তাঁহার সেই দৃষ্টি-বিনিময় দর্শন করিলেন, অন্তরে বেদনা লাগিল; পাঁচ মিনিটের মধ্যে যিনি তাঁহার স্বামী হইবেন, তাঁহার এবং পূর্ণমনোরথ প্রতিযোগিনীর মনের ভাব তিনি বিলক্ষণ বুঝিলেন; অল্পক্ষণের জন্য মুখখানি লোহিতবর্ণ হইল, স্বভাবসিদ্ধ সহিষ্ণুতা ও সরলতাবশে তখনি তখনি সে ভাব সংবরণ করিয়া ভাগ্যের উপর নির্ভর করিলেন।

উপাসনা কার্য্য আরম্ভ হইল, ক্যান্টরবরীর আর্ক বিশপ মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। রাজা স্বয়ং ব্যবহারানুরূপ কার্য্যকরণে অগ্রসর হইয়া কুমারীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক আসনে বসাইয়া দিলেন; সেই সময় কুমারীর সুকোমল নয়ন হইতে অশ্রুবিন্দু মুক্তার ন্যায় বিগলিত হইয়া মক্‌মলের আসনে নিপতিত হইল; যুবরাজ সেই অশ্রু দর্শনে করুণাপরবশ না হইয়া মনে মনে রাগত হইলেন, ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না; ভাবিলেন, আমার স্ত্রী হওয়া কত সৌভাগ্য ও কত গৌরবের বিষয়, তাহা না বুঝিয়া এই জর্ম্মনকুমারী কাঁদিল; ইহা ভাবিয়াই তাঁহার অধীরতা।

অন্তরে দারুণ বেদনা পাইয়া যুবরাজ অকস্মাৎ পবিত্র আসন হইতে লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া পুরোহিত আর্ক বিশপ চমকিত নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিলেন। আর আর যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইল, রাজ্ঞী, লেডী জার্শী ও বিবি অ্যাষ্টনের মুখে অল্প অল্প হাস্য দেখা দিল; এটিকেটের পাকা মুরুব্বী লর্ড মাল্‌মেস্‌বরী এই ব্যাপার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইলেন।

মুহূর্ত্তকাল এই ভাব। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স পরক্ষণে চকিত হইয়া মনে করিলেন, লোকে হয় ত আমাকে মাতাল অথবা পাগল বিবেচনা করিতেছে; কার্য্যটা ভাল হয় নাই। ইহা ভাবিয়া অস্পষ্টবাক্যে ক্ষমা চাহিয়া পুনর্ব্বার তিনি বরাসনে জানু পাতিয়া বসিলেন।

মন্ত্রপাঠ হইতে লাগিল, আর কোন বাধা পড়িল না। কেবল একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। শুভকার্য্যের শেষে সকলে শান্তিবাক্য উচ্চারণ করিলেন, লর্ড মাল্‌মেসবরী সে বাক্য উচ্চারণ করিলেন না; তিনি অবনত বদনে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিলেন, "এটিকেট!"

পরিণয়কার্য্য সমাপ্ত হইল, যাঁহার ভাগ্যে যাহা থাকুক, বিদ্রূপের পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল, বরণবিকের রাজকুমারী কারোলাইন অতঃপর ইংলণ্ডের প্রিন্সেস্ অব্ ওয়েল্‌স হইলেন।

বর, কন্যা এবং বরযাত্রিগণ ধর্ম্মমন্দির হইতে বাহির হইয়া প্রাসাদের মধ্য-স্থিত একটি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে বহু লোক সমবেত। সকলের চক্ষুই নববিবাহিতা রাজবধূর উপরে, কিন্তু কেহই সে স্থানে আপন আপন মনোগতভাব ব্যক্ত করিতে সাহসী হইলেন না।

বিধবা কাউণ্টেস্ মণ্টগোমারি তাঁহার সহচরী লেডী ক্রণেলকে জনান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়সখি লেডী ক্রণেল! এই নববধূকে দেখিয়া তোমার কিরূপ বিবেচনা হয়?"

চতুরা লেডী ক্রণেল উত্তরচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমার নিজে কিরূপ বিবেচনা করেন?"

কাউণ্টেস্ মণ্টগোমারি বলিলেন, "দেখিতেছ না, রাজকুমার নিজের মনোভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াও কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতে-ছেন না? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তিনি অসুখী, অসন্তুষ্ট ও চঞ্চল।"

অস্পষ্টস্বরে লেডী ক্রণেল চুপি চুপি বলিলেন, ঠিক—তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই ঠিক! আরও দেখা যাইতেছে, যুবরাজ বেশ মাতাল।"

ঐরূপ চুপি চুপি কাউণ্টেস্ বলিলেন, "হাঁ, বেশ মাতাল; খুব মদ খাইয়াছে।"

পূর্ব্ববৎ অস্পষ্ট মৃদুস্বরে লেডী ক্রণেল বলিলেন, "গোলাপী নেশায় ভোর।"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "হাঁ, গোলাপী নেশা; কিন্তু নূতন বধূটিকে তুমি কিরূপ বিবেচনা কর?"

লেডী ক্রণেল বলিলেন, "ইতর অসভ্য কুৎসিত জিনিস জর্ম্মণী হইতে আম-দানী হইয়াছে। আমাদের ইংলণ্ডের সমাজে এমন স্ত্রীলোক স্থান পাইবার যোগ্য নয়।"

ঐ দুটি গল্পপ্রিয়া রমণী এত বড় গুরুতর বিষয়ে সৌখীন কামিনীর সৌখী-নতার এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন।

বৈঠকখানার অপর এক কোণে একজন আর্ল আর একজন মার্কুইস মুখামুখি দাঁড়াইয়া ছিলেন; এত মুখামুখি যে, নাকে নাকে ঠেকাঠেকি। তাঁহারা চুপি চুপি উপস্থিত বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন।

আর্লের বয়ঃক্রম প্রায় ৬৫ বৎসর। মার্কুইসকে সম্বোধন করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয় মিত্র! এই রাজবধূটি কেমন?"

মার্কুইসটি এই আর্ল অপেক্ষা দশ বৎসরের ছোট। তিনি উত্তর করিলেন,

"মী লর্ড! আপনি কিরূপ বিবেচনা করেন, আগে শুনি, তাহার পর আমি মন্তব্য দিব। কেন না, এতাদৃশ বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা অধিক।"

ঝোপের উপর বাড়ি মারিয়া যেমন জীবজন্তুর অবস্থান পরীক্ষা করা হয়, সেইরূপে আত্ম-অভিপ্রায় প্রকাশের পূর্ব্বে মার্ক্ইসের অভিপ্রায় জানিবার জন্য সুচতুর বৃদ্ধ আর্ল আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজপুত্র স্বয়ং এই নববধূটিকে কেমন বিবেচনা করেন, তাহা কি তুমি অনুমান করিয়া বলিতে পার?"

মার্ক্ইস্ চুপি চুপি বলিলেন, "মী লর্ড! আপনি কি দেখিতেছেন না, নববিবাহিতা স্ত্রীর দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া রাজকুমার কেমন ঐ লেডী জার্শীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন?"

আর্ল বলিলেন, "ঠিক! ঠিক! তুমি যাহা বলিলে, ঠিক তাই!"

মার্ক্ইস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ নববধূটিকে আপনি কিরূপ বিবেচনা করেন?"

আর্ল তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "কেবল একটা সিদ্ধান্ত স্থির করা যায়। জর্ম্মণীর রাজকন্যার পক্ষে তাহা অনুকূল নহে। আমরা উহাঁর সহিত ভাল করিয়া কথা কহিব না, আরও—আমাদের স্ত্রীকন্যাগণকে উপদেশ দিব, তাহারা যেন ঐ নববধূকে হীন বলিয়া বিবেচনা করে।"

সেই বাক্যে সায় দিয়া মার্ক্ইস বলিলেন, "সেই কথাই ভাল; ঐরূপ কার্য্য করাই আমাদের এখন কর্ত্তব্য।"

এই প্রকার পরামর্শ স্থির করিয়া তাঁহারা দুই জনে সেই ঘরের অন্যদিকে চলিলেন। যে দিকে তাঁহাদের পরিবারেরা, তাঁহারা পৃথক্ হইয়া সেই সেই দিকেই গমন করিলেন। দুই বন্ধুতে যাহা স্থির করিয়াছেন, যথার্থ খৃষ্টান তন্ত্রমতে স্ব স্ব পরিবারগণকে তদনুসারে উপদেশ দিবার সংকল্প।

ওঃ! ইংলণ্ডের বড়দলের বড় বড় লোকের দম্ভ ও নীচাশয়তা অবর্ণনীয়! মানব-প্রকৃতির এরূপ দুর্ব্যবহার জগতে আর কুত্রাপি নাই। তাঁহাদের নির্দ্দয়তা ও আত্মম্ভরিতা অতিশয় ঘৃণাকর।

উপরে স্ত্রী-পুরুষ উভয় দলের যে কথোপকথন লিপিবদ্ধ হইল, তাহা দেখিয়া পাঠকেরা বেশ বুঝিতে পারিবেন, সৌখীন জগতের বড় বড় সৌখীন লোকেরা কতদূর স্বার্থপর ও দাম্ভিক। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স ইংলণ্ডের সৌখীন দলের অগ্রণী, যে ক্ষেত্রে তিনি যাহা করেন, অপরাপর বড়লোকেরা, খেতাবী মহিলারা এবং বড় বড় ঘরের অহংকৃতা কন্যারা ঠিক তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকেন। রাজকুমারী কারোলাইনের ভাগ্যে কি ঘটিবে, সকলে তাহা অনুভব করুন। তাঁহার স্বামী, শাশুড়ী ও স্বামীর উপপত্নীরাই যে কেবল তাঁহার প্রতি বাম,

এমন নয়,—সৌখীন-সম্প্রদায়ের উচ্চ উচ্চ বংশীয় স্ত্রী-পুরুষেরা সকলেই তাঁহার পক্ষে প্রতিকূল।

এখন দেখিতে হইবে, কোটি কোটি শ্রমজীবী প্রজার মনোভাব কিরূপ দাঁড়ায়। রাজকুমার ও রাজবধূর পরস্পর ভাবগতি সম্বন্ধে সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জের অভিপ্রায় প্রকাশের সময় যখন আসিবে, তখন ভাল মন্দ বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রমজীবিদলে নিরপেক্ষ সাধুলোক অনেক, তাহারা সর্ব্বদা প্রবলের বিপক্ষে দুর্ব্বলের পক্ষ হয়, অত্যাচারীর বিপক্ষে প্রপীড়িত লোকের পক্ষ হয়, অন্যায়ের বিপক্ষে ন্যায়ের পক্ষসমর্থন করে এবং দৌরাত্ম্যের বিপক্ষে সদ্বিচারের পক্ষপাতী হইয়া থাকে।

উৎসব সমাপ্ত, বৈঠকখানা জনশূন্য, ভোজের আসন শূন্য, নিমন্ত্রিত জনগণের গাড়ীগুলি সেণ্টজেম্‌স্ প্রাসাদের ফটক পার হইয়া গেল, চাকরেরা সমস্ত বাতী নিবাইয়া দিল, রাজা ও রাজমহিষী বকিংহাম প্রাসাদে যাত্রা করিলেন, রাজকুমার প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া কারল্‌টন-প্রাসাদে চলিলেন।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—:*:—

বাসরঘর

প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ তাঁহার স্ত্রীকে হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন, চাকরেরা সিঁড়ির পথে সসম্ভ্রমে নব-দম্পতিকে সেলাম করিতে লাগিল। দম্পতি হাত-ধরাধরি করিয়া সুসজ্জিত প্রশস্ত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। লেডী জার্সী, বিবি হারকোট ও বিবি কার্বিঅ্যাইন স্বতন্ত্র শকটে সেণ্ট জেমস্ প্রাসাদ হইতে কারল্টন হাউসে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তিন জনে খানিকক্ষণ বৈঠকখানায় কথোপকথন করিয়া রাজকুমারী ক্যারোলাইনকে বাসরঘরে লইয়া গেলেন।

বৈঠকখানায় প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ একাকী। একটা টেবিলের উপর মদের বোতল সাজানো ছিল, প্রিন্স সেইখানে গিয়া বড় একটা গ্লাসে কানায় কানায় সরাপ ঢালিয়া একচুমুকে পান করিলেন, তাহার পর একখানা সোফায় শয়ন করিয়া নানা বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রথম চিন্তা ঋণ-পরিশোধ। প্রধান মন্ত্রী যদিও পার্লামেণ্ট মহাসভাকে রাজপুত্রের ঋণপরিশোধে সম্মত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও কিছু কিছু বাধা আছে। পার্লামেণ্ট একখানি তালিকা চাহিয়াছেন। কেবল মহাজনগণের নামের তালিকা নহে, কি কারণে কাহার নিকট কত সুদে কত টাকা কর্জ্জ লওয়া হইয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া সেই তালিকায় লিখিয়া দিতে হইবে। প্রিন্স ভাবিতেছেন, এমন কতকগুলি ঋণ আছে, তাহা তালিকাভুক্ত করা লজ্জার বিষয়। মার্কুইস সেণ্ট ক্রইস যে টাকা ধার দিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত পরিশোধ করা হয় নাই। সেই ফরাসী মার্কুইস্ স্বদেশ হইতে পলাইয়া ইংলণ্ডে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহার নিকট টাকা কর্জ্জ লওয়া হইয়াছে, লোকে ইহা জানিতে পারিলে বড় অপমান; সে কথা তালিকায় লেখা হইবে না। মার্কুইস্ এখন সেই টাকার জন্ম ঘন ঘন তাগাদা করিতেছেন; বীরাঙ্গনা লিটিসিয়া দুষ্টবুদ্ধিতে উক্ত মার্কুইস্‌কে উস্কাইয়া দিতেছে, ইহাই রাজকুমারের ধারণা।

দ্বিতীয় চিন্তা—পলিন্ ক্লারেণ্ডন সম্প্রতি তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছে, তাহার ভগ্নী অক্‌টেভিয়া গর্ভবতী।

এই সকল চিন্তার অতিরিক্ত আর এক প্রধান চিন্তা। যে রমণীকে তিনি ঘৃণা

করেন, তাহাকে বিবাহ করিতে হইয়াছে। ইহাতে অবশ্যই মন্দফল ফলিবে। সেই চিন্তায় রাজকুমারের অন্তঃকরণ আকুল।

এইরূপ আধঘণ্টা। চিন্তা করিতে করিতে রাজকুমার বার বার উঠিয়া টেবিলের কাছে গিয়া ঘন ঘন মদ ঢালিয়া খাইতেছেন। মুখখানা রক্তবর্ণ হইয়াছে, দুই চক্ষু ঘোর লাল, প্রতি পদক্ষেপে তিনি টলিয়া পড়িতেছেন।

এই অবসরে গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল। লেডী জার্শী প্রবেশ করিলেন।

রাজপুত্রের দিকে একবারমাত্র কটাক্ষপাত করিয়াই ধূর্ত্ত লেডী বুঝিতে পারিলেন, রাজপুত্র বিলক্ষণ মাতাল। ঈর্ষা-হিংসাবশে লেডীর মুখে বিজয়োল্লাস দেখা দিল। নব-দম্পতি উভয়ে উভয়কে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। তাহার পর স্বয়ং রাজমহিষী এই বিষয়ে উৎসাহ দান করিতেছেন।

উদাস-নেত্রে চাহিয়া জড়িত জিহ্বায় রাজকুমার বলিলেন, "প্রেম করিবার জন্য আমাকে বুঝি লইতে আসিয়াছ?"

লেডী জার্শী উত্তর করিলেন, "বাসরঘর সজ্জিত হইয়াছে; কিন্তু প্রিয়তম জর্জ্জ! তোমাকে অসুখী দেখিতেছি। তোমার মুখ দেখিয়া আমার প্রাণে বেদনা লাগিতেছে।"

চঞ্চলস্বরে রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফ্রান্সিস্! তুমি কি আমাকে যথার্থই ভালবাস?"

লেডী জার্শী উত্তর করিলেন, "জর্জ্জ! তোমাকে আমি যত ভালবাসি, তাহা তুমি জানো।"

মদের ঝোঁকে রাজপুত্র বলিলেন, "প্রিয়—প্রিয়তমে! তুমি—আমাকে—দয়া কর—দয়া কর!"

সানুরাগে প্রিন্সের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া তাঁহার আরক্তবদনে চুম্বন করিতে করিতে মোহিনী সুন্দরী গদগদস্বরে বলিলেন, "জর্জ্জ! প্রিয়তম জর্জ্জ! তোমার প্রতি আমার দয়া হইতেছে! মনে করিয়া দেখ, কুমারী কারোলাইন যে দিন লণ্ডনে উপস্থিত হয়, সেই দিন কি তোমাকে আমি বলি নাই যে, কারোলাইন তোমার পত্নী হইবার যোগ্য নয়?"

রাজকুমার বলিলেন, "যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে, দুর্ভাগ্যের ফল ফলিয়াছে, আর তাহা ফিরিবে না। ছয় লক্ষ পাউণ্ড,—তুচ্ছ কথা নয়,—তাহা পরিশোধ না হইলে রাজসিংহাসনে আমি বসিতে পাইব না। দূর হউক,—চাহি না। জার্শী! এক গ্লাস মদ দাও!—ছোট গ্লাস দিও না,—একটুখানি

দিও না,—অপূর্ণ দিও না,—খুব বড় গ্লাস,—পূর্ণপাত্র।—দাও, সুরাসাগরে আমি দুশ্চিন্তা ডুবাইয়া রাখি।"

লেডী জার্শী তৎক্ষণাৎ হুকুম পালন করিতে চলিলেন;—টেবিলের দিকে তিনি যাইতেছেন, মাতাল রাজকুমার ঘূর্ণিতলোচনে তাঁহার গতিভঙ্গী ও বসন-শোভা দর্শন করিতেছেন;—লেডী যখন পূর্ণপাত্র হস্তে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, রাজকুমার তখন তাঁহার সুন্দর মুখখানি, সুন্দর হাতখানি এবং অর্দ্ধাবৃত স্তনযুগল দর্শন করিয়া যেন পাগল হইলেন, মোহিনী সুন্দরী মোহন অধরে মৃদু মৃদু হাসিলেন।

সুন্দরীর হস্ত হইতে সুরাপাত্র গ্রহণ করিয়া রাজকুমার প্রথমে সেই কোমল হস্ত চুম্বন করিলেন, তাহার পর এক নিশ্বাসে সেই পূর্ণপাত্র উদরস্থ করিলেন। নেশার উপর নেশায় ভোর; নেশার চক্ষে সুন্দরীর সুন্দরী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তিনি যেন প্রেমোল্লাসে উন্মত্ত হইলেন; বলিলেন, "ফ্রান্সিস্! তুমি বলিয়াছ,তুমি আমাকে ভালবাস।"

জার্শী বলিলেন, "হাজারবার আমি তোমাকে বলিয়াছি, তোমাকে আমি ভালবাসি।"

রাজকুমার বলিলেন, "প্রিয়তমে! বল, এখন আমি কি করি? বাসরঘরে যাইব না, কারোলাইনকে স্পষ্ট করিয়া জানাইব কি যে, তুমি কেবল নামে আমার পত্নী হইয়াছ?"

চতুরা বলিলেন, "না না,—অমন কর্ম্ম করিও না,—অমন কথা বলিও না। তোমার সম্ভ্রমের হানি হইবে, সে ক্ষতির আর পূরণ হইবে না। আইস, তোমাকে আর এক গ্লাস মদ দিই, সেইটুকু খাইয়া লও, আমি তোমাকে বাসর-ঘরে লইয়া যাই।"

হিক্কা তুলিতে তুলিতে মাতাল রাজকুমার আর এক গ্লাস মদ্য জঠরস্থ করিলেন, তো তো করিয়া বলিলেন,"তাই চল.—তা—তা—তাই চল,—প্রি—প্রি—প্রিয়তমে—তুমি—আমার—হা—হা—হাতখানা ধর,—ধরিয়া ধরিয়া—দ্বা—দ্বা—দ্বারের কাছে লইয়া চল,—আ—আ—আমার পা—ট—ট—টলিতেছে—বা—বা—বাসরঘরে লইয়া—"

রাজপুত্র যদি বলিতেন, আমি দাঁড়াইতে পারি না, আমি চলিতে পারি না, তাহা হইলেই সত্যকথা বলা হইত; কিন্তু মাতালেরা আপনাদিগকে মাতাল মনে করে না; তাহারা ভাবে, ঠিক আছি,—অপর লোকেরা কিন্তু তাহাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া হাস্য করে।

লেডী জার্শী যথাশক্তি সেই মাতালকে ধরিয়া লইয়া চলিলেন; মাতাল পদে

পদে হোঁচট খাইতেছেন, দুই তিনবার সঙ্গিনীকে টানিয়া টানিয়া ভূমে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিলেন ; অতি কষ্টে লেডী তাঁহাকে বাসরঘরের চৌকাঠ পার করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তৎকালে বাড়ীর চাকর-দাসীরা সেখানে কেহই ছিল না, সুতরাং পশুবৎ মাতালের সে দুর্দ্দশা কেহই দেখিতে পায় নাই।

যে পবিত্র গৃহে প্রেমের সমাদর হওয়া উচিত, রাজকুমার মাতাল অবস্থায় সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহটাকে কলঙ্কিত করিবেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, এ অবস্থায় এখানে আসা ভাল হয় নাই ; ভাবিয়া ভাবিয়া একটু যেন সুস্থির হইয়া বাহিরের ঘরের দেয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল লেডী জার্শীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন ; হেঁচ্‌কী তুলিতে তুলিতে ভগ্নস্বরে বলিলেন, "প্রিয়-সখি ফ্রান্সিস্! আমি—আমি—বিবেচনা—করি, আমার যেরূপ—যেরূপ—হওয়া উচিত, আমি—আমি এখন সেইরূপ সুস্থির—ই—হইয়াছি।"

মৃদুস্বরে কাউণ্টেস্ বলিলেন, "প্রিয়তম জর্জ্জ! এখন তুমি কেমন আছ বোধ কর?"

ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসি আনিয়া, ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌-চক্ষে চাহিয়া, থামিয়া থামিয়া রাজপুত্র বলিলেন, "আমি—আমি বিবে—বিবে—চনা করি—হিক্—আমি—আমি তোমা—তোমার সঙ্গে—হিক্—তোমার ঘরে—ঘরে যাইব—তোমা—তোমাকে—কোলে—হিক্—করিয়া—সেই—সেইখানে রাত্রি—যা—আপন করিব।"

মাতালের মুখের মদের গন্ধে অসুখী হইয়া কাউণ্টেস্ বলিলেন, "তোমার সঙ্গে থাকিতে পাইলে আমার আহ্লাদ হইবে বটে, কিন্তু মিনতি করি, মুখে যাহা বলিতেছ, তোমার মনে যাহা আসিয়াছে, তাহা সংবরণ কর। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, উহা তোমার পক্ষে অনর্থকর—"

জড়িতস্বরে রাজকুমার বলিলেন, "সত্য—সত্য—সত্য—কিন্তু আমি বুঝি-তেছি—তেছি—হিক্—উহা অতি—হিক্—অবি—বেচনা।"

মনোমোহন হাস্য করিয়া লেডী জার্শী বলিলেন, "মনের চাঞ্চল্যে ঐ সব কথা তুমি বলিতেছ। কয়েকদিন অবধি আমি দেখিয়া আসিতেছি, তুমি অতি-শয় অস্থির হইয়াছ।"

উত্তরোত্তর রাজকুমারের বাক্য আরও জড়াইয়া আসিতে লাগিল, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা তাঁহার পক্ষে ভার হইয়া উঠিল, ভগ্নস্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়তমে ফ্রান্সিস্! তুমি কি—হিক্—মনে কর—কর—আমি—হিক্—একটু—বেশী—হিক্—একগ্লাস—হিক্—বেশী খাই—য়াছি?

মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে কাউণ্টেস্ বলিলেন, "ও সব কথা মনে

জানিও না ; তুমি কেবল একটু অস্থির হইয়াছ মাত্র। আমি ত মনে করিতেছি, তুমি আসলেই মদ খাও নাই।"

কাউণ্টেস্ যে কথা বলিলেন, তাই শুনিয়া মাতাল মনে করিলেন, তবে আমি ঠিক আছি, আদৌ নেশা করি নাই ; সরল, শান্ত, প্রকৃতিস্থ, মনে দৃঢ়তা আনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফ্রান্সিস্, তুমি কি ঠিক বলিতেছ? তুমি নিশ্চয় বুঝিতেছ? তাহা যদি হয়, তবে আমি—অবশ্যই—চিত্ত স্থির—হাঁ, সে বিষয়ে—বিষয়ে—বিষয়ে—"

কথা বলিতে বলিতে হেলিতে দুলিতে চঞ্চল রাজকুমার বক্রগতি আরম্ভ করিলেন, যে দেয়ালে ঠেস্ দিয়াছিলেন, সে দেয়াল ছাড়িয়া লেডী জার্শীকে ধরিয়া ফেলিলেন ; অঙ্গ ঠিক রাখিবার শক্তি নাই, লেডী শক্ত করিয়া না ধরিলে তিনি তখন নিশ্চয়ই চৌচাপটে পড়িয়া যাইতেন, জড়াজড়ি করিয়া দুজনেই একসঙ্গে ভূপতিত হইতেন। ভাগ্যক্রমে পড়িলেন না, জড়াইয়া ধরিয়া সুন্দরীর অধরে গুটিকতক চুম্বন করিলেন, সেই অবসরে লেডী জার্শী সত্বর হইয়া বাসরঘরের দ্বার খুলিলেন।

রাজকুমারী কারোলাইন একাকিনী বাসরশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, শয়নকক্ষের সহচরী সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে ; রাজকুমারী তন্দ্রাঘোরে নয়ন মুদিত করিয়া রহিয়াছেন, গাঢ়নিদ্রা নয় ; নয়ন মুদিত, কিন্তু জ্ঞান বিলুপ্ত হয় নাই ; অল্প শব্দ হইলেই জাগিয়া উঠিবেন, এইরূপ অবস্থা।

বাসর-গৃহটি পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত, সমস্ত আসবাবপত্র নূতন, সমস্তই মনোহর। সেই গৃহে সুকোমল শয্যায় রাজকুমারী কারোলাইন অনিদ্রিতা। তাঁহার মুখখানি ঈষৎ আরক্ত, সৌন্দর্য্য যেন কতই বাড়িয়াছে। যাঁহাদের আত্মসম্ভ্রম আছে, যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সরল সাধুভাবসম্পন্ন, তাঁহারা সেই নিদ্রিতা সুন্দরীর মূর্ত্তি অবলোকন করিলে নিশ্চয়ই আনন্দে বিমোহিত হন। রাজকুমারীর সরস লোহিত ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিভক্ত, তাহার মধ্য দিয়া সুন্দর মুক্তা-পাঁতির ন্যায় শুভ্র দন্তপাঁতি দেখা যাইতেছে। লেডী জার্শী এই সুন্দর দন্তের নিন্দা করিয়াছিলেন। রাজকন্যার মুখখানি পরম সুন্দর দেখাইতেছে। এক-খানি কোমল শুভ্র হস্ত শয্যার উপর বিলম্বিত। নিশাপরিচ্ছদের এক এক অংশ কিছু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, অর্দ্ধ-উন্মুক্ত পীনোন্নত পয়োধর অতি সুন্দর শোভা বিস্তার করিতেছে। সুমধুর লাবণ্য। অকলঙ্ক সতীপ্রতিমা।

গৃহমধ্যে দীপাধারে বাতী জ্বলিতেছে, সেই আলোতে গৃহটি সমুজ্জ্বল, অগ্নি-কটাহে অগ্নি প্রায় নির্ব্বাপিত, বায়ু সুস্নিগ্ধ—সুবাসিত। খট্টায় মশারি

ফেলা, কিন্তু যেখানে সুকোমল উপাধানে রাজকন্যার মস্তকটি বিন্যস্ত, সেই স্থানটি অনাবৃত। সুন্দরীর কপোলের গোলাপী আভা সুস্পষ্ট দৃশ্যমান।

রাজকুমারী ঐ ভাবে তন্দ্রাভিভূতা, এমন সময় একটা শব্দ শুনিয়া হঠাৎ তিনি চমকিয়া উঠিলেন, নয়ন উন্মীলিত হইল, দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, চৌকাঠের উপর স্বামী। তৎক্ষণাৎ কপোলদেশে লজ্জা-রেখা অঙ্কিত হইল, খট্টার যবনিকার অন্তরালে মুখ লুকাইবার চেষ্টা; ঠিক সেই সময় তাঁহার মনে হইল, স্বামীর পার্শ্বে আর একজনের মুখ দেখিতে পাইয়াছেন; কাহার মুখ, ভাল করিয়া দেখিবার অভিলাষে, অবগুণ্ঠিতা হইবার অগ্রে আর একবার দ্বারের দিকে চাহিলেন, দেখিয়াই চিনিলেন, লেডী জার্শী;—সেই স্ত্রীলোক প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সকে ধরিয়া ধরিয়া ঘরের ভিতর আনিতেছেন। রাজকন্যা আরও দেখিলেন, জার্শীর বদনে দানবীর ন্যায় জয়োল্লাসের হাস্য; দেখিবা-মাত্র তাঁহার অন্তরে আকস্মিক আতঙ্কের সঞ্চার। প্রাণে আঘাত লাগিল, মাথা ঘুরিল, মনে হইল অলক্ষণ। তিনি তৎক্ষণাৎ বালিসে মাথা রাখিয়া মুখ ফিরাইলেন; অন্তরসাগরে কত আশঙ্কার তরঙ্গ তরঙ্গিত হইতে লাগিল।

পরক্ষণে বাসর-ঘরের সেই দ্বার অবরুদ্ধ হইল, বাহির হইতে বন্ধ হইয়া গেল। লেডী জার্শী স্থির করিয়াছিলেন, বাসরে কেবল বর-কন্যাই থাকুন, উভয়ে উভয়কে ঘৃণা করুন, সেখানে আর কাহারও থাকা উচিত নয়। ইহা স্থির করিয়াই বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন; কারল্‌টন প্রাসাদে তাঁহার নিমিত্ত যে একটি কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; নির্জ্জনে সেইখানে বসিয়া আপন মনে তিনি হাসিলেন, —দারুণ হিংসার হাসি। মহাপাতকী নরকের দ্বারে উপস্থিত হইলে তাহার মুখ যেমন বিকট হয়, হিংসার হাসিতে জার্শীর সুন্দর মুখ সেইরূপ বিকটভাব ধারণ করিল।

বাসর ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স আপন মনে কত কি ভাবিলেন; ইচ্ছা হইল, সহজ শান্তমূর্ত্তিতে নববধূর সহিত কথা কহিবেন। মাতালেরা এক এক সময় মনে করে, অন্য লোকে আমাদিগকে মাতাল ভাবিতে পারিবে না, আমরা সহজ লোকের মত ব্যবহার করিব; প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স তাহাই ভাবিলেন। পা টলিতেছিল, সাধ্যমত যত্নে একটু সুস্থির করিয়া, অল্প অল্প হাস্য করিতে করিতে তিনি ধীরে ধীরে খট্টার নিকট অগ্রসর হইলেন, মনে মনে বাসনা, আমার এই লজ্জাকর কলঙ্কসূচক ভাবটি রাজকুমারী বুঝিতে না পারেন, সেইরূপ সাবধান হইব, তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য মিষ্টালাপ করিব।

এই সঙ্কল্প করিয়া অতি সাবধানে তিনি পদক্ষেপ করিতেছেন। রজ্জুর উপর দিয়া যাইবার সময় অথবা ডিম্বের উপর পদক্ষেপ করিবার সময় যেরূপ সাবধান হইতে হয়, সেইরূপ সাবধান। সাবধানে সাবধানে তিনি চলিতেছেন, হঠাৎ সম্মুখে একখানা বৃহৎ চেয়ার দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন,—থমকিয়া দাঁড়াইলেন; ইতিপূর্ব্বে মনে মনে যাহা স্থির করিয়াছিলেন, সমস্তই গোলমাল হইয়া গেল; মনে আসিল অমঙ্গল; মনকে স্থির করিবার জন্য সেই মত্তাবস্থায় অনেক চেষ্টা পাইলেন, কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

উচ্চপৃষ্ঠ লাল মকমলমণ্ডিত বৃহৎ চেয়ারখানাকে দেখিয়া রাজকুমারের বুদ্ধি-লোপ হইল, ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া টলিতে টলিতে চেয়ারকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুই? কোথাকার পাপ?—হিক্—এখানে তুই কেমন করিয়া আসিলি?"

ঐ কথাগুলি রাজকুমারীর কর্ণে প্রবেশ করিল; কেবল শব্দগুলিমাত্র তিনি শুনিলেন, অর্থবোধ হইল না। লেডী জার্ণীর মুখ-চক্ষু দেখিয়া তাঁহার মনে যে আতঙ্ক আসিয়াছিল, সেই আতঙ্ক আবার ফিরিয়া আসিল; পরক্ষণেই স্মরণ হইল, গৃহমধ্যে তাঁহার স্বামী বিদ্যমান; বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল; হৃদয়মধ্যে আনন্দ, যন্ত্রণা, ভয়, আশা, কৌতূহল এবং সংশয় তোল-পাড় করিতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "প্রিন্স যদি আমাকে ভাল-বাসেন, তাঁহাকে ভালবাসিবার নিমিত্ত আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব। নতুবা—"

পূর্ব্ব-গুহ্যকথা মনে আসিল, দূরদেশবাসী ব্যারণ বারগেমীকে মনে পড়িল, তিনি আর আরব্ধ বাক্য সমাপ্ত করিতে পারিলেন না; বারগেমীর কথা মনে হওয়াতে তিনি ভাবিলেন, কোন গতিকে আর কাহাকেও তিনি ভালবাসিতে পারিবেন না। তখনি আবার স্মরণ হইল,তাঁহার স্বামী গৃহমধ্যে উপস্থিত। আর তিনি নড়িতে চড়িতে পারিলেন না, নিশ্বাস প্রায় রোধ হইয়া আসিল; যুবরাজ তাঁহাকে দেখিতে না পান, সেই উদ্দেশে শয্যার যবনিকা টানিয়া দিতেও পারিলেন না।

বড় আশ্চর্য্য! অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, গোঁ গোঁ করিয়া প্রিন্স বলিয়া উঠিলেন, "ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্য!" ইহা বলিয়াই কিসে অথবা কাহার দ্বারা তাঁহার বুদ্ধিলোপ হইল, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বাহু বিস্তার করিলেন, ধাক্কা মারিয়া চেয়ারখানা উল্টাইয়া ফেলিলেন; তাল সামলাইতে পারিলেন না, নিজেও সেই সঙ্গে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া কার্পেটের উপর গড়াগড়!

রাজকুমারী কারোলাইন সভয়ে চীৎকার করিয়া ক্ষিপ্র-হস্তে মশারি টানিয়া দিলেন, চমকিয়া উঠিলেন; ভাবিলেন, প্রিন্স হয় ত উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন; প্রিন্স যে বে-এক্তার মাতাল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; ভাবিলেন, হঠাৎ তিনি পড়িয়া গিয়াছেন, হয় ত আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতেই উঠিতে অক্ষম। স্বাভাবিক লজ্জাবশে রাজকুমারী তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে আসিতে পারিলেন না; ধর্মতঃ যদিও তিনি তাঁহার স্ত্রী, কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রিন্স তাঁহাকে স্পর্শ করেন নাই; সুতরাং তিনি যেন এখনও অবিবাহিতা কুমারী। তুলিতে আসিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু বুদ্ধিমতী রাজকুমারী বেশ বুঝিলেন, অন্যে ধরিয়া না তুলিলে রাজকুমার উঠিতে পারিবেন না।

জড়িতস্বরে পতিত রাজকুমার বলিতে লাগিলেন, "আমি এখন করি কি? ঘণ্টা বাজাইব কি?" রেশমের রজ্জুতে স্বর্ণ-ঘণ্টা ঝুলিতেছিল, রজ্জুটা হাতের কাছেই ছিল, রজ্জু ধরিয়া টানিবার উপক্রমেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না, না, বাজাইব না,—হিক্—আমি ঠিক আছি।" এই বলিয়া চেয়ারখানা ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার প্রয়াস পাইলেন।

রাজপুত্রের প্রকৃত অবস্থা যে কি, তাহা না জানিয়া, কিছুমাত্র সন্দেহ না রাখিয়া, দয়াবতী কারোলাইন বলিয়া উঠিলেন, "না,না, উঠিবার চেষ্টা করিবেন না, আমার শঙ্কা হইতেছে, আপনাকে আঘাত লাগিয়াছে।—গুরুতর আঘাত।"

মাতাল বলিলেন, "অস্থির হইও না—হিক্—আমার শক্তি" বলিতে বলিতে কষ্টে জানু পাতিয়া বসিয়া আবার বলিলেন, "আমি—হিক্—উঠিতে পারিব।"

কথা কহিতে কহিতে রাজপুত্র আর একবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু নেশার ঝোঁকে টলটলায়মান;—টলিতে টলিতে খট্টার ধাক্কা খাইয়া অনিচ্ছায় রাজকুমারীর বুকের উপর গিয়া পড়িলেন।

রাজকুমারী মনে করিলেন, তাঁহার স্বামী প্রকৃত স্নেহবশে ভালবাসিয়াই তাঁহার বক্ষে শয়ন করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি প্রমাণ পাইলেন, রাজপুত্রের হাত-পা ভাঙ্গিয়া যায় নাই। এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীর মনে আর এক ভাবের উদয়। আধ মিনিট কাল রাজকন্যার বুকে মাথা রাখিয়া রাজকুমার মাথা তুলিলেন, তাঁহার মুখে মদের গন্ধ বাহির হইল, সেই গন্ধ পাইয়া রাজকুমারী তখন ভাবিলেন, স্নেহ-ভালবাসার ভাবনায় ইনি মাতাল হইয়া বে-এক্তার হইয়াছেন।

লম্পট রাজকুমার এই অবস্থায় রাজকুমারীকে চুম্বন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, ভাব বুঝিয়া রাজকুমারীর মনে অত্যন্ত ঘৃণার উদয় হইল, নিকটে বসিতে দিতে দারুণ বিরাগ জন্মিল, মাতালকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া অভাগিনী রাজনন্দিনী মহা দুঃখে চক্ষের জলে ভাসিলেন।

লম্পট মাতাল রাজকুমার খাটের উপর হইতে কার্পেটের উপর পড়িয়া আবার গড়াগড়ি খাইতে লাগিলেন, রাজকুমারী কারোলাইন বালিসে মুখ গুঁজিয়া মনের দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন।

দয়াময় পরমেশ্বর! এই ব্যক্তি ইউরোপের মধ্যে "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভদ্রলোক!" এই ব্যক্তি জগতের মধ্যে "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র!" লোকের কাছে বলা হয়, পৃথিবীর কোন লোক তাঁহার খানসামা হইবার যোগ্য নয়—পূর্ব্বপুরুষগণেরও গৌরব করা হয়। সব কথাই ঠিক। রাজকুলে জন্ম, যদি এই সুপারিসে গৌরব দান করিতে হয়, তাহা হইলে সে গৌরব কাড়িয়া লইলে কেবল ঘৃণা ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। মিথ্যা অহঙ্কার, মিথ্যা জাঁক-জমক, মিথ্যা আড়ম্বর এই দলের ভূষণ। শতকরা ৯৯ জন এই পদবীতে গণনীয়। জর্জ্জ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স যখন মদ না খান, তখন এই দশা; কিন্তু যখন তিনি মদ খাইয়া পশুতুল্য হন, তখন যে তাঁহার কি দশা হয়, তাহা বর্ণনাতীত। যে অবস্থায় তিনি এই পবিত্র কুমারী কারোলাইনের কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, সে অবস্থায় তাঁহার সমস্ত পূর্ব্বক্রিয়ার উপরেও দুর্মোচনীয় কলঙ্ক ও অপযশ অনিবার্য্য।

কয়েক ঘণ্টা অতীত। দীপাধারের বাতী পুড়িয়া শেষ হইয়াছে। রজনী প্রভাত। গবাক্ষে গবাক্ষে মোটা মোটা পর্দ্দা ফেলা; বাসরঘরে আলো প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। যুবরাজের চৈতন্য হইল, চিত্ত অস্থির; কোথায় আছেন, রাত্রিকালে কি কি ঘটিয়াছে,প্রথমে কিছুই মনে করিতে পারিলেন না; দুই দিকে দুই হস্ত বিস্তার করিলেন, এক হস্তে খাটের ডাণ্ডা ও অপর হস্তে সেই পতিত চেয়ারখানা ঠেকিল। তখন তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন, অবস্থা কিরূপ। গত রজনীতে বেশী মাত্রায় মদ খাইয়াছিলেন, তাহাও মনে হইল। ভয়ানক শিরঃপীড়া। বেহুঁস মাতাল হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। পতিত অবস্থায় তিনি বুঝিতে পারিলেন, বাসরশয্যার তলদেশে কার্পেটের উপর তিনি পড়িয়া আছেন। যেখানে পড়িয়া ছিলেন, সেইখানেই শুইয়া রহিয়াছেন। চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া তিনি অনুভব করিলেন, প্রভাত-সমীরণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বরফের মত ঠাণ্ডা। আপনাকে ধিক্কার দিলেন, নব-বিবাহিতা স্ত্রীকে ধিক্কার দিলেন, সমীরণকে ধিক্কার দিলেন,

সমস্ত জগৎকে ধিক্কার দিলেন, শেষকালে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে কার্পেটের উপর হইতে উঠিয়া খাটের গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইলেন, কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না, সমস্ত নিস্তব্ধ; কেবল শয্যার উপর মৃদু মৃদু নিশ্বাসধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, রাজকুমারী ঘুমাইতেছেন; ঘৃণায়, ক্রোধে রাজকুমারী বাসরঘর হইতে বাহির হইয়া যান নাই। বিবাহ-রজনীতে যে ঘৃণাকর ব্যাপার ঘটিয়াছে, অপর লোকে তাহা জানিতে না পারে, উপহাস, অপমান ও অপযশ সহ্য করিতে না হয়, অভাগা রাজকুমার সেই পক্ষে এখন সাবধান হইবার পন্থা দেখিতে লাগিলেন।

চিন্তা করিতে করিতে যুবরাজ ধীরে ধীরে একটা গবাক্ষের নিকটে গেলেন, পর্দ্দা সরাইয়া গবাক্ষদ্বার মুক্ত করিলেন, বাসরঘরে প্রভাতের সূর্য্য রশ্মি প্রবেশ করিল। টেবিলের উপর একখানা দর্পণ ছিল, যুবরাজ সেই দর্পণের নিকটে গিয়া আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করিলেন। ছি—ছি—ছি! কদাকার মূর্ত্তি! নিজের মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার নিজের মনে যার পর নাই ঘৃণা হইল,—মুখ-চক্ষু বিকৃত, গায়ের কামিজ, রেশমী কোট ও গোটাদার পরিচ্ছদ, সমস্তই বিশ্রী বিশ্রী দাগে দাগে একাকার;—রাত্রিকালে তিনি বমী করিয়াছিলেন,—মদের বমী,—অঙ্গের সমস্ত বস্ত্রেই সেই বমী লাগিয়া রহিয়াছে!

ব্যস্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র সেই সকল ঘৃণাকর জামা-জোড়া খুলিয়া যুবরাজ একটা পরিষ্কার গাউন গায়ে দিলেন, গাউন পরিয়া শয্যার নিকটে গিয়া রাজকুমারীকে দেখিলেন। যে বালিসের উপর রাজকুমারীর মস্তক বিন্যস্ত, চক্ষের জলে সেই বালিসটি ভিজিয়া রহিয়াছে; কাঁদিয়া কাঁদিয়া মানসিক যন্ত্রণায় রাজকন্যা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; মৃদু মৃদু নিশ্বাস বহিতেছে। মুখখানি বিরস।

রাজকুমার একদৃষ্টে সেই নিদ্রিতা রাজকুমারীর সর্ব্বশরীর নিরীক্ষণ করিতেছেন, রাত্রিকালে তিনি ঐ অভাগিনীর প্রতি যেরূপ পশুবৎ দৌরাত্ম্য করিয়াছেন, তাহার ফল কি হইবে, বিস্ময়ে বিস্ময়ে তাহাই ভাবিতেছেন।

হঠাৎ চমকিয়া রাজকুমারী জাগিয়া উঠিলেন; জাগিবামাত্র তাঁহার চক্ষু তাঁহার স্বামীর চক্ষের উপর বিনিক্ষিপ্ত হইল,—চারি চক্ষু একত্র।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—•—

বিবাহরজনী প্রভাত

চারিচক্ষু একত্র হইবামাত্র প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স এককালে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন; রাজকুমারী অকস্মাৎ এত চকিতে জাগিয়া উঠিয়াছেন যে, শয্যার নিকট হইতে সরিয়া যাইতে রাজপুত্র একটুও অবসর পান নাই।

আকাশে ক্ষণমাত্র যেমন চপলা চমকিয়া যায়, নববধূর প্রতি রাজকুমারের মনোভাব কিরূপ, সেইরূপ ত্বরিতগতি তাহা মনোমধ্যে উদিত হইল। অবস্থা-গাতকে বাধ্য হইয়া যে বিবাহে তিনি সম্মত হইয়াছেন, সে বিবাহের প্রতি তাঁহার যতই ঘৃণা ও অবজ্ঞা থাকুক, তথাপি সেই নির্দ্দোষী সরলা কুলকন্যার উপর কাপুরুষের ন্যায় অত্যাচার করিতে তাঁহার কিছুমাত্র অধিকার নাই।

লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে রাজকুমার যেন একেবারে মাটী হইয়া গেলেন, যাহার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা, যাহার প্রতি একান্ত তাচ্ছিল্য, তাহার সম্মুখেও গর্ব্ব খর্ব্ব হয়, কোন পুরুষ এরূপ ইচ্ছা করেন না। রাজকুমার জানিয়াছিলেন, মাতাল অবস্থায় দেখিয়া কারোলাইন তাঁহাকে নিতান্ত অশ্রদ্ধা করিয়াছেন, এখন আবার তাঁহার মুখ দেখিয়া রাজকুমারী কি বলেন, সেই ভয় ও সেই ভাবনা তাঁহার অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিল; জন্মাবধি তিনি এমন অপদস্থ আর কখন হন নাই।

রাজকুমারীর মনোভাব কিরূপ?—রাজকুমারের মুখ দেখিবামাত্র ক্রোধে তাঁহার বদন আরক্ত হইল, কণ্ঠদেশ আরক্ত হইল, সেই আরক্ত আভা বক্ষঃস্থলে নামিল, লজ্জার সঙ্গে ক্রোধের উদয়;—সে ভাবটা কিন্তু অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, জলের তরঙ্গের উপর তৈল ঢালিয়া দিলে তরঙ্গ যেমন নিবৃত্ত হয়, সাধুস্বভাবা কারোলাইনের ক্রোধও সেইরূপে প্রশমিত হইল। ভদ্রকুলে যাহার জন্ম, প্রকৃতি যাহার সরল, তাহার পক্ষে ইহা স্বাভাবিক। রাজকুমারী স্থির করিলেন, গত রজনীতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য রাজকুমার হয় ত ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছেন। মাতাল হইয়া যে ব্যক্তি যে কার্য্য করে, নেশা ছুটিলে তাহার জন্য অনুতাপ আইসে; রাজকুমারের হয় ত অনুতাপ আসিয়াছে। রাজকুমারী আরও মনে করিলেন, মাতাল অবশ্য ক্ষমার পাত্র; স্বভাবতঃ তাঁহার স্বামী একজন ভদ্রলোক।

রাজকুমারীর রূপ যেমন সুন্দর, স্বভাবও সেইরূপ কোমল। রাজপুত্রকে তিনি

ভালবাসিতে পারেন নাই, তাঁহার প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে। যদিও তৎপ্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ নাই, তথাপি স্বামী ;—শয্যার নিকটে স্বামী আসিয়া অপমানে নতমুখে দাঁড়াইয়া আছেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে দুঃখ হইল, তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। ক্ষমা করিতে ইচ্ছা হইল। ক্ষমা করা স্ত্রী-জাতির স্বভাব, বিশেষতঃ রাজকুমারী কারোলাইন নিরন্তর ক্ষমাশীলা।

হে রমণি! যে পুরুষ তোমার অবমাননা করে, সে পুরুষ নিশ্চয়ই হিংস্র বন্য পশু ও বিষধর সর্প অপেক্ষা নিকৃষ্ট ;—দশসহস্র গুণে নিকৃষ্ট!

খট্টার উপর অর্দ্ধ-উপবিষ্ট হইয়া রাজকুমারী কারোলাইন স্বামীর মুখপানে চাহিলেন ; তাঁহার মধুর অধরে মধুর হাস্য দেখা দিল ; স্বামীর দিকে হস্ত বিস্তার করিয়া সুমধুর কোমলকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "প্রভু! স্বামিন্! রাজকুমার! তুমি কি আমার কাছে ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছ? তোমার ক্ষমা-প্রার্থনা আমি শুনিব না, তোমার কোন দোষ নাই, ক্ষমা চাহিতে হইবে না।"

অসভ্য রাজপুত্র সেই সময় কারোলাইনের একখানি হাত ধরিলেন, তখনি আবার ছাড়িয়া দিয়া স্তম্ভিতস্বরে বলিলেন, "রাজকুমারি! যে অপরাধ আমি করিয়াছি, তাহার মূল কারণ তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, সরলহৃদয়ে আমাকে ক্ষমা করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে ধন্যবাদ!"

স্বামীর ভাব দেখিয়া ভয় পাইয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে রাজকুমারী বলিলেন, "আমি কি কোন কুকার্য্য করিয়াছি?"

নীরস-কণ্ঠে রাজকুমার বলিলেন, "আমার উপর তুমি কোন বিশেষ অভিযোগ দাও নাই, আমিও তোমাকে কোন অপবাদে অভিযুক্ত করিতেছি না, এখন কথা এই যে, কোন বিষয়ে তোমাতে আমাতে যদি পরস্পর জানাশুনা হইয়া থাকে, তবে আমি ক্ষণকাল তোমার কাছে থাকিতে ইচ্ছা করি, যাহা কিছু বলি, মন দিয়া শ্রবণ কর।"

মশারি একটু সরাইয়া রাজকুমার শয্যার এক পার্শ্বে বসিলেন। ভাব বুঝিতে না পারিয়া রাজকুমারীর বিস্ময় জন্মিল।

নিষ্ঠুর রাজপুত্র বলিতে লাগিলেন, "রাজকুমারি! তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, আমাদের এই বিবাহ কেবল নিয়মিত বিধিসম্মত ; প্রেম উত্তেজক নহে ; এ বিবাহ ব্যবহারিক, অনুরাগমূলক নহে। যদিও তুমি আমার রূপগুণের ও আচার-ব্যবহারের উচ্চ প্রশংসা শুনিয়াছ, তথাপি তুমি যে আমাকে ভালবাসিতে পারিবে, এমন আশা আমি রাখি না। আমার উপর যদি তোমার কোন প্রকার অনুকূল আহুরক্তি থাকিত, গতরজনীর ঘটনাতে তাহা প্রদর্শিত হইত, ইহা আমি বুঝিতে পারি নাই, এত নির্ব্বোধ আমি নই। পক্ষান্তরে,আমি

সরলভাবে স্বীকার করিতেছি, তোমার প্রতি আমার আন্তরিক অনুরাগ নাই। তুমি মাননীয়া হইতে পার, অকপট বন্ধুত্ব জানিতে পার, প্রগাঢ় প্রেমময়ী হইতে পার, সে সকল বিষয়ে আমার কোন জিজ্ঞাস্য নাই, কিন্তু তোমার স্মরণ রাখা উচিত, আমরা ক্ষীণবুদ্ধি বিভ্রান্ত মানব, আমরা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্যই করিতে পারি না। আমরা উভয়েই স্বীকার করি, আমাদের পরস্পর ভালবাসা নাই, ভবিষ্যতে হইতেও পারিবে না। এখন আমরা যদিও তাহা বুঝিতে না পারি, ইহার পর নিশ্চয়ই ফল ফলিবে, তাহা বুঝিব। যে সকল যুক্তি আমি দেখাইলাম, তাহাতে তোমাতে আমাতে একটা নিয়মবদ্ধ হওয়া যে আবশ্যক, তাহাও তুমি বুঝিতে পারিতেছ।"

রাজপুত্র যতক্ষণ কথা কহিলেন, রাজকুমারী ততক্ষণ অনিমেষে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, দীর্ঘ বক্তৃতার আগাগোড়া নির্দ্দয়তা, তাহাও তিনি বুঝিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে নিয়মটা কিরূপ?"

প্রিন্স পুনরুক্তি করিলেন, "নিয়ম?—হাঁ, আমি অকপটে বলিতেছি, ব্রিটিস রাজকুমারের পত্নী হওয়াতে তোমার পদোন্নতি হইয়াছে, অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে; এই পরিবর্ত্তনের জন্য তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া আবশ্যক।"

কারোলাইনের আবার রাগ হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সত্য বলিতেছ কিংবা বিদ্রূপ করিতেছ?"

রাজপুত্র বলিলেন, "জীবনকালের মধ্যে এমন অন্তরস্থ সত্যকথা আমি কখনও বলি নাই, আবশ্যকানুরোধে আজ ইহা বলিতে বাধ্য হইলাম। এত দিন তুমি সামান্য ক্ষুদ্র জর্ম্মণী রাজ্যের অপরিচিতা রাজকন্যা ছিলে। ভূগোলশাস্ত্রে যাঁহাদের বিশেষ পাণ্ডিত্য আছে, তাঁহারাও সকলে এই ক্ষুদ্ররাজ্যের নাম জানেন না। এখন তুমি ইংলণ্ডের প্রিন্সেস্ অব্ ওয়েল্‌স হইলে; বহুতর উচ্চবংশীয়া রমণী ও বড় বড় উপাধিধারিণী মহিলা তোমার হিংসা করিবে; তুমি ইচ্ছা করিলে পৃথিবীমধ্যে অসীম ঐশ্বর্য্য, সৌখীনতা ও বড়দলের মানসম্ভ্রমের অধিকারিণী হইতে পারিবে। মনুষ্যে যত বড় উচ্চপদের আশা করিতে পারে না, তত বড় উচ্চপদ তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ, ভবিষ্যতে আরও উচ্চপদে তুমি আরূঢ় হইতে পারিবে। এখন তুমি প্রিন্সেস্ অব্ ওয়েল্‌স, সময়ে তুমি ইংলণ্ডের রাজমহিষী হইতে পারিবে। পদগৌরবে ও ঐশ্বর্য্য-গৌরবে তুমি সন্তুষ্ট থাক, স্বচ্ছন্দে সুখসম্ভোগ কর, নিজেই নিজের ঈশ্বরী হও; আমিও নিজে সর্ব্বময় প্রভু হইয়া থাকিব।"

রাজকুমারী কারোলাইন আবার মুখ ঢাকিয়া বালিসের উপর শুইয়া পড়িলেন, বুদ্ধি স্থির করিবার চেষ্টা করিলেন, বোধ হইতে লাগিল যেন, তিনি স্বপ্নঘোরে ভ্রমণ করিতেছেন কিংবা চিন্তা যেন তাঁহাকে কুজ্ঝটিকামধ্যে লইয়া যাইতেছে। রাজপুত্রের কথাগুলির প্রকৃত মর্ম্ম তিনি বুঝিলেন কি না, ক্ষণে ক্ষণে ভ্রম হইতে লাগিল।"

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কথা তুমি বুঝিয়াছ?"

চাঞ্চল্য প্রবল, এত প্রবল যে, বহু চেষ্টাতেও রাজকুমারী শীঘ্র স্থির হইতে পারিলেন না, উত্তর করিলেন, "না,—বুঝিতে পারি নাই; স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও।"

চঞ্চলস্বরে রাজপুত্র বলিলেন, "আমার বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ফুলশয্যার পর তুমি আমার নামমাত্র স্ত্রী থাকিবে, এই নিয়মে তোমাকে সম্মত হইতে হইবে; আমার কার্য্যের সহিত অথবা আমার আমোদের সহিত তোমার কোন সংস্রব থাকিবে না।"

দুশ্চিন্তার পীড়ন হইতে কতক মুক্ত হইয়া রাজকুমারী বলিলেন, "না,—তাহাতে আমি সম্মত হইতে পারিব না। তবে তুমি যদি অঙ্গীকার কর, অপর লোকে উহা জানিতে পারিবে না, তাহা হইলে সম্মত হইতে পারি। আগে আমি ভাবিয়াছিলাম,তুমি হয় ত আমাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিবার প্রস্তাব করিতেছ। তাহা হইলেই ভাল হয়। জগতের সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইয়া আমি একাকিনী নির্জ্জনে বাস করিব, কিংবা পৃথিবীতেই আর থাকিব না, আপন ইচ্ছায় আপনি মরিব। বিবাহের পরদিন পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বাঁচিয়া থাকা মহা বিড়ম্বনা! জগতে যেন এমন দুর্ঘটনা না হয়।"

বাধা দিয়া রাজপুত্র বলিলেন, "না না,—ও বিষয়ের তর্কে প্রয়োজন নাই। ডাইভোর্স করা আমার ইচ্ছা নয়, প্রকাশ্যরূপে তোমাকে আমি আদর করিব, স্নেহ করিব, যত্ন করিব; লোকে জানিবে, স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহার ঠিক আছে। ভিতরের খবর কেহই জানিবে না। আমি আমার অভিলাষমত বিহার করিব, তুমি মনকে প্রবোধ দিয়া ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিবে। স্ত্রী-পুরুষে কলহ করিয়া একটা ঢলাঢলি হয়, সেটা আমি চাহি না;—তোমাতে আমাতে বেশ সদ্ভাব থাকিবে, বন্ধুত্ব—"

অকপট নম্রভাবে রাজকুমারী বলিলেন,"তুমি যাহা শিখাইয়া দিবে, তোমার সেই উপদেশ আমি পালন করিব।"

উচ্চকণ্ঠে যুবরাজ বলিলেন, "ওঃ! তোমাকে আমি বলিতে চাই, তুমি

ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা কর, মনের কথা মনেই রাখিবে। বিশ্বাস করিয়া কাহারও কাছে প্রকাশ করিবে না। রাজা (আমার পিতা) যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'কেমন আছ,' তখন তুমি উত্তর করিও, 'বেশ সুখে আছি।' যখন তুমি জর্ম্মণীতে তোমার পিত্রালয়ে পত্রাদি লিখিবে, তখন সে সকল পত্রে আমার নিন্দা লিখিও না। আমার ভগ্নীরা যখন তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন সাবধান হইয়া উত্তর দিও। আমাদের গুহ্যকথা ব্যক্ত করিও না। যে সকল রমণীর সহিত তোমার আলাপ হইবে, অসাবধানেও তাঁহাদের কাছে আসল কথা ভাঙ্গিও না।"

কারোলাইন বলিলেন, "ওঃ! সকল কথাই আমি আমার হৃদয়-ভাণ্ডারে পোষণ করিয়া রাখিব। আর কিছু তোমার হুকুম করিবার আছে কি?"

হস্ত দ্বারা রাজকুমারীর মুখখানি ঢাকা ছিল, মুখ হইতে যখন তিনি হাত নামাইলেন, রাজকুমার তখন সটান তাঁহার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা কি তোমার অন্তরের কথা কিংবা ঠাট্টার কথা?"

বিনম্রভাবে, বিনম্রস্বরে কারোলাইন উত্তর করিলেন, "আমি কপটতা জানি, এমন সন্দেহ তোমার মনে কেন আইসে? তোমার ভালবাসা পাইব, তেমন আশা আমি রাখি না, কিন্তু আমার সরল বাক্যে তুমি বিশ্বাস করিবে, অবশ্যই সে আশা রাখি। যাহা যাহা তুমি প্রস্তাব করিয়াছ, তাহাতেই আমি সম্মতি দিয়াছি, যাহা যাহা প্রস্তাব করিবে, তাহাতেও সম্মত হইব;— কেবল আমার বক্তব্য এই যে, সাধারণ লোকের নিকটে প্রকাশ্যরূপে আমার অপমান করিও না। ব্রিটিস প্রকৃতি-পুঞ্জ আমাকে সম্মানদান করুক না করুক, তাহা আমি তৃণ জ্ঞান করি।"

"প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মানে তৃণজ্ঞান!" সংক্ষেপে এইরূপ পুনরুক্তি করিয়া প্রিন্স বলিতে লাগিলেন, "রাজার ক্রীতদাস হইবার জন্য ব্রিটিস প্রজাগণের জন্ম, দেশের উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত বড়লোকদিগের সেবা করিতে তাহারা বাধ্য। যখন তাহারা শান্ত হইয়া থাকে, তখন রাজভক্ত বলিয়া তাহাদিগকে আমরা ভালবাসি; যখন তাহারা অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ করে, তখন আমরা এটর্ণি জেনারলকে সময়োচিত উপদেশ দান করি, বিদ্রোহী দলপতিগণকে ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলাইবার ব্যবস্থা করি। তাহাতেও যদি বিদ্রোহের প্রশমন না হয়, তবে তখন দস্তুরমত কামানের তোপ দাগিবার ব্যবস্থা হয়; বিদ্রোহীরা বিদলিত হইলে জগৎকে আমরা দর্পভরে জানাই, বিদ্রোহের দমন হইয়াছে, বিদ্রোহীরা বশীভূত হইয়াছে। এ দেশে আমরা এই প্রকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া

থাকি। সাধারণ প্রজাপুঞ্জের সম্মান প্রত্যাশা করা তোমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। এখন আইস, আমরা আমাদের ঘরাও বন্দোবস্তের বিচার করি। তোমাতে আমাতে পরস্পরের বাক্য এবং মনোভাব এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি কি না?"

রাজকুমারী উত্তর করিলেন, "তোমার অন্তরের যাহা বাসনা, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি; আমিও অকপটে তোমার ইচ্ছার বশীভূত হইব বলিয়া সম্মতি জানাইয়াছি।"

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে নিয়ম অবধারিত হইল, তাহা তুমি গোপনে রাখিবে, ধর্ম্মতঃ এইরূপ অঙ্গীকার করিতেছ?"

কিয়ৎক্ষণ মৌন অবলম্বন করিয়া সগৌরবে রাজকুমারী উত্তর করিলেন, "ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া অগ্রে তুমি অঙ্গীকার না করিলে আমি অঙ্গীকার করিতে পারিব না।"

মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে অবলাকে অবোধ, বিনম্র, নিস্তেজ বলিয়া রাজকুমারের ধারণা হইয়াছিল, ইচ্ছামত অক্লেশে যাহাকে বশীভূত করিতে পারিবেন ভাবিয়াছিলেন, হঠাৎ সেই অবলাকে মহাতেজস্বিনী দর্শন করিয়া চমকিতভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কাছে তুমি কিরূপ অঙ্গীকার চাও?"

এতক্ষণ উভয়ের বাগ্‌বিতণ্ডায় রাজকুমারী কারোলাইন প্রতিজ্ঞার ভাব দেখাইতে সাহস করেন নাই, এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উত্তর করিলেন, "ধর্ম্মতঃ তুমি আমার কাছে এই অঙ্গীকার কর যে, সাধারণ লোকের নিকটে প্রকাশ্যরূপে আমাকে অপমান করিবে না, লোকের কাছে লজ্জায় আমাকে ছোট হইয়া থাকিতে হয়, এমন কোন ব্যবহার দেখাইবে না।"

গৌরবিণী রাজকুমারী যাহা যাহা বলিলেন, সেই সকল বাক্যে সম্মতি জানাইয়া রাজকুমার বলিলেন, "হাঁ, তাহাই আমার অঙ্গীকার। আমারও যেমন ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার, তোমার তদ্রূপ, উভয়েই আমরা সমভাবে ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ রহিলাম।"

রাজকুমারী বলিলেন, "হাঁ, এখন আর আমার কোন দ্বিধা রহিল না। তোমার যেরূপ ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞা, আমিও সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলাম। তোমার ব্যবহারে আমি ক্ষুন্ন হইব না, লিপিযোগে অথবা মুখের কথায় অসন্তোষের কোন লক্ষণ দেখাইব না, তোমার উপর কদাচ কোন প্রভুত্ব খাটাইব না।"

রাজকুমার বলিলেন, "বেশ, তুমি আমার সকল কথার অর্থ বুঝিয়াছ, ইহাতে আমি তুষ্ট হইলাম। গত রাত্রে আ ম যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, তাহা ভুলিয়া যাও, আমাকে ক্ষমা কর। হনিমুনের পর যখন আমি তোমার শয়ন-

গৃহে প্রবেশ করিব, তখন আর সেরূপ বেঠিক অবস্থায় আসিব না। সে অবস্থা তোমার পক্ষেও কষ্টকর, আমার পক্ষেও লজ্জাকর।"

এই সকল কথা বলিয়া প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স তখন শয্যার উপর হইতে নামিলেন, রাজকন্যাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন, গৃহ হইতে বাহির হইয়া আপন পরিচ্ছদাগারে প্রবেশিলেন।

মনস্তাপে ললাটে হস্তপেষণ করিতে করিতে রাজকুমারী আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "হায়! এই নিমিত্তই আমি প্রিন্সেস্ অব্‌ ওয়েল্‌স হইলাম! হায়! ইহা যদি পূর্ব্বে জানিতাম, তাহা হইলে মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া, একজন বিদেশী রাজপুত্রকে বিবাহ করিবার জন্য কদাচ এ দেশে আসিতাম না। এখন আর অনুতাপ করা বৃথা। সর্ব্বসুখ ত্যাগ করিয়া, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া বিরলে বাস করাই এখন আমার উচিত। হায়! ভাগ্যে আমার এই ছিল! অনুতাপ করা বৃথা। যাঁহাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প! এ সময় আমার নিকটে একজন বন্ধু অথবা উপদেশক থাকিলে আমি কতকটা শান্তিলাভ করিতে পারিতাম।"

এই প্রকার কাতরোক্তি করিতে করিতে অভাগিনী রাজকুমারী দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন, সুন্দর সুন্দর অঙ্গুলীর মধ্য দিয়া চক্ষের জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

অভাগিনী কাঁদিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, বাহির হইতে গৃহদ্বারের চাবী খোলা শব্দ হইল; তৎক্ষণাৎ চক্ষের জল মুছিয়া তিনি সাধ্যমত যত্নে শান্তভাব ধারণ করিলেন। গৃহমধ্যে লেডী জার্শী উপস্থিত। একবারমাত্র শয্যার দিকে কটাক্ষপাত করিয়াই তিনি বুঝিলেন, বাসর-শয্যাতে কন্যা একাকিনী শয়ন করিয়াছিলেন, এখনও শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। জার্শীর মুখে উল্লাসের মৃদুহাস্য। রাজকুমারী কারোলাইন অন্যমনে অন্তর্দৃষ্টিতে ছিলেন, সে হাস্য দেখিতে পাইলেন না। লেডী জার্শী ধীরে ধীরে খট্টার নিকটে অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন।

লেডী জার্শী রাজকুমারীকে অভিবাদন করিলেন, প্রত্যভিবাদন করিয়া রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখি জার্শী! গত রাত্রে একবার তুমি এই গৃহে আসিয়াছিলে কি? রাত্রে না হউক, ঊষাকালে?—রাজকুমার যখন—"

লেডী জার্শী উত্তর করিলেন, "নিয়মিত ব্যবহার অনুসারে গত রজনীতে মহিমান্বিত বরের সঙ্গে আমি এই ঘরের চৌকাঠ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলাম।"

কারোলাইন বলিলেন, "চৌকাঠের উপর হইতে তুমি আমার পানে চাহিয়াছিলে, কেমন এক প্রকার নয়নভঙ্গী,—তোমার নয়নে ক্রোধের চিহ্ন

আমি দেখিয়াছিলাম, বদনেও ক্রোধের ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। প্রিয়সখি! সেটা তোমার ভাল হয় নাই। তোমাকে আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি, রাজকুমারের সহিত তোমার সখ্যভাব থাকাতে আমার মনে একটুও হিংসার—ঈর্ষার উদ্রেক হয় নাই; তোমার কথা রাজকুমারকেও আমি বলিয়াছি।"

লেডী জার্শী বলিলেন, "ওঃ! তেমন মনে করিও না। তোমার প্রতি আমার বিলক্ষণ ভক্তি, অন্যভাবে তোমাকে আমি দেখিব, ইহা অসম্ভব। রাজপুত্রের সহিত যখন আমি আসিয়াছিলাম, তখন তুমি আমার দিকে চাহিয়াছিলে, মাথা হেলাইয়া আমি তোমাকে সেলাম করিয়াছিলাম। হয় ত আমার মুখে তখন একটু হাসি ছিল, সে হাসি ভক্তিমূলক।"

কারোলাইন বলিলেন, "ওঃ! তবে হয় ত আলোটা মিট্ মিট্ করিতেছিল, ভাল দেখিতে পাই নাই।"

চতুরা রমণী ফুল্ল-বদনে বলিলেন, "রাজকুমারি! যখন তুমি আমাকে ভাল করিয়া চিনিবে, তখন বুঝিবে, আমি তোমার পরম হিতৈষিণী সখী;—নিশ্চয় জানিবে, আমি তোমার অকপট বন্ধু।"

বিস্ময়ানন্দে রাজকুমারী বলিলেন, "জার্শী! তুমি আমার বন্ধু হইবে, ইহা কি সম্ভব?"

জার্শী বলিলেন, "তোমার বন্ধু হওয়া আমার সৌভাগ্যের বিষয়,—পরম সুখের বিষয়;—কিন্তু মন্দ লোকে আমার নিন্দার কথা কানাকানি করে, তাহা বোধ হয়, তোমার শ্রবণগোচর হইয়াছে।"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কারোলাইন বলিলেন, "নিন্দা?—আমি কাহারও মুখে তোমার কোন নিন্দার কথা শুনি নাই।"

নিজেও আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া জার্শী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি কি সূত্রে উল্লেখ করিলে যে, রাজপুত্রের সহিত আমার সখ্যভাব আছে?"

রাজকুমারী বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! তাহাই তুমি নিন্দা মনে করিতেছ? আমি ভাবিয়াছিলাম, তোমরা ইংরেজ মহিলা, যুবরাজের প্রেমপাত্রী হওয়া তোমরা শ্লাঘা মনে কর।"

লেডী জার্শীর চক্ষের কোণ পর্য্যন্ত পূর্ণ গণ্ডস্থল লোহিতবর্ণ হইল, তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন, ক্ষণমধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া রাজকুমারীর মুখের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার মনের ভিতর কোন্ ভাবের খেলা হইতেছিল, চক্ষু দেখিয়া রাজকুমারী তাহা বুঝিয়া লইলেন।

লেডী জার্শী বলিলেন, "তুমি আমাকে ঠিক চিনিতে পার নাই, কিংবা-

হয় ত জনরব শুনিয়া ভুল বুঝিয়াছ। আমি গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারি, আমার নামে সে দুর্নাম সম্পূর্ণ মিথ্যা।"

সংশয়ে ও অবিশ্বাসে লেডী জার্শীর বদন নিরীক্ষণ করিয়া রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যুবরাজের উপপত্নী নও, সে বিষয়ে আমার বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পার কি?"

সতী নারীর নামে অপবাদ প্রচার হইলে সতী যেমন কুপিতা হইয়া থাকেন, ছলনাক্রমে সেইরূপ কুপিতা হইয়া লেডী জার্শী বলিলেন, "সত্য বলিতেছি, আমার চরিত্রে সে প্রকার দোষ নাই, মিথ্যা কলঙ্ক। রাজকুমারি! মিনতি করি, আমার কথায় বিশ্বাস কর, যাহা আমি বলিলাম, সমস্তই সত্য।"

কারো।—তোমার কথায় এখন আমি অপ্রত্যয় করিতেছি না। প্রথমেই তোমাকে বিশ্বাস করিতে আমার মন হইয়াছিল, কিন্তু জনপ্রবাদে শুনিয়াছিলাম, তুমি প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের উপপত্নী, তাহাতেই কিছু সঙ্কোচ আসিয়াছিল; এখন তোমার মুখে সত্যকথা শুনিয়া আমার ভ্রম ঘুচিল। এখন অবধি তোমাতে আমাতে সরল বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলাম।

জার্শী।—(রাজকুমারীর হস্ত চুম্বন করিয়া) গৌরবিণী রাজকুমারি! তুমি যেমন রূপবতী, তেমনি সুশীলা। পূর্ব্বেই তোমাকে আমি বলিয়াছি, আমার তুল্য বিশ্বাসী, হিতৈষিণী, উপকারিণী বন্ধু তোমার আর কেহই নাই। বড় বড় রাজকন্যারা—রাজবধূরা আপনাদের বিশ্বাসী সখীদের কাছে অন্তরের গুহ্য-কথা প্রকাশ—

কারো।—আচ্ছা, মনে কর, তাঁহাদের স্বামীরা যে সকল গুহ্যকথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন, তাহা—

জার্শী।—সে সকল স্থলে স্বামিগণের আদেশ অমান্য করা নারীগণের উচিত বোধ হয়।

কারো।—(চিন্তাযুক্ত হইয়া) কি জন্য?

জার্শী।—কারণ, তাদৃশ স্থলে বিশ্বাসী বন্ধুরা উপদেশ দেন, স্বামীরা যাহা গোপন রাখিতে বলেন, তাহা গোপন রাখা কর্ত্তব্য কি না, ভালরূপে বিবেচনা করিতে হয়। কেন না, স্বামীরা রাজপুত্র হইলেই তাঁহাদের মনে অনেক সংশয় থাকে। তুমি আমাকে অকপটে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, আমার কাছে গুপ্তকথা ব্যক্ত করিলে উপকার হইবে। আমি তোমাকে যথাযোগ্য সৎপরামর্শ দিতে পারিব।

কারো।—(ব্যগ্রতায় হস্তে হস্ত পেষণ করিয়া) ওঃ! সৎপরামর্শ প্রাপ্ত হওয়া আমার নিতান্ত প্রয়োজন।

জার্শী।—আমি তোমার খোসামোদ করিব না, স্পষ্ট স্পষ্ট হিতকর সত্যকথা আমার মুখে শুনিতে পাইবে। আমাকে যদি তুমি প্রকৃত বিশ্বাসিনী হিতৈষিণী বন্ধু বলিয়া জানিয়া থাকো, তবে আমার কাছে মনের কথা ব্যক্ত করিতে দ্বিধা রাখিও না।

কারো।—নিশ্চয়,—নিশ্চয়ই আমি তোমাকে অকৃত্রিম বিশ্বাসী বন্ধু স্থির করিয়াছি। কিন্তু যে সকল গুহ্যকথা তোমার কাছে আমি ব্যক্ত করিব, তাহা—

জার্শী।—যাহা তুমি বলিবে, তাহা আমার হৃদয়-কন্দরেই নিহিত থাকিবে। সচরাচর ইংলণ্ডের রাজগৃহে এবং এই কারল্টন-প্রাসাদের ন্যায় রাজপুত্রের গৃহে দুটি দল থাকে। এক দল রাজা ও রাজপুত্রের পক্ষ হয়, দ্বিতীয় দল রাণী, রাজকন্যা ও রাজবধূদিগের পক্ষ হয়। তুমি যখন আমাকে বন্ধু বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ, তখন আমি কোন্ পক্ষে দাঁড়াইব, মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছি।

কারো।—তবে কি তুমি যুবরাজের বিপক্ষ-পক্ষে দাঁড়াইবে?

জার্শী।—ঠিক প্রতিপক্ষে নয়। যে দুটি দলের কথা বলিয়াছি, সে দুটি দলে পরস্পর বিরোধ নাই। সব দিক্ বজায় রাখিয়া তাহারা বড় বড় লোকের গুপ্ত মন্ত্রীর কার্য্য করে। যদি আমাকে অগত্যা যুবরাজের বিপক্ষে কোন কাজ করিতে বাধ্য হইতে হয়, তাহা কেবল তোমার মঙ্গলের জন্য।

কারো।—যুবরাজ তবে তোমার প্রিয়পাত্র নয়?

জার্শী।—আসলেই নয়। তুমি কি আমাকে সরল সত্য বলাইতে ইচ্ছা কর?

কারো।—হাঁ,—মন খুলিয়া কথা কও, অকপটে সত্য বল।

জার্শী।—শুন তবে। প্রিন্স অব্ ওয়েল্সকে আমি ঘৃণা করি।

কারো।—(সবিস্ময়ে) রাজকুমারকে তুমি ঘৃণা কর? তবে কি জন্য আমার সহচরী হইয়া কারল্টন-প্রাসাদে বাস করিতে স্বীকার করিয়াছ?

জার্শী।—(সরলতার মুখসে কপটতা ঢাকিয়া) কি জন্য?—তোমাকে আমি ভালবাসিয়াছি। এমন কি, যখন তোমাকে আমি দেখি নাই, তখন অবধিই তোমার উপর আমার ভালবাসা জন্মিয়াছে।

ধূর্ত্তা রমণীর কপট ব্যবহারে প্রতারিতা হইয়া, সরলা রাজকুমারী তাঁহার গলা জড়াইয়া, অশ্রুপাত করিতে করিতে বারংবার তাঁহার মুখ-চুম্বন করিলেন। ভ্রষ্টাস্ত্রীর কন্দীবাজীতে ভুলিয়া অবলা রাজকুমারী সেই পাপিনীর মায়া-জালে জড়াইয়া পড়িলেন; পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তুমি আমার স্বামীকে ঘৃণা কর?"

সতীর প্রাণে আঘাত লাগিলে, সতী যেমন কাতরা হইয়া মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করে, সেইরূপ ভাব দেখাইয়া কম্পিতকণ্ঠে লেডী জার্ণী বলিলেন, "কেন ঘৃণা করি, তাহা শুনিবে? তোমার স্বামী আমাকে কামকথায় ভুলাইয়া অসৎ-পথে আনয়ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, আমার স্বামীর নিকটে আমাকে অবিশ্বাসিনী করিবার কুমন্ত্রণা দিয়াছিলেন, লোকে মিছামিছি যে কথা তুলিয়া আমার কলঙ্ক রটায়, তোমার স্বামী সেই কলঙ্কটি সত্য করিবার যোগাড় করিয়া-ছিলেন; কোন দোষে আমি দূষী নই, তথাপি তিনি আমাকে ব্যভিচারিণী করিবার মন্ত্র শুনাইয়াছিলেন; ভাব দেখি রাজকুমারি! এ অবস্থায় তাঁহাকে ঘৃণা না করিয়া আর কি করিতে পারি?"

রাজকুমারীর চক্ষে দরদর অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, কাতর-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "হায় হায়! বড়ই পরিতাপের বিষয়! প্রিয়সখি! প্রবোধ পাও। যিনি এখন আমার স্বামী হইয়াছেন, তাঁহার হস্তে যে অপমান তুমি সহ্য করিয়াছ, আমি তাহার ক্ষতি পূরণ করিব।"

চতুরা স্ত্রীলোক ছল করিয়া বলিলেন, "তোমার বন্ধুত্ব আর তোমার বিশ্বাস আমার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার।"

ব্যগ্রকণ্ঠে কারোলাইন বলিলেন, "হাঁ, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাস, উভয়ই তুমি পাইবে।"—ইহা বলিয়া, পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, "কোন গুরুতর বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া, তাহা গোপন রাখিবার জন্য যুবরাজ আমাকে ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞাপাশে বন্দিনী করিয়াছেন।"

যেন কতই বিষাদ উপস্থিত হইল, যেন কতই মায়া জন্মিল, এইরূপ ভাব জানাইয়া লেডী জার্ণী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "ওঃ! রাজকুমার তবে তোমাকে ভয় দেখাইয়া তোমার উপর দস্যুবৎ দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন! হাঁ সুশীলা রাজকুমারি—হাঁ, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

কারোলাইন বলিলেন, "ক্ষমা? কিসের ক্ষমা?—তুমি আমার কাছে কোন অপরাধ কর নাই, দয়াবতী সখীর ন্যায় সাধু অভিপ্রায়ে সৎপরামর্শ দিতেছ, তবে কি জন্য ক্ষমা চাও?"

বিশ্বাসঘাতিনী রমণী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "প্রিয় রাজকুমারি! আমি বুঝিতে পারিতেছি, ঘোর অন্ধকার মেঘে তোমার জীবনাকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে! যুবরাজ তোমাকে ভয় দেখাইয়া যে দারুণ প্রতিজ্ঞাপাশে তোমাকে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পালন করা তোমার পক্ষে বড়ই মন্দ—না—নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা—সম্পূর্ণ পাগলামী! আমার প্রতি অকপট বিশ্বাসস্থাপন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজকুমার তোমাকে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন;

আমি বুঝিতেছি, সে প্রতিজ্ঞা পালন করিলে তোমার জীবনের সুখশান্তি চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইবে। আমার প্রতি বিশ্বাস কর, যাহাতে মঙ্গল হয়, সেইরূপ পরামর্শ আমি দিব ; কিন্তু কি কি নিয়মে প্রতিজ্ঞা, তাহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ না করিলে সৎপরামর্শ দেওয়া আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। সব কথা আমাকে খুলিয়া বল, সব কথা আমি শুনিব,—আগাগোড়া খুলিয়া বল,—একটি কথাও গোপন করিও না।"

লেডী জার্শীর বিশ্বাসঘাতকতায় ও কপটতায় সম্পূর্ণরূপে জালবদ্ধ হইয়া সরলা রাজকুমারী তখন বলিলেন, "সমস্তই জানিতে পারিবে, সব কথাই তোমাকে আমি বলিব।"

এইরূপ পাকাপাকি অঙ্গীকার হইবামাত্র গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, বিবি অ্যাষ্টন ও বিবি হারকোর্ট প্রবেশ করিলেন।

শয্যার উপর রাজকুমারীর মুখের কাছে হেঁট হইয়া অতি মৃদুস্বরে লেডী জার্শী বলিলেন, "এখন আর সে সব কথার প্রয়োজন নাই ; আর এক সময়ে অবসরক্রমে আলোচনা করা যাইবে।"

তদ্রূপ মৃদুস্বরে রাজকুমারী বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে।"

সেই দুশ্চরিত্রা কুলটা স্ত্রীলোকের প্রতি তখন বিশ্বাসস্থাপন করিয়া রাজকুমারী কারোলাইন শয্যা হইতে উঠিলেন, তাঁহাকে পোষাক পরাইবার আয়োজন হইতে লাগিল।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সাবেক আরিন্দা

হাজিরাখানা খাইয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স নিজের সজ্জিত উপবেশনাগারে প্রবেশ করিলেন। সেই ঘরে তিনি সর্ব্বদাই বিহার করেন, পাঠক মহাশয় অনেকবার তাঁহাকে সেই ঘরে দর্শন করিয়াছেন। স্মরণ করা উচিত—সেই ঘরের একপ্রান্তে গুপ্ত-দরজা,—গুপ্ত-সিঁড়ি।

বিলাসকক্ষে একাকী থাকা যুবরাজের তখন একান্ত ইচ্ছা, রহিলেনও একাকী; সহচর-সহচরী কেহই নিকটে নাই, কেবল একমাত্র সহচরী মানসিক চিন্তা। সে সময় নিজের প্রতি তাঁহার ঘৃণা জন্মিয়াছে, বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে, জগতের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে, কাজে কাজে নির্জ্জনে থাকা তাঁহার ইচ্ছা।

ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু অধিকক্ষণ নির্জ্জনে থাকা রাজকুমারের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। অল্পক্ষণ পরেই সর্দ্দার খান্‌সামা জার্ম্মেন্ প্রবেশ করিয়া নিবেদন করিল, "মিষ্টার পেজ্ নামধারী একটি লোক আসিয়াছে; সাক্ষাৎ করিতে চায়; সে বলে, বিশেষ প্রয়োজনীয় সমাচার আছে।"

আপন মনে গুঞ্জন করিয়া রাজপুত্র বলিতে লাগিলেন, "পেজ্?—পেজ্?—ওঃ! এ নামটা আমার জানা আছে বটে।"—আত্মগত এইরূপ উক্তি করিয়া সংবাদদাতাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটার চেহারা কি রকম জার্ম্মেন্?"

জার্ম্মেন্ উত্তর করিল, "একটু পিঙ্গলবর্ণ, মুখখানা কিছু সরু, দাড়ীর দিকে কোণ-তোলা, বয়স অনুমান ৪৫।৪৬ বৎসর।"

চেহারা শুনিয়া রাজকুমার বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, সেই বটে—সেই আরিন্দা——এখন আমি তাহাকে জানিতে পারিতেছি; কিন্তু সে ব্যক্তি আমার কাছে চায় কি?—কি দরকার?"

ফরাসী ভৃত্য উত্তর করিল, "সে বলে, এক মিনিটের অধিকক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করিবে না; যে কথা বলিবে, তাহা অবগত হওয়া আপনার পক্ষে যুক্তি-সিদ্ধ।"

প্রিন্স বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাকে লইয়া আইস।"

জার্ম্মেন্ চলিয়া গেল, রাজকুমার আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, এই

মিষ্টার পেজ্, ভারী ধূর্ত, ভারী চতুর, ভারী চালাক। দুইবার তাহাকে আমি দেখিয়াছি। প্রথমবার জর্জ্জ ব্রুবোর হোটেলে, দ্বিতীয়বার ষ্টাম্‌ফোর্ড প্রাসাদে; দুইবারই আমি তাহার চালাকীর পরিচয় পাইয়াছি। এখন আমার কাছে তাহার কি দরকার?—কি কথা আমাকে বলিতে চায়?"

ভাবিতে ভাবিতে যুবরাজ একমনে গৃহমধ্যে পাইচারী করিতেছেন, এমন সময় মিষ্টার পেজ্‌কে সঙ্গে লইয়া জার্ম্মেন্ পুনঃপ্রবেশ করিল; পেজ্‌কে রাখিয়াই তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল। মিষ্টার পেজ্ সে দিন দিব্য সাজগোজ করিয়া আসিয়াছেন;—পোষাক ভাল, কিন্তু ভাবভঙ্গী যেন হোটেলের খান্‌সামাদের মত। সেলাম করিতে করিতে মিষ্টার পেজ্ সসম্ভ্রমে রাজকুমারের নিকটস্থ হইলেন।

ব্যগ্রস্বরে রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিষ্টার পেজ্! আমার কাছে তুমি কি চাও?"

পেজ্ উত্তর করিলেন, "যুবরাজ! শীঘ্র আমি সকল কথা বলিতে পারিতেছি না; এই প্রাসাদের উচ্চ উচ্চ পাথরের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিয়া আসিতে আমার দম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আগে একটু দম রাখি, তাহার পর যুবরাজের প্রশ্নের উত্তর দিব।"

এই কটি কথা বলিতে মিষ্টার পেজ্ দুইবার বড় বড় নিশ্বাস ফেলিয়া হাঁপাইয়া উঠিলেন।

এক মিনিট অতিবাহিত হইল। রাজকুমার আর অধিকক্ষণ ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না, ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কি তোমার বলিবার আছে, বল।"

পেজ্ বলিলেন, "একটু পরেই বলিতেছি। অগ্রে একটু ভূমিকা শ্রবণ করুন। আমি সর্ব্বদা আপন ইচ্ছার অনুগত; সকল বিষয়ে আমার জ্ঞানযোগ আছে; যাহা কিছু দেখি অথবা যাহা কিছু শুনি, জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া ভাল মন্দ বিচার করি। যে সকল পদার্থ দেখিবার যোগ্য নহে, তাহা আমি দেখি না, যে সকল কথা শুনিবার যোগ্য নহে, তাহা আমি শুনি না।"

রাজকুমার বলিলেন, "বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি; তুমি একজন বেশ কাজের লোক, সংসারজ্ঞান তোমার বেশ আছে; এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয়।"

পেজ্ বলিলেন, "তাহাই বটে যুবরাজ! তাহাই বটে। সর্ব্বপ্রথমে ব্রুবোর হোটেলে আপনাকে আমি দর্শন করি। ঘটনাটা বড় হাস্যকর। গাড়ীর সঙ্গে আমি দৌড়িয়া গিয়াছিলাম—আপনাকে ধরিবার জন্য—"

অধীর হইয়া যুবরাজ বলিলেন, "হাঁ—হাঁ, মনে আছে।"

পেজ্ বলিলেন, "ওঃ! আমার অপরাধ হইয়াছিল, আপনি আমার সে

অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। আপনার স্মরণ হইতে পারিবে, ষ্ট্যাফোর্ড-প্রাসাদে আপনার সহিত আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ। সেই দিন পরম সুন্দরী ডচেস্ ডেভন্সার আপনার সঙ্গে ছিলেন।"

ক্রুদ্ধ হইয়া রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন,"কে সেই সুন্দরী রমণী? তাহাকে তুমি জানিতে পারিয়াছিলে? কেমন করিয়া চিনিয়াছিলে? তুমি কি তাহাকে জানিতে?"

রাজপুত্রের কোপ দেখিয়া নম্রস্বরে পেজ্ উত্তর করিলেন, "আমার চিনিবার ক্ষমতা কেমন, তাহা এখন বুঝিলেন! আমাকে বাহাদুরী দিতে হয়। ঘটনাটা কিন্তু তদবধি আমার মুখে অথবা জুলিয়ার মুখে কেহই শুনে নাই। জুলিয়া কে, তাহা শুনিতে চান?—জুলিয়া আমার স্ত্রী।"

প্রিন্স।—বাঃ! তুমি আচ্ছা চালাক লোক! ভণ্ডামীও বেশ জানো। আচ্ছা, তুমি কি সেই ডচেস্‌কে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিলে কিংবা তাহার পর কোন সূত্রে তাঁহার পরিচয় জানিতে পারিয়াছ?

পেজ্। সে কথা জানিয়া আপনার কি লাভ হইবে? লেডীকে আমি চিনি—চিনিয়াছিলাম, এই পর্য্যন্ত কথা। আগেই চিনিতাম কিংবা শেষেই চিনিয়াছি, সে কথা লইয়া বাদানুবাদ করা বিফল।

প্রিন্স।—তোমার মনের ভিতর আর কি উদয় হইতেছে, তাহাই যেন আমি বুঝিতেছি। যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম,আর কি ভাবিয়া তাহার উত্তর দিতেছ না?

পেজ্।—(নতশিরে নমস্কার করিয়া) যুবরাজ! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কত বড় চতুর, কেমন বুদ্ধিমান্, কেমন বিশ্বাসী, তাহা আপনাকে বুঝাইবার জন্যই অতীত ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আমি অনেক গুহ্য-ব্যাপারের মর্ম্ম ভেদ করিতে পারি। ইহাতেও যদি আপনি আমার প্রকৃত চরিত্রের ভাব বুঝিতে না পারেন, শুনুন, আরও কিছু বলি। সুন্দরী অক্টেভিয়া ক্লারেণ্ডনের কিছু কিছু তত্ত্ব আমি অবগত আছি; কেমন করিয়া অবগত হইয়াছি, তাহা শুনিলে আপনার বিস্ময় জন্মিবে।

প্রিন্স।—(মর্ম্মে যেন গুরুতর আঘাত পাইয়া, ক্ষণকাল হতবুদ্ধি হইয়া, একটু সামলাইয়া চমকিতস্বরে) অক্টেভিয়া ক্লারেণ্ডন?—ওঃ! সেই কুমারীর কি তত্ত্ব তুমি জানো?

পেজ্।—বেশী জানি না; যাহা কিছু জানি, তাহা আপনাকে শুনাইতেছি। স্থূল কথা এই যে, সম্প্রতি আমি এড্ওয়ার্ড রোডের মধ্যে একখানি সুন্দর বাড়ী ভাড়া লইয়াছি, সেই স্থানকে স্বর্গীয় উদ্যান (প্যারাডাইস ভিলা) বলে—

প্রিন্স্।—ওঃ! ক্ল্যারেণ্ডনেরা সেইখানে পূর্ব্বে থাকিত।

পেজ্।—ছুটি সুন্দরী এখনও সেইখানে থাকে।

প্রিন্স।—(কুমারী পলিনের বাসস্থানের সন্ধান পাইয়া চিত্তানন্দে) ওঃ! সত্য না কি ?—কুমারীরা কি তবে তাহাদের সাবেক বাসস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে ?

পেজ্।—তাহাই সম্ভব। আমি তাহাদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, স্বকর্ণে তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছি, কথা কহিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিয়াছি। (কুটিলনয়নে প্রিন্সের মুখপানে চাহিয়া) আঃ! এখন আমার স্মরণ হইতেছে। সেই স্মরণীয় রাত্রিকালে আপনাকে সার রিচার্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ড ভাবিয়া আমি আপনাকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিলাম; আপনি একখানা জরদা রঙ্গের ঠিকা-গাড়ীতে চড়িয়া ঐ এজওয়ার রোডের দিকে প্রবেশ করিয়াছেলেন। বোধ হয়, সেই সময় কুমারী ক্ল্যারেণ্ডনেরা ঐ প্যারাডাইস ভিলায় বাস করিত, আপনি হয় ত তাহাদের বাড়ীতেই লুকাইয়া ছিলেন।

প্রিন্স।—(মিষ্টার পেজের শেষ কথাগুলি না শুনিয়াই অন্যমনস্কভাবে স্বগত) কুমারীরা তবে সাবেক বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। ওঃ! ধূর্ত্ত বিড়ালী খুব লুকাইয়াছিল! কোথায় গিয়াছিল, কেহই সন্ধান বলিতে পারে নাই; এইবার ধরা পড়িয়াছে! (প্রকাশ্যে) মিঃ পেজ্! কুমারী ক্লারেণ্ডন ছুটির কি সংবাদ তুমি আমাকে বলিতে ইচ্ছা কর ?

পেজ্।—আমি খুব হুঁসিয়ার লোক; যে তত্ত্বটা জানিতে আমার কৌতুক হয়, অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তাহা আমি নিরূপণ করিয়া থাকি। হাঁ, যে দিন আমি নূতন বাসায় উঠিয়া যাই, সেই দিনই জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লই, আমার খুব নিকট প্রতিবাসী কে কে। বাড়ীর দক্ষিণদিকে একজন পাদ্‌রী, তাহার নাম রেভারেণ্ড স্নিক্‌বি;—লোকটা বেজায় ভণ্ড—অকর্ম্মণ্য, তাহার একজন সমধর্ম্মা ভণ্ড চেলা আছে। তাহার নাম প্যাক্স-ওয়াক্স; সেই দুই জনে যখন তখন বেশী বেশী মদ খাইয়া মাতলামী করে; তাহাদের একটা ফুটফুটে দাসী আছে, তাহার নাম অ্যান জোন্স। আমার বাড়ীর বামদিকের বাড়ীতে ঐ দুটি ভগ্নী থাকে;—কুমারী অক্টেভিয়া ও কুমারী পলিন্।

প্রিন্স।—(মিষ্টার পেজের বাগাড়ম্বরে বিরক্ত হইয়া তাহাকে ধাক্কা মারিবার ইচ্ছায় অধীর হইয়া উচ্চকণ্ঠে) হাঁ হাঁ, কুমারীদের সম্বন্ধে তুমি আমাকে কিছু বলিবে বোধ হইতেছে; কি বলিবে, বল।

পেজ্।—হাঁ যুবরাজ, তাহাই ত বলিতেছি। প্যারাডাইস ভিলার বাটীর পশ্চাদ্ভাগে ছোট ছোট উদ্যান; কুমারীদের বাটীর পশ্চাতের উদ্যান ও আমার

বাটীর পশ্চাতের উদ্যান পাশাপাশি, মাঝখানে লোহার রেলিং দিয়া ঘেরা। রেলগুলি খুব নীচু নীচু, তাহার গায়ে গায়ে নানাজাতি লতা উঠিয়াছে। আমি জানিতে পারিলাম, ঐ কুমারী দুটি লর্ড হোল্ডারনেসের কন্যা; লর্ড হোল্ডারনেস সম্প্রতি আবার নূতন বিবাহ করিয়াছেন। কুমারীরা ঐ বাড়ীতে নির্জ্জনে বাস করে; কোথাও বেড়াইতে যায় না, অপর কাহাকেও সে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেয় না; প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে দুই ভগ্নীতে পূর্ব্বকথিত ক্ষুদ্র উদ্যানে বেড়াইতে আইসে। তাহারা যে সময় বায়ুসেবন করিতেছিল, আমিও সেই সময় আমার বাগানে প্রবেশ করিলাম; কুমারী দুটিকে ভাল করিয়া দেখিলাম। দুটিই পরমা সুন্দরী। শুনিয়াছিলাম, জ্যেষ্ঠা সহোদরার মাথা খারাপ হইয়াছে, চিত্তের স্থিরতা নাই, সর্ব্বক্ষণ বিষাদিনী; কনিষ্ঠা সর্ব্বক্ষণ অতিযত্নে সেই উন্মাদিনী ভগ্নীর সেবা করে। বাগানে দুটিকেই আমি দেখিলাম। কে অক্টেভিয়া, কে পলিন্, তাহা চিনিতে বিলম্ব হইল না। অক্টেভিয়ার বদন বিবর্ণ, বিষণ্ণ, দৃষ্টি ফ্যালফেলে; পলিন্ প্রসন্নমুখী, কিন্তু ভগ্নীর জন্য চিন্তাশীলা। কি কৌশলে তাহাদের সহিত কথা কই, মনে মনে চিন্তা করিয়া রেলের কাছে অগ্রসর হইলাম। সন্ধ্যাকালে প্রকৃতির শোভা কেমন, তাহাই বর্ণনা করিয়া দেখাইতে লাগিলাম। অক্টেভিয়া আমার দিকে চাহিয়াও দেখিল না, কোন কথার উত্তরও দিল না; কুমারী পলিন্ দুটি একটি কথা কহিল, কিন্তু বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়াইল না, চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল, আমি তাহাদিগকে সেলাম করিলাম। পরদিন সন্ধ্যাকালে তাহারা আবার বাগানে আসিল, অবসর বুঝিয়া আমিও আমার বাগানে প্রবেশ করিলাম; পূর্ব্বদিন অপেক্ষা সে দিন পলিনের সঙ্গে আমার কিছু বেশী কথা হইল। কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমি নিশ্চিত বুঝিলাম, ইচ্ছা করিলে কুমারী পলিন্ দিব্য মধুর ভাব ধারণ করিতে পারিত।

প্রিন্স।—হাঁ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; এখন আসল কথা বল। কি প্রকারে এই সকল ঘটনা আমার পক্ষে অনুকূল হইতে পারে?

পেজ্।—অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি আমার কথা শেষ করিব। দুই তিন দিন বাগানে ভ্রমণ করিয়া, কুমারী পলিনের সহিত নানাপ্রকার গল্প করিয়া আমার আনন্দ হইল, আমার স্ত্রীকে তাহার সহিত পরিচিত করিয়া দিলাম। আমার স্ত্রী সেই জুলিয়া;—তাহাকে আপনি ষ্ট্যাফোর্ড প্রাসাদে দেখিয়াছিলেন।

প্রিন্স।—(অধৈর্য্য গোপন করিয়া) হাঁ, তাহা আমার বেশ স্মরণ আছে। বলিয়া যাও। তোমার স্ত্রীকে তুমি কুমারীদের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলে,—তাহার পর?

পেজ্।—পরিচিত করিয়া দিলাম। কুমারী অক্টেভিয়া আমার স্ত্রীকে কোন

কথাই কহিল না, কুমারী পলিন্ সন্তুষ্ট হইল, মিষ্টালাপ করিল, একজন নারী সঙ্গিনী পাইলে সুখী হইবে, সেই জন্যই আনন্দ। যে দিন ঐরূপ পরিচয় হয়, সে দিন ৫ই এপ্রেল ; আজ হইল ৯ই এপ্রেল।

প্রিন্স।—(এইবার কি কথা পড়িবে, কতকটা অনুমান করিয়া) হাঁ, বলিয়া যাও—বলিয়া যাও। তুমি বলিতেছিলে, সে দিন ৫ই এপ্রেল।

পেজ্।—হাঁ, ৫ই এপ্রেল। আমি আর আমার স্ত্রী বাগানে প্রবেশের জন্য আমাদের বাড়ীর পশ্চাদ্দ্বারের সোপানে দাঁড়াইয়া আছি, পলিনের স্কন্ধে ভর রাখিয়া কুমারী অক্টেভিয়া একটু দূরে তাহাদের বাগানের ভ্রমণপথে দাঁড়াইয়া আছে। সেই সময় দিবাকর অস্ত যাইতেছিল, উভয় ভগ্নীর মস্তকের কেশের উপর সূর্য্যের আলোহিত রশ্মি পতিত হইয়াছিল, তৎকালে সেই দুটি কুমারীকে আমি যেমন অপরূপ সুন্দরী দেখিলাম, জীবনে তেমন সুন্দরী আর কখনও আমি দেখি নাই। জুলিয়ার সহিত ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিয়া আমি বাগানের রেলের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। অক্টেভিয়া উদাস-নয়নে জুলিয়ার দিকে চাহিয়া রহিল, কুমারী পলিন্ বিশেষ শিষ্টাচারে মধুর সম্ভাষণে জুলিয়ার সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে সাধারণ খোসগল্প, তাহার পর হঠাৎ জুলিয়ার মনে কি ভাবের উদয় হইল, সে বলিয়া উঠিল, "হাঁ, ভাল কথা- যাহার সহিত প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের বিবাহ হইবে, সেই জর্ম্মন্-রাজকুমারী আজ লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ; আমাদের গোয়ালার মুখে এই সংবাদ আমি পাইয়াছি।" কি বলিব রাজকুমার, জুলিয়ার রসনা হইতে ঐ বাক্য নির্গত হইবামাত্র কুমারী অক্টেভিয়া অকস্মাৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া ভগ্নীর বুকের উপর যেন মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল ; মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। কুমারী পলিন্ আতঙ্কে অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে অবস্থায় আমরা তখন কি করি ? ব্যস্ত হইয়া আমরা উভয়েই রেল উল্লঙ্ঘন করিয়া দ্বিতীয় উদ্যানে লাফাইয়া পড়িলাম। কুমারী পলিন্ কাতর-কণ্ঠে আমাদিগকে বলিল, "তোমরা ঘরে যাও, আমি আমার ভগ্নীকে ধরিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতেছি।" পলিনের কথা শুনিয়া, জুলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া নয়ন-সঙ্কেতে আমি একবার ইঙ্গিত করিলাম ; ইঙ্গিত বুঝিয়া জুলিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল, "না না,—তোমাদের মত দুটি সুন্দরী বালিকাকে এরূপ বিপদের মুখে ফেলিয়া কখনই আমরা ঘরে যাইতে পারিব না।" পলিন্ চুপ করিয়া রহিল। অতঃপর আমি, জুলিয়া ও পলিন্, তিন জনে ধরাধরি করিয়া অভাগিনী অক্টেভিয়াকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া যাইলাম, তথায় একটি সুসজ্জিত গৃহে একখানি সোফার উপর শয়ন করাইলাম।

প্রিন্স।—(বিরাগে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চঞ্চল-স্বরে) থাক্ থাক্, বাজে কথা ছাড়িয়া দাও, আসল বৃত্তান্তের সূত্র ধারণ কর।

পেজ্।—অক্টেভিয়াকে সোফার শয়ন করাইলাম, তাহার পরেই অদ্ভুত দৃশ্য। অক্টেভিয়া তাহার প্রিয়তম রাজপুত্র—ভালবাসা রাজকুমার—পরম সুন্দর জর্জ্জকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। যুবরাজ! আমাকে ক্ষমা করিবেন, ঐ কথাগুলি অক্টেভিয়ার মুখের,—আমার নিজের উক্তি নয়।

প্রিন্স।—(অধৈর্য্য হইয়া) বলিয়া যাও—বলিয়া যাও!

পেজ্।—অক্টেভিয়া ক্ষণে ক্ষণে আপনার নামে প্রেমানুরাগপূর্ণ উক্তি করিতে লাগিল। তাহার কাতরোক্তি শুনিয়া আমরা স্ত্রী-পুরুষে চমৎকৃত হইলাম। যুবরাজ! কিসের রহস্যভেদ, আপনি তাহা বেশ বুঝিতেছেন। কুমারী পলিন্ অত্যন্ত কাতরা হইয়া দুঃখিনী ভগিনীকে শান্ত করিবার জন্য সাধ্যমত সান্ত্বনা করিতে লাগিল, তখন তাহার মাথার ঠিক ছিল না, আমরা সেখানে রহিয়াছি, সেটা যেন খবরেই আনিল না। অক্টেভিয়ার বিলাপ-শ্রবণে আমরা সমস্ত সত্য তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছি। অভাগিনী আপনাকে বিশ্বাসঘাতক, ধর্ম্ম-হারক, তাহার সর্ব্বনাশের মূল এবং তাহার গর্ভস্থ শিশুর জনক বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছে।

প্রিন্স।—(মর্ম্মে দগ্ধ হইয়া অস্পষ্টস্বরে) এই সব কথা বলিয়াছে?—সে কি সত্য সত্য এই সব কথা বলিয়াছে?

পেজ্।—হাঁ যুবরাজ! অভাগিনী অক্টেভিয়া আপনাকে উদ্দেশ করিয়া এক একবার ভালবাসার কথা বলিয়াছে,এক একবার কর্কশ কথা বলিয়াছে; কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত হইয়া এক একবার চক্ষু বুজিয়াছে, ঠিক যেন ঘুমাইয়াছে, কিন্তু মুখে বাক্য একই প্রকার। কুমারী পলিন্ এতক্ষণের পর স্মরণ করিতে পারিল, আমরা সেখানে উপস্থিত, আমরা তাহার ভগ্নীর গুহ্যকথা জানিতে পারিয়াছি। সাশ্রুনয়নে আমাদের করধারণ পূর্ব্বক দুঃখিনী পলিন্ কাতরে বলিল, "ঘটনা-গতিকে তোমরা আমার হতভাগিনী ভগ্নীর দুর্ভাগ্যের কথা জানিতে পারিয়াছ, মিনতি করি, ধর্ম্মের দোহাই, এ সকল কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না।" যুবরাজ! কুমারী পলিনের বাক্যানুসারে গুপ্তকথা গুপ্ত রাখিবার অঙ্গীকার করিয়া আমরা গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম, যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, স্ত্রী-পুরুষে তাহাই আলোচনা করিতে লাগিলাম।

প্রিন্স।—মিষ্টার পেজ্! আর কিছু কি আমাকে বলিবার আছে?

পেজ্।—আছে।—যত কথা বলিলাম, তাহার সারাংশ এইবার বলিব। আপনাকে সাবধান করা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রিন্স —(সক্রোধে কটাক্ষপাত করিয়া) সাবধান ?—কিসের জন্য সাবধান ?—সেই স্ত্রীলোকের দ্বারা আমার কি বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে ? অক্টেভিয়াকে আমি উপপত্নী করিয়াছিলাম, তাহার বিনিময়ে আমি তাহার পিতাকে লর্ড করিয়া দিয়াছি। আবার কি ?—যাহা হউক, আর কি তুমি বলিবে, বল।

পেজ্।—যাহা আমি বলিয়াছি, তাহা ৫ই এপ্রেলের ঘটনা ; ৬ই তারিখে ভগ্নী দুটি বাগানে বেড়াইতে আসিল না ; অক্টেভিয়া কেমন আছে, সংবাদ জানিবার জন্য আমি জুলিয়াকে তাহাদের বাড়ীতে পাঠাইলাম। জুলিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কুমারীদের সঙ্গে দেখা হইল না ; দাসীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। দাসী বলিয়াছে, অক্টেভিয়ার অসুখ সমভাব। ৭ই তারিখের সংবাদও তদ্রূপ। কল্য গিয়াছে ৮ই এপ্রেল, তাহা আপনি অবগত আছেন।

প্রিন্স।—(৮ই এপ্রেল তারিখে রাজপুত্রের বিবাহ হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া) হাঁ, তারিখটি আমার ঠিক স্মরণ আছে, বল, কল্যকার সংবাদ কিরূপ ?

পেজ্।—কল্য সন্ধ্যাকালে ভগ্নী দুটি বাগানে প্রবেশ করিল। পলিনের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া অক্টেভিয়া একটু হেঁট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ; উভয়ের চিত্ত একটু স্থির হইয়াছে, লক্ষণ দেখিয়া সেইরূপ আমি বুঝিলাম। আমি তৎকালে আমাদের বাগানে একটি লতাকুঞ্জের মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিলাম ; অন্ধকার হইয়াছিল, কুমারীরা আমাকে দেখিতে পায় নাই। পলিনের কানে কানে মৃদুস্বরে অক্টেভিয়া কত কথা বলিল, আমি নিকটে আছি, তাহা না জানিয়াও চুপি চুপি কথা। অবশেষে একটু উচ্চকণ্ঠে অক্টেভিয়া বলিল, "আমি সংকল্প করিয়াছি, কারল্টন হাউসে যাইব, রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা করিব, মনের কথা তাঁহাকে বলিব, কি উত্তর তিনি দেন, তাঁহার নিজের মুখে তাহা শুনিয়া আসিব।" ঐ কথাগুলি আমি শুনিতে পাইলাম। নিষেধ করিয়া পলিন্ বলিল, 'যাইও না, তোমার সেখানে যাওয়া অনুচিত ; বিশেষতঃ, আজ রাত্রে রাজকুমারের বিবাহ হইবে, এরূপ স্থলে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাওয়া নির্ব্বোধের কাজ।" অক্টেভিয়া কোন বাধা শুনিল না, সে যেন তখন পাগলের মত চীৎকার করিয়া, ভগ্নীকে ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল ;—যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল, "আমার লবেদা দাও, আমার টুপী দাও, এখনি আমি কারল্টন হাউসে যাইব ; একটা বিদেশিনী কামিনী আমার স্বামীকে কাড়িয়া লইতেছে, যুবরাজকে আমার বলিয়া আমি দাবী করিব।" ক্ষমা করুন যুবরাজ, আমার কোন

দোষ নাই ; অক্টেভিয়া নিজমুখে যে সকল কথা বলিয়াছে, তাহাই আমি পুনরুক্তি করিলাম মাত্র।

প্রিন্স।—(একদিকে অক্টেভিয়ার সাপক্ষ হইয়া, অন্যদিকে পলিন্‌কে হস্তগত করিবার আশা রাখিয়া) না না,—ক্ষমা চাহিতে হইবে না; যাহা যাহা ঘটিয়াছে, ঠিক ঠিক বলিয়া যাও।

পেজ্‌।—অক্টেভিয়ার বিকট চীৎকারধ্বনি-শ্রবণে পলিন্ ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে চীৎকারে পাড়াশুদ্ধ লোক ভয় পাইয়া সেইখানে ছুটিয়া আসিত, কিন্তু যুবরাজের বিবাহ-উৎসবে আলোকমালা দেখিবার জন্য প্রায় সকলেই সহরে আসিয়াছিল,তাহাতেই রক্ষা। আমার স্ত্রী ঘরে ছিল,আমি লতাকুঞ্জে লুকাইয়া ছিলাম ; দুই ভগ্নীর চীৎকার শুনিয়া জুলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিতেছিল, নিমেষমধ্যে বাগানে আসিয়া দাঁড়াইল, আমিও লতাকুঞ্জের অন্তদিক্ দিয়া বাহির হইলাম ; আমরা দুজনেই পূর্ব্ববৎ রেলিং ডিঙ্গাইয়া কুমারীদের বাগানে পড়িলাম ; আমাদিগকে দেখিয়া পলিনের সাহস হইল, আনন্দ হইল, ত্রস্তস্বরে বলিল, "আমার অভাগিনী ভগিনী পাগল হইয়া গিয়াছে! চল চল, আমরা তিন জনে তাহাকে ধরিয়া বিছানায় শুয়াইয়া ফেলি। আর একবার ঐরূপ হইয়াছিল ; একবার বলিয়াছিল আত্মঘাতিনী হইবে, একবার বলিয়াছিল, রাজকুমারকে—"

প্রিন্স।—বল বল, কোন ভয় নাই, কথাটা কি ?—আমার বোধ হইতেছে, সেই স্ত্রীলোকটা আমাকেও মারিবে, আপনিও মরিবে—এইরূপ ভয় দেখাইয়াছে।"

পেজ্‌।—ঠিক তাই যুবরাজ!

প্রিন্স।—(একটু বিমর্ষ হইয়া, আবার একটু হাসিয়া) শুনিয়া আমি খুসী হইলাম। অক্টেভিয়ার পাগ্‌লামীর শেষফল কি হইল ?

পেজ্‌।—আমি ও জুলিয়া তৎক্ষণাৎ পলিনের সঙ্গে বাড়ীর ভিতর চলিলাম, অক্টেভিয়াকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিলাম, তাহার প্রলাপবাক্য স্বকর্ণে শুনিলাম। রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত সেইখানে আমরা ছিলাম। পলিনের কাতরতা দেখিয়া বড়ই কষ্ট পাইয়াছি। আহা! সুন্দরী পলিন্ অতি সদাশয়া!

প্রিন্স।—(ত্বরিত-স্বরে) রাত্রি দুইটার সময় তোমরা চলিয়া আসিলে তখন কি হইল ?

পেজ্‌।—অক্টেভিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইবার অগ্রে তাহার মুখে শেষ কথা শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, যুবরাজের উপর তাহার ভয়ান

আক্রোশ। সেই নিমিত্তই অসময়ে আমি যুবরাজের গৃহে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছি।

প্রিন্স।—(চাঞ্চল্য গোপন করিবার বৃথা প্রয়াসে) তুমি কি মনে কর,একটা সামান্য স্ত্রীলোকের প্রলাপবাক্যে আমি ভয় পাইব ?

পেজ্।—অক্টেভিয়া সত্য সত্য আপনার উপর বল প্রকাশ করিতে পারিবে, এমন আপনি বিশ্বাস করেন, ইহা আমার মনে হয় না। সে যদি সত্য সত্য কারলটন হাউসে আইসে, নীচের দালান পার হইতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয় ; কিন্তু নানাপ্রকার অকথ্য কথা বলিয়া গোলমাল বাধাইতে পারে।

প্রিন্স।—হাঁ, সেই ভয়টা আছে বটে ; কিন্তু পলিন্ তাহাকে কদাচ এখানে আসিতে দিবে না।

পেজ্।—সে কথা ঠিক। পাগ্লী যাহাতে এখানে না আইসে, পলিন্ সে পক্ষে অনেক বুঝাইয়াছে, কিন্তু পাগলকে বুঝাইয়া ঠিক করা কি সহজ ?

প্রিন্স।—(বক্তার চক্ষে কুটিলকটাক্ষ দেখিয়া) পাগ্লীটাকে কিরূপে দমন করিতে তুমি ইচ্ছা কর ?

পেজ্।—(রাজপুত্রের মুখের দিকে বিশাল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া) আমার ইচ্ছায় কার্য্য হইলে আমি তাহাকে পাগ্লা-গারদে পাঠাইতাম।

প্রিন্স।—(কি করা কর্ত্তব্য, স্থির করিতে না পারিয়া) পাগ্লীটা ভয়ানক অনর্থ ঘটাইতে পারে, এমন কি তুমি বিবেচনা কর ?

পেজ্।—নিশ্চয়—নিশ্চয়। আমি জানিতে পারিয়াছি, অবকাশ পাইলেই অক্টেভিয়া তৎক্ষণাৎ পলিনের নিকট হইতে পলায়ন করিবে। সে যে কেবল কারলটন হাউসে আসিবার সংকল্প করিয়াছে, এমন নয়, যাহারা যাহারা তাহার ইতিহাস শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্র, তাহাদের সকলের কাছেই ছুটিয়া গিয়া সকল কথা বলিবে, ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা।

প্রিন্স।—(গৃহমধ্যে পাইচারী করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া, মিষ্টার পেজের একহস্ত দূরে দাঁড়াইয়া, তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাহার বদন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) না মিষ্টার পেজ্, সে কার্য্য তাহাকে করিতে দেওয়া হইবে না।

পেজ্।—(তীব্রদৃষ্টিতে রাজকুমারের ভাবভঙ্গী অবলোকন করিয়া) আমি পরিপক্ক হুঁসিয়ার,—একান্ত বিশ্বাসভাজন।

প্রিন্স।—মিষ্টার পেজ ! তুমি কি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পার ? তুমি কি কোন নিরাপদ্ স্থানে অক্টেভিয়াকে সরাইয়া লুকাইয়া রাখিতে পার ?

পেজ্।—বেশ পারি।

প্রিন্স।—আর তোমার স্ত্রী ?—সেটিও কি তোমার তুল্য বিশ্বাসপাত্রী ?

পেজ্।—আমিও যেমন, আমার স্ত্রীও তেমনি। এক চুলও তফাত নয়।

প্রিন্স।—তবে তুমি তোমার স্ত্রীকে পলিনের বিশ্বাসপাত্রী হইবার পরামর্শ দাও। পলিন্—মনে রাখিও, কুমারী পলিন্। তোমার স্ত্রী কৌশলক্রমে পলিনের বন্ধুত্ব লাভ করুন, তাঁহার দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধ হইবে, কিন্তু অক্টেভিয়ার লুকাইবার বিষয় তোমরা কিছু জানো, ইহা যেন পলিনের জানসার না হয়।

পেজ্।—হাঁ যুবরাজ, সকল ভার আমি লইলাম। দুই বিষয়েরই সদুপায় আমি করিব। (ফুল্ল-নয়নে রাজপুত্রের মুখপানে চাহিয়া) পলিন্‌কে লইয়া আপনি কি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা আমি বুঝিয়াছি। আপনার পছন্দ প্রশংসনীয়। আমি বলিতেছি, পলিন্ আপনারই হইবে।

প্রিন্স।—উত্তম।—আমাদের পরস্পর পরামর্শ স্থির হইল। এখন কি পুরস্কার তুমি চাও, তাহা আমি জানিতে চাই। কেন না, তোমার মত অবস্থার লোক কেবল টাকা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে, তেমন বিবেচনা আমি করি না।

পেজ্।—(অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া) আপনি ঠিক বুঝিয়াছেন। আমার ইচ্ছা—ইচ্ছা এই যে, যুবরাজের শুভ-বিবাহোৎসবে নিদর্শনস্বরূপ আমাকে একটা কিছু সম্ভ্রমের উপাধি—অন্ততঃ একটা ছোট-খাট নাইট উপাধি প্রদান করা হউক।

প্রিন্স।—(উচ্চহাস্য করিবার উপক্রমে) মিষ্টার পেজ্! তুমি কি নাইট হইবার অভিলাষ রাখ?

পেজ্।—হাঁ যুবরাজ! নাইট উপাধিটা আমাকে বেশ মানাইবে। আরও, আমি শ্লাঘা করিয়া বলিতে পারি, আমার স্ত্রী জুলিয়া ঐ উপাধির অমর্য্যাদা করিবেন না।

প্রিন্স।—আচ্ছা, তবে তাহাই স্থির হইল। যে দিন অক্টেভিয়াকে তুমি লুকাইয়া ফেলিবে, যে দিন সুন্দরী পলিন্ আমার কোলে আসিবে, সেই দিন তোমার স্কন্ধদেশে নাইট উপাধির উজ্জ্বল পদক শোভা পাইবে।

পেজ্।—ওঃ! আপনি যখন অঙ্গীকার করিলেন, তখন অচিরেই আমি ঐ সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইব সন্দেহ নাই; অবশ্যই আমি আপনার অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ করিয়া দিব।

কারল্টন প্রাসাদে প্রবেশের শুভফল লাভ করিয়া, সানন্দচিত্তে যুবরাজকে অভিবাদন করিয়া মিষ্টার পেজ্ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

—:*:—

আহত লর্ড এবং অজ্ঞাত ধাত্রী

সেই ঘড়ী,—যে ঘড়ীর শব্দ শুনিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল তাঁহার বর্ত্তমান বাসস্থানের ঠিকানা বুঝিয়াছিলেন, সেই ঘড়ী বাজিতে আরম্ভ হইল। লর্ড ফ্লোরিমেল কিছু পূর্ব্বে গাঢ় নিদ্রা হইতে জাগিয়াছিলেন, এক দুই করিয়া ঘণ্টাধ্বনি গণনা করিলেন; গণনায় স্থির হইল ১২ টা। তিনি ভাবিয়াছিলেন, গৃহমধ্যে একাকী রহিয়াছেন, অতএব আপনা আপনি মৃদু-কণ্ঠে বলিলেন, "১২টা; এই ১২টা কোন্ সময়ের?—বেলা দুই প্রহর কিংবা রাত্রি দুই প্রহর?"

একটি পরিচিত মধুর-গুঞ্জনে উত্তর হইল, "বেলা দুই প্রহর। প্রিয়তম গেব্রিল! বেলা দুই প্রহরের সূর্য্য মধ্যগগন হইতে উজ্জ্বল কিরণ বর্ষণ করিতেছেন।" কথাগুলি রোগীর কর্ণে যেন সুধা বর্ষণ করিল; পরক্ষণেই তাঁহার বক্ষোদেশে স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শ, মুখে মুখে, ওষ্ঠে ওষ্ঠে সংমিলন।

এক মিনিটের অধিকক্ষণ চুম্বনের অবসানে লর্ড ফ্লোরিমেল আনন্দে চকিত হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "বেলা দুই প্রহর? প্রিয়তমে! বেলা দুই প্রহর? এতক্ষণ কি আমি ঘুমাইয়াছি?—তিন দিন এই যন্ত্রণাভোগের পর গতকল্য রাত্রি সাতটার সময় নিদ্রা আসিয়াছিল, আজ এতক্ষণে সেই নিদ্রা ভঙ্গ হইল?"

অজ্ঞাত-রমণী উত্তর করিলেন, "হাঁ গেব্রিল, এতক্ষণ তুমি ঘুমাইয়াছ। তিন দিন তোমার চৈতন্য ছিল না, এক একবার একটু একটু চৈতন্য আসিয়াছিল, সেই অবস্থায় তুমি অনেক প্রলাপ বকিয়াছ, এক একবার মূর্চ্ছা গিয়াছ; গতিক দেখিয়া আমার ভয় হইয়াছিল, হয় ত তোমাকে বাঁচাইতে পারিব না। চিকিৎসকেরা তোমাকে অধিকক্ষণ ঘুমাইবার ঔষধ দিয়াছিলেন, তাহাতেই নিদ্রা গাঢ় হইয়াছিল। তোমার ললাটে যে আঘাত লাগিয়াছে, তাহা তাদৃশ গুরুতর নহে, তুলনায় অতিলঘু, আরাম হইলে একটুও দাগ থাকিবে না।"

এই সকল কথা বলিয়া, অজ্ঞাত-রমণী পুনর্ব্বার তাঁহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, সানুরাগে বারংবার সুকোমল সুমধুর চুম্বন করিলেন।

মৃদুস্বরে লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "আমার প্রতি তুমি যেরূপ যত্ন প্রকাশ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে ধন্যবাদ—সহস্র ধন্যবাদ! তুমি কি এই তিন দিন আমার সেবা করিয়াছ?"

কম্পিত কোমল-কণ্ঠে রমণী উত্তর করিলেন, "তিন দিনের মধ্যে এক মুহূ-

র্ত্তের জন্যও আমি তোমার কাছ-ছাড়া হই নাই। আমি যদি তত যত্ন না করিতাম, তাহা হইলে তোমার জীবনরক্ষা হইত না। আহা! অজ্ঞান অবস্থায় তোমাকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া লেডী বেলেণ্ডনের বড়ই নির্দ্দয়তার কার্য্য হইয়াছে; তিনি একজন ডাক্তার ডাকাইয়াও তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহার শরীরে দয়া-মায়া বড় অল্প।"

কাতর হইয়া লর্ড ফ্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন,"তবে কি মার্শনেস্ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন? হাঁ, অবশ্যই আমি স্বীকার করিব, আমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা তাঁহার অনুচিত হয় নাই; কারণ, আমি নারীবেশে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বড়ই কুকর্ম্ম করিয়াছিলাম। মনোমোহিনি! তুমি কি সে সকল কথা কিছুই জানো না?"

ধাত্রী।—অনেকটা জানি। যে দিনের ঘটনা, সেই দিন আমি আমার নিজের গাড়ী করিয়া বেলেণ্ডন-প্রাসাদের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম, প্রাসাদের ফটকের কাছে একখানা গাড়ী দেখিলাম; দেখিয়াই চিনিলাম, আমার প্রিয়সখী কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরার গাড়ী; কাউণ্টেসের সঙ্গে দেখা করিবার অভিপ্রায়ে নামিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় দেখি, জনকতক লোক ফটকের ভিতর হইতে একটি অচেতন নারীদেহ বহন করিয়া রাস্তার দিকে আসিতেছে। লোকেরা মার্শনেস্ বেলেণ্ডনের বাড়ীর চাকর; তাহারা রাস্তায় আসিয়া ডেস্‌বরার গাড়ীর কোচ্‌ম্যানকে বলিল, 'তুমি অগ্রে লর্ড ফ্লোরিমেলকে গাড়ীতে তুলিয়া পিকাডিলির বাড়ীতে রাখিয়া আইস, ফিরিয়া আসিয়া কাউণ্টেস্‌কে লইয়া যাইও।' তোমার নাম শুনিবামাত্র আমি গাড়ী হইতে নামিয়া চাকরগুলাকে বলিলাম, 'ও গাড়ীতে তুলিতে হইবে না, এই স্ত্রীলোক আমার ভগ্নী হয়, আমি ইহাকে আমার গাড়ীতেই লইয়া যাইতেছি।' চাকরেরা আমার কথা শুনিল, আমার গাড়ীতেই তোমাকে তুলিয়া দিল, অচেতন অবস্থায় আমি তোমাকে আমার বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছি, সাধ্যমতে সেবা করিতেছি। এখন আর তোমার প্রাণের আশঙ্কা নাই, ক্রমশই তুমি আরাম হইতেছ। (করুণস্বরে এই কথাগুলি বলিয়া) প্রিয় গেব্রিল! ক্রমশঃ তোমাকে সুস্থ হইতে দেখিয়া আমি সুখী হইয়াছি।

লর্ড।—(ধাত্রীকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া) করুণাময়ী ধাত্রি! তুমি আমাকে যেরূপ যত্নে বাঁচাইতেছ, সেরূপ যত্নের ঋণ আমি পরিশোধ করিতে পারিব না। (অন্ধকার গৃহে ধাত্রীকে পরম সুন্দরী কল্পনা করিয়া বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক সানুরাগে চুম্বন করিতে করিতে) সুন্দরি! তুমি আমার প্রাণদায়িনী।

ধাত্রী।—(সাগ্রহে) হাঁ, প্রিয়তম গেব্রিল! তুমি আরাম হইতেছ। এ অবস্থায় চঞ্চল হইয়া বেশী কথা কহিও না।

লর্ড।—(স্বগত) কে এই সুন্দরী? ঘর অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার,মুখ দেখিতে পাইতেছি না, চক্ষু দেখিতে পাইতেছি না, ওষ্ঠ দেখিতে পাইতেছি না, কেবল মধুর মধুর কথাগুলি শুনিতেছি। এ রমণী অবশ্যই সুন্দরী হইবে, ইহার গঠন অবশ্যই সুন্দর হইবে; কল্পনার চক্ষে আমি ইহার অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছি। কে এ?—ইনি কি মার্শনেস্ বেলেগুন?—মার্শনেসের মুখ দেখিয়াছি, চক্ষু দেখিয়াছি, আলোহিত ওষ্ঠপুট দেখিয়াছি, রেশমের মত কেশগুলি দেখিয়াছি, মুক্তার মত দন্তগুলি দেখিয়াছি, সমুন্নত পয়োধর দেখিয়াছি, সর্ব্বাঙ্গের সুঠাম গঠন দেখিয়াছি, এই কি সেই মার্শনেস্?—না,—অসম্ভব। মার্শনেস্ বেলেগুন বিধবা,—চিরদিন বিধবা থাকিয়া নির্জ্জনে বাস করিবেন, এইরূপ তাঁহার ব্রত; বসনে বিধবা-চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন; তিনি আমাকে কামভাবে এইরূপে প্রলোভন দেখাইবেন, ইহা নিতান্তই অসম্ভব। বিশেষতঃ, সেই নির্জ্জনবাসিনী বিধবা কামিনী নাট্যরঙ্গে খেলা করিবার জন্য থিয়েটারে গিয়াছিলেন, ইহা কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। তবে ইনি কে?—লণ্ডনের সৌখীন সংসারের সুন্দরী সুন্দরী কামিনীগণের সহিত আমার আলাপ আছে, তাঁহাদের মধ্যে কাহার সহিত ইহাঁর তুলনা হয়?—এ রমণী দীর্ঘাঙ্গী, কিঞ্চিৎ কৃশাঙ্গী;—হাঁ, সুন্দরী কামিনীদের মধ্যে দীর্ঘাঙ্গী, স্থূলাঙ্গী, কৃশাঙ্গী, অনেককেই আমি দেখিয়াছি। ডচেস্ ডেভন্‌সার, লেডী জার্শী, হার্বি অ্যাষ্টন, রাজকুমারী সোফিয়া, রাজকুমারী এমিলিয়া এবং লেডী লিটিসিয়া প্রভৃতি রূপবতী কামিনীগণকে আমি দর্শন করিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে কাহার সহিত ইহাঁর তুলনা দিব?—নিবিড় অন্ধকারে এ রমণীর কোন অঙ্গই আমার নেত্রগোচর হইতেছে না; ইহার পর প্রকাশ্য রাজপথে দেখা হইলেও ইহাঁকে আমি চিনিতে পারিব না; পরিচয় না পাইলে চিনিয়া লইবার কোনও উপায় নাই।

ধাত্রী।—(মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া সুমধুর স্বরে) কি ভাবিতেছ?—নির্ব্বোধ! তুমি যাহা ভাবিতেছ, আমি তাহা অনুধানে বুঝিতে পারিতেছি।

লর্ড।—(এইবারের বাক্যগুলি মার্শনেস্ বেলেগুনের কণ্ঠস্বর অপেক্ষাও সমধিক সুমধুরস্বরে উচ্চারিত হইল, তাহা শুনিয়া চমকিত হইয়া) কি আমি ভাবিতেছি, তাহাই কি তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ?—বল দেখি, কি আমি ভাবিতেছি?

ধাত্রী।—যে সকল কামিনীর সহিত তোমার আলাপ আছে, তাহাদের

মধ্যে কাহার রূপগুণের সহিত আমার রূপগুণের মিলন হইতে পারে, তাহাই তুমি ভাবিতেছ। কেমন,—প্রিয়তম গেব্রিল! কেমন, ইহাই ঠিক নয়?—যদি ঠিক হয়, তবে তুমি বিশ্বাসঘাতক! তোমার এত বড় বিপদের সময় আমি এত যত্নে তোমার সেবা করিতেছি, তাহা ভুলিয়া তুমি অপরা কামিনীকে কল্পনাপথে চিন্তা করিতেছ?

লর্ড।—(ঐরূপ তিরস্কারে লজ্জিত হইয়া) ক্ষমা কর প্রিয়তমে, আমাকে ক্ষমা কর! যত যত্ন তুমি করিতেছ, আমাকে যত ভালবাসিতেছ, আমি তাহার অযোগ্য। সত্যই আমি কল্পনার রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছিলাম, প্রকৃত পক্ষে কে তুমি, সেই রহস্যভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। প্রিয়তমে! ইহাতে কি তুমি আমার উপর রাগ—

ধাত্রী।—(পুনঃ পুনঃ চুম্বন দিয়া লর্ডকে থামাইয়া) না গেব্রিল, আমি রাগ করি নাই,—আমার প্রাণে আঘাত লাগে নাই। কথা এই যে, সহস্র প্রকার কল্পনা করিয়াও—সহস্র প্রকার অনুমান করিয়াও তুমি এই রহস্য ভেদ করিতে পারিবে না। আমি কে, আমি নিজমুখে পরিচয় না দিলে কিছুতেই তোমার তাহা জানিবার উপায় নাই। যে দিন পরিচয় দিবার সময় আসিবে, সেই দিন তুমি আমার মুখে নিগূঢ় কথা শুনিতে পাইবে। আমার ব্রত আছে, স্বামীর নিকটে ভিন্ন অপর কাহারও কাছে সত্য পরিচয় দিব না। গেব্রিল! আমি তোমার স্ত্রী হইবার উপযুক্ত পাত্রী। অহঙ্কার ভাবিও না,—আমি রূপবতী,আমি গুণবতী, সামাজিক পদমর্য্যাদায় আমি মানবতী; তুমি আমার স্বামী হইবার যোগ্য পাত্র। কিন্তু ওঃ! আমার চরিত্র কেমন, সে বিষয়ে তোমার মনে কি কোন প্রকার সংশয়—(শ্রোতার মুখে ঘন ঘন চুম্বনদান করিয়া শেষ-কথাগুলি শুনিতে দিবার বাধা)

লর্ড।—(গাঢ়ভক্তি জানাইয়া) অর্চ্চনীয়া রমণী! দয়াবতী স্নেহময়ী ধাত্রি! পুনরায় আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। তুমি আমাকে যত ভালবাসিয়াছ, তত পরিমাণে কৃতজ্ঞতা জানাইতে আমার সাধ্য নাই। মনোমোহিনি! আমি তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি। আর আমি ভ্রমক্রমেও তোমার রহস্যভেদের চেষ্টাকে কল্পনায় আনিব না। যখন সময় আসিবে, যখন তুমি নিজমুখে নিজের গুহ্যকথা প্রকাশ করিবে, তখন আমি তোমার পরিচয় পাইব; তাহার পূর্ব্বে কিছুমাত্র প্রয়াস পাইব না। এখন আমি কি প্রকারে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইব? কি উপায় অবলম্বন করিলে আমি তোমার অক্ষুণ্ণ বন্ধুত্বলাভে অধিকারী হইব?

ধাত্রী।—(হৃদয়ে হৃদয় সংলগ্ন করিয়া, ওষ্ঠে ওষ্ঠে মিলন করিয়া) প্রিয়

গেব্রিল! যাহা তুমি বলিলে, তাহার প্রকৃত উত্তর আমি দিব। আপাততঃ তোমাকে কিছু দিন লণ্ডন ছাড়িয়া অন্য স্থানে থাকিতে হইবে।

লর্ড।—(কুমারী পলিনের বর্ত্তমান বাসস্থান নির্ণয়ের বাসনা, সেই বাসনা-পূরণের নিমিত্ত নারীবেশ ধারণ, নারীবেশে-অকস্মাৎ আঘাতপ্রাপ্তি, এই সকল স্মরণ করিয়া চকিত-স্বরে) লণ্ডন পরিত্যাগ করিব?

ধাত্রী।—(বুকের উপর হইতে একটু সরিয়া আসিয়া বিরাগের স্বরে) ঐ!—যে ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই ঐ!—তোমাকে আমি ভারী কথা বলিয়াছি। বুঝিতেছি, তোমার একটি বন্ধন আছে, সেই বন্ধনের খাতিরে লণ্ডনে থাকিতে তোমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা—

লর্ড।—(বাক্যে ও ব্যবহারে বিমোহিত হইয়া, পুনর্ব্বার ধাত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়তমে! আমার অপরাধ লইও না।

ধাত্রী।—না গেব্রিল, আমি তোমার অপরাধ লই নাই। আমি বেশ বুঝিয়াছি, তুমি আমাকে ভালবাস না; কেবল সময়ে সময়ে রিপুবশে আমাকে ক্রীড়াসঙ্গিনী করিয়া সুখসম্ভোগ করিবার জন্যই তোমার ভালবাসা। জানো গেব্রিল, সে রকম ভালবাসা আমি চাহি না। (তাহার চক্ষের জলে ফ্লোরিমেলের গণ্ডস্থল সিক্ত হইল)।

লর্ড।—অহো! আমি বড় হতভাগ্য! তোমার এত দয়া আমার উপর অথচ আমি তোমাকে যন্ত্রণা দিতেছি! তুমি দেবী, নিষ্ঠুরতায় আমি পিশাচ!

ধাত্রী।—(কম্পিতকণ্ঠে) না—না, আমি বড় উচ্চ আশা করিতেছি। দেখ গেব্রিল! আমাদের বিচ্ছেদ হইবে,—বিচ্ছেদ—এ বিচ্ছেদের পর আর আমাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হইবে না।

লর্ড।—(মোহিনীর কুহক-মন্ত্রে একান্ত বিমুগ্ধ হইয়া) দোহাই পরমেশ্বর! তাহা কখনই হইবে না! বল প্রিয়তমে! তোমার বাসনা-পূরণের জন্য আমাকে কি কার্য্য করিতে হইবে? আমাকে তুমি কি করিতে বল?

ধাত্রী।—(পুনর্ব্বার প্রেমাদরে চুম্বন করিয়া) আঃ! প্রিয় গেব্রিল! এখন আবার তুমি আমার যথার্থ প্রেমের পাত্র হইলে। আমাকে তুমি যত ভালবাসিয়াছ, তত ভালবাসা তোমাকে আমি দেখাইব। ভালবাসার জন্য কদাচ তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে না।

লর্ড।—(কামশরে নিবদ্ধ হইয়া) বিদ্যাধরি! তোমাকে আমি দেখিতে পাইতেছি না, অথচ অদ্যাবধি জগতে তুমিই আমার সর্ব্বস্বধন! নিরর্থক বিবাহের কথাটা ছাড়িয়া দাও, তুমি আমার উপনায়িকা হও, হৃদয়ানন্দ হও।

চিরজীবন এই বন্ধন দুশ্ছেদ্য রাখিবে, আমিও শপথ করিতেছি, চির-জীবন তোমার কাছে ঐ বন্ধনে বাঁধা থাকিব।

ধাত্রী।—(প্রেমানুরাগে মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া) ওঃ! তুমি আমাকে নিয়মবদ্ধ করিতে চাহিতেছ। আচ্ছা, আমিও তোমাকে নিয়মে বাঁধিব। এখন তুমি যে অঙ্গীকার করিতেছ, তাহা যদি তোমার অন্তরের অকপট—

লর্ড।—(গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আন্তরিক অনুরাগে) প্রিয়তমে! কি নিয়ম, এখনি আমাকে বল। জগতে যাহা কিছু পবিত্র, সেই সকল নামে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি আমার জীবনের ইষ্টদেবী হইবে, আমার ভাগ্য-বিধানের চিরসুখের একমাত্র দেবতা হইয়া থাকিবে। বল বল, কি নিয়মে তুমি আমাকে আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা কর? কিছু দিনের জন্য লণ্ডন সহর ছাড়িয়া যাইতে আমি প্রস্তুত।

ধাত্রী।—হাঁ, এখন তুমি একটি দূরস্থ নগরে সমুদ্র-বারিসিক্ত সুরম্য স্থানে গিয়া থাকো; পূর্ব্বে যখন তোমাতে আমাতে মিলন হইয়াছিল, তখন তোমাকে আমি যে যে কথা বলিয়াছিলাম, আজ আবার এইখানে যাহা যাহা বলিলাম, সেই মনোরম স্থানে বাস করিয়া সেই সকল কথা উত্তমরূপে আলোচনা কর।

লর্ড।—আঃ! তুমি আমাকে বিস্তর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা বলিয়াছিলে!

ধাত্রী।—(পুনর্ব্বার চুম্বন করিয়া সরল বাক্যে) গেব্রিল! যদি তুমি আমার উপর অত্যন্ত বিশ্বাসস্থাপন করিতে পার, তাহা হইলে যে সকল আশ্চর্য্য কথা আমি বলিয়াছি, কার্য্যেও তাহা আমি সিদ্ধ করিতে পারিব। গেব্রিল!—প্রিয়তম গেব্রিল! তোমার যে সকল বিপদ্ তুমি নিজে জানো না, সেই সকল বিপদ্ হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিব।

লর্ড।—(একটি দানবীর হস্তে পুষ্পময় রেশমের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িতেছেন, তাহা না বুঝিয়াই) দেবি! কি তোমার হুকুম, কি তোমার আজ্ঞা, কি তোমার আদেশ, ত্বরায় আমাকে বল। আহা! এমন মোহন মন্ত্র, এমন জাদু-বিদ্যা তুমি কোথায় শিখিয়াছ, যে বিদ্যার মন্ত্রপ্রভাবে তুমি আমাকে মজাইয়া ফেলিয়াছ, তাহা আমি বুঝিতেই পারিতেছি না। মোহবশে কেবল ইহাই জানিতেছি যে, তুমিই আমার ইষ্টদেবতা, রক্ষাকারিণী, নিস্তারিণী দেবী। আমি তোমার দাস, আজ্ঞা কর, এ দাসকে এখন কি কি কার্য্য করিতে হইবে? কোথায় যাইতে হইবে? কবে এই মহানগর লণ্ডন ত্যাগ করিতে হইবে? কত দিন বিদেশে থাকিতে হইবে? দয়া করিয়া এই সকল প্রশ্নের উত্তর দান কর। আত্মার মুক্তিলাভ যেমন বাঞ্ছনীয়, সেইরূপ শান্তিকামনায়

জ্ঞানবিশ্বাসে আমি তোমার আদেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিব।

ধাত্রী।—(বিজয়ানন্দে স্তম্ভিত-স্বরে) তবে তুমি ধর্ম্মপ্রমাণে ঐ সকল কথা বলিতেছ? বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া আর একবার ঐ অঙ্গীকার-পালনের শপথ কর।

লর্ড।—(আদেশমত কার্য্য করিয়া) সুন্দরি! এখন তুমি সন্তুষ্ট হইলে ত?

ধাত্রী।—(সানুরাগে আলিঙ্গন করিয়া) হাঁ। এখন আমি তোমাকে আরও বেশী ভালবাসিলাম;—দশ হাজার গুণে বেশী। অতঃপর যাহা তোমাকে করিতে হইবে, শ্রবণ কর।—সন্ধ্যা হইবার পর আমার গাড়ীতে উঠিয়া তুমি ডোবারে চলিয়া যাও, সেখানে এক সপ্তাহ থাকো; তথা হইতে পিকাডিলিতে তোমার নিজ বাটীতে পত্র লিখিয়া কতিপয় চাকরকে ডাকিয়া পাঠাও; তাহারা ঐ সামুদ্রিক বন্দরে তোমার সঙ্গে থাকিবে,—সেই বন্দরে তুমি দেড় মাস বাস করিবে, সহরে ফিরিয়া আসিবে না। এখন বিবেচনা কর, যে অঙ্গীকার তুমি করিয়াছ, তজ্জন্য অনুতাপ আসিতেছে না ত?

লর্ড।—না না,—কিছুমাত্র অনুতাপ নাই। তবে আমার কেবল এইমাত্র জিজ্ঞাস্য যে, ডোবার বন্দরে আমি কি একাকী নির্জ্জন-বাস করিব? ঐ দেড় মাসের মধ্যে একবারও কি তোমাকে আলিঙ্গন করিতে পাইব না? দেড় মাস—তোমার বিরহে সেই দেড় মাস আমার পক্ষে একযুগ জ্ঞান হইবে!

ধাত্রী।—(বক্ষে বক্ষ রাখিয়া বারংবার চুম্বন করিয়া বিমুগ্ধকণ্ঠে) সে সকল ভার আমার উপর রহিল। প্রিয় গেব্রিল! যাহা তুমি ভাবিতেও পারিতেছ না, এমন শুভ-সংঘটন হইতে পারিবে। এখন আমাদের ব্যবস্থা স্থির হইল; যুক্তি পাকা হইল?

লর্ড।—(গাঢ় অনুরাগে ওষ্ঠে ওষ্ঠে মিলাইয়া) সব ঠিক হইল—সব ঠিক হইল। প্রিয়তমে! এইরূপে—এইরূপে—এইরূপে আমাদের সুখের পন্থা পরিষ্কার—

প্রেমপিপাসিনী মোহিনী কামিনী আরও খানিকক্ষণ সেই শয্যার নিকটে রহিলেন, লর্ড ক্লেরিমেল ঘুমাইয়া পড়িলেন। কামিনী ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইলেন, দ্বারে চাবী দিলেন; পাছে আর কেহ সে ঘরে প্রবেশ করে, সেই আশঙ্কায় চাবীটি সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

গৃহ নিস্তব্ধ,—গভীর নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে কেবল নিদ্রিত রোগী

ক্লোরিমেলের নাসা-নির্গত সরল নিশ্বাস-প্রশ্বাস শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল মাত্র।

এই সময় বিছানার মশারি নড়িয়া উঠিল, ঘরের মেঝেতে কাপড়ের খস্‌খস্‌ শব্দ হইতে লাগিল, খাটের নীচে হইতে কে একজন চুপি চুপি বাহির হইল, স্থির হইয়া দাঁড়াইল, কান পাতিয়া শুনিল, নিশ্বাস বন্ধ করিল, ঠিক যেন গোরস্থানের ভূত। লর্ড ক্লোরিমেল অকাতরে ঘুমাইতেছেন, ইহা স্থির বুঝিয়া সেই লোকটা আপন পকেট হইতে একখানা কাঁচি বাহির করিয়া মশারির খানিকটা কাপড় কাটিয়া ফেলিল, আবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল, আবার কান পাতিয়া শুনিল, কোন দিকে কোন সাড়াশব্দ পাইল না; পূর্ব্ববৎ সাবধানে নিঃশব্দপদসঞ্চারে একটা গবাক্ষের নিকটে গেল, কাঁচি দিয়া গবাক্ষের পর্দ্দার কিয়দংশ কাটিয়া লইল, আবার স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। লর্ড ক্লোরিমেল গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।

অজ্ঞাত লোকটা আপনার পকেট হইতে একতাড়া চাবী বাহির করিল। অজ্ঞাত-রমণী যে দ্বার দিয়া বাহির হইয়াছিলেন, বহির্দ্দিক্ হইতে সেই দ্বার চাবী-বন্ধ হইয়াছিল, ঘরের অন্যান্য দ্বার ভিতরদিকে বন্ধ, লোকটা একটা দরজার নিকটে গিয়া নিজের চাবীর তাড়ার একটা চাবী সেই কপাটের কুলুপে পরীক্ষা করিল;—একবার ফিরায়,—একবার ঘুরায়,—একবার থামে, একবার স্থির হইয়া কি শুনে, আবার চাবী ঘুরায়; অতি সাবধান;—একটা চাবী কুলুপে ঠিক লাগিল, দ্বার উন্মুক্ত হইল; নিদ্রিত লর্ড সেই চাবী খোলার মৃদুশব্দে জাগিয়া উঠিলেন না; চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া লোকটা একবার এদিক্ ওদিক্ উঁকি মারিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই, পন্থা পরিষ্কার; আস্তে আস্তে দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া সে তখন সিঁড়ির কাছে গেল; সিঁড়ির মাথায় যে জানালা ছিল, সেই জানালার ফাঁক দিয়া রবিকিরণ প্রবেশ করিতেছিল, দিব্য আলো; লোকটা নিঃশব্দে খুব সাবধানে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল, বাগানের দিকে যে দরজা, সেই দরজা খুলিয়া বাগানে প্রবেশ করিল, একটা লতাকুঞ্জে কিয়ৎক্ষণ লুকাইয়া রহিল, তাহার পর ফটক খুলিয়া অলক্ষিতে বাহির হইয়া গেল; কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না, কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিল না।

রাত্রি আসিল, লর্ড ক্লোরিমেলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। অজ্ঞাত-রমণী ইতিমধ্যে গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিয়া শয্যাপার্শ্বে আরাম-চেয়ারে বসিয়াছিলেন, হাত বাড়াইয়া লর্ড ক্লোরিমেল তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিলেন। তাঁহার নিমিত্ত পুরুষের পরিচ্ছদ যোগানো হইয়াছিল, মোহিনী কামিনী সেই পরিচ্ছদ তাঁহাকে

পরাইয়া দিলেন, রুমালে চক্ষু বাঁধিলেন, অনন্তর হাত ধরিয়া প্রেমরহস্যপূর্ণ অন্ধকার বৈঠকখানা হইতে তাঁহাকে বাহির করিলেন।

সিঁড়ি দিয়া নামাইয়া, উদ্যান পার করিয়া অজ্ঞাত-সুন্দরী লর্ড ক্লোরিমেলকে ফটকের বাহিরে লইয়া গেলেন; বাহিরের রাস্তায় গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, সেই গাড়ীতে তাঁহাকে তুলিয়া দিলেন, কানে কানে বিদায়ী বাক্য-বিনিময় হইল, গাড়ীর দরজা বন্ধ হইয়া গেল, গড় গড় শব্দে দ্রুতবেগে গাড়ী ছুটিল।

গাড়ীর মধ্যে বসিয়া লর্ড ক্লোরিমেল কয়েক মিনিট কাল নানা চিন্তায় বিভোর হইয়া রহিলেন, চক্ষের আবরণ-বস্ত্র খুলিয়া ফেলিলেন, গাড়ীর দরজা খুলিবার জন্য টানাটানি করিলেন, খুলিতে পারিলেন না, খড়খড়ীর পাখী তুলিবার চেষ্টা করিলেন, তুলিতে পারিলেন না, বাহিরদিকে দৃঢ়-বন্ধ। ১৫ মিনিট পরে গাড়ীখানা এক জায়গায় থামিল; একজন দীর্ঘাকার পদাতিক পশ্চাদ্দিক্ হইতে নামিয়া আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিল, খড়খড়ীর পাখীগুলি নামাইয়া দিল। লর্ড ক্লোরিমেল তখন দেখিলেন, যে স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, সে স্থানটি পরিচিত। অদূরে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবীর উচ্চ উচ্চ বড় বড় গম্বুজ, নিকটে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার সেতুর সুদৃশ্য বক্র খিলান!

কেবল দুই মিনিট কাল গাড়ীর দরজা ও খড়খড়ী খোলা ছিল, আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়াছে, চন্দ্রমা হাসিতেছেন; পরিষ্কার জ্যোৎস্না, ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গীর্জ্জার ঘড়ীতে ১১টা বাজিল, সেই সময় গাড়ী দ্রুতবেগে সেতুপার হইয়া গেল।

বুকে ছোরা মারিলে যেমন যন্ত্রণা হয়, লর্ড ক্লোরিমেলের হৃদয়ে সেইরূপ বিষাদের যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হায় হায়! কি করিলাম! যাহাকে আমি কখন চিনি না, তাহার খাতিরে হৃদয়-পুতলী পলিনকে বিসর্জ্জন দিলাম। হায় হায়! পলিনের প্রতি আমি নিতান্ত নির্দ্দয় হইলাম। আমার প্রাণময়ী পলিনের কাছে আমি ঘোরতর বিশ্বাসঘাতক হইলাম।

পাঁচ মিনিটের অধিকক্ষণ করতলে বদন আবৃত করিয়া লর্ড ক্লোরিমেল গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন; চিন্তায় তাঁহার দেহ যেন তখন পাষাণ-পুত্তলিকার ন্যায় অচল, কিন্তু তাঁহার মন যেন ঘোরদৌড়ের ঘোড়ার মত দ্রুতগতিতে অতীত স্মৃতিপথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। মানুষ যেমন তিলেকমাত্র অপথে পদার্পণ করিয়া সমুচ্চ-পদবীভ্রষ্ট হয়, প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত

হয়, একটা অজ্ঞাত-রমণীর মোহপাশে আবদ্ধ হইয়া, মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া লর্ড ফ্লোরিমেল সেইরূপ আত্মহারা হইলেন, অন্তরে অন্তরে সেইরূপ বিষাদের উদয়। মনে সান্ত্বনা আনয়ন করিতে তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন, সব চেষ্টাই বৃথা হইল। একবার তিনি ভাবিলেন, 'পলিন্‌কে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছিলাম, ইহা সত্য; কিন্তু পলিন্ নিষ্ঠুর হইয়া আপনা হইতে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, আর আমাকে দেখা দেয় না, খুঁজিয়া বাহির করিব, সেই সন্দেহে লুকাইয়া রহিয়াছে। এ অবস্থায় তাহার আশা পরিত্যাগ করিলে আমি অপরাধী হইব না।' আবার ভাবিলেন, 'প্রাণপ্রতিমা পলিন্, প্রাণের ভালবাসা পলিন্।—একটা অপরিচিতা স্ত্রীলোকের মায়াফাঁদে জড়াইয়া পড়িয়া সেই পলিন্‌কে আমি হারাইলাম।'

ঐ প্রকার চিন্তা করিতে করিতে লর্ড ফ্লোরিমেল যেন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন; মনে করিলেন, কোচ্‌ম্যানকে গাড়ী থামাইতে হুকুম দিবেন, গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া যথাসাধ্য দ্রুতবেগে বাড়ীর দিকে ছুটিয়া যাইবেন। যাহা মনে করিলেন, কার্য্যে তাহা করিতে পারিলেন না। পারিলেন না কেন? অনেকবারের ঘটনায় পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছেন, ইচ্ছামত কার্য্য করিতে লর্ড ফ্লোরিমেলের সাহস নাই। বিশেষতঃ, সেই অজ্ঞাত-রমণীর কুহকমন্ত্র সর্পবিষের ন্যায় তাঁহার মানস জর্জ্জরিত করিয়া রাখিয়াছে। আসন্ন বিপদ্ হইতে ধন-সম্পদ্ ও পদসম্ভ্রম রক্ষা করিবে বলিয়া সেই কুহকিনী আশ্বাস দিয়াছে; অধিকন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বপ্রকারে সেই রমণীর আজ্ঞা পালন করিবেন বলিয়া তিনি তাহার কাছে ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন; এই সকল স্মরণ করিয়া তিনি এখনকার সংকল্প সিদ্ধ করিতে পারিলেন না। পরক্ষণেই পূর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তিনি আপন মনে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "যাহা থাকে ভাগ্যে, তাহাই হইবে, শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া আমি নিরস্ত হইব না। অজ্ঞাত-রমণী নির্ব্বন্ধ সহকারে আমাকে আশ্বাস দিয়াছে। আমি যদি তাহাকে বিবাহ করি, তাহা হইলে সে আমাকে আমার উপস্থিত বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে। রমণী বলিয়াছে, 'আমাকে তুমি পত্নীরূপে পরিগ্রহ কর, আমি তোমার ধন-সম্পদ্ ও পদগৌরব বজায় করিয়া দিব।' হাঁ, রমণী আমাকে ভালবাসে, বিবাহ না করিয়াও অঙ্গীকৃত উপকার করিতে আমি তাহাকে রাজী করিতে পারিব। তাহার পর—পলিন্।—হাঁ, পলিন্! মধুমতী পলিন্! আমি তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিব, তোমার চরণে ধরিয়া সাধিব; প্রাণময়ি দেবি! প্রাণাধিকা সুন্দরি! সর্ব্বক্ষণ তুমি আমার হৃদয়ে জাগো; অবশ্যই আমি তোমার সহিত মিলন করিব।"

লর্ড ফ্লোরিমেল এখন মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া দ্রুতবেগে গাড়ী চলিতে লাগিল; কোচ্‌ম্যানকে তিনি আর অন্য কিছু আদেশ দিলেন না।

দশম পরিচ্ছেদ

—*—

উন্মত্তের খেয়াল

উন্মাদ রোগে অচেতন থাকিয়া জেম্‌স মেল্‌মথ ডাক্তারী চিকিৎসার অল্পে অল্পে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহার চেতনালাভের পর এক সপ্তাহ অতীত।

যে ঘরে তাহাকে রাখা হইয়াছে, তাহার সম্মুখদ্বার লৌহ-গরাদের দ্বারা সমাবৃত, সম্মুখদিকে কোন গৃহাদি নাই, দিবাভাগেও সেই গৃহ অন্ধকার থাকে, সারি সারি ঐ রকমের ছয়টি কুঠুরী; সেই সকল কুঠুরী বাতুল-কূপ অথবা বাতুলাগার নামে অভিহিত।

লৌহ-গরাদের মধ্যস্থলে চতুষ্কোণ এক ফুট পরিমাণ একটা ক্ষুদ্র দ্বার, সেই দ্বার দিয়া পরিচারক প্রবেশ করিয়া রোগিগণকে খাদ্যসামগ্রী দিয়া যায়। দেয়ালে একটা ক্ষুদ্র গবাক্ষ, সেই গবাক্ষপথে অল্প অল্প আলো আইসে, শীতকালে বাহিরের বারান্দায় লৌহ-কটাহে অগ্নি থাকে, সেই উত্তাপে গৃহ কতকটা গরম হয়। গৃহমধ্যে চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি কোন আসবাব নাই; আসবাবের মধ্যে পাথরের মেঝের উপর একখানা লোহার খাটিয়া, তাহার উপর খুব শক্ত বিছানা। এইরূপ একটা ঘরে জেম্‌স মেল্‌মথ এক সপ্তাহ কাল আবদ্ধ আছে।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, হঠাৎ একটা কথা শুনিয়া উন্মত্ত রোগী সক্রোধে ডাক্তার থর্ষ্টনকে মারিতে উদ্যত হওয়াতে, তাল সামলাইতে না পারিয়া কঠিন মেঝের উপর পড়িয়া অজ্ঞান হয়, যখন চৈতন্য ফিরিয়া আইসে, তখন ঘোরতর পাগল; বিস্তর প্রলাপ বকিতে থাকে, সেই জন্য ডাক্তার তাহাকে টাইট্-কোট পরাইয়া বিছানার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখেন। পায়জামার সঙ্গে খাটিয়ার বন্ধন, জামার আস্তীন জামার সঙ্গে সেলাইকরা,—চোস্ত। মনে মনে নানা চিন্তা আনয়ন করিয়া মেল্‌মথ অবশেষে স্থির করিল, সত্য সত্যই তাহাকে পাগল বিবেচনা করা হইয়াছে; যদবধি পাগ্‌লামী ভাল না হয়, তদবধি গোরস্থানে গোর খোঁড়া অপরাধে তাহাকে ফৌজদারী বিচারে অর্পণ করা হইবে না। মনে মনে এইরূপ ধারণা হওয়াতে মহাতঙ্কে তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, সে ভাবিল, আরাম হইলে পাগ্‌লা গারদ হইতে স্থানান্তর করিয়া তাহাকে দস্যু-তস্করের কারাগারে কয়েদ করা হইবে।

সেই ভয়ঙ্কর অবস্থা স্মরণ করিয়া সে তখন অবধারণ করিল, পাগলের মত

হইয়া থাকাই সুপরামর্শ; তাহা হইলে অচিরাৎ ফৌজদারী বিচারে নীত হইতে হইবে না। অবধারণ করিল এইরূপ, কিন্তু বন্ধনদশা হইতে মুক্তি লাভ করিবার আশা জন্মিল, মনে ভাবিল, টাইট-কোট খুলিয়া দিবার জন্য ডাক্তারের কাছে মিনতি করিয়া প্রার্থনা করিবে।

মেল্‌মথের এই মানসিক সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল; ডাক্তার তাহার অঙ্গবন্ধন খুলিয়া দিবার আদেশ করিলেন। বন্ধনমুক্ত হইল বটে, কিন্তু পাগ্‌লামীর ভাণ দেখাইতে ক্ষান্ত রহিল না। কারাকূপের রক্ষক, শ্রমনিবাসের অধ্যক্ষ এবং ডাক্তার নিজে তাহাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন, ছল করিয়া সে তাহার এলোমেলো উত্তর দেয়। একবার রক্ষকের সহিত ডাক্তারের যে কথোপকথন হয়, তাহাও সে উপকর্ণন করিয়াছিল, তাঁহারা অনেক পরিমাণে তাহার কপটতা বুঝিতে পারিয়াছেন। সেইটুকু বুঝিয়াই তাহার ভয় বাড়িল। অন্ধকূপের দিকে মনুষ্যের পদশব্দ শুনিলেই তাহার মনে এই ভয় উপস্থিত হয় যে, পুলিসের লোকেরা বুঝি পাগ্‌লা গারদ হইতে তাহাকে ফৌজদারী কারাগারে লইয়া যাইতে আসিতেছে।

মেল্‌মথের মানসিক অবস্থা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। পাশের কূপগুলাতে যে সকল উন্মাদরোগীর আবাস, তাহারা অনবরত চীৎকারধ্বনি করে, ভয়ানক ভয়ানক গর্জ্জন করে, ক্ষণে ক্ষণে গোঁ গোঁ শব্দ করে, ক্ষণে ক্ষণে বিলাপ করে, সহজ অবস্থায় তাহা শুনিলে মানুষের কর্ণ বধির হইয়া যায়; রাত্রিকালে আরও অধিক ভয়ঙ্কর। মেল্‌মথ ভাবিল, ঐ সকল বাতুল-কূপের নিকটস্থ গৃহে যদি তাহাকে আর বেশী দিন থাকিতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে সত্য সত্য পাগল হইয়া যাইতে হইবে

আর এক সপ্তাহ অতীত। সেই সপ্তাহের মধ্যে মেল্‌মথ তাহার চিত্তবিকৃতির নানা কথা মনে করিল, কেবল গোর খোঁড়ার কথা নহে, আরও অনেক প্রকার অবৈধ কার্য্যের সূচনা মনে পড়িতে লাগিল। পার্শ্ববাসী পাগলেরা অনুক্ষণ দারুণ যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করে, ঘোর ঘোররবে চীৎকার করে, সেই সকল শুনিয়া শুনিয়া তাহার মাথা খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল।

পাগ্‌লামীর ভাণ, কিন্তু মনে মনে সে বিবেচনা করে, জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে; তথাপি কপটতা ছাড়ে না। সে ভাবে, বরং পাগলের ন্যায় হইয়া থাকা ভাল, ইহা অপেক্ষা অধিক দুর্গতি হইলে জীবন সঙ্কটাপন্ন হইবে। চিকিৎসকেরা কতক কতক বুঝিতে পারিয়াছেন, পাগ্‌লামীটা ছলনা মাত্র, কিন্তু প্রকাশ্যরূপে এখনও কিছু বলিতেছেন না। কিছু দিন পাগল সাজিয়া থাকিতে পারিলে, কতকটা

অব্যাহতি আছে। ওল্ড বেলী আদালতের বিচারে গুরুদণ্ড ভোগ করা অপেক্ষা এ অবস্থা কতকটা শান্তিপ্রদ।

সপ্তম দিবসের সন্ধ্যাকালে সূর্য্যাস্তের পর চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার, অন্ধকূপে প্রবেশের পথে একটিও আলো জ্বলিতেছে না, বন্দীরা আপনাদের কূপমধ্যে নিবিড় অন্ধকারে পড়িয়া আছে, খাটিয়ার উপর মেল্‌মথ উপবিষ্ট। তাহার মনে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ঘটনার স্মৃতি একত্র হইতেছে। গোরস্থানে নূতন গোর হইতে মৃতপত্নীর শব উত্তোলন, পুনর্ব্বার গোরের মধ্যে স্থাপন, চিকিৎসালয়ে পুত্র-কন্যাগণের সহিত সাক্ষাৎ, কিন্তু পাগলের দণ্ড ভোগ করিতে হইতেছে, বালক-বালিকাদের আর কোন তত্ত্বই পাইতেছে না; এই সকল দুর্ভাবনায় তাহার অন্তঃকরণ কাতর; এমন সময় পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের পাগলগণের উচ্চ কোলাহল তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

সেই সময় হঠাৎ সম্মুখের দরদালানের এক প্রান্তে একটা আলো জ্বলিয়া উঠিল, কাহারা যেন কূপের দিকে আসিতেছে, এইরূপ পদশব্দ শুনা গেল। মেল্‌মথের উপস্থিতবুদ্ধি যোগাইল, নিবাসের কর্ম্মচারীরা নিত্য নিত্য তাহাকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, আজ আর সে সকল প্রশ্ন শুনিয়া উত্তর দিতে না হয়, এই স্থির করিয়া সে তৎক্ষণাৎ বিছানার উপর শুইয়া পড়িল, ছল করিয়া ঘুমাইল; লোকে দেখিলে মনে করিবে, ঘোর নিদ্রায় অভিভূত।

লণ্ঠন হস্তে লইয়া গারদ-রক্ষক অগ্রসর হইতে হইতে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "হতভাগারা! অধঃপাতে যা! তোদের পাপ-রসনা অবরুদ্ধ কর্! চুপ করিয়া থাক্!"

কতকগুলা পাগল ভয় পাইয়া নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল, বাকীগুলা যত চেঁচাইতেছিল, তত না চেঁচাইয়া গুমরিয়া গুমরিয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল।

রক্ষকের সহিত আশ্রমের অধ্যক্ষ আসিয়া দর্শন দিলেন। অধ্যক্ষ সাহেব গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ম্যাজিষ্ট্রেটের নূতন হুকুম—দিনের মধ্যে তিনবার করিয়া আমি এই পাগলগুলাকে দেখিয়া যাইব; এ হুকুমটা কিন্তু আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইতেছে না। বোধ হয়, অল্পদিনের মধ্যে এই পাগলগুলাকে এখান হইতে সরাইয়া সরকারী বাতুলালয়ে প্রেরণ করা হইবে।" সেই গর্জ্জন শুনিয়াই মেল্‌মথের হৃদয় কাঁপিল। সে তখন স্থির করিল, উহা নিশ্চয়ই আশ্রমের অধ্যক্ষের কণ্ঠস্বর।

মেল্‌মথের কূপের দ্বারের রেলিঙের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কূপরক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লোকটার সম্বন্ধে কি করা যাইবে?"

পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু মৃদুস্বরে অধ্যক্ষ উত্তর করিলেন, "সে সম্বন্ধে ডাক্তারের

সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহাতে আমাতে রিপোর্ট পাঠাইব। যাহারা যথার্থ পাগল, পরীক্ষা দ্বারা যাহাদের রোগ নিরূপিত হইয়াছে, তাহাদিগকে মফস্বলের পাগ্‌লাগারদে চালান করা হইবে। এই লোকটা সেইরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে কি না, সত্য পাগল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে কি না, তাহা আমি ঠিক জানি না; তুমি কিরূপ বিবেচনা কর?"

রক্ষক বলিলেন, "আমার যাহা অভিপ্রায়, তাহা আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি।"

অতি মৃদুস্বরে অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটা সত্য সত্য পাগল, তোমার এমন বিশ্বাস হয় না?"

যত উচ্চকণ্ঠে কথা কওয়া অভ্যাস, তদপেক্ষা স্বর কিঞ্চিৎ নামাইয়া রক্ষক উত্তর করিল, "না—উহাকে পাগল বলিয়া কদাচ আমার বিশ্বাস হয় না।"

ব্যস্ত হইয়া অধ্যক্ষ বলিলেন, "চুপ চুপ! লোকটা ঘুমাইতেছে।"

রক্ষক বলিল, "ঘুম নয়। সতেরো বৎসর এইখানে আমি কর্ম্ম করিতেছি, আগামী জানুয়ারী মাসে সতেরো বৎসর পূর্ণ হইবে; সত্য পাগল আর ছলের পাগল আমি অনেক দেখিয়াছি; এ লোকটা সত্য সত্য ঘুমাইতেছে না,—কপটনিদ্রা।"

অধ্যক্ষ বলিলেন, "ডাক্তারের মুখে কিছু কিছু আমি শুনিয়াছি; আরও মিষ্টার থর্ষ্টন নামে একজন ডাক্তার সে দিন এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখেও শুনিয়াছি, লোকটা সে দিন মূর্চ্ছা গিয়াছিল, ডাক্তারেরা অনুমান করেন, পাগ্‌লামীর ভাণ। আমি যদি ঐ ছলনাটা ঠিক বুঝিতে পারি, তাহা হইলে বেটাকে অবিলম্বে নিউগেট জেলখানায় চালান করিয়া দিব।"—অধ্যক্ষ সাহেব চুপি চুপি কথা কহিলেন বটে, কিন্তু স্পষ্ট স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল। কেবল যে রক্ষকের কর্ণগোচর হইল, এমন নহে, কপটনিদ্রায় মুদ্রিতনেত্র মেল্‌মথও সেই সকল কথা শুনিতে পাইল।

রক্ষক বলিয়া উঠিল, "তাহাই আপনি করিবেন,—কল্যই উহাকে কারাগারে চালান করিয়া দিবেন। দিব্য করিয়া আমি বলিতে পারি, আমি যেমন পাগল, ও লোকটাও তেমনি পাগল, আমার অপেক্ষা বেশী পাগল নয়।"

অধ্যক্ষ বলিলেন, "আচ্ছা, বিবেচনা করিও,—বিবেচনা করিয়া কল্যই রিপোর্ট পাঠাইব। তুমি যেরূপ পরামর্শ দিতেছ, সেইরূপ বিবরণ আমি রিপোর্টে লিখিব।"

ঐ প্রকার বলাবলি করিয়া তাঁহারা দুই জনে তথা হইতে চলিয়া গেলেন,

বারান্দার দিকের দরজা বন্ধ হইয়া গেল। আবার পূর্ব্ববৎ অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার। পাগলগুলা পূর্ব্বের ন্যায় ঘোর অন্ধকারে রহিল।

হাঁ,—অন্ধকার,—ঘোর অন্ধকার বটে, কিন্তু নিস্তব্ধ নহে। যে প্রকার বিকট চীৎকার ও ভয়ানক কোলাহল করা পাগলগুলার অভ্যাস, পুনর্ব্বার সেই প্রকার কোলাহল আরম্ভ করিল। মেল্‌মথ চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল, বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িল, ক্ষিপ্ত সিংহের ন্যায় লম্ফ দিয়া দরজার শক্ত শক্ত গরাদের উপর ধাক্কা মারিতে লাগিল। দুই জন আফিসারের কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, সে তখন মনে করিল, একে ত আতঙ্কে পাগলের মত হইয়াছে, তাহার উপর কারাগারের নামে সত্যই যেন পাগল হইয়া যাইতেছে; মোরিয়া,—সে তখন কি করিতেছে, কিছুই জ্ঞান ছিল না। যদিও মুখে কোন কথা বলিতে পারিল না, কিন্তু তাহার বুকের ভিতর যেন গর্জ্জন হইতে লাগিল, 'আমি পাগল!—আমি পাগল!'—এইরূপ অবস্থায় একবার গরাদের উপর গিয়া পড়ে, একবার পাথরের মেঝের উপর আছাড় খায়, আবার খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করে, খাটিয়াখানা যেন ঝন্ ঝন্ শব্দে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যায়, এইরূপ লক্ষণ। লোকটা যেন মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করি বাঘার মত চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, মুখে গাঁজা ভাঙ্গিতে লাগিল।

অভাগার আছাড়ি-পিছাড়ি শব্দে পাশের ঘরের পাগলগুলাও ভয় পাইয়া ক্ষেপিয়া উঠিল, অঙ্গে অঙ্গে বন্ধন, টাইট-কোটে বন্ধন, তথাপি তাহারাও দ্বারের গরাদেগুলার উপর ধাক্কা দিতে দিতে ভয়ঙ্করনিনাদে চীৎকার আরম্ভ করিল।

নিত্য নিত্য যেরূপ গোলমাল হয়, তদপেক্ষা অধিক ভয়ঙ্কর গোলমাল শুনিয়া পূর্ব্বকথিত কূপরক্ষক যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিল, ব্যাপার কি, জানিবার ক কূপের দ্বারে দ্বারে ঘুরিল; হাতের লণ্ঠনটা একটা জানালার উপর রাখিয়া গণ্ডগোল থামাইবার চেষ্টা করিল। তাহার হস্তে বৃহৎ একগাছা চাবুক ছিল, গরাদের ফাঁক দিয়া ঘন ঘন সেই চাবুক চালাইতে লাগিল; পাগলগুলার গায়ের জামা ছিঁড়িয়া মাংস কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ব্যবহার! রুসিয়ার বর্ত্তমান সম্রাটের অধিকারেও ততদূর শাসন অপ্রচলিত। পাগলগুলা সেই চাবুকগাছটা কাড়িয়া লইবার জন্য বিস্তর টানাটানি করিল, কিছুতেই কাড়িয়া লইতে পারিল না; প্রহারের চোটে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, তাহারা আরও ভয়ঙ্কর-রবে চীৎকার করিতে লাগিল।

একটা দুরন্ত পাগল মোরিয়া হইয়া লৌহদ্বারের উপর ঘন ঘন আঘাত

করিতে আরম্ভ করিল ; সে যেন তখন মহাবীরের শক্তি পাইল ; মোটা মোটা গরাদেগুলা কাঁপিয়া উঠিল ; চাবীতালা ভাঙ্গিয়া গেল ; দুর্জ্জয় লৌহ-অর্গলটা যেন সীসার শলার ন্যায় বাঁকিয়া ভাঙ্গিয়া গেল ; দ্বারের কব্জার গায়ে ঘর্ঘর ঘর্ঘর শব্দে ঘুরিয়া প্রকাণ্ড লৌহদ্বার উন্মুক্ত হইল।

সাঙ্ঘাতিক বিপদ্ উপস্থিত বুঝিয়া কূপরক্ষক মহাভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। যে পাগলটা দ্বার ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়াছিল, সে তখন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিল ; কূপরক্ষক প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যত ; ব্যাঘ্র শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া বাহির হইলে যেমন লম্ফ দিয়া পড়ে, পাগলটা সেইরূপে লম্ফ দিয়া তাহার বৈরীর ঘাড়ের উপর পড়িল।

পাগল ও রক্ষক উভয়ে জড়াজড়ি করিয়া পাথরের উপর পড়িয়া গেল, রক্ষকটা আর একবার মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু পাগল সবলে তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল, কথা স্পষ্ট বাহির হইল না, বক্তা রোগীর চরমকালের ন্যায় স্বর বিলুপ্ত।

রক্ষকের দম বন্ধ। পাগল তাহার বুকের উপর বসিয়া ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় চক্ষু ঘুরাইতে লাগিল। কূপমধ্যস্থ অবশিষ্ট পাগলেরা যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সহসা নিস্তব্ধ ; তাহাদের অন্তরে মহা আতঙ্ক উপস্থিত ; গরাদের ফাঁক দিয়া সশঙ্ক-নয়নে উভয়ের মল্লযুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

যুদ্ধ হইতেছিল, দেখিতে দেখিতে চক্ষের নিমেষে থামিয়া গেল। গলায় ফাঁস লাগিলে মানুষের যেমন দশা হয়, পাগলের হস্তপেষণে হতভাগ্য কূপ-রক্ষকের সেই দশা, পাগলের পদতলে সেই লোকটার তখন জীবনশূন্য মৃতদেহ! তাহার দুই চক্ষু উপরে উঠিল, যেন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হয়, এইরূপ উপক্রম ; বাস্তবিক নিশ্চেষ্ট। অহো! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে লোকটা সুপুরুষ ছিল, সেই লোক এখন নরকের পিশাচের ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ করিল! অহো! মানুষের উপর যাহারা নৃশংস দানবের ন্যায় অত্যাচার করে, এই প্রকারেই তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়! যে নিদারুণ চাবুকের প্রহারে অভাগা পাগলগুলার চর্ম্ম মাংস ভেদ হইয়াছিল, যে চাবুক এখন তাহার নিজের প্রাণবিনাশের হেতু হইল, সেই চাবুক তখনও সেই মরা মানুষের হস্তে!

কর্ম্ম ফল! নরহন্তা পাগল অর্দ্ধ মিনিটকাল নিকটে দাঁড়াইয়া সেই দেহের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। ভাবে বোধ হইল, মনে একটু একটু দয়ার সঞ্চার হইতেছে, লোকটা মরিয়াছে কি বাঁচিয়া আছে, দয়ার সঙ্গে সেই-রূপ সন্দেহও আসিতেছে। তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল দয়ার উদ্রেক, সে নিজেই যে ঐ লোকের মরণের হেতু, তাহার নিজের মনে তেমন

বিশ্বাস আসিতেছে না;—একবার আসিতেছে, একবার টলিতেছে। ঐ অর্দ্ধ মিনিটকাল বাতুলকূপের সকলেই গভীর নিস্তব্ধ।

অকস্মাৎ নরহন্তা পাগলের মনে স্বাভাবিক বুদ্ধি যোগাইল। সে ভাবিয়াছিল, নিহত লোকটার পকেটে কোন পদার্থ আছে; ইহা ভাবিয়াই নিশ্চেষ্ট স্থিরভাব পরিত্যাগ করিয়া সেই পদার্থ অন্বেষণের নিমিত্ত শবের পার্শ্বে হেঁট হইয়া বসিল, পকেট অন্বেষণ করিয়া এক ভাড়া চাবী পাইল। মহানন্দ! সেই চাবীর তাড়াটা বাজাইয়া বাজাইয়া, একবার মাথার উপর ঘুরাইয়া, সেই পাগল দরজার গরাদের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। কূপের ভিতর যে সকল পাগল ছিল, তাহারাও উচ্চকণ্ঠে সেই জয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিল। পুনর্ব্বার পাগলকূপসমূহে মহা কলরব।

সকল কূপের চাবী খুলিতে বেশীক্ষণ লাগিল না। পাগলেরা মুক্ত হইয়া বাহির হইল, মেল্‌মথও খালাস পাইল। পাগলেরা ক্রোধোন্মত্ত অথচ স্বাধীনতা পাইয়া আনন্দিত। মেল্‌মথকে তাহারা পাগল বলিয়াই জানিত, সুতরাং তাহার সহিত ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিল। যদি তাহারা জানিত, সে ব্যক্তি সত্য পাগল নহে, ছলের পাগল, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত। এখন সকলেই সমান পাগল। মেল্‌মথ ব্যতীত পাগলের সংখ্যা ছয় জন।

যে পাগলটা রক্ষককে খুন করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি লণ্ঠন লইয়া অগ্রবর্ত্তী হইল, বাকী পাগলেরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মেল্‌মথ তাহাদের দলভুক্ত। সে তখন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক পাগলামী দেখাইতে লাগিল। ধরা পড়িয়া পাছে আবার কারাকূপে নিক্ষিপ্ত হয়, সেই ভয়ে বেশ পাগল সাজিয়া পাগলের অভিনয় দেখাইল। সে নিশ্চিত ভাবিল, যতই বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হউক না কেন, তাহা অতিক্রম করিয়া পাগলেরা অবশ্যই পলায়নের পন্থা পরিষ্কার করিতে পারিবে। খুন হইয়া গিয়াছে। পলায়ন ভিন্ন পরিত্রাণ নাই।

পাগলেরা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র রন্ধনশালাস্থিত গরীব অনাথ আশ্রমবাসী কতিপয় লোক ভয় পাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল; পাগলদলের দলপতির হস্তের লণ্ঠনের আলোতে তাহাদের ভীষণ মূর্ত্তি-দর্শনে গরীবেরা তাড়াতাড়ি অন্যদিক্ দিয়া বাহির হইয়া সদর-দরজা বন্ধ করিয়া দিল। প্রাঙ্গণের চারিদিকের প্রাচীর অতি উচ্চ উচ্চ, উল্লঙ্ঘন করিয়া যাওয়া অসাধ্য; ঐ দরজা ভিন্ন বাহির হইবার পথ নাই। পাগলেরা মোরিয়া হইয়া মহাক্রোধে সেই দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল; দ্বার কাঁপিল, নড়িল, কিন্তু ভাঙ্গিল না। সকল পাগল এক-

যোগে কপাট ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত; দ্বারের মাথার ও পার্শ্বের কতকগুলা ইট-সুরকি ভাঙ্গিয়া পড়িল; পাগলদিগের গায়ের উপর ইট পড়িয়া রক্তধারা বহিল; ভ্রূক্ষেপ নাই; অবশেষে অতি কষ্টে দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বারুদে আগুন লাগিলে অথবা ঘূর্ণা-বায়ু বহিলে যেমন কাণ্ড হয়, সেইরূপ ভীষণ কাণ্ড!

পাগলেরা ছুটিয়া বাহির হইল, রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল, প্রত্যেক আল্‌মারী, প্রত্যেক বাক্স, প্রত্যেক তাক, প্রত্যেক রন্ধ্র,কেন্দ্র অন্বেষণ করিল। বাসী মাংস যেখানে যাহা পাইল, রাক্ষসের মত সমস্তই ভক্ষণ করিয়া ফেলিল, একটা পিপেতে এক পিপে বীর সরাপ ছিল, ঢাকন খুলিয়া তাহার বেশী ভাগ খাইয়া ফেলিল। মেল্‌মথ বার বার বলিতে লাগিল, "চল চল, আর এখানে বিলম্ব করিও না।" পাগলেরা তাহার কথা শুনিল না, যতক্ষণ ক্ষুধানিবৃত্তি না হইল, সেই ঘরে ও পাশের ঘরে যাহা কিছু পাইল, ক্ষুধার্থ ব্যাঘ্রের ন্যায় তৎসমস্তই ভক্ষণ করিল। যাহা খাইতে না পারিল, তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিল, পদতলে দলন করিয়া নষ্ট করিয়া দিল। রন্ধনশালা লুঠপাট হইয়া গেল।

আশ্রমের শাসনকর্ত্তা এই ব্যাপার অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ পুরোবর্ত্তী হইলেন, আশ্রমের অপরাপর গৃহে লুঠ তরাজ না হয়, তাহা নিবারণার্থ আশ্রমবাসী অনাথ লোকদিগকে সঙ্গে লইলেন; তাহারা শাবল, শীক, চোঙা, ঝাঁটা ও চিম্‌টা ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সজ্জিত হইল। যে সময়ের কথা, সে সময় এখনকার মত নূতন পুলিসের বন্দোবস্ত ছিল না, পুলিসের চাপরাসী ও নিশা-প্রহরিগণের দ্বারা আশানুরূপ সাহায্য পাওয়া যাইবে না ভাবিয়া একদল সেনা আনয়নার্থ শাসনকর্ত্তা মহাশয় নিকটস্থ সেনানিবাসে তৎক্ষণাৎ সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

রন্ধনশালা, মদ্য-ভাণ্ডার ও রুটীর ভাণ্ডার লুঠ হইলে পাগলেরা বেগে বাহির হইতেছিল, মেল্‌মথ তাহাদিগকে পরামর্শ দিল, 'বিপক্ষপক্ষের চোঙা, চিম্‌টে, ঝাঁটা অপেক্ষা ভয়ানক ভয়ানক অস্ত্রশস্ত্র এখান হইতে সংগ্রহ করিয়া লও।' পাগলেরা তাহার পরামর্শ শুনিল, বিপক্ষেরা অগ্রসর হইলে তাহারা কাবাব-শীক, ছোরা, ছুরী ইত্যাদি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে হটাইয়া দিল; শাসন-কর্ত্তা, অনুচরবর্গ ভয়ে পলাইয়া গেল।

পাগলেরা বাড়ীর দালান পার হইল, রাস্তায় যাইবার সদর-দরজায় পাহারা ছিল না, অবাধে সেই দ্বার দিয়া রাস্তায় পড়িতে পারিবে, তাহারা এইরূপ অব-ধারণ করিল। এই সময় মেল্‌মথের ভাবনা, পুলিসের লোকেরা যদি তাহাকে ধরে,তাহা হইলে পুত্রকন্যাগুলির সহিত আর তাহার দেখা হইবে না,তাহাদিগকে

একটি কথাও বলিতে পারিবে না। যদিও সম্মুখে বিপদ্, যদিও আতঙ্কে মস্তক-ঘূর্ণন, তথাপি সে অবস্থাতেও তাহার বুদ্ধি একটু স্থির হইল, পুত্রকন্যাগুলিকে সঙ্গে লইয়া যাইবে, এইরূপ ইচ্ছা হইল; পাগলগণকে বলিল, "তোমরা আমার সঙ্গে আইস, এই অনাথ আশ্রমের চিকিৎসাগারে যাইতে হইবে।" সিঁড়ি বাহিয়া পাগলের দল উপরে উঠিতে লাগিল, প্রত্যেক ঘরের দরজা খুলিতেছে, দরজা ভাঙ্গিতেছে, পুনঃ পুনঃ উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিতেছে, নিবাসের স্ত্রী-লোকেরা সেই সকল ভয়ঙ্কর শব্দে অত্যন্ত ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

উত্তেজিত দলপতিপ্রমুখ পাগলের দল সে সকল ঘরে প্রবেশ করিল না, সজোরে চিকিৎসাগারের দ্বার ভগ্ন করিয়া সেই মহলে প্রবেশ করিল।

রোগীরা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, মাতাল ধাত্রীটা মূর্চ্ছা গেল, মেল্‌মথের পুত্রকন্যারা ঘুমাইয়াছিল, ভীষণ শব্দ শুনিয়া জাগিয়া উঠিল, সম্মুখে পিতাকে দেখিয়া ঝাঁপাইয়া কোলে উঠিবার উপক্রম; কিন্তু হঠাৎ পিতার হস্তে প্রকাণ্ড এক লৌহদণ্ড ও সঙ্গে ছয় জন বিকটাকার লোক দর্শনে মহাতঙ্কে পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, বিলাপের সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা আরম্ভ করিল।

সময় নাই। মেল্‌মথ বেশ বুঝিয়াছিল, হাঙ্গামা-নিবারণের জন্য অচিরাৎ আশ্রমের গবর্ণরের সাহায্যকারী সেনাদল আসিয়া পৌঁছিবে, অতএব সে ব্যস্ত হইয়া সম্ভবমত প্রবোধবাক্যে শিশুগুলিকে বুঝাইয়া তাহাদিগকে কাপড় পরাইতে আরম্ভ করিল; তাহারা কিন্তু ভয়ে কাঁপিয়া পিতার মুখপানে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল; তাহাদের রোদনে মেল্‌মথের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল।

তিন চারি মিনিট অতীত। এই অবকাশে পাগলেরা একটা পোর্ট-সরাপের আলমারী ভাঙ্গিয়া কতকগুলি মোরব্বা ও গোটাকতক বোতল পাইল, পাইবা মাত্র সেগুলা ভক্ষণ করিয়া নিঃশেষ করিল, রোগিগণের উপর দৌরাত্ম্য করিতে তাহাদের ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু মেল্‌মথ নিষেধ করিয়া বলিল, "অমন কর্ম্ম করিও না, আইস, আমরা শীঘ্র শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাই।" পাগলেরা অগত্যা দলপতির আজ্ঞাপালন করিল।

পাগলের দল নামিয়া আসিল, মেল্‌মথ তাহার কন্যাটিকে হাত ধরিয়া লইল, বালকদুটি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, কেহই তাহাদিগকে বাধা দিল না, শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার অনুচরেরা তাহাদের সম্মুখীনও হইতে সাহস করিলেন না, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে দালান পার হইয়া গেল। সেনানিবাস হইতে তখনও পর্য্যন্ত সেনাদল আসিয়া পৌঁছে নাই। অস্ত্রধারী পাগলেরা স্বচ্ছন্দে অবাধে সদর-দরজা খুলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। রাস্তায় পড়িয়া পাগলেরা

ভিন্ন ভিন্ন দিকে ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল; ভয়ঙ্কর সঙ্গিগণের সঙ্গছাড়া হইয়া মেল্‌মথ নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল, ছেলেগুলি লইয়া সে তখন একটা অন্ধকার অপ্রশস্ত পথে প্রবেশ করিল।

মেয়েটিকে কোলে লইয়া মেল্‌মথ তাহার ছেলে দুটিকে বলিল, "খুব কাছে কাছে তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে আইস, তোমাদের কোন ভয় নাই।"—এই সান্ত্বনাবাক্য মাতৃহীন শিশুগণের অন্তরে আনন্দ প্রদান করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

বিশ্বাসঘাতকতা

যে রাত্রে হোয়াইট চ্যাপেল শ্রমনিবাস হইতে পাগলেরা পলায়ন করে, সেই দিন সন্ধ্যাকালে এজওয়ার রোডের প্যারাডাইস ভিলায় এক নূতন দৃশ্য।

যে বাড়ীতে অক্টেভিয়া ও পলিন্ এক্ষণে বাস করিতেছে, সেই বাড়ীর সম্মুখের বৈঠকখানায় ঐ দুটি ভগ্নী বসিয়া আছে। আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে মিষ্টার পেজ্ ও তাঁহার স্ত্রী সেইখানে উপস্থিত হইয়াছেন। দ্বার ও গবাক্ষে পর্দ্দা ফেলা, টেবিলের উপর বাতী জ্বলিতেছে। মিষ্টার পেজ্ ব্রাণ্ডীতে জল মিশাইয়া একটু একটু পান করিতেছেন, মাঝে মাঝে জুলিয়াও এক এক চুমুক কণ্ঠস্থ করিতেছে। অক্টেভিয়া কেমন আছে, তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর পলিনের সঙ্গে গল্প চলিতেছে। তাঁহাদের আসল মত্‌লব অন্তর-সাগরে ডুবিয়া আছে; সে মত্‌লব কুটিল বিশ্বাসঘাতকতা।

পলিনের মুখখানি বিবর্ণ,—চিন্তামাখা; সুশীলা কুমারী কিন্তু তাহার দুঃখিনী ভগ্নীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য আর শিষ্টাচারে পেজ্-দম্পতিকে তুষ্ট রাখিবার জন্য সাধ্যমত যত্নে প্রফুল্ল ভাব ধারণের চেষ্টা করিতেছে।

কুমারী অক্টেভিয়ার চেহারা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। এত পরিবর্ত্তন যে, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স এখন যদি হঠাৎ এইখানে আসিয়া তাহাকে দেখেন, পূর্ব্বের সেই বিধুমুখী সুন্দরী অক্টেভিয়া বলিয়া চিনিতে পারিবেন না। ঘটনাগতিকে সার্দ্ধ-তিনমাস পূর্ব্বে ঐ দুটি কুমারী ভগ্নীর সহিত যুবরাজের প্রথম সাক্ষাৎ, সার্দ্ধ-তিনমাস পূর্ব্বে অক্টেভিয়ার রূপলাবণ্য-দর্শনে মোহিত হইয়া তাহার প্রেমলাভে যুবরাজের প্রথম অভিলাষ; এখন সেই অক্টেভিয়ার শারীরিক ও মানসিক বৈলক্ষণ্য বিস্তর। এই সময়ের মধ্যে এতদূর পরিবর্ত্তন।

সুন্দরী অক্টেভিয়া এখন মলিনা। নবযৌবনের সে মাধুরী, সে লাবণ্য, সে প্রফুল্লতা কিছুই নাই, নয়নে সে মধুর দীপ্তি নাই, বদনে সে আরক্ত আভা নাই, অঙ্গের সে রক্তরাগরঞ্জিত বর্ণ নাই,—সমস্তই চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল সৌন্দর্য্যের ছায়ামাত্র অবশিষ্ট; মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে; শরীর শীর্ণ হইয়াছে; নয়নের মধুরতা লুকাইয়াছে; চিত্তবিকারে চক্ষের দৃষ্টি উদাস উদাস; মনোবিকার এখনও সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নাই। অক্টেভিয়া মলিনা, অক্টেভিয়া বিষাদিনী; তথাপি যাঁহারা নারীজাতির রূপের প্রশংসা-

কারী, এ অবস্থায় দেখিলে তাঁহারা এখনও অক্টেভিয়াকে প্রেমময়ী সুন্দরী বলিবেন, সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অক্টেভিয়া গর্ভবতী। যদিও এ পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু অক্টেভিয়া নিজে তাহা জানিয়াছে, পলিনও জানিতে পারিয়াছে, পেজ্ ও জুলিয়াও এই গুহ্য-বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন। একখানা চিঠি লিখিয়া গর্ভবতী অক্টেভিয়া আপন অবস্থার বিষয় প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সকে জানাইয়াছে; চিঠিতে তারিখ আছে, কিন্তু বিশেষ নাম-ঠিকানা লেখা নাই। যাহার ঔরসে গর্ভ, যে ব্যক্তি সেই গর্ভস্থ শিশুর জনক, তাহাকে এই সত্যকথা জানাইয়া রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য, সেই জন্যই চিঠি লেখা। সেই চিঠি লেখার পর কুমারী পলিন্ আপন বাসস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে লুকাইয়াছিল। লুকাইবার স্বতন্ত্র কারণ আছে। পলিন্ জানিতে পারিয়া ছিল, যে দুরাচার লম্পট তাহার ভগ্নীর সতীত্বনাশ করিয়াছে, সেই লম্পট আবার তাহারও সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প।

কুমারী পলিন্ যদিও পরম সমাদরে পেজ-দম্পতিকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মুখের ভাব দেখিয়া পূর্ণ-বিশ্বাস করিতে পারে নাই। নানা ঘটনায় জড়িত হইয়া তত অল্পবয়সে কুমারী পলিন্ সংসারজ্ঞানে ও মানবচরিত্র-পরিজ্ঞানে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। পেজের ও জুলিয়ার মিষ্ট মিষ্ট কথায় পলিনের সন্দেহ ঘুচে নাই, তাহাদের মনে কোনরূপ দুরভিসন্ধি আছে, এটা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল।

গল্প করিতে করিতে মিষ্টার পেজ্ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমারী পলিন্! তোমার পিতার সহিত ইতিমধ্যে কি তোমার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

পলিন্ উত্তর করিল, "না,—অনেক দিন দেখা হয় নাই। বলিতে কি, কুমারী এল্‌মারের সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়া অবধি আর আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই নাই।"

পেজ্ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এক্ষণে কোথায় অবস্থান করিতেছ, তাহা কি তিনি অবগত নহেন? আর ইহাও কি তিনি জানেন না যে—"

অক্টেভিয়া সে সময় উদাসনেত্রে গালিচার দিকে তাকাইয়া ছিল, পলিনকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে করিতে মিষ্টার পেজ্ তাহার দিকে একবার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন।

অধৈর্য্য হইয়া চঞ্চলস্বরে পলিন্ বলিল, "না না"—বলিতে বলিতে অতি মৃদুস্বরে আবার বলিল, "ক্ষমা করুন, অনুনয় করি, আমার দুঃখিনী ভগ্নীর

প্রাণে যাহাতে বেদনা লাগে, তেমন কোন কথা এখানে উত্থাপন করিবেন না।"

মৃদুস্বরে পেজ্ বলিলেন, "না না, আর আমি ও কথা তুলিব না; কিন্তু লর্ড হোল্ডারনেস্ কি তাঁহার কন্যার দুঃখের কথা জানিতে পারেন নাই? কি কারণে দুঃখ, তাহাও কি—"

ছলছল-চক্ষে অস্পষ্ট-স্বরে পলিন্ উত্তর করিল, "পিতা জানেন, যুবরাজের প্রেমে অভাগিনী অক্টেভিয়া পাগলিনী হইয়াছে। হা পরমেশ্বর! কথাটা মনে করিতেও আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠে। পিতা আরও জানেন, পাগলিনী অক্টেভিয়া অপমানের ভয়ে সহরের বাহিরে বাস করিতেছে।"

প্রবোধবাক্যে জুলিয়া বলিল, "প্রিয় কুমারী! শান্ত হও,—মনে প্রফুল্লতা আনয়ন কর।"

স্ত্রীর দিকে চাহিয়া মিষ্টার পেজ্ বলিলেন, "জুলিয়া! মনে কর, যাহার অন্তরে নানা কষ্ট, তাহার পক্ষে প্রফুল্ল হওয়া সহজ নহে।" এই বলিয়া পলিন্‌কে সম্বোধন পূর্ব্বক সকৌতুহলে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নূতন বিবাহ করিয়া তোমার পিতা কি এখন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন?"

কথাটা ভাল লাগিল না। ক্ষুণ্ণ-মনে পলিন্ উত্তর করিল, "তাহা আমি বলিতে পারি না,—সে বিষয়ের কোন খবর আমি রাখি না।"

পেজ্ বলিলেন, "আচ্ছা, ও সকল কথা আমি আর বলিব না। এখন জিজ্ঞাসা করি, অনারেবল আর্থর ইটনের সহিত তোমাদের কি কোন সম্বন্ধ আছে?"

পলিন্ উত্তর করিল, "হাঁ,—আছে।"

পেজ্ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে গুরুতর অপরাধে তিনি অভিযুক্ত, বাস্তবিক সে অপরাধে তিনি অপরাধী, এমন কি তোমার বিশ্বাস হয়?"

পলিন্ উত্তর করিল, "কখনই না,—নিশ্চয়ই না। আর্থর ইটন আমার পিতৃব্যপুত্র। তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল—নিষ্কলঙ্ক; আমি নিজে যেমন নির্দ্দোষী, তিনিও সেইরূপ। বিচারকেরা বিচারকালে প্রমাণাদি লইয়া তাঁহাকে নির্দ্দোষী স্থির করিবেন, ইহাই আমার বিশ্বাস।"

পেজ্ বলিলেন, "তাঁহার সহিত আমার আলাপ নাই; খবরের কাগজে মোকদ্দমার রিপোর্ট পাঠ করিয়া আমি ভাবিয়াছিলাম, হয় ত তিনি অপরাধী; কিন্তু তোমার মুখে শুনিয়া এখন প্রত্যয় হইল; তিনি খালাস পান, ইহাই আমার আশা।"

পলিন্ বলিল, "যে অপরাধে তাঁহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে, অগ্রে সেই

অপরাধে একটি যুবতীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, কিন্তু অবিলম্বেই সেই যুবতী খালাস পাইয়া গিয়াছে; অবস্থাগত প্রমাণে আর্থর ইটনকে দোষী বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে। আমি আশা করি, যে দয়াময় পরমেশ্বর যুবতী রোজ্ ফষ্টারকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, সেই সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর আর্থর ইটনকেও মুক্তিদান করিবেন।"

পেজ্ বলিলেন, "দেখা যাউক কি হয়। এক মাসের অধিক কাল তিনি হাজতে রহিয়াছেন, সমস্ত সংবাদপত্রে ঘোষিত হইতেছে যে, এই দীর্ঘকাল তিনি এক প্রকার পাগলের মত হইয়া রহিয়াছেন। আমি বোধ করি, সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে বিচারস্থলে আনয়ন করা হইবে।"

পলিন্ বলিল, "আদালতের সুবিচারে তিনি অবশ্যই খালাস পাইবেন, আমার এইরূপ বিশ্বাস। কে খুন করিয়াছে, কিছুই স্থিরতা নাই, আগাগোড়া অন্ধকারে ঢাকা। আমার দুঃখিনী ভগ্নীকে একাকিনী ফেলিয়া এক মুহূর্ত্তও আমি নড়িতে পারিব না, সেই জন্য কারাগারে গিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারি নাই; যদিও পারি নাই, তথাপি পত্র লিখিয়া সহানুভূতি জানাইতে ভুলি নাই।"

পেজ্ বলিলেন, "তাহাতে তোমার বিশেষ মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। আমার বোধ হয়, ইটনের পিতা লর্ড মর্চ্চমণ্ট অতিশয় কাতর হইয়াছেন।"

পলিন্ বলিল, "আহা! প্রিয় পুত্রের ঐরূপ বিপদ্ হওয়া অবধি সেই বৃদ্ধ লোকটি মনের দুঃখে শয্যাগত হইয়া আছেন। সম্ভবতঃ অতি শীঘ্রই দায়রার বিচার আরম্ভ হইবে, আর্থর ইটন সগৌরবে মুক্তিলাভ করিয়া বৃদ্ধ পিতাকে সুখী করিবেন।"

কথা হইতেছে, এমন সময় সদর-দরজায় ঘন ঘন করাঘাত-ধ্বনি। অকস্মাৎ দ্বারে আঘাতের শব্দ শুনিয়া অক্টেভিয়া চমকিয়া উঠিল, চঞ্চলা হইয়া পলিন্ তখনি ভগ্নীর দিকে মুখ ফিরাইল, কথোপকথন থামিয়া গেল। পেজ্ সেই অবসরে জুলিয়ার দিকে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন; পলিন্ সে কটাক্ষ দেখিতে পাইল না।

বহু লোকের ভারী ভারী পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল, বাড়ীর চাকরাণী বৈঠকখানার দ্বার খুলিয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পলিন্‌কে বলিল, "জনকতক লোক তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।"

দাসীর কথায় পলিন্ একটিও উত্তর করিবার অগ্রেই তিন জন লোক গোঁয়ারের মত দাসীকে ঠেলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল; তাহাদের আকারপ্রকার দেখিয়া পলিন্ ভাবিল, কোন প্রকার অমঙ্গল-সংঘটন; অক্টেভিয়া

তাহাদিগকে দেখিয়া আতঙ্কে ছুটিয়া আসিয়া পলিন্‌কে জড়াইয়া ধরিল; ভয় পাইলে বালকবালিকারা যেমন স্নেহময়ী জননীর কোলে আসিয়া লুকায়, অক্টেভিয়ার তখন সেইরূপ ভাব।

পেজ্ এবং জুলিয়া পুনর্ব্বার শীঘ্র শীঘ্র কটাক্ষ-বিনিময় করিল; বিশ্বাসঘাতকের অভিনয় করিতে আসিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া পেজের নয়নে একটু যেন বিষাদের লক্ষণ দেখা দিল, আত্মম্ভরিতার দৃঢ়-সংকল্পে জুলিয়ার মুখ ভারী হইয়া রহিল।

লোকেরা প্রথমে পলিনের মুখের দিকে তাহার পর অক্টেভিয়ার মুখের দিকে কুটিল দৃষ্টিপাত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উপস্থিতবুদ্ধি-প্রভাবে আত্মসংযম করিয়া পলিন্ সেই তিন জনকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা এখানে কি চাও?"

তিন জনের মধ্যে যে লোকটা অগ্রবর্ত্তী, সেই লোকটা জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার নাম অক্টেভিয়া ক্লারেণ্ডন?"

হস্তে হস্তপেষণ করিয়া, ভগ্নীর মুখপানে চাহিয়া, সভয়ে অক্টেভিয়া বলিল, "ওঃ! ইহারা আমাকে লইয়া কি করিতে চায়?"

আবার পলিনের মনে অমঙ্গলের আশঙ্কা আসিল, আতঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিল; তৎক্ষণাৎ উপস্থিতবুদ্ধি-প্রভাবে একটু শান্তভাব ধারণ করিয়া লোকগুলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন তোমরা এখানে আসিয়াছ? এখানে তোমাদের কি কাজ? শীঘ্র বল।"

তিন জনের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে কথা কহিয়াছিল, সেই ব্যক্তি বলিল, "এখনি বলিতেছি। ডাক্তার উইগ্‌টন আর ডাক্তার স্নাক উভয়ে পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অক্টেভিয়াকে মাসকতক একটা নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া রীতিমত চিকিৎসা করিলে উপকার হইতে পারিবে; সেই মর্ম্মে তাঁহারা একখানা সার্টিফিকেট লিখিয়া দিয়াছেন; সেই সার্টিফিকেটখানা ডাক্তার বটনের হস্তে দেওয়া হইয়াছে; আমরা সেই ডাক্তারের লোক। গাড়ী আনিয়াছি; রোগীকে লইয়া যাইব; গাড়ীখানা তোমাদের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে।"

পলিনের মানসিক যন্ত্রণা বাড়িয়া উঠিল, পরিতাপে চীৎকার-স্বরে বলিয়া উঠিল, "ও পরমেশ্বর! এ কি দুর্দ্দৈব!" লোকগুলাকে বলিল, "ওঃ! তোমাদের মনের কথা এখন আমি বেশ বুঝিলাম,—বেশ বুঝিলাম!" এই বলিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ভগ্নীর গলা জড়াইয়া বলিতে লাগিল, "না না না, ভগ্নি! ইহারা তোমাকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারিবে না, কখনই আমি

তোমাকে ছাড়িয়া দিব না ; কোন ভয় নাই, ইহারা কিছুতেই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিবে না।"

ভগ্নীর আলিঙ্গনপাশে বিমুগ্ধ থাকিয়া অক্টেভিয়া বলিল, "কি বলিতেছ ভগ্নি ; তোমার ক্রোড় হইতে কে আমাকে কাড়িয়া লইতে চায় ?"

দারুণ যন্ত্রণায় অধীরা হইয়া পলিন্ উত্তর করিল, "ভগ্নি! প্রাণের ভগ্নি! আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না! ঐ যে তিন জন কদাকার লোক আসিয়াছে, উহারা তোমাকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে চায়। আমাদের মা নাই, ধরিতে গেলে আমাদের পিতাও নাই! আমরা ছুটিতে মাতৃ-পিতৃহীনা অনাথা ভগ্নী ; ছুটিতে আমরা স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া শৈশবাবধি একসঙ্গে রহিয়াছি, দুষ্টলোকে কি আমাদিগকে ভয় দেখাইয়া সেই স্নেহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে ? কখনই পারিবে না! না ভগ্নি! কিছুতেই আমাদের বিচ্ছেদ হইবে না।"

ভগ্নীর পদতলে জানু পাতিয়া বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে অভাগিনী অক্টেভিয়া বলিতে লাগিল, "পলিন্!—পলিন্! দিও না, আমাকে ছাড়িয়া দিও না! উহারা আমাকে লইয়া যাইতে পারিবে না! উহাদের হাতে আমাকে সঁপিয়া দিও না! উহারা আমাকে কয়েদ করিবে! উহারা আমার চক্ষু উপাড়িবে! উহারা আমাকে প্রহার করিবে! উহারা আমাকে অশেষবিধ যন্ত্রণা দিবে! উহারা আমার জিব কাটিয়া লইবে! জলন্ত লৌহ-শলাকার দ্বারা উহারা আমার গায়ের মাংস ছিঁড়িয়া ফেলিবে! পলিন্!—পলিন্! ব্যগ্রতা করি, দিও না, নিষ্ঠুর পিশাচের হাতে আমাকে সমর্পণ করিও না!"

পলিনের মাথা ঘুরিতে লাগিল, সাঙ্ঘাতিক আতঙ্কে তাহার জীবাত্মা স্তম্ভিত হইল ; কাতর-কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "হায়, হায়! আবার পাগল হইয়া গেল!—পাগল!—পাগল! হায়! আমাদের কি দশা হইবে ?"

চপলার শক্তিপ্রভাবে মরা মানুষ যেমন নাচিয়া উঠে, সেইরূপ দাঁড়াইয়া উঠিয়া পাগলিনী অক্টেভিয়া বিকটস্বরে বলিতে লাগিল,—"পাগল! পাগল!—আমি—" বলিতে বলিতে সেই তিন জনের সম্মুখে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া শঙ্কিত-কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "তোরা ?—তোরা ?—তোরা আমাকে লইতে আসিয়াছিস্ ?—হাঁ হাঁ,—বটে বটে,—ঠিক্ ঠিক্!—কে তোরা, আমি চিনিতে পারিয়াছি!—আমি তোদের চিনি!—তোরা প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের দূত!—তোরা নরহন্তা মহাপাতকী!—তিন শত বৎসর পূর্ব্বে তোদের দলের লোকেরা ছুটি নিরীহ রাজকুমারকে দুর্গমধ্যে খুন করিয়াছিল!—তোরা নররূপী রাক্ষস! দূর হ!—দূর হ!"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে উন্মাদিনী তখন গৃহের মধ্যস্থলে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইল,—আবেগে পাণ্ডুগণ্ড আরক্ত আভা ধারণ করিল, চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল, বক্ষঃস্থল ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল,—কম্পনের সঙ্গে ক্ষণেক উন্নত, ক্ষণেক অবনত, সঘনে দীর্ঘনিশ্বাস। রণদেবীর ন্যায় দুই বাহু সুবিস্তৃত।

অসাবধানে চিত্তচাঞ্চল্যে অক্টেভিয়ার মুখে করুণ-উক্তি শ্রবণে ভীতা হইয়া পলিন্ বলিতে লাগিল, "ভগ্নি!—প্রিয় ভগ্নি! শান্ত হও!—মিনতি করি, ধৈর্য্য ধারণ কর।"

মধ্যবর্ত্তী হইয়া মিষ্টার পেজ্ পলিনের এক হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মৌখিক সান্ত্বনা-বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "তোমাকেও যাইতে হইবে,—তুমিও শান্ত হও,—তুমিও ধৈর্য্য ধারণ কর।"—জুলিয়া সেই সময় অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া পলিনের দ্বিতীয় হস্ত ধারণ করিল; জুলিয়াও প্রবোধবাক্যে বলিতে লাগিল, "হাঁ-গো,—স্থির হও,—ধৈর্য্য ধারণ কর।"

লোকের ব্যবহার দেখিয়া মত্‌লব বুঝিবার শক্তিবলে পলিন্ বেশ বুঝিতে পারিল, পেজ্ আর জুলিয়া উভয়েই এই ব্যাপারের মূলীভূত।

পেজ্-দম্পতি যদিও বন্ধুভাবে সান্ত্বনা-বাক্য বলিতেছিল, যদিও শান্ত হও বলিয়া বন্ধুভাবে তাহারা স্ত্রী-পুরুষে পলিনের দুখানি হস্ত ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু সে বন্ধুত্বের ভাবার্থ কেবল মায়া;—বাস্তবিক তাহাদের হস্তে পলিন্ তখন বন্দিনী!"

স্থূল কথা এই যে, বিশ্বাসঘাতক পেজ্ ও বিশ্বাসঘাতিনী জুলিয়ার সঙ্গে পাগলের ডাক্তারের প্রেরিত দূতগণের ইতিপূর্ব্বে ষড়্‌যন্ত্র হইয়াছিল। কুমারী পলিন্ ঐ বিশ্বাসঘাতকদিগের হাত ছাড়াইবার জন্য হুড়াহুড়ি করিতেছে, ওদিকে সেই তিনটা লোক অক্টেভিয়াকে ধরিয়া টানিয়া টানিয়া গৃহ হইতে বাহির করিবার যোগাড় করিল।

পেজ্-দম্পতির কবলে পড়িয়া কুমারী পলিন্ মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, "ওগো! তোমরা আমাকে দয়া কর! আমাকে ছাড়িয়া দাও!—ছাড়িয়া দাও!" একদিকে পলিনের এই দশা, অপরদিকে অক্টেভিয়া ক্রন্দন করিতেছিল, আক্রমণ-কারী তিন জনের মধ্যে একজন তাহার বাক্‌রোধ করিবার অভিপ্রায়ে হস্ত দ্বারা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল।

বল পূর্ব্বক পলিন্‌কে একখানা আরাম-চেয়ারে বসাইয়া পেজ্ বলিলেন, "এখনও বলিতেছি, স্থির হও! উত্তমরূপে বিবেচনা কর। কেন আপন ইচ্ছায় নিজের মন্দ নিজে করিবে?"

অনাথা পলিন্ দেখিল, এক জন বদ্মাস তাহার দুঃখিনী ভগ্নীর মুখে কাপড় গাঁধিয়া মুখ বন্ধ করিল, আর দুই জন গুণ্ডা অভাগিনীকে টানিয়া টানিয়া গৃহ হইতে বাহির করিল, উন্মাদিনী অক্টেভিয়া তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য বিস্তর ধস্তাধস্তি করিল, কিছুতেই তাহাদের হাত ছাড়াইতে পারিল না।

দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক অক্টেভিয়া ধৃত হওন।

পলিনের চক্ষে ধাঁধা লাগিয়া গেল,—সে আর তখন কিছুই দেখিতে পাইল না, কিছুই শুনিতে পাইল না, গৃহমধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। যখন চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, তখন উদাসনেত্রে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; একবার মনে করিল, স্বপ্ন; পরক্ষণেই বুদ্ধি স্থির করিয়া প্রকৃত ঘটনা স্মরণ করিল, নিকটে দেখিল, পেজ্ এবং জুলিয়া তাহার মুখের কাছে হেঁট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদিগকে দেখিবামাত্র পরিতাপিনী তৎক্ষণাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; দুঃখের ভার বড় ভারী, দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, কাঁপিয়া কাঁপিয়া হাঁটু

গাড়িয়া মর্ম্মান্তিক যাতনায় হস্তে হস্তপেষণ করিতে করিতে পেজ্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "বলুন মহাশয়,—বলুন, দোহাই আপনার, বলুন, পাপিষ্ঠেরা আমার ভগ্নীকে কোথায় লইয়া গেল ?"

পেজ্‌ উত্তর করিলেন, "সুন্দরি! শান্ত হও, ধৈর্য্য ধারণ কর; আমাকে আর আমার স্ত্রীকে অকপট বন্ধু বলিয়া জানো; য   তোমার ভগ্নীকে ধরিয়া লইয়া গেল, আমরা তাহাদিগকে উচিতমত প্রতিফল দিব।"

পুনর্ব্বার উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় রোদন করিতে করিতে অনাথিনী পলিন অত্যন্ত অধীরা হইয়া পুনর্ব্বার পেজ্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "তাহারা আমার দুঃখিনী ভগ্নীকে লইয়া কি করিল ?—কাহার হুকুমে তাহারা আসিয়াছিল ?—আমার ভগ্নী কোথায় গেল ?"

পেজ্‌ উত্তর করিলেন, "সে বিষয় তুমিও যেমন জানো না, আমিও তেমনি কিছুই জানি না।"—এই কথা বলিয়া, পত্নীর দিকে চাহিয়া ভঙ্গীক্রমে সে সাক্ষী মানিল, "কি বল জুলিয়া, জানি কি আমি কিছু ?"

জুলিয়া উত্তর দিতে আরম্ভ করিতেছিল, তাহা না শুনিয়াই দুঃখিনী কুমারী উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "অঁ্যা!—পাপাত্মারা আমার ভগ্নীকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে ? আমি একাকিনী ?—একাকিনী ?—হায় হায়!" এইরূপে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সন্তপ্তা কুমারী সহসা আরাম-চেয়ারে বসিয়া পড়িল, দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

পেজ্‌-দম্পতি কপট সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, পলিন্‌ তাহাতে প্রবোধ মানিল না; ঐ কপট বন্ধুরাই যে সর্ব্ব-অনর্থের মূল, মুহূর্ত্তের জন্যও সেরূপ সংশয় তখন তাহার মনে আসিল না; বস্তুতঃ তদ্রূপ বিপদের সময় মানুষের মুখের সান্ত্বনাবাক্য কাহারও কর্ণে স্থান পায় না। পেজ্‌ অবশেষে প্রস্তাব করিলেন, "আজ রাত্রের মত তবে তুমি আমাদের বাটীতে চল, সেইখানেই রাত্রিযাপন করিবে, আমরা তোমার সেবা-শুশ্রূষা করিব।" সে প্রস্তাবটাও পলিন্‌ অগ্রাহ্য করিল। শেষে আবার পেজের এক বুদ্ধি যোগাইল, তিনি বলিলেন, "জুলিয়া তবে তোমার কাছে থাকুক, তোমার কোনও কষ্ট হইবে না।" কোন কথা না শুনিয়াই পলিন্‌ যেন উন্মাদিনীর ন্যায় দ্রুত ছুটিয়া আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, অর্দ্ধ-পাগলিনীর ন্যায় শয্যায় শয়ন করিয়া হৃদয়ভেদী বিলাপ করিতে লাগিল; শুনিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়; কোন মানবী ভাষায় সে বিলাপের স্বরূপ বর্ণনা করা অসাধ্য।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

—:•:—

কারলটন-প্রাসাদে রজনী

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে যে ঘটনা বর্ণিত হইল, তাহার পর একমাস অতীত। প্রকৃতি হাস্যময়ী, সুখদ বসন্তকাল, রবিকর উজ্জ্বল, মে মাস।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স আপন বিলাসাগারে উপবিষ্ট; এই বিলাসাগারে তাঁহার বিবিধ কুমন্ত্রণা সাধিত হয়, কেলিপরায়ণা সুন্দরী সুন্দরী অঙ্গনাগণের সহিত গুপ্তবিহার হইয়া থাকে। যদিও বিবাহিতা পত্নী এখন এই প্রাসাদের মধ্যে বাস করিতেছেন, তথাপি এখানে লম্পট রাজকুমারের গুপ্ত-বিহারের নিবৃত্তি নাই।

এই বিলাসাগারটি পরিপাটীরূপে সজ্জিত, একপ্রান্তে গুপ্তসিঁড়ি; রাজকুমারী কারোলাইন এ পর্য্যন্ত এ রহস্যের মর্ম্মভেদ করিতে পারেন নাই।

রাজপুত্র ও রাজবধূ তাঁহাদের শয়নকক্ষে নিশাযাপন করেন। এখন আর রাজকুমার মাতাল হইয়া শয়নাগারে প্রবেশ করেন না। যে রাত্রে মাতাল হন, সে রাত্রে পত্নীর নিকটে না গিয়া বিলাসকক্ষেই রাত্রিযাপন করা হয়। সপ্তাহের মধ্যে চারি রাত্রি মাত্র পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ; বিবাহ হইয়া অবধি এই ভাব। কারোলাইনের প্রতি রাজপুত্রের ঔদাস্য দিন দিন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, কারোলাইন কিন্তু তজ্জন্য স্বামীর কাছে কোনরূপ মনো-দুঃখ প্রকাশ করেন না, পূর্ব্ব-অঙ্গীকারমত সমস্তই সহ্য করিয়া থাকেন। যে পাপিনীর সহিত যুবরাজের সাময়িক নৈমিত্তিক রঙ্গভঙ্গ,—আমোদ-প্রমোদ, সেই পাপিনী কে?—লেডী জার্সী।

যে হৃদয়বিদারক ঘটনা বর্ণনা করিতে হইবে, এখনও আমরা তাহার সূত্র-ধারণ করি নাই; সে ব্যাপার চিন্তা করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বর্ত্ত-মান ঘটনা নূতন নহে;—লম্পট যুবরাজ নিরন্তর যে প্রকার আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকেন, তাহারই মধ্যে একটা লাম্পট্য-ব্যাপার এক্ষণে বর্ণিত হইতেছে।

মধুময় মে মাসের পঞ্চদশ দিবস, রাত্রি ১০টা। যুবরাজের বিলাস গৃহে যে আশ্চর্য্য ঘটনা এই রাত্রে সংঘটিত হইবে, যুবরাজ ঘন ঘন তাহাই চিন্তা করিতেছেন।

বাতায়নে বাতায়নে মোটা মোটা পর্দ্দা ফেলা, গৃহে অনেকগুলি মোমবাতী

জলিতেছে, চীন-পুষ্পাধারে বিবিধ সুগন্ধী কুসুম,—কুসুমের সৌরভে গৃহের বায়ু সুবাসিত। যুবরাজ এইমাত্র খানা খাইয়া রমণীরঞ্জন বেশভূষা ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত রাগে রঞ্জিত হইয়াছে; কেবল মদ্যপানে আরক্ত নহে, যে অভিলষিত দৃশ্য তিনি দর্শন করিবেন, যাহা দর্শনের নিমিত্ত তাঁহার নয়ন সমুৎসুক, সেই উৎসাহেই আরক্ত রাগ।

গৃহের তলদেশ হইতে প্রায় তিন ফুট উর্দ্ধে একগাছা ঋজু রজ্জু, আবদ্ধ, তিনটি পরম সুন্দরী যুবতী কামিনী সেই রজ্জুর উপরে হাস্য-বিলাস-ভঙ্গীতে তালে তালে নৃত্য করিতেছে।

এক ঘণ্টা নাচ হইল; নর্ত্তকীরা রজ্জুর উপর হইতে নামিল, যুবরাজ স্বহস্তে গ্ল্যাসে গ্ল্যাসে শ্যাম্পেন ঢালিয়া তাহাদিগকে পান করিতে দিলেন। নর্ত্তকীরা অনেকক্ষণ নাচিয়া নাচিয়া ক্লান্ত হইয়াছিল, যুবরাজ তাহাদিগকে সাদরে চুম্বন করিয়া শুশ্রূষা করিলেন, তাহার পর লাটবন্দী। তিনটির মধ্যে কোন্‌টি সমস্ত রজনী রাজপুত্রের মনোরঞ্জন করিবে, এইবার তাহার বিচার। কাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, অনেকক্ষণ বিচারের পর তাহা স্থির হইল; যুবরাজ একটি সুন্দরীকে মনোনীত করিলেন। যে দুটি সুন্দরী রাজপুত্রের প্রসাদলাভে বঞ্চিত হইল, ধীরে ধীরে গুপ্ত-সিঁড়ি দিয়া তাহারা নামিয়া গেল। নির্ব্বাচিতা সুন্দরীটি রাজপুত্রের কাছে রহিল।

শয়ন করিবার পূর্ব্বে রাজকুমার একবার ঘণ্টা বাজাইলেন, বিশ্বাসী ফরাসী ভৃত্য জার্ম্মেন্ প্রবেশ করিল।

রাজপুত্র বলিলেন, "জার্ম্মেন্! তুমি কাউণ্টেস্ জার্শীর নিকটে যাও, তাঁহাকে গিয়া বল, তিনি রাজকুমারী কারোলাইনকে জানাইয়া দেন যে, করণওয়ালের জমীদারী-সম্বন্ধীয় রাশীকৃত কাগজপত্র দেখিবার জন্য অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমাকে জাগিতে হইবে, সুতরাং আজ রাত্রে আমি এই বৈঠকখানাতেই শয়ন করিব। যাও, এই সংবাদ দাও গিয়া।"

রাজপুত্রের হস্তে একখানা পত্র দিয়া জার্ম্মেন্ নিবেদন করিল, "প্রায় দুই ঘণ্টা কাল একটা লোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমি তাহাকে বলিয়াছি, যুবরাজ এখন বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত; তাহা শুনিয়া সেই লোক এই পত্রখানি আমাকে দিয়াছে।"

যে সুন্দরী নর্ত্তকী তথায় রাজকুমারের পার্শ্বে বসিয়াছিল, তাহার মুখপানে চাহিয়া, মৃদু হাসিয়া জার্ম্মেন্‌কে শ্লেষ বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ। বিশেষ কার্য্যেই আমি ব্যস্ত বটে; এই কার্য্যই বিশেষ গুরুতর; কিন্তু যে ব্যক্তি পত্র দিয়াছে, সে লোকটা কে?"

জার্ম্মেন্ উত্তর করিল, "ভদ্রলোক; তিনি তাঁহার নাম বলিতে নারাজ; মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন, মুখখানি আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই।"

রাজপুত্র দেখিলেন, শীল করা পত্র, অন্তমনস্কভাবে পত্রখানি খুলিয়া, দস্তখত দেখিয়াই তাঁহার বদন গম্ভীর হইল; পরক্ষণেই সেই বদনে উত্তেজিত-ভাব দেখা দিল। তিনি সেই পত্র পাঠ করিলেন। লেখা ছিল:—

"রাজকুমার! একটি বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে আপনি আমার কাছে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। উপযুক্ত অবসরে আপনি আমার জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহপক্ষে সাহায্য দান করিবেন। আজ আমি মিনতি করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, সেই অঙ্গীকার পালন করিয়া আমাকে উপকৃত করুন। অন্তরের উদ্বেগ এতদূর যে, বিলম্ব অসহ্য। আজ রাত্রে কয়েক মিনিটের জন্ত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ।

পুনর্জীবিত।"

পত্রপাঠ করিয়া যুবরাজ সেইখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া আগুনে ফেলিয়া দিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, লোকটাকে দেখা দিবেন কি না। কিয়ৎ-ক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, দেখা দেওয়াই কর্ত্তব্য; জার্ম্মেন্‌কে বলিলেন, "যাও, লোহিত-কক্ষে লোকটিকে লইয়া আইস।" জার্ম্মেন্ বিদায় হইল, যুবরাজ আসন হইতে উঠিয়া নর্ত্তকীকে বলিলেন, "কিয়ৎক্ষণ এইখানে বসিয়া থাকো, শীঘ্রই আমি আসিতেছি।"

ব্যস্ত হইয়া যুবরাজ দ্রুতপদে লোহিত-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কোন গুপ্ত বিষয়ের কথাবার্ত্তা আবশ্যক হইলে সেই ঘরেই তাহা বলা-কহা হয়। অল্পক্ষণমধ্যেই জার্ম্মেন্ একটি লোককে সঙ্গে করিয়া সেই ঘরে আসিল। লোকটা দীর্ঘকায়, দারুণ গ্রীষ্ম, সূক্ষ্মবস্ত্রও অঙ্গে অসহ্য; তথাপি সেই লোকের সর্ব্বাঙ্গ মোটা আলখাল্লায় ঢাকা, একখানি রেশমী রুমালে মাথা হইতে দাড়ী পর্য্যন্ত মুখমণ্ডল আবৃত।

জার্ম্মেন্ তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল। যুবরাজ সেই আগন্তুকের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, চঞ্চল-মৃদুস্বরে বলিলেন, "মিষ্টার রাম্‌সে! তুমি কি এ অবস্থায় এখানে আসিয়া নির্ব্বোধের কার্য্য কর নাই?"

মুখের রুমালখানা খুলিয়া ফেলিয়া যেন কতই শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে ফাঁসীছেঁড়া আসামী উত্তর করিল, "যুবরাজ! আপনি আমাকে তিরস্কার করিবেন না, নিশ্চয়ই আমি বেশী স্বাধীনতা লইয়াছি; দুই মাসের অধিক-কাল আমি ইংলণ্ডে ছিলাম না, বিদেশে-বিদেশে ঘুরিয়াছি; সম্প্রতি লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।"

প্রিন্স বলিলেন, "আঃ! তবে তুমি দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে, কেন তবে চিরদিন বিদেশে রহিলে না?"

রাম্‌সে উত্তর করিল, "সেই ইচ্ছাই আমার ছিল; আমি আমেরিকায় যাইতেছিলাম, তথা হইতে আপনাকে পত্র লিখিয়া প্রার্থনা করিব. আপনি আমার অনুকূলে গবর্মেণ্টে অনুরোধ করিয়া আমাকে বাঁচাইবেন, ইহাই ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু পথিমধ্যে প্রতিকূল ঘটনা হওয়াতে কাজে কাজে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি।"

চঞ্চল হইয়া প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রতিকূল ঘটনা কিরূপ, তোমার বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ, কি তোমার ভয়, কি তোমার আশা, সব কথা আমাকে খুলিয়া বল. তোমার উপকার করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। রাজ-সভায় আমার ক্ষমতা অসীম, এমন মনে করিও না; এ দেশের রাজনীতি ও মন্ত্রিগণের ব্যবহার ভিন্ন প্রকার,তাহা তুমি জানো; এ দেশে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সেরা সাক্ষীগোপাল মাত্র; তথাপি চেষ্টা করিতে আমি ত্রুটি করিব না। মন্ত্রি-সভার সহিত এখানকার যে সকল বড়লোকের সদ্ভাব, সভায় যাঁহাদের প্রতিপত্তি আছে, তাঁহাদিগের দ্বারা আমি কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিব। কেন না, গোপনে গোপনে তাঁহারা আমার প্রতি অনুরক্ত।"

রাম্‌সে বলিল, "যে প্রতিকূল ঘটনায় আমাকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে, যত সংক্ষেপে পারি, তাহা আপনাকে বুঝাইয়া দিব।"

রাজকুমার একখানা সোফায় উপবেশন করিলেন, শিষ্টাচারের খাতিরে অঙ্গুলিসঙ্কেতে একখানা চেয়ার দেখাইয়া দিলেন, ফাঁসীছেঁড়া আসামী সেই চেয়ারে বসিল।

প্রিন্স বলিলেন, "বলিয়া যাও, আমি মনোযোগ দিয়া শুনিতেছি।"

রাম্‌সে বলিতে লাগিল,"মার্চ্চমাসের প্রথমে লিভারপুর বন্দর হইতে ফায়ার-ফ্লাই নামক একখানা ক্ষুদ্র জাহাজে আরোহণ করিয়া আমি আমেরিকায় যাত্রা করি: জাহাজে আমি গষ্টেভস্ ওয়েক্‌ফিল্ড নামে পরিচয় দিই; আমার জীবনের ইতিহাসে কোনরূপ বিশেষত্ব আছে, কেহই সেরূপ সন্দেহ করিতে পারে নাই। একমাস সমুদ্রপথে জাহাজ চলিল, বাতাসের প্রতিকূলতায় নির্দ্দিষ্ট স্থলে পৌঁছিতে বিলম্ব হইয়া গেল; অনেক দূর গিয়া 'রয়াল জর্জ্জ' নামক একখানা বোম্বেটে জাহাজের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধে ফায়ারফ্লাই জাহাজের সমস্ত নাবিক ও কাপ্তেন প্রভৃতি মারা গেল, কেবল আমি আর একজন খালাসী বাঁচিয়া রহিলাম, বোম্বেটেরা আমাদিগকে বন্দী করিয়া লইল। লিভারপুল হইতে ডভ্রুরে যাইবার পথে সেই ঘটনাটা আমার পক্ষে প্রথম অম-

জলস্থচক হইল, বোম্বেটে দলের মধ্যে দুই জন সর্দ্দার আমাকে চিনিতে পারিল, তাহাদের সহিত ইংলণ্ডে আমার আলাপ হইয়াছিল।"

রাজকুমার বলিলেন, "তবে কি তাহারা ইংলণ্ডের বোম্বেটে? ধূর্ত্ততা করিয়া তবে কি তাহারা তাহাদের জাহাজের নাম 'রয়াল জর্জ্জ' রাখিয়াছিল?"

ফাঁসীছেঁড়া আসামী উত্তর করিল, "আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহাই ঠিক। সেই দুই জন সর্দ্দার বোম্বেটের মধ্যে একজন ইংলণ্ডের বিখ্যাত ডাকাত জোসেফ ওয়ারেন্, লোকে যাহাকে ম্যাগ্‌স্‌ম্যান বলিয়া জানে; দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম ষ্টিফেন প্রাইস, ওরফে বিগ্ বেগারম্যান। যুবরাজের সাক্ষাতে তাহাদের নাম আমি বলিতাম না; কিন্তু ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে বলিয়া অগত্যা প্রকাশ করিতে হইল।"

জোসেফ ওয়ারেন্ ওরফে ম্যাগ্‌স্‌ম্যান এই নাম শুনিয়া যুবরাজের অঙ্গ শিহরিল, অনেক পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল; ভাব চাপিয়া রাখিয়া তিনি বলিলেন, "থামিলে কেন, বলিয়া যাও—বলিয়া যাও। তুমি বলিতেছিলে, সেই দুই জন ডাকাত তোমাকে চিনিতে পারিল; তুমিও তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছিলে?

রাম্‌সে উত্তর করিল, "হাঁ যুবরাজ! তাহারাও আমাকে চিনিয়াছিল, আমিও তাহাদিগকে চিনিয়াছিলাম। তাহাদের কাছে জানু পাতিয়া সজল নয়নে মিনতি করিয়া আমি বলিয়াছিলাম, দোহাই ধর্ম্মের, তাহারা যেন আমার গুপ্তকথা কাহারও কাছে ব্যক্ত না করে।"

প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যক্ত করিবে বলিয়া তাহারা কি তোমাকে ভয় দেখাইয়াছিল?"

রাম্‌সে উত্তর করিল, "না, —বরং গুপ্তকথা গুপ্ত রাখিবে বলিয়া তাহারা অঙ্গীকার করিয়াছিল; তাদৃশ দুরন্ত ডাকাতের অঙ্গীকারে বিশ্বাস কি?"

রাজকুমার বলিলেন, "বলিয়া যাও, বলিয়া যাও। আমার বোধ হয়, তাহারা তোমাকে বোম্বেটের দলভুক্ত হইতে বাধ্য করিয়াছিল।"

রাম্‌সে বলিল, "সে রকম প্রস্তাব করিবার অবকাশ ঘটে নাই। বোম্বেটেরা কায়রক্লাই জাহাজের জিনিসপত্র লুঠ করিয়া জাহাজখানা সমুদ্রে ডুবাইয়া দিল, তাহার পরই একখানি ব্রিটিস তরণী নয়নগোচর হইল। বোম্বেটেরা পলায়নের উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু ব্রিটিস জাহাজের কাপ্তেন তাহাদিগকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। ব্রিটিস জাহাজের নাম ডায়েনা।"

প্রিন্স প্রতিধ্বনি করিলেন, "ডায়েনা!" তাঁহার স্মরণ হইল, সেই জাহাজে তুলিয়া টিম মিগেল্‌সকে এ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে।

রাম্‌সে বলিল, "সেই ডায়েনা জাহাজে আমরা উঠিলাম। কাপ্তেন সাহেব কাহাকেও খুন করিলেন না; ম্যাগ্‌স্‌ম্যানকে ও বিগ্‌ বেগারম্যানকে লৌহ-শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া দস্তুরমত বিচারের জন্য ইংলণ্ডে পাঠাইলেন। বিচারে যাহা হইবে, তাহা—"

ঐ অসমাপ্ত বাক্যে যুবরাজ যোগ করিয়া দিলেন, "ফাঁসী-কাষ্ঠে লট্‌কাইয়া তাহাদিগের প্রাণান্ত করা হইবে। দুরন্ত ডাকাতেরা যত শীঘ্র মরে, ততই মঙ্গল। আচ্ছা, ডায়েনা জাহাজে মিগেল্‌স্‌ নামে কোন লোককে তুমি দেখিয়াছিলে কি?"

রাম্‌সে উত্তর করিল, "দেখিয়াছিলাম; কিন্তু ঘটনাক্রমে ডায়েনা জাহাজ ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিল।"

মিষ্টার মিগেল্‌স্‌ সে সময়ে ডায়েনা জাহাজের আরোহীদের কাছে কোন রকম গল্প করিয়াছিল কি না, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘটনা কি প্রকার হইল?"

রাম্‌সে বলিতে লাগিল, "বোম্বেটেদের সঙ্গে যুদ্ধ হইবার দশ দিন পরে আমরা আমেরিকার তীরভূমি দেখিতে পাইলাম, সেই সময় আর একখানা জাহাজ পালভরে দ্রুত আসিয়া আমাদের জাহাজের কাছে উপস্থিত হইল; সেই জাহাজে ডায়েনার কাপ্তেনের নামে পত্রাদি ছিল। হুকুম এই যে, তোমরা ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাও। ডায়েনার কাপ্তেন প্রথমে হুকুম পাইয়াছিলেন, মিষ্টার মিগেল্‌স্‌কে আমেরিকায় নামাইয়া দিবেন; মিগেল্‌স্‌ ইংলণ্ডে রাজদ্রোহ অপরাধে অপরাধী হইয়াছিল, সেই জন্য নির্ব্বাসন; সত্য হউক না হউক, জনরব এইরূপ। দ্বিতীয় হুকুমের মর্ম্ম এইরূপ যে, মিগেল্‌স্‌কে এখন আর বন্দী বিবেচনা করা হইবে না, হয় তাহাকে ক্ষমা করা হইয়াছে, না হয় সে ব্যক্তি নির্দ্দোষী; অতএব তাহাকে তাহার স্বদেশে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।"

আত্মগত মৃদু-গুঞ্জনে যুবরাজ বলিলেন, "পাপীয়সী লিটিসিয়া লেড! তুই মহাপাতকী, তোর পরামর্শেই আমি হোম আফিসে অনুরোধ করিয়া মিগেল্‌সের ক্ষমা চাহিয়া লইয়াছি!" বীরাঙ্গনার উদ্দেশে প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌সের এই প্রকার উক্তি।

প্রিন্স আপন মনে কিছু বলিতেছেন, এইরূপ অনুমান করিয়া রাম্‌সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি কিছু আমাকে বলিবেন?"

প্রিন্স বলিলেন, "হাঁ,—না,—এমন কিছু বিশেষ কথা নয়। দেশে আসিবার সময় সমুদ্রপথে জাহাজে বসিয়া মিগেল্‌সের সহিত তোমার কি বন্ধুত্ব হইয়াছিল?"

রাম্‌সে উত্তর করিল, "আমি তাঁহাকে প্রায় দেখিতেই পাই নাই। পাছে কেহ আমাকে চিনিতে পারে, সেই ভয়ে পীড়ার ছল করিয়া আমি কাতরতা দেখাইয়াছিলাম, কাপ্তেন দয়া করিয়া আমাকে একটি স্বতন্ত্র কেবিনে রাখিয়াছিলেন ; প্রায় সর্ব্বক্ষণ সেই কেবিনেই আমি থাকিতাম। বিশেষতঃ কাপ্তেনের সহিত মিগেল্‌সের অনেক কথা হইত, মিগেল্‌স্ প্রায় সর্ব্বদাই কাপ্তেনের কাছে থাকিত। যখন তাহার ক্ষমাপত্র আইসে নাই, তখনও কাপ্তেন সাহেব তাহার প্রতি সদয়-ব্যবহার করিতেন, একসঙ্গে খানা খাইতেন, একসঙ্গে চুরুট খাইতেন, একসঙ্গে মদ খাইতেন, একসঙ্গে গান গাহিতেন, একসঙ্গে তাস খেলিতেন।"

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্ষমা পাইবার পর তবে বুঝি তাহার আরও আদর বাড়িয়াছিল ?—যাক্ সে কথা, এখন তোমার নিজের কথা বল। জাহাজের কেহ তোমাকে চিনিতে পারে নাই ? কিংবা সেই দুষ্ট ম্যাগ্‌স্‌ম্যান ও বেগারম্যান তোমার গুহ্যকথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল ?"

রাম্‌সে উত্তর করিল, "কেহই আমাকে চিনিতে পারে নাই ডাকাতেরাও আমার কথা বলিয়া দেয় নাই। কল্য যখন আমরা পোর্ট-মাউথ বন্দরে জাহাজ হইতে নামিলাম, সেই সময়ে জোসেফ ওয়ারেন আপন ওষ্ঠে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া আমাকে নীরব থাকিবার সঙ্কেত করিয়াছিল।"

প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেরূপ সঙ্কেত করিবার মতলব কি ?"

রাম্‌সে উত্তর করিল, "একে একে বলিতেছি। কায়ারক্লাই ধ্বংস ও নাবিকগণের নিধনের প্রধান সাক্ষী আমি আর সেই খালাসী। যুদ্ধের সময় সেই খালাসী গুরুতররূপে আহত হইয়াছিল, এখন বেশ আরাম হইয়াছে। সত্য বটে, ওয়াট্‌কিন্‌স্ আর ব্রাড্‌লে রাজপক্ষে সাক্ষীরূপে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহারা বোম্বেটে জাহাজের কাপ্তেন, তাহাদের সাক্ষ্যবাক্যে ততটা বিশ্বাস হইত না। ডায়েনা জাহাজের কাপ্তেন আমাকে একজন সম্ভ্রান্ত সদাগর মনে করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে বলেন, সামুদ্রিক বিচারালয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য যখন আমার উপস্থিতি আবশ্যক হইবে, আমি যেন তখন সেখানে হাজির হই। জোসেফ ওয়ারেন সে কথা শুনিয়াছিল, আমি যাহাতে সাক্ষ্য না দিই, তদ্বিষয়ে আমাকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত আকার-ইঙ্গিতে সেই সঙ্কেত। মনুষ্যের রসনার বাক্য অপেক্ষা বিশেষ সঙ্কেতে যথেষ্ট মনোভাব প্রকাশ পায়।"

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিষ্টার রাম্‌সে! এখন তুমি কি কথা বলিতে চাও ? তোমার অনুকূলে আমাকে কি করিতে হইবে, তাহা আমি শুনিতে চাই। কি তোমার ইচ্ছা ?"

করযোড়ে চিন্তা-বিষন্ন কাঁদো কাঁদো মুখে রাম্‌সে বলিল, "ক্ষমা,—মহামহিম রাজকুমার! আমি ক্ষমা চাই।"

রাজকুমার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি তুমি ক্ষমা পাও, তাহা হইলে পূর্ণ-সাহসে মাথা উঁচু করিয়া সমাজমধ্যে মুখ দেখাইতে পারিবে?"

ত্বরিত-স্বরে রাম্‌সে উত্তর করিল, "না যুবরাজ! তাহা আমি পারিব না,—কখনই পারিব না। তবে আমি কেবল এই চাই, কেহ আর আমাকে ধরিবার চেষ্টা না করে, কেহ আমার দিকে কট্‌মট্‌-চক্ষে না চায়, দেশে আমি নিরাপদে যেখানে সেখানে বেড়াইতে পারি।"

রাজকুমার পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "যদি কেহ তোমাকে চিনিতে পারে, রোষকষায়িত-লোচনে তোমার দিকে যদি চায়, এত কষ্টভোগের পরেও যদি তোমাকে বিচারালয়ে অর্পণ করিবার চেষ্টা করে, সেই ভয় কি তুমি কর?"

ফাঁসীছেঁড়া অপরাধী আপন বাক্যে ও ব্যবহারে যার পর নাই উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিল, "হাঁ যুবরাজ,—হাঁ, সেই ভয় আমার হয়। একপক্ষে সার্ রিচার্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ড, তিনি কদাচ আমার প্রতি দয়া করিবেন না, দ্বিতীয়তঃ, আর একজন উচ্চপদস্থ অতুল ঐশ্বর্য্যশালী মহামান্ত ভদ্রলোক, যাঁহার স্ত্রীর সহিত আমার ভালবাসা জন্মিয়াছিল, যিনি আমাকে মহাভয় দেখাইয়া ইংলণ্ড ছাড়িয়া দূরদেশে প্রস্থান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তিনিও কদাচ আমাকে সুনয়নে দেখিতে পারিবেন না।"

বিস্ময়প্রকাশ করিয়া রাজপুত্র বলিয়া উঠিলেন, "কি? তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার পরেও কি ঐরূপ প্রণয়-সংঘটন হইয়াছিল? আর—"

গভীর তীব্রকণ্ঠে রাম্‌সে বলিল, "ফাঁসীর পরেও প্রণয়-সংঘটন! যাক্, তুচ্ছ কথা! একটি দিন আমার জীবন-নাটকের অভিনয়ে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে;—এক জীবনের অবসান, অপর জীবনের উত্থান। সেই দিনটি আমার মরণের ও পুনর্জীবনের—"

অপরাধীর শেষবাক্যে মনোযোগ না দিয়াই যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে মহামান্ত পদস্থ লোকের স্ত্রীর কথা তুমি বলিলে, ফাঁসীতে তুমি মরিয়া গিয়াছ, তাহা জানিয়াও কি সেই মাননীয়া মহিলা তোমাকে প্রেমদান করিয়াছিলেন? না না,—সে সময়ে তাহা তিনি জানিতেন না—"

কাতরকণ্ঠে রাম্‌সে বলিল, "সেটা ঠিক;—আমার দুর্ভাগ্যের কথা তখন তাঁহার জানা ছিল না। সেই মহিলা আমাকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসিয়াছিলেন; এত ভালবাসা যে, আমার জন্ত স্বামী ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে পলায়নে—"

প্রিন্স বলিলেন, "তোমার সে প্রণয়টা উপাখ্যানের প্রণয়ের ন্যায় সুরঞ্জিত।"

আসামী বলিল, "শুনিতে আশ্চর্য্য বটে! বস্তুতঃ সত্য ঘটনা। সেই মহিলা অপরূপ সুন্দরী, আর তাঁহার কামরিপু অতিশয় প্রবল। সতী কুমারীর ন্যায় তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।"

বিস্ময়ে রাজকুমার প্রতিধ্বনি করিলেন, "সতী কুমারী?—তুমি এইমাত্র আমাকে বলিয়াছ, একজন পদস্থ বড়লোক তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে দেশত্যাগী করিয়াছিলেন।"

রাম্‌সে বলিল, "বিবাহটা সত্য। ছয় বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে একদিনও স্বামি-সহবাস হয় নাই। রমণীটির মন যেমন রিপুবশ, দেহ তেমনি সুপবিত্র।"

রাজপুত্র বলিলেন, "তোমার বাক্যে আমার আশ্চর্য্যজ্ঞান হইতেছে। তোমার অদ্ভুত আখ্যায়িকার অদ্ভুত নায়িকাটির পরিচয়ও বোধ হয় আরও আশ্চর্য্য; তাহা কি আমি জানিতে পারি?"

রাম্‌সে বলিল, "যুবরাজ! আপনি সে রমণীকে খুব ভালই জানেন। আপনার সাক্ষাতে বিশেষ পরিচয় বলিতে আমার সাহস হইতেছে না।"

বিমোহিত হইয়া রাজকুমার বলিলেন, "মিষ্টার রাম্‌সে! তুমি আমার কৌতূহলের আগুন জ্বালাইয়া দিলে! জগতের আধিপত্য যদি প্রদান করিতে হয়, সেই রমণীর পরিচয় জানিবার নিমিত্ত তাহাও আমি দিতে প্রস্তুত। বল, বল,—সে রমণীর নাম কি? নামটি জানিলে আমি মানিয়া লইব, আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ। অহো! জগতে আর কাহারও সহিত তোমার প্রেমের উপমা হয় না, ইহাই আমার ধারণা হইবে। আমি অতিশয় অস্থির হইয়াছি, নামটি আমাকে শীঘ্র বল। তোমার ভয় নাই, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কাহারও কাছে সে গুহ্যকথা আমি প্রকাশ করিব না।"

রাম্‌সে বলিল, "যুবরাজের যদি হুকুম হয়, তাহা হইলে অবশ্যই আমি বলিতে বাধ্য।"

ক্রমশই কৌতূহল বাড়িতে লাগিল; চঞ্চলস্বরে যুবরাজ বলিলেন, "হাঁ, আমি তোমাকে হুকুম করিতেছি, কে সেই অপরূপ সুন্দরী, কে তোমার অদ্ভুত আখ্যায়িকার অদ্ভুত নায়িকা, তাহা আমাকে শীঘ্র জানাও।"

তখনও ইতস্ততঃ করিতে করিতে রাম্‌সে বলিল, "যদি আমি সেই সম্রান্ত মহিলার গুহ্যকথা ব্যক্ত করি, তাহা হইলে আমাকে আপনি কিরূপ লোক মনে করিবেন?"

রাজপুত্র বলিলেন, "এটা যখন উভয়পক্ষে পূর্ণ-বিশ্বাসের কথা, তখন তোমার কোন দোষ হইবে না। বল,—শীঘ্র বল, কে সেই রমণী?"

রাম্‌সে তখন উত্তর করিল, "কাউণ্টেস্ অব্ ডেস্‌বরা।"

যেন চপলা-চমকে চমকিত হইয়া, সোফা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া, রাজকুমার বলিয়া উঠিলেন, "কি! কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা?——সেই গর্ব্বিতা, আত্মদম্ভে গরবিণী, নিষ্ঠুরা, অভিমানিনী কাউণ্টেস্ অব্ ডেস্‌বরা?"

মহিমান্বিতা মহিলার পরিচয়-শ্রবণে প্রিন্সের মহা উত্তেজিতভাব দেখিয়া সবিস্ময়ে রাম্‌সে বলিল, "হাঁ যুবরাজ, আপনার কাছে আমি সত্যকথাই ব্যক্ত করিয়াছি।"

চকিতনয়নে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে রাজকুমার বলিলেন, "ওঃ! তুমি আমাকে চম্‌কাইয়া দিলে! আমার কম্প উপস্থিত হইল। ওঃ! এত দিনে আর্ল ও কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরার ঘরাও রহস্য বুঝিতে পারিলাম। রাত্রিকালে তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহে শয়ন করেন, তাহার নিগূঢ় কারণ বুঝিতে পারা গেল। ওঃ! সেই হতভাগ্য স্বামী নপুংসক!"

রাম্‌সে বলিল, "হাঁ যুবরাজ! উহাই ভয়ঙ্কর গুহ্যকথা! আমি মিনতি করি, চিরকাল আপনি এই গুহ্যবিষয়টা মনের ভিতর গোপন করিয়া রাখি-বেন, কেহ যেন আপনার মুখে এ কথা শুনিতে—"

মানসিক বিস্ময় তখনও দূর হইল না, বিস্ময়ে বিস্ময়ে যুবরাজ বলিতে লাগিলেন, "অত করিয়া নিষেধ করা নিষ্প্রয়োজন। ওঃ! সুন্দরী এলিনর তবে তোমার উপপত্নী হইয়াছিল?—তবে তুমি তাহাকে প্রেমনায়িকা করিয়া-ছিলে?—ওঃ! জন্মাবধি এলিনর যে পথে পদার্পণ করে নাই, তুমি তাহাকে সেই পথে আনয়ন করিয়াছিলে! হাঁ, এক মাস কি কিছু কম দেড় মাস পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে লর্ড ক্লোরিমেলের সঙ্গে বেড়াইতে দেখিয়াছিলাম। কচি কচি মেয়েদের যেমন মুখ, ক্লোরিমেলের মুখখানা ঠিক সেই রকম, গোঁফ-দাড়ী কিছুই নাই, মধ্যে মধ্যে মেয়েমানুষ সাজিয়া বাহির হয়;—বয়সে যুবা, দেখি-তেও দিব্য সুন্দর।"

রাম্‌সে বলিল, "সে স্ত্রীলোকের সঙ্গে এখন আর আমার কোন সম্বন্ধই নাই, সে এখন আমার আর কেহই নয়; তাহার কথা মনে হইলে আমার মনে এখন কেবল ভয় আর ঘৃণার উদয় হয়।"

রাজকুমার চিত্তচাঞ্চল্যে গৃহের এধার ওধার পাইচারী করিতে আরম্ভ করি-লেন, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাঁহার মনে কি এক নূতন ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা তিনি প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। একদৃষ্টে ফাঁসীছেঁড়া আসামী

তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে, রাজপুত্র কি যেন তাহাকে বলিবার ইচ্ছা করিতে-ছেন, ফুটিতে পারিতেছেন না, ইহাই সে ব্যক্তি মনে মনে সন্দেহ করিতেছে।

পাইচারী করিতে করিতে রাজকুমার হঠাৎ থামিলেন; রাম্‌সে যেখানে বসিয়াছিল, তাহার এক হস্ত দূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন; স্থিরনেত্রে তাহার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনো কি তুমি কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরার জন্য ভাবিয়া থাকো?"

রাজপুত্রের মনে কি ভাবের উদয়, কি কারণে এ প্রশ্ন, ফাঁসীছেঁড়া আসামী তাহা কতক কতক বুঝিল। সে ভাবিল, সুন্দরী কাউণ্টেস্‌কে হস্তগত করিবার জন্য তাহাকেই মোক্তার নিযুক্ত করা রাজকুমারের ইচ্ছা। ইহা ভাবিয়াই সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "সে এখন আমার কেহই নয়,—তাহার জন্য কিছুই আমি ভাবি না।"

আভাস বুঝিয়া রাজকুমার বলিলেন, "এইমাত্র তোমাকে আমি বলিলাম, লর্ড ফ্লোরিমেলের সহিত সেই সুন্দরীর নবীন অনুরাগ; ইহা শুনিয়া সেই স্ত্রীলোকের বিপক্ষে তোমার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইতেছে?"

রাম্‌সে উত্তর করিল, "কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা বিশ্বাস নষ্ট করিয়া আমার মন্দ ঘটাইয়াছে, সেই রমণী আমার শত্রু; তাহার প্রতিশোধ লইতে পারিলে আমি পরম সন্তুষ্ট হইব।"

তুষ্ট হইয়া, চিন্তা করিয়া রাজকুমার বলিলেন, "বেশ কথা। সেই রিপুপরায়ণা সুন্দরীকে আমি ভালবাসি, কিন্তু সে আমাকে ঘৃণা করে। যখন যখন আমি তাহাকে কায়দায় আনিবার সুযোগ পাইয়াছি, তখনি তখনি এক একটা বাধা পড়িয়াছে,—অভীষ্ট ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে ভালবাসি, অথচ আমার উপর তাহার ঘৃণা,ইহা আমি নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছি। এখন আমার দুই প্রকার অভিপ্রায়;—প্রতিফল দেওয়া এবং রিপু চরিতার্থ করা। আগ্নেয়-গিরির গর্ভে যেমন দ্রবীভূত ধাতু-প্রস্তরের প্রবাহ, এলিনরের প্রেমাকাঙ্ক্ষাপ্রবাহ আমার অন্তরমধ্যে সেইরূপে অদৃশ্যভাবে প্রবাহিত হইতেছে; একবার তাহাকে ক্রোড়গত করিতে পারিলে আমার দুই আকাঙ্ক্ষাই ফলবতী হয়। আমি আশা করি, তুমি আমার অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে সহায়তা করিবে।"

অন্তরের বিপুল আনন্দ সাধ্যমতে গোপন করিয়া রামসে বলিল,"আমি যুব-রাজের হুকুমের চাকর; আপনি যখন আমাকে এই জীবনে পুনরায় সুখী করি-বার অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন আমি প্রাণদানে আপনার কার্য্যসাধনে তৎ-পর হইব। আমার গুহ্যকথা আমি আপনাকে বলিয়াছি, অখণ্ড বিশ্বাসে আপনিও আমার কাছে আপনার মনের কপাট খুলিলেন; আমি কৃতার্থ।

হইলাম। আমি আপনার ক্রীতদাস; ভালই হউক বা মন্দই হউক, তৎসিদ্ধি-কল্পে আমি আপনার আজ্ঞাকারী।"

কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরার রূপসাগরে ঝাঁপ দিবার নিশ্চিত আশা লম্পট রাজকুমারের কল্পনাপথে উদিত হইল; প্রফুল্লবদনে তিনি আজ্ঞাকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি আমার অভীষ্টসাধনকল্পে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিলে?"

রাম্‌সে উত্তর করিল, "আপনার কার্য্যসাধনে আমার দেহ-প্রাণ সমর্পণ।"

আনন্দিত হইয়া রাজকুমার বলিলেন, "আমাদের পরস্পর যুক্তি এতক্ষণে পাকা হইল। কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরার প্রতি আমার অনুরাগ আর তাহাকে প্রতিফল দিবার সঙ্কল্প, তোমার সহায়তায় সেই দুটি কার্য্য সিদ্ধ হইলে আমি আমার অঙ্গীকার পালন করিব। যে দিন তুমি আমার ক্রোড়ে এলিনরকে আনিয়া দিবে, সেই দিন তোমার ক্ষমাপত্রখানি অবশ্যই তোমার হস্তে আসিবে। কল্যই আমি তাহা যোগাড় করিয়া রাখিব, যত শীঘ্র প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে তুমি মুক্ত হইতে পার, তত শীঘ্র আমিও আমার অঙ্গীকারপাশ হইতে মুক্ত হইব।"

আহ্লাদিত হইয়া রাম্‌সে বলিল, "রাজকুমার! পদতলে তৃণ দলিত করিলে তাহা গজাইতে যতটুকু বিলম্ব হয়, কার্য্য সিদ্ধ করিতে আমার ততটুকু বিলম্বও হইবে না; অচিরাৎ পন্থা পরিষ্কার করিয়া দিব।"

স্থূল লবেদায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, টুপীর কিনারা দ্বারা নাক পর্য্যন্ত ঢাকিয়া, রেশমী রুমালে মুখাবরণ করিয়া, প্রিন্সের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ফাঁসীছেঁড়া আসামী কারল্‌টন-প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রাম্‌সে বাহির হইয়া গেল, গৃহদ্বার রুদ্ধ হইল, রাজকুমার আপন মনে উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "গর্ব্বিতা নির্দ্দয়া দুষ্ট এলিনর! এইবার তোকে আমি জব্দ করিব! প্রতিফলের সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে; তুই আমার জন্য মদ ঢালিয়া দিবি, আমি তাহা পান করিব, আমি তোকে আদর করিয়া কোলে লইব; একটা জঘন্য ফাঁসীর আসামীকে যে ভালবাসা দিয়াছিলি, সেই ঘৃণিত ভালবাসা আমি আস্বাদন করিব!"—মহানন্দে হস্তপেষণ করিতে করিতে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "অহো! এই সময় সেই মিগেল্‌স্‌টা ফিরিয়া আসিয়াছে, দুরাচার দুরন্ত দস্যু জো-ওয়ারেন ফিরিয়া আসিয়াছে! তাহারা যদি না আসিত, তাহা হইলে আমি নিষ্কণ্টক সুখের অধিকারী হইতাম। আমার অনুরাগ ও ঘৃণা, ভালবাসা ও বিতৃষ্ণা, কামপ্রবৃত্তি ও প্রতিশোধের ইচ্ছা, এই সকল একত্র! ওরে সুন্দরী এলিনর! তোর উপরেই আমার এই সকল মনোভাব! কিন্তু যতই আমি অমঙ্গলের চিন্তা করি, সে সকল আশঙ্কা আমার উপস্থিত আনন্দের বিরোধী হইতে পারিবে না। মিগেল্‌স্‌টা এখন

ক্ষমতাহীন, সে আমার বিপক্ষে কিছুই করিতে পারিবে না। সেই দলীলগুলা যত দিন তাহার হাতে ছিল, তত দিন সে আমাকে বিষাক্ত সর্পের ন্যায় দংশন করিতে পারিত; এখন তাহার বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার এখনকার দংশন ক্ষুদ্র মশার কামড় মাত্র। আর সেই ঘৃণিত ওয়ারেন—পাপিষ্ঠ ম্যাগ্‌স্‌-ম্যান,—হাঁ, সে লোকটা জানে কি?—সে আমার কি করিতে পারে?—আমার বিরুদ্ধে সে কি কথা বলিতে পারে? তাহার স্ত্রী আমার উপপত্নী!—ওঃ! ইংলণ্ডের সাধারণ প্রজাপুঞ্জ;—তাহাদের ভবিষ্যৎ রাজ্যেশ্বর যাহা যাহা করেন, অন্যলোকে যাহা বলিয়া গল্প করে, তাহা তাহারা বেশ জানে;—আমি তাহাদিগকে তৃণজ্ঞানও করি না, তাহাও তাহারা বেশ জানে।"

এই সকল আলোচনা করিয়া যুবরাজের মনে হইল, বিলাসগৃহে সেই নর্ত্তকী বসিয়া আছে। অচিরেই কাউণ্টেস্‌ ডেস্‌বরাকে আলিঙ্গন করিতে পাইবেন, সেই সুখের কল্পনায় কামশরে বিদ্ধ হইয়া, সেই রূপবতী নর্ত্তকীকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত তিনি দ্রুতপদে আপন বিলাসকক্ষে প্রবেশ করিলেন। অন্তরে প্রেমের প্রবাহ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কথোপকথন

পরদিন অপরাহ্ণ দ্বিতীয় ঘটিকার সময় ডচেস্ ডেভন্সার বার্কলী স্কোয়ারে ডেস্বরার প্রাসাদের সম্মুখে গাড়ী হইতে নামিলেন।

লেডী এলিনর আপন বৈঠকখানায় একাকিনী বসিয়া ছিলেন, লেডী জর্জ্জিয়ানা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রিয়-সম্ভাষণে তাঁহাকে বলিলেন, "এলিনর! একযুগ তোমাকে আমি দেখি নাই, গত চারি পাঁচ দিন তুমি ষ্ট্যাম্ফোর্ড-নিকেতনে কাটাইয়াছ।"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "হাঁ, প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল; কিন্তু প্রিয় জর্জ্জিয়ানা! এক বিষয়ে তোমাকে তিরস্কার করা আমার—"

আমোদের হাসি হাসিয়া ডচেস্ বলিলেন, "হাঁ হাঁ, আমার স্মরণ হইতেছে। সেই চ্যান্সারী লেনে মিস্ প্ল্যাঞ্জিনেটের সঙ্গে—"

বাধা দিয়া কাউণ্টেস্ বলিলেন, "তোমার সেই ভগ্নীটি লর্ড ক্লোরিমেল,—জানো জর্জ্জিয়ানা, সেটা তোমার পক্ষে অন্যায় কার্য্য হইয়াছিল।"

ডচেস্ উত্তর করিলেন, "প্রিয়সখি! তোমাকে ইসারা করিবার অবকাশ পাই নাই; বিশেষতঃ সেই ভয়ঙ্করী লেডী লেডের সাক্ষাতে—"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া তিরস্কারের স্বরে কাউণ্টেস্ বলিলেন, "কে সেই প্ল্যাঞ্জিনেট, তাহা জানিয়াও তুমি আমার কাছে তাহাকে মিস্ প্ল্যাঞ্জিনেট বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলে।"

সরলহৃদয়া বিলাসিনী আমোদিনী ডচেস্ বলিলেন, "হাঁ, সেইরূপ পরিচয় দিয়াছিলাম; লেডী লেড গুহ্যকথা জানে, তখন আমি সেটা জানিতাম না। কার্য্যটা আমার পক্ষে অনুচিত হইয়াছিল, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু আমার কোন মন্দ মতলব ছিল না। তোমাকে আমি আন্তরিক ভালবাসি; তোমার মাথার একগাছি কেশ কেহ স্পর্শ করে, তাহা আমার অসহ্য।"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "হাঁ জর্জ্জিয়ানা! তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিতেছি। সে ক্ষেত্রে যাহা তুমি করিয়াছিলে, তাহাতে আমি রাগ করি নাই; তবে কি জানো, মার্শনেস্ নির্জ্জনে একাকিনী থাকেন, অপরিচিত লোক তাঁহার সম্মুখে গেলে তিনি বিরক্ত হন। সে দিন আমার কেমন কুমতি হইয়াছিল, ছদ্মবেশী

প্ল্যাঞ্জিনেটকে সঙ্গে লইয়া বেলেণ্ডন-নিকেতনে আমি গিয়াছিলাম। ফল কোথায় যায় ?—ঘটনাক্রমে সেইখানে লর্ড ফ্লোরিমেলের চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়িল

হো হো করিয়া হাসিয়া জর্জ্জিয়ানা বলিলেন, "আমার বোধ হয়, মার্শনেস্ সেই ঘটনায় ভয় পাইয়াছিলেন। তুমি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক একজন নায়ককে ছদ্মবেশ পরাইয়া সেইখানে লইয়া গিয়াছিলে, ইহা ত তিনি ভাবেন নাই ?"

এলিনর বলিলেন, "সেরূপ সন্দেহ হয় নাই। কেন না, কি প্রকারে মিস্ প্ল্যাঞ্জিনেট ওরফে লর্ড ফ্লোরিমেল আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন, মার্শনেস্‌কে তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম। চ্যান্‌সারী লেনে বিবি হারবার্ট কয়েদ, তাঁহাকে দেখিবার জন্য সেইখানে আমি গিয়াছিলাম, দৈবাৎ মিস্ প্ল্যাঞ্জিনেট সেইখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে কথাও আমি মার্শনেস্‌কে জানাইয়া রাখিয়াছিলাম।"

ডচেস্ বলিলেন, "লেডী বেলেণ্ডন নির্জ্জনে থাকেন অথচ প্রকৃত খ্রীষ্টানের ন্যায় সততা দেখান, তিনি ত সেই ঘটনাটা অন্যলোকের কাছে গল্প করিবেন না ?"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "কখনই না। তিনি অতিশয় ভয় পাইয়াছিলেন। তাঁহার নিজ বাটীতে তাঁহার নিজের বসিবার ঘরে ঐ অদ্ভুত ঘটনা হইল, সে কথাটা তিনি যথাসাধ্য গোপন করিয়া রাখিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রোজ ফষ্টারনামিকা একটি সুন্দরী যুবতী এক্ষণে তাঁহার বাড়ীতে বাস করিতেছে, সেই যুবতী হঠাৎ সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। ইতিপূর্ব্বে কোন গতিকে কোন স্থানে সেই যুবতী লর্ড ফ্লোরিমেলের কবলে পড়িয়াছিল; লর্ড ফ্লোরিমেলকে সেই ঘরে দেখিবামাত্র চিনিয়া ফেলিল; মেয়েমানুষের পোষাক পরা থাকিলেও মুখ দেখিয়া স্পষ্ট চিনিবার ব্যাঘাত হয় নাই; রোজ ফষ্টার আতঙ্কে লর্ড ফ্লোরিমেলের নামটা প্রকাশ করিয়া দেয়; লর্ড ফ্লোরিমেল সঙ্কটে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে পলায়ন করিবার জন্য ছুটিয়া বাহির হন; সিঁড়িতে নামিবার অগ্রে একটা ফুল-দানে হোঁচট খাইয়া তিনি সজোরে সটান পড়িয়া গেলেন; পড়িয়াই অজ্ঞান। আমরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া আর একটা ঘরে লইয়া যাই, সেখানে সম্ভবমত সেবা-যত্ন করিয়া তাঁহাকে একটু সুস্থ করি; তাঁহার অল্প অল্প চৈতন্য হয়, কিন্তু সে চৈতন্য বেশীক্ষণ ছিল না। আমরা দেখিলাম, আঘাতটা গুরুতর নয়; প্রাণ যাইবার ভয় নাই; তাহা দেখিয়াই আমাদের ভরসা হইল।"

ডচেস্ ডেভন্‌শার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বোধ করি, তখন তোমরা ভাবিতে লাগিলে, তাঁহাকে লইয়া কি করা কর্ত্তব্য ?"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "ঠিক তাই। তাহাই আমরা ভাবিতে লাগিলাম। মার্শনেস্ বিবেচনা করিলেন, সে অবস্থায় ফ্লোরিমেলকে বাড়ীতে রাখিলে একটা ঢলাঢলি হইবে। আমি পরামর্শ দিলাম, অবিলম্বে তাঁহাকে তাঁহার নিজ বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। আমার পরামর্শ গ্রাহ্য হইল। কিন্তু কি প্রকারে পাঠান যায় ? আমি যদি আমার গাড়ী করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাই, তাহাতেও কলঙ্ক রটিতে পারে; মার্শনেস্ যদি তাঁহার নিজের গাড়ী করিয়া পাঠান, অবশ্যই তাঁহার চাকরেরা সঙ্গে যাইবে, পিকাডিলি পল্লীতে পৌঁছাইয়া তাহারা দেখিয়া আসিবে, কাহার বাড়ী, লোকটা কে ? সেটাও কলঙ্কের কথা।"

ডচেস্ বলিলেন, "হাঁ। বড় গোলমালের কথাই বটে, শেষে তোমরা কি পরামর্শ স্থির করিলে ?"

লেডী ডেসবরা বলিলেন, "মার্শনেস্ তাঁহার ভৃত্যগণকে বুঝাইয়া বলিলেন, ঐ ভদ্রলোকটি কৌতুক করিবার জন্য নারীবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে এখান হইতে স্থানান্তর করিতে হইবে, এইরূপ তাঁহার সঙ্কল্প হইল, আমাকে বলিলেন, 'তুমি বাড়ী যাও, যাহা করিতে হয়, আমি নিজেই ব্যবস্থা করিব।' আমি বাড়ী চলিয়া আসিলাম। পরদিন আবার সেইখানে গিয়া দেখিলাম, মার্শনেস্ বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া প্রফুল্লমুখে বসিয়া আছেন। শুনিলাম, মার্শনেসের নিজের ডাক্তারের বাড়ীতে ফ্লোরিমেলকে প্রেরণ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনি কোথায় আছেন, কোথায় গিয়াছেন, তাঁহার কি হইয়াছে, তাঁহার নিজ বাড়ীর চাকরেরা কিছুই সংবাদ পাইল না।"

ডচেস্ বলিলেন, "বেশ বুদ্ধির কাজ হইয়াছে। বোধ হয়, তুমি জ্ঞাত আছ, লর্ড ফ্লোরিমেল কিছু দিনের জন্য রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রতীরে হাওয়া খাইতে গিয়াছেন।"

এলিনর বলিলেন, "না,—সে কথা আমি শুনি নাই। কেবল এইমাত্র শুনিয়াছি যে, সেই দুর্ঘটনার পর তিনি আরাম হইলে ডাক্তারেরা তাঁহাকে হাওয়া বদলাইবার জন্য অন্য কোন স্থানে যাইবার পরামর্শ দিয়াছেন।"

ডচেস্ বলিলেন, "লর্ড ফ্লোরিমেল ডোবার হইতে আমাকে এক পত্র লিখিয়াছেন, তৎপাঠে আমি অবগত হইয়াছি, সামান্য একটা আঘাত লাগিয়াছিল, আরাম হইয়াছে, কিন্তু দুর্ব্বল আছেন, বলাধানের নিমিত্ত ডাক্তারের উপদেশে তাঁহাকে সমুদ্রতীরে যাইতে হইয়াছে।"—এই কথা বলিয়া একটু

হাসিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইতিমধ্যে, কি মার্শমেসের সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছে?"

এলিনর উত্তর করিলেন, "না,—তিনি এখন লণ্ডনে নাই; তাঁহার মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার দিন আগতপ্রায়, তজ্জন্য তাঁহার পক্ষে আবশ্যকমত সাক্ষী যোগাড় করিতে মফস্বলের জমিদারীতে গিয়াছেন।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া হাস্য করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইচ্ছাপূর্ব্বক দুষ্টতা করিয়া লর্ড ক্লোরিমেলের সম্বন্ধে অযথা কথা বলিয়াছিলে, সে জন্য আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করিব।"

মৃদু হাস্য করিয়া ডচেস্ বলিলেন, "সে কথা সামান্য, ভাগ্যবলে আমাদের গেব্রিলকে লইয়া তুমি তোমার নূতন খরিদা বাড়ীতে যে রঙ্গ কর, তাহা আমি দেখিয়াছি, তাহার সহিত তুলনায় আমার সে কার্য্যটা কিছুই নয়।"

বিস্ময়প্রকাশ করিয়া লেডী ডেস্‌বরা বলিলেন, "কি! তুমি কি ষ্ট্যাম্ফোর্ড-প্রাসাদের কথা বলিতেছ? কৈ, তুমি সেখানে গিয়াছিলে, ইহা ত আমি শুনি নাই?"

ডচেস্ বলিলেন, "তুমি জানো না, কিন্তু প্রায় দুই মাস হইল, একরাত্রে আমি সেই বাড়ীতে গিয়াছিলাম; আমার সঙ্গে একটি পরম সুন্দর পুরুষ—"

লেডী ডেস্‌বরা বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! এখন আমার একটা কথা মনে পড়িতেছে। তুমিই কি এক রাত্রে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের সঙ্গে সেই বাড়ীতে—"

হাস্য করিয়া ডচেস্ বলিলেন, "হাঁ প্রিয়সখি! যাহা বলিতেছ, তাহাই ঠিক। তোমাকে বিশ্বাস করিতে আমার ভয় নাই। পূর্ব্বেও একবার তোমাকে আমি বলিয়াছিলাম, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের সহিত আমার প্রেমালাপ হইয়াছে; কিন্তু বিবি হারবার্টের প্রতি প্রিন্সের নির্দ্দয় ব্যবহার হওয়া অবধি আর আমি তাঁহার সহিত কোন সংস্রব রাখি না। আচ্ছা, একজন লেডীর সহিত প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স তোমাদের নূতন বাড়ীতে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, এ সংবাদ তুমি কি প্রকারে জানিতে পারিয়াছ?"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "আমি এবং আমার স্বামী যে দিন সেই বাড়ী প্রথম দেখিতে যাই, সেই দিন সেই বাড়ীর রক্ষক বৃদ্ধ-দম্পতি আমাদিগকে চিনিয়াছিল। তাহারাই আমাকে বলিয়াছে, যুবরাজ একরাত্রে একটি সুন্দরী রমণীকে লইয়া সেই বাড়ীতে বিহার করিয়াছিলেন।"

হাস্য করিয়া, নিকটস্থ দর্পণের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডচেস্ বলিলেন, "সেই বৃদ্ধ-দম্পতির কাছে আমি বড় বাধিত রহিলাম।"—কথা বলিতে বলিতে একটু

উদ্বেগ আনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আমি, সে পরিচয় তাহারা জানিতে পারে নাই ?"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "না,—তাহা তাহারা একটুও সন্দেহ করিতে পারে নাই ; কিন্তু তুমি কোন্ সাহসে তাদৃশ কঠিন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে ?"

ডচেস্ বলিলেন, "সে ইতিহাস বড় আশ্চর্য্য। ছদ্মবেশী লর্ড ফ্লোরিমেলের সহিত তোমার রসরঙ্গ অপেক্ষাও সে ঘটনা অধিক কৌতুকাবহ।—সে কথা একটু পরে বলিতেছি। ষ্ট্যাম্ফোর্ড-প্রাসাদে ভূতের দৌরাত্ম্য হয়, বাড়ীর চৌকী-দার বৃদ্ধ-দম্পতি সে কথা তোমাকে কিছু বলিয়াছে কি না ? যুবরাজের সহিত আমি যে রাত্রে তথায় গিয়াছিলাম, সেই রাত্রে ভূতের উপদ্রব হইয়াছিল।"

হাস্য করিয়া কাউণ্টেস্ বলিলেন, "ভূত ?—না, তেমন গল্প শ্রবণ করা কখনও আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। বৃদ্ধ ব্রায়েন্ একদিন আমার স্বামীর সাক্ষাতে সেইরূপ গল্প আরম্ভ করিয়াছিল, আমি সেইখানে উপস্থিত ছিলাম। আরল্ সে গল্প শুনিতে না চাহিয়া বৃদ্ধকে বলিয়াছিলেন, ও রকম মিথ্যা গল্প এ বাড়ীতে কাহারও কাছে বলিও না।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া আবার লেডী ডেস্‌বরা বলিলেন, "সেই কারণে আশ্চর্য্য ভূতের গল্প আমার শুনা হয় নাই।"

মৃদু হাসিয়া ডচেস্ বলিলেন, "তখন শুনা হয় নাই, এখন আমার মুখে শুনিয়া আনন্দ অনুভব কর। পূর্ব্বে তোমাকে আমি বলিয়াছিলাম, কুমারী অক্টেভিয়ার সঙ্গে প্রিন্সের গুপ্ত-সঙ্ঘটন। একদিন অস্থিরচিত্ত অক্টেভিয়া কারল্‌টন হাউসে উপস্থিত হইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন, পাগলের লক্ষণ প্রকাশ পায় ; যুবরাজ ব্যস্ত হইয়া আমাকে ডাকাইয়া পাঠান ; আমি উপস্থিত হইলে আমাকে তিনি বলেন, 'অক্টেভিয়া পলায়ন করিয়া লোকের কাছে আমাদের রহস্য ব্যক্ত করিতে না পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে।' আমি তদনুসারে অক্টেভিয়াকে আমাদের বকিং-হাম্-সায়ের উদ্যান-বাটিকায় লইয়া রাখি, ডাক্তার ক্লার্জেস্‌কে তাহার চিকিৎসার নিমিত্ত নিযুক্ত করি। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া পরদিন প্রাতঃকালে আমার ঐ উদ্যান-বাটীতে গমন করেন, সমস্ত দিন সেইখানে থাকেন ; সন্ধ্যার পর তাঁহাতে আমাতে লণ্ডনে আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে আলিস্‌বরী পল্লীতে ষ্ট্যাম্ফোর্ড-প্রাসাদের অদূরে আমাদের গাড়ীখানা ভাঙ্গিয়া যায় ; সে সময়ে পদব্রজে আমরা কোথায় যাই, ভাবিতেছি, এমন সময় পন্থাবাহী একজন কৃষক প্রিন্সকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া বলিল, সম্মুখস্থ ঐ ষ্ট্যাম্ফোর্ড-প্রাসাদখানি পড়িয়া আছে, একজন বৃদ্ধ ও তাহার স্ত্রী সেই বাড়ী চৌকী দেয়, যুবরাজ তাহাদিগকে

বলিলেই তাহারা স্বচ্ছন্দে নিশাযাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। যেখানে গাড়ী ভাঙ্গিয়াছিল, সে স্থান হইতে ষ্ট্যাফোর্ড-প্রাসাদ অতি অল্পমাত্র দূর; অক্লেশে আমরা সেখানে হাঁটিয়া যাইতে পারিব, ইহাই স্থির করিলাম। যুবরাজের চাকরেরা ভগ্ন গাড়ীখানা আলিস্‌বরীর আড়গোড়ায় মেরামত করিতে লইয়া গেল। আমরা ষ্ট্যাফোর্ড-নিবাসের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। বৃদ্ধ ব্রায়েন্ ও তাহার পত্নী বিনা আপত্তিতে আমাদের অনুরোধে সম্মত হইল, আমরা একটি সুন্দর কক্ষ মনোনীত করিলাম, ঘটনাক্রমে মিষ্টার পেজ্ নামক এক ব্যক্তি কোন বিষয়কার্য্যোপলক্ষে সস্ত্রীক সেই বাড়ীতে তখন উপস্থিত ছিল; প্রিন্সের সহিত সেই পেজের একটু একটু জানাশুনা ছিল, প্রিন্স তাহাকে গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, পেজ্ অনেক কথা কহিয়া, সব কথার উত্তর দিয়া, শেষকালে বলিল, 'গতরাত্রে আমরা স্ত্রীপুরুষে ঘরে শুইয়াছিলাম, সেই ঘরে ভূত আসিয়াছিল।' ভূতটা কে?—সেই আলিস্‌বরীর জুয়াচোর ব্যাঙ্কার—যাহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে—সেই ফিলিপ রাম্‌সে।"

ডেস্‌বরার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, মুখখানি শ্বেতবর্ণ হইয়া গেল, বুকের ভিতর ধড়্‌ফড়্ করিতে লাগিল, কি যেন বলিবেন, কথা যেন জিহ্বাগ্রে আসিয়াছিল, আতঙ্কে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া লেডী ডেস্‌বরার হস্তধারণ পূর্ব্বক ডচেস্ ডেভন্‌সার কাতরবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল এলিনর? অমন করিতেছ কেন? কি অসুখ তোমার হইয়াছে?—কি অসুখ?"

মানসিক যন্ত্রণায় দগ্ধীভূত হইয়া, পূর্ব্বকথা-স্মরণে আরও অধিক কাতরা হইয়া, অর্দ্ধস্ফুট-বচনে লেডী ডেস্‌বরা বলিলেন, "কিছুই নয়—কিছুই নয়, সামান্য একটু অসুখ হইয়াছিল, তাহা সারিয়া গিয়াছে।" আমতা আমতা করিয়া এই কটি কথা বলিয়া, কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত-কলেবরে, কম্পিতকণ্ঠে তিনি আদেশ করিলেন, "বলিয়া যাও জর্জ্জিয়ানা,—যাহা বলিতেছিলে, বলিয়া যাও।"

ডচেস্ বলিলেন, "এলিনর! তুমি এমন ভয় পাইলে কেন? তুমি ক্ষুদ্র বালিকা নও, ভূতের গল্প শুনিয়া ভয় পাইবে, এমনও বিবেচনা হয় না, তবে কেন তোমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে?—বল—বল আমাকে—কি জন্য—"

ডচেসের বক্ষের উপর মাথা রাখিয়া, মানসিক যন্ত্রণায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাউণ্টেস্ বলিয়া উঠিলেন, "প্রিয়সখি! বড় অসুখী আমি—বড় অসুখী!"

স্নেহসূচক কোমল প্রবোধবাক্যে সদাশয়া ডচেস্ বলিতে লাগিলেন, "এলিনর! শান্ত হও,—ভয়ঙ্কর চিত্তচাঞ্চল্য দূর কর, তোমার চক্ষে জল দেখিয়া

আমার হৃদয় বিগলিত হইতেছে, আমি তোমাকে সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসি, তুমিও আমাকে সহোদরা ভগ্নী বলিয়া স্নেহ কর, মিনতি করি, অত কাতরা হইও না ;—ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য ধর -"

সখীকে আলিঙ্গন করিয়া নেত্রজল উন্মোচন পূর্ব্বক, আলিঙ্গন ছাড়াইয়া লেডী ডেস্‌বরা অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "জানি আমি—জানি সব ; প্রিয়সখি ! বড় অসুখী আমি—বড় অভাগিনী ! হাঁ, সময় আসিয়াছে—দৈববশাৎ তাহা প্রকাশ হইয়াছে—অবস্থাই তাহা বলিয়া দিয়াছে !—এখন আমি তোমার কাছে গুপ্তকথা ব্যক্ত করিব।"

সমবেদনায় ও দুর্জ্জয় কৌতূহলে ডচেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ! কয়েক মাস পূর্ব্বে যে অদ্ভুত ঘটনা তুমি আমার কাছে প্রকাশ করিয়াছিলে, তাহার অতিরিক্ত আরও অধিক গুহ্যকথা কি তোমার হৃদয়ে লুক্কায়িত আছে ?"

যাতনায় তীব্রস্বরে কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা বলিলেন, "আছে প্রিয়সখি ! আরও ভয়ঙ্কর গুহ্যকথা নিরন্তর আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ করিতেছে। আগে তোমার আরব্ধ কাহিনী সমাপ্ত কর, তাহার পর আমার দুঃখের কথা তোমার কর্ণে পরিবর্ষণ করিব।"

জর্জ্জিয়ানা বলিলেন, "যাহা তুমি শুনিতে চাহিতেছ, তাহা অপেক্ষা তোমার অধিক দুঃখের কথা তোমার মুখে শুনিতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিতেছে। যাহা শুনিলে তোমার যন্ত্রণা বাড়ে, যাহা অপ্রিয়, যাহা অসার, আমার মুখে তাহা শুনিবার জন্য তোমার এত আকিঞ্চন কেন ?"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "বিশেষ কারণ আছে। যাহা তুমি বলিতেছিলে, শেষ পর্য্যন্ত তাহা তুমি বল, একটি কথাও তুমি বাদ দিও না,—একটুও সংক্ষেপ করিও না,—আগাগোড়া খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া বল। সেইগুলি শুনিলে আমার প্রকৃত মনোভাব কি, কেন তাহা শুনিবার জন্য আমার এত আকিঞ্চন, তাহা তুমি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে।"

ষ্ট্যাম্ফোর্ড-প্রাসাদে প্রিন্সের সহিত নিশাযাপনের গুহ্যকথার সঙ্গে কাউণ্টেসের যন্ত্রনার কি সংস্রব, তাহা কিছুমাত্র অনুভব করিতে না পারিয়াও ডচেস্ ডেভন্‌সার ধীরে ধীরে বলিলেন, "আচ্ছা, তবে তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই হউক ;—আমার গল্পটা আমি বলি।"

যদিও কাউণ্টেসের তখন গাত্রকম্প থামে নাই, মুখের বিবর্ণতা ঘুচে নাই, যদিও ঘন ঘন চাপা চাপা নিশ্বাস পড়িতেছিল, তথাপি পূর্ব্বাপেক্ষা তখন তিনি একটু শান্ত।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

—-:*:—

ষ্ট্যাফোর্ড-প্রাসাদের শয়নকক্ষ

ডচেস্ ডেভন্‌সায়ার বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়সখী এলিনর! তোমাকে আমি বলিয়াছি, ষ্ট্যাফোর্ড-নিকেতনে আমরা এক রাত্রে মিষ্টার পেজ্ নামক এক ব্যক্তিকে তাহার স্ত্রীর সহিত একত্রে দেখিয়াছিলাম। কয়েক মাস পূর্ব্বে ফিলিপ রাম্‌সে নামক আলিসবরী নগরের একজন ব্যাঙ্কার নানা অপরাধে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হয়, নিউগেট্ কারাগারের সম্মুখে তাহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে; ঐ পেজ্-দম্পতি সেই রাম্‌সের প্রেতমূর্ত্তি দেখিয়াছিল। আমি সে গল্পে বিশ্বাস করি নাই, প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌সও বিশ্বাস করেন নাই। যাহার নাম পেজ্, সে লোকটি বড় বাচাল; সে নিজে যাহা বলে, সকলে তাহা শ্রবণ করুক, এইরূপ তাহার ইচ্ছা; নিজের কথাই তাহাকে ভাল লাগে, অপরে কোন কথা বলে কিংবা তাহার কথায় বাধা দেয়, সেটা সে ভালবাসে না; কি রকম ভূত সে দেখিয়াছে, ভূতের আকার কিরূপ, ভূতের চেহারা কিরূপ, আমাদের কাছে একটি একটি করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। কথায় কথায় জোর দিয়া দিয়া বলিল, 'ঠিক রাম্‌সে, ঠিক্ রাম্‌সে।' স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার অভিপ্রায়ে সে যেন চিত্রকরের ন্যায় ফিলিপ রাম্‌সের মুখের চেহারা বর্ণনা করিয়াছিল। রাম্‌সের বিচারের সময় ঐ পেজ্ ফরিয়াদীপক্ষে একজন সাক্ষী ছিল, তাহার জেরাতেই সেই মোকদ্দমা রুজু হইয়াছিল,, অতএব রাম্‌সের চেহারাখানা সে ভাল রকমেই চিনিত। খবরের কাগজে ছাপা হইয়াছিল, রাম্‌সে পরমসুন্দর যুবা পুরুষ, বয়স ২৮ বৎসর, গ্রীক-দিগের ন্যায় মুখের চেহারা; তোমার অঙ্গবর্ণ অপেক্ষা কিছু মলিন।"

ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, "বলিয়া যাও, বলিয়া যাও।"

ডচেস্ বলিতে লাগিলেন, "যে পেজের কথা আমি বলিতেছি, সে কেবল রাম্‌সের চেহারা বর্ণন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহার একখানা ছবিও আমায় দেখাইয়াছিল।"

জর্জ্জ উড্‌ফল যে ছবিখানা চিত্র করিয়া আরল্ ডেস্‌বরাকে দেখাইয়াছিল, যে ছবি দেখিয়া তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে লোকটার প্রকৃত নাম জানিতে পারিয়াছিলেন, গষ্টেভস্ ওয়েকফিল্ড নামে পরিচয় দিয়া ফিলিপ রাম্‌সে তাঁহাদের

বাড়ীতে অতিথি হইয়া লেডীর প্রেমপাত্র হইয়াছিল, বিদ্যুদ্গতিতে সেই সকল কথা স্মরণ হওয়াতে কাউণ্টেস্ ডেস্বরা চমকিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,"ছবি ?"

ডচেস্ উত্তর করিলেন, "হাঁ, অবিকল ছবি। যুবরাজের সহিত আমি সেই ছবিখানি ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, মিষ্টার পেজ্ যে প্রকার রূপবর্ণনা করিয়াছিল, তাহাই ঠিক। ওঃ! ফিলিপ রাম্‌সে পরম রূপবান্! এক ব্যক্তি দৈবাৎ ষ্ট্যাম্ফোর্ড-নিকেতনের শয়নকক্ষের একটা গদীর নীচে সেই ছবি পাইয়াছিল, আমার বোধ হয়, রাম্‌সে নিজেই তাহার সেই ছবিখানা লেডী ষ্ট্যাম্ফোর্ডকে দিয়া থাকিবে। কেন না, তুমি অবশ্যই শুনিয়াছ, সেই ফিলিপ রাম্‌সে লেডী ষ্ট্যাম্ফোর্ডের উপপতি ছিল।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া, কটাক্ষে কাউণ্টেসের মুখপানে চাহিয়া লেডী জর্জ্জিয়ানা সচকিতে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি এলিনর ? তোমার মুখের বর্ণ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে কেন ?"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "আমার মুখের দিকে চাহিও না, আমার অন্তরে কি ভাবের উদয় হইতেছে, তাহাও এখন জানিতে চাহিও না, শীঘ্রই সমস্ত কথা তুমি জানিতে পারিবে, যাহা এখন জটিল রহস্য বলিয়া মনে হইতেছে, অচিরেই সে রহস্যভেদ হইয়া যাইবে ; বল, জর্জ্জিয়ানা, বলিয়া যাও ; মিনতি করি, বলিয়া যাও ; তাহার পর কি হইল ?"

ক্ষণকাল তীব্রকটাক্ষে কাউণ্টেসের নয়ন-বদন নিরীক্ষণ করিয়া ডচেস্ বলিতে লাগিলেন, "এইবারে আমি শেষকথাগুলি বলিব। ছবি দেখিলাম, ছবির উপর মন্তব্য প্রকাশ করিলাম, যুবরাজও নিজের মন্তব্য দিলেন, তাহার পর আমরা উভয়ে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। আমাদের বিশ্রামের নিমিত্ত যে কক্ষটি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেটি ভিতরদিকের টানা বারান্দার বামদিকের দ্বিতীয় কক্ষ।"

শেষকথা না শুনিয়াই চঞ্চলস্বরে কাউণ্টেস্ বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! যে ঘরে লেডী ষ্ট্যাম্ফোর্ডের জীবনান্ত হইয়াছিল, সেই ঘর! পার্শ্বে তোষাখানা ; অপর ধারে স্নানাগার।"

ডচেস্ বলিলেন, "ঠিক্ ঠিক, সেই ঘর। যুবরাজের সহিত আমি সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম; মিষ্টার পেজের স্ত্রী আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল, আমাকে কাপড় ছাড়াইবার সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল। তাহার দুঃসাহস ও বাচালতা দেখিয়া আমি তাহাতে রাজী হই নাই, তৎক্ষণাৎ তাহকে বিদায় করিয়া দিয়াছিলাম। কাপড় ছাড়িবার জন্য প্রিন্স তোষাখানায় প্রবেশ করিলেন, আমি শয়নকক্ষে থাকিয়া বিনা সাহায্যে আপনিই বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিলাম। একটু

পরে রাত্রিবাস গাউন পরিধান করিয়া যুবরাজ সেই ঘরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন, শয়ন করিতে যাইতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া আমরা উভয়েই চমকিয়া উঠিলাম। কিসের শব্দ, কান পাতিয়া শুনিলাম, দরজা খোলা শব্দ, স্নানাগারের দরজা খুলিয়া একটা লোক চৌকাঠের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। ও পরমেশ্বর! কি দেখিলাম! আতঙ্কে চীৎকারধ্বনি করিয়া আমি যুবরাজের বক্ষের উপর পতিত হইয়া মুখ-চক্ষু ঢাকিলাম। একবারমাত্র কটাক্ষপাত করিয়াই লোকটাকে আমি চিনিয়াছিলাম,কিছু পূর্ব্বে চিত্রপটে যাহার মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম, আমাদের শয়নকক্ষের সংলগ্ন স্নানাগারের দ্বারে সেই লোক দণ্ডায়মান! বুঝিয়াছ? আমি এবং রাজকুমার উভয়েই চাহিয়া দেখিয়াছিলাম, প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী ফিলিপ রাম্‌সে।"

এই নাম শ্রবণমাত্র পাপিনী লেডী ডেস্‌বরার বক্ষে যেন তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ হইল, মস্তকে যেন দগ্ধ লৌহখণ্ড পতিত হইল, পুতুল যেমন কলে কথা কয়, সেইরূপ গুণ্‌ গুণ্‌ স্বরে তিনি পুনরুক্তি করিলেন, "ঠিক সেই ফৌজদারী আসামী ফিলিপ রাম্‌সে?"

কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া ডচেস্ ডেভনস্যার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই গল্প শুনিয়া তোমার এতদূর কষ্ট হইতেছে কি জন্য? ফিলিপ রাম্‌সের সঙ্গে তোমার জানাশুনা ছিল, ইহা কি সম্ভব? তাহার সঙ্গে কি তোমার সহানুভূতি—"

যেন উন্মাদিনীর ন্যায় লেডী ডেস্‌বরা বলিলেন, "বলিয়া যাও,—বলিয়া যাও! মিনতি করি, বলিয়া যাও। যতক্ষণ তোমার গল্প সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। ওঃ! বার বার তোমাকে মিনতি করিতে তুমি আমাকে বাধ্য করিতেছ, ইহা তোমার পক্ষে নিষ্ঠুরতা,—অতিশয় নিষ্ঠুরতা!"

ডচেস্ বলিলেন, "আমার কথাগুলি তোমার অন্তরে আঘাত করিতেছে, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তোমার কষ্টের কারণ জানিতে না পারি, ততক্ষণ বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কোনরূপ কষ্টকর বিষয়ের উল্লেখ করিব না।"

সাদরে ডচেসের পাণিতল চুম্বন করিয়া কম্পিতকণ্ঠে কাউণ্টেস্ বলিলেন, "ক্ষমা কর; তাড়াতাড়ি কি কথা আমি বলিয়া ফেলিয়াছি, তাহা মনে করিও না। আমার ভাবান্তর দেখিয়া তোমার উৎকণ্ঠা হইতেছে, তাহা ভুলিয়া গিয়া, যাহা বলিতেছিলে, বলিয়া যাও। সে ব্যক্তি সেই ফিলিপ রাম্‌সে, স্নানাগারের চৌকাঠের উপর দাঁড়াইল, তুমিও দেখিলে, রাজপুত্রও দেখিলেন, তাহার পর কি হইল?"

ডচেস্ উত্তর করিলেন, "ইতাগ্রে ছবিতে যে চেহারা দেখিয়াছিলাম, সেই চেহারার আসল মনুষকে সম্মুখে দেখিয়া আমার যেমন বিস্ময় জন্মিয়াছিল, যুবরাজেরও তদ্রূপ বিস্ময়। ক্ষণমাত্রেই কিন্তু উপস্থিত-বুদ্ধিপ্রভাবে যুবরাজ সেই লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি?'—প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া হতভাগা আমাদের পদতলে আসিয়া পতিত হইল; অতি মৃদু-স্বরে আতঙ্কে আতঙ্কে অত্যদ্ভুত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল। সন্দেহক্রমে, সক্রোধে যুবরাজ তাহাকে বারংবার জেরা করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে দৃঢ়তা সহকারে বলিতে লাগিল, 'যথার্থই সেই আমি,—যথার্থই আমি ফিলিপ রাম্‌সে;—লোকে জানিয়াছিল, রাজদণ্ডে আমার প্রাণ গিয়াছে, কিন্তু আমি মরি নাই, প্রতারণা করিয়াও আত্মপরিচয় দিতেছি না, যথার্থই আমি সজীব; রক্ত-মাংসের জীবন-বিশিষ্ট আমি সেই ফিলিপ রাম্‌সে।' লোকটার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, ভয়ে আমার আত্মা কম্পিত হইল, ভাল মন্দ কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না। গোরের ভিতর হইতে লোকটা উঠিয়া আসিয়াছে কিংবা ভূত হইয়া মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, কিছুই আমি অনুভব করিতে পারিলাম না। নড়িতেছে চলিতেছে, নিশ্বাস ফেলিতেছে, কথা কহিতেছে, ব্যাপার বড় দুর্ব্বোধ!"

সর্ব্বপ্রথম রাম্‌সের নামটা শুনিবামাত্র এলিনরের শরীরে যেরূপ কম্প আসিয়াছিল, বদন যেরূপ বিবর্ণ হইয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক কম্পিত হইয়া তিনি যেন হতবুদ্ধি হইলেন, প্রেতের ন্যায় তাঁহার সুন্দর মুখখানি রক্তশূন্য হইল; হস্তে হস্তপেষণ করিয়া সভয়-কম্পিত-কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর! ওঃ! বিষম ভয়ঙ্কর কাণ্ড! বলিয়া যাও,—বলিয়া যাও। লোকটা তোমাদের কাছে সেইরূপ পরিচয় দিল, তাহার পর?"

এত অধিক পরিমাণে ডচেস্ ডেভন্‌সারের বিস্ময় ও কৌতূহল বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা দমন করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। চঞ্চলস্বরে তিনি বলিলেন, "যত শীঘ্র পারি, এই অদ্ভুত গল্প আমি শেষ করিয়া দিতেছি। সেই লোক আমাদিগকে বলিয়াছিল, 'দেহব্যবচ্ছেদের জন্য আমাকে একজন ডাক্তারের হস্তে সমর্পণ করা হয়, ব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বে আমার দেহে সঞ্জীবনী শক্তি ফিরিয়া আইসে, ডাক্তারের বাটী হইতে আমি পলায়ন করি, অনন্তর অন্য একখানি বাড়ীতে আশ্রয় লই,—কোথায় কাহার বাড়ী, সে নাম আমি করিব না। তথায় থাকিতে আমার কেমন কৌতূহল হইয়াছিল, যে বাড়ীতে সার্ রিচার্ড ষ্টাম্ফোর্ডের আত্মঘাতিনী স্ত্রীর সহিত আমার গুপ্তপ্রণয় সঙ্ঘটিত হয়, আর একবার সে বাড়ীখানি দেখিবার ইচ্ছা বলবতী

হইয়া উঠে ; এই বাড়ীতে আসি, লাইব্রেরী-ঘরে লুকাইয়া থাকি, মিষ্টার পেজ্ ও তাহার স্ত্রী আমাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গোলমাল বাধাইয়া দেয়। আমি তখন যাই কোথা ?—লেডী ষ্ট্যাফোর্ড যে ঘরে আত্মবিনাশ করিয়াছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া শয্যাতলে লুকাই, বাড়ীর মধ্যে মহা গোলমাল হওয়াতে তথা হইতে বাহির হইয়া স্নানাগারে লুকাইয়া ছিলাম। গোলমাল থামিয়া গেলে, তথা হইতে পলায়ন করিব, ইহাই আমার মনে ছিল। যে বাড়ীতে একজন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে, ভৌতিক ভয়ে সে বাড়ীর উপরের কোন ঘরে বাড়ীর কেহ আসিবে না, ইহাই আমি ভাবিয়াছিলাম, তাহার পর আপনারা যখন মিষ্টার পেজের সঙ্গে এই ঘরে প্রবেশ করিলেন, সমস্ত রজনী আপনারা এই ঘরে থাকিবেন, তাহা যখন জানিলাম, তখন বাহির হইয়া আপনাদের কাছে দয়া ভিক্ষা ভিন্ন আর আমার অন্য উপায় রহিল না। সেই জন্যই দেখা দিয়াছি।' বৃত্তান্ত শুনিয়া যুবরাজ তৎক্ষণাৎ তাহাকে হুকুম দিয়াছিলেন, 'এখনি তুমি এ স্থান হইতে দূর হও।' হুকুম শ্রবণ করিয়া অকস্মাৎ লোকটার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, হিংসাবশে সে তখন বলিয়াছিল, 'আপনাদের সমস্ত কথা আমি উপকর্ণন করিয়াছি। আপনারা যদি আমার প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের সমস্ত লোকে জানিতে পারিবে, ডচেস অব্ ডেভন্‌সায়র ষ্ট্যাফোর্ড-প্রাসাদে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের সহিত নিশাযাপন করিয়াছেন।' লোকটা ঐরূপ ভয়-প্রদর্শন করাতে রাজকুমার কিছু ভয় পাইয়াছিলেন, তাঁহার নিজের জন্য যতটা না হউক, আমার সম্ভ্রমের জন্যই বেশী ভয়। তিনি তখন নম্রভাব ধারণ করিয়া নম্রস্বরে সেই আসামীটাকে বলিয়াছিলেন, 'এখন তুমি চলিয়া যাও, যখন উপযুক্ত সময় আসিবে, সাধারণের মনে যখন উপস্থিত হাঙ্গামার প্রবল তরঙ্গ কমিয়া যাইবে, সমস্ত গোলযোগ যখন থামিবে, সেই সময় আমি উপযুক্ত বিচার-সভায় অনুরোধ করিয়া তোমাকে বিনা দণ্ডে ক্ষমা করাইবার চেষ্টা করিব।' রামুস সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সেই রাত্রে সেই বাটী হইতে প্রস্থান করিয়াছিল। প্রস্থানকালে কেহই তাহাকে দেখিতে পায় নাই। পরদিন প্রাতঃকালে পেজ্ ও তাহার স্ত্রীর সহিত কথোপকথনে আমি জানিতে পারি, রাত্রিকালে আমাদের শয়নকক্ষে কি কি ঘটনা হইয়াছিল, মিষ্টার পেজ্ বা তাহার স্ত্রী তৎসম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করে নাই। প্রভাতে রাজকুমারের গাড়ী আনিবার জন্য রাত্রিকালে হুকুম দেওয়া ছিল, গাড়ী আসিল, আমরা যথাসময়ে প্রস্থান করিলাম।"

বহুক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ। কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। রামু-

সের সঙ্গে তাঁহার গুপ্ত-প্রণয়, সে কথাটা ডচেসের নিকটে প্রকাশ করিবেন কি গোপন রাখিবেন, মনে মনে তাহারই আন্দোলন। মনে মনে বিচার করিলেন, ডচেস্ জর্জ্জিয়ানা যখন তাঁহার সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী, তখন তাঁহার কাছে সে কথা প্রকাশ করা দোষের হইবে না, প্রকাশ করাতে বরং অন্তরের অনেকটা ভার-লাঘব হইবে। ইহা স্থির করিয়া আর অধিকক্ষণ তিনি ইতস্ততঃ করিলেন না; জর্জ্জিয়ানার হাত দুখানি ধারণ করিয়া, ক্ষণকাল তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার নিজের বদনে যন্ত্রণার সহিত লজ্জার যুদ্ধ,—অহঙ্কারের সহিত নৈরাশ্যের যুদ্ধ, মুখমণ্ডলে বাস্তবিক ঐ দুই ভাব একত্র। পরিশেষে তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কম্পিতস্বরে বলিলেন, "জর্জ্জিয়ানা! তোমার কাছে আমি একটি গুহ্য সত্য প্রকাশ করি। যখন তাহা তুমি শুনিবে, তখন তুমি অবশ্যই আমার প্রতি দয়াপ্রকাশ করিবে। ফিলিপ রাম্‌সে আমাদের এই বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল, আম—আমি তাহার হস্তে লজ্জা বিসর্জ্জন—জর্জ্জিয়ানা! বুঝিয়াছ আমার কথার ভাব?"

কথা বলিতে বলিতে অসতী এলিনরের ভ্রূযুগল বিকুঞ্চিত হইল, অধরোষ্ঠ কম্পিত হইল, বক্ষঃস্থল ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল; ঐ তিন লক্ষণেই মানসিক যন্ত্রণার বিকাশ।

কাউণ্টেসের মুখে ঐরূপ কথা শুনিতে হইবে, লেডী জর্জ্জিয়ানা তাহা একবারও ভাবেন নাই; শ্রবণ করিয়া বিস্ময়করবোধে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "অসম্ভব! অসম্ভব!"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "অসম্ভব নয়,—সম্ভব! ঘটিয়াছে!—যাহা বলিলাম, তাহা সত্য!—সর্ব্বাপেক্ষা অমঙ্গল—দশসহস্রগুণে অমঙ্গল,—আমার স্বামী সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা আদ্যোপান্ত অবগত হইয়াছেন!"

বাহুপাশে কাউণ্টেসের কণ্ঠবেষ্টন পূর্ব্বক করুণহৃদয়া জর্জ্জিয়ানা কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "অভাগিনী এলিনর!" সে ক্ষেত্রে যাহা যাহা বলিয়া প্রবোধ দিতে হয়, সেই সকল কথা বলিয়া তিনি অভাগিনীকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

ডচেসের বক্ষে মুখ রাখিয়া অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কাউণ্টেস্ গদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিলেন, "জর্জ্জিয়ানা! হাঁ,—তুমি আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইবে না, তাহা আমি জানিতাম, জানিয়াই আমার কলঙ্কের কথা তোমার কাছে প্রকাশ করিয়াছি। পাপকর্ম্ম করিয়া এখন আমি অনুতাপ করিতেছি। যাঁহার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, তাহা তুমি জানো। পরি-

ণীত জীবনে যে যাতনা আমি সহ্য করি, তাহাও তোমাকে বলিয়াছি। পতি বিদ্যমানে দারুণ বিরহযন্ত্রণা! দুর্দ্দম রিপুর বিষম তাড়না! লোকটা সেই সময় আমাদিগের বাড়ীতে আইসে, নাম ভাঁড়াইয়া আমাদের অতিথি হয়, প্রায় সর্ব্বক্ষণ আমরা উভয়েই একসঙ্গে থাকিতাম, রূপ দেখিয়া না হউক, বাসনা-বেগে তাহাকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে আমি প্রেমদান করিয়াছিলাম। হায় হায়! অল্প দিনের মধ্যেই আমার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। একজন চিত্রকর একখানা ছবি আনিয়া আমার স্বামীকে দেখায়; আমার স্বামী সেই চিত্রকরের একজন প্রধান মুরুব্বী; ছবিখানা ভাল বলিয়া আমাকে দেখাইবার নিমিত্ত স্বামী আমাকে ডাকিয়া পাঠান, আমি উপস্থিত হইয়া সেই ছবি দেখিয়া কাঁপিয়া উঠি, ছবির নীচে লেখা ছিল,—"ফিলিপ রাম্‌সে। যাহাকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, তাহার চেহারার সহিত সেই ছবির অপরূপ সাদৃশ্য। লোকটা মিথ্যা নাম বলিয়াছিল, সেই সময় ধরা পড়িল। আমার জ্ঞানবুদ্ধি হরিয়া গেল! সেইখানে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর আরল্ বাহাদুর আমার মুখে গুহ্যতত্ত্ব জানিতে পারিলেন, সে সময় যে আমার কি যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা সহ্য করিয়া কি প্রকারে বাঁচিয়া ছিলাম, তাহা আমি জানি না।"

ডচেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর কি হইয়াছিল?"

কাউণ্টেস্ উত্তর করিলেন, "দয়া করিয়া স্বামী আমাকে ক্ষমা করিলেন, ভয় দেখাইয়া রাম্‌সেকে আমেরিকায় চলিয়া যাইবার আদেশ করিলেন।"

ডচেস পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজিও কি তুমি সেই লোকটাকে ভালবাস?"

চমকিতা হইয়া তীব্রকণ্ঠে কাউণ্টেস্ উত্তর করিলেন, "ভালবাসা?— তাহাকে?—ওঃ! তাহাকে আমি মর্ম্মে মর্ম্মে ঘৃণা করি।"

ডচেস্।—লোকটা ইংলণ্ড হইতে চলিয়া যাইবার পর তুমি আর তাহার কোন খবর পাও নাই? সে তোমাকে আর কোন পত্রাদিও লেখে নাই?

কাউণ্টেস্।—পরমেশ্বর ক্ষমা করুন! আমি ভাবিয়াছিলাম, লোকটা মরিয়া গিয়াছে।

ডচেস্।—দোষ ধরিও না;—আর একটা কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। অপর কোন প্রেমিক নাগরকে প্রেমদান করিয়া সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইতে তোমার কি ইচ্ছা হয় নাই?

কাউণ্টেস্।-(আরক্তবদনে মৃদুস্বরে) না, আত্মার নামে আমি শপথ করিতে পারি, স্বীয় সতীত্ব স্মরণ করিয়া সে প্রবৃত্তি আমি পরিত্যাগ করিয়াছি,

ক্ষমা না চাহিতেই স্বামী আমাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, এখন আমি পাতিব্রত্যের ধর্ম্মপালনে ব্রতী। যে দিন তুমি পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া আমাকে লর্ড ক্লোরিমেলের সহিত মিলনের অনুরোধ করিয়াছিলে, সে দিন আমি কিরূপ ক্রোধের বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা কি তোমার মনে পড়ে না ?

ডচেস্।—ষ্টাম্ফোর্ড-নিকেতনে ফিলিপ রাম্‌সে যে দুষ্কার্য্য করিয়াছিল, তাহা অবগত থাকিয়াও তোমার স্বামী সেই ষ্টাম্ফোর্ড-নিকেতন খরিদ করিয়াছেন, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ?

কাউণ্টেস্।—সেই সাঙ্ঘাতিক ঘটনা প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে তিনি সেই বাটীখানি খরিদ করিবার চুক্তি করিয়া অগ্রিম বায়না দিয়া রাখিয়াছিলেন, ঘটনা প্রকাশ হইবার পর তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়, বাড়ীখানা খরিদ করিতে তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, আমিই তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিয়া খরিদ করাইয়াছি।

প্রায় তিন ঘণ্টাকাল এই প্রকারে নানা বিষয়ের তর্ক-বিতর্ক করিয়া ডচেস্ ডেভন্‌সায়র্ কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরোর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

লেডী জর্জ্জিয়ানা বিদায় হইবার দশ মিনিট পরে একজন পেয়াদা আসিয়া কাউণ্টেসের হস্তে একখানা চিঠি দিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। কি ব্যাপার, কাহার চিঠি, কোথা হইতে আসিল, উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্তে ক্ষণকাল মনে মনে তাহা চিন্তা করিয়া কাউণ্টেস্ অবশেষে সেই পত্রের শিরোনামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

ধনুক হইতে হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ শর ছুটিয়া আসিয়া লোকের বক্ষে বিদ্ধ হইলে, লোক যেমন ভূপতিত হইয়া যাতনায় ছট্‌ফট্ করে, হস্তস্থিত পত্রের শিরোনামের অক্ষরগুলি দেখিবামাত্র হস্তাক্ষর চিনিয়া লেডী ডেসবরো সেই প্রকার যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন, পদনখের অগ্রভাগ হইতে মস্তকের কেশাগ্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে লাগিল। বুকের ভিতর ঘোর সংশয়ের অনল জ্বলিয়া উঠিল, অচির অন্তরে চিঠিখানার খাম খুলিয়া ফেলিয়া চঞ্চল-কটাক্ষে তিনি একবারমাত্র নির্ঘণ্ট দর্শন করিলেন। একবারমাত্র কটাক্ষ;—আর না।—তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষে ঝাপ্‌সা লাগিল, বুদ্ধি বিলুপ্ত হইল, মনোবেগে উদ্বেগের স্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হা বিধাতঃ! আমার ভাগ্যে কি ঘটিবে ?"

লণ্ডন-রহস্য

(বড়দলের গুপ্তলীলা)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

———:*:———

পুনর্ম্মিলনে নবভাব।

সেণ্ট জেম্‌স স্কোয়ারে কিং ষ্ট্রীটে লেডী লেডের বাটী। পূর্ব্বপরিচ্ছেদে যে দিনের ঘটনা বর্ণিত হইল, সেই দিন সন্ধ্যার পর বীরাঙ্গনা লেডী লেড ভোজনাগারে বসিয়া আছেন, পার্শ্বে তাঁহার পুরাতন প্রিয় সুহৃদ্ রসিক নাগর মিষ্টার মিগেল্‌স। টেবিলের উপর মদিরাপাত্র ও বিবিধ ফল সুসজ্জিত; কিন্তু তাঁহারা সে সকল বস্তু স্পর্শও করিতেছেন না, দেশ-বিদেশের মনোরঞ্জন গল্পে সময় যাপিত হইতেছে।

বীরাঙ্গনা এখন বিধবা; শোকবস্ত্র-পরিহিতা, সুকুঞ্চিত অলকাবলী উভয় কর্ণের পার্শ্ব দিয়া স্কন্ধোপরি দোদুল্যমান; বর্ত্তমান সময়ে বিধবা বিবিদের পরিচ্ছদে কিছু বিশেষত্ব আছে; জানুর নিম্নদেশ অনাবৃত; স্তনযুগল প্রায় অনাবৃত। কৃষ্ণবসনা বিধবা লেডী লেড অনেকের চক্ষে অধিক সুন্দরী। পুরুষবেশে তাঁহাকে যেরূপ সুন্দর দেখায়, নারীবেশে তত সুন্দরী দেখাইতেছে না বটে, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার পুরুষবেশ দর্শন করেন নাই, অথচ নারীজাতির রূপ দেখিতে ভালবাসেন, তাঁহারা এই বেশে তাঁহাকে দেখিলে অবশ্যই রমণী সৌন্দর্য্যের তারিফ করিয়া মোহিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

মিগেল্‌সের দৈহিক পরিবর্ত্তন বেশী হয় নাই,কেবল বহুদিন জলপথে ভ্রমণে মুখখানি কিছু শুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়াছে মাত্র। লেডী লিটিসিয়া তাঁহার কাছে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছেন। মিষ্টার মিগেল্‌স তৎপূর্ব্ব রজনীতে লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। যত দিন তিনি ইংলণ্ডে ছিলেন না, তত দিনের কি কি ঘটনা, তাহাই তিনি শ্রবণ করিতেছেন। কেনসারের গারদ-বাড়ীতে স্যার্ জন লেডের মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া লেডী লিটিসিয়া হর্ষ-বিষাদে অভিভূতা হইয়াছিলেন, স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির পূর্ণ-অধিকারিণী হওয়াতেই হর্ষ, সঙ্ক-

বতঃ পতিবিয়োগে বিষাদ। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স ইতিমধ্যে মিগেল্‌সের বাসাবাড়ী লুণ্ঠন করিয়া সমস্ত জিনিসপত্র এবং পূর্ব্বকথিত দলীলপত্র হস্তগত করেন কৌশলক্রমে লিটিসিয়া আবার সেই সকল দলিল অপহরণ করিয়াছিলেন যুবরাজকে প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া, ভবিষ্যতে সাবধানে থাকিবার জন্য ভয় দেখাইয়া আসিয়াছেন, আবার সেই সকল দলীল যুবরাজের হাতে পড়িয়াছে। হাস্য করিতে করিতে বীরাঙ্গনা সেই সকল কথাও মিগেল্‌সকে বলিতেছেন।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স মিগেল্‌সকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের দ্বারা তিনি অনেক কষ্ট পাইয়াছেন, বৈরনির্যাতনের বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইয়াছিল, কিন্তু লিটিসিয়ার মুখে যাহা যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে কতকটা সন্দেহ জন্মিল।

লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াই মিষ্টার মিগেল্‌স জারমিন ষ্ট্রীটে তাঁহার সাবেক বাসাতে উপস্থিত হন, বাড়ীওয়ালী পিগেলবরী তাঁহাকে দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা। বাচাল বালকভৃত্য ওয়াম্প ভারী খুসী। পিগেলবরী বলিয়াছিল, তাঁহার জিনিষপত্র তাহার হেঁপাজাতে আছে। লেডী লিটিসিয়া তাঁহার অশ্বগুলি পালনের ও সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উদ্বেগের কোন কারণ নাই

যে বাসাতে গরীব মেল্‌মথ স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া বাস করিত, লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া মিষ্টার মিগেল্‌স সেই বাসায় গিয়া মেল্‌মথের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই ; কুমারী রোজ ফষ্টারের সংবাদ জানিবার জন্য তিনি পেল্‌মেল ষ্ট্রীটে বিবি ব্রেসের পোষাকের দোকানে গিয়াছিলেন, রোজ ফষ্টার কোথায়, কেহই কিছু বলিতে পারে নাই ; রাত্রিকালে লেডী লেডের বাড়ীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ, ভোজের টেবিলে বসিয়া বসিয়া উভয়ে নানা প্রসঙ্গে যেরূপ কথোপকথন, তাহাই উপরিভাগে উক্ত হইল।

লেডী লিটিসিয়ার বক্তব্য শেষ হইলে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্নস্বরে মিষ্টার মিগেল্‌স বলিলেন, "হায় হায়! আমাদের সঞ্চিত আশা বিলীন হইল!"

যতক্ষণ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, ততক্ষণের মধ্যে লেডী লিটিসিয়ার মুখে একবারও হাসি দেখা দেয় নাই, এইবার মৃদু হাস্য করিয়া তিনি বলিলেন, "ভাগ্যের কথা কে বলিবে? তুমিও ডিউক হইতে পারিবে না, ডচেস্ হওয়া আমারও ভাগ্যে নাই।"

তীব্রস্বরে মিগেল্‌স বলিলেন, "দেখিতেছি, এতৎসমস্তই সেই ধূর্ত্ত, বিশ্বাসঘাতক, পাতকী, নরাধম প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের প্রবঞ্চনার ফল।"

লিটিসিয়ার ওষ্ঠপ্রান্তে তখনও সেই মৃদু হাস্য ক্রীড়া করিতেছিল, সকৌতুকে তিনি বলিলেন, "তুমি রাগিয়াছ, কিন্তু আর কি কোনরূপ নূতন আশার উদয় হইতে পারে না? এত নৈরাশ্য অতিক্রম করিয়াও কি তুমি আমাকে ভচেস্ করিতে পারিবে না?"

মিগেল্‌স উত্তর করিলেন, "প্রিয়তমে! তুমি আমার পরম হিতৈষিণী। তোমাকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত যাহা তুমি আমাকে করিতে বল, তাহাতেই আমি প্রস্তুত; কিন্তু এ অবস্থায় আমরা কোন নূতন কৌশল কল্পনা করিতে পারি, আমাদের মেজাজ এখন সেরূপ নয়; আসল কথা,—সেই দুরাচার গ্রিণকে উচিতমত প্রতিফল দিবার উপায় উদ্ভাবন করাই কর্ত্তব্য।"

নম্রবদনে আপন অঙ্গের কৃষ্ণবসনের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া, যেন মোহিনীমূর্ত্তি দেখাইয়া লেডী লিটিসিয়া বলিলেন,"টিম! এখনও তুমি আমাকে একটি নিশ্চিত উপদেশ প্রদান করিতে পার। আমার স্বামী মহৎ লোক ছিলেন, আমি তাঁহার প্রতি যেরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছি, তাহা জানিয়াও তিনি আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার শোকে এক বৎসরকাল আমি এই শোকবস্ত্র ব্যবহার করিব। এক বৎসর অতীত হইলে—"

লেডী লিটিসিয়া এখন স্বাধীনা, ধনবতী, মিগেল্‌সের সৌভাগ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল, ধনবতী লিটিসিয়া এখনও সমভাবে তাঁহার প্রতি প্রেমানুরাগিণী, এই গৌরব স্মরণ করিয়া সাহ্লাদে মিগেল্‌স বলিলেন, "এক বৎসর অতীত হইলে তোমাতে আমাতে একপ্রাণ হইব।"

সকণ্টক মৃণালোপরিস্থ পদ্মফুলের উপর সূর্য্যকর পতিত হইলে যেরূপ শোভা হয়, লিটিসিয়ার আরক্তরাগরঞ্জিত অধরে সেইরূপ শোভা বিকাশ পাইল। ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাস্যরেখা। প্রফুল্লবদনে তিনি বলিলেন, "তোমার মুখে ঐ কথা শ্রবণ করাই আমার বাসনা ছিল। জীবনকালের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যও আমার সেই দয়ালু স্বামীকে আমি সুখী করি নাই, তথাপি তিনি আমাকে আশাধিক ভালবাসিতেন, আশাধিক দয়া প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন; এক বর্ষকাল বৈধব্য-ব্রত পালন করিয়া আমি সেই করুণা-ঋণ পরিশোধ করিব, স্থির করিয়াছি। ইতিমধ্যে তোমাতে আমাতে অকপট বন্ধুত্ব স্থায়ী হইবে। বুঝিয়াছ? ইহাই আমাদের বিবাহের অঙ্গীকার।—কেমন, ইহাই কি ঠিক নয়?"

কথাগুলি বলিতে বলিতে লিটিসিয়ার চক্ষে বিন্দু বিন্দু অশ্রুদৃষ্ট হইল, গোলাপফুলের উপর অল্প অল্প বৃষ্টির জল পতিত হইলে যেমন দেখায়, লিটিসিয়ার আরক্ত বদনে অশ্রুবিন্দুগুলি ঠিক সেইরূপ দেখাইল। ধীরে ধীরে সেই সুন্দর কপোলে করস্পর্শ করিয়া মিগেল্‌স বলিলেন, "সুন্দরি, তাহাই যখন তোমার ইচ্ছা, তখন অবশ্যই সেই ইচ্ছা ফলবতী হইবে।"

এইরূপ প্রেমালাপ করিতে করিতে নিজের চেয়ারখানি সঙ্গিনীর চেয়ারের কাছে একটু সরাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার অধর চুম্বন পূর্ব্বক সাদরে ধীরে ধীরে কপোলদেশে মৃদু মৃদু চপেটাঘাত করিয়া মিগেল্‌স বলিলেন, "প্রিয়তমে! তোমার গুণ আমি ভুলিতে পারিব না। আমি দেশে ছিলাম না, তথাপি আমার প্রতি তোমার প্রেমানুরাগ সমান রহিয়াছে, ইহাই আমার অতুল আনন্দ।"

ঐ সকল বাক্য উচ্চারণ করিবার সময় মিগেল্‌সের মনে মনে সঙ্কল্প, রোজ কষ্টারকে আর তিনি কল্পনাপথে স্থান দান করিবেন না। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘনিশ্বাস।

চমকিতা হইয়া লিটিসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "টিম! তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলে কি জন্য? আমার যাহা অজ্ঞাত, এমন কোন চিন্তা কি তোমার মনে উদিত হইয়াছে?"

মনোভাব গোপন করিবার নিমিত্ত ছল করিয়া মিগেল্‌স উত্তর করিলেন, "কিছুই নয়; ধর্ম্মতঃ আমি সত্য বলিতেছি, কিছুই না। তোমার যাহা অজ্ঞাত, তেমন কোন চিন্তার বিষয় আমার মনে আসিতে পারে না। আমি ভাবিতেছি, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সকে বশ করিবার অস্ত্র আমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে, প্রিন্স এত দিন আমাদের কায়দার ভিতর ছিলেন, এখন সে কায়দা আর নাই। যাহার উপর আমাদের জোর, দলীলী-প্রমাণ ভিন্ন মুখের কথায় কিছুতেই তাহা আমরা সপ্রমাণ করিতে পারিব না।"

লিটিসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি এখন কি করিতে চাও?—অন্য প্রকার চেষ্টায় আমাদের বিশেষ প্রতীকার কিছুই হইবে না। মার্কুইস্ অব্ লেক্ট ক্রইসের দাবীর কথা,—গত রজনীতে সে কথা তোমাকে আমি বলিয়াছি, মাসাধিক পূর্ব্বে মার্কুইসকে আমি তাগাদা করিতে বলিয়াছিলাম, তাগাদাও চলিতেছে, কিন্তু সে ব্যাপারে প্রিন্সের নিকট হইতে একটি শিলিংও আমরা বাহির করিতে পারিব না।"

মিগেল্‌স জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে সম্বন্ধে তুমি যাহা করিয়াছ, তাহার অতিরিক্ত আর কি করিতে পারা যায়?"

লিটিসিয়া উত্তর করিলেন, "ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রচার করিতে মারকুইসকে তুমি পরামর্শ দাও।"

মিগে।—সে পরামর্শ আমি দিতে পারি, কিন্তু তদপেক্ষা আরও অধিক শক্ত প্রতিশোধ লওয়া আমার ইচ্ছা। পরস্পরা সম্বন্ধে নহে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতিশোধ,সেরূপ প্রতিশোধে কোনরূপ ছল পাইয়া প্রিন্স আমাদিগকে দণ্ড দিবার সুবিধা পাইবেন না।

লিটি।—প্রিন্সের সমস্ত গতিক্রিয়ার প্রতি সর্ব্বদা তুমি নজর রাখিতে আরম্ভ কর; কোন না কোন কার্য্যে অবশ্যই আমাদের ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারিবে। ধূর্ত্ত প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স আবার যে আমাদের কায়দায় আসিয়া পড়িবেন না. ইহাই বা কে বলিতে পারে?

মিগে।—বেশ কথা,—উত্তম পরামর্শ। গত রাত্রে তুমি যে কথা বলিয়াছিলে, তদনুসারে আজ প্রাতঃকালে আমি অনুসন্ধান লইয়াছি। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স যে রাজকন্যাটিকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত তাঁহার অদ্ভুত প্রকার চুক্তি হইয়াছে। সাধারণ জনরব এইরূপ। এমন কি, কার্ল্‌টন হাউসের অন্তঃপুর হইতেও সেইরূপ জনরব শ্রুতিগোচর হয়। জনরবটা যে সত্য, তাহার এক বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দৈবযোগে আমার একটি বন্ধুর সহিত অদ্য প্রাতঃকালে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি সঙ্গোপনে চুপি চুপি সেই কথাটা আমাকে বলিয়া গিয়াছেন।

লিটি।— তাহাতে কি ফল?

মিগে।—গত রজনীতে কার্ল্‌টন হাউসে নাচ হইয়াছিল, তিন জন নর্ত্তকী উপস্থিত ছিল। প্রিন্স তাহাদের মধ্যে একজনকে সমস্ত রজনী আপন গৃহে স্থান দিয়াছিলেন। ইহাতেই স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে. যুবরাজ আবার সেই পুরাতন খেলা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

লিটি।—প্রমাণটা মন্দ নয়,আবার আমি বলিতেছি. সর্ব্বদা তুমি যুবরাজের চালচলনের প্রতি দৃষ্টি রাখো। অনেক সন্ধান তুমি জানো। কার্ল্‌টন প্রাসাদে যাহারা সর্ব্বদা গতিবিধি করে, তাহাদের খবর লও। এমন একটা না একটা ঘটনা অবশ্যই ঘটিবে, যাহা নিশ্চয়ই আমাদের উপকারে আসিতে পারিবে।

মিগে।—কৃতকার্য্য হইতে পারিব, এমন বিশ্বাস আমার ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন আইস, খুব বড় গ্লাসের এক গ্লাস মদ আমাকে দাও।

মিগেল্‌স্ নিজেই দুটি গ্লাসে ক্লারেট মদিরা পূর্ণমাত্রায় ঢালিলেন, একটি গ্লাস প্রিয়-সঙ্গিনীর হস্তে দিলেন। গ্লাস হস্তে লইয়া সহাস্যবদনে লিটিসিয়া বলিলেন, "টিম! মদ আমি খাইতাম না, তুমি দিয়াছ, সেই খাতিরেই পান করি।" বাক্যাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই গ্লাসটি উজাড়। টেবিলের উপর শূন্য পাত্র সংস্থাপিত। দ্বিতীয় পাত্রটি মিগেল্‌সের উষ্ণকণ্ঠে বিশোষিত।

মদ্যপান করিয়া মিষ্টার মিগেল্‌স নিজের চুরুটের বাক্সটি লিটিসিয়ার হস্তে অর্পণ করিলেন। হাস্য করিয়া লিটিসিয়া বলিলেন, "এক বৎসর আমি চুরুট খাইব না। পতিবিয়োগে বৈধব্য পালন করিব।" হাস্য করিয়া, ঘড়ী দেখিয়া, চুরুটের বাক্স হস্তে লইয়া মিষ্টার মিগেল্‌স চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি খাইবে না, আমি খাইব, রাত্রি ৮টা বাজিয়াছে, এই সময় আমি একটু বেড়াইব, মস্তকে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাইব, কার্‌লটন হাউসের আশে-পাশে ঘুরিব।"

মিষ্টার মিগেল্‌স টুপীটি মাথায় দিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় লিটিসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রিকালে ভোজনের সময় ফিরিয়া আসিবে ত?"

"নিশ্চয় আসিব। আমার ঐ ছড়িগাছটা জামিন রহিল।" এই বলিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী হইয়া বাহুপাশে বীরাঙ্গনার কণ্ঠবেষ্টন পূর্ব্বক সুস্নিগ্ধ লোহিত ওষ্ঠে একটি চুম্বন করিলেন। কপট-ক্রোধে বিরক্তি জানাইয়া বীরাঙ্গনা বলিলেন, "এ কি! এ সময়ে তোমার এমন ব্যবহার?"

হাস্য করিয়া মিগেল্‌স বলিলেন, "কেন,—তুমি ত বলিয়া রাখিয়াছ, প্রথমে আসিয়াই একটি, আর বিদায়কালে একটা মধুর চুম্বন-দান করিবে?"

হাস্য করিয়া লিটিসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, যে রকমে তুমি সন্তুষ্ট থাকো, তাহাই করিও, এখন শীঘ্র শীঘ্র বিদায় হও, শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আসিও।"

পুনর্ব্বার হাস্য করিয়া মিগেল্‌স জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসিবামাত্র আর একটি চুম্বন পাইব ত?"

মধুর হাসি হাসিয়া বিধবা প্রেমিকা সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "তথাস্তু।"

মিষ্টার মিগেল্‌স গৃহ হইতে বাহির হইলেন, সম্মুখের কক্ষে চুরুট ধরাইয়া ধূম পান করিতে করিতে নিশাভ্রমণে বহির্গত।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

তিমিরাবৃত কুঞ্জবর্ত্মে নবরঙ্গ

যে দিক্ দিয়া গেলে অতি শীঘ্র সেণ্ট জেম্স্ পার্কে উপস্থিত হওয়া যায়, চুরুটের ধূমপান করিতে করিতে সেই রাস্তা ধরিয়া মিষ্টার মিগেল্স্ গজপতি-গতিতে গমন করিতে লাগিলেন। যুবরাজের সম্বন্ধে যাহা করিতে হইবে, মনে মনে সেই কৌশল ঠিক করিয়া উৎসাহানন্দে তাঁহার গতি। অবশেষে এক সুদীর্ঘ বর্ত্মে তিনি প্রবেশ করিলেন, দুই ধারে দীর্ঘ দীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণী; ছায়াময় স্থান বলিয়া সেই স্থানটি সাধারণতঃ কুঞ্জনামে পরিচিত। কার্লটন প্রাসাদের সম্মুখে সেই দীর্ঘ বর্ত্মে তিনি দুই তিনবার উপর্য্যুপরি পরিক্রমণ করিলেন; প্রাসাদের গবাক্ষে গবাক্ষে আলোকরশ্মি প্রতিভাসিত হইতেছে, কক্ষে কক্ষে মনুষ্যকণ্ঠের বাক্যালাপ শ্রুত হইতেছে. মিষ্টার মিগেল্স্ সেই দিকে চক্ষু-কর্ণ স্থির রাখিয়া দর্শন-শ্রবণে সমুৎসুক।

সর্ব্বাঙ্গে লবেদা ঢাকা, মাথার টুপীতে মুখের অর্দ্ধাংশ আবৃত, একজন দীর্ঘাকার পুরুষ অতিদ্রুতবেগে মিগেল্সের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। যদিও ছদ্মবেশ, তথাপি তাহার আকার-প্রকার ও গতিভঙ্গীদর্শনে মিগেল্স্ বুঝিতে পারিলেন, লোকটা তাঁহার অপরিচিত নহে। প্রাসাদের সম্মুখে একটা লণ্ঠনে আলোক জ্বলিতেছিল, সেই আলোতে ঐ ছদ্মমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। মিগেল্স্ যে স্থানে ছিলেন, সে স্থানটা ঘোর অন্ধকার, লোকটা যখন সম্মুখ দিয়া দ্রুত চলিয়া গেল, অন্ধকারে মিগেল্সকে দেখিতে পাইল না, ক্ষণ পরেই সেই লোক অদৃশ্য।

মিগেল্স্ পরিক্রমণ করিতেছিলেন, ক্ষণকাল থামিয়া দাঁড়াইলেন, ওষ্ঠ হইতে চুরুটটা নামাইয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "লোকটা কে? কোথায় তাহাকে দেখিয়াছি?" ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল, আটলাণ্টিক মহাসাগরে "ডায়ানা" জাহাজে ঐ মূর্ত্তি তিনি দেখিয়াছিলেন। হাঁ, সেই বটে, তখন তাঁহার আরও স্মরণ হইল, এই সেই সমুদ্রগামী সদাগর গষ্টেভস্ ওয়েকফিল্ড। বোম্বেটে জাহাজ হইতে জো-ওয়ারেণ ও টিকেন প্রাইসের সঙ্গে ঐ ব্যক্তি 'ডায়ানা' জাহাজে নীত হইয়াছিল।

কাহাকে তিনি একবারও তাহার মুখ দেখিতে পান নাই; লোকটা প্রায় সর্ব্বক্ষণ কেবিনের মধ্যে নির্জ্জনে বাস করিত। কি যে তাহার রহস্য, কি যে তাহার মতলব, তাহা কিছুই বুঝা যায় নাই। এখনও সবেদাবৃত হইয়া মুখ ঢাকিয়া বেড়াইতেছে। আশ্চর্য্য,—ভারী আশ্চর্য্য!

মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া মিষ্টার মিগেল্‌স সেইখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। ফিলিপ রায়সে যে পথ ধরিয়া যে দিকে চলিয়া গিয়াছিল, একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ছদ্মবেশী লোকটা চলিয়া গিয়াছে,আর হয় তো সে দিকে ফিরিয়া আসিবে না, এই ভাবিয়া মিষ্টার মিগেল্‌সের মন অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত। বিলাসিনী বীরাঙ্গনা লিটিসিয়া আর সুন্দরী রোজ ফষ্টার তাঁহার মনোরাজ্য অধিকার করিল। সেই দুটি যুবতীর রূপ তিনি কল্পনার চক্ষে দর্শন করিতেছেন এমন সময় নিকটে মনুষ্যের পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল; যেখানে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, কে যেন সেই দিকে আসিতেছে, এইরূপ তিনি বুঝিলেন; কিন্তু স্থানটা অত্যন্ত অন্ধকার, নিকটে নিকটে বড় বড় বৃক্ষের ছায়া, তাহার উপরে আকাশে মেঘ, একটিও নক্ষত্র দেখা যায় না, সে অন্ধকারে মিষ্টার মিগেল্‌স প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

পদশব্দ শুনা যাইতেছে, কিন্তু মানুষ দেখা যাইতেছে না। মিগেল্‌স ভাবিলেন, সেই লোকটাই হয় ত ফিরিয়া আসিতেছে। কে সে, তাহা তিনি জানেন না, কেবল নাম শুনিয়াছিলেন গষ্টেভস্ ওয়েকফিল্ড।

লোকটা এখানে আসিয়া কি করে, তাহা জানিবার কৌতূহল জন্মিল; একটা বৃক্ষের মূলদেশে একখানা বেঞ্চ পড়িয়া ছিল, গা-ঢাকা হইয়া মিগেল্‌স সেই বেঞ্চের উপর বসিলেন।

সেই অন্ধকারে একটা লোক হন্ হন করিয়া চলিয়া আসিতেছে। কুঞ্জের অপরদিকে অনেক তফাতে তফাতে খুঁটার মাথায় একটা লণ্ঠনে তৈলের আলো; সেই আলোতে যতটুকু দেখিতে পাওয়া সম্ভব, মিষ্টার মিগেল্‌স ততটুকু দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, পূর্ব্বে যে লোকটাকে দেখিয়াছিলেন, সেই বটে। লোকটা দ্রুত চলিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ সেই দ্রুত গতি থামিয়া গেল, লোকটা আপন মনে অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতে আরম্ভ করিল; অস্পষ্ট হইলেও মিগেল্‌স সেই কথাগুলি শুনিতে পাইলেন।

কথাগুলি শুনিয়া মিষ্টার মিগেল্‌স আপনা আপনি মৃদুগুঞ্জনে বলিলেন,"এই

ছদ্মবেশী ওয়েকফিল্ড এখানে অপর একজনের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল, তাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে, সঙ্গে একজন লোকও আছে। ওঃ! উহারা এই দিকেই আসিতেছে।"

কথা ঠিক। দুটি লোক ক্রমে ক্রমে সেই দিকে আসিতে লাগিল। পাছে তাহারা দেখিতে পায়, সেই সন্দেহে মিষ্টার মিগেল্‌স তৎক্ষণাৎ বেঞ্চ হইতে উঠিয়া একটা বৃক্ষের অন্তরালে গিয়া লুকাইলেন। আগন্তুকেরা পূর্ব্বে কথা কহিতেছিল, এই সময় চুপ করিয়া কুঞ্জের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল; মিগেল্‌স একটু পূর্ব্বে যে বেঞ্চে বসিয়াছিলেন, তাহারা আসিয়া সেই বেঞ্চের উপরে বসিল; আবার কথা কহিতে আরম্ভ করিল। মিগেল্‌স জানিতে পারিলেন, ওয়েকফিল্ডের সঙ্গে যে লোকটি আসিয়াছে, সে স্ত্রীলোক।

বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া মিগেল্‌স শুনিলেন, গষ্টেভস্ ওয়েকফিল্ড চুপি চুপি সেই স্ত্রীলোকটিকে বলিল, "তুমি আমার চিঠি পাইয়াছ, চিঠির সর্ত্তমতে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছ।"

মানসিক যন্ত্রণায় বিকম্পিত ও মৃদুকণ্ঠে স্ত্রীলোকটি বলিলেন, "হাঁ, তোমার চিঠি আমি পাইয়াছি, যেখানে দেখা করিতে লিখিয়াছিলে, সেইখানে আসিয়া দেখা করিয়াছি; কিন্তু কেন তুমি আমার সহিত দেখা করিতে চাও? তোমার জন্য আমি বিস্তর যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি, তাহা কি তুমি জানো না?"

পাঠক মহাশয় বুঝিয়া লইবেন, যে লোকটাকে গষ্টেভস ওয়েকফিল্ড বলা হইতেছে, বাস্তবিক সে লোকটা সেই ফাঁসীছেঁড়া আসামী ফিলিপ রাম্‌সে আর সেই স্ত্রীলোকটি আপনাদের পূর্ব্বপরিচিতা কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা।

রাম্‌সে উত্তর করিল, "তবে কি তোমাতে আমাতে সকল সম্পর্ক ঘুচিয়া গিয়াছে? পূর্ব্বে তুমি আমাকে যত ভালবাসিতে, এখন আমাকে তত ঘৃণা কর, ইহাই কি আমাকে বুঝিতে হইবে?"

কাউণ্টেস্ উত্তর করিলেন, "তোমার সহিত সঙ্ঘটনে আমার যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তজ্জন্য আমি এখন অনুতাপ করিতেছি। আমি মনের সুখে থাকিতে পারি, এমন যদি তোমার অভিলাষ হয়, তবে আজিকার এই সাক্ষাৎ-সন্দর্শনে তোমার যাহা কিছু বলিবার আছে, যত দূর সম্ভব, তত শীঘ্র শীঘ্র সংক্ষেপে তাহা শেষ করিয়া লও।"

কর্কশস্বরে রাম্‌সে বলিল, "আমার প্রতি তোমার মনের ভাব যে প্রকার, তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া গেল! ওঃ! কি পরিবর্ত্তন! তুমি সাধ করিয়া

আমাকে তখন ভালবাসিয়াছিলে, সেই কাউণ্টেস্ ডেস্বরা তুমি, এখন আমার প্রতি তোমার—"

শশব্যস্তে বাধা দিয়া কাউণ্টেস্ ডেস্বরা গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "চুপ চুপ! খবরদার! আমার নাম মুখে আনিও না, এই অন্ধকার কুঞ্জপথে কে কোথা দিয়া আসিয়া আমাদের এই সকল কথা গোপনে থাকিয়া শুনিতে পাইবে, আমাদের—"

রাম্‌সে বলিল, "সে ভয় নাই, কেহ কিছু শুনিতে পাইবে না। যদি কেহ আইসে, দূর হইতে পদশব্দ শুনিতে পাইলেই আমরা সতর্ক হইব। আমরা চুপি চুপি কথা কহিতেছি, দূরে থাকিয়া কেহ কিছু শুনিবে, তাহা অসম্ভব। আমি বলিতেছিলাম, আমাকে ভালবাসিয়া যে রমণী আপন স্বামী, আপন গৃহ, আপন পদমর্য্যাদা ও আপন সুখ-সম্পদ্ সমস্তই পরিত্যাগ করিতে অভিলাষিণী ছিল, এখন সেই রমণীর এত দূর পরিবর্ত্তন—"

কম্পিতকণ্ঠে কাউণ্টেস্ বলিলেন, "সেটা আমার দোষ নয়। সে ভয়ঙ্কর ঘটনা যদি না হইত, তাহা হইলে আমার সে ভালবাসা অবশ্য অক্ষুন্ন থাকিত।"

ভয়ঙ্কর তীব্রস্বরে রামসে বলিল, "সেই গষ্টেভস্ ওয়েকফিল্ড বাস্তবিক পুনর্জ্জীবিত ফৌজদারী আসামী ফিলিপ রাম্‌সে, ইহা যদি তুমি জানিতে না পারিতে, তাহা হইলে চিরদিন তোমার সেই ভালবাসা কি সমান থাকিত?"

হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া অর্দ্ধোক্তিতে কাউণ্টেস্ বলিলেন, "উঃ! তোমার কথা শুনিয়া ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কাঁপিতেছে! যদি কেহ লুকাইয়া আমাদের এই সকল কথা শুনিতে পায়, তাহা হইলে তোমার দশা কি হইবে? সংসারের লোকে আমাকেই বা কি মনে করিবে?"

যেন কতই নৈরাশ্য উপস্থিত, সেই ভাব জানাইয়া রাম্‌সে উত্তর করিল, "আমার জন্য আমি কিছুই ভয় করি না। আমার কথা এই যে, যত দিন আমি দেশে ছিলাম না, তত দিন মনে মনে যে আশা পোষণ করিয়াছি,সে আশা তুমি এককালে নির্ম্মূল করিয়া দিলে।"

ভয়চকিতকণ্ঠে কাউণ্টেস্ বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! কি আশা তুমি পোষণ করিয়াছিলে? কেন তুমি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছ? তোমার উপর আমার স্বামীর যতদূর আক্রোশ, তাহা কি তোমার মনে নাই? যে হুকুম দিয়া তিনি তোমাকে সমুদ্রপারে পাঠাইয়াছিলেন, কোন্ সাহসে সে হুকুম তুমি অমান্য করিয়াছ?"

রাম্‌সে বলিল, "আমাকে শাস্তি দিবার জন্য তোমার স্বামী কদাচ তোমার কলঙ্কটা সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়া দিতে সাহস করিবেন না। আমি তখন এক রকম পাগল হইয়াছিলাম, আমার বুদ্ধিশক্তি লোপ পাইয়াছিল, সেই কারণেই তখন তাঁহার আদেশে আমি স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইতে সম্মত হইয়াছিলাম।"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "এখন তুমি ফিরিয়া আসিয়াছ। এখন যদি আমার স্বামীর চক্ষে পড়, মহা ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া তিনি যে তোমার উপর কিরূপ দণ্ডবিধান করিবেন, তাহা ভাবনা করা যায় না। ঠাণ্ডা-সময়ে তিনি খুব ভালমানুষ, কিন্তু রাগিলে তাঁহার প্রকৃতি অতি ভীষণ হইয়া উঠে।"

রাম্‌সে বলিল, "যে আশা আমার হৃদয়ে ছিল, তাহা ব্যক্ত করাতে তোমার আশ্চর্য্যজ্ঞান হইতেছে, কিন্তু আমি জানিতাম, স্ত্রীজাতির ভালবাসা—আন্তরিক ভালবাসা চিরস্থখের হয়; ইংলণ্ড হইতে বিদায় হইয়া সমুদ্রপথে সর্ব্বদা আমি সেই আশার পূজা করিতাম, আমি অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি, ভবিষ্যতের নিমিত্ত অবশ্যই আমি সাবধান হইয়া চলিব।"

গম্ভীরস্বরে কাউণ্টেস্ বলিলেন, "সমাপ্ত কর, সমাপ্ত কর। ও সকল কথায় আর প্রয়োজন নাই। আমার স্বামী পরম দয়াবান্। দয়া করিয়া তিনি আমার তত বড় অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, আমার অনুতপ্ত হৃদয় এখন তাঁহারই সেবায় নিরত।"

রাম্‌সে বলিল, "আমি বেশ বুঝিলাম, তুমি আমাকে যত ভালবাসিতে, এখন তত অধিক ঘৃণা করিতেছ। আমি কিন্তু তোমাকে এখনও অকপটে ভালবাসি।"—কথা কহিতে কহিতে লোকটার কণ্ঠস্বর কাঁপিল, প্রত্যেক বাক্যে করুণা ও মমতা প্রকাশ পাইল, সে যেন অন্তরের সরলতা পরিব্যক্ত করিতেছে, তাহার যে ছলনা, কাউণ্টেস্ তাহা কিছুই বুঝিলেন না। লোকটা আবার বলিতে লাগিল, "তুমি আমাকে সাধু হইতে বলিয়াছ, সাধুই আমি হইব। আজ কেবল একটিমাত্র প্রার্থনা, একটিমাত্র নিবেদন;—তুমি আমার একটি উপকার কর, তাহা হইলেই তোমার কাছে আমি জন্মের মত বিদায় লইব, এ জন্মে আর সাক্ষাৎ করিব না।"

লোকটার উপর লেডী ডেস্‌বরার বিজাতীয় ঘৃণা; সেই ঘৃণিত লোকট

চিরদিনের মত বিদায় লইবে, সেই আশ্বাসে সাগ্রহে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, বল, তোমার কি উপকার করিতে হইবে?"

রামসে উত্তর করিল, "উপকার এই যে, তোমাকে আর একবার আমি ভাল করিয়া দেখিব;—মুখখানি দেখিব, মাধুর্য্য দেখিব, যে মাধুরীতে মানুষের মন আকৃষ্ট হয়, চিরদিন স্মরণ রাখিবার নিমিত্ত সেই মাধুরীখানি আমি আর একবার দর্শন করিব। অতি অল্পক্ষণের জন্য। তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বসনাবৃত, বসনের মধ্যেই সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণতা-প্রাপ্ত, তাহা আমি বুঝিতেছি, কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত রূপখানি দর্শন করাই আমার অভিলাষ।"

ভয় পাইয়া কাঁপিয়া কাউণ্টেস্ বলিলেন, "এ রাত্রে এখানে তাহা হইতে পারে না। যদি তুমি একান্তই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে চাও, তবে আগামী কল্য দিবাভাগে হাইড পার্কে আমি আমার অভ্যাস-মত সুপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া গাড়ী করিয়া আসিব,সেইখানে তুমি উপস্থিত থাকিও,তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে। আজ রাত্রে আমি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া,সামান্য টুপী মাথায় দিয়া এখানে আসিয়াছি, এ ক্ষেত্রে তুমি যে পাগলের মত প্রলাপ বকিতেছ, তাহাতে আমি রাজী হইতে পারি না। নিশ্চয় বলিতেছি, আগামী কল্য দিবাভাগে হাইড্ পার্কে দেখা হইবে।"

রামসে বলিল, "অদ্ভুত প্রস্তাব! আমার মাথার উপর খাঁড়া ঝুলিতেছে, আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ ছিল, মরিতে মরিতে বাঁচিয়া আমি লুকাইয়া বেড়াইতেছি, দিবাভাগে হাইড্ পার্কে উপস্থিত হইলেই আমি ধরা পড়িব।"

একটু চিন্তা করিয়া কাউণ্টেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কোথায় কিরূপে সাক্ষাৎ হইতে পারিবে, তাহা তুমি ঠিক করিয়া বলিতে পার?"

রামসে উত্তর করিল, "তেমন কোন স্থান আমার বুদ্ধিতে আসিতেছে না।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কাউণ্টেস্ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ষ্ট্র্যাফোর্ডপ্রাসাদ আমরা খরিদ করিয়াছি, তাহা তুমি শুনিয়াছ?"

রামসে উত্তর করিল, "শুনিয়াছি; সে সংবাদ আমি রাখি, সে বাড়ী আমি ভালই চিনি।"

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কাউণ্টেস্ বলিলেন, "তবে আগামী কল্য রাত্রি নবম ঘটিকার সময় সেই বাড়ীতেই সাক্ষাৎ হইবে।"

আহ্লাদিত হইয়া রাম্‌সে বলিল, "বেশ কথা, সে বাড়ীর অন্ধিসন্ধি সমস্তই আমার জানা আছে।"—কাউণ্টেস্ বলিলেন, "পশ্চাদ্দিকের গুপ্ত দ্বার দিয়া, গুপ্তসিঁড়ি দিয়া শেষ প্রান্তের বৈঠকখানা-গৃহে তুমি প্রবেশ করিও। ফটকের ভিতর দিকে ব্যাকস্ দেবের প্রতিমূর্ত্তির পদতলের গহ্বরে চাবী থাকিবে, সেই চাবী লইয়া তুমি নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ করিতে পারিবে, ফটক খোলা থাকিবে। স্মরণ রাখিও, আগামী কল্য রাত্রি নবম ঘটিকা।" রাম্‌সে বলিল, "ঠিক নবম ঘটিকা। আর একটা কথা,—মোহন পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক মোহিনী-বেশে উপস্থিত হইও। সেই দেখাই আমাদের শেষ দেখা। তাহার পরই আমি এ দেশ হইতে চলিয়া যাইব, এ জন্মে আর তোমাতে আমাতে দেখা-সাক্ষাৎ হইবে না। ধর্ম্মের নামে এই আমার শপথ।"

শপথে প্রতিধ্বনি করিয়া কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা বেঞ্চ হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অন্য দিকের অন্ধকার পথে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গৌরবিণী লেডী ডেস্‌বরা এ রাত্রে যেন মন্ত্রমুগ্ধা ভুজঙ্গিনী। তিনি নেত্র-কর্ণের আচগোর হইলে ফাঁসীছেড়া আসামীর মহানন্দ উপজিল। কর্ণের অগোচর, এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, বৃক্ষতলের বেঞ্চে বসিয়া কথা কহিলে দূর হইতে লেডী ডেস্‌বরা তাহা শুনিতে পাইবেন না, ইহাই আনন্দের হেতু। তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া ফিলিপ রাম্‌সে উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা! তোর ভারী অহঙ্কার, তোর জন্যই আমাকে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল, এখন দেখিব, কে তোকে রক্ষা করে! যে ফাঁদ পাতিয়াছি, সেই ফাঁদে তোকে জড়াইব, কেহই রক্ষাকর্ত্তা থাকিবে না, তোর ইহকাল পরকাল আমার হাতে। আমার দণ্ডক্ষমার মূল্যস্বরূপ তোকে আমি প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের ক্রোড়ে সমর্পণ করিব; তোর দর্প চূর্ণ করিব; তাহার পর তোকে আমি আবার নিজের উপপত্নী করিয়া রাখিব। একবার আমি ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়াছিলাম, প্রাণ যায় নাই; তোর জন্য আবার যদি আমাকে ফাঁসী যাইতে হয়, তাহাও মঞ্জুর, তবুও আমি তোর সর্ব্বনাশ করিব। দেখিব, দর্প-গর্ব্ব কোথায় থাকে!"

আত্মানন্দে আত্মগত উচ্চকণ্ঠে এইরূপ আস্ফালন করিয়া ফিলিপ রাম্‌সে বেঞ্চ হইতে উঠিল, কাউণ্টেস্ যে দিকে গিয়াছিলেন, সে দিকে না গিয়া অন্য দিকে অন্তর্হিত হইল। বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া মিষ্টার বিগেল্‌স আদ্যোপান্ত সমস্ত দেখিলেন, সমস্ত শুনিলেন; রাম্‌সে চলিয়া যাইবার পর গুপ্তস্থান হইতে

বাহির হইয়া লেডী লিটিসিয়ার নিকেতনে ফিরিয়া গেলেন। ভ্রমণকালে যাহা যাহা ঘটনা হইল, একে একে তৎসমস্তই লিটিসিয়াকে বলিলেন, লিটিসিয়া ভারি সুখী।

সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আনন্দে লেডী লিটিসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখ দেখি প্রিয়তম! কেমন সুন্দর পরামর্শ আমি দিয়াছিলাম! অল্পক্ষণ ভ্রমণ করিয়াই তুমি কতদূর সন্ধান জানিতে পারিয়াছ। এই রাত্রের ভ্রমণে পরিণামে কিরূপ ফল হইবে, তাহা এখন কে বলিতে পারে?"

আনন্দে হাস্য করিয়া মিগেল্‌স বলিলেন, "আমার যেরূপ মনঃপীড়া জন্মিয়াছিল, ঐ গুপ্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া তাহার অনেক শান্তি হইল; আমার বিশ্বাস হইতেছে, উহাই আমার মনঃপীড়ার মহৌষধ হইবে। প্রিয়তমে! আহার করিবার সময় আমাদের মত্‌লব হাসিল করিবার জন্য হাসিয়া হাসিয়া গল্প করিব, এখন একটি চুম্বন দান কর।" এই বলিয়াই মধুমতীর মধুরাধরে টিম্ একটি চুম্বন করিলেন।

লজ্জা জানাইয়া বীরাঙ্গনা বলিলেন, "এ আবার কি? আগমনে বিদায়ে দুটি চুম্বনের কথা ছিল কিন্তু আজ রাত্রে তুমি আমাকে সাতবার চুম্বন করিলে! যাক্ সে কথা, বোসো তুমি।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, মৃদু হাস্য করিয়া তিনি আবার বলিলেন. "নিয়মবদ্ধ করিয়া তাহা পালন করিবার তোমার এই ধারা! তোমাকে অধিক বিশ্বাস করিতে আমার ভয় হয়! বোসো তুমি, দেখিও,—আমার গা ঘেঁসিয়া বসিও না! বোসো, মদ খাও, আহার কর।"

এইরূপ হাস্যপরিহাসপ্রসঙ্গে উভয়ে ভোজনে বসিলেন। টেবিলের উপর উপাদেয় খাদ্য-পানীয় সজ্জিত ছিল, মদিরা পান করিয়া উভয়ে আনন্দে পরিতোষরূপে খাদ্যসামগ্রীগুলি উপযোগ করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পরস্পর সাক্ষাৎ।

পরদিন প্রাতঃকালে লর্ড ডেস্‌বরা সস্ত্রীক অশ্বারোহণে ষ্ট্যাম্ফোর্ড-নিকেতনে গমন করিলেন। অন্তরের অনুরাগ-বিরাগের সহিত যুদ্ধ করিতে লেডী ডেস্‌বরার অদ্ভুত ক্ষমতা। বুকের ভিতর ভীম হুতাশন প্রধূমিত, কিন্তু পথে যাইবার সময় তিনি দিব্য প্রফুল্লবদনে হাসিয়া হাসিয়া স্বামীর সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, আরল্ বাহাদুর আড়ে আড়ে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছিলেন, হাস্য যেন বিরস; কথাবার্ত্তাতেও যেন স্বাভাবিক সারল্যের অভাব; কি কারণে সেরূপ ভাব, তাহা কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না। লেডী যতক্ষণ নিজমুখে সেরূপ বৈলক্ষণ্যের হেতু নির্দ্দেশ না করেন,ততক্ষণ চুপ করিয়া থাকাই তিনি বিবেচনাসিদ্ধ বোধ করিলেন।

নিকেতনে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা কিছু কিছু জলযোগ করিলেন। অনন্তর আরল্ ডেস্‌বরা অশ্বারোহণ পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী জমীদারী দর্শন করিতে বাহির হইলেন; বলিয়া গেলেন, ফিরিয়া আসিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন করিবেন।

লেডী ইত্যবসরে স্বামীর উপবেশনকক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন, বক্সোবক্সের মধ্যে পত্রখানি লুকাইয়া রাখিলেন; তদনন্তর সেই গৃহ হইতে একটি পিস্তল আর একখানি ছোরা সংগ্রহ করিয়া লইলেন; রাত্রিকালে যে গৃহে রাম্‌সের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা, সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঐ দুটা অস্ত্র পরীক্ষা করিলেন; আনন্দ হইল,—পিস্তলে গুলীবারুদ পূর্ণ, ছোরাখানা তীক্ষ্ণধার।

ষ্ট্যাম্ফোর্ড-প্রাসাদের একাংশে তিনটি কক্ষ, উদ্যান হইতে মহলে প্রবেশের সিঁড়ি; সেই সিঁড়ির সম্মুখের কক্ষটি বৈঠকখানা, মধ্যস্থলে শয়নকক্ষ, শেষের কক্ষটি তোষাখানা ও বিবি-লোকের বিরামস্থান। কিংবদন্তী আছে, সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে হানা লাইট্‌ফুড্-নাম্নী একটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের রমণী এই মহলে বাস করিতেন।

সিঁড়ির নিকটস্থ বৈঠকখানা-গৃহে প্রবেশ করিয়া লেডী ডেস্‌বরা সেই পিস্তলটা ও ছোরাখানা একটা দেরাজের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন, তাহার

নিম্ন-দ্বারের চাবী লইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিলেন, ফটকের নিকটে এক বেদীর উপর সুরা দেবের প্রতিমূর্ত্তি, তাহার পদতলে চাবীটি রাখিয়া ফটকের চাবীটি লইয়া উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; উদ্দেশ্য এই যে, সে চাবী না পাইলে ফটক হইতে কেহ বাহির হইতে পারিবে না।

অপরাহ্ণ পঞ্চম ঘটিকার সময় লেডী ডেস্‌বরা মহলে পুনঃ প্রবেশ করিয়া উপরে উঠিলেন, আপন কক্ষে গমন করিয়া বেশ-পরিবর্ত্তন করিলেন, মনে ছিল, মোহিনী-বেশ ধারণ করিতে হইবে. তদুপযুক্ত গোটাদার রেশমী পরিচ্ছদ ও মূল্যবান্ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া ভোজন-কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বসনভূষণে উনত্রিংশদ্বর্ষীয়া যুবতীর লাবণ্যচ্ছটা ও বদনকমলে আরক্তরাগ পরিবর্দ্ধিত হইল।

আরল্ ডেস্‌বরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিলেন, সুন্দরী বনিতার মোহিনী-বেশ সন্দর্শনে তাঁহার বিস্ময় জন্মিল, প্রশ্ন উত্থাপনের অবসর না রাখিয়াই স্বামীর মুখের ভাব দেখিয়া এলিনর তৎক্ষণাৎ বলিলেন, ডেভন্‌সারের ডিউক-দম্পতি আজ রাত্রে এই বাড়ীতে আসিবেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত আমি এখানে থাকিব। সেই কারণেই মর্য্যাদাসূচক বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়াছি।"

সরলহৃদয় আরল্ ডেস্‌বরা সেই চতুরা রমণীর ছলনা বুঝিলেন না, ডিউক ডচেস্ আসিবেন, তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। উভয়ে আহার করিলেন। লেডী দুই এক পাত্র মদিরা পান করিলেন, মদিরা-পানে তাঁহার চিত্ত অধিক উত্তেজিত হইল, বদনমণ্ডলের আরক্ত রাগও অধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রাত্রি সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষে অনেক প্রকার গল্প হইল। আরল্ তদনন্তর লাইব্রেরীগৃহে প্রবেশ করিলেন, লেডী ডেস্‌বরা তাঁহার নিজ কক্ষে গমন করিলেন, তথায় দর্পণে মুখ দেখিয়া তাঁহার অসীম আনন্দ, নয়ন ও বদনে অপূর্ব্ব শোভা, মুখের বর্ণ গোলাপফুলের ন্যায় রঞ্জিত। পাঠক মহাশয় মনে করিবেন না, লেডী ডেস্‌বরা রং মাখিয়া বদন রঞ্জিত করিয়াছেন, তাদৃশী সুন্দরীকে রং মাখিতে হয় না; স্বাভাবিক আলোহিত বর্ণের উপর মণিকাঞ্চনে সেইরূপ শোভা হইয়াছিল।

দর্পণে নিজ রূপ দর্শন করিয়া লেডী ডেস্‌বরার যেমন আনন্দ হইল, অনুতাপের সহিত সেইরূপ বিষাদও আসিল। তিনি ভাবিলেন, রূপ দেখিয়া ফিলিপ রাম্‌সে পাছে প্রেমোন্মত্ত হয়? আবার ভাবিলেন, যদি হয়, তাহাতে

আমার ভয়ই বা কি? অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, অস্ত্রবলে আমি জয়ী হইতে পারিব। বিজয় আমার হস্তগত। এই সকল ভাবিয়া তিনি স্থির হইয়া রহিলেন।

নিরূপিত কক্ষে লেডী ডেস্‌বরা।—ঘড়ী দেখিয়া তিনি জানিলেন, ৯টা বাজিতে পাঁচ মিনিট বাকী। ঘন ঘন তিনি পথের দিকে নেত্রপাত করিতে লাগিলেন; বক্ষোবস্ত্রমধ্যে চিঠিখানি ঠিক আছে; পিস্তল ও ছোরা যেখানে রাখিয়াছিলেন, সেইখানেই ঠিক আছে; নিজের শয়নকক্ষ হইতে দুটি বাতী আনিয়াছিলেন, সেই দুটি বাতী জ্বালিয়া গৃহমধ্যে রাখিলেন, দ্বারের অর্গল বদ্ধ করিয়া দিলেন, দ্বারগবাক্ষের পর্দ্দা ফেলিয়া দিলেন, বাহির হইতে বাতীর আলো দেখিতে পাওয়া না যায়, সেই জন্য তত সাবধান।

সতর্কতাসূচক এই সকল কার্য্য সমাপ্ত হইবামাত্র সিঁড়িতে মনুষ্যের পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। নিশ্বাসরোধ করিয়া লেডী ডেস্‌বরা সেই শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন; বক্ষঃস্থল কাঁপিল না, কিন্তু ঘন ঘন মুখের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, পদে পদেই যেন অমঙ্গলের আশঙ্কা তিনি ভাবিতে লাগিলেন, না জানি, ভাগ্যে আজ কি ঘটে।

দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। সুদীর্ঘ স্থূল লবেদাবৃত বৃহৎ টুপীতে অর্দ্ধাবৃতবদন এক দীর্ঘাকার মূর্ত্তি যেন ভূতের মত দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। লেডী ডেস্‌বরার নাসারন্ধ্রে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িল, ঘন ঘন হৃদয় কাঁপিল, নূতন প্রকার আশঙ্কা জন্মিল, হঠাৎ আতঙ্কে তিনি দুই তিন পদ পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইলেন; চক্ষে যেন ঝাপ্‌সা দেখিতে লাগিলেন, মনে মনে তর্ক,—কি মহা সঙ্কট উপস্থিত।

মূর্ত্তি যেখানকার, সেইখানেই দাঁড়াইয়া;—সেইখানেই স্থির। সে তখনও গাত্রের আবরণ খুলিতেছে না, মুখের আবরণও খুলিতেছে না, এক পাও অগ্রসর হইতেছে না। দূরে থাকিয়া লেডী ডেস্‌বরা সেই মূর্ত্তির দিকে একবার এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন;—সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ। একবারমাত্র কটাক্ষপাতেই ভয়াতুরার কণ্ঠরসনা হইতে মহাতঙ্কের অস্ফুট চীৎকারধ্বনি বিনির্গত হইল। বদন আবৃত থাকিলেও ভঙ্গী দেখিয়া লেডী বুঝিতে পারিলেন, নূতন মূর্ত্তি,—রাম্‌সে নয়।

চক্ষের নিমেষে নবাগত মূর্ত্তির মস্তকাবরণ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সুন্দর মুখমণ্ডল প্রকাশিত হইল। কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরার কক্ষের সম্মুখে ইংলণ্ডের দুরন্ত লম্পট প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স।

কম্পান্বিতা কাউণ্টেসের বদনমণ্ডল রক্তশূন্য হইল, কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি আরও দুই তিন পদ পশ্চাতে হটিলেন; দুঃসাহসে ভর করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "বিশ্বাসঘাতকের ফাঁদে পড়িয়াছি! কি জন্য এই প্রতারণা? এই প্রবঞ্চক কিরূপে এখানে আসিল? কেন আসিল?"

সানন্দে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স বলিলেন, "সুন্দরি! আতঙ্ক দূর কর, উগ্রভাব পরিহার কর, তোমার সহিত আমার কয়েকটী বিশেষ কথা আছে। শান্ত হইয়া সেই সকল কথার উত্তর দান কর।"

প্রিন্সের কথার দিকে মন না রাখিয়া লেডী ডেস্‌বরা এই ভয়ঙ্কর ঘটনা আলোচনা করিতে লাগিলেন; স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতক রাম্‌সে সেই সকল কথা ইহাকে বলিয়া দিয়াছে, সেই কারণেই এই লম্পট রাজকুমার সেই পুনর্জ্জীবিত রাম্‌সের প্রতিনিধি। রাম্‌সের সহিত আমার যে সকল কথা হইয়াছিল, সমস্তই ইহার জ্ঞাতসার হইয়াছে। হায়! আমার লজ্জা —আমার কলঙ্ক, এই হৃদয়শূন্য নিষ্ঠুর রাজপুত্র সমস্তই জানিতে পারিয়াছে! উপায় কি? এই সকল ভাবিতে ভাবিতে নিকটবর্ত্তী একখানা সোফার উপরে তিনি বসিয়া পড়িলেন। নিমেষ পূর্ব্বে তাঁহার কপোলে কিঞ্চিৎ লোহিতরাগ দেখা দিয়াছিল, পুনরায় পাণ্ডুবর্ণ। তিনি তখন ভাবিলেন, এই রাজপুত্রই এখন আমার ভাগ্যমীমাংসার বিধাতা।

বদ্ধপরিকর হইয়া, ঋজুভাবে দাঁড়াইয়া, ফুল্লবদনে যুবরাজ বলিতে লাগিলেন, "লেডী ডেস্‌বরা! শোন আমার কথা। তুমি এখন আমার হাতের ভিতর, প্রতিশোধ লইবার উত্তম অবসর; প্রতিশোধ লইতে আমার বলবতী ইচ্ছা ছিল, তোমাকে ক্রোড়গত করিতে আমি অন্তরে অন্তরে অভিলাষী ছিলাম. আজ সেই শুভ অবসর উপস্থিত। ক্ষণকালমধ্যেই তুমি আমার ক্রোড়ে আসিয়া আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিবে।"

যেন উন্মাদিনীর ন্যায় লেডী ডেস্‌বরা সোফা হইতে উঠিয়া যুবরাজের নয়নে তীব্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, যে স্থানে পূর্ব্বকথিত প্রাণঘাতক অস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, লম্ফে লম্ফে সেই দিকে অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন; তীব্রস্বরে বলিলেন, "কখনই না,—কখনই না।"

ড্রাজ খুলিয়া কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা সবেমাত্র ছোরার বাঁট স্পর্শ করিয়াছেন, তিনি পলায়নের চেষ্টা করিতেছেন ভাবিয়া যুবরাজ তৎক্ষণাৎ এক

লম্ফে নিকটে গিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার কটিদেশ বেষ্টন করিলেন, লেডীও সেই অবসরে ছোরাখানা টানিয়া বাহির করিলেন।

পিস্তল এবং ছোরা উভয়ই যুবরাজের নেত্রগোচর হইল। ড্রাজ হইতে পিস্তলটা এবং লেডীর হস্ত হইতে ছোরাখানা টানিয়া লইয়া লেডীকে তিনি সোফার উপরে জোর করিয়া বসাইলেন, ছোরাখানা দুই খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন; ডিকাণ্টারে জল ছিল, পিস্তলের নলের ভিতর সেই জল ঢালিয়া দিলেন। সর্ব্বসংযোগে পরাভূতা হইয়া হতাশে বিষাদে অভাগিনী রমণী দুই হস্তে বদনাবরণ পূর্ব্বক অনর্গল অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দুষ্কার্য্যে সিদ্ধসংকল্প হইলে দুষ্ক্রিয়াসক্ত পাপীর যেরূপ বিজয়গর্ব্ব প্রকাশ পায়, সেইরূপ গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া যুবরাজ বলিলেন, "লেডী ডেস্‌বরা, সম্পূর্ণরূপে এখন তুমি আমার কায়দায় পড়িয়াছ, রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই। পূর্ব্বে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, এক কথায় তোমাকে আমি মাটী করিয়া দিব, সই কথা এখন শ্রবণ কর। গর্ব্বিতা গৌরবিণী রমণী! শ্রবণ কর। যে আসামী-টার ফাঁসী হইয়াছিল, সেই ঘৃণিত ফৌজদারী আসামীর উপপত্নী তুমি!"

হতভাগিনী গৌরবিণীর কণ্ঠ হইতে অপরিস্ফুট চীৎকারধ্বনি নির্গত হইল, সর্ব্বশরীরে কম্প, হস্তে হস্ত-পেষণ, কম্পনে কম্পনে সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কুচিত।

দ্বিখণ্ডিত ভগ্ন ছোরা ও জলপূর্ণ পিস্তলের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া প্রিন্স বলিতে লাগিলেন, "গর্ব্বিতা স্ত্রীলোক! যদি আমি সাবধান না হইতাম, তাহা হইলে তুমি আমাকে খুন করিয়া ফেলিতে। এখন শোনো, তোমার গুণের কথা প্রকাশ করিতে তুমি নিজেই আমাকে বাধ্য করিয়াছ। শোনো লেডী ডেস্‌বরা! তুমি সতী নও! আমি বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি, সেই প্রমাণের জোরেই তোমাকে জব্দ করিয়াছি। যে লোকটার গলায় আজিও ফাঁস-রজ্জুর দাগ আছে, সেই লোকটাকে তুমি যৌবন দান করিয়াছিলে! হাঁ, তুমি তাহারই উপপত্নী হইয়াছিলে! সমস্তই আমি শুনিয়াছি। আরো প্রমাণ চাও? সেই লোকটাকে ভুলিতে না ভুলিতে খুকীমুখো গোঁপদাড়ীশূন্য খোসা-মাকুণ্ড লর্ড ফ্লোরিমেল নারীবেশ ধারণ করিয়া তোমার প্রেমরাজ্যের অধিকারী হইয়াছিল!"

সোফা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া লেডী ডেস্‌বরা সতেজে বলিলেন, "আত্মার শপথ! সন্তানের শপথ! সে অংশে আমি নির্দ্দোষী! আমার জীবনে ঐ একটা-মাত্র কলঙ্ক! একটামাত্র পাপ! দ্বিতীয় অপবাদ সম্পূর্ণ অমূলক!"

শ্লেষোক্তি করিয়া প্রিন্স বলিলেন, "গরবিণি! কজন নাগরকে তুমি প্রেম দান করিয়াছ, সে তর্কের প্রয়োজন কি? সেই ফৌজদারী আসামীটা তোমার সতীত্বধর্ম্মে কালী দিয়াছে, তাহাই কি যথেষ্ট নয়? আসামীটা সকল কথাই আমাকে বলিয়াছে। তোমার স্বামীর সম্বন্ধে যে ভয়ঙ্কর গুহ্য বৃত্তান্ত, তাহার মুখে তাহাও আমি শুনিয়াছি।"

লজ্জায় ঘৃণায় ক্রোধে লেডী ডেস্‌বরার সুন্দর বদনমণ্ডল যেন জলদাবৃত গগনমণ্ডলের ন্যায় অন্ধকার হইয়া আসিল, সতেজে উচ্চকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স! মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া আমার কথা শোনো পাপাত্মা ফিলিপ রাম্‌সে! সে লোকটা বহু দুষ্কর্ম্মের নায়ক;—বহু পাপে পাপী! তাহার কথা এখন ছাড়িয়া দাও। আমাদের গুহ্যকথা তাহার মুখে তুমি সব শুনিয়াছ, তাহা সত্য; কিন্তু তোমাতে আমাতে এখন কি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছি, তাহাই বিবেচনা কর। স্মরণ কর, সেই স্মরণীয় নাচের মজ্‌লীস;—যে রাত্রে কার্লটন হাউসে নৃত্যসভা, সেই রাত্রে ছলনাক্রমে তুমি আমাকে একটি গৃহে আটক করিয়াছিলে, হঠাৎ বিবি ফিজ্‌হারবার্ট সেই গৃহে উপস্থিত হন; স্মরণ কর, বিবি হারবার্ট বলিয়াছিলেন, তিনি তোমার বিবাহিতা পত্নী। এখন আবার কার্লটন প্রাসাদে তোমার দ্বিতীয় পত্নী বাস করিতেছেন। জগতের কর্ণে বজ্রনাদে ঘোষিত হইবে, ব্রিটিস রাজসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স মিথ্যাবাদী; এক স্ত্রী বিদ্যমানে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ঐ কথা প্রচার হইলে তোমার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে? তুমি যদি আমার কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিয়া দাও, আমিও চুপ করিয়া থাকিব না; আমিও তোমার ঐ গুহ্যকথা প্রচার করিয়া দিব। আমার দ্বারা তোমার এবং তোমার দ্বারা আমার, পরস্পর উভয়ের দ্বারা উভয়েরই গুহ্যকথা সকলোকে জানিবে। একসঙ্গে আমাদের উভয়েরই সর্ব্বনাশ হইবে।"

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স মন দিয়া ঐ কথাগুলি শুনিলেন, তুচ্ছজ্ঞান করিলেন; ভয় দেখাও আর যাহাই কর, কিছুতেই তিনি ভয় পাইবার লোক নহেন; তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া লেডী ডেস্‌বরার আরও ভয় বাড়িল। তিনি বুঝিলেন, যে কৌশল তিনি স্থির করিতেছিলেন, তাহা ভাসিয়া গেল, প্রিন্সের বদনে যেন কোন বিশেষ জয়লাভের আনন্দলক্ষণ বিরাজিত।

প্রিন্স বলিলেন, "মিসেস্ হারবার্টের সহিত আমার বিবাহের প্রমাণ?—

কিসের প্রমাণ ? কি কি প্রমাণ ? —ওঃ ! সে সকল কাগজপত্র দগ্ধ করা হইয়াছে, প্রমাণের কোন চিহ্নই বিদ্যমান নাই ;—অন্য লোকের মুখের কথায় কেহই সে কথা বিশ্বাস করিবে না। দেখ এলিনর ! বুঝিয়া দেখ, তুমি সম্পূর্ণরূপে এখন আমার কায়দার ভিতর। আমি—"

নৈরাশ্য-স্রোতে ভাসিয়া কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা শুষ্কিতস্বরে বলিলেন, "আর আমার একটিমাত্র কথা।—প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স ! তোমার ভগিনী রাজকুমারী সোফিয়া কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হইয়াছিলেন, তাঁহার একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে, তাহা তুমি জানো ; যদি তুমি কাপুরুষের ন্যায় আমার উপরে বলপ্রকাশ কর, তাহা হইলে আমি সেই ভয়ঙ্কর গুহ্যকথা সকলকে বলিয়া দিব।"

শুনিবামাত্র যুবরাজ চমকিয়া গেলেন, কিছুক্ষণ তাঁহার মুখে কথা সরিল না। ভাব দেখিয়া কাউণ্টেসের মনে প্রচুর আনন্দ। কিছু পূর্ব্বে মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সেই মুখে আবার রক্তচ্ছটা দেখা দিল, নয়ন যেন জ্বলিয়া উঠিল, কতই সৌন্দর্য্য বাড়িল। যুবরাজ সেই সুন্দর মুখ দেখিলেন, সেই উজ্জ্বল চক্ষু দেখিলেন, অর্দ্ধাবৃত পীনপয়োধর দর্শন করিলেন, কামরিপু প্রবল হইল, পূর্ব্বের শুষ্কিতভাব দূরে গেল। কাউণ্টেসের মুখপানে চাহিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "এলিনর !—এলিনর ! এখন অবধি তোমাতে আমাতে সখ্যভাব হইল ; শত্রুভাব আর থাকিবে না। আমি তোমার প্রাণে যে বেদনা দিয়াছি, সেটা আমার কাপুরুষের কার্য্য হইয়াছে। কার্য্য আমি ভাল করি নাই, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর ! মনে কর, প্রথমে তুমি একবার আমাকে চুম্বন দান করিয়া আলিঙ্গনদানে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, দুর্ভাগ্যক্রমে একটা বাধা পড়াতে অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই ; কিন্তু তদবধি আমি তোমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত লালায়িত। এলিনর ! আমি তোমাকে ভালবাসি ;—হাঁ, প্রাণের সহিত ভালবাসি ; তুমি একটা ফাঁসীর আসামীকে প্রণয় দান করিয়াছিলে, এখন সেই লোকটাকে তুমি অস্থিতে অস্থিতে ঘৃণা কর। আমিও একটা উপপত্নী পাইয়াছিলাম, সেই স্ত্রীলোকটা একজন সর্দ্দার ডাকাতের স্ত্রী। রাম্‌সেকে তুমি যেমন এখন ঘৃণা করিতেছ, সেই ডাকাতটাকেও আমি সেইরূপ ঘৃণা করি। এলিনর ! প্রিয়তমে এলিনর ! তুমি পরমা সুন্দরী, তোমার প্রণয়লাভের আশায় আমি বিমুগ্ধ, আইস, তুমি আমার হও, আমি মাকে সুখী করিব। তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি সর্ব্বসুখ স্বর্গসুখ জ্ঞান

করিব, দেবীজ্ঞানে আমি তোমাকে পূজা করিব, জোর-জবরদস্তী করিয়া যেন তোমাকে বশীভূত করিতে না হয়; স্বেচ্ছায় তুমি আমার অঙ্কবাসিনী হও। প্রিয়তমে! প্রাণাধিকে! এখন অবধি বিশুদ্ধ প্রেম আর কোমলতা ভিন্ন আমাদের মধ্যে আর যেন কোনরূপ বিরুদ্ধভাব না থাকে।"

নতবদনে কাউণ্টেস্ খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, প্রিন্স অব্ ওয়েল্স নির্দ্দয়, বিবেকশূন্য, লম্পট, তাঁহাকে চটাইয়া দিলে আমার কলঙ্কের কথা নিশ্চয়ই তিনি জনসমাজে প্রচার করিয়া দিবেন। কুমারী সোফিয়ার সন্তানপ্রসবের কথা আমি জানি, আমার মুখে সেই কথা শুনিয়া রাজকুমারের সম্ভ্রমে আঘাত লাগিয়াছে, আর কাহারও কাছে আমি সে কথা প্রকাশ না করি,তৎসম্বন্ধে আমার মুখ বন্ধ করিবার জন্যই ইনি এখন আমার সহিত বন্ধুত্বস্থাপনের কথা তুলিয়াছেন। কামুক লম্পটের বন্ধুত্ব কিরূপ? ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হইলেই বন্ধুত্ব ফুরাইবে, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি; কিন্তু আমার কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য ইহাঁকে একটু উৎসাহ দেওয়া ভাল। ইহাঁর প্রতি আমার অন্তরের যে ঘৃণা, তাহা ঘুচিবে না, ইহাঁকে আমি বিশ্বাস করিতে পারিব না, তথাপি আপাততঃ ইহাঁর অভিলাষেই সায় দিয়া যাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া লেডী ডেস্বরা মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আমি রাজী আছি।"

আশা প্রাপ্ত হইয়া কামুক রাজপুত্রের আনন্দসিন্ধু উথলিল প্রেমপ্রফুল্লবদনে নায়িকার পার্শ্বে গিয়া তিনি বসিলেন, লেডী ইতিপূর্ব্বে যে সোফায় বসিয়া ছিলেন, সেই সোফায় বসিয়া প্রিন্স সন্দেহে সন্দেহে তাঁহার একখানি হস্ত ধারণ করিলেন, ধীরে ধীরে সেই হাতখানি মুখের কাছে তুলিয়া করতল চুম্বন করিলেন, লেডী তাহাতে বাধা দিলেন না কিংবা হয় ত অন্যমনস্ক ছিলেন, সে ভাবটা অনুভব করিতেই পারিলেন না। লম্পটের ভরসা হইল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই গৃহের পার্শ্বেই শয়নকক্ষ। মধ্যস্থলের দ্বার অর্গলবদ্ধ ছিল, অপরদিকে চাবী দেওয়া আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রিন্স একবার সোফা হইতে উঠিয়া সেই অর্গল মুক্ত করিলেন; সন্দেহ দূর হইল; আবার ফিরিয়া আসিয়া তিনি সেই সোফার উপর সুন্দরীর গা ঘেঁসিয়া বসিলেন,কটিদেশ বেষ্টন করিয়া মুখের কাছে মুখ রাখিলেন, সুন্দরীর আপত্তি নাই; ক্রমশই প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্স কামোন্মত্ত; সাদরে কামিনীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া শয়নকক্ষের দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

কাউণ্টেসের অন্তরস্থ ঘৃণানল এই সময় আবার জ্বলিয়া উঠিল; সজোরে রাজপুত্রের আলিঙ্গন ছিন্ন করিয়া হুড়াহুড়ি করিতে লাগিলেন; ঠিক সেই সময় আর এক মূর্ত্তি সেই গৃহমধ্যে উপস্থিত। মূর্ত্তি কে?—দারুণ প্রতিশোধ-পিপাসী মিগেল্‌স। মিগেল্‌সের সঙ্গে স্বয়ং আরল্‌ ডেস্‌বরা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রিন্স এবং মিগেল্‌স।

এই আকস্মিক ঘটনায় যুবরাজ সক্রোধে এক হুঙ্কার ছাড়িলেন। সুন্দরী নায়িকাকে তিনি বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, এই সময় তাঁহার হস্ত কিছু শিথিল হওয়াতে নায়িকা তাঁহার বাহুপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া নিজ বাহুপাশে স্বামীকে ধারণ করিলেন।

আরল্‌কে সম্বোধন করিয়া মিগেল্‌স বলিলেন, "মি লর্ড! লেডীকে লইয়া আপনি এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন; আমি এই রাজবংশের লম্পট কুমারকে ইত্যবসরে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইতেছি।"

ক্রোধারক্তনয়নে ঘৃণার দৃষ্টিতে মিগেল্‌সের দিকে চাহিয়া, পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার সময় যুবরাজ কর্কশস্বরে বলিলেন, "তুই আমাকে প্রকৃতিস্থ করিবি? খবরদার! দুষ্প্রবৃত্তির দাস হইয়া দ্বিতীয়বার তুই আমার অসন্তোষ বাড়াইয়া তুলিলি।"

"তোমার অসন্তোষ?—ওঃ! সেটা আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি!"—ঘৃণার স্বরে প্রিন্সের বাক্যে মিগেল্‌স ঐরূপ প্রতিধ্বনি করিয়া আরল্ ডেস্‌বরাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন, "মি লর্ড!"—বলিতে বলিতে মুখ ফিরাইয়া তিনি চহিয়া দেখিলেন, "লেডীর হস্তধারণ পূর্ব্বক আরল্ ডেস্‌বরা বৈঠকখানার চৌকাঠ পার হইয়া যাইতেছেন। প্রিন্স সেই অবসরে সেই অপ্রিয়স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, কিন্তু বাহির হইয়াই আরল্ বাহাদুর সেই দিকের দরজাটা টানিয়া ভেজাইয়া দিয়া গেলেন, মিগেল্‌স এক লম্ফে সেই দ্বারের নিকটে গিয়া চাবী লাগাইয়া চাবীটা আপন পকেটে রাখিয়া দিলেন।

সগর্ব্বে মিগেল্‌সের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া তীব্রস্বরে প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল কাণ্ডের অর্থ কি?" প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই যুবরাজের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিল, কেন না, মিগেল্‌স সেই সময় আপন বুক-পকেট হইতে একটা পিস্তল বাহির করিয়া প্রিন্সের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। সভয়-কম্পিতকণ্ঠে যুবরাজ পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, "তুই আমাকে খুন করিবি না কি?"

"শাদা কথায় তোমার উপর প্রতিশোধ লইতে যদি তুমি আমাকে বাধা না দেও, গুলী করিতে যদি তুমি আমাকে বাধ্য না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে মারিব না।" গম্ভীরভাবে প্রতিজ্ঞারূঢ় মিগেল্‌সের এই সংক্ষিপ্ত উত্তর।

রাজক্ষমতা পরিচালন না করিয়া একটু নম্রস্বরে যুবরাজ বলিলেন, "পিস্তলের সন্ধান পরিহার কর।"

মিগেল্‌স বলিলেন, "না—না, এ পিস্তল আমার হাতেই থাকিবে, আবশ্যক হইলেই ব্যবহারে আসিবে। গুলী-বারুদ পরিপূর্ণ আছে। আমার লক্ষ্য অব্যর্থ কি না, রণক্ষেত্রে এবং পশুশীকার-স্থলে তাহা তুমি অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছ।"

কপটে মৃদু হাস্য করিয়া প্রিন্স বলিলেন, "এ পরিহাসের অর্থ আমি কি বুঝিব? তুমি কি আমাদের সেই পূর্ব্ববন্ধুত্ব ভুলিয়া যাইবে? আমি স্বীকার করিতেছি, তুমি যদি আমার কোন অনিষ্ট না কর, তাহা হইলে পূর্ব্বে তুমি আমার কাছে যে পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলে, বহুদিন আমার যে অনুগ্রহ তুমি লাভ করিয়াছ, পুনরায় আমি তোমাকে সেইরূপ বন্ধু বলিয়া মানিয়া উচিতমত তোমার সম্মান করিব।"

মিগে।—ঈশ্বর সাক্ষী, জন্মাবধি আমি পরিহাস জানি না; আমার কল্পনাপথেও পরিহাস আইসে না। পক্ষান্তরে, আজ আমার যেরূপ উদ্যম, গুলী মারিয়া মানুষের মাথার খুলী উড়াইবার জন্য এ জীবনে এমন উদ্যম আর কখনও হয় নাই।

প্রিন্স।—(অকস্মাৎ বিবর্ণবদনে) সাবধান! আমার সম্মুখে ঐরূপ বাক্য উচ্চারণ করিতে সাহস করিও না।

মিগে।—(আরামে সোফার উপর হেলান দিয়া, সম্মুখে পিস্তল ধরিয়া নির্ভয়ে) সম্ভ্রম আমি জানি,—সম্ভ্রম রাখিয়া কথা কহিতেও জানি,—কিন্তু প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স! তুমি যদি আমার প্রতি কর্কশভাষা প্রয়োগ কর, আমিও কর্কশ কথা কহিব। তুমি আমাকে ঘৃণা কর, আমিও তোমাকে অবিশ্বাস করি। পুরাতন বন্ধুত্ব পুনরায় জাগাইতে তুমি অঙ্গীকার করিতেছ, সেটা আমি বিশ্বাস করি না। আমার উপর তোমার রাগ আছে, রোজ কষ্টারের কুমারী-ধর্ম্ম নষ্ট করিতে তুমি উদ্যত হইয়াছিলে, আমি তোমার কুমত্‌লব সিদ্ধ করিতে দিই নাই। আজ রাত্রে আমারই মধ্যবর্ত্তিতায়

তোমার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না। রাগ আরও বাড়িল। আমার পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া পুনরায় তুমি আমাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিবে, এ অঙ্গীকারে কি আমার বিশ্বাস হয়? তুমি রাস্কেল! তুমি পাজী! তোমার উপরে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। কায়দায় পড়িয়া এখন তুমি আমাকে মিষ্টকথা বলিতেছ, কিন্তু এ বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই আবার তুমি নিজ-মূর্ত্তি ধারণ করিবে। তোমার স্বভাব-চরিত্র আমি বিলক্ষণ জানি। তুমি নরকুলের কলঙ্ক! তোমার বিশ্বাসঘাতকতায়, তোমার দুর্ব্যবহারে পৃথিবীর সমস্ত মানব-চরিত্র কলঙ্কিত হইয়া যাইতেছে।

প্রিন্স।—(মস্তকের দিকে মিগেল্‌সের পিস্তলের লক্ষ্য, মহাবিপদে শঙ্কিত হইয়া চমকিয়া) মিষ্টার মিগেল্‌স! আমার কাছে এখন তুমি কি চাও? তুমি বেশ জানো, দুর্ব্যবহারে আমাকে রাগাইলে আমি কাহারও প্রতি কোন দৌরাত্ম্য করি না। বিনা কারণে তোমার উপরেও আমি নিষ্ঠুরাচরণ করি নাই। আমার মহামূল্য দলীলপত্র অপহরণ করিয়াছ—

মিগে।—(সক্রোধে) ওঃ! যখন তুমি আমার উপর তোমার ক্ষমতা পরিচালন করিয়াছিলে, আমাকে জাহাজে তুলিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার যোগাড়ের জন্য যখন তুমি হোম-আফিসে গিয়াছিলে, তোমার দলীলপত্র আমি গ্রহণ করিয়াছি, তখন তুমি সে তত্ত্ব পরিজ্ঞাত ছিলে না। তাহার পর যখন তোমার সেই দুরাচার ফরাসী ভ্যালে আমার বাসাবাড়ী লুঠ করিয়া অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে তোমার সেই সকল খোয়া দলীল পায়, সেই সময় তাহা তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। আমার বাসায় তোমার দলীলপত্র বাহির হওয়াতেই তোমার নষ্টামী ও বিশ্বাসঘাতকতা বাড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রিন্স।—(সাহস আনয়নের চেষ্টা করিয়া) দেখ, সেই কথা লইয়া তর্ক তুলিতে যখন তুমি ইচ্ছা করিতেছ, তখন তোমার স্মরণ করা উচিত, তুমি আমার দলীলপত্র অপহরণ করিয়াছিলে, অগ্রে তাহা জানিতে পারিয়াই তোমার প্রতি আমি কাঠিন্য-প্রদর্শনে বাধ্য হইয়াছিলাম।

মিগে।—হাঁ, বরাবর তোমার রীতি-চরিত্র আমি ভালই জানি। জানিয়া শুনিয়াই অন্ধের ন্যায় আমি তোমার গোলাম হইয়া ছিলাম। তোমার সমস্ত নীচকার্য্যসাধনে আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক মুখযন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিলাম। অনেক পাপকার্য্যে আমি তোমার সাহায্য করিয়াছি। তোমার দ্বারা উপ-

কৃত হওয়াই আমার উচিত ছিল, তৎপরিবর্ত্তে তুমি আমাকে জাহাজ হইতে জলে ফেলিয়া দিবার মন্ত্রণা করিয়াছিলে। তাহা জানিতে পারিয়াই বীরাঙ্গনা লিটিসিয়াকে তোমার মন ভুলাইবার জন্য আমি কারল্‌টন-প্রাসাদে লইয়া গিয়াছিলাম। তুমি প্রেমাবেশে সেই দিন লিটিসিয়াকে স্নানাগারে লইয়া গিয়া বিলাসসুখসম্ভোগ করিয়াছিলে, সেই অবকাশে আমি তোমার দলীল-গুলি চুরী করিয়াছিলাম।

প্রিন্স।—(কেবল নিজেই শুনিতে পান, এইরূপ অস্পষ্টস্বরে) ওঃ! বীরাঙ্গনা! সেই ভয়ঙ্করী দানবী!

মিগে।—কি তুমি বলিতেছ, আমি শুনিলাম না, জানিও না; কিন্তু তোমার প্রতি আমার নিজের মনের ভাব যেরূপ, নিশ্চয় জানিও, লেডী লেডের মনোভাবও ঠিক সেইরূপ। তোমাকে প্রতিফল দিবার নিমিত্ত যে উপায় আমি উদ্ভাবন করিয়াছি, তাহা আমার নিজের পক্ষেও যেরূপ, লেডী লেডের পক্ষেও তদ্রূপ; উভয়েই আমরা একমতে কার্য্য করিতেছি।

প্রিন্স।—(মুহূর্ত্তে বিপক্ষকে ভয় দেখাইবার অভ্যাসে) তুমি জানো, প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌সের প্রাণনাশে উদ্যত হইয়া প্রকাশ্যে রাজবিদ্রোহের অপরাধে তুমি মহা অপরাধী?

মিগে।—(সুস্থিরভাবে ঘৃণাপূর্ব্বক) ঐরূপ এক আইন আছে বটে, তাহা জানি; কিন্তু যদি আমি মোরিয়া হইতাম,তাহা হইলে অবশ্যই পলায়নের পন্থা দেখিতাম। যাহা হউক, তেমন তেমন অবস্থা যদি দাঁড়ায়, তোমার মাথার খুলী উড়াইয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে নির্ব্বিঘ্নে আমি বেকসুর খোলসা হইতে পারিব।

প্রিন্স।—(থর থর কম্পিত হইয়া তখনই একটু শান্ত ভাবে বসিয়া) তোমার ও সকল কথার মানে কি?

মিগে।—এক কথায় উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, এক কথাতেই তুমিও তাহা বুঝিতে পারিবে। ইংলণ্ডের প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স একটা ফাঁসীছেঁড়া আসামীকে দূত নিযুক্ত করিয়া—আঃ! তুমি চমকিয়া উঠিতেছ, ঠিক বুঝিতে পারিয়াছ! সমস্তই আমি জানি—

প্রিন্স।—(কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হইয়া) কে তোমাকে সে কথা বলিল?

মিগে।—কে আর বলিবে?—যাহাকে তুমি বিশ্বাস করিয়া দূত নিযুক্ত করিয়াছিলে, তুমি স্বপ্নেও ভাব নাই যে, সেই পাপিষ্ঠ আসামী তোমার বিশ্বাসের মাথা খাইয়া দিবে। গত রজনীতে আমি সেণ্ট জেম্‌স পার্কে বেড়াইতে আসিয়াছিলাম; দুরাচার ফিলিপ রাম্‌সে অন্ধকারে ছদ্মবেশে সেই স্থানে উপস্থিত হয়, মহাসাগরে 'ডায়ানা' জাহাজে তাহার চেহারা আমি দেখিয়াছিলাম, ছদ্মবেশ থাকিলেও গতরাত্রে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আমি চিনিতে পারি। সে আমাকে দেখিতে পায় নাই। কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা সেইখানে আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। দুই জনে যে সকল কথা হয়, প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সমস্তই আমি উপকর্ণন করি। কাউণ্টেস্ চলিয়া যাইবার পর ফিলিপ রাম্‌সে অসাবধানে উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিল, নিজে ক্ষমা পাইবার জন্য কাউণ্টেস্‌কে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের ক্রোড়ে সমর্পণ করিবে। সে সকল কথাও আমি শুনিয়াছিলাম। একবারের ফাঁসীছেঁড়া আসামী আবার ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিবে, ইহাই আমার মনে লয়, কিন্তু বেচারা ফাঁসী যায়, ফাঁসী দিবার নিমিত্ত আমি তাহাকে ধরাইয়া দিব, তেমন নীচাশয় লোক আমি নই। ধর্ম্মই ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিবেন।

প্রিন্স।—(অস্পষ্টস্বরে) বেহুঁসিয়ার পাগল! উন্মাদগ্রস্ত পাগল! সেই লোকটাই সকল কার্য্য মাটী করিয়া দিয়াছে।

মিগে।—যা আমি বলিলাম, তাহার উপর যদি তোমার কিছু বলিবার থাকে, স্পষ্ট করিয়া বলিতে পার। অর্দ্ধস্ফুট বিড়্ বিড়্ কথা আমি বুঝি না। ফিলিপ রাম্‌সে নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছে বটে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক হইবে, ইহা ভাবিয়া সে কার্য্য করে নাই। ঘটনাস্থল হইতে ফিরিয়া গিয়া লিটিসিয়াকে সকল কথা আমি বলি, উভয়েই পরামর্শ করিয়া যথাকর্ত্তব্য স্থির করি। আজ রাত্রি নবম ঘটিকার পূর্ব্বে এই ষ্টাম্ফোর্ড-নিকেতনের নিকটে আসিয়া আমি দাঁড়াই, উদ্যান পার হইয়া গুপ্তদ্বার দিয়া তুমি প্রবেশ করিলে, তাহা দেখিতে পাই, লবেদা ঢাকা থাকিলেও তোমাকে আমি চিনিতে পারি, সদর-দরজা দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আরল্ বাহাদুরের সহিত আমি দেখা করিতে চাই। সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে আমি বলি, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স আপনার পত্নীকে ফাঁদে ফেলিবার যোগাড় করিয়াছেন, যাহাতেই না পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আরল্ ডেস্‌বরা আমার কথা শুনিয়াই

আমার সঙ্গে এখানে আসিয়াছিলেন, আমার কথা শুনিয়াই আর্ল বাহাদুর স্ত্রীকে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন,আমি যে তোমাকে গুলী মারিবার ভয় দেখাইবার জন্য পিস্তল আনিয়াছি, তাহা তিনি জানেন না।

প্রিন্স।—(অস্থিরভাবে চেয়ারের উপর ঘুরিতে ঘুরিতে) স্বচক্ষে আমার দুষ্ক্রিয়া দেখিয়া আরল্ ডেস্‌বরা অম্নি অম্নি আমাকে ছাড়িয়া দিবেন, কোন প্রকার দণ্ড দিবার চেষ্টা করিবেন না, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে?

মিগে।—(নাক-মুখ বাঁকাইয়া বিদ্রূপস্বরে) যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বলাৎকার করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাকে বন্দনা করিবার নিমিত্ত তিনি এইখানে উপস্থিত থাকিবেন, ইহাই কি তুমি মনে করিতেছ? ওঃ! কেবল প্রলোভন দেখাইয়া প্রবৃত্তি লওয়াইবার চেষ্টা নয়, বলাৎকারের উপক্রম। যদি কোন স্বামী আপন স্ত্রীর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া পার্শ্বগৃহ হইতে উঠিয়া আসিয়া স্ত্রীকে কোন লম্পটের ক্রোড়গত দেখেন, সেই লম্পটকে যদি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে গুলী করিয়া মারেন, তাহাতে তাহার কি হয়? তুমি আমাকে এইমাত্র রাজবিদ্রোহ-সংক্রান্ত আইনের ভয় দেখাইতেছিলে, সে আইন একপ্রকার—ইংরাজী আদালতে অন্যপ্রকারে পূর্ব্বোক্তপ্রকার খুনের কিরূপ বিচার চলে? স্বামী যদি স্ত্রীর ধর্ম্মনাশকারীকে হাতে-নাতে ধরিয়া সেই ক্ষেত্রেই গুলী করে, সেই লম্পট যদি ব্রিটিস সিংহাসনের উত্তরাধিকারীও হয়, তাহাতেও আইন তাহাকে স্পর্শ করে না।

প্রিন্স।—(সভয়ে কম্পিত-কলেবরে ঘর্ম্মাক্ত-ললাটে আসন হইতে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া পুনরায় বসিয়া) ও পরমেশ্বর! ব্যাপার কি! আমাকে গোপনে হত্যা করিবার জন্য আরল্ ডেস্‌বরা কি তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন?

মিগে।—না, আরল্ এ বিষয়ে কোন কথাই বলেন নাই। আমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই আমি করিব, তিনি তাহাতে পোষকতা করিবেন, শপথ করিয়া এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমি যদি এই ক্ষেত্রে তোমাকে গুলী করিয়া মারি, তাহা হইলে আরল্ বাহাদুর পূর্ণ-সাহসে সর্ব্বসমক্ষে বলিবেন, "আমার স্ত্রীকে বলাৎকার করিবার চেষ্টাকারীকে আমি স্বহস্তে নিধন করিয়াছি।"

প্রিন্স।—(মিনতি-বচনে) মিগেল্‌স! প্রিয় মিগেল্‌স! তোমাতে আমাতে শত্রুতা থাকা ভাল নয়। প্রতিহিংসার অভিলাষ পরিত্যাগ কর। তোমাকে আমি বরাবর সদাশয় বন্ধু বলিয়া জানি। তুমি আমার প্রতি নিদারুণ নির্দ্দয়

ব্যবহার করিবে, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। আমি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, স্বীকার করি, আমি কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে তোমার সন্তোষ জন্মে, কিসে ক্ষতিপূরণ হয়, সদয় হইয়া তাহা তুমি প্রকাশ কর।

মিগে।—(পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া, তাকের উপর হইতে দোয়াত-কলম পাড়িয়া সম্মুখে রাখিয়া) এই লও, যাহা আমি বলি, তাহাই ইহাতে লিখিয়া দাও। মনে করিও না যে, আমি তোমাকে অনুচিত কথা লিখিতে বলিব, যাহা ন্যায়সঙ্গত, যাহা বিবেচনাসঙ্গত, তাহাই আমি বলিব, তাহাই তুমি লিখিবে।

প্রিন্স।—(মিগেল্‌সের রাগ কমিয়াছে বুঝিয়া সাহস পাইয়া) কি সর্ত্তে এই দলীল লিখিতে হইবে, তাহা অগ্রে আমাকে জানাইয়া দাও।

মিগে।—সে ভার আমার উপর। আমি যাহা বলিব, তাহাই তুমি লিখিবে, কিন্তু প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স ! সাবধান ! যদি কোন কথা লিখিতে অস্বীকার কর কিংবা যদি আমাকে তুচ্ছজ্ঞান কর, তাহা হইলে—

প্রিন্স।—(রাজক্ষমতাবলে অধিক সাহস পাইয়া, বিপক্ষকে ভয় দেখাইবার অভিপ্রায়ে) কি ! তোমার আজ্ঞাপালন ?

মিগে। (মনে করিলেই জীবন লইতে পারিবে, তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া সগর্ব্ববচনে) হাঁ, আমার অনুজ্ঞা পালন করিতে হইবে। এখনকার অবস্থা সেইরূপ। এখন বসো, লিখিবার জন্য প্রস্তুত হও।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স মুহূর্ত্তমাত্র একটু ইতস্ততঃ করিলেন,কেবল এক মুহূর্ত্তমাত্র। কেন না, তৎক্ষণাৎ মিগেল্‌সের হস্তস্থিত পিস্তলের ঘোড়ার কট্ কট্ শব্দ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল, তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিলেন, কাগজ-কলম ধরিলেন, চেয়ারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মিগেল্‌স একে একে দলীলের পাঠ বলিয়া যাইতে লাগিলেন। বয়ানগুলি এইরূপ ;—

"আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী জর্জ্জ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স এতদ্দ্বারা প্রকাশ করিতেছি যে, বিনা উত্তেজনায় আমি ইতিপূর্ব্বে আমার পূর্ব্বতন বন্ধু টিম্ মিগেল্‌সের নামে অমূলক বিদ্রোহের অভিযোগ আনিয়া ব্যবস্থাসিদ্ধ আদালতের বিনা বিচারে সরাসরিমতে হোম-আফিসের দ্বারা উক্ত টিম্ মিগেল্‌সকে দূরদেশে নির্ব্বাসিত করিবার হুকুম প্রচার করাইয়াছিলাম,গ্রেপ্তারী পরোয়ানার বলে উক্ত টিম্ মিগেল্‌স ইংলণ্ড হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। অমূলক অভিযোগে সরাসরিমতে ঐরূপ কার্য্য করিবার এই কারণ উপস্থিত হইয়াছিল

যে,আমার গোপনীয় কার্য্যকলাপের অধিকাংশই উক্ত টিম্ মিগেল্‌সের জানা আছে, তাহা প্রকাশ হইলে আমার মান-সম্ভ্রমের ও পদ-গৌরবের বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা; সেরূপ অবৈধ কার্য্য করা আমার উচিত হয় নাই। এক্ষণে এই অঙ্গীকারপত্রের দ্বারা আমি স্বীকার করিতেছি, অদ্য হইতে এক মাসের মধ্যে উক্ত টিম্ মিগেল্‌সকে বিংশতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে আমি বাধ্য রহিলাম। এতদ্দ্বারা আরও আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই দলীল লিখিয়া দিতেছি, কেহ আমাকে ইহা লিখিতে বলে নাই এবং কাহারও দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই দলীল আমি লিখিয়া দিলাম না, ইতি ১৭ই মে, ১৭৯৫ খৃঃ অঃ।"

পাঠক মহাশয়ের জানিয়া রাখা উচিত, দলীলোক্ত কঠিন কঠিন নিয়মগুলি লিখিবার অগ্রে মধ্যে মধ্যে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স ক্রোধে ও বিরাগে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, লেখনী পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু মিগেল্‌সের পিস্তল ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করাতে ভয় পাইয়া তিনি অগত্যা মিগেল্‌সের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অতিকষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স অবশেষে বলিলেন, "মিষ্টার মিগেল্‌স! এই ত লেখা হইয়া গেল, এখন আমি এই দলীলে দস্তখৎ করিলে তুমি আমাকে অবাধে চলিয়া যাইতে দিবে ত?"

মিগেল্‌স উত্তর করিলেন, "আর একটু থাকো। দস্তখৎ করিলেই আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব, আমাকে এমন পাগল মনে করিও না, এখান হইতে বাহির হইয়া গিয়াই কল্য প্রাতঃকালে তুমি স্বচ্ছন্দে বলিবে, দলীলখানা জাল। সেই কথা যাহাতে বলিতে না পার, এই দলীলে তদুপযুক্ত মাতব্বর সাক্ষী চাই, তেমন মাতব্বর স্বাক্ষী কে হইবেন? যাঁহার স্ত্রীকে তুমি বলাৎকার করিবার জন্য ধরিয়াছিলে, এ দলীলে সাক্ষী হইবেন সেই আরল্ অব্ ডেস্‌বরা। দয়া করিয়া অল্পক্ষণ তুমি এইখানে অপেক্ষা কর, আরল্ অব্ ডেস্‌বরাকে আমি ডাকি।"

অভাগা রাজকুমার গোঁ গোঁ করিয়া বলিলেন, "হায় হায়!" অনন্তর অস্থিরভাবে আসন হইতে উঠিয়া চঞ্চলপদে অত্যন্ত উত্তেজিত-চিত্তে সেই গৃহে ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

* * * * * *

* * * * * *

যতক্ষণ পর্য্যন্ত কথিত গৃহে এইরূপ অদ্ভুত কার্য্য ও কথোপকথন হইতেছিল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স সেই গৃহে ঐরূপে বন্দিদশায় ছিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্থানান্তরে আরল্ ডেস্‌বরার সহিত কাউন্টেস্ ডেস্‌বরার এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল :—

লম্পট রাজকুমারের আক্রমণ হইতে পত্নীকে উদ্ধার করিয়া আরল্ বাহাদুর তাঁহাকে তাঁহার নিজের শয়নকক্ষে লইয়া গিয়াছিলেন, লেডী একখানি সোফায় উপবেশন করিলেন, আরল্ বাহাদুর নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন, ভাল মন্দ একটি কথাও বলিলেন না, তিরস্কারও করিলেন না, সহানুভূতিও জানাইলেন না। লেডী অযাচিতা হইয়া সংক্ষেপে আমূল-বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। "ফাঁসী-ছেঁড়া আসামী ফিলিপ রাম্‌সে পুনরায় ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছে, একখানা পত্র লিখিয়া সেণ্ট জেম্‌স পার্কে দেখা করিতে চাহিয়াছিল, তথায় সাক্ষাৎ হইলে পরদিন ষ্ট্যাম্ফোর্ড-নিকেতনে সাক্ষাৎ করিবার কথা স্থির হয়, আমি প্রস্তুত ছিলাম, পরক্ষণেই রাত্রি ৯ টার সময় রাম্‌সের পরিবর্ত্তে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স ছদ্মবেশে সেই গৃহে উপস্থিত হন, ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া অনেক প্রেমের কথা বলিতে থাকেন, বলপূর্ব্বক আমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরেন, আলিঙ্গন ছাড়াইবার জন্য আমি বিস্তর হুড়াহুড়ি করিয়াছিলাম, মিগেল্‌সের সহিত তুমি উপস্থিত হইবার অগ্রে আমি মুক্ত হইতে পারি নাই।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া অতি মৃদু কম্পিতকণ্ঠে কাউন্টেস্ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "ফ্রান্সিস্! আমার উৎসাহ পাইয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স তোমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলাম, ইহা কি তোমার বিশ্বাস হয় ?"

গম্ভীরস্বরে আরল্ বলিলেন, "না না, তোমার আমন্ত্রণে প্রিন্স এইখানে আইসে নাই ; সমস্ত ষড়্‌যন্ত্র আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আসল কথা, ফিলিপ রাম্‌সে ইংলণ্ডে—"

মৃদুস্বরে লেডী ডেস্‌বরা বলিলেন, "আঃ! তবে তুমি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছ। অসঙ্কোচে আমি তোমার কাছে এই অপ্রিয় কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছি, এখন এই লও,—পাঠ কর।" এই বলিয়া তিনি বুক-পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। ঐ দিন অপরাহ্ণে সেই পত্রখানি তিনি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। স্বামীকে সেই পত্রখানি দিবার সময় তাঁহার বিরসবদন অকস্মাৎ আলোহিত-রাগে রঞ্জিত হইল।

আরল্ বাহাদুর সেই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানির খাম খুলিলেন, তাঁহার নিজনামেই শিরোনাম। পত্রে লেখা ছিল :—

"প্রিয়তম স্বামিন্!

হঠাৎ যে এক নূতন ফাঁদে আমার পতিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, তাহাতে কি ফল হইবে জানি না; কিন্তু কোন সূত্রে যদি তুমি সেই ঘটনার সংবাদ শুনিতে পাও, আমার প্রতি তোমার যদি কোন প্রকার সন্দেহ না জন্মে, সেই অভিপ্রায়ে এই কয়েক পংক্তি লিখিয়া তোমাকে জানাইয়া রাখিলাম। এক ব্যক্তি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছে; আমি তাহার নাম করিতে পারি না, নাম করিতে সাহস হয় না। যে লোকটা ফিরিয়া আসিয়াছে, তোমার অজ্ঞাতে নির্জ্জনে সে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে, ক্ষণকাল আমার তাহারা দেখিয়া জন্মশোধ বিদায় হইবার অঙ্গীকার করে। পূর্ব্বঘটনা স্মরণে আতঙ্ক উপস্থিত হইলেও আমি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হই, এই বাড়ীতেই সাক্ষাৎ হইবার কথা। সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেও গৃহমধ্যে আমি সাংঘাতিক অস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম; সাক্ষাৎ হইলে কিরূপ ফল হইবে, তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু যে দিন তুমি আমার পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়াছ, সেই দিন অবধি ভক্তিপূর্ব্বক তোমার সেবায় জীবন শেষ করিবার ব্রত আমি ধারণ করিয়াছি। ঘটনার শেষ ফল যাহা হইবে, অবশ্যই তুমি তাহা জানিতে পারিবে।

তোমার স্নেহবতী বনিতা

এলিনর।"

পত্র পাঠ করিয়া আরল্ বলিলেন, "এক পক্ষে তুমি সর্ব্বদোষ হইতে বিমুক্ত হইলে, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষে—" বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "দ্বিতীয় পক্ষের কথাটা কি, সেটা আমি বলিতে পারি না। তোমার কোন কার্য্যের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতে আমার সাহস হয় না, কারণ আমি হতভাগ্য জীব!"

বাহুযুগলে স্বামীকে ধারণ পূর্ব্বক প্রেমপূর্ণ-নয়নে তাঁহার বদন অবলোকন করিয়া এলিনর বলিলেন, "বল বল, দোহাই পরমেশ্বরের! বল বল! কি তোমার মনের কথা? কিসে আমার প্রতি তোমার সন্দেহ আইসে? যে গৃহ হইতে এইমাত্র তুমি আমাকে লইয়া আসিয়াছ, সেই গৃহে লইয়া চল, পিস্তল ও ছোরা সেই গৃহে আমি

লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, আমি তোমাকে দেখাইব ; টেবিলের উপর দুই খণ্ড তাজা ছোরা ও জলপূর্ণ পিস্তল পড়িয়া আছে। তত্রস্থানে সেই দুই অস্ত্র যদি থাকিত, যদি আমি বাহির না করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সকে—যত বড়ই রাজপুত্র তিনি হোন না কেন, নিশ্চয়ই আমি তাঁহাকে যমালয়ে পাঠাইতাম।"

আরল্ বলিতেছিলেন, "ওঃ! তাহা যদি হয়, তবে ত উত্তম প্রমাণ!" বলিতে বলিতে থামিয়া, আবার কি সন্দেহ মনে আনিয়া তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, "তুমি ত পাশের ঘরে ছিলে, সে ঘরে আবার বাতী জ্বলিতেছিল, তবে—"

কাউণ্টেসের শারীরিক ও মানসিক শক্তি খর্ব্ব হইয়া আসিল ; অন্তরে বেদনা পাইয়া তিনি বলিলেন, "প্রিন্স তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে বাতী লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার পর আমার হাত ধরিয়া টানিয়া সেই ঘরে লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আমি কি উদ্ধার পাইবার আশায় চীৎকার করি নাই? তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না, তথাপি আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া—"

পত্নীর পতিভক্তির প্রমাণ পাইয়া সানন্দে আরল্ বলিলেন, "সত্য,—সত্য প্রিয়তমে! যাহা যাহা তুমি বলিলে, সমস্তই সত্য ; আমার তখন মাথা ঘুরিতেছিল, আমি হতবুদ্ধি হইয়া—"

বাধা দিয়া ত্বরিত-স্বরে এলিনর বলিলেন, "মি লর্ড! অতীত কথা বিস্মৃত হও, যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মিষ্টার মিগেল্‌স এই রাত্রে কি প্রকারে তোমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন! তাঁহার সহিত আমার অতি অল্পই আলাপ ছিল, অথচ দেখিবামাত্র তাঁহাকে আমি চিনিয়াছি। যখন আমার সেই প্রকার সঙ্কট, ঠিক সেই সময়ে তোমরা কি প্রকারে সেই গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলে?"

আরল্ বাহাদুর উত্তর করিলেন, "ভোজনাবসানে তুমি তোমার নিজ কক্ষে চলিয়া গেলে, আমি আমার লাইব্রেরী-ঘরে প্রবেশ করিলাম; সেখানে শয়ন করিয়া আছি, রাত্রি ৯টা বাজিবার অল্পক্ষণ পরে এক জন চাকর সেই লাইব্রেরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, বিশেষ প্রয়োজনে একটি ভদ্রলোক অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। আমি তৎক্ষণাৎ সেই ভদ্রলোকটিকে আমার নিকটে আনিবার আদেশ দিলাম। চাকর অবিলম্বে বাহির হইয়া গিয়া মিগেল্‌সকে সঙ্গে করিয়া আনিল ; মিগেল্‌সকে আমার

নিকটে রাখিয়াই সে বিদায় হইল। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, মিগেল্‌সের মুখে তৎসমস্তই আমি শুনিলাম। কি করা কর্ত্তব্য; মিগেল্‌স আমাকে সে বিষয়ে পরামর্শ দিলেন।"

কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, ইত্যবসরে সেই গৃহের দ্বারে করাঘাত-শব্দ শুনিয়া আরল্‌বাহাদুর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দ্বার খুলিয়া দিলেন। একজন চাকর প্রবেশ করিল। চাকর বলিল, "মিষ্টার মিগেল্‌স লাইব্রেরী ঘরে আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

কালবিলম্ব না করিয়া আরল্ ডেস্‌বরা দ্রুতপদে লাইব্রেরী-ঘরে প্রবেশ করিলেন, মিগেল্‌সের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

মিগেল্‌স বলিলেন, "যাহা আমি বলিয়াছিলাম, তাহা সিদ্ধ করিয়াছি, পাপিষ্ঠ প্রিন্সের কবল হইতে লেডী ডেসবরাকে উদ্ধার করিয়াছি; আপনি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এই সময় তাহা পালন করুন; যে ঘরে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স এখন বন্দী, সেই ঘরে আপনি একবার চলুন।"

ধন্যবাদ দিয়া আরল্ ডেস্‌বরা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

লম্পট রাজকুমার যে গৃহে চাবীবদ্ধ, মিগেল্‌সের সহিত আরল্ ডেস্‌বরা দ্রুতপদে সেই গৃহের নিকটে গিয়া, চাবী খুলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স কট্‌মট্‌চক্ষে একবার আরলের মুখপানে তাকাইয়া তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া লইয়া স্বগত মৃদুবাক্যে বলিলেন, "এই অভাগা নপুংসকটা মিগেল্‌সের দাগাবাজীতে সাহায্য করিতে আসিয়াছে!"

প্রিন্স অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, আরল্ বাহাদুর সেই অবসরে টেবিলের উপর ভগ্ন ছোরা ও অকর্ম্মণ্য পিস্তল অবলোকন করিলেন। ওষ্ঠ-প্রান্তে মৃদুহাস্যরেখা দেখা দিল; লেডী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই সত্য, ইহা স্মরণ করিয়াই মানসিক সন্তোষ, বাক্যে কিন্তু সে সন্তোষের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না, সগর্ব্বে অবজ্ঞাসূচক কটাক্ষে যুবরাজের দিকে তিনি তখন একবার দৃষ্টিপাত করিলেন।

সগর্ব্ব ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া আরল্‌কে সম্বোধনপূর্ব্বক যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মি লর্ড! এই ব্যক্তি—এই মিগেল্‌স আমার উপর যেরূপ দৌরাত্ম্য করিতেছে, তৎপক্ষে আপনি কি ইহার সাহায্য করিতে সমুদ্যত?"

আবার তৎক্ষণাৎ প্রিন্সের মস্তক লক্ষ্য করিয়া, পিস্তল ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে

মিগেল্‌স বলিলেন, "চুপ রও! ওরূপ কথা কহিলে এখনই আমি তোমাকে কুকুরের মত গুলী করিয়া মারিব।"

আতঙ্কে অভিভূত হইয়া প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স একবার আরলের দিকে কটাক্ষনিক্ষেপ করিলেন, সে কটাক্ষে বুঝাইল, আরল্‌ ডেস্‌বরা একজন মাননীয় ইংরাজ পীয়ার হইয়া উপস্থিত বিদ্রোহসূচক কার্য্যে যেন সহায়তা না করেন। কটাক্ষের ভাব ঐরূপ, কিন্তু আরলের মুখ দেখিয়া প্রিন্স ভাবিলেন হতাশ। নির্দ্দয় মিগেল্‌স, অবমানিতা স্ত্রীর স্বামী, উভয়েরই ক্রোধ, উভয়েরই সমান সঙ্কল্প, ইহা স্থির জানিয়া সে ক্ষেত্রে তিনি নিরুপায় হইয়া পড়িলেন; যে টেবিলের উপর পূর্ব্বকথিত দলীলখানি পতিত ছিল, সেই টেবিলের সম্মুখস্থ চেয়ারে উপবেশন করিলেন।

এক হস্তে দলীলখানি, অপর হস্তে পিস্তলটা ধারণ পূর্ব্বক হুকুমের স্বরে প্রিন্সকে সম্বোধন করিয়া মিগেল্‌স বলিলেন, "স্পষ্ট স্পষ্ট বাক্যে উচ্চকণ্ঠে পাঠ কর!"

মিগেল্‌সের প্রতি প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌সের বিজাতীয় ঘৃণা, তথাপি পিস্তলের ভয়ে ও মানের ভয়ে সেই গর্ব্বিত কাপুরুষ অগত্যা মিগেল্‌সের হুকুম তামিল করিতে বাধ্য হইলেন। কম্পিতকণ্ঠে সেই দলীলখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন, পাঠের সময় মধ্যে মধ্যে তাঁহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইতে লাগিল, মুখের রক্ত শুকাইয়া আসিল।

পুনরায় হুকুমস্বরে সংক্ষেপে দৃঢ়সঙ্কল্পে মিগেল্‌স আদেশ করিলেন, "লও, এইবার দস্তখৎ কর। সাবধান! আমার পক্ষে অথবা আরল্‌ ডেস্‌বরার পক্ষে যাহাতে মানহানির সম্ভাবনা, তাদৃশ কোন বাক্য উচ্চারণ করিতে সাহস করিও না, যদি কর, হাতে হাতে প্রতিফল পাইবে।"

প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই দলীলে দস্তখৎ করিলেন, আরল্‌ ডেস্‌বরা আপন নাম দস্তখৎ করিয়া সেই দলীলে সাক্ষী হইলেন মিগেল্‌স তৎক্ষণাৎ সেই দলীলখানি মোড়ক করিয়া নিজের পকেটে রাখিয়া দিলেন।

মিগেল্‌স যখন অন্যমনস্ক হইয়া দলীলখানি পকেটে রাখেন, প্রতিহিংসা-পিপাসী প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স সেই অবসরে কিঞ্চিৎ সাহস পাইয়া আরলের কানের কাছে মুখ লইয়া চুপি চুপি বলিলেন, "আমি সাঙ্ঘাতিক প্রতিশোধ লইব; লণ্ডনের সমস্ত লোক কল্যই জানিতে পারিবে, আরল্‌ অব্‌ ডেস্‌বরা

নপুংসক, তাঁহার স্ত্রী সেই ফাঁসীছেঁড়া আসামী ফিলিপ রামসের উপপত্নী।"

শ্রবণবিবরে এইরূপ বাক্যবাণ্ প্রবেশ করিবামাত্র আরল্ ডেস্‌বরার মুখমণ্ডল যেন মৃত মনুষ্যের মুখের ন্যায় রক্তশূন্য হইয়া গেল, কম্পিত হইয়া তিনি দুই পদ হটিয়া দাঁড়াইলেন, পরক্ষণেই আত্মসংযম করিয়া কর্কশস্বরে চুপি চুপি বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই করিও, আমিও রাত্রিকালে লর্ড-সভায় প্রকাশ করিয়া দিব, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের ঘৃণিত কার্য্যে সহায় হইয়া ফিলিপ রামসে স্বকৃত অপরাধের ক্ষমা পাইবার যোগাড় করিয়াছে।"

বলপূর্ব্বক যুবরাজের বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক মিষ্টার মিগেল্‌স জিজ্ঞাসা করিলেন, "আঃ! কানে কানে ও সকল কি কথা?"

আরল্ উত্তর করিলেন, "প্রিন্স আমাকে ভয় দেখাইতেছেন।"

মিগেল্‌স বলিলেন, "হাঁ, আমিও তাহাই বুঝিয়াছিলাম।" সংক্ষেপে এই কথা বলিয়া আরল্‌কে সম্বোধন পূর্ব্বক তিনি বলিতে লাগিলেন, "মি. লর্ড! এই প্রিন্স যদি আপনার মস্তকের একগাছি কেশমাত্র স্পর্শ করে, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই সমুচিত প্রতিফল দিব।"—কথা বলিতে বলিতে বলপূর্ব্বক প্রিন্সকে ধাক্কা দিয়া দরজার দিকে ঠেলিয়া সক্রোধে সগর্জ্জনে তিনি শেষ কালে বলিলেন, "প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স! রাস্কেলের প্রিন্স তুমি! যাও,—দূর হও!"

মাথার উপর পিস্তল খাড়া না থাকিলে প্রিন্স তৎকালে হাঙ্গামা বাধাইবার চেষ্টা করিতে পারিতেন, কিন্তু পিস্তলের ভয়ে তাঁহার মুখে তখন কথা সরিল না। মিগেল্‌সের প্রতিশোধের কার্য্য তখনও শেষ হয় নাই, তিনি সক্রোধে পদাঘাত করিয়া প্রিন্সকে সিঁড়ির সোপানে সোপানে গড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন।

"দুর্জ্জয় অপমান! দুর্জ্জয় অপমান!"—সগর্জ্জনে এইরূপ উক্তি করিতে করিতে লাঞ্ছিত প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স অসাধারণ দ্রুতগতিতে গুপ্তদ্বার দিয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রিন্স প্রস্থান করিবার পর বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিয়া আরল্ ডেস্‌বরা কৃতজ্ঞতা জানাইয়া মিগেল্‌সকে বলিলেন, "তুমি আজ আমার যে উপকার করিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমাকে কিছু নিদর্শন প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।"

মিগেল্‌স বলিলেন, "এই দলীলে আপনি সাক্ষী হওয়াতে আমার যথেষ্ট পুরস্কার হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত আর কিছু আমি প্রত্যাশা করি না।"

একটু চিন্তা করিয়া আরল্‌ বলিলেন, "কার্য্যে তোমার বিশেষ পুরুষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। এখন তুমি এক কর্ম্ম কর। প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স ইতিপূর্ব্বে আমার নিকট বিশ হাজার পাউণ্ড ঋণ লইয়াছিলেন, তাহার রসীদ আমার কাছে আছে, সেই রসীদখানি তুমি গ্রহণ কর। আমার কাছে থাকিলে আমি হয় ত সে টাকা আদায় করিতে সঙ্কুচিত হইব, তুমি স্বচ্ছন্দে সহজেই আদায় করিতে পারিবে।"

যে দিন প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স ডেস্‌বরা-নিকেতনে নিশাযাপন করিয়াছিলেন, সেই দিন আরলের নিকট হইতে বিশ হাজার পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করিয়া যে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দেন, সেই হ্যাণ্ডনোটখানি আরলের সঙ্গেই ছিল; মিগেল্‌সকে তাহা দেখাইবামাত্র মিগেল্‌স একটু শিহরিয়া সঙ্কুচিত-স্বরে বলিলেন, "না মি লর্ড! ঐ দান আমি গ্রহণ করিব না; যদিও উহা আমার আশাতিরিক্ত পুরস্কার, তথাপি উহা গ্রহণ করিতে আমার মন চাহিতেছে না।"

আরল্‌ বলিলেন, "ইহা গ্রহণ করিতে তুমি আপত্তি করিও না, ইতস্ততঃ করিও না, গ্রহণ কর। কেবল কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আমি যে ইহা তোমায় প্রদান করিতেছি, এমন মনে করিও না, অস্থিরচিত্ত লম্পট রাজপুত্রকে জব্দ করাই আমার উদ্দেশ্য।"

মিগেল্‌স বলিলেন, "তাহা যদি হয়, তবে আমি উহা গ্রহণ করিতে রাজী আছি, বুঝিতেছি, প্রিন্স অতি শীঘ্রই কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিবেন।" এই কথা বলিয়াই আরলের নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক মিষ্টার মিগেল্‌স সে বাটী হইতে বাহির হইলেন, রাস্তার ধারে যে হোটেলে তাঁহার বালক ভৃত্য ওয়াম্প তাঁহার অপেক্ষায় নিযুক্ত ছিল, সেই হোটেলে প্রবেশ করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

গুপ্তসমিতি

—:০:—

পূর্ব্বপরিচ্ছেদোক্ত ঘটনার পর চারি পাঁচ দিন অতীত ; এক দিন সন্ধ্যার পর সেণ্ট-জেম্‌স পল্লীর ব্যারী ষ্ট্রীটের একটি সুসজ্জিত ক্ষুদ্র কক্ষে চারি জন লোক বসিয়া একমনে কথোপকথন করিতেছেন।

তাঁহাদের মধ্যে একজন অতি বৃদ্ধ। শুভ্র কেশ, শুভ্র শ্মশ্রু, সেকেলে ধরণের পোষাক পরা, গলাবন্ধে বৈদেশিক রিবণ আঁটা।

দ্বিতীয় ব্যক্তি দীর্ঘকায় রূপবান্ যুবাপুরুষ ; কথাবার্ত্তা মোলায়েম, পরিচ্ছদও জমকালো ; মানব-চরিত্র-পরিজ্ঞানে যাঁহারা তীব্রদৃষ্টি রাখেন, এই লোকটির বাহ্য লক্ষণ দর্শনে তাঁহারা অবশ্যই বুঝিয়া লইবেন, লোকটি মাতাল ও লম্পট।

তৃতীয় ব্যক্তিও রূপবান্, মূল্যবান্ বেশভূষা-পরিহিত, বদন গম্ভীর, দেখিলেই বড়ঘরের সন্তান বলিয়া বোধ হয় ; বয়স ত্রিশ বৎসরের অনধিক।

প্রথমোক্ত বৃদ্ধের নাম মার্‌কুইস সেণ্টক্রয়, দ্বিতীয় ব্যক্তি মার্‌কুইস বিলয়, তৃতীয় ডিউক ডি ভেলিবেল এবং চতুর্থ ব্যক্তি পাঠক মহাশয়ের পূর্ব্বপরিচিত মিষ্টার পেজ্।

পূর্ব্বকথিত তিন জন ভদ্রলোক ফরাসী বিপ্লব সময়ে ফ্রান্স হইতে পলায়ন করিয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় লইয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মার্‌কুইস অব্ সেণ্টক্রয় ইতিপূর্ব্বে লেডী লিটিসিয়ার অনুরোধে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সকে বিশ হাজার পাউণ্ড ধার দিয়াছিলেন ;—বিবি ফিজ্ হার্‌বার্ট যখন কিছুদিনের জন্য ফরাসী রাজধানী প্যারিস নগরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, মার্‌কুইস্ অব্ বিলয় তৎকালে তাঁহার উপপতি হইয়াছিলেন।—ডিউক অব ভেলিবেল নীতিশাস্ত্রজ্ঞ সুশিক্ষিত যুবা, তিনি রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী থাকাতে সাধারণতন্ত্রের প্রধান পুরুষেরা তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছেন, তদবধি তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংলণ্ডপ্রবাসী।

মার্‌কুইস্ সেণ্টক্রয় নিজের বাসের জন্য যে বাড়ী ভাড়া লইয়াছেন, সেই বাড়ীর একটি ঘরে ঐ সভা বসিয়াছে ; ফ্রান্স রাজ্যে পুনর্ব্বার রাজপতাকা

সমুজ্জ্বল করিবার উপায়নির্দ্ধারণ করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। ইংরাজী ভাষাতেই বক্তৃতা ও তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল। সেই কারণেই মিষ্টার পেজ্ ঐ সমিতিতে যোগ দিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা হইলে তিনি সেখানে কথা কহিতে পারিতেন না, কোন কথা বুঝিতেও পারিতেন না; কেন না, ফরাসী ভাষাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ।

স্বদেশী মিত্রযুগলকে সম্বোধন করিয়া মার্কুইস্ সেণ্টক্রয় বলিতে লাগিলেন, "মি লর্ড! আমাদের এই ইংরাজ বন্ধু যাহা যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহা আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছি, তথাপি সেই কথাগুলি পুনরুক্তি করিতেছি। কারণ, মিষ্টার পেজের সকল কথা যদি আমি ঠিক ঠিক না বুঝিয়া থাকি, কিংবা কিছু অলঙ্কার দিয়া যদি কিছু বাড়াইয়া বলিয়া থাকি, এইবার তাহা সংশোধিত হইয়া আসিবে। অধিকন্তু আমি নিশ্চয় জানিয়াছি, এই মিষ্টার পেজ্ ইংলণ্ডের প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের একজন বিশ্বাসভাজন বন্ধু এবং প্রিন্স অব্ ওয়েল্স—আমাদের দুর্ভাগ্য,—ফ্রান্সে রাজতন্ত্রসংস্থাপনে আন্তরিক পক্ষপাতী। কেমন, ইহাই কি ঠিক নয়?"

গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া পেজ্ উত্তর করিলেন, "হাঁ মি লর্ড! প্রকৃত অবস্থা যাহা, আপনি তাহা ঠিক ঠিক বলিয়াছেন। ফ্রান্স রাজ্যে পুনরায় সুনিয়মস্থাপনে ও বিধিসিদ্ধ গবর্ণমেণ্টপ্রতিষ্ঠায় কেবল যে প্রিন্স অব্ ওয়েল্স একাকীই অনুরাগী তাহা নহে, ইংলণ্ডের রাজপরিবারস্থ সকলেই এবং আমাদের মহামহিম সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের সকলেই প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের মতের প্রতিপোষক; সাধারণ তন্ত্রের নামে যে সকল দৌরাত্ম্য চলিতেছে, তাহা নিবারণ করিতে সকলেই সমুৎসুক। এক পক্ষ পূর্ব্বে প্রিন্স অব্ ওয়েল্স আমাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, ফরাসী রাজ্যের যে কয়েকটি ভদ্রলোক দেশত্যাগী হইয়া লণ্ডনে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইংলণ্ডের সাধারণ মত তাঁহাদিগের গোচর করিতে হইবে। ঘটনাসূত্রে আমি আপনাদিগের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। প্রথমে আপনাকে, তাহার পর এই লর্ড মার্কুইস্ বিলয়কে—"

ডিউক অব্ ভেলিবেলের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া মার্কুইস সেণ্টক্রয় বলিলেন, "তদনুসারে আমরা তোমাকে উদ্দেশ্য বিষয় জানাইয়াছিলাম স্বভাবসিদ্ধ হিতৈষিতাগুণে তৎক্ষণাৎ তুমি আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছ।"

আশার আশ্বাসে উদ্দীপ্ত হইয়া ডিউক বলিলেন, "পরমেশ্বর আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন।"

মার্‌কুইস্ ক্রয় কহিলেন, "আমাদের ফ্রান্সের অনুকূলে ইংলণ্ডের প্রিন্স-অব্-ওয়েল্‌স্ যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। মিষ্টার পেজের সঙ্গে আমার আলাপ হইবার পূর্ব্বে প্রিন্সের ব্যবহার সম্বন্ধে আমার মনে কিছু কিছু সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু এখন মিষ্টার পেজের মুখে বিশেষ পরিচয় পরিজ্ঞাত হইয়া প্রিন্সের উপর আমার পূর্ণ-বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে।"

পেজ্ বলিলেন, "লেডী লেডের কথায় প্রিন্সের উপর আপনার বিরুদ্ধ-ভাব জন্মিয়াছিল, বাস্তবিক সেটা মিথ্যাকথা। প্রিন্স আপনার নিকট যে টাকা ধার লইয়াছেন, তাহা পরিশোধ করিতে বিলম্ব হওয়াতে দুঃশীলা লেডী লেড আপনার কর্ণে নানা কথা তুলিয়াছিল, বাস্তবিক প্রিন্স অতি শীঘ্রই আপনার টাকা পরিশোধ— "

মার্‌কুইস্ বলিলেন, "সে সকল কথায় আর প্রয়োজন নাই। লেডী লেডের হিংসামূলক কথা শুনিয়া আমি ভাল কার্য্য করি নাই; এখন তজ্জন্য আমার অনুতাপ আসিতেছে। সার্ জন্ লেড আমার পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি ঐ স্ত্রীলোকের চরিত্র জানিতেন না, তাহার দোষদর্শনে তিনি অন্ধ ছিলেন। এখন আমি সেই স্ত্রীলোকের বিশেষ গুণাগুণ বুঝিতে পারিয়াছি। আমার টাকার দরকার ছিল না, তথাপি সেই স্ত্রীলোকের পরামর্শে প্রিন্সকে বার বার তাগাদা করিয়া বিরক্ত করা আমার অন্যায় হইয়াছিল, এখন যদি ফরাসী রাজ্যে বিধিসিদ্ধ রাজতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সে টাকার জন্য আর আমি যুবরাজকে তাগাদা করিব না।"

পেজ্‌কে সম্বোধন করিয়া ডিউক ভেলিবেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানকার বৈদেশিক মন্ত্রীর প্রমুখাৎ রাজকুমার ফ্রান্সের অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ সংবাদ অবগত হইতেছেন, বোধ হয়?"

পেজ্ উত্তর করিলেন, "নিশ্চয়ই অবগত হইতেছেন। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ফ্রান্সের বর্ত্তমান অবস্থা জাত হইবার অভিপ্রায়ে ফ্রান্সের স্থানে স্থানে অনেক গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারা অনুসন্ধান করিয়া ফরাসী প্রজাপুঞ্জের মনোগত ভাব পরিজ্ঞাত হইতেছে, সময়ে সময়ে এখানকার ফরেন আফিসে

দীর্ঘ দীর্ঘ রিপোর্ট পাঠাইতেছে। মন্ত্রিসভা হইতে গুপ্তভাবে আমাদের প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ সেই সকল সংবাদ পরিজ্ঞাত হইতেছেন,তাহাতেই তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতেছে।”

মার্কুইস্ সেণ্টক্রয় আহ্লাদে জয়ধ্বনি করিয়া বলিলেন, “তবেই আমাদের পক্ষে জয় জয়কার।”—এই মার্কুইস্ অনেক সম্পত্তি হারাইয়াছেন, ফ্রান্সের রাজপতাকা প্রতিষ্ঠিত হইলে পুনরায় তিনি প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হইতে পারিবেন, সেই আশায় ডিউক ভেলিবেলের দিকে চাহিয়া পুনরায় তিনি বলিতে লাগিলেন, “মি লর্ড! তোমার সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড আছে, সেই টাকায় বহু সৈন্য সংগ্রহ করা হইবে। রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী প্রজারাও আমাদের সহায় হইবে, মহৎলোকদিগের যে সকল ধনসম্পত্তি লুক্কায়িত অথবা প্রোথিত আছে, তাহা আমরা বাহির করিতে পারিব, লোকে জানিতে পারিবে, মার্কুইস্ সেণ্টক্রয়, মার্কুইস বিলয় এবং ডিউক ভেলিবেল এই উদ্যোগের প্রধান অধিনায়ক।”

ডিউক বলিলেন, “যদি আমরা ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া লাভেণ্ডি ক্ষেত্রে যাই, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত টাকা সঙ্গে লইয়া যাইব না, এখানকার একজন বিশ্বস্ত মহাজনের নিকটে গচ্ছিত করিয়া রাখিব, তাহার পর সেখানে গিয়া যদি দেখি, লাভেণ্ডির বড় বড় লোকেরা আমাদের মতের প্রতিপোষক, তাহা হইলে এখানে পত্র পাঠাইব, সেই মহাজন তাঁহার ইচ্ছামত উপায়ে ক্রমে ক্রমে সেই সকল টাকা আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।”

অনুমোদন করিয়া পেজ বলিলেন, “ডিউক বাহাদুর বেশ বুদ্ধিমানের মত কথাই কহিতেছেন।”

ডিউকের দিকে চাহিয়া মার্কুইস্ বলিলেন, “মি লর্ড! যদি আমাদিগকে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন মস্তকে লইয়া এখান হইতে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হয়, অবিলম্বে কার্য্যারম্ভ করা যদি যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়, তাহা হইলে আমিই সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর।”

মার্কুইস্ বিলয় বলিলেন, “অভিযানে আমি যাত্রী হইব, অগ্রেই সে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি। হয় আমরা রাজসিংহাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিব, না হয় ত বধকাষ্ঠে মাথা দিব।”

ডিউক ভেলিবেল বলিলেন, “তাহাই মঞ্জুর। কিন্তু এখন দুটী বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক। প্রথমতঃ, কবে আমরা এ স্থান হইতে যাত্রা করিব?

দ্বিতীয়তঃ, আমার যে টাকা এখন লণ্ডন-ব্যাঙ্কে জমা আছে, সে টাকা কোন্ বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকটে আমানত রাখিব ?"

মার্কুইস্ বিলয় বলিলেন, "প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি, বৃথা বিলম্ব করা উচিত হয় না; আমার মতে আগামী কল্য প্রাতঃকালেই যাত্রা করা কর্ত্তব্য।"

প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া মিষ্টার পেজ্ বলিলেন,"যখন টাকার কথা উঠিয়াছে; তখন আমি একটী কথা বলিয়া রাখি। প্রিন্স অব্ ওয়েল্স ইত্যগ্রে মার্কুইস্ সেণ্টক্রয়ের নিকট হইতে যে বিশ হাজার পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, এক সপ্তাহের মধ্যে তাহা তিনি পরিশোধ করিবেন, মার্কুইস্‌কে এই কথা বলিবার জন্য তিনি আমাকে উপদেশ দিয়াছেন। কিছু পূর্ব্বে সেই কথাই আমি বলিতেছিলাম, মার্কুইস্ বাহাদুর আমাকে নিষেধ করাতে বলা হয় নাই। এখন আমি বলিতেছি, টাকার যখন বিশেষ দরকার, এক সপ্তাহের মধ্যে তখন আমি সেই বিশ হাজার পাউণ্ড লইয়া লাভেণ্ডিতে যাইব, এই আমার অঙ্গীকার।"

সগৌরবে পেজের করমর্দ্দনপূর্ব্বক মার্কুইস্ সেণ্টক্রয় বলিলেন, "আপনার এই ঔদার্য্য বিশেষ প্রশংসাহ´। আপনার মহিমান্বিত মুরুব্বী প্রিন্স অব্ ওয়েল্স আমাদের কার্য্যে যেরূপ উৎসাহদাতা, আপনিও কি তদ্বিষয়ে আমাদের পক্ষে সেইরূপ উপকারী ?"

কপটে অনুরাগ জানাইয়া মিষ্টার পেজ্ বলিলেন, "এই মহৎকার্য্যে আমার দেহ-প্রাণ সমর্পণ। অত্যাচার-নিবারণে এবং অরাজকতা বিদূরিতকরণে আপনারা আমাকে যখন যেরূপ হুকুম করিবেন, তাহাই পালন করিতে আমি প্রস্তুত।"

মার্কুইস্ ক্রয় যে প্রকারে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া মিষ্টার পেজের সমাদর করিয়াছিলেন, মার্কুইস্ বিলয় এবং ডিউক ভেলিবেলও সেইরূপে তাহার সংবর্দ্ধনা করিলেন, তদনন্তর ঐ তিন জন লর্ড পরস্পর ফরাসী ভাষায় কিয়ৎক্ষণ কি পরামর্শ করিলেন, পেজ্ তাহা বুঝিলেন না।

পরামর্শ শেষ হইলে পেজ্‌কে সম্বোধন করিয়া মার্কুইস্ সেণ্টক্রয় বলিলেন, "প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের সদাশয়তায় আমি এবং আমার এই দুই বন্ধু বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম। প্রিন্সের যে সময় টাকা সচ্ছল ছিল না, ঋণের টাকা পরিশোধের নিমিত্ত সেই সময় আমি তাঁহার নিকট তাগাদা করিয়া-

ছিলাম, তজ্জন্য বড়ই দুঃখিত হইয়াছি, আপনি আমার পক্ষ হইতে এই কথাটী যুবরাজকে জানাইবেন। আরও—মিষ্টার পেজ্! যদবধি আমরা লাভেণ্ডিতে আমাদের সঙ্কল্পসাধনে কৃতকার্য্য হইতে না পারি, তদবধি ডিউক ভেলিবেলের টাকাগুলি নিজের কাছে আমানত রাখিতে যুবরাজ সম্মত হইবেন কি?"

গম্ভীরবদনে মস্তকসঞ্চালনপূর্ব্বক পেজ্ উত্তর করিলেন, "সে কথা আমি এখন ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি এখনই কারল্‌টন প্রাসাদে গিয়া আহারের পূর্ব্বে প্রিন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া আসিতে পারি।"

ধন্যবাদ দিয়া লর্ডেরা তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অনুমতি লইয়া মিষ্টার পেজ্ অবিলম্বে সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, কারল্‌টন হাউসে গেলেন না, নিকটস্থ একটা সারাইখানায় গিয়া এক পাঁইট সেরী খাইলেন। অনন্তর আধঘণ্টা এ দিক্ ও দিক্ বেড়াইয়া মারকুইস সেণ্ট-ক্রয়ের বাসায় ফিরিয়া গিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; গম্ভীরবদনে বলিলেন, "অনেক কষ্টে যুবরাজকে আমি সম্মত করিয়াছি। প্রথমে তিনি বলিয়াছিলেন, 'দেশত্যাগী ভদ্রলোকদিগের টাকা আমি আমানত রাখিতে পারিব না।' তাহার পর আমি যখন বলিলাম, এখানকার কোন মহাজন অথবা লণ্ডনের কোন ব্যাঙ্ক গুপ্তভাবে কোন বিদেশী লোকের টাকা জমা রাখিতে নারাজ, অধিকন্তু আমি নিজে সেই আমানতী টাকা লইয়া লাভেণ্ডীতে যাইব, যুবরাজ তখন অগত্যা ঐ ভার গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন।"

কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ডিউক ভেলিবেল বলিলেন, "মিষ্টার পেজ্! আপনার কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম। একটা প্রধান ভাবনা দূর হইল। কখন আমি প্রিন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া টাকাগুলি জমা রাখিয়া আসিতে পারিব, সে কথা কি তিনি কিছু বলিয়া দিয়াছেন?"

উপস্থিতবুদ্ধি সুচতুর পেজ্ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "আগামী কল্য অপরাহ্ণ ষষ্ঠ ঘটিকার সময়।"

ডিউক ভেলিবেল বলিলেন, "মি লর্ড! আমাদের এখানকার কার্য্য এক প্রকার শেষ হইল, এখন আমরা লণ্ডন হইতে যাত্রা করিবার অবসর এবং কোন্ পথ দিয়া ফ্রান্সে প্রবেশ করিব, তাহাই স্থির করিয়া রাখিব।"

সবিনয়ে বিদায় চাহিয়া পেজ্ বলিলেন, "যুবরাজ আমাকে আর একটী

বিশেষ কার্য্যের ভার দিয়াছেন, সেই কার্য্যসাধনের জন্য আমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে। আপনারা এখন স্বদেশযাত্রা সম্বন্ধে যাহা অবধারণ করিবেন, তাহাতে আমার মত সামান্য লোকের কোন পরামর্শ আবশ্যক হইবে না, অতএব আমি এখন বিদায় হই।"

এই বলিয়া পেজ্ বিদায় গ্রহণ করিলেন, এইবার সরাসর কারল্‌টন-হাউসে যাত্রা।

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রিন্স এবং তাহার এজেণ্ট

রজনী অষ্টম ঘটিকা। সায়াহ্নভোজন সমাপ্ত। ভোজন সমাপ্ত করিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স আপন উপবেশনকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার জানা ছিল, মিষ্টার পেজ্ এই সময় দেখা দিবেন। যেরূপ কথা, সেইরূপ কাজ;—ঠিক সময়ে মিষ্টার পেজ্ উপস্থিত। প্রাচ্যদেশীয় মুসলমানেরা যেরূপে সেলাম করে, সেইরূপে সসম্ভ্রমে নতমস্তকে যুবরাজকে এক সেলাম করিয়া তিনি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

যুবরাজ তখন সোফায় হেলান দিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, নিকটস্থ চেয়ারে পেজ্‌কে বসিতে বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে পেজ্! সংবাদ কি?"

পেজ্ উত্তর করিলেন, "দুটী শুভসংবাদ আনিয়াছি। প্রথমে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আজ রাত্রে কিয়ৎক্ষণের জন্য আপনার কি স্বচ্ছন্দ অবকাশ হইবে?"

প্রিন্স বলিলেন, "প্রাতঃকালে তোমার পত্র প্রাপ্ত হইয়া এ রাত্রের সমস্ত কার্য্য আমি বন্ধ রাখিয়াছি। কাহারও সহিত দেখা করিবার বন্দোবস্ত নাই।—এখন বল, কুমারী পলিন্ কি আজ রাত্রে আমার ক্রোড়ে আসিবে?"

পেজ্ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "সে পক্ষে আর দুটী কথা নাই।"

আহ্লাদে প্রফুল্ল হইয়া যুবরাজ বলিয়া উঠিলেন, "ধন্য জগদীশ! মিত্রবর পেজ্! যে কাজটা সর্ব্বলোকের অসাধ্য তোমার পক্ষেই সেটা সুসাধ্য; তোমার কাছে আমি বাধিত হইলাম। করাসী লোকদিগের খবর কি?"

পেজ্ উত্তর করিলেন, "আপনাকে যাহা আমি বলিয়াছিলাম, ঠিক সেই প্রকারেই কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে। নিজমুখে বড়াই করিতে নাই, কিন্তু আমি শ্লাঘা করিয়া বলিতেছি, অসাধারণ বুদ্ধি খাটাইয়া কাজটা আমি হাসিল করিয়া আসিয়াছি। মারকুইস সেণ্টক্রস নিশ্চিত বিশ্বাস করিয়াছেন যে, দৈববলে আজ আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথা কহিতে—"

প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর মার্কুইস্ বিষয় ?"

পেজ্।—তাঁহারও সেইরূপ বিশ্বাস। তিনি বুঝিয়াছেন, কোন প্রকার কুমতলব স্থির না করিয়া, ফ্রান্সের সহিত বৈরভাবে অন্যান্য নির্ব্বাসিতগণের মধ্যে তাঁহাকেই অগ্রগণ্য স্থির করিয়াছি।

প্রিন্স।—গত পরশ্ব যখন তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, আর এক জন তৃতীয় ব্যক্তিকে তাহারা বিশ্বস্ত বন্ধুর স্থলে গ্রহণ করিয়াছে। সেই তৃতীয় ব্যক্তি ডিউক অব্ ভেলিবেল। তাঁহার মনেও ত কোন সন্দেহ নাই ?

পেজ্।—কিছুমাত্র নয়; হুজুরের প্রতি তাঁহার অখণ্ড বিশ্বাস; আগামী কল্য সন্ধ্যার পর আপনি সে বিষয়ে উত্তম প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন; তাঁহার প্রকৃতি অতি উদার; তিনি আপনার হস্তে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড আমানত জমা রাখিতে আসিবেন।

প্রিন্স।—(আনন্দে সোফার উপর ঘুরিয়া ফিরিয়া) ঠিক ভূতে পাইয়াছে! কিন্তু কিরূপে ইহা জানা হইল ?

মার্কুইস সেণ্টক্রয়ের বাসাবাটীতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল মিষ্টার পেজ্ আনুপূর্ব্বিক তৎসমস্ত বর্ণন করিলেন। যুবরাজ সেই টাকা আমানত রাখিতে সম্মত আছেন কি না, তাহা জানিয়া আসিবার ছলে বাহির হইয়া তিনি (পেজ্) আধঘণ্টাকাল বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া সেই স্থানে ফিরিয়া গিয়াছিলেন, সে ছলনাটাও অপ্রকাশ রাখিলেন না।

আনন্দে হস্তঘর্ষণ করিতে করিতে রাজকুমার বলিলেন, "যথার্থই পাকা লোকের মত তুমি কার্য্য করিয়াছ; কিন্তু আমি যে বিদেশী অপরিচিত লোকগুলির টাকা গচ্ছিত রাখিতে সম্মত, এ বিশ্বাস তোমার মনে কিরূপে দাঁড়াইল ?"

পেজ্।—(ধূর্ত্ততায় মৃদু হাস্য করিয়া) যদি আমি ভ্রমের কার্য্য করিয়া থাকি, তজ্জন্য হুজুরের ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

প্রিন্স।—(হাস্য করিয়া) না—না, তুমি ভুল কর নাই। কুকার্য্যও কর নাই। মানুষের মনোভাব বুঝিতে তোমার বিশেষ ক্ষমতা।

পেজ্।—আজ্ঞা হাঁ। কিছু কিছু আমি বুঝিতে পারি। একদিন আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, সামান্য টাকার জন্য মার্কুইস্ সেণ্টক্রয় বার বার আপনাকে তাগাদা করিয়া বিরক্ত করিয়াছিল; অতএব আপনি তাহার

প্রতিশোধ লইবেন ; মার্কুইস্ বিলয়ের উপরেও আপনার প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা ;—কি কারণে ইচ্ছা, তাহা আপনি বলেন নাই, আমিও জানিতে চাহি নাই। এখন তাহারা নিজে নিজেই আমাদের ফাঁদে জড়াইয়া পড়িয়াছে। ডিউক ভেলিবেলটা নির্দ্দোষ, তাহাকেও তাহারা একসঙ্গে জড়াইয়াছে। ভাবগতিক বুঝিয়া আমি আপন ইচ্ছায় তাহাদিগকে বলিয়া আসিয়াছি, ডিউকের টাকা আমানত রাখিতে যুবরাজ সম্মত আছেন। এখন বিবেচনা করুন, এই ব্যাপারে যদি কাহারও কিছু লাভের সম্ভাবনা থাকে, সে লাভটা আপনারই ; আপনি পরম ভাগ্যবান্।

প্রিন্স।—আবার আমি বলিতেছি, মানবপ্রকৃতি নির্ণয় করিতে তোমার সবিশেষ ক্ষমতা। তুমি নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইবার যোগ্য।

ধূর্ত্ত পেজ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, একে একে ক্রমান্বয়ে তিনবার সসম্ভ্রমে যুবরাজকে অভিবাদন করিলেন।

পেজ্ পুনরায় উপবিষ্ট হইলে রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন বল দেখি, পলিনের খবর কি?"

পেজ্।—মাসাবধি হইল, কুমারী অক্টেভিয়াকে সে বাটী হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, তদবধি কুমারী পলিন আমার ভাগ্যবতী ভার্য্যাকে প্রতিবাসিনী প্রিয়সখী বলিয়া ভালবাসে। সর্ব্বক্ষণ একসঙ্গে থাকিতে চায়। আমার স্ত্রী বলিয়াছে, সে তাহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে ইহাই তাহার স্থির বিশ্বাস। অদ্য রজনীতে আমাদের বাড়ী জুলিয়ার সহিত পলিনের চা খাইবার নিমন্ত্রণ।

প্রিন্স।—অক্টেভিয়াকে পাগলাগারদে কয়েদ রাখা হইয়াছে, পলিন তাহা জানে না। সে অংশে কোন সন্দেহ রাখে না?

পেজ্।—কিছুই জানে না, কোন সন্দেহ রাখে না। যেরূপ কৌশল করা হইয়াছে, তাহাতে কাহারও কিছু জানিবার উপায় নাই। উইগ্টন ও স্যাঙ্কস নামক দুই জন মাতাল ডাক্তারকে গোটাকতক গিনী ঘুস দিয়া সার্টিফিকেট লওয়া হইয়াছে। আসল কথা প্রকাশ করিলে গিনী ফেরত দিতে হইবে, সেই ভয়ে তাহারা কিছুই প্রকাশ করিবে না। অধিকন্তু বাতুলালয়ের নির্দিষ্ট ডাক্তার বর্টন আপনার নিকট হইতে অক্টেভিয়ার খোরাকীর দরুণ বৎসরে বৎসরে তিন শত পাউণ্ড পাইবে, তাহাকে আমি এই কথা বলিয়াছি ; সে যদি গুহ্যকথা ব্যক্ত করে বৎসরে

বৎসরে তিন শত পাউণ্ডে বঞ্চিত হইবে, সেই কারণে তাহারও মুখ বন্ধ।

প্রিন্স।—যে গারদে অক্টেভিয়া কয়েদ, পলিন্ সে দিকে অথবা তাঁহার নিকটে বেড়াইতে যায় না?

পেজ্।—পলিন্ নিত্য নিত্য ঠিকাগাড়ী ভাড়া করিয়া ডাক্তার বর্টনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত, অক্টেভিয়ার সহিত দেখা করিতে চাহিত, ডাক্তার তাহাকে বলিতেন, 'মাসকতক না গেলে তোমার সহিত দেখা হইবার সুবিধা হইবে না; রোগী একটু প্রকৃতিস্থ না হইলে আত্মীয়-লোকের সহিত দেখা করিতে দেওয়া নিষেধ।' সেই কথা শুনিয়া পলিনের আশা ফুরাইয়াছে। বিশেষতঃ যে কার্য্য আমরা করিয়াছি, তাহা আইন-সঙ্গত; কাজে কাজেই পলিন্ এখন নিরুপায় হইয়া নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে। বাঃ! কি চমৎকার আইন! একজোড়া ঘুষখোর ডাক্তারকে টাকার জোরে বশীভূত করিয়া সার্টিফিকেট লইতে পারিলে সেই সার্টিফিকেটের বলে স্বচ্ছন্দে দুরন্ত লোকদিগকে পাগ্‌লাগারদে পচানো যায়!

প্রিন্স।—ঠিক কথা। সে আইনের বল ঐ রকম বটে। সময়ে সময়ে ঐ আইনের সাহায্য না লইলে আমাদের বিষয়কার্য্য চলে না, কাজেই ঐরূপ আইন আবশ্যক। বড় বড় ক্ষমতাবান্ লোকেরা ঐ আইনের সাহায্যে আপনাদের বৈরিগণকে এবং দুষ্টলোকদিগকে জব্দ করিয়া থাকেন।

পেজ্।—হাঁ, আপনি প্রকৃত জ্ঞানবানের মত কথা বলিতেছেন। (পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিয়া) রাত্রি ৯টা বাজে; জুলী এতক্ষণে কুমারী পলিন্‌কে বিলক্ষণ কায়দা করিয়া রাখিয়াছেন। আপনি অক্লেশে ইষ্ট সিদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারিবেন।

প্রিন্স।—তোমার কথার ভাব কি? তোমার স্ত্রী কি প্রকারে এ কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিবে?

পেজ্।—(অতি মৃদুস্বরে) রাত্রি ৯টার সময় খানা খাওয়া শেষ হইবে, তাহার পর পলিন্ এক গ্লাস পোর্ট কিংবা এক গ্লাস সেরী অথবা নরম জুতের এক গ্লাস পোর্টার পান করিতে পাইবে, যাহাই পান করুক, একই প্রকার কার্য্যফল। আমাদের দাসীটি আমাদের গুপ্ত মন্ত্রণা জানে, তাহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস—

প্রিন্স।—(পলিনের মোহিনীমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে পেজের উপদেশ

কথা না শুনিয়াই) হাঁ হাঁ, বুঝিয়াছি তোমার কথা। তবে চল, এই বেলা আমরা যাই।

এইরূপ কথোপকথনের পর সর্দ্দার চাকর জার্ম্মেন্‌কে ডাকিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স রাজচিহ্নশূন্য একখানা গাড়ী প্রস্তুত রাখিবার হুকুম দিলেন। অচিরেই গাড়ী প্রস্তুত হইল, পেজের সহিত সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া কামোন্মত্ত রাজকুমার কার্য্যটা সিদ্ধ করিতে চলিলেন। গাড়ী গড় গড় শব্দে এজওয়ার রোড অভিমুখে চলিল।

সাড়ে নয়টার সময় গাড়ীখানা এজওয়ার রোডে পৌঁছিল। প্যারাডাইস্‌ভিলায় পেজের বাসা;—বাসার একটু দূরে গাড়ী রাখিয়া মিষ্টার পেজ্ অগ্রে নামিয়া গেলেন, প্রিন্স একাকী গাড়ীর মধ্যে রহিলেন; কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে হইল না, অবিলম্বেই পেজ্ ফিরিয়া আসিয়া শুভ-সংবাদ দিলেন:— বলিলেন, "সব ঠিক! কুমারী পলিন্ এখন সম্পূর্ণরূপে আপনার আয়ত্তাধীন।"

আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া কামশরে জর্জ্জরিত রাজকুমার গাড়ী হইতে নামিয়া পেজের সহিত সেই বাসাবাড়ীতে গমন করিলেন; গাড়ী ফিরিয়া গেল।

এই অবসরে মিষ্টার পেজের বাসাবাড়ীর সন্নিকটে আর একটি ঘটনা হইতেছিল, প্রসঙ্গ স্থগিত রাখিয়া, অগ্রে সেই ঘটনার কথা এই স্থানে বলা যাইতেছে।

একটা নিম্নতলস্থ হোটেলের বীরসরাপের গুদামে তিনটি লোক; দুটি স্ত্রীলোক, আর একটি বালক। স্ত্রীলোকেরা অপর আর কেহই নহে, একজন সেই কাঁসীরাঁড়ী, দ্বিতীয়া সেই কারোটিপোল; বালকের নাম কিঞ্চিন্‌গ্রাও। তাহারা তিন জনে একটা টেবিলের সম্মুখে বসিয়া চুপি চুপি কি কথোপকথন করিতেছিল। হোটেলওয়ালা নূতন লোক নহে; দস্যুদলের সহকারী পূর্ব্বপরিচিত সেই ব্রিগ। সে ব্যক্তি এখন পরচুল পরিয়া, সবুজ চসমা নাকে দিয়া বেড়ায়, সহরের কোন লোক তাহাকে চিনিতে পারে না। যে তিন জন কথোপকথন করিতেছিল, তাহাদের নিকটে আর কেহ ছিল না, তবে চুপি চুপি কথা কেন? পাছে কোন নূতন খরিদ্দার আসিয়া গোপনে থাকিয়া তাহাদের কথা শুনিতে পায়, সেই জন্যই সাবধান।

কিঞ্চিন্‌গ্রাও পূর্ব্ববৎ কুৎসিত ও অপরিচ্ছন্ন; কারোটিপোল স্বভাবসিদ্ধ খিট্‌খিটে উগ্রমেজাজী, কিন্তু তাহার পিতার (বিগ্‌বেগারম্যানের) মহা বিপদে এখন সে কিছু অবসন্ন। বিগ্‌বেগারম্যান এখন জেলখানার হাজতে;—

খুন, বোম্বেটেগিরী, দাগাবাজী, আরও অন্যান্য প্রকার অপরাধে অভিযুক্ত ; শীঘ্রই তাহার বিচার হইবে। ফাঁসীরাঁড়ী দস্যুপতি ম্যাগ্‌স্‌ম্যানের উপপত্নী। ম্যাগ্‌স্‌ম্যানের প্রথম নাম জো-ওয়ারেণ, বেগারম্যানের দ্বিতীয় নাম প্রাইস, তাহাদের বিষয় যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। ফাঁসীরাঁড়ী এখন পতিবিয়োগজনিত শোকবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোটামুটি ফর্সা কাপড় পরিধান করিয়াছে।

জল মিশাইয়া মদ খাইয়া কারোটিপোল বলিল, "আমরা এখন সোজা পথে সেই পাপিষ্ঠ পেজ্‌ ও তাহার স্ত্রীর উপর প্রতিশোধ লইতে পারিব ; অধিকন্তু এখানকার একজন বড়লোক আমাদের হাতের ভিতর।"

ফাঁসীরাঁড়ী বলিল, "আমরা যেরূপ মত্‌লব করিয়াছি,তাহা যদি সিদ্ধ হয়, তবে তোমার পিতা আর আমার সেই লোকটি নিশ্চয়ই কোন না কোন প্রকারে অব্যাহতি পাইবে।"

আহ্লাদে মুখ ঘুরাইয়া কিঙ্কিন্‌গ্রাণ্ড বলিল, "আমার পরামর্শ শুনিয়াছ বলিয়াই তোমাদের এই উপকার হইতেছে। যখন তোমরা পেজের ও জুলিয়ার গলায় ছুরী দিতে উদ্যত হইয়াছিলে, আমি তখন বারণ করিয়াছিলাম। তাহাদিগকে খুন না করিয়া তাহাদের চালচলন চর্চ্চার জন্য চর নিযুক্ত করিলে বেশী উপকার হইবে। তাহারা ধড়ীবাজ,খল ও অর্থলোভী। চরের দ্বারা সন্ধান লইলে নিশ্চয়ই তাহারা ফাঁদে পড়িবে। তোমরা আমার পরামর্শ শুনিয়াছ, বেশ যোগাড় হইয়াছে। উত্তম কারবার! সিকেষ্টার-শ্যাল দাসীর কার্য্য স্বীকার করিয়া বেশ ছলনা করিতেছে,তাহার দ্বারাই তোমাদের কার্য্যোদ্ধার হইবে।"

আদুরে আদুরে কথায় কারোটিপোল বলিল, "সে কথা আর মনে করিয়া দিবার কি দরকার? তোমার পরামর্শে ভালই হইয়াছে, সেটা আমরা অস্বীকার করি না।"

ফাঁসীরাঁড়ী বলিল, "অস্বীকার ত করিই না, তাহা ছাড়া আজ রাত্রে যদি আমাদের আশামত কার্য্য সম্পন্ন হয়, তবে আমরা অবশ্যই মানিব, তোমার পরামর্শে আমাদের বিশেষ উপকার হইয়াছে। তোমার পরামর্শের ফলেই কারোটিপোলের পিতাকে আর আমাদের জো-ওয়ারেণকে বধ্যভূমির দোলমঞ্চ হইতে নিশ্চয়ই আমরা উদ্ধার করিতে পারিব ; কিন্তু বিল্! তোমার সেই যুবতী স্ত্রীলোকটির প্রতি কি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিতে পারা যায়?"

কিঙ্কিন্‌গ্রাণ্ড বলিল, "চুণ-সুরকীতে ইটের গাঁথনি যেমন জমাট হয়, সেই চতুরা যুবতীর বুদ্ধিও সেইরূপ জমাট। মাসাবধি পেজের বাড়ীতে সে চাকরী করিতেছে, যাহা যাহা হইতেছে, সব দেখিতেছে; আজ রাত্রের কাণ্ডটাও ভালরূপে পরীক্ষা করিতেছে। কে সেই সিকেষ্টার-শ্যাল, এক মাসের মধ্যে মিষ্টার পেজ্ সে পরিচয়টা কিছুই জানিতে পারে নাই। অনেক দিনের পূর্ব্বে গ্রস্ ষ্ট্রীটের কিঙ্কিন্-কেন আড্ডায় মলিনবসনা মলিনবেশা যে স্ত্রীলোককে পেজ্ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিল, সেই যুবতী এখন ফুটফুটে হইয়া, ভাল কাপড় পরিয়া, তাহার বাড়ীতে দাসী হইয়া রহিয়াছে। সাবাস্!"

কিঙ্কিন্‌গ্রাণ্ডের কথা সমাপ্তমাত্র সেই সিকেষ্টার শ্যাল ঐ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। যথার্থই তাহার চেহারার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন। মন্ত্রকুহকে তাহাকে গৃহত্যাগিনী করিয়া ডাকাতের দলে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। কিঙ্কিন্‌গ্রাণ্ডের প্রতি সে অতিশয় কামাসক্তা। কিঙ্কিন্‌গ্রাণ্ডের খাতিরেই সে এখন গুপ্ত অভিসন্ধিতে পেজের বাসায় দাসীত্ব স্বীকার করিয়াছে।

নবাগতা যুবতীকে দেখিয়াই আদর করিয়া তাহার প্রেমনায়ক কিঙ্কিন্-গ্রাণ্ড সগৌরবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে শ্যাল! খবর কি?"

শ্যাল উত্তর করিল, "খবর ভাল! কুমারী পলিন্ আরক-মিশ্রিত সরাপ খাইয়াছে। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স এইমাত্র সেখানে উপস্থিত হইয়াছে।"

চঞ্চলপদে আসন হইতে উঠিয়া কারোটিপোল চঞ্চলস্বরে বলিল, "তবে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। শ্যাল! তুমি অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চল, এখনই আমরা সেইখানে যাইব, তুমি অগ্রে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবে, আমরা একটু তফাতে থাকিব।"

শ্যাল বলিল, "তোমরা পশ্চাদ্দিকের ফটকের কাছে থাকিও, আমি প্রবেশ করিবার পর তোমরা দুই মিনিটের অধিকক্ষণ দেরী করিও না।"

এই কথা বলিয়াই সিকেষ্টার শ্যাল দ্রুত প্রস্থান করিল। গুদামে যাহারা রহিল, তাহারা আহ্লাদে বিস্ফারিতনেত্রে পরস্পর মুখ-চাহাচাহি করিল।

কারোটি ও কাঁসীরাঁড়ী একবাক্যে সেই যুবতীর বুদ্ধির প্রশংসা করিল। প্রশংসা শুনিয়া কিঙ্কিন্‌গ্রাণ্ডের আনন্দ বাড়িল। তাহারা তিন জনে গুদাম

হইতে বাহির হইয়া, ছদ্মবেশী ত্রিগের দিকে চাহিয়া, সঙ্কেতে মাথা নাড়িয়া হোটেল হইতে বাহির হইয়া গেল।

পেজের বাসার পশ্চাদ্দিকে বাগান। বাগানে যাইবার একটা সুঁড়িপথ। সেই দিকে ফটক;—ফটকের কাছে উপস্থিত হইয়াই সেই ত্রিমূর্ত্তি দেখিল, সিকেটার-শ্যাল সেইখানে তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। শ্যাল তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর ভিতর চলিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

—— ঃ*ঃ ——

অনাহূত আগন্তুক

রাত্রি ১০টা বাজিয়া গিয়াছে ;—পেজের বাসার শয়নঘরে বাতী জ্বলিতেছে। সেই ঘরের একখানি কৌচের উপর কুমারী পলিন্ অচেতনে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। পূর্ণ-পরিচ্ছদপ'রহিতা ;—কিন্তু তাহার সুচাচর কুন্তলজাল আলুথালু অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। আহারের পর তাহাকে এক গ্লাস মদ খাইতে দেওয়া হইয়াছিল, তৎক্ষণাৎ ঝিমুনি, তৎক্ষণাৎ জ্ঞানহারা। দুঃশীল জুলিয়া সেই অবস্থায় তাহাকে তুলিয়া বিছানার উপর শুয়াইয়া রাখিয়াছে। সিকেষ্টার-শ্যাল যেন আপন ইচ্ছাতেই কুমারীকে তুলিবার সময় জুলিয়াকে সাহায্য করিয়াছিল।

হাঁ, সেই অসহায়া কুমারী অজ্ঞানাবস্থায় সেই শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে, শূন্য পদতল ও অনাবৃত বাহু নিস্পন্দ, অধরোষ্ঠ অৰ্দ্ধবিমুক্ত, তন্মধ্য হইতে মুক্তাপাঁতিসদৃশ সুন্দর দন্তপাঁতি অল্প অল্প দৃষ্ট হইতেছে।

দুরন্ত কালসর্প যেমন ফণা বিস্তার করিয়া মুখের গ্রাস শীকারের উপর লক্ষ্য করে, রাজকুলসম্ভূত নররূপী কামুক ভুজঙ্গম সেইরূপে অদূরে দাঁড়াইয়া অচৈতন্য কুমারীর বুকের কাছে হেঁট হইয়া সতৃষ্ণনয়নে সেই রূপরাশি দর্শন করিতেছেন,—রূপসুধা পান করিতেছেন। সুললিত বাহুযুগল,পীনোন্নত-পয়োধর, সুগঠিত শুভ্র গ্রীবা এবং সুন্দর পরিচ্ছদের প্রতি ঘন ঘন সলোভ দৃষ্টি। আলুলায়িত সুচিক্কণ কেশদাম অযত্নে বিক্ষিপ্ত হইয়া উপাধান আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, মাদকশক্তিপ্রভাবে আরক্তচ্ছটায় সুন্দর মুখমণ্ডল আরও সুন্দর হইয়াছে ; কল্পনায় সিদ্ধকাম মনে করিয়া লম্পট রাজকুমার অনিমেষে সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যসাগর মন্থন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

অনেকক্ষণ ;—অনেকক্ষণ সেই দুরন্ত লম্পট প্রিন্স সেই অচেতন দেহের উপর হেঁট হইয়া মনে মনে বিপুল আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। নিশ্চয়ই এ যুবতী আমার ক্রোড়গত, আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই, এই বিশ্বাসে কুমারীর মুখের

নিদ্রিতা পলিন ও যুবরাজ।

কাছে মুখ লইয়া সুলোহিত ওষ্ঠপুটে সুরঞ্জন নাসিকার সুগন্ধ নিশ্বাসবায়ু আঘ্রাণ করিতেছেন, এমন সময় একটা শব্দ হইল। কিসের শব্দ?—কামোন্মত্ত যুবরাজ কাম-বিভ্রমে গৃহের দরজা বন্ধ করিতে ভুলিয়াছিলেন, বাহির হইতে কপাটের আংটা-নাড়া শব্দ।

কামবিহ্বল রাজকুমার তখন পর্য্যন্ত সেই নিদ্রিতা সুন্দরীর মুখপদ্মের আঘ্রাণ লইতেছিলেন। আবার শব্দ। যুবরাজ তখন মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, নিমেষমধ্যে দ্বার উদ্ঘাটিত; শুনিলেন, ঘন ঘন মনুষ্যের পদশব্দ;—দেখিলেন, অনাহূত লোকেরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে; ভাবিলেন, আশা বিফল;—সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত। একবার তিনি ভাবিয়াছিলেন, শব্দ হয় ত কল্পনাপ্রসূত,—চক্ষু হয় ত ভ্রম দর্শন করিতেছে;—পরক্ষণেই সে ভ্রম দূর হইল।

তিন জনকে দেখিবামাত্র রাজকুমার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কে তোরা? দূর হ!—এখনই এ স্থান হইতে বাহির হইয়া যা! নতুবা এখনই আমি গোলমাল করিয়া বাটীর সকল লোককে ডাকিব।"

কারোটিপোল বলিল, "খবরদার প্রিন্‌স অব ওয়েল্‌স! খবরদার! গোল-মাল করিও না! যদি কর, তুমি নিজেই ধরা পড়িবে!"

সক্রোধে ভূতলে পদাঘাত করিয়া যুবরাজ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোরা? তোরা চাস্ কি?"

সেই রক্তকেশী রমণীর সম্বোধনবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রিন্স বুঝিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে, সুতরাং একটু নরম হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা কি টাকা চাস্? আমি তোদের গোটা-কতক গিনী—"

ফাঁসীরাঁড়ী উত্তর করিল, "আমরা তোমাকে গোটাকতক কথা বল্‌তে চাই।"

শয্যার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া সতেজে প্রিন্স বলিলেন, "আমাকে? এই রাত্রে?—অসম্ভব।"

গম্ভীর-বদনে গম্ভীরস্বরে ফাঁসীরাঁড়ী বলিল, "হাঁ,—তোমার সঙ্গেই আমা-দের কথা;—আজ রাত্রেই সেই কথা বলা দরকার। বুঝিয়াছ?—যে সময়ে তুমি কুকর্ম্ম করিয়া আপনাকে সুখী হইবার আশা করিতেছিলে, ঠিক সেই সময়ে আমরা আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে তোমার রাগ হইয়াছে।"—এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে নিদ্রিতা পলিনের দিকে একবার চাহিয়া সে আবার বলিতে লাগিল, "প্রিন্স! তুমি যে হঠাৎ এ ঘরে আসিয়া এই কাণ্ড করিতেছ, এমন বুঝাইতেছে না; পূর্ব্ব হইতেই কুমন্ত্রণা করিয়া ফাঁদ পাতিয়াছিলে, ইহাই আমি বুঝিতেছি।"

সক্রোধ গর্জ্জন করিয়া যুবরাজ বলিয়া উঠিলেন, "কি! সেই বদ্‌মাস্ পেজ্‌টা কি আমার সঙ্গে জুয়াচুরী খেলা খেলিতেছে? আচ্ছা, আচ্ছা, আমি তাহাকে উচিতমত প্রতিফল দিব!"

কারোটিপোল বলিল, "বাজে কথা! পেজ্ এ বিষয়ের কিছুই জানে না। সে এবং তাহার স্ত্রী নীচের ঘরে চাবী-বন্ধ আছে, তাহাদের দাসীটি পিস্তল হস্তে লইয়া সেই ঘরের দরজায় পাহারা দিতেছে। জানো প্রিন্স অব ওয়েল্‌স, এতদূর সাবধানতার কার্য্য!"

রাজকুমার কাঁপিয়া উঠিলেন, স্ত্রীলোকদিগের কথা শুনিয়া তাঁহার ভয় হইল; ক্রমশই তিনি অধিক চঞ্চল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা কারা? তোরা কি চাস্?"

মাথার টুপী খুলিয়া, সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া কিঞ্চিন্‌গ্রাও উত্তর করিল, "আমিই প্রথমে তোমার কথার জবাব দিব। এক রকমে আমিও একজন রাজপুত্র। গণিকা ও তস্করগণের কাপ্তেন আমি। তাহারা আমাকে কিঞ্চিন্‌গ্রাও বলিয়া ডাকে। দেখ রাজকুমার, আমি আপন ইচ্ছায় যাহা কিছু করিতে পারি, তাহার উপর কোন কথা নাই; তুমি আমাকে যাহা করিতে বলিবে, আমি আমার নিজের অভ্যাসমত তাহাই করিব।"

বিরক্ত হইয়া ঘৃণার স্বরে প্রিন্স বলিলেন, "বেশ বেশ!—থামো!—থামো! আর শুনিতে চাই না।" বক্তাকে এই কথা বলিয়া, কারোটিপোলের দিকে চাহিয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ত, তোমরা আমার কাছে কি চাও? শীঘ্র বল, সংক্ষেপে বল, কাজটা যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই ভাল।"

কারোটিপোল বলিল, "আমার নাম মেরী প্রাইস্; আমার পিতার নাম ষ্টিফেন প্রাইস্; স্থলবিশেষে আমার পিতা বিগ্‌বেগারম্যান নামে পরিচিত।"

ফাঁসীরাঁড়ী বলিল, "আমি জোসেফ ওয়ারেণ নামক এক ব্যক্তির উপ-পত্নী। সেই ব্যক্তিকে সকল লোকে ম্যাগ্‌স্‌ম্যান বলিয়া জানে।"—কথাটা শুনিয়া রাজকুমারের মুখের ভাব কিরূপ হয়, তাহা দেখিবার জন্য ফাঁসীরাঁড়ী তীক্ষ্নদৃষ্টিতে যুবরাজের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স চমকিয়া উঠিলেন। কারোটিপোলের মুখে বিগ্‌ বেগারম্যানের নাম শুনিয়া তাঁহার মনে হইল, নামটা তাঁহার অজানা নয়; ফাঁসীরাঁড়ীর মুখে ম্যাগ্‌স্‌ম্যানের নাম শুনিয়া তাঁহার আরও অধিক বিস্ময়।

মহা গোলমালে পড়িয়া, বিরক্ত হইয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স চঞ্চলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, এখন তোমরা আমার কাছে কি চাও?"

ফাঁসীরাঁড়ী বলিল, "আমিই উত্তর দিতেছি। এই কারোটিপোলের পিতা বিগ বেগারম্যান জলপথে ডাকাতী এবং নরহত্যা অপরাধে হাজতে আছে। আমার উপপতি জেরা-ওয়ারেণও সেইরূপ অপরাধে সেই অবস্থায় বন্দী, তাহাদের অপরাধ সাব্যস্ত হইবে; পূর্ব্বে পূর্ব্বে তাহারা যে সকল

দুষ্ক্রিয়া করিয়াছিল, তাহাও প্রমাণ হইবে; বিচারে তাহাদের ফাঁসী হওয়া অনিবার্য্য; কিন্তু তাহাদিগকে মরিতে দেওয়া হইবে না; তাহাদের প্রাণরক্ষা হওয়া আবশ্যক; বরং যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন হওয়া ভাল, কিন্তু প্রাণদণ্ড রহিত করিতে হইবে। শুন প্রিন্স, এই আমাদের দরকার; ইহার অধিক আর কিছু আমরা চাহি না, আমাদের এই সামান্য প্রার্থনা।"

এতাদৃশ বিষয়ে কোন অঙ্গীকার করিয়া নিশ্চয়ই পালন করিবেন না, ইহা রাজকুমারের মনোগত ভাব, অথচ আবেদনকারিণীগণকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করিয়া দিবার মতলবে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা! তাহাদের বিচার যখন আরম্ভ হইবে, তখন জোগাড় করিয়া খালাস করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যাইবে।"

ফাঁসীরাঁড়ী বলিল, "রাজকুমার! আপনার এই অঙ্গীকারে আপনার কাছে আমরা বিশেষ উপকার-ঋণে বাধ্য রহিলাম।"

কিঞ্চিন্‌গ্রাও আর একটু বাড়াইয়া বলিল, "সময়ে একদিন না একদিন নিশ্চয়ই আমরা আপনার সহিত সদ্ব্যবহার করিব।"

যুবরাজ বলিলেন, "এখন ত তোমাদের কার্য্য শেষ হইল, এখন তোমরা বিদায় হইতে পার। যে অঙ্গীকার আমি করিলাম, তাহার উপর বিশ্বাস—"

রাজকুমারের দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুলীর অঙ্গুরীয়ের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া অভ্যাসমত চতুরতাবলে ফাঁসীরাঁড়ী বলিল, "রাজকুমার! আপনার ঐ অঙ্গীকারটি একখানি কাগজে লিখিয়া দিতে হইবে। সেই দলীলে আপনার হস্তের এই অঙ্গুরীর মোহর অঙ্কিত থাকিবে, ইহাই আমরা চাই।"

ক্রুদ্ধ হইয়া রাজপুত্র বলিলেন, "কি! আমার কথায় বিশ্বাস হইল না? ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিলাম, তাহার উপর আবার কথা? দূর হ! এখনি চলিয়া যা! আমি তোদের তৃণজ্ঞান করি!"

কৌচের উপর নিদ্রিতা কুমারী পলিনের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কিঞ্চিন্‌গ্রাও বলিল, "মহিমান্বিত রাজকুমার! আমরা আপনাকে অল্পে ছাড়িব না। আপনার কথা শুনিয়াই চলিয়া যাইব না। এই বাড়ীর দাসীটি আমার প্রেমময়ী। আপনি ঐ অজ্ঞান যুবতীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, আমার সেই প্রেমময়ী তৎসমস্ত বিবরণ আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছে।"

কিছুমাত্র উত্তেজিতভাব না দেখাইয়া ভঙ্গীক্রমে ফাঁসীরাঁড়ী বলিল, "হাঁ যুবরাজ! সমস্তই সত্য; সব কথা আমরা শুনিয়াছি। এখনি আমরা

গোলমাল করিয়া লোক ডাকিব, রাস্তার লোক আসিয়া দেখিবে, ইংলণ্ডের প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স কি প্রকারে নেশা করাইয়া যুবতী স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব নাশ করেন। ভাব দেখি, ইহা জানিতে পারিলে লোকে তোমাকে কি বলিবে?”

প্রিন্স ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, মনে মনে তিনি ভাবিলেন, ইহারা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য মোরিয়া লোক। ইহাদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা করা অথবা দলীল লিখিয়া দিতে অস্বীকার করা উভয়ই বিফল। ইহারা যাহা বলিতেছে, নিশ্চয়ই তাহা করিতে পারে; চীৎকার করিয়া লোক জড় করিতে পারে; অনেক লোক আসিতে পারে; সকলেই এই কাণ্ড জানিতে পারিবে দারুণ অপমান ও কলঙ্ক; অধিকন্তু রাজসিংহাসনে বসিবার আমার যে অধিকার, তাহাও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এক দিকে এই চিন্তা, দ্বিতীয় দিকে পালিনকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইতেও তাঁহার মন সরিল না। মনে মনে নানারূপ তোলাপাড়া করিয়া অবশেষে তিনি বলিলেন, “যাহাদিগকে খালাস করিবার কথা তুমি বলিতেছ, তাহাদের পক্ষে আমার যে অঙ্গীকার, সেই অঙ্গীকারটা লিখিয়া দিলেই তোমরা তুষ্ট হও?”

কিঙ্কিনগ্রাণ্ড উত্তর করিল, “হাঁ, তাহাই আমরা চাই।”

ঝন্‌ঝনে আওয়াজে কারোটিপোল বলিল, “কিঙ্কিনগ্রাণ্ড! তুমি চুপ কর। লিজী-মার্ক আমাদের এ কার্য রফা করুক।”

ফাঁসীর ঁড়ী বলিল, “যুবরাজ! কেবল ঐ কথা লিখিয়া দিলেই হইবে না, যাহা আপনি লিখিবেন, তাহা ঠিক পালন করিতে হইবে। জো ওয়ারেণ এবং ষ্টিফেন প্রাইসের প্রাণের প্রতিভূ আপনি হইবেন, ইহাও লিখিয়া দিতে হইবে। অবশ্য, বেকসুর খালাস করাইতে আপনি পারিবেন না, যত বড় রাজপুত্রই আপনি হউন, সে ক্ষমতা আপনার নাই, তাহা আমরা জানি। কথা এই যে, প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাহাতে অন্যবিধ দণ্ডাজ্ঞা হয়, তাহারই উপায় আপনি করিবেন।”

কারোটিপোল বলিল, “আমার পিতা এবং জো ওয়ারেণ চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসনদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হউক, ইহাতে আমরাও রাজী আছি। লিজী-মার্ক যাহা বলিয়াছে, আমিও তাহাই বলি, তাহাদের যেন ফাঁসী না হয়।”

যুবরাজ বলিলেন, “যে ক্ষমতা আমার নাই, তোমরা সেই ক্ষমতা ধারণ কর দেখিতেছি। যাহাই হউক, অঙ্গীকারনামা আমি লিখিয়া—”

বাধা দিয়া ফাঁসীরাঁড়ী বলিল, "আপনার হস্তের অঙ্গুরীর চিহ্ন যেন তাহাতে থাকে। তাহা না থাকিলে কল্য প্রাতঃকালেই আপনি হাতের লেখা অস্বীকার করিতে পারেন।"

কারোটিপোল দোয়াত, কলম, কাগজ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ সম্মুখে যোগাইয়া দিল। প্রিন্‌স ইতিপূর্ব্বে মিগেলস্‌কে এইরূপে এক দলীল লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল, অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ করিলেন, পলিন্ পাছে জাগিয়া উঠে, পলায়নের বেশ সুবিধা, পাছে পলাইয়া যায়, তবেই ত সব মাটী। এই চিন্তা করিয়া তিনি দলীল লিখিতে বসিলেন। লেখা হইতেছে, ইত্যবসরে ফাঁসীরাঁড়ীর কানে কানে কারোটিপোল জিজ্ঞাসা করিল, "দলীল লেখা শেষ হইলে আমরা কি চলিয়া যাইব?"

চুপি চুপি ফাঁসীরাঁড়ী উত্তর করিল, "তাহাও কি হয়?- পলিনের সন্ধান করিয়া দিতে পারিলে লর্ড ফ্লোরিমেল আমাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিবেন অঙ্গীকার করিয়া পাঁচ শত পাউণ্ড অগ্রিম দান করিয়াছেন, আবার এই লম্পট রাজকুমারের কবল হইতে এই কুমারীকে উদ্ধার করিয়াছি, ইহা শুনিলে তিনি আরও পাঁচ শত পাউণ্ড আমাদিগকে প্রদান করিবেন, ইহা কি আমরা জানিতেছি না? কুমারী পলিন্‌কে কখনই আমরা এখানে এ অবস্থায় ফেলিয়া -"

ফাঁসীরাঁড়ীতে আর কারোটিপোলে চুপি চুপি যে সকল কথা হইল, কিঞ্চিন্‌গ্রাণ্ড তাহা শুনিতে পাইয়াছিল, সেইরূপ মৃদুস্বরে সে তখন বলিতে লাগিল, "সিকেষ্টার-শ্যাল সকল কথাই আমাদিগকে বলিয়াছে। কুমারী পলিন্‌কে সে অবশ্যই সুনয়নে দেখিয়াছে। পলিনের উপর কোনরূপ দৌরাত্ম্য হয়, ইহা তাহার ইচ্ছা নয়। বুঝিয়াছ? সিকেষ্টার-শ্যাল গোপনে সংবাদ দিয়া আমাদিগকে এইখানে আনিয়াছে, সে যাহাতে অসন্তুষ্ট হয়, তেমন কার্য্য করা কদাচ আমাদের উচিত নহে।"

কারোটিপোল বলিল, "প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের কার্য্যে আমরা বাধা জন্মাইব। দলীলখানা আমাদের হস্তগত হইলেই পাপিষ্ঠ পেজ্‌কে আর তাহার স্ত্রীকে একবার দেখিতে—"

লেখা সমাপ্ত করিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, এই ত আমার কার্য্য শেষ হইয়া গেল।"—লিখিতে লিখিতে তিনি বারংবার চকিত-চক্ষে চাহিয়া ঐ তিন জন আগন্তুকের চুপি চুপি কথার ভাবভঙ্গীর প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন।

প্রিন্সের বাক্য শ্রবণ করিয়াই ফাঁসীরাঁড়ী ঔৎসুক্য সহকারে বলিল, "দেখি! একবার পড়িয়া দেখি!" বলিয়াই প্রিন্সের হস্ত হইতে দলীলখানি লইয়া দেখিল, দস্তখৎ মোহর ঠিক হইয়াছে। অতঃপর পঙ্‌ক্তি পঙ্‌ক্তি পাঠ করিতে লাগিল; তাহার বামস্কন্ধের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া কিফিন্‌গ্রাও এবং দক্ষিণস্কন্ধের উপর দিয়া কারোটিপোল উঁকি মারিয়া সেই দলীলের বয়ানগুলি দেখিতে লাগিল। পাঠ সমাপ্ত করিয়া, দলীলখানি বুক-পকেটে লুকাইয়া রাখিয়া, প্রিন্সকে সম্বোধন পূর্ব্বক ফাঁসীরাঁড়ী বলিল, "হাঁ, ইহা হইলেই চলিবে, এখন আপনি বিদায় হইতে পারেন।"

চমকিয়া উঠিয়া রাজপুত্র বলিলেন, "কি! আমি বিদায় হইব?—সে কি? তোমরা চলিয়া যাও!"

প্রশান্তবদনে দৃঢ়সঙ্কল্পে ফাঁসীরাঁড়ী বলিল, "সত্য! আপনাকেই বিদায় হইতে বলিয়াছি; এখনই আপনি চলিয়া যান, কুমারী পলিন্ ক্লারেণ্ডনকে আমরা রক্ষা করিতে আসিয়াছি,তাহার সর্ব্বনাশে সাহায্য করিতে আসি নাই।"

প্রিন্স বলিলেন, "তোমাদের যদি ঐরূপ সঙ্কল্প হয়, তাহা হইলে আমি সদয় হইয়া তোমাদের সাহায্য করিব না।"

বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া ফাঁসীরাঁড়ী উত্তর করিল, "আপনি এখন আমাদের পক্ষ না হইতে পারেন, কিন্তু এই কাগজখানি আমাদের পক্ষে উপকার করিবে।"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তীব্রস্বরে প্রিন্স বলিলেন, "কিছুতেই কি তোমরা তুষ্ট হইবে না?—টাকা যত টাকা তোমরা চাও—হাঁ, আমি তোমাদিগকে এক শত গিনী—"

ঘৃণার স্বরে মুখভঙ্গী করিয়া কারোটিপোল বলিল, "এক শত তৃণ!—দেখ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স! কুমারী পলিনের দুর্দ্দশা করিবার জন্য তুমি আমাদিগকে যাহা দিতে চাও, কুমারীকে রক্ষা করিলে আমরা তাহার দ্বিগুণ পাইব। এক ঘণ্টা এখানে দাঁড়াইয়া যদি তুমি আমাদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা কর, তাহা-তেও কোন ফল হইবে না।"

কথাটা উড়াইয়া দিবার মত ভাবে কিফিন্‌গ্রাও বলিল,"প্রিন্স তোমার কাছে আধখানা গিনীও আমরা চাহি না!"

ক্রোধ প্রকাশ করিতে সাহস না করিয়া, মনে মনে গর্জ্জিয়া প্রিন্স বলি-লেন, "তবে আমি আর ও সকল কথা কিছুই বলিতে চাহি না।"

যার পর নাই অপমানে মর্ম্মাহত হইয়া প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইলেন। যে অভিলাষ পূর্ণ হইবার কোন সন্দেহ ছিল না, সেই অভিলাষ অপূর্ণ ;— আশাভঙ্গে প্রাণ ব্যাকুল। টুপী ও লবেদা লইয়া তিনি গ্রহদেবতা-গণকে গালি দিতে দিতে গৃহ হইতে বাহির হইলেন, হতাশের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

শেষ অঙ্কের অভিনয়

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স বাহির হইয়া যাইবামাত্র ফাঁসীরাঁড়ী ধীরে ধীরে শয্যার নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে কুমারী পলিনের গা ঠেলিল।

পলিন্ ঘুমাইতেছিল, অপরের করস্পর্শে একবার অল্পমাত্র নয়ন উন্মীলন করিয়াই পাশ ফিরিয়া শুইল; পুনরায় নিদ্রাভিভূতা।

ফাঁসীরাঁড়ী তখন নিদ্রিতা কুমারীর ললাটে জলসেচন করিতে লাগিল। অল্পে অল্পে কুমারীর সংজ্ঞাসঞ্চার।

চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া কুমারী পলিন্ সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, তিনটা অপরিচিত মূর্ত্তি খট্টাসমীপে দণ্ডায়মান আছে। দেখিয়াই তাহার অন্তরে মহাতঙ্ক উপজিল, অকস্মাৎ রসনা হইতে চীৎকারধ্বনি বিনির্গত হইল, অন্তরে যে আতঙ্ক, বদনেও সেই আতঙ্কচিহ্ন প্রকাশ। অভয় দিয়া ফাঁসীরাঁড়ী তৎক্ষণাৎ তাহার শ্রুতিমূলে দুটি একটি কথা বলিল,—"ভয় কি কুমারি? ভয় নাই। আমরা তোমার বন্ধু। তুমি এক মহাবিপদে পড়িয়াছিলে, সে বিপদে তোমার চৈতন্য অপহৃত হইয়াছিল, আমরা তোমাকে সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছি।"

শশব্যস্তে শয্যার উপর উপবেশন করিয়া কম্পিত-ললাটে হস্তমর্দ্দন করিতে করিতে পূর্ব্বস্মৃতি মনে আনিয়া কুমারী কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বিপদ্? —হাঁ, মনে পড়িতেছে।"—সংক্ষেপে এই কথা বলিয়াই ঘূর্ণিত-নয়নে গৃহের চারিদিক্ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় আমি?"

ফাঁসীরাঁড়ী উত্তর করিল, "পেজের বাসায়—শয়নঘরে। তোমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য এক বিষম ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছিল; সময়ে আমরা এখানে উপস্থিত না হইলে আর কেহ তোমাকে রক্ষা করিতে পারিত না। আহারের পর ইহারা তোমাকে যে সরাপ খাইতে দিয়াছিল, সেই সরাপের সঙ্গে তীব্র আরক মিশ্রিত ছিল, তাহাতেই তোমার চৈতন্য লুপ্ত হয়। নেশা করাইয়া, অজ্ঞান করিয়া, দুষ্টেরা তোমাকে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের হস্তে অর্পণ করিয়াছিল।"

সভয়ে চীৎকার করিয়া পলিন্ বলিয়া উঠিল, "হা পরমেশ্বর!"

শঙ্কাকুলা কুমারীর সর্ব্বাঙ্গ তখনও কাঁপিতেছিল, সান্ত্বনা দান করিয়া কাঁসারীঁড়ী বলিল, "সত্যই তোমাকে আমরা প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছি। তুমি কোথায় থাকো, কি কর, তাহার সন্ধান জানিয়া তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত লর্ড ফ্লোরিমেল আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, সেই উপদেশানুযায়ী আমরা কার্য্য করিতেছি।"

সুন্দরীর সুন্দর বর্ণ ইত্যগ্রে শ্বেতপ্রস্তরবৎ শুভ্র হইয়া গিয়াছিল, কাঁসারীঁড়ীর মুখে ঐ কথা শুনিবামাত্র বদনের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া আসিল, হঠাৎ আনন্দে সেই বদনে আরক্ত আভা দেখা দিল, সানন্দস্বরে বলিয়া উঠিল, "লর্ড ফ্লোরিমেল! ওঃ! ইহা কি সম্ভব? যদি—"

বলিতে বলিতে কুমারী হঠাৎ থামিয়া গেল, মনে হইল, লর্ড ফ্লোরিমেল তবে প্রকৃতই সাধুস্বভাব ভদ্রলোক; আমি তাঁহার প্রতি নির্দ্দয় হইয়া নিতান্ত কর্কশ ব্যবহার করিয়াছি।—অকস্মাৎ এই ভাবের উদয় হওয়াতে কুমারীর হৃদয়-সাগরে যুগপৎ আনন্দ ও অনুতাপের ক্রীড়া হইতে লাগিল।

কাঁসারীঁড়ী বলিল, "হাঁ গো কুমারি, সম্ভব—সত্য। লর্ড ফ্লোরিমেল তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। তিনি একটা অসাবধানের কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতেই তোমার বরাগভাজন হইয়াছেন; সে জন্য তিনি বড়ই দুঃখিত, কিন্তু তাঁহার ভালবাসা কমে নাই। অন্যলোকে তোমার উপর দৌরাত্ম্য করিতেছে, তাহা তিনি শুনিয়াছেন, সেই কারণে তোমার বাসস্থান নির্ণয় ও তোমার চালচলন পরিদর্শনের নিমিত্ত আমাদের উপর ভার দিয়া রাখিয়াছেন। তিনি এখন সহরে নাই, আমরা তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিতেছি।"

দরদর-ধারে পলিনের গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা বাহিত হইতে লাগিল। সরলা কুমারী অস্পষ্টস্বরে বলিল, "বেচারা গেব্রিল!"—সংক্ষেপে এই উত্তর করিয়াই খট্টা হইতে নামিয়া নিকটস্থ একখানি চেয়ারে উপবেশন করিল, তখনও অল্প অল্প নেশার ঘোর; আগন্তুকদিগের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে? আমি জানিতে চাই, কাহাদের দ্বারা আমি উপকৃত?"

কাঁসারীঁড়ী উত্তর করিল, "কে আমরা, তাহা জানিবার তোমার দরকার নাই। আমাদের চেহারা তোমার প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু লর্ড ফ্লোরিমেলের কার্য্যে আর তোমার নিজের উপকারে আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।"

চেহারার কথায় কারোটিপোল ও কিঙ্কিন্‌গ্রাণ্ডের ততটা সংস্রব না রাখিয়া নিজের চেহারার কথাই প্রকাশ করা ফাঁসীরাঁড়ীর উদ্দেশ্য।

কিঙ্কিন্‌গ্রাণ্ড বলিল, "হাঁ, উহাই সত্য। আরও,—তোমাকে চক্রফাঁদে ফেলিবার জন্য তোমার ভগ্নীকে পাগ্‌লা-গারদে আটক করা হয়, সে জন্যও বটে, আর প্রিন্‌স অব্‌ ওয়েল্‌স তোমার ভগ্নীর যে দুর্দ্দশা করিয়াছে, তাহা প্রকাশ না হয়, সে উদ্দেশ্যেও বটে।"—এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই কুমারী পলিন্‌ সবিস্ময়ে বক্তার মুখপানে চাহিল। ভাব বুঝিয়াই কিঙ্কিন্‌গ্রাণ্ড পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "আঃ! দেখ কুমারি! আমরা কত দূর খবর রাখি! এখন তুমি সেই পাগ্‌লা গারদে গিয়া তোমার ভগ্নীকে ছাড়িয়া দিবার জন্য সেই রাস্কেল ডাক্তারকে অনুরোধ কর, অথবা আইন অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত কর।"

হস্তে হস্তপেষণ করিয়া পলিন্‌ বলিয়া উঠিল, "আঃ! তোমাদের কথায় আমার আশা জন্মিল, আনন্দসূচক শুভসংবাদ; কিন্তু আমি কি প্রকারে তোমাদের পুরস্কার দিব? আমার হস্তে অধিক টাকা—"

পলিন্‌কে চক্রজাল হইতে এবং অক্টেভিয়াকে পাগ্‌লা-গারদ হইতে মুক্ত করিবার উপায় বলিয়া দিবার হেতু এই যে, লর্ড ক্লোরিমেল তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া ফাঁসীরাঁড়ী বলিল, "তোমার কাছে আমরা কিছুই চাহি না। পুরস্কারের কথা বলিলে আমরা অসন্তুষ্ট হইব।"

পলিন্‌ বলিল, "তবে আমি আর ও কথা বলিব না। হাঁ, আমার ভগ্নীর সম্বন্ধে লর্ড ক্লোরিমেল তোমাদিগকে কি কোন কথা বলিয়াছেন?"—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সময় কুমারীর হৃদয়ে কেমন এক প্রকার আঘাত বাজিল, কল্পনাপথে আশ্চর্য্যজ্ঞান হইল, অন্তরে সদভিপ্রায় থাকিলেও লর্ড ক্লোরিমেল সেই গুহ্যকথা প্রকাশ করিবেন, ইহা ভাবিয়াই হৃদয় চঞ্চল।

এলিজাবেথ মার্ক উত্তর করিল, "সে সম্বন্ধে একটি কথাও তিনি বলেন নাই। আর একটা কথা কি জানো,—পেজের এই বাসার দাসীটি আমাদেরই গুপ্ত-দূতী; আমরাই তাহাকে এখানে রাখাইয়া দিয়াছি। এই বাড়ীর পাশের বাড়ীতেই তুমি থাকো, যাহাতে তোমার কোন বিপদ্‌ না হয়, সেই দূতী সর্ব্বদা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে, সেই জন্যই আমাদের ঐরূপ কৌশল।"

একটু চিন্তা করিয়া পলিন্ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা বলিয়াছ, লর্ড ক্লোরিমেল সহর হইতেবাহিরে গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন, তাহা কি বলিতে পার? তিনি আমার প্রতি যে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ঠিকানা জানিতে পারিলে পত্র লিখিয়া ধন্যবাদ জানাইতে ইচ্ছা করি।"—কথাগুলি বলিবার সময় কুমারীর মুখমণ্ডল কুমারীসুলভ লজ্জারাগে আরক্ত হইল, নয়নযুগলে উজ্জ্বল দীপ্তি দেখা দিল; পুনর্ম্মিলনের পন্থা পরিষ্কৃত হইতেছে, ক্লোরিমেল সম্বন্ধে অনুকূল ভাব প্রথম শুনিয়া অবধি আনন্দে কুমারীহৃদয় নৃত্য করিতেছিল সেই নৃত্য এখন বাড়িল।

ফাঁসীর'াড়ী উত্তর করিল, "লর্ড বাহাদুর এখন ডোভারে আছেন। তোমার বর্ত্তমান বাসস্থানের ঠিকানা আমরা জানিতে পারিয়াছি, সেই কথা তাঁহাকে জানাইবার নিমিত্ত গত মাসে আমি দুই তিনবার পিকাডিলীর বাড়ীতে গিয়াছিলাম; চাকরদের মুখে শুনিয়াছি, কোন একটি বিষয়কার্য্যের অনুরোধে তিনি এখন ডোভারে।"

সাবেগকণ্ঠে পলিন্ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাও নাই?"

ফাঁসীর'াড়ী উত্তর করিল, "সে রকম কাজ করা আমাদের অভ্যাস নয়। কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত না হইলে কাগজে আমরা কালী তুলি না। আমরা জানি, লর্ড বাহাদুর শীঘ্রই সহরে ফিরিয়া আসিবেন, অতএব তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। তুমি এখন বরং তাঁহার নামে ডোভারে পত্র লিখিতে পার।"

কুমারীর সরল অন্তরে সহসা আর একটা ভাবের উদয় হইল, ব্যগ্রকণ্ঠে সে বলিল, "মিষ্টার পেজ্ আর তাহার স্ত্রী আমার প্রতি যতটা দয়ামমতা দেখাইয়াছিল,অনুরক্ত বন্ধু বলিয়া বন্ধুত্বভাব জানাইয়াছিল, সেটা তবে কি ছলনা! তাহারা কি এতদূর বিশ্বাসঘাতক? ইহা কি সম্ভব?"

কারোটিপোল বলিল, "সত্যই তাহারা তাহাই। পেজ্ নিজে জুয়াচোর ফন্দীবাজ রাস্কেল, আর তাহার স্ত্রী সম্প্রতি লণ্ডনের ওয়েষ্ট এণ্ডে প্রকাশ্য বারাঙ্গনা।"

কথা শুনিয়া, মর্ম্মে বেদনা পাইয়া পলিন্ বলিয়া উঠিল, "ও পরমেশ্বর!! আমি সেই স্ত্রীলোকের সহবাসিনী হইয়াছিলাম!"

ফাঁসীর'াড়ী বলিল,"তুমি তাহার চরিত্র জানিতে না, তোমার দোষ কি?"

পলিন্ বলিল, "একটা বেশ্যা আমার সঙ্গিনী হইয়াছিল, এ কথা শুনিলে লর্ড ক্লোরিমেল আমাকে কি বলিবেন? তিনি আমাকে কি মনে করিবেন?"

কারোটিপোল বলিল, "লর্ড বাহাদুর জুলিয়ার চরিত্র জানেন না, তোমার মুখে না শুনিলে জানিতেও পারিবেন না।"

অতঃপর পলিন্ সেই অপবিত্র স্থান হইতে নিজালয়ে যাইবার অভিপ্রায়ে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ঐ তিন জন আগন্তুকের করমর্দ্দন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "উপকারের পুরস্কার না দিয়াই আমাকে বিদায় হইতে হইল, ইহাতে আমি সুখী হইলাম না। কি করি, পুরস্কার লইতে তোমরা অস্বীকার করিতেছ।"

অল্প কথাতেই এ তর্ক মিটিল, তিন জনেই সঙ্গে গিয়া পলিন্‌কে রাখিয়া আসিল। তাহার পর কি হইল? পলিন্‌কে রাখিয়া ফিরিয়া আসিয়া পেজের বাসায় নীচের ঘরের দরজায় তাহারা করাঘাত করিল।

সিকেষ্টার-শ্যাল পিস্তল-হস্তে ঘরের বাহিরে পাহারায় ছিল, সে ঐ তিন জনকে গৃহমধ্যে লইয়া গেল। গৃহের এক কোণে চিন্তাকুল-বদনে পেজ্ একখানি চেয়ারে বসিয়া ছিল, আর একধারে তাহার স্ত্রী। তিন জন আগন্তুককে দেখিবামাত্র মিঃ পেজ্ শিহরিয়া উঠিল, তিন জনের মধ্যে দুই জন তাহার বিশেষ পরিচিত; সাতঙ্ক নির্নিমেষপূর্ণ-নয়নে একে একে উভয়ের বদন নিরীক্ষণ করিল; কিন্তু জুলিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল; একটুও নড়িল না।

ঘরের দরজা ভেজাইয়া কিঙ্কিন্‌গ্রাণ্ড সেই দরজায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইল উপপত্নীর হস্ত হইতে পিস্তলটা লইয়া মিষ্টার পেজ্‌কে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল,, "কি গো বুড়োটি! এইবার তোমাকে বাগে পাইয়াছি।"

চমকিয়া আসন হইতে উঠিয়া, তখনই আবার বসিয়া মিষ্টার পেজ্ কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ত আমাকে খুন করিবে না?"—অতিশয় আতঙ্কে মানুষ যেমন কাঁপে, পেজের সর্ব্বশরীর সেইরূপে কাঁপিতে লাগিল।

কিঙ্কিন্‌গ্রাণ্ড বলিল, "তুমি যেমন ব্যবহার করিবে, আমিও সেইরূপ করিতে বাধ্য হইব। তোমার ব্যবহারের উপরেই ভাল-মন্দ নির্ভর। বোধ হয়, গুলী করিতে তুমি আমাকে বাধ্য—"

পেজের মুখ শুকাইল; কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার কাছে কি চাও?"

ভুজঙ্গিনীর ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া সগর্জ্জনে ফাঁসীর্‌াড়ী বলিল, "তুমি আমাদের সাঙ্ঘাতিক শত্রু; তোমারই কুচক্রে জো-ওয়ারেণ এবং ষ্টিফেন প্রাইস্ ধরা পড়িয়াছে, তোমার স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতাও সেই কার্য্যের সহায় হইয়াছিল। এখন শোনো,—তোমাদের এই দাসীটি আমাদেরই দূতী। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স আমাদের কায়দায় পড়িয়াছেন, এইবার তাঁহাকে আমরা জব্দ করিব; তোমাকেও মজা দেখাইব। কুমারী পলিনকে আমরা উদ্ধার করিয়াছি, কুমারী কলাই তাহার ভগ্নীকে খালাস করিবার উপায় করিবে। তোমাদের ষড়্‌যন্ত্রের ব্যাপারটা সমস্তই আমরা জানিতে পারিয়াছি।"—পেজ্‌কে এই সকল কথা বলিয়া, বাঘিনীর মত বিষাক্ত-দৃষ্টিতে জুলিয়ার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া সে আবার বলিল, "এখনও বাকী আছে; খুনোখুনি কাণ্ডটা অনেক দূর গড়াইবে।"

স্ত্রীলোকে ভয় দেখাইল, সেই ভয়ে জড়সড় হইয়া মিষ্টার পেজ্ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "খুনোখুনি ব্যাপার?" উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই জুলিয়ার দিকে একবার চাহিল। জুলিয়া এতক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া ছিল, এই সময় তাহার অবয়বের চাঞ্চল্য-লক্ষণ দৃষ্ট হইল, কিন্তু মুখে কিছুই বলিল না।

প্রতিধ্বনি করিয়া সতেজে ফাঁসীর্‌াড়ী বলিল, "হাঁ, খুনোখুনি! কিন্তু আমরা এখন সে নাটকের সেই ভয়ানক অঙ্ক পর্য্যন্ত আসি নাই। এখন আমাদের দরকার, তোমার সমস্ত টাকা আর সমস্ত মূল্যবান্ জিনিসপত্র। যদি তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক সেগুলি দাও, ভালই, নতুবা আমরা জোর করিয়া লইয়া যাইব।"

অস্পষ্টবাক্যে অপদার্থ পেজ্ বলিল, "আমার কাছে কেবল গোটাকতক গিনী আছে জানি না, জুলিয়ার কাছে কত—"

একটি মনিব্যাগ টেবিলের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া আদুরে আদুরে কথায় জুলিয়া বলিল, "এই ন্যাও, আমার কাছে এই ছিল।"

তাড়াতাড়ি গণনা করিয়া কিঙ্কিনৃপ্রাণ্ড বলিল, "চারিটি গিনী, দুটি ক্রাউন, একটা হাফ্ ক্রাউন, একটা শিলিং এবং তিনটা হাফ্ শিলিং।"—বলিয়াই ঐ ছোট বড় মুদ্রাগুলি কারোটিপোলের করতলে অর্পণ করিল।

মনিবের দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া সিকেটার-জ্যাক বলিল, "এইবার

উহার ডেস্কটা খুলিয়া দেখা উচিত। রোসো রোসো! আমি সেটা আনিতেছি।” এই বলিয়াই গৃহ হইতে বাহির হইল, ক্ষণপরেই ডেস্কটি আনিয়া সেইখানে রাখিল। বাধ্য হইয়া মিষ্টার পেজ্ সেই ডেস্কের চাবী খুলিয়া দিল, ফাঁসীরাঁড়ী ও কারোটিপোল তন্মধ্যস্থ মুদ্রা ও দ্রব্যগুলি বাহির করিয়া লইতে লাগিল। ফাঁসী যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মানুষের মুখ যেমন ম্লান হয়, সেইরূপ ম্লানবদনে, ম্লাননয়নে হতভাগা পেজ্ সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

ডেস্ক হইতে একতাড়া ব্যাঙ্কনোট বাহির হইল, সেই দিকে চাহিয়া আহ্লাদে কিঙ্কিনগ্রাণ্ড বলিল, “বাঃ! এ যে সব ব্যাঙ্কনোট! দেখ ত—দেখ ত ঐ রকম মচকচকে কাগজ কখানা আছে? মোট টাকাটা কত?”

বাছিয়া বাছিয়া গণিয়া দেখিয়া, নোটগুলা বুক-পকেটে রাখিয়া ফাঁসী-রাঁড়ী উত্তর করিল, “সর্ব্বশুদ্ধ হাজার গিনীরও অধিক।” কিঙ্কিনগ্রাণ্ডের প্রশ্নের এই উত্তর দিয়া সিকেষ্টার শ্যালকে সে জিজ্ঞাসা করিল, “আর কোথায় আমরা অন্বেষণ করিব?”

“বাসনপত্র তোমরা লইবে সন্দেহ নাই?”—প্রশ্নের উত্তর শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই সিকেষ্টার-শ্যাল পুনরায় সেই গৃহ হইতে বাহির হইল।

অন্তরে বেদনা পাইয়া, পত্নীর দিকে চাহিয়া অভাগা পেজ্ নিরাশস্বরে বলিল, “ইহারা আমাদের সর্ব্বস্ব লইয়া যাইবে!”

জুলিয়া বলিল, “তাহাই ত দেখিতেছি! তুমি কি ইহা নিবারণের কোন উপায় করিতে পার না?”

পেজ্ উত্তর করিল, “তুমি কি নিষেধ করিতে পার না?”

সক্রোধে মুখ বাঁকাইয়া জুলিয়া বলিল, “তাই তো! আমি বেশ জানি, তুমি চিরকেলে কাপুরুষ! দেখিতেছি, আমার ছুরীর সঙ্গে উহাদের যুদ্ধ হইবে।”

আরও অধিক মর্ম্মাহত হইয়া পেজ্ বলিল, “বলিও না—বলিও না, ও সব কথা আর বলিও না। তুমি আমাকে তিরস্কার করিও না। আর আমি সহ্য করিতে পারি না! বোধ হয়, আমাদের এই দয়ালু বন্ধুরা আমাদের প্রতি দয়া করিবে।”

বিকৃত-বদনে জুলিয়া বলিল, “হাঁ—হাঁ, দয়ালু বন্ধুই বটে!” স্ত্রী

পুরুষে এইরূপ তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে, ইত্যবসরে বস্ত্রাবৃত রূপার বাসন হস্তে লইয়া সিকেষ্টার-শ্যাল পুনঃ প্রবেশ করিল।

সেই দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া পেজ্ বলিল,—"হায় হায়! আমাদের রূপার বাসন, কাঁটা চামচ সমস্তই ইহারা লইল!" বলিয়াই সজল-নয়নে ত্রিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিল, "বন্ধুগণ! দয়া কর! দয়া কর!"

বন্ধুরা তাহার মিনতিতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। আমোদিনী হইয়া সিকেষ্টার-শ্যাল বলিল, "এখন উহার ঘড়ী আংটী। ওঃ! উহারা আমাকে অনেক কটু কথা বলিয়াছে, আমি কিছু বেশী আহার করিলে গঞ্জনা দিয়াছে!"

পিস্তল হস্তে লইয়া, জুলিয়ার নিকটবর্ত্তী হইয়া কিঞ্চিন্‌গ্রাও বলিল, "তোমার ঘড়ী, আংটী ও ইয়ারিং খুলিয়া দাও!"

বিনা বাক্যব্যয়ে সুস্থির-ভাবে জুলিয়া তাহার গহনাগুলি খুলিয়া দিল। মিষ্টার পেজ্ তখন নতজানু হইয়া, লুণ্ঠনকারিগণকে মিনতি করিয়া বলিল, "ক্ষমা কর! আমার নিজের অলঙ্কারগুলি লইও না!"

লুণ্ঠনকারীদের দয়া হইল না; জুলিয়ার অলঙ্কারের সহিত তাহার স্বামীর ঘড়ী আংটীও কারোটিপোলের জিম্মায় রহিল।

লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া বিপুল আনন্দে কিঞ্চিন্‌গ্রাও পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "আর কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবার উপযুক্ত আছে কি?"

শ্যাল উত্তর করিল, "তাহা আমার মনে হইতেছে না।" পেজের দিকে চাহিয়া ফাঁসীর্‌ঁাড়ী বলিল, "আচ্ছা, এখনকার মত এই পর্য্যন্তই ভাল। দেখ মিষ্টার পেজ্! এখন যদি তুমি কিছুমাত্র দুষ্টতা দেখাও, এখনই আমরা তোমাকে ধরাইয়া দিব। কুমারী পলিন্‌কে তুমি মদের সঙ্গে বিষাক্ত দ্রব্য খাওয়াইয়াছিলে, পুলিসে আমরা এ কথা জানাইব, পলিন্ নিজেই সাক্ষী হইবে। একমাত্র তাহার সাক্ষ্যবাক্যেই যদিও তোমার ফাঁসী না হয়, চিরজীবন দ্বীপান্তরবাস নিশ্চয়।"

গলায় ফাঁসরজ্জু বদ্ধ হইলে লোকে যেমন গোঁ গোঁ করে, পেজ্ সেইরূপে আর একবার গোঁ গোঁ করিল, কিন্তু জুলিয়া যেন কিছুর মধ্যেই নহে, সেই ভাব জানাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

ফাঁসীর্‌ঁাড়ী, কারোটিপোল, কিঞ্চিন্‌গ্রাও, সিকেষ্টার-শ্যাল এই চারিজনেই

তখন প্রস্থান করিল, দুই জন সদর-দরজা দিয়া ও দুই জন পশ্চাদ্দ্বার দিয়া বাহির হইল। সর্ব্বস্ব গেল, সেই দুঃখে পেজ্ ও জুলিয়া ঘরের ভিতর বসিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে তাহারা প্যারাডাইস্ ভিলার বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে উঠিয়া গেল ; কিঞ্চিৎ বিলম্বে তাহাদের শয্যাপত্রাদি লইয়া যাইবার জন্য পুরাতন বাসাবাড়ীর দরজায় একখানা মালগাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

হত্যা না আত্মহত্যা

বেলা পূর্ব্বাহ্ণ ; একাদশ ঘটিকা। ষ্ট্যাম্ফোর্ড-প্রাসাদের পুস্তকাগারে আর্ল অব্ ডেস্‌বরা উপবিষ্ট। সম্মুখে একখানি পুস্তক, নয়ন বিষণ্ণ ; পুস্তকের পৃষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি আছে মাত্র, কি কি লেখা আছে, সে দিকে মন নাই. মন অন্য চিন্তায় নিমগ্ন।

উপর্য্যুপরি কয়েক মাসের মধ্যে তাঁহার বার্কলীং স্কোয়ারে নিজ বাড়ীতে ও ষ্ট্যাম্ফোর্ড-নিকেতনে যত প্রকার ক্লেশকর ও লজ্জাকর ঘটনা হইয়াছে, বিষাদে ম্রিয়মাণ হইয়া তিনি সেই সকল বিষয় চিন্তা করিতেছেন। অধিক বিষাদের হেতু এই যে, যত কিছু লজ্জাকর ঘটনা, তাহার অধিকাংশই তাঁহার আদরিণী পত্নীসম্বন্ধে ; যাহাকে তিনি সর্ব্বদা পরমাদরে পূজা করেন, নানা কুক্রিয়ার গুরুভার সেই রমণীর মস্তকে !

আর্ল্ তখন এতদূর চিন্তা-নিমগ্ন, এতদূর অন্যমনস্ক ছিলেন যে, গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটিত ও অবরুদ্ধ হইল, সে শব্দ তিনি শুনিতে পাইলেন না। হঠাৎ তাঁহার স্কন্ধদেশে একটি কোমল করপল্লব-স্পর্শ হইল। চমকিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি দেখিলেন,- কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা তাঁহার পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মানা ! অভাবনীয় দৃশ্য ! লজ্জা, ক্রোধ, ঘৃণা, বিদ্বেষ একসঙ্গে সেই রমণীর বদনে সমঙ্কিত। জাজ্বল্যমান অলক্ষণ ! সেই সুন্দর বদনের স্বাভাবিক আরক্ত আভা এককালে বিলুপ্ত ; পূর্ণ মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ।

সহসা আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া একাগ্র-দৃষ্টিতে রমণী বদন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক চিন্তাকুল আর্ল্ বাহাদুর অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ও পরমেশ্বর ! আবার কি নূতন বিষাদের হেতু উপস্থিত !"

"বিষাদ বলিও না ! অচিরে সাঙ্ঘাতিক প্রতিহিংসা-সাধনের বাসনা !"— বিকটমূর্ত্তিধারিণী কাউণ্টেস্ অতি কষ্টে ঐ কয়েকটা বাক্য উচ্চারণ করিলেন। বোধ হইল যেন [illegible] কণ্ঠরোধ।

দারুণ সংশয়ে আন্তরিক যাতনা পাইয়া আর্ল্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঘটিয়াছে, শীঘ্র বল ! অধিকক্ষণ আমাকে সংশয়ের আগুনে দগ্ধ করিও না !"

কাউণ্টেসের নয়নে যেন অগ্নি জলিয়া উঠিল, ভীষণ চিত্ত বেগে সর্ব্বশরীর কাঁপিল। কম্পিত-কণ্ঠে তিনি উত্তর করিলেন, "সেই পাষণ্ডটা আবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়!"

সক্রোধে আর্‌ল্‌ বাহাদুর কম্পিত হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলেন ; এত জোরে মুষ্টি-বন্ধন যে, নখাগ্রে রক্ত দেখা দিল। পত্নীর দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই বদ্‌মাস ? ওঃ! কিরূপে কাহার দ্বারা এ সংবাদ পাঠাইল ?"

"সংবাদ নয়, অনুরোধ নয়, হুকুম! সেই পাপিষ্ঠ ধৃষ্টতা পূর্ব্বক বিষম দুঃসাহসে আমাকে পত্র লিখিয়াছে। আজ রাত্রি ৯টার সময় আমার সঙ্গে দেখা করা তাহার মতলব! দেখা করিবার জন্য সে আমাকে হুকুম করিয়াছে!"—স্বামীর প্রশ্নে কুপিতা বনিতার এই সংক্ষিপ্ত উত্তর।

মহাক্রোধে আর্‌লের মুখখানিও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠপুট নীরস হইয়া গেল, উচ্চকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "দুর্ব্বৃত্ত প্রিন্সের আবার সেই চেষ্টা ?"

কাউণ্টেস্‌ উত্তর করিলেন, "না না, সে জন্য নয় ; সেই লোকটা—তাহার নাম আমি করিতে চাহি না,—প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌সের মধ্যবর্ত্তিতায় সে লোকটা তাহার গুরু অপরাধের ক্ষমা পাইয়াছে ; সে আর এখন তোমাকেও গ্রাহ্য করে না, আমাকেও উৎপীড়ন করিতে চায়।"

আর্‌ল্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন দেখা করিতে চায় ? পুনরায় তুমি তাহার বশীভূত হইবে না, বরং নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে,তথাচ তাহার কথা শুনিবে না, ইহা কি সে জানে না ?"

মর্ম্মে বেদনা পাইয়া কাউণ্টেস্‌ বলিলেন, "অজ্ঞানে একবার যে কার্য্য আমি করিয়াছিলাম, সে কথা তুমি আর তুলিও না! তোমার মুখে তাহা শুনিলে আমি পাগল হইয়া যাইব। দোহাই তোমার! আমাকে পাগলিনী করিও না! ক্ষমা কর,—ক্ষমা কর।"—ক্ষুণ্ণস্বরে এই কটি কথা বলিয়া পতির করচুম্বন পূর্ব্বক বিনম্রস্বরে তিনি আবার বলিলেন, "না,—প্রেম-প্রসঙ্গের কোন কথা নাই। সে ভাবের কোন কথাই সে চিঠিতে লিখে নাই ; সে এখন কেবল টাকা চায় ; হুকুম—হাঁ, হুকুম করিয়াছে! আজ রাত্রি ৯টার সময় পাঁচ হাজার পাউণ্ড সঙ্গে লইয়া আমি যেন তাহার সঙ্গে দেখা করি, তাহাকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড প্রদান করিলে ভবিষ্যতে সে আর আমার প্রতি কোন অত্যাচার করিবে না, শপথ করিয়া এইরূপ লিখিয়াছে।"

গুঞ্জনস্বরে আবুল্‌ বলিলেন, "টাকাটা তুচ্ছ বটে, কিন্তু সেরূপ লোকের শপথটা —"

"সে শপথের কিছুমাত্র মূল্য নাই।"— এই বলিয়া কাউণ্টেস্‌ ডেস্‌বরা স্বামীর অসমাপ্ত বাক্য সমাপ্ত করিয়া লইলেন, তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন, "বড় যন্ত্রণা! দিবাভাগে অন্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও যে আশঙ্কা আমার হৃদয়ে বিরাজ করে, নিশাকালে নিদ্রাঘোরে স্বপ্নযোগে সেই আশঙ্কায় আমি নানা প্রকার ভয়ের বিভীষিকা দেখি! সর্ব্বক্ষণ ভাবি, জগতে একটা লোক আছে, সে আমাকে পদে পদে জ্বালাতন করিতে পারে, মনে করিলেই আমার কলঙ্কটা জগৎ-মাঝারে রটাইয়া দিতে পারে। যন্ত্রণা!—যন্ত্রণা!—দারুণ যন্ত্রণা! যখনই ভাবি, তখনই আমি যেন পাগল হইয়া যাই। অন্তরের আগুন গুমিয়া গুমিয়া জ্বলে, বাঁচিতে আর ইচ্ছা হয় না! সেই ভাবনা আমার পক্ষে বিষ!— সেই যন্ত্রণা আমার পক্ষে বিষ! বিষানলে সর্ব্বক্ষণ আমার অঙ্গ জরজর! যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, তত দিন এই যাতনায় আমাকে দগ্ধ হইতে হইবে। ফ্রান্সিস্‌! না,— তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না,— সহ্য করিতে পারি না! হয় আমি —"

রমণীর কথা শুনিয়া, মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিয়া, কথা কহিতে কহিতে থামিতে দেখিয়া বিষম সন্দেহে চঞ্চলস্বরে আবুল্‌ বাহাদুর বলিলেন, "বল— বল, থামিলে কেন? বলিতেছিলে, হয় তুমি—"

মহাগৌরবিণী হইলেও মর্ম্মে বেদনা পাইলে স্ত্রীজাতি যত দূর ভয়ঙ্করী হয়, কাউণ্টেস্‌ ডেস্‌বরার আকৃতি তখন সেইরূপ। ক্ষুধিতা বাঘিনীর ন্যায় চক্ষু, বিঘূর্ণিত। দৃঢ়সঙ্কল্পে গম্ভীরস্বরে তিনি বলিলেন, "হয় সেই লোকটা মরিবে, হয় আমি নিজেই মরিব! দুইয়ের এক!"

কম্পিত-কলেবরে কম্পিত-হস্তে রমণীর করধারণ পূর্ব্বক তাঁহার জ্বলন্ত নয়নে সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া আবুল্‌ বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন "দোহাই পরমেশ্বর! কি কথা বলিতেছ এলিনর?"

এলিনর উত্তর করিলেন, "আমি বলিতেছি, ঐ দুই কথা; ঐ দুইয়ের মধ্যে যেটা তোমার ভাল লাগে, তাহাই বল। আত্মঘাতিনী পত্নীকে তুমি গোর দিতে চাও কিংবা ললাটাঙ্কিত-হত্যাকলঙ্কধারিণী পত্নীকে জীবিতাবস্থায় নিজের কাছে রাখিতে চাও?"

পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় আবুলের আপাদ-মস্তক কম্পিত হইল; সভয়-

কম্পিতকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হা জগদীশ! এলিনর! তোমার মনে কি এই ছিল?"

নিরাশকণ্ঠে কাউণ্টেস্ বলিলেন, "বলিয়াছি, হয় এদিক্, নয় ওদিক্! হয় আমি মরিব, না হয় সেই লোকটা মরিবে! আমি নিজ হস্তে পাপকার্য্য-সাধন করিব! হত্যা কি আত্মহত্যা, তুমিই তখন তাহা বুঝিয়া লইবে! সে আর আমি,—আমরা দুজনে কদাচ এক জগতে বাঁচিয়া থাকিয়া এক পবনের বায়ু সেবন করিব না! হয় তাহার অত্যাচারের হস্ত হইতে আমি পরিত্রাণ পাইব, না হয় ত সেই লোকটা জগতের নয়নপথ হইতে চিরদিনের মত বিদূরিত হইবে! এ জন্মে আর আমাকে তাহার মুখ দেখিতে হইবে না!"

রমণীর পদতলে জানু পাতিয়া যুগল হস্তে তাঁহার পাণিপল্লব ধারণ পূর্ব্বক নয়নজলে অভিষিক্ত করিতে করিতে বিষাদাকুল আর্ল্ ডেস্বরা কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "এলিনর! আদরিণি! গৌরবিণী! আমার প্রাণময়ি! এই কার্য্য তুমি করিবে? মিনতি করি,—অনুনয় করি,—ক্ষমা দাও, অমন কার্য্য করিও না! আর একবার ভাল করিয়া বিবেচনা কর,—চিরদিনের মত আমাকে শোকসাগরে ভাসাইবে? না,—না, শান্তিময়ি! তাহা তুমি করিও না! তোমার সুকোমল হস্ত নররক্তে কলঙ্কিত হইবে? না,—না, তাহা হইতে পারিবে না! যদি মারিতে হয়, আমি—আমি নিজেই তাহাকে মারিব; কিন্তু প্রাণাধিকে! তোমার পতিকে কি তুমি নরহন্তা করিতে ইচ্ছা কর?"

কাতরা হইয়া, স্বামীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া, সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সাশ্রুনয়নে এলিনর বলিলেন, "ওঃ! তোমাকে? নরহন্তা?—না ফ্রান্সিস্! না,—জগতের ঐশ্বর্য্যলাভ হইলেও তাহা আমি করিতে পারিব না!"

রমণীকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক চুম্বনে ও অশ্রুধারে তাঁহার মুখখানি সিক্ত করিয়া করুণ উচ্চকণ্ঠে আর্ল্ বলিলেন, "প্রিয়তমে! সঙ্কল্পটা কি আর একবার তুমি বিবেচনা করিয়া দেখিবে?"

পতির আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত বিনম্রস্বরে কাউণ্টেস্ বলিলেন, "হায় হায়! বিবেচনা করিবার আর কিছুই নাই!—আমার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গিয়াছে! ফ্রান্সিস্! প্রিয়তম ফ্রান্সিস্! জীবনে

তুমি কোন পাপকার্য্য কর নাই, তোমাকে আমি পাপকার্য্যে লিপ্ত হইতে দিব না !"

আত্মভৎসনা করিয়া মৃদুগম্ভীর-স্বরে আর্‌ল্ বলিলেন, "হাঁ,—যে দিন আমি তোমাকে ধর্ম্মমন্দিরে বেদীর সম্মুখে লইয়া গিয়া জগতের সমস্ত সুখে বঞ্চিতা করিয়াছি, তাহার পূর্ব্বে এ জীবনে আমি কোন দুষ্কর্ম্ম করি নাই, ইহা সত্য।"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "ওঃ! সে কথা আর এখন কেন? সে কথার আলোচনার সময় এখন নয়! এখন যাহা বলিতেছি,শোনো। বিপদ্‌চক্র আমার চারিদিকে ঘেরিয়াছে; সেই চক্রব্যূহ হইতে যাহাতে আমি বাহির হইতে পারি, তাহারই উপায় দেখিতে হইবে। সেই লোক আমাকে হুকুম করিয়াছে, ব্যাঙ্কনোট অথবা স্বর্ণমুদ্রা, অথবা রজতমুদ্রা, অথবা যাহাতে সুবিধা হয়, একুনে পাঁচ হাজার পাউণ্ড সঙ্গে লইয়া তাহার সহিত আমাকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে। খোলা ময়দানে তরুলতাকুঞ্জমধ্যে সাক্ষাৎ করিবার হুকুম। তাহার কাছে আমি একাকিনী থাকিব, নিকটে কেহই থাকিবে না, রাত্রিকালে সাক্ষাতের কথা। মনে কর, কত বড় বিপদ্! যদি আমি যাইতে অস্বীকার করি, তাহা হইলে তাহার উপর আমার প্রেমাসক্তি, পাপিষ্ঠ সেই কথা সর্ব্ব-লোককে বলিয়া দিবে;—হাঁ, সমস্ত কথাই বলিয়া দিবে, পুস্তক ছাপাইয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে। যত টাকা সে চায়, পুস্তক-বিক্রয়ে তাহা অপেক্ষা অধিক না হউক, অন্ততঃ তত টাকা সে অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারিবে। বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার! এই রাত্রিকালে একাকিনী আমি গিয়া তাহার দাবীর টাকা যদি প্রদান করি, তবেই সে সমস্ত গুহ্যকথা গোপনে রাখিবে; নতুবা নহে।"

ভয়ে ক্রোধে কম্পিত হইয়া আর্‌ল্ বলিয়া উঠিলেন, "এত দূর জোর কথা লিখিতে সাহস করিয়াছে?"

বক্ষবস্ত্র হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া, স্বামীর হস্তে দিয়া রমণী বলিলেন, "এই লও! দেখ, পড়িয়া দেখ!"

আর্‌ল্ বাহাদুর চকিতভাবে দ্রুতগতিতে সে চিঠিখানা পাঠ করিলেন।

চিঠিখানা ফিরাইয়া লইয়া কাউণ্টেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, দেখিলে ত?"—বলিয়াই একটা বাতী জ্বালিয়া সেই চিঠিখানা পুড়াইয়া ফেলিলেন।

গম্ভীরবদনে আর্‌ল্ বলিলেন, "প্রিয়তমে! তোমার কথায় আমি অবিশ্বাস করি নাই। ভাবিতেছি, সেই বদ্‌মাস লোকটা এতদূর দুঃসাহসে তোমার

এতদূর অপকার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে! যাহা হউক, আমার উপরেই ভার দাও। আমিই সকল কার্য্য রক্ষা করিব! তাহার ফল কিন্তু অত্যন্ত ভয়ঙ্কর—"

বাধা দিয়া দৃঢ়সঙ্কল্পে কাউণ্টেস্ বলিলেন, "আবার বলিতেছি ফ্রান্সিস্! কার্য্যটা আমিই নির্ব্বাহ করিব! ভাগ্যে আমার যাহা থাকে, তাহাই হইবে! হয় আমি আত্মঘাতিনী হইব, না হয় ত হত্যাকারিণী হইয়া গোপনে সেই লোকটাকে বিনাশ করিব। বল,—বল ফ্রান্সিস্! এই দুয়ের মধ্যে আমি কি হইব?"

পুনর্ব্বার আর্লের সর্ব্বশরীরে কম্প। কম্পিতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "এ সঙ্কটে যে কি উপায়, সহজ বুদ্ধিতে তাহা আইসে না। আচ্ছা, বদ্‌মাস্‌টা যাহা দাবী করিতেছে, যে ভাবে চিঠি লিখিয়াছে, তাহাই করা হউক্; কিন্তু এলিনর! সে যদি আবার তোমার উপর দৌরাত্ম্য করিবার দুর্ব্বাসনা রাখে,ওঃ!—তাহা হইলে তুমি যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহার উপর আর আমি কোন বিতর্ক রাখিব না, কোন কথাই বলিব না।"

অপরিবর্ত্তিত-সঙ্কল্পে কাউণ্টেস্ বলিলেন,"তাদৃশ লোককে কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না, আজ যদি আমরা তাহার দাবী-পূরণে রাজী হই, সে আবার কল্যই উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বেশী দাবী করিয়া বসিবে। আমাদের সদ্ব্যবহারে তাহার দুষ্প্রবৃত্তি উপশমিত হইবে না, বরং আরও পরিবর্দ্ধিত হইবে। আমরা যদি নারাজ হই, তাহা হইলে সে আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে, ইহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি; অতএব আমার প্রতিজ্ঞা অটল। তোমার চূড়ান্ত মীমাংসা যাহাই হউক, আমার প্রতিজ্ঞা টলিবে না। এখন তোমার নিষ্পত্তি কিরূপ? আমি যদি আত্মসংহার করি, লোকের কাছে তুমি বলিতে পারিবে, বিষ খাইয়া মরিয়াছে। স্ত্রীবিয়োগী হইয়া যদি তুমি সংসারে থাকিতে চাও, তাহা হইলে ঐ কথা। আমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমার সেই শেষকথা। এখন তুমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া বল, কি তোমার চূড়ান্ত অভিপ্রায়, দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা তুমি চাও?"

কম্পিত-ললাটে ঘন ঘন কম্পিত হস্তমর্দ্দন করিতে করিতে পতন-নিবারণের জন্য দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া আর্ল্ ডেস্‌বরা বলিলেন, "হা জগদীশ! হা জগদীশ! এলিনর! সত্যই তুমি আমাকে পাগল করিয়া দিতেছ! আস্ত

হও, প্রবোধ পাও, সাজ্যাতিক দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ কর, ভীষণ-চক্রপাকে যে দুশ্চিন্তা তোমাকে ঘুরাইয়া ফেলিতেছে, মনোমধ্যে সে দুশ্চিন্তাকে আর স্থান দিও না!”

পতির করধারণ পূর্ব্বক আপন বক্ষপেষণ করিয়া এলিনর বলিলেন, “প্রিয়তম! তুমিই শান্ত হও,—অত অধীর হইও না! যেরূপ চিত্তবেগ তুমি প্রকাশ করিতেছ, যেরূপে মিনতি করিতেছ, যেরূপে আমাকে ধৈর্য্যধারণ করিতে উপদেশ দিতেছ, যেরূপ উত্তেজিত হইয়া নির্ব্বেদবাক্য উচ্চারণ করিতেছ, তাহাতে কোন ফল হইবে না, কিছুতেই আমার সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন হইবে না, আরও বরং জলন্ত অনলে ঘৃতাহুতি হইবে,—আমাদের উভয়েরই অপকার ঘটিবে, ও সকল কথা ভুলিয়া এখন বল, তোমার চূড়ান্ত মীমাংসা কি? দুই কার্য্যের মধ্যে আমি কোন্ কার্য্য করিব? এটা কি ওটা?”

স্ত্রী যে সকল ভয়ঙ্কর কথা বলিতেছেন, তখনও পর্য্যন্ত আর্ল্ ডেস্বরার তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইতেছিল না, বিভ্রান্তস্বরে তিনি কহিলেন, “এলিনর! সত্যই কি তোমার ঐরূপ সাজ্যাতিক প্রতিজ্ঞা?”

গম্ভীরস্বরে এলিনর বলিলেন, “মি লর্ড! পরমেশ্বরের নামে শপথ করিয়া আমি বলিতেছি, আমার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইবার নয়! আমি উত্তেজিত হই নাই। হৃদয় আমার দিব্য প্রশান্ত। আমি দিব্য প্রশান্ত হইয়া রহিয়াছি, আমার হস্ত স্পর্শ করিয়া দেখ, এ হস্ত কম্পিত হইতেছে না, আমার বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণ কর, এ বক্ষ দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতেছে না! দিব্য শান্তভাবে আমি দিব্য সুখসম্ভোগ করিতেছি। আমি আত্মঘাতিনী হইব, ইহা যদি তোমার মীমাংসা হয়, আমিই ইহযন্ত্রণা এড়াইব; কিন্তু তুমি—তুমি আমার বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া নিশ্চয়ই সেই দুষ্টলোকের উৎপীড়ন সহ্য করিতে থাকিবে।”

অধিক যন্ত্রণা-উৎপীড়নে অধিকতর কাতর হইয়া আর্ল্ বাহাদুর বলিলেন, “না—না, এলিনর! তাহা কখনই হইবে না! তোমাকে আমি মরিতে দিব না! তুমি যুবতী,—তুমি পরমা সুন্দরী,—তুমি সর্ব্বপ্রকার কোমলতার আধার। এলিনর! অর্চ্চনীয়া এলিনর! প্রিয়তমে! অকালে এত শীঘ্র তোমার প্রাণান্ত হইবে?—না,—কখনই না, তুমি বাঁচিয়া থাকো,—বাঁচিয়া থাকো;—বাঁচিয়া থাকিয়া তোমার বিপক্ষের উপর বিজয় লাভ কর! হাঁ, বাঁচিয়া থাকো! সেই পাপাত্মাই মরিবে,—নিশ্চয়ই তাহার ধ্বংস

হইবে, অবশ্যই সে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইবে! যে কার্য্য সে করিয়াছে, মৃত্যুই তাহার প্রায়শ্চিত্ত!"—কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যাঁহার হৃদয়ে নির্ব্বেদ আসিয়াছিল, যে কার্য্যকে তিনি মহাভয়ঙ্কর কার্য্য বলিয়া অবধারণ করিতেছিলেন, প্রিয়তমা পত্নীর মরণাশঙ্কায় সেই ভয়ঙ্কর কার্য্যে এখন তাঁহার অনুমোদন!

পতির বক্ষঃস্থলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাউণ্টেস্ তখন বলিলেন, "প্রাণাধিক! ওঃ! সত্যই তুমি আমার প্রাণের প্রেমের অধিকারী।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

—–:•:—–

শেষ সন্দর্শন

লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া মিষ্টার মিগেল্‌স তাঁহার অশ্বগুলিকে লেডী লেডের আস্তাবল হইতে সরাইয়া লইয়া সাধারণ আস্তাবলে রাখিয়াছিলেন, সেই আস্তাবলে তিনি শয়ন, সময়ে সময়ে গতিবিধি করেন। এখন আর লেডী লেডের বাড়ীতে সর্ব্বদা যান না। বীরাঙ্গনা লেডী লেড এক বৎসর কাল বৈধব্যব্রত পালন করিবেন, মিগেল্‌সের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় অধিক ঘনিষ্ঠতা রাখিবেন না, মিগেল্‌স সেই জন্য কিছু তফাতে তফাতে থাকেন।

পূর্ব্বকথিত আস্তাবলের মালিক সচরাচর ডাকগাড়ী ও অন্য প্রকারের সকল রকমের গাড়ী রাখিবার জন্য আপন আস্তাবলে ঘর ভাড়া দিয়া থাকে। পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত ষ্ট্যাফোর্ড-প্রাসাদের ঘটনা যে দিন হয়, সেই দিন বেলা তৃতীয় ঘটিকার সময় একটা লোক আলিস্‌বরী নগরে যাইবার নিমিত্ত একখানা ডাকগাড়ী ভাড়া লইবার মানসে সেই আস্তাবলে প্রবেশ করে।

ঠিক সেই সময়ে মিষ্টার মিগেল্‌স আপন ঘোড়াগুলিকে দেখিবার জন্য সেই আস্তাবলে গমন করিয়াছিলেন। মালিকের সহিত আগন্তুকের যে সকল কথা হয়, পার্শ্বকক্ষ হইতে তাহা তিনি উপকর্ণন করেন। কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুমান হইয়াছিল, স্বরটা তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত। ফিলিপ রাম্‌সে যে স্বরে কথা কয়, ঠিক সেই রকম স্বর। আগন্তুকটা সেই লোক কি না, তাহা জানিবার আগ্রহে অশ্বশালার ভিত্তিগাত্রস্থ ঊর্দ্ধদিকের একটা গবাক্ষে উঁকি মারিয়া তিনি দেখিলেন, ঠিক তাই,—লোকটা অপর আর কেহই নহে, সেই ফাঁসীছেঁড়া আসামী পুনর্জ্জীবিত ফিলিপ রাম্‌সে।

লোকটাকে চিনিয়াই মিগেল্‌স মনে করিলেন, "ওঃ! প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স আবার নূতন খেলা খেলিতেছেন। এই লোকটাকে তিনি হয় ত লেডী ডেস্‌-বরার সর্ব্বনাশের জন্য চর নিযুক্ত করিয়াছেন, না হয় ত এই ব্যক্তি নিজের কোন কার্য্য উদ্ধারের জন্য আলিস্‌বরীতে যাইতেছে। এই দুই কার্য্যের মধ্যে যেটাই হউক, আমি উহার মত্‌লব পণ্ড করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিব। আর্‌ল্‌ ডেস্‌বরার অনুগ্রহে আমার হস্তে এখন যথেষ্ট টাকা আসিয়াছে, খরচের

অভাব হইবে না।” আত্মগত এইরূপ যুক্তি করিয়া, রাম্‌সেকে উদ্দেশ করিয়া তিনি আবার আপন মনে বলিতে লাগিলেন, “ফিলিপ রাম্‌সে! তোর কুমতলব আমি কখনই সিদ্ধ হইতে দিব না; —না, কিছুতেই না। আমি বুঝিতে পারিতেছি, সরকার হইতে তুই ক্ষমা পাইয়াছিস্; তাহা না হইলে, বিনা ছদ্মবেশে এই দিবাভাগে নির্ভয়ে এই প্রকাশ্য স্থলে আসিতে পারিতিস্ না। ওহো! আবার তোর ফাঁসী হওয়া উচিত ছিল, সেটা হইল না, বড়ই আক্ষেপের বিষয়! থাক্ তুই! যে মতলবে আজ তুই বাহির হইয়াছিস্, আমি তাহা পণ্ড করিয়া দিব;—দিবই দিব।”

যতক্ষণ পর্য্যন্ত ডাকগাড়ী প্রস্তুত না হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই গবাক্ষে চক্ষু-কর্ণ রাখিয়া মিষ্টার মিগেল্‌স পার্শ্বগৃহের সমস্তই দর্শন ও শ্রবণ করিলেন। গাড়ী প্রস্তুত হইল, রাম্‌সে তাহাতে উঠিয়া বসিল, কোথায় যাইতে হইবে, কোচম্যানকে হুকুম দিল, গাড়ীখানা গড়্ গড়্ শব্দে আস্তাবল হইতে বাহির হইয়া গেল।

ডাকগাড়ী ছাড়িবার পর মিষ্টার মিগেল্‌স পূর্ব্বোক্ত গবাক্ষের উপর হইতে নামিয়া আপনার একটি বেগগামী তুরঙ্গমে আরোহণ পূর্ব্বক সেই গাড়ীর পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। সহরতলী ছাড়িয়া এক মাইল দূরে গাড়ীখানা তাঁহার নয়নগোচর হইল, মিগেল্‌স এত দূরে দূরে যাইতেছিলেন, রাম্‌সে যদি গাড়ীর গবাক্ষ হইতে মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিত, তাহা হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।

লণ্ডন হইতে চল্লিশ মাইল দূরে আলিস্‌বরী। রাস্তা দিব্য পরিষ্কার, ঘণ্টায় দশ মাইল হিসাবে ডাকগাড়ী চলিতেছে, ৭টা বাজিবার অল্পক্ষণ পরে গাড়ীখানা সহরের নিকটে পৌঁছিল। আলিস্‌বরীর সকলের নিকটেই ফিলিপ রাম্‌সে বিলক্ষণ পরিচিত। যদিও মিগেল্‌সের অনুমানমত খালাসীপত্র তাহার পকেটে, তথাপি সে সময়ে নগরে প্রবেশ করিতে তাহার (রাম্‌সের) সাহস হইল না; কোচম্যানকে হুকুম দিল, “শাখা রাস্তা ধরিয়া ষ্ট্যাম্ফোর্ড-নিকেতনে চালাও!” কোচম্যান সেই আজ্ঞা পালন করিল; যে রাস্তা ধরিল, সেই রাস্তার ধারে একটা সরাইখানা। লেডী ডেস্‌বরার অনুকূলে প্রথম রাত্রে মিষ্টার মিগেল্‌স যে সরাইখানায় আড্ডা লইয়াছিলেন, সেই সরাই;—সেই সরাইখানার নিকটেই গাড়ী দাঁড়াইল।

ষ্ট্যাম্ফোর্ড-প্রাসাদে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা ধূর্ত্ত রাম্‌সের মতলব অপরি-

জ্ঞাত, ইহা বিবেচনা করিয়া মিষ্টার মিগেল্‌স প্রথমে ভাবিলেন, তিনি গুপ্তভাবে অগ্রে প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া বিপক্ষের আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক আর্ল ডেস্‌বরাকে সতর্ক করিয়া রাখিবেন; দ্বিতীয়বার বিবেচনা করিয়া আবার ভাবিলেন, সেটা ভাল নয়; রাম্‌সে এখানে কি কি কার্য্য করে, আনুপূর্ব্বিক তাহা অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহাই স্থির করিয়া তিনি সেই গুপ্তচরের গতি-ক্রিয়া দর্শন করিবার অপেক্ষায় রহিলেন। ঠিক সেই সময় সরাইখানার একটি বালক সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, পূর্ব্বে যখন মিগেল্‌স সেখানে আসিয়া-ছিলেন, তখন সেই বালক তাঁহার কাছে বক্‌সিস প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে চিনিয়া রাখিয়াছিল, মিগেল্‌স তাহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বালক টুপী খুলিয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিল; জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আজ রাত্রে এইখানে থাকিবেন?"

মিগেল্‌স উত্তর করিলেন, "হাঁ, থাকিব, কিন্তু এবারে আমার একটা বিশেষ গোপনীয় কার্য্য আছে। সরাইখানার নিকটে যাইবার পূর্ব্বে একবার আমি সরাইস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই। তুমি এক কাজ কর,—গোলমাল করিও না, কাহাকেও কিছু জানিতে দিও না। শীঘ্র তাঁহার নিকটে গিয়া সংবাদ দাও, একটা লোক এখানে আসিয়াছে, সে লোক বড় ভয়ঙ্কর, তাহার প্রতি আমার বড়ই সন্দেহ, অতএব এখনই আমি কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। যাও—শীঘ্র যাও, আবার বক্‌সিস্ পাইবে। যাও, এইখানেই আমি রহিলাম।"

এই বলিয়াই সেই বালকের সম্মুখে মিগেল্‌স একটা ক্রাউন মুদ্রা (পাঁচ শিলিং) ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। বালক তখনই সেইটি কুড়াইয়া লইয়া মনিবের কাছে ছুটিয়া গেল; দশ মিনিট পরে সরাইওয়ালাকে সঙ্গে লইয়া মিগেল্‌সের কাছে ফিরিয়া আসিল। ব্যাপারখানা কি, জানিবার জন্য সরাইওয়ালা বড়ই উৎসুক।

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া চঞ্চলস্বরে মিগেল্‌স তাঁহাকে বলিলেন, "একটা বদ্‌লোক একখানা ডাকগাড়ী করিয়া আসিয়া সরাইখানার সম্মুখে নামিয়াছে। কোন ভয় নাই, সে যদি কোন প্রকার হাঙ্গামা করিতে উদ্যত হয়, আমি নিবারণ করিব। আমি বোষ্ট্রীট-পুলিসের অফিসার, ছদ্মবেশে আসিয়াছি।"

সরাইস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি! লোকটা দেখিতে বেশ ভদ্রলোকের মত, সত্যই কি সে একজন বদমাস্?"

মিগে।—হাঁ, ভারী বদ্‌মাস্‌। তুমি কি তাহাকে পূর্ব্বে আর কখনও দেখ নাই?

সরাইওয়ালা।—না, আমার ত কিছুই মনে হয় না। লোকটা কে মহাশয়?

মিগে।—সে পরিচয়ে এখন দরকার নাই, ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিবে। সে এখন করিতেছে কি?

সরাইস্বামী।—বৈঠকখানায় বসিয়া আছে, শীঘ্র শীঘ্র খানা প্রস্তুত করিবার হুকুম দিয়াছে।

মিগে।—এখনও কি বৈঠকখানায় আছে?

সরাইওয়ালা।—হাঁ মহাশয়, সেইখানেই আছে। আমাদের এখানে পাঠ করিবার যোগ্য কোন পুস্তক আছে কি না, জানিতে চাহিয়াছিল, আমি তাহাকে খানকতক পুরাতন পুস্তক দিয়াছি। বোধ হয়, লোকটা হয় ত সিঁদেল চোর, কিংবা হয় ত আর কিছু। রাত্রি পর্য্যন্ত এইখানেই থাকিতে পারে।

মিগে।—রাত্রিকালেই উহার কাজ। তুমি এখন আমার ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রাখাইয়া দাও, আমি একটু গোপনে থাকিব। দোকানের পশ্চাদ্দিকে একটা ঘর দেখাইয়া দাও, সেই ঘরে থাকিয়া আমি সেই রাস্‌কেলের চালচলনের উপর নজর রাখিব।

সরাইওয়ালা।—যাহা আপনি বলিলেন, তাহাই আমি করিব। রাস্‌কেলটা যে ঘরে বসিয়াছে, সেই ঘরের পাশের ঘরে আপনাকে বসাইব; মধ্যস্থানে ক্ষুদ্র গবাক্ষ, সেই গবাক্ষ দিয়া আপনি সব দেখিতে পাইবেন। চলুন, সেইখানে আপনাকে লইয়া যাই।

কথা অনুসারেই কার্য্য হইল, নির্দ্দিষ্ট গুপ্তস্থানে মিগেল্‌স গিয়া বসিলেন, তাঁহার জন্য উত্তম উত্তম খাদ্যসামগ্রী যোগাইয়া দেওয়া হইল; অনেক দূর ঘোড়া চড়িয়া আসাতে মিগেল্‌সের বেশ ক্ষুধা হইয়াছিল, তিনি পরিতোষরূপে ভোজন করিলেন।

রাত্রি ৭টা বাজিবার এক কোয়াটার পূর্ব্বে সরাইওয়ালা চুপি চুপি মিগেল্‌সের ঘরে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, সেই বদ্‌মাস্‌ লোকটা ডাকগাড়ীতে ঘোড়া জুতিবার হুকুম দিয়াছে, কোচম্যানকে বলিয়াছে, রাত্রি ১০টার মধ্যে ষ্টাম্ফোর্ড-প্রাসাদের নিকটে পৌঁছিতে হইবে।

সময় আসিল, গাড়ীতে উঠিয়া ফিলিপ রাম্‌সে সরাইখানা হইতে বাহির

হইল। সংবাদ পাইয়া মিষ্টার মিগেল্‌স অবিলম্বে গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া রাম্‌সের গাড়ীর অনুসরণ করিলেন।

দিব্য জ্যোৎস্না-রজনী, দিব্য প্রশস্ত রাস্তা, রাস্তার একধারে দীর্ঘ দীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে লতাকুঞ্জ, জ্যোৎস্না থাকিলেও সেই স্থানটা বৃক্ষের ছায়ায় অল্প অল্প অন্ধকার, মিষ্টার মিগেল্‌স সেই অন্ধকারে গা-ঢাকা হইয়া যাইতেছিলেন, রাম্‌সে তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। মিগেল্‌স সোজা পথে না গিয়া ময়দানের দিকে যে একটা সুঁড়ী পথ, সেই পথ ধরিয়া ময়দানের একটা লতাকুঞ্জের ধারে বৃহৎ একটা বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া রহিলেন; সেইখানে লেডী ডেস্‌বরার সহিত রাম্‌সের দেখা হইবার সঙ্কেত। রাম্‌সে তথায় উপস্থিত হইয়া উদ্বিগ্ন-চিত্তে যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট পরে লবেদাবৃতা একটি রমণী সেই লতাকুঞ্জ হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইল; যেখানে রাম্‌সে দাঁড়াইয়া ছিল, সেই দিকে চলিল।

আকার-প্রকার ও গতিভঙ্গী দেখিয়া মিগেল্‌স অনুমান করিলেন, লেডী ডেস্‌বরা। পরক্ষণেই সেই অনুমানটা সত্য হইল। মুখের আবরণ খুলিয়া লেডী ডেস্‌বরা একবার চঞ্চলচক্ষে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন; সেই সময় তাঁহার মুখের উপর উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ পতিত হওয়াতে মিগেল্‌সের আর কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি বেশ চিনিতে পারিলেন, যথার্থই লেডী ডেস্‌বরা।

রমণী চলিতেছেন। রাম্‌সে যেখানে ছিল, ঠিক সেইখানেই রহিল, এক পদও অগ্রসর হইল না; চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, রমণীর সঙ্গে আর কেহ আসিতেছে কি না। কেহই আসিল না, আর-কাহারও পদশব্দও শুনা গেল না; কেবল সেই সুন্দরী রমণীর মৃদু মৃদু পদধ্বনি; রমণী একাকিনী।

রাম্‌সে তখন দু এক পদ অগ্রসর হইয়া রমণীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; চন্দ্রের দীপ্তিতে সেই মুখখানি ভাল করিয়া দেখিল, হৃদয় কাঁপিল, সে যেন তখন মহাভীরু কাপুরুষ। আর সেই রমণী?—রমণীর ললাটে যেন নররক্ত লিপ্ত, রাম্‌সে যেন ঠিক তাহাই দেখিতে পাইল, সেই জন্যই তাহার ভয়।

"আমাদের কাজটা শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলাই ভাল, সংক্ষেপে এইরূপ ভূমিকা করিয়া ফিলিপ রাম্‌সে আসল কথা আরম্ভ করিবার অবকাশ লইল

কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরার বুক দুর্ দুর্ করিতেছিল, ম্লানবদনে মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন, "তোমাকে আমি বেশীক্ষণ এখানে রাখিব না, কিন্তু জোর করিয়া আমার কাছে তুমি যে টাকা দাবী করিয়াছ, তাহা প্রদান করিবার পূর্ব্বে—"

সকল কথা না শুনিয়াই রাম্‌সে বলিয়া উঠিল, "ওঃ! তবে তুমি আমাকে টাকা দিতে রাজী আছ! ওঃ! স্বর্ণমুদ্রা!—স্বর্ণ!—স্বর্ণমুদ্রা আমি বড় ভালবাসি! চক্‌চকে স্বর্ণমুদ্রা!—তুমি আমার আরাধ্যা দেবী, তোমাকে আমি পূজা করি, তোমার হস্তে আমি স্বর্ণমুদ্রা লইব। সেই স্বর্ণমুদ্রায় সংসারে আমি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া সকল প্রকার সুখসম্ভোগ করিব। সকলকেই তুচ্ছজ্ঞান করিব! দেবি! কেবল তোমার কাছে নয়, রাজ্যের এক জন মহা উচ্চপদস্থ বড়লোকের কাছেও আমি প্রচুর স্বর্ণ—"

হিংসাক্রোধে অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া লেডী ডেস্‌বরা বলিলেন, "তবে তুমি আমার কাছেই অগ্রে টাকা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিবে? আচ্ছা, যত টাকা তুমি দাবী করিতেছ, তাহাই আমি তোমাকে দিব; কিন্তু ফিলিপ রাম্‌সে! জানিয়া রাখো, পূর্ব্বে আমি তোমাকে যত ভালবাসিয়াছিলাম, এখন আমি তোমাকে তদপেক্ষা অধিক ঘৃণা করি!"

সর্প যেমন সক্রোধে গর্জ্জন করে, কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরার রক্তশূন্য কম্পিত ওষ্ঠে সেইরূপ গর্জ্জনে ঐ কয়েকটি বাক্য উচ্চারিত হইল; বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নয়নে যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

ভ্রূকুটিভঙ্গী করিয়া রাম্‌সে বলিল, "থামো—থামো, ও সব কথা আমি শুনিতে চাই না, ও সব কথা শুনিবার জন্য আমি এখানে আসি নাই। সাবধান লেডী ডেস্‌বরা! তোমার গুহ্যকথা আমি প্রকাশ করিয়া দিব;—কিসে কি হয়, তাহা তোমাকে দেখাইব।"

লেডী বলিলেন, "ওঃ! দেখিতেছি, কার্য্য শেষ হইবার সময় আসিয়াছে।"—এই কথা বলিবার সময় তাঁহার অঙ্গের লবেদার ভিতর দক্ষিণ-হস্তখানি সঞ্চালিত হইতে লাগিল।

আসামীটা অবসর বুঝিয়া বলিল, "দাও,—দাও, টাকা দাও, আমি চলিয়া যাই।"

লেডী বলিলেন, "টাকা আমি আনিয়াছি; ব্যাঙ্ক-নোট আর মোহর এক সঙ্গে মিশ্রিত আছে; চল, ঐ জ্যোৎস্নার আলোতে চল, গণিয়া দেখিবে, ঠিক আছে কি না।"

রাম্‌সে বলিল, "গণিতে হইবে না, তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হইয়াছে।"—এই বলিয়া হস্তবিস্তার পূর্ব্বক আবার বলিল, "দাও আমার টাকা!"

তীব্রস্বরে কাউণ্টেস্ বলিলেন, "তোমার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার?"

রাম্‌সে বলিল, "যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই তুমি বল, কিসের পুরস্কার, তাহা তুমি ভাবিয়া লও, শীঘ্র আমার টাকাগুলি আমাকে—"

লবেদার ভিতর হইতে হস্ত বাহির করিয়া লেডী ডেস্‌বরা ত্বরিতস্বরে বলিলেন, "এই লও!"—বলিবামাত্র চক্ষের নিমেষে গুড়ুম করিয়া একটা পিস্তলের আওয়াজ! রাম্‌সের কণ্ঠ হইতে একটা অস্ফুট চীৎকারধ্বনি নির্গত হইল, লোকটা তৎক্ষণাৎ ধুম্ করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। যেমন পড়া, অমনি মরা।

খুন করিয়াই লেডী ডেস্‌বরা মুখ ফিরাইয়া পূর্ব্বকথিত লতাকুঞ্জের দিকে দ্রুতপদে পলায়ন করিলেন।

মিষ্টার মিগেল্‌স এই ব্যাপার দেখিয়া মহাভয়ে অভিভূত, যে বৃক্ষের অন্তরালে তিনি লুকাইয়া ছিলেন, সেই স্থানেই অচল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

খুনের পর

বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া মিষ্টার মিগেল্‌স আপনার বিপদ্ আশঙ্কা করিতেছেন। রাম্‌সের অনুসরণে তিনি লণ্ডন হইতে আলিসবরীতে আসিয়াছেন, সরাই-খানায় আশ্রয় লইয়া গুপ্ত সন্ধান লইয়াছেন, তাহার পর ময়দানে আসিয়া এই হত্যাকাণ্ড দর্শন করিয়াছেন। এখন হয় কি?—রাম্‌সের মৃতদেহ ময়দানে পড়িয়া আছে, অবশ্যই কোন লোক আসিয়া ইহা দেখিবে, অবশ্যই পুলিস আসিবে, অবশ্যই অনেক লোক জমিবে; অবশ্যই তাঁহাকে (মিগেল্‌সকে) দেখিতে পাইবে; অবস্থাঘটিত প্রমাণে তাঁহাকেই হত্যাকারী বলিয়া ধরিবে; মিগেল্‌সের মনে এই আশঙ্কা।

এই আশঙ্কায় হতবুদ্ধি হইয়া মিগেল্‌স ক্ষণকাল নানা কথা চিন্তা করিলেন, হঠাৎ একটা উপস্থিতবুদ্ধি যোগাইল; ধাঁ করিয়া গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া লেডী ডেস্‌বরার অনুসরণে ছুটিলেন।

লেডী তখন কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, পশ্চাতে দ্রুতপদশব্দ শ্রবণ করিয়া, চমকিয়া বিপদ্ গণিয়া, একটু থমকিয়া দাঁড়াইলেন, ভয়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইল। সজোরে তাঁহার বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক মিগেল্‌স জিজ্ঞাসা করিলেন, "নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক! কি কার্য্য করিয়াছ?"

লেডী ডেস্‌বরা সেই কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া, মুখ ফিরাইয়া চমকিতভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে পশ্চাদ্দিকে চাহিলেন; যিনি তাঁহাকে একরাত্রে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই লোক তাঁহার নিকটে, দেখিবামাত্র চিনিলেন; বলিয়া উঠিলেন, "ও! মিষ্টার মিগেল্‌স? এ কথা তুমি প্রকাশ করিও না।" ইত্যগ্রে যে মুখখানি আতঙ্কে পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল, মিগেল্‌সকে দেখিয়া আশার সঞ্চার হওয়াতে সেই মুখখানি কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইল।

মিগেল্‌স সেই কথার উত্তর দিবার অগ্রেই কুঞ্জমধ্যে বস্ত্রঘর্ষণের খস্ খস্ শব্দ শ্রুতিগোচর হইল, হঠাৎ একটা মনুষ্যমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল।

চন্দ্রালোকে সেই মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লেডী ডেস্‌বরা সচকিতে বলিয়া উঠিলেন, "কে ?—লর্ড ডেস্‌বরা ? স্বামিন্ ! তুমি ?"

কম্পিত গম্ভীরস্বরে লর্ড ডেস্‌বরা উত্তর করিলেন, "হাঁ প্রিয়তমে ! আমি। তুমি দুঃসাহসিক কার্য্যসাধনে আসিয়াছ, ভয়ে ভয়ে আমি তোমার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলাম, নিকটেই লুকাইয়া ছিলাম ; বিপক্ষের সহিত যদি তোমার যুদ্ধ বাধিত, আমি তোমাকে রক্ষা করিতাম।"

মৃদু-গম্ভীরস্বরে লেডী বলিলেন, "সে বিপক্ষ আর জীবিত নাই !"

তৎক্ষণাৎ মিগেল্‌সের দিকে ফিরিয়া ত্বরিতস্বরে লেডী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিষ্টার মিগেল্‌স ! তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে ?"

মিগেল্‌স উত্তর করিলেন, "আপনার উপকার করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল। কোন সূত্রে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, পাপাত্মা রাম্‌সে আজ রাত্রে এইখানে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে ; জানিতে পারিয়াই লণ্ডন হইতে আমি তাহার পাছু লইয়াছিলাম ; এখানে পৌঁছিয়াও তাহার উপর নজর রাখিয়াছিলাম। ঈশ্বরেচ্ছায় আমার পরিশ্রম বিফল হয় নাই।"

সানুরাগে মিগেল্‌সের করমর্দ্দন পূর্ব্বক লর্ড ডেস্‌বরা বলিলেন, "মিগেল্‌স ! তুমি কদাচ এই ভয়ঙ্কর গুহ্যকথা প্রকাশ করিও না। লোকটা যে প্রকার পাপী, ঐরূপে প্রাণবিনাশ হওয়াই তাহার উপযুক্ত দণ্ড। সেই পাপিষ্ঠ আমার স্ত্রীকে সাঙ্ঘাতিক কায়দায় ফেলিয়াছিল, তাহা তুমি জানো, অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা তাহার কতদূর ছিল, তাহাও তুমি জানো ; লোকটা শেষকালে আমার স্ত্রীর নিকটে বহু মুদ্রা আদায় করিবার মতলবে পত্র লেখে ; বার বার ক্রমাগত উৎপীড়ন অসহ্য বুঝিয়া আমার স্ত্রী - "

মিগেল্‌স বলিলেন, "যে পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত, জগদীশ্বর তাহা জানেন, কিন্তু আমি এখন সাঙ্ঘাতিক বিপদ্-পরিবেষ্টিত।"—কি বিপদের ভয় তিনি করিতেছেন, পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে তাহা আমরা বিশেষরূপে ব্যক্ত করিয়াছি।

আর্লের আপাদমস্তক কম্পিত হইল, সাতঙ্কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এখন তুমি কি করিতে চাও ? বিপদ্-নিবারণের কি উপায় তোমার যুক্তিতে আইসে ?"

উপস্থিতবুদ্ধির সহায়ে হৃদয়ে সাহস আনয়ন করিয়া লেডী ডেস্‌বরা বলিলেন, "যে কার্য্য আমি করিয়াছি, তাহার জন্য নির্দ্দোষী লোকে প্রতিফল

ভোগ করিবে, এমন কল্পনা তুমি মনেও আনিও না। শোনো মিষ্টার মিগেল্‌স! আমি কেবল খুন করিবার জন্য এইরূপ সাহস অবলম্বন করি নাই; প্রতিজ্ঞা-পালনের ফলভোগ করিতেও আমার সাহস আছে, চিরদিন থাকিবে।"

হতাশে করে কর নিষ্পেষণ পূর্ব্বক আর্‌ল বাহাদুর বলিলেন, "কখনই না, কখনই না!"

হত্যাকারিণীর হত্যাকাণ্ডে শঙ্কাকুল হইলেও মিঃ মিগেল্‌স প্রতিধ্বনি করিলেন, "আমিও বলিতেছি, কখনই না,—কখনই না!"—এই অবসরে তিনি লেডী ডেস্‌বরার সাধু-সঙ্কল্পের বিস্তর প্রশংসা করিলেন, নির্দ্দোষী লোককে দণ্ডভোগ করিতে দিবেন না, নিজেই কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিবেন, এ সঙ্কল্প অতি মহৎ, সগৌরবে ইহাও তিনি বলিলেন। তাহার পর কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া আবার তিনি বলিতে লাগিলেন, "এখন আমরা এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারের সমস্ত চিহ্ন গোপন করিবার চেষ্টা করিব, অতঃপর যাহা থাকে ভাগ্যে, তাহাই হইবে।"—লর্ড বাহাদুরকে সম্বোধন করিয়া পুনর্ব্বার তিনি বলিলেন, "দেহটা কবর দিতে হইবে। মি লর্ড! আপনি কি তদ্বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিবেন?" কুঞ্জমধ্যস্থ শুষ্কপত্রের খস্‌ খস্‌ শব্দ না থাকিলেও ঐরূপ চুপি চুপি অস্পষ্ট কথা।

কি বলিতেছেন, কি করিতেছেন, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না রাখিয়াই লর্ড বাহাদুর উত্তর করিলেন, "হাঁ, অবশ্যই আমি তোমার সাহায্য করিব।"

লেডী ডেস্‌বরার দিকে চাহিয়া মিগেল্‌স তখন বলিলেন, "আপনি এখন শীঘ্র শীঘ্র বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করুন। মনে মনে কৃতনিশ্চয় হইয়া নিশ্চিন্ত থাকুন, এ রাত্রে এ ঘটনা কেহ কিছুই জানিতে পারিবে না, সন্দেহ করিবারও কোন কারণ থাকিবে না।"

লেডী বলিলেন, "আর্‌ল বাহাদুর বাড়ীতে যান, যে কার্য্য আমি নিজে করিয়াছি, সেই কার্য্যের সমস্ত চিহ্ন গোপন করিবার নিমিত্ত আমিই এই স্থানে উপস্থিত থাকিব।"

ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া চঞ্চলস্বরে মিগেল্‌স বলিলেন, "না, না, তাহা হইবে না। আপনি অনুপস্থিত থাকিলে সুফল হইবে, লর্ড বাহাদুর অনুপস্থিত থাকিলে বিশেষ কোন ফল হইবে না। যাহা আমি বলিতেছি, আপনি তাহাই করুন, নতুবা এ কাজের ভিতর আমি থাকিব না, হস্ত প্রক্ষালন করিয়া তফাৎ হইব।"

মিগেল্‌সের হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক স'গ্রহে মর্দ্দন করিয়া লেডী ডেস্‌বরা

চুপি চুপি বলিলেন, "মিষ্টার মিগেল্‌স ! আচ্ছা, যাহা তুমি বলিতেছ, তাহাই আমি করি। দেখ, আমার সম্ভ্রম,—আমার নিরাপদ,—আমার জীবন এখন তোমার হাতে।"

ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া মিগেল্‌স উত্তর করিলেন, "হাঁ তৎসমস্তই আমি রক্ষা করিব !"

লেডী ডেস্‌বরা বাড়ীর দিকে মুখ ফিরাইলেন, চন্দ্রকিরণে তাঁহার বদনের একাংশ মিগেল্‌সের নয়নগোচর হইল। তিনি দেখিলেন, লেডীর নয়নে কৃতজ্ঞতার আভাস সুপ্রকাশ। মুখ-চক্ষু দেখিয়া মিগেল্‌সের যন্ত্রণা বোধ হইল। তিনি ভাবিলেন, "আহা ! এই সুন্দরী মানময়ী রমণী এমন দুষ্কর কার্য্যসাধন করিয়াছেন !"

আর্‌লের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মিগেল্‌স বলিলেন, "মি লর্ড ! আপনি অবিলম্বে একখানা কোদাল সংগ্রহ করুন। আমি ততক্ষণ ঐ দেহটা টানিয়া কুঞ্জমধ্যে লইয়া যাই, সেইখানেই গোর দেওয়া হইবে।"

লেডী তখন স্বামীর হস্তধারণ পূর্ব্বক দ্রুতপদে ষ্ট্যান্‌ফোর্ড-ভবনের দিকে চলিলেন, মিগেল্‌স একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিলেন;—দেখিলেন, পন্থা পরিষ্কার; কেহ কোথায় নাই। অতঃপর মৃদুপদসঞ্চারে মৃতদেহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিল, মৃতদেহের রক্তমাখা পাণ্ডুবর্ণ বিকট মুখখানা দেখিয়াই তাঁহার হৃৎকম্প। পিস্তলের গুলী সেই লোকটার মস্তক বিদারণ করিয়া বাহির হইয়াছে, ললাটের অস্থি-মাংস উড়িয়া গিয়াছে !

মিগেল্‌সের সভয় কম্পটা বড় অধিকক্ষণ থাকিল না, ক্ষণেকের মধ্যেই তিনি সংযতচিত্ত হইয়া আর একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন; তৎপরে দেহটা টানিয়া টানিয়া কুঞ্জবাটিকার ফটকের মধ্যে লইয়া গেলেন। কার্য্যটা শীঘ্রই সম্পন্ন হইয়া গেল।

তখনও পর্য্যন্ত আর্‌ল ডেস্‌বরা ফিরিয়া আসেন নাই, সহসা মিগেল্‌সের মনে একটা ভাবোদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, ম্যালুসের পকেটে কোন প্রকার দরকারী কাগজপত্র থাকা সম্ভব। ইহা ভাবিয়াই কাছে বসিয়া হেঁট হইয়া পকেট অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, একটা ফিতা-বাঁধা এক তাড়া কাগজ বাহির হইল। ইতস্ততঃ না করিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ সেই দলীলের পুলিন্দাটা আপন পকেটে লুকাইয়া রাখিলেন; টাকা অথবা ঘড়ী কিছুই লইলেন না;

রাম্‌সের পকেটে যদি মহামূল্য মণিমাণিক্য থাকিত, তাহাও তিনি স্পর্শ করিতেন না।

দলীলের পুলিন্দাটা মিগেল্‌সের পকেটজাত হইবামাত্র নিকটে মনুষ্যের পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল, আর্‌ল ডেস্‌বরা ফিরিয়া আসিলেন; এক হস্তে একখানা শাবল, আর এক হস্তে একখানা কোদালী। আতঙ্কে তাঁহার বদন বিবর্ণ, চাউনি ফ্যালফেলে।

মিগেল্‌স বলিলেন, "ভয় দূর করুন, সাহস অবলম্বন করুন। দেখিবেন মি লর্ড! সাবধান থাকিবেন, বাড়ীর কোন চাকরের কাছে কিংবা কোন বন্ধুলোকের কাছে ঘুণাক্ষরেও এ সকল কথা প্রকাশ করিবেন না, অসাবধানেও কিছু গল্প করিবেন না। যদি করেন, নিশ্চয়ই আপনার পত্নীর ফাঁসী হইবে।"

সতর্কতাবাক্য শ্রবণ করিয়া আর্‌ল বাহাদুর ধৈর্য্যধারণ করিলেন, মিগেল্‌সের বাক্যে সম্মত হইলেন, তাহার পর কার্য্যারম্ভ। মিগেল্‌স বলিলেন, "মি লর্ড! কেহ ত কোথাও নাই? আপনার চাকরেরা কেহ ত আপনার সঙ্গে আইসে নাই? আর একবার ভাল করিয়া দেখুন; কেহ দেখিতে পাইলেই বিপদ্—"

আর্‌ল বাহাদুর বলিলেন, "না, কেহই আইসে নাই, কেহই আমাকে দেখিতে পায় নাই, এই বেলা শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য শেষ করিয়া ফেলো।"

কুঞ্জমধ্যে একটা গর্ত্ত খনন করা হইল, দেহটা টানিয়া সেই গর্ত্তের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইল, মিগেল্‌স তাহার উপর মাটী চাপা দিলেন। যে সকল মাটী উপরে রহিল, তাহা তুলিয়া নিকটস্থ ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিলেন, যে যে স্থানে রক্তের দাগ ছিল, সেই সকল স্থান চাঁচিয়া পরিষ্কার করা হইল, এই প্রকারে সেই ফাঁসীছেঁড়া দুরন্ত আসামীটার কবর হইয়া গেল।

আর্‌ল ডেস্‌বরা এতক্ষণের পর স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, আমন্ত্রণ করিয়া মিগেল্‌সকে বলিলেন, "অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে, অতিশয় ক্লান্ত আছ, আইস, আমার সঙ্গে প্রাসাদে আইস, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিবে।"

মিগেল্‌স ভাবিলেন, লেডী ডেস্‌বরা স্বহস্তে খুন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বামী পূর্ব্ব হইতেই মন্ত্রণা করিয়া সহকারী হইয়াছিলেন, খুনের পূর্ব্বে এইখানে আসিয়া লুকাইয়া ছিলেন, আর্‌ল ডেস্‌বরা প্রকারান্তরে পরম্পরা সম্বন্ধে

হত্যাকারী ; সুতরাং হত্যাকারী ও হত্যাকারিণীর সহিত অধিকক্ষণ একত্রে থাকা অপরামর্শ। ইহা ভাবিয়া, আমন্ত্রণ অস্বীকার করিয়া, তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন ; নিকটস্থ সেই সরাইখানায় বিশ্রাম করিতে গেলেন।

রাত্রি ১১টা। মিষ্টার মিগেল্‌স সরাইখানায় প্রবেশ করিয়াই সরাইওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে লোকটা কি ফিরিয়া আসিয়াছে ?"

সরাইওয়ালা উত্তর করিল, "না মহাশয়, আইসে নাই। তাহার কি হইয়াছে ?"

"আমি বোধ করি, শীকারীর গন্ধ পাইয়া লোকটা পলায়ন করিয়াছে। অনেক দূর আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিলাম, সে বুঝিতে পারিয়াছিল, আমি তাহার অনুসরণে—"

চঞ্চল হইয়া সরাইওয়ালা বলিল, "ভারী জুয়াচোর ! খানা খাইল, মদ খাইল, শেষটা আমাকে ফাঁকী দিয়া পলাইল ! বেশ বুঝিতেছি, সে আর ফিরিবে না।"

ঔদার্য্য দেখাইয়া মিগেল্‌স বলিলেন, "সে দাম আমি দিব, তাহার খানার দাম আর মদের দাম আমার বিলে যোগ করিয়া দিও। যেহেতু, আমাকে দেখিয়াই ভয় পাইয়া লোকটা পলাইয়া গিয়াছে। আমিই তাহার পলায়নের কারণ। এখন আমাকে এক গ্লাস ব্রাণ্ডীপানি দাও, কোন ঘরে আমি শয়ন করিব, তাহাও দেখাইয়া দিতে বল, রাত্রে এইখানে থাকিব।"

সরাইওয়ালা তৎক্ষণাৎ ব্রাণ্ডীপানি যোগাইল, মিগেল্‌স তাহা পান করিয়া নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন ; শয়ন করিলেন না, একটা টেবিলের সম্মুখে উপবেশন করিলেন ; মরা রামসের পকেট হইতে যে কাগজের তাড়াটা বাহির করিয়া লইয়াছিলেন, সেইগুলি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পুলিন্দার উপরিস্থ একখানা কাগজের উপরে যাহা লেখা ছিল, তাহা দর্শন করিয়াই পাঠকের মনে যুগপৎ মহা বিস্ময় ও মহানন্দের আবির্ভাব। লেখা ছিল,—"লেডী ষ্ট্যাম্ফোর্ডের সহিত হানা লাইটফুটের পত্রাদির উত্তর-প্রত্যুত্তরসংবলিত বিশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা ও স্মারকলিপি। ১৭৬৭—৬৮ অব্দে লিখিত পত্র।"

এই শিরোনাম দেখিয়াই মিগেল্‌স সানন্দে আপন মনে বলিলেন, "আজ আমার পরম সৌভাগ্যের উদয়!"—আত্মগত এই উক্তি করিয়াই তিনি সেই পুলিন্দা বাধা ফিতাটী খুলিয়া ফেলিলেন, হস্ত কম্পিত হইল। এত দূর কম্প যে, কয়েকখানা কাগজ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

পতিত পত্রগুলি কুড়াইয়া লইয়া মিগেল্‌স বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক তাহার নির্ঘণ্টসমূহ আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিলেন। পাঠ করিতে করিতে কখন হর্ষ, কখন বিষাদ, কখন বিস্ময় তাঁহার চিত্তকে আন্দোলিত করিতে লাগিল; কতই গুহ্যকথা সেই সূত্রে তিনি অবগত হইতে পারিলেন। গুহ্যকথা কাহার সম্বন্ধে?—ইংলণ্ডের রাজার সম্বন্ধে।—তৃতীয় জর্জ্জের পদমর্য্যাদা, পদসম্ভ্রম ও অবস্থা, সমস্তই তিনি জানিতে পারিলেন,—সমস্তই সেই সকল পত্রে পরিব্যক্ত।

পত্রগুলি পাঠে—বিশেষতঃ তাহার ব্যাখ্যা ও স্মারকলিপিগুলির আলোচনায় মিগেল্‌সের এতদূর আনন্দ হইল যে, সে আনন্দবেগ তিনি দমন করিতে অক্ষম হইলেন; উল্লাসে উৎসাহে আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া অস্থিরচিত্তে গৃহের ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে লাগিলেন: রাত্রিকালে লতাকুঞ্জ-সমীপে যে খুন হইয়াছে, সে ঘটনা এককালেই ভুলিয়া গেলেন, বাস্তবিক খুন হইয়াছে, তাহা তাঁহার মনেই আসিল না; বিস্ময়ানন্দে তিনি বিহ্বল! অদ্ভুত রহস্যের মর্ম্মভেদ! প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের ডেস্ক হইতে তিনি যে সকল দলীল অপহরণ করিয়াছিলেন, লিটিসিয়ার নিকট হইতে প্রিন্স পুনরায় যে সকল দলীল হস্তগত করিয়াছেন, বর্ত্তমান দলীলগুলির সহিত তুলনা করিলে তাহা যৎসামান্য বলিয়াই বোধ হয়। বর্ত্তমান দলীলগুলিতে ইংলণ্ডের অধীশ্বরের অভাবনীয় গুহ্য রহস্যের আবির্ভাব!

ক্রমে ক্রমে উৎসাহবেগ অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসিল; মিগেল্‌স জানিতে পারিলেন, রাত্রি অনেক। প্রভাতে লণ্ডনে যাত্রা করিতে হইবে, সে কথা মনে হইল; কাগজগুলি যত্নে রাখিয়া তিনি শয়ন করিলেন; শীঘ্র নিদ্রা আসিল না, অনেকক্ষণ পরে তন্দ্রার আবির্ভাব; তন্দ্রাঘোরে তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন; যে সকল লোক নিহত হইয়াছিল, তাহাদের আকৃতি, তাহাদের বিকট আস্য, গভীর গভীর কবর স্বপ্নযোগে তাঁহার নয়নপথে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তৃতীয় জর্জ্জ, হানা লাইটফুট ও তাঁহার সেই সুন্দর শিশু যেন

তাঁহার চক্ষের কাছে উপস্থিত হইল! স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে নিদ্রাভঙ্গ গবাক্ষপথ দিয়া প্রভাতের আলোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে ; তিনি শীঘ্র শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন।

পোষাক পরা হইল, হাজিরা খাওয়া হইল, অনন্তর অশ্বারোহণ পূর্ব্বক মিষ্টার মিগেল্‌স লণ্ডনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

পুনর্ব্বার রাজদর্শন

যে দিন মিষ্টার মিগেল্‌স আলিস্‌বরী হইতে রাজধানীতে পৌঁছিলেন, সেই দিন অপরাহ্ণে সেণ্টজেমস্‌ প্রাসাদে ইংলণ্ডের রাজা ও রাজ্ঞী মহা সমারোহে লেবী-সভা ও মহিলা-মজ্‌লীস জাঁকাইয়াছিলেন ; বড় বড় সৌখীন লোকেরা, সৌখীন মহিলারা বিবিধ মূল্যবান্ বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া দরবার আলো করিয়াছিলেন ; সমৃদ্ধিশালী রাজপ্রাসাদে অকিঞ্চিৎকর আমোদপ্রমোদে এইরূপ ঘটা, ও দিকে কিন্তু রাজ্যব্যাপী কোটি কোটি শ্রমজীবী দরিদ্রপ্রজার হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ ও মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা।

ওঃ! ইংলণ্ডের ভয়ঙ্কর রাজা তৃতীয় জর্জ্জ—ইঁহার সহিত তুলনায় রোমীয় সম্রাট্ নিরো যেন দেবকুমার, নিষ্ঠুর কালিকুলা যেন দেবর্ষি ;—তিনি আর তাঁহার চিত্তবিনোদিনী, বহুভাষিণী রাণী শার্লোটী ঐরূপ মজার মজ্‌লীসে কুৎসিত সুখসম্ভোগ করিতেছেন! রাণী শার্লোটী করিতেছেন কি?—চাটুবাদিনী, হাবভাববিলাসিনী, ধর্ম্মবর্জ্জিতা নীচকুলকামিনীদলের সম্মান-সমাদর পরিগ্রহ করিয়া আমোদিনী হইতেছেন! সেণ্ট-জেম্‌স্‌ প্রাসাদের বিলাসকক্ষ মহামূল্য সজ্জায় সুসজ্জিত, মহামূল্য চাক্‌চিক্যশালী সুদৃশ্য আসবাবপত্রে সুশোভিত, দেখিতে অপূর্ব্ব শোভা ; কিন্তু সে সকল সাজ-সরঞ্জাম কোথা হইতে আসিয়াছে?—উপবাসী দরিদ্রলোকের অসহ্য দৈনিক শ্রমার্জ্জিত অর্থ-বিলুণ্ঠনে! মহামূল্য বসনে রাজগৃহ বিমণ্ডিত ; কিন্তু যাহাদের অর্থে সেই সকল বসন সংগৃহীত, সেই সকল শ্রমজীবী দরিদ্রলোক আপনারা ছিন্ন বসন পরিধান করিয়া উপবাস করে! হৃদয়শূন্য রাজা, বিলাসিনী রাণী সে সকল দরিদ্র-প্রজার অবস্থার দিকে ভ্রমেও ভ্রূক্ষেপ করেন না!

বেলা ৫টার সময় লেবী-সভার জাঁকজমক শেষ হইল, রাণী অন্তঃকক্ষে কাপড় ছাড়িতে গেলেন, রাজা আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সচরাচর লেবীসভার পর সেই গৃহে সমাগত অন্যান্য লোকের সাক্ষাৎ সন্দর্শন ও কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে।

রাজা নিজকক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র এক জন ছোকরা চাকর উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিল, "একটি ভদ্রলোক আর একটি ভদ্রমহিলা রাজসাক্ষাৎকারের অভিলাষে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, নির্জ্জনে কিয়ৎক্ষণের জন্য একবার সাক্ষাৎ করা বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহারা আপনাদের নামের কার্ড প্রদান করিয়াছেন।"

বালকের হস্ত হইতে রাজা তৎক্ষণাৎ কার্ড দুইখানি গ্রহণ করিলেন; প্রথমখানিতে মিগেল্‌সের নাম দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন, তাহার পর দ্বিতীয় কার্ডখানির প্রতি দৃষ্টিপাত; ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল, সেই কার্ডে লেডী লেডের নাম। নাম দুটি দেখিয়াই প্রথমে তিনি সঙ্কল্প করিতেছিলেন, দেখা দিবেন না; কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবান্তর উপস্থিত। তিনি যখন উইণ্ডসর-প্রাসাদে ছিলেন, সেই সময় (কিছু দিন পূর্ব্বে) ঐ মিগেল্‌স আর ঐ লেডী লেড তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যেরূপ ভয়প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই কথা মনে পড়িল। আবার কি নূতন সঙ্ঘটন, তাহা জানিবার নিমিত্ত অবশেষে সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; বালককে বলিলেন, "গুপ্ত-দ্বার দিয়া তাঁহাদিগকে এইখানে লইয়া আইস।"

বালক বিদায় হইল, অল্পক্ষণ পরেই টিম মিগেল্‌স এবং লেডী লেড রাজা তৃতীয় জর্জ্জের সম্মুখে দণ্ডায়মান।

মিগেল্‌সের পরিধান কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ, লেডী লেডেরও বিধবাবেশ; সেই বেশে তাঁহাকে অধিক সুন্দরী দেখাইতেছিল।

ইঙ্গিতে বালকভৃত্যকে বাহির হইয়া যাইবার আদেশ জানাইয়া রাজা তখন গদগদ-সম্ভাষণে মিগেল্‌সকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে,—এখন তোমা-দের কি প্রয়োজন?—কি প্রয়োজন?"

অভিবাদন করিয়া মিগেল্‌স উত্তর করিলেন, "একটি বিশেষ প্রয়োজনে আমরা অদ্য আপনার সম্মুখে আসিয়া—"

ক্রোধারক্ত-নয়নে লিটিসিয়ার দিকে চাহিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করি-লেন, "এই স্ত্রীলোককে কেন তুমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছ?—গতবারে তোমরা যখন আসিয়াছিলে, তখন বলিয়াছিলে, ঐ স্ত্রীলোক তোমার স্ত্রী;—হাঁ, তোমার স্ত্রী,—মিসেস্ মিগেল্,—হাঁ, মিসেস্ মিগেল্;—সর্ব্বৈব মিথ্যা,—সর্ব্বৈব মিথ্যা!—একরাত্রে জর্জ্জ—হাঁ—জর্জ্জ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স আমাকে বলিয়াছিলেন, সে পরিচয়টা—পরিচয়টা মিথ্যা,—

মিথ্যা! জর্জ্জ সে রাত্রে কিছু গোলাপী নেশায় আমোদিত ছিলেন—আমোদিত ছিলেন;—অনেক কথা বলিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন;—সেই সময় আমি সত্য পরিচয় পাইয়াছি। তুমি আবার কি সাহসে-কি সাহসে—কি সাহসে উঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছ

নির্ভয়ে মিগেল্‌স উত্তর করিলেন, "ন্যায়পক্ষে সাক্ষী হইবার জন্য ইঁহাকে আনিয়াছি। আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইতিমধ্যে আমার প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন, হোম আফিস তাঁহার সেই ব্যবহারে সহায় হইয়াছিল। ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর—অত্যন্ত গোপনীয়। এই রমণী আমার সমস্ত গুহ্যবৃত্তান্ত অবগত আছেন; আপনাকে আমি যাহা জানাইব, তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য দিবেন। আপনার কাছে আমি যেরূপ বিচার পাইব, সে বিষয়েও ইনি সাক্ষী থাকিবেন। এক জন অপরিচিত লোকের সাক্ষ্য অপেক্ষা ইঁহার সাক্ষ্য অধিক বলবৎ হইবে।"

অভ্যাসমত অঙ্গুলিসঞ্চালন করিয়া রাজা বলিলেন, "বেশ বলিয়াছ,—বেশ বলিয়াছ!" অতঃপর লেডী লেডের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক গুঞ্জনস্বরে তিনি আবার বলিলেন, "বাঃ! বেশ দেখাইতেছে,—বেশ দেখাইতেছে;—সেই পুরুষবেশে যেমন দেখাইয়াছিল, এখন এই বিধবা-নাগরীবেশে ঠিক সেইরূপ! খাসা স্ত্রীলোক,—খাসা স্ত্রীলোক! আক্ষেপের বিষয়,যে বেশে যেরূপ হওয়া উচিত—হওয়া উচিত, এ বেশে তদপেক্ষা সুন্দর দেখাইতেছে না!" শেষ কথাগুলি মিগেল্‌সের শ্রুতিপথে প্রবেশ করিল, কিন্তু তাৎপর্য্য বোধগম্য হইল না। রাজা তৎক্ষণাৎ মিগেল্‌সের দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার্য্যটা কি,—কার্য্যটা কি?"

শান্তভাবে শান্তস্বরে মিগেল্‌স উত্তর করিলেন, "ঘটনাক্রমে কয়েকখানি দরকারী দলীল আমার হস্তে আসিয়াছে, সেই সকল দলীলে হুজুরের সম্বন্ধে বিস্তর বিশেষ কথা আছে।"

রাজা।—(আরও অধিক চঞ্চল হইয়া) দলীল?—দরকারী দলীল?—কিসের দলীল? আবার তুমি আমার সম্বন্ধে কাগজের কথা লইয়া আসিয়াছ?—আরও অধিক উৎপীড়ন?—অ্যাঁ? তোমাদের রাজাকে বিরক্ত করিবার জন্য আরও বেশী বাজে কথা?—অ্যাঁ? বল—বল—কিসের দলীল? বল—বল!"

মিগে।—(রাজার তীব্রদৃষ্টির উপর লক্ষ্য না রাখিয়া) চিঠি মহারাজ!—টীকাটিপ্পনি—স্মারকলিপি। হুজুরের সহিত একটি স্ত্রীলোকের পত্রে পত্রে

উত্তর-প্রত্যুত্তর। সেই স্ত্রীলোকের নাম করিলে পূর্ব্বস্মৃতি উদয়ে আপনার মনে বেদনা লাগিবে, সেই জন্য আমি সে নামটা করিতে চাহি না।

রাজা।—(অধিকতর চঞ্চল হইয়া) ক্রমাগত তুমি এক সুরে বীণা বাজাইতেছ! কি সব দলীল তুমি পাইয়াছ?—সব জাল!—সব জাল! ও সব দলীল আমি গ্রাহ্য করি না! যাও, তোমার নিজের কাজে চলিয়া যাও! (বলিতে বলিতে আসন হইতে উঠিয়া দ্রুতপদে গৃহের অপর প্রান্তে গিয়া দণ্ডায়মান।)

মিগে।—(দৃঢ়সঙ্কল্পে উচ্চকণ্ঠে) না মহারাজ, আপনি আমাকে যেরূপ অপবাদ দিতেছেন, সেরূপ অপকর্ম্ম করিতে আমি অক্ষম। জালজালিয়াতী আমি জানি না। আমি জালিয়াত নই,—না,—আপনি নিজে যেরূপ মিথ্যাবাদী, আমি সেরূপ অপরাধের অর্দ্ধাংশও সাধন করিতে অভ্যস্ত নই।

রাজা।—(আরক্তবদনে দ্রুত মুখ ফিরাইয়া ক্রোধে ভূতলে পদাঘাত করিতে করিতে) অ্যাঁ?—ঐ কথা?—ঐ কথা আমাকে?—ঐ কথা আমাকে?—দোহাই পরমেশ্বর! যদি তুমি কারাগারে শয়ন করিতে—

মিগে।—(অকুতোভয়ে অটলভাবে) না মহারাজ! আমার উপর প্রতিহিংসাসাধনে আপনার সাহস হইবে না।

লিটিসিয়া।—(মিগেল্‌সের প্রতি) মিস্ হানা লাইট্‌ফুটের নামটা বলিয়া কেল; তাহা শুনিলেই রাজা আমাদের কার্য্যের মূলসূত্রটা বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

রাজা।—(যেন কোন গুরুতর আঘাতে কাঁপিয়া উঠিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে) সেই নাম?—ওঃ! সে নাম করিও না,—সে নাম করিও না। তোমরা ভদ্রলোক! উত্তেজিত না হইয়া স্থিরভাবে কথা কও। এই—এই—আমি বসিতেছি। (একখানি আরাম-চেয়ারে উপবেশন পূর্ব্বক) মিগেল—মিগেল—বড় বিশ্রী নাম—ভারী বিশ্রী—মিগেল্—মিগেল্, বল, কি তুমি চাও?—সকল কথা খুলিয়া বল।

মিগে।—হাঁ, ইহার নাম শাদা কথা। কুমারী হানা লাইটফুটের সহিত ষ্ট্যাম্ফোর্ডের যে সকল পত্র লেখালেখি হইয়াছিল, তাহার ব্যাখ্যায় যে সকল টিকা আছে, সেই সঙ্গে যে সকল স্মারক লিপি আছে, সেই দলীলগুলি যদি আমি আপনাকে প্রদান করি, তাহা হইলে আপনি আমাকে কি পুরস্কার দিতে পারেন?

এই সকল কথা বলিতে বলিতে পকেট হইতে সেই পুলিন্দাটা বাহির করিয়া মিষ্টার মিগেল্‌স্ উচ্চৈঃস্বরে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি পাঠ করিলেন।

রাজা।—(বিবর্ণবদনে চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িয়া পূর্ব্বস্মৃতির দহনে দগ্ধীভূত হইয়া অস্পষ্টবাক্যে) পত্র—লেডী ষ্ট্যাম্ফোর্ড—স্মারক লিপি—টীকা-টিপ্পনী—

মিগে।—(জনান্তিকে লেডী লেডের কাণে কাণে) সুন্দরি! এইবার ইহাকে আমরা হাতে পাইয়াছি।

লিটি।—(পূর্ব্বরূপ মৃদুস্বরে কাণে কাণে) ইনি এখন আমাদের অনুগ্রহ-প্রার্থী হইবেন। মনে রাখিও, কেবল টাকার লোভে ভুলিও না—টাকা পাইয়া রাজী হইও না, ডিউক হইবার—

মিগে। (জনান্তিকে) তাহা ছাড়া আর কিছুতেই রাজী হইব না।

মৃদুগম্ভীরস্বরে রাজা বলিলেন,—"যাহা তোমার বলিবার আছে, বলিয়া যাও; কোন ভয় নাই; আমি তোমাকে অভয় দিতেছি। বল, কি তুমি বলিতে চাও?"

চেয়ারের হাতার উপর কনুই রাখিয়া করতলে বদন আবরণ পূর্ব্বক রাজা তৃতীয় জর্জ মিষ্টার মিগেল্‌সের উত্তর-প্রতীক্ষায় রহিলেন।

মিগেল্‌স বলিলেন,—"মহারাজ! স্থির হইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক আমার কথাগুলি শ্রবণ করিবেন, ইহা শুনিয়া আমি সুখী হইলাম। এই কার্য্য শেষ হইলে ভবিষ্যতে আর আমরা আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিব না। এখন এই সকল দলীলপত্রে যাহা আছে, সংক্ষেপে তাহা আমি আপনাকে জানাইব। দলীলগুলি উচিত মূল্য দিয়া গ্রহণ করা আপনার উচিত কি না, তাহা আপনি বিবেচনা করিতে পারিবেন। মূল্য অবশ্যই অধিক হইবে।"

রাজা পূর্ব্ববৎ আরাম-চেয়ারে হস্ত রাখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "বলিয়া যাও।"

মিগেল্‌স বলিলেন, "১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আপনি যখন প্রিন্স অব ওয়েলস্ ছিলেন, সেই সময় হানা লাইটফুট নাম্নী একটি কুমারীকে দেখিয়া তাহার প্রতি আপনার প্রেমানুরাগ জন্মে; নিত্য নিত্য তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া আপনি ভালবাসা জানাইতে থাকেন; কুমারী লাইটফুট সরলা,সে আপনার বাসনা পূর্ণ করিতে রাজী হয়, বিবাহ হইল না, বিবাহের অঙ্গীকারও থাকিল না, অথচ উভয়ে পতি-পত্নীর ন্যায় সহবাস করিতে থাকিলেন। ১৭৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী

মাসে কুমারীকে একখানি পত্র লিখিয়া, আত্মপরিচয় দিয়া, আপনি জানাইয়াছিলেন, আপনি ইংলণ্ডের রাজপুত্র,—প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্। সেই বৎসর এপ্রেল মাসে আপনার সহিত তাহার গোপনে বিবাহ হইয়াছিল। কেহই তাহা জানিত না; দুই মাস পরে জুন মাসে তাহার গর্ভলক্ষণ সুপ্রকাশ। সেই সময় লেডী ষ্ট্যাম্ফোর্ডের সহিত দৈবযোগে তাহার সাক্ষাৎ হয়; লেডীর সহিত গর্ভবতী লাইটফুট আলিস্‌বরীর নিকটবর্ত্তী নিকেতনে যায়; একসঙ্গে থাকে; ক্রমে প্রকাশ পাইল, লেডী ষ্ট্যাম্ফোর্ড নিজেও তখন গর্ভবতী। ঐ সময় হানা লাইট-ফুট লণ্ডনে চলিয়া আইসে; আপনি প্রায় প্রতিদিন তাহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ করেন; ১৮৫৮ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত ঐরূপ চলে। সেই সময় গর্ভবতী হানার সহিত সর্ব্বসম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে আপনি সঙ্কল্প করেন; তদনুসারে এক দীর্ঘ-পত্র লিখিয়া তাহাকে আপনার সেই সঙ্কল্প জানাইয়াছিলেন। অভাগিনী লাইট-ফুট সেই পত্র পাইয়া ভগ্নান্তঃকরণে লণ্ডন হইতে পলাইয়া আলিস্‌বরী নগরে ষ্ট্যাম্ফোর্ড-নিকেতনে লেডী ষ্ট্যাম্ফোর্ডের নিকটে ফিরিয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উভয়েই এক সময়ে গর্ভবতী; একদিনে খানিকক্ষণ অন্তর অন্তর উভয়েই সন্তান প্রসব করেন। এই গুহ্য ব্যাপারটা লেডী ষ্ট্যাম্ফোর্ড নিজ হস্তে লিখিয়া পত্রাদির সহিত রাখিয়াছিলেন; যে সকল পত্র আমি পাইয়াছি, তাহার মধ্যেই সেই গুহ্য পত্রিকা সংলগ্ন আছে। আপনি এ সমস্ত বৃত্তান্ত অবশ্যই অবগত আছেন; আরও আপনার মনে আছে, লেডী ষ্ট্যাম্ফোর্ডের শিশু সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হইবার কয়েক ঘণ্টা পরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়; লেডী ষ্ট্যাম্ফোর্ড তাঁহার স্বামীর সম্মতিক্রমে লাইট-ফুটের পুত্রটিকে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করেন।"

চেয়ারের উপর ঘুরিতে ঘুরিতে, পূর্ব্বভাবে মুখের উপর হাত রাখিয়া অস্পষ্টস্বরে রাজা বলিলেন, "সত্য,—খুব সত্য, সব সত্য; —আচ্ছা, বলিয় যাও,—আর কি বৃত্তান্ত তুমি জানিতে পারিয়াছ, বলিয়া যাও?"

মিগেলস্ বলিলেন, "যাহা বলিয়াছি, তাহাই কি যথেষ্ট হইল না? আর বিশেষ কথা আপনি জানিতে চান? হানা লাইটফুটের পুত্রটিকে লেডী ষ্ট্যাম্ফোর্ড পোষ্যপুত্র লইয়াছেন, একথা তাঁহারা আপনাকে লিখিয়া জানাইয় ছিলেন। সার উইলিয়ম ষ্ট্যাম্ফোর্ড সেই পুত্রটিকে সযত্নে প্রতিপালন করেন সেই পুত্র আজিও বাঁচিয়া আছে। তাহার নাম হইয়াছে—সার রিচার্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ড; আপনার পুত্রগণের যেরূপ চেহারা, সার রিচার্ড ষ্ট্যাম্ফো

র্ডেরও ঠিক সেই রকম চেহারা। সার উইলিয়ম ষ্ট্যাফোর্ড সেই পুত্রকে নিজের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করিয়া গিয়াছেন।"

চমকিয়া চঞ্চলভাবে আসন হইতে উঠিয়া রাজা তৃতীয় জর্জ্জ কিয়ৎক্ষণ দ্রুতগতিতে গৃহের ইতস্ততঃ পরিক্রম করিলেন; হঠাৎ থামিয়া স্তম্ভিতস্বরে বলিলেন, "থাক্ থাক্, আর বলিতে হইবে না। ঐ সকল দলীল আমি অবশ্যই চাই;—মূল্য কত?"

মিগেল্‌স্ উত্তর করিলেন, "মূল্য অনেক।"

অস্থির হইয়া রাজা বলিলেন, "কত চাও,—কত চাও? শীঘ্র বল।"

সতেজে মিগেল্‌স্ বলিলেন, "ডিউকের পদ।"

রাজা তৃতীয় জর্জ্জ যেন পুতুলের মত সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, মহা বিস্ময়ে নিমেষশূন্য-নয়নে মিগেল্‌সের মুখপানে দৃষ্টিপাত। এক মিনিট পরে রুদ্ধশ্বাসে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ডিউকের পদ!"—বলিয়াই পুনর্ব্বার দ্রুত-গতিতে গৃহমধ্যে পদচারণ।

উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত লেডী লিটিসিয়া মিগেল্‌সের কাণে কাণে বলিলেন, "মন-মরা হইও না, দমিয়া যাইও না; রাজা যদি তোমাকে মার্‌কুই-সের পদ দিতে চাহেন, তাহাতেও রাজী হইও না।"

মিগেল্‌সও সেইরূপ চুপি চুপি উত্তর দিলেন, "না প্রিয়তমে, সহজে নয়,—বৎসরে দশ হাজার পাউণ্ড আয়ের বৃত্তি দান করিয়া রাজা যদি আমাকে মার্‌কুইসের পদ দিতে চান, তবে গ্রহণ করিব, নতুবা নহে। দশ হাজারের কমে নহে।"

নির্দ্ধারিত সঙ্কল্পে লেডী লেড বলিলেন, "মার্‌কুইসের পদ অপেক্ষা নীচুপদ দিতে রাজা যদি অঙ্গীকার করেন, তাহাতেও রাজী হইও না।"

ব্যস্তভাবে পরিক্রমণ করিতে করিতে আবার একটু থামিয়া দাঁড়াইয়া চম-কত অবরুদ্ধ-স্বরে রাজা বলিলেন, "মিষ্টার মিগেল্, দামটা অনেক বেশী; কিন্তু যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে যদি তুমি এখন আমার কাছে আর্লের পদ প্রার্থনা—"

মিগেল্‌স বলিলেন, "মহারাজ! আপনাকে আমি বেশী পীড়াপীড়ি করিব না; অন্ততঃ মার্‌কুইসের পদ পাইলেই আমি তুষ্ট থাকিব। আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, ইংলণ্ডে আজকাল যতগুলি ডিউক দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি আছেন, ডিউকের পদ পাইবার

দাবী তাঁহাদের অধিক নাই, বংশবিবেচনায় তাঁহাদের ডিউক হইবার অধি-কারই নাই ; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ্য বেশ্যার পুত্র, মাতৃকুলের কলঙ্কে তাঁহারা ডিউক হইবার অনধিকারী। উপাধি সম্বন্ধে এ কথা আমি কেন বলিতেছি, তাহার এক দৃষ্টান্ত এই যে, রাজা দ্বিতীয় চার্লসের রক্ষিতা উপপত্নীদের গর্ভজাত—"

তীব্রকণ্ঠে রাজা বলিলেন, "যথেষ্ট—যথেষ্ট! আর কিছু বলিও না।" অতঃপর সান্ত্বনাসূচক বিনম্রস্বরে তিনি বলিলেন, "মিষ্টার মিগেল! তুমি মার্কুইস হইতে পারিবে।"

সানন্দস্বরে লেডী লেড বলিলেন, "থাঃ! টিম! আমি বরাবর জানিয়া আসিতেছি, সংসারে তুমি উচ্চপদের অধিকারী হইবে!"—তৎপরে মৃদুকণ্ঠে কাণে কাণে বলিলেন, "আমাকে তুমি মার্শনেস্ করিয়া লইবে?"

পুনর্ব্বার রাজার ক্রোধোদয় হইল; চঞ্চল উগ্রস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করি-লেন, "ঐ স্ত্রীলোকটা কি বলে?—কি বলে?"

গম্ভীরভাবে গম্ভীরস্বরে মিগেলস্ উত্তর করিলেন, "লেডী লেড আমাকে বলিতেছেন, বর্ত্তমান প্রসঙ্গটা শীঘ্র শীঘ্র শেষ করাই ভাল; আর বেশী কথা বলিলে কিংবা আর বেশীক্ষণ আমরা এখানে থাকিলে আপনার পক্ষে অতিশয় কষ্টকর হইবে।"

রাজা বলিলেন, "ঐ কথা বলিতেছে?—ঐ কথা বলিতেছে?—বেশ!—বেশ! বেশ মেয়েমানুষ!—বেশ মেয়েমানুষ!—আচ্ছা, দলীলগুলি আমাকে দাও, অচিরেই আমি তোমাকে সংবাদ দিব।"

এই সময়ে টিমের কাণে কাণে লেডী লেড পুনর্ব্বার বলিলেন, "দেখিও—দেখিও, নির্ব্বোধের কাজ করিও না।"

রাজার আবার চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হইল, চঞ্চলস্বরে আবার তিনি জিজ্ঞাসা করি-লেন, "স্ত্রীলোকটি আবার কি বলে?—আবার কি বলে?"

নতমস্তকে অভিবাদন করিয়া মিগেলস উত্তর করিলেন, "সবিনয়ে সসম্ভ্রমে লেডী লেড প্রস্তাব করিতেছেন, ডিউকপদের সনন্দের সঙ্গে সঙ্গে দলীলগুলির আদান-প্রদান হইলেই বিষয়কার্য্যের রীত্যনুসারে কার্য্য করা হয়।"

খালিপায়ে উত্তপ্ত পাথরের উপর ভ্রমণ করিবার সময় মানুষ যেমন ছট্‌ফট্ করে, সেইরূপ ছট্‌ফট্ ছুরিছে করিতে রাজা বলিয়া উঠিলেন, "বল কি?—

বল কি?—তুমি আমার কথায়—তোমাদের রাজার কথায় অবিশ্বাস করিতে চাও?"

পুনরায় অভিবাদন করিয়া মিগেল্‌স উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমার কেবল এই শঙ্কা হইতেছে যে, এখন যদি আমি দলীলগুলি প্রদান করি, তাহা হইলে রাজকার্য্যের নানা ঝঞ্জাটে ও গোলমালে, আমাকে মার্কুইসের পদ দিবার তুচ্ছ কথাটা পাছে আপনার মনে না থাকে। আমার কেবল এই আশঙ্কা, আর কিছুই নয়।"

সম্মানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব সংবরণে অক্ষম হইয়াই রাজা বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ!—বুঝিয়াছি মহাশয়,—বুঝিয়াছি! তুমি কি আমার কথায়—তোমাদের রাজার কথায় বিশ্বাস করিতেছ না?—অ্যাঁ!—ওঃ! এ অপমান অসহ্য!—আমি নিশ্চয়ই জানি, রাজাকে এইরূপ অপমান করিতে তোমার ইচ্ছা নাই!—রাজাকে অপমান করিতে ইচ্ছা নাই! অ্যাঁ!—আমার কথা আমি রাখি না, কখনই রাখি নাই, ইহা কি তুমি জানো?—ইহা কি তুমি জানো? এমন কি তুমি কখনও শুনিয়াছ? বল,—বল, অঙ্গীকার করিয়া আমি তাহা পালন করি নাই, ইহা কি তুমি জানো? কখন কি শুনিয়াছ?"

নির্ভয়ে মিগেল্‌স উত্তর করিলেন, "হাঁ মহারাজ! শুনিয়াছি। অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া স্ত্রীলোকের হৃদয়ও আপনি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন!"

মর্ম্মে দারুণ বেদনা পাইয়া অপদস্থ বৃদ্ধ রাজা পুনর্ব্বার আরাম-চেয়ারে হেলিয়া পড়িলেন, দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া মনস্তাপে বলিয়া উঠিলেন, "হা পরমেশ্বর! প্রায়শ্চিত্ত!"—আবার নিস্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব-স্মৃতির জাগরণ। নেত্র হইতে হস্তাবরণ মোচন করিয়া, রাজা একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন; কেহ তাঁহার অবস্থা দেখিতেছে কি না, কেহ তাঁহার কথা শুনিতেছে কি না, তাহাই বুঝিলেন; মৌনভঙ্গে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, লাইট্‌ফুট্‌—হানা লাইট্‌ফুট্‌!—এই তোমার প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!—দ্বিগুণ-প্রতিশোধ!—" পুনর্ব্বার হস্ত দ্বারা বদনাবরণ;—বৃদ্ধের শীর্ণ অঙ্গুলিগুলির মধ্য দিয়া অজস্রধারে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। সমস্ত পূর্ব্বকথা মনে পড়িল। সেই পূর্ব্ব-স্মৃতি এই বৃদ্ধ রাজাকে অস্থিতে অস্থিতে দগ্ধ করিতে লাগিল। তরুণ-যৌবনের নবপ্রেমানুরাগ, হানা লাইট্‌ফুটের কাছে মিথ্যা অঙ্গীকার, সেই অঙ্গীকার-ভঙ্গ, ভয়ঙ্কর মিথ্যাকথা, সমস্তই যেন বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার অন্তরে সমুদিত হইল।

ওঃ! ভীষণ যন্ত্রণা! সেই যন্ত্রণা যেন বজ্রের ন্যায় রাজার হৃদয়ে আঘাত করিল! হায় হায়! রাজা—হতভাগ্য রাজা! তিনি মনুষ্য—মনুষ্যরূপী রাক্ষস—কোটি কোটি প্রজাকে ক্রীতদাসস্বরূপ গণনা করিয়া তিনি দলিত করিয়াছেন, বিবেকশক্তির সুশাসন হারাইয়াছেন, নির্দ্দয়তার আবরণে তাঁহার বিবেকশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে; শেষে এই বিপদ্ ঘটিবে, যৌবনকালে তাহা তিনি জানিতেন না।

গৌরবান্বিত পদের উচ্চশিখর হইতে, অপরিতৃপ্ত উচ্চ-আশার অন্ধকার চূড়া হইতে পূর্ব্বে যিনি বিশ্ব-সংসারের সর্ব্বচিন্তা দমন করিয়াছেন, এখন তিনি এই অবস্থায় বহু চিন্তার প্রদীপ্ত শিখাসমূহের একটী শিখাও দমন করিতে সমর্থ হইতেছেন না; ফ্রান্সের রাজতন্ত্র-প্রপীড়িত প্রজালোকের ন্যায় আপন কোটি কোটি প্রজাকে তিনি দুঃখানলে দগ্ধ করিয়াছেন, দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া যাহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, উচ্চ-সিংহাসনে বসিয়া যাহাদিগকে তিনি তৃণের ন্যায় তুচ্ছ ভাবিয়াছেন, কল্পনার চক্ষে তিনি এখন দেখিতেছেন, সেই সকল বিদলিত দরিদ্র প্রজা যেন প্রেতমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার পদতলে হামাগুড়ি দিয়া,—বুকে হাঁটিয়া,ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে! সুদৃঢ় গ্রন্থিযুক্ত চাবুকের প্রহারে যাহাদের অঙ্গের তিনি রুধির-পাত করিয়াছেন, বিবেক যেন এখন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেছে, তাহারা কোটি কোটি বৃশ্চিকের চাবুকে তাঁহার অন্তরাত্মাকে প্রহার করিতেছে! তাহাদের অন্তরস্থ নয়নে যেন শোণিতাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে! তিনি রাজা, বিষানলে তাঁহার হৃদয় এখন দগ্ধীভূত; হানা লাইটফুটকে স্মরণ করিয়া তিনি এখন অন্তর্জ্বালায় ধড়্‌ফড়্ করিতেছেন!

রাজা তৃতীয় জর্জ্জ যতক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ অন্তর্যাতনায় কাতর, মিগেল্‌স এবং লেডী লেড তাঁহার নিকটে উপস্থিত, সে কথা ততক্ষণ যেন মনেই ছিল না; মিগেল্‌স ও লেডী লেড রাজার ঐ অবস্থা-দর্শনে হর্ষ প্রকাশ করিয়া ঘন ঘন মুখ-চাহাচাহি করিতেছিলেন, তাঁহাদের কৌশল সুসিদ্ধ হইয়াছে, সেই ভাব জানাইতেছেন।

অবশেষে রাজার চমক হইল। মিগেল্‌স সে ঘরে আছেন, লিটিসিয়া সে ঘরে আছেন, তখন তাহা স্মরণ হইল। তিনি কাঁদিয়াছেন, আত্মগত নির্ব্বেদ প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য লজ্জা আসিল, গণ্ডবাহী অশ্রুধারা, কিপ্রহস্তে তিনি সেই ধারা মার্জ্জন করিলেন; যথাশক্তি শান্তভাব ধারণ করিয়া চেয়ারের উপর

সোজা হইয়া বসিলেন; মিগেল্‌সকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মিষ্টার মিগেল্‌! বন্দোবস্তটা ঠিক হইলেই তুমি মার্‌কুইসের পদ প্রাপ্ত হইবে,—বিলম্ব হইবে না।"

মিগেল্‌স বলিলেন, "মার্‌কুইসের পদগৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারি, তদ্রূপ উপযুক্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হওয়া আমার আকাঙ্ক্ষা।"

রাজা বলিলেন, "তাহাই হইবে।"- এই অঙ্গীকার করিয়াই গম্ভীরভাবে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, "এই লজ্জাকর ঘটনাটা যাহাতে বেশী লোক-জানাজানি না হয় অথবা যাহাতে অল্প জানাজানিতে কার্য্যটি নিস্পন্ন হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। দেখ, রাজার নিকটে ঐ সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইবার পক্ষে তোমার কোন বিশেষ দাবী নাই, একটা স্পষ্ট প্রকারের দাবী দাঁড় করাইতে হইবে। বুঝিয়াছ?"

মিগেল্‌স উত্তর করিলেন, "কিছু কিছু বুঝিয়াছি মহারাজ।"

রাজা বলিলেন, "মার্‌কুইসের পদের তালিকাটা আলোচনা করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। যে সকল মার্‌কুইসের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কাহার পদটি তোমাকে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমি বিবেচনা করিব। পার্লা-মেণ্টের লর্ড-সভায় এই প্রস্তাবটা উঠিবে, তখন অবশ্যই আমি তোমার অনুকূলে অভিপ্রায় প্রকাশ করিব। কার্য্য সমাধা হইতে কয়েক মাস বিলম্ব হইবে, সম্ভবতঃ আগামী বর্ষের প্রারম্ভের পূর্ব্বে কার্য্য সমাধা হইতে পারিবে না;—ইত্যবসরে—"

মিগেল্‌স বলিলেন, "ইত্যবসরে কাগজগুলি শীল-মোহর করা হইবে, কেহ তাহা দেখিতে না পায়, সেই উদ্দেশ্যে অতি সাবধানে তাহা সঙ্গোপনে রাখা হইবে।"

রাজা বলিলেন, "সে ভার তোমার উপর। আজ এই পর্য্যন্ত আমাদের এ কার্য্যের অবসান।"

ললাটে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া রাজা সেই স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন, মিগেল্‌স ও লেডী লেড সিদ্ধমনোরথ হইয়া আনন্দে রাজপ্রাসাদ হইতে বিদায় হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

—:•:—

পুত্র অন্বেষণ—ভীষণ কাণ্ড !

পরদিন প্রাতঃকালে লণ্ডনের রাজসভা উইণ্ডসর-প্রাসাদে স্থানান্তরিত হইল। মিগেল্‌স ও লেডী লেডের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অবধি রাজা তৃতীয় জর্জ্জ মর্ম্মান্তিক যাতনায় অত্যন্ত অধীর ও অতিশয় চিন্তাযুক্ত ছিলেন, বিস্তর সরকারী কাগজপত্র দর্শনের অছিলায় তিনি একটি নির্জ্জন কক্ষে একাকী রহিলেন। পুত্রের অন্বেষণে তিনি সমধিক উৎসুক; রাজ্ঞী শার্লোটী যে সকল পুত্র প্রসব করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্বেষণে নহে; তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যও নহে, হানা লাইটফুটের সহিত গুপ্ত-প্রেমানুরাগে যে পুত্রটি জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এখন জানিতে পারিয়াছেন, সেই পুত্রটি বাঁচিয়া আছেন, অতএব তাঁহারই অন্বেষণে ব্যগ্র !

দলীলপত্র-প্রমাণে মিষ্টার মিগেল্‌স জানাইয়া গিয়াছেন, সার্ উইলিয়ম ষ্ট্যাফোর্ড এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী যে সময়ে হানা লাইটফুটের পুত্রটিকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন, সেই সময়েই তাঁহারা রাজা তৃতীয় জর্জ্জকে তদ্বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। রাজা তাহা জানিতেন, এখনও জানেন, কিন্তু সেই পুত্রটিকে নিজ পুত্র বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। হানা লাইটফুট অনেক দিন পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অন্তরস্থ গুপ্ত কথা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াছে; সার উইলিয়ম ষ্ট্যাফোর্ড ও লেডী ষ্ট্যাফোর্ড সেই গুহ্যকথা গুহ্য রাখিয়াই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, সত্যকথা জনপ্রাণীর কাছেও প্রকাশ করেন নাই। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই পুত্র ষ্ট্যাফোর্ডের বংশগত নাম, পদ-সম্ভ্রম ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া অবধি জানিয়া আসিতেছেন, তিনি প্রকৃত পক্ষে সার্ উইলিয়ম ষ্ট্যাফোর্ডের ঔরসে লেডী ষ্ট্যাফোর্ডের গর্ভজাত পুত্র। রাজা তৃতীয় জর্জ্জ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ধর্ম্মপ্রমাণে সেই গুহ্যবিষয় গোপন রহিয়াছে, অতএব সার্ রিচার্ড ষ্ট্যাফোর্ড আসল কথা জানিতে পারেন, তৎপক্ষে কোনরূপ সূত্র প্রকাশ নাই। তিনি (রাজা) এ পর্য্যন্ত খোঁজ ইচ্ছা করেন নাই।

সার্ রিচার্ড ষ্ট্যাফোর্ড যে সময়ে সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন, যে সময়ে তাঁহার

নামে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, ইংলণ্ডেশ্বর তাহা অবগত হইয়া মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন, সমাচারপত্র-সম্পাদকেরা সেই সময় লিখিতে আরম্ভ করেন, ইংলণ্ডের রাজকুমারগণের সহিত সার্ রিচার্ড ষ্ট্যাফোর্ডের রূপসাদৃশ্য অভেদ; রাজা তৃতীয় জর্জ্জ নানা সংবাদপত্রে তাহা পাঠ করিয়া গোপনে গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিতান্ত মুহ্যমান হইয়া পড়েন; গুপ্ত কৌতূহলে সমস্ত সংবাদপত্রে ঐ প্রকার নির্দ্দেশসমূহ পাঠ করিতে আলস্য করেন নাই; সার্ রিচার্ড যখন বিশেষ বিশেষ প্রমাণে সেই দারুণ অপবাদ হইতে অব্যাহতি পান, সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজার তখন আনন্দের সীমা ছিল না।

পর্য্যায়ক্রমে আরও ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণে হানা লাইটফুটের সহিত যৌবনে গুপ্ত প্রণয়ের বৃত্তান্ত রাজার মনে জাগিয়া জাগিয়া উঠে, মিগেল্‌স ও লিটিসিয়ার সহিত কথোপকথনে সেই ক্ষতস্থান লবণাক্ত হয়, শীঘ্র শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা তাঁহার মনে আইসে না। সেই সকল পূর্ব্বস্মৃতির জাগরণে, হানা লাইটফুটের প্রণয়, ও বিলয় তাঁহার হৃদয়ে অভিনব উচ্ছ্বাস সমুদ্গত; এ অবস্থায় রাজা যদি সেই সন্তানটিকে একবার দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা বিচিত্র বোধ হয় না।

ব্যবস্থাবিরোধে অথবা প্রকৃতিবিরোধে যাহারা কোন প্রকার কার্য্য করে, প্রায় সর্ব্বদাই তাহাদের মনে হয়, যে ক্ষেত্রে পাপানুষ্ঠান হইয়াছিল,সেই স্থানটা একবার দেখিয়া আইসে; বহুদিন—বহু মাস—বহু বর্ষ অতীত হইলেও সেরূপ ইচ্ছা তাহাদের মন হইতে দূর হয় না। নরহত্যা করিয়া যে ব্যক্তি ধরা পড়ে না, প্রায় সর্ব্বদা তাহারও মনে হয়,মৃতদেহটা যেখানে গোর দেওয়া হইয়াছিল, সেই ভয়ঙ্কর স্থানটা একবার দেখিয়া আইসে; নিজের ইচ্ছায় না হউক, ঘটনাগতিকে একবার না একবার সেই স্থানে তাহাকে উপস্থিত হইতে হয়ই হয়। রাজার রাজস্ব যে ব্যক্তি ফাঁকি দেয়, বিবেকের উপদেশে সেই ব্যক্তি বেনামী চিঠিতে সেই রাজস্বের টাকা নায়েব-গোমস্তার নিকট প্রেরণ করিতে পারিলে অন্তরে তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়। দস্যুতস্করেরা যদি সময়ে বিবেকের সাহায্যে সেই সকল ধনস্বামীকে অপহৃতধন ফিরাইয়া দিতে পারে, তাহাতেও তাহারা আরাম পায়। লোকের গাঁট কাটিয়া যাহারা যৎকিঞ্চিৎ অপহরণ করে, সুবুদ্ধি ফিরিয়া আসিলে তাহারা যদি সেই সকল সামান্য সামান্য অর্থের অধিকারিগণকে কোন সূত্রে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে পারে, তাহাতে তাহাদের মনের

বোঝা অনেক কমিয়া যায়। এই সকল বিবেচনা করিয়া পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন, যে পুত্রটিকে এত দিন নিজ পুত্র বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য জ্ঞান হয় নাই, রাজা তৃতীয় জর্জ্জ যদি সেই পুত্রকে একবার দর্শন করিবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন, তাহা আশ্চর্য্য অথবা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে না।

মিগেলস্ ও শীকারিণী লিটিসিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পরদিন ক্রমাগত রাজার মনে একান্ত অভিলাষ, সার রিচার্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ডের সহিত একবার দেখা করা। মানব-চরিত্রের প্রকৃতিই এইরূপ যে, সর্ব্বক্ষণ অন্তরে যে অভিলাষ পোষিত থাকে, যত দিন তাহা চরিতার্থ না হয়, তত দিন অন্তরে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভূত হইয়া থাকে ; বৃদ্ধ রাজার অন্তরে সেইরূপ যন্ত্রণা।

দিন গেল, রাত্রি আসিল, তখনও পর্য্যন্ত রাজার মনে সেই উদ্বেগ সেই চিন্তা, সেই যন্ত্রণা। সেই নির্জ্জন কক্ষে তিনি একাকী ; ক্ষণে ক্ষণে উদাস-নয়নে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ। এই ভাবে থাকিতে থাকিতে অধীর হইয়া তিনি এক-খানা সোফার উপর বসিয়া পড়িলেন ; যে দিকে চক্ষু ফিরান, সেই দিকেই দেখেন, সুন্দরী লাইটফুটের প্রেতমূর্ত্তি! ভয় পাইয়া রাজা যখন নেত্র নিমীলন করেন, তখনও দেখেন, কুমারী লাইটফুট যেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত; সেই তরুণ-যৌবন, সেই মনোহর রূপলাবণ্য; সেই সুন্দর সূক্ষ্ম পরিচ্ছদ, সেই বিমল মুখকমল, সেই সুন্দর কপোলে গোলাপী আভা, সেই পরম সুন্দর বিম্বোষ্ঠ, সেই প্রদীপ্ত নীল-নেত্র, সেই মুক্তাসদৃশ সুন্দর দন্তপংক্তি ঠিক সেই রূপ! প্রেতের যেমন ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, এ মূর্ত্তি তেমন ভয়ঙ্করী নয়, ঠিক যেন তাজা রক্তমাংসবিজড়িত সজীব সুন্দরী মূর্ত্তি!

মানসিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে হইতে হতভাগ্য রাজা উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! হানা! হানা! ওরূপে আমাকে দেখা দিও না!—আঃ! আমি তোমার প্রতি কুব্যবহার করিয়াছি,—ঈশ্বর সাক্ষী,—কুব্যবহার করিয়াছি ;—আমি জানি, তোমার প্রতি আমি কুব্যবহার করিয়াছি!—তুমি আমাকে ক্ষমা কর!—হানা! তুমি আমাকে ক্ষমা কর!—ওঃ! অমন করিয়া তীব্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া তুমি আমাকে ভৎর্সনা করিও না!—আমাদের সেই সন্তানটিকে আমি দেখিব,—তাহাকে সুখী দেখিয়া আমি সুখী হইব!—ওঃ! বোধ হয়, তুমি এখন হাসিতেছ ; হানা! আমার অঙ্গীকার শ্রবণ করিয়া তোমার সন্তোষ জন্মিয়াছে!—আচ্ছা, তবে আমি তোমাকে শান্তি দান করিব,—শান্তি লাভ করিয়া তুমি তোমার সমাধি-মন্দিরে সুখে নিদ্রা যাইবে!—হাঁ, পুত্রটিকে আমি

দর্শন করিব; সে যদি দরিদ্র হয়, আমি তাহাকে ধনবান্ করিয়া দিব;—তাহার যদি উচ্চ আশা থাকে, আমি তাহার আশা পূর্ণ করিব;—সে যদি বিষাদে নিমগ্ন হইয়া থাকে, আমি তাহার সহিত সহানুভূতি দেখাইব;—আমি তাহাকে সান্ত্বনা করিব!—কে সে?—সত্য সত্য কাহার পুত্র,সে কথাটি তাহাকে জানাইতে তুমি আমায় অনুরোধ করিও না।—তাহার জন্মরহস্য তাহাকে জানাইতে তুমি আমাকে অনুরোধ করিও না।—ওঃ! আবার তোমার মুখখানি মলিন হইল, আবার তোমার চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল!—আচ্ছা,—আচ্ছা, তবে আমি সে কথাটিও তাহাকে বলিব। হাঁ,—হানা,—হাঁ, তোমার আত্মা শান্তি লাভ করিবে,—কেবল আমার এই প্রার্থনা—ঐরূপে দেখা দিয়া তুমি আমাকে আর পরিতপ্ত করিও না!"

কথাগুলি বলিতে বলিতে রাজা যেন দেখিতে লাগিলেন, সেই প্রেতমূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে সরিয়া সরিয়া যেন বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া গেল,—এককালে অদৃশ্য!

রাজা অনেক পরিমাণে শান্ত হইলেন, চিন্তাবেগ অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিল। রাত্রি ৯টা। কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া রাজা ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন, রাণী ও পুত্রকন্যাগণের সহিত ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে তিনি পুনরায় নিজকক্ষে প্রবেশ করিয়া অচিরাৎ সেই অস্বীকৃত পুত্রের সহিত সাক্ষাৎকরণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; অনন্তর ঠন্ ঠন্ শব্দে ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন; একটি বালক ভৃত্য আসিয়া হাজির হইল।

রাজা সেই বালককে বলিলেন, "নিঃসন্দেহে তুমি শুনিয়াছ, আলিস্‌বরীর নিকটে একখানি অট্টালিকা আছে, সার রিচার্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ড নামে একটি ভদ্রলোক সেই অট্টালিকার অধিকারী ছিলেন, সম্প্রতি কয়েক মাস হইল, লর্ড ডেস্‌বরা সেই বাড়ীখানি খরিদ করিয়াছেন; সে বাড়ী তুমি জানো?"

বালক উত্তর করিল, "জানি। আমি সার রিচার্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ডের নাম শুনিয়াছি, অনেকবার তাঁহাকে চক্ষেও দেখিয়াছি; আজ প্রাতঃকালেও দেখা হইয়াছে।"

উৎফুল্ল-নয়নে চাহিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন, "আজ প্রাতঃকালে?—আজ প্রাতঃকালে?—কোথায় দেখিয়াছ?—কোথায় তাঁহাকে দেখিয়াছ?"

বালক উত্তর করিল, "সার রিচার্ড ষ্টাম্ফোর্ড এখন এই উইণ্ডসরের নিকটবর্ত্তী একখানি বাড়ীতে বাস করেন, সর্ব্বদাই ময়দানে বেড়াইয়া

মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের যেমন চেহারা, তাঁহা-রও চেহারা অবিকল সেইরূপ।"

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন বাড়ীতে তিনি থাকেন, তাহা কি তুমি ঠিক জানো?"

বালক উত্তর করিল, "জানি মহারাজ!"

রাজা বলিলেন, "আমাকে সেই বাড়ীতে লইয়া চল; তাঁহার কাছে আমার বিশেষ দরকার আছে। আর দেখ, আমি যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব, এ কথা কেহ যেন জানিতে না পারে।"

সেলাম করিয়া বালক সম্মতি জানাইল, রাজা তাহার সহিত গুপ্তপথ দিয়া বাহির হইলেন।

রাজপ্রাসাদ হইতে সে বাড়ীখানি অধিক দূর ছিল না, নিকটে পৌঁছিয়া বালক অঙ্গুলিসংঙ্কেতে বাড়ীখানি দেখাইয়া দিল। সেইখান হইতে রজনীর অন্ধকারে আবৃতাঙ্গ হইয়া রাজা কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাড়ীখানি অবলোকন করিলেন। অকস্মাৎ মনোমধ্যে এক অদ্ভুত ভাবের উদয়; যেন তিনি বুঝিতে পারিলেন, কোন প্রকার অলক্ষণ। সেই ভাবের উদয়েই একবার তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিল। পরক্ষণেই সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি মনে করিলেন, যাহা ঘটে, ঘটিবে, সঙ্কল্প হইতে তিনি বিচ্যুত হই-বেন না। এই স্থির করিয়া, দ্বারের নিকট গিয়া তিনি ধীরে ধীরে দ্বারে আঘাত করিলেন। অবিলম্বে গৃহস্বামিনী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল; বৃদ্ধা স্ত্রীলোক; ভদ্রকুলমহিলার ন্যায় আকার ও পরিচ্ছদ! তাহার হস্তে প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা ছিল, সেই আলোতে মুখ দেখিয়াই সে তৎক্ষণাৎ রাজাকে চিনিতে পারিল।

বৃদ্ধা চিনিতে পারিয়াছে, ইহা অনুভব করিয়া রাজা চুপি চুপি বলিলেন, "গোল করিও না।"

দরজা পার হইয়াই সমভিব্যাহারিণী বৃদ্ধাকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সার রিচার্ড বাড়ীতে আছেন?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল, "আছেন মহাশয়, কিন্তু—"

'কিন্তু' শুনিয়াই রাজা বুঝিলেন; বৃদ্ধার যেন কিছু আপত্তি করিবার আছে, তাহাকে আর কিছু বলিতে না দিয়াই তিনি বলিলেন, "বাস্! বেশী কথা বলিও না। কোন্ ঘরে তিনি থাকেন?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল, "উপরের ঘরে। ...., আপনাকে আমি সেইখানে ...ইয়া যাইতেছি।"

রাজা বলিলেন, "না, তোমাকে ... হইবে না, আমি একাকী যাই-তেছি। সিঁড়ির নীচে ঐ বাতীটা রাখি...ও, আমার সঙ্গে আসিও না।"

কম্পিত ওষ্ঠাগ্রে প্রতিবাদবাক্য ...ও রাজার কথায় বৃদ্ধা কোন ...াপত্তি করিতে পারিল না। সে জান... ...া রিচার্ড তখন একাকী ছিলেন ...া, তাঁহার কাছে একটি সুন্দরী যুব... ...। কে সেই যুবতী—বৃদ্ধা তাহাও ...ানিত-না। মধ্যে মধ্যে সেই যুব... ... করিতে আইসে, কিন্তু তাহার ...দনে এত ঘন আবরণ থাকে যে, যা... ...নিতান্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তাঁহারাও সে ...বগুণ্ঠন ভেদ করিয়া মুখ দেখিতে অ... ...।

বৃদ্ধার মনে শঙ্কা আসিল, ...বারও অবসর থাকিল না। ...থচ তাহার জানা ছিল, এ সময়ে ... ...সখানে উপস্থিত হইলে—এমন কি, রাজপরিবারের কেহ দেখা ...এতে আসিলেও রিচার্ড বিরক্ত হন। চিত্ত চঞ্চল, অন্তরে আতঙ্ক, ... রাজসম্ভ্রম, আপত্তিজনক কোন কথা বলিতেই তাহার সাহস হই... ... পক্ষান্তরে, ইংলণ্ডের ঈশ্বর—ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যের ঈশ্বর ব্যতীত যাঁহার ... ...ায় নাই, তিনি তাঁহার বাড়ীতে পদধূলি দিয়াছেন, তাঁহার আগমনে ...ানি পবিত্র হইয়াছে, ভয়াতুরা বৃদ্ধা এই বিবেচনা করিয়া আপনাকে ... ...ানিল। হাঁ, বাড়ীখানি পবিত্র হইলই বটে,—কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, বিবে... ... রক্তপিপাসু, মানবরূপী দানব তাহার গৃহপ্রাঙ্গণে দর্শন দিয়াছে।

ভয়ে, চিন্তায়, গৌরবে বৃদ্ধা কিং... ...ঢ়া; সোপানের নিম্নভাগে জ্বলন্ত বাতীটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রা... ...কটা দ্রুতগতিতে সোপানাবলী অতিক্রম করিতে লাগিলেন, উপরের ... উঠিয়া সম্মুখে যে দ্বার দেখিতে পাইলেন,—ভেজানো ছিল, সেই দ্বার ... ...রে খুলিয়া দেখিলেন; গৃহমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়াই বিস্ময়াতঙ্কে তাঁহার ... ...হরিল,—প্রস্তরপুত্তলিকার ন্যায় চৌকাঠের ধারে তিনি এককালে নিশ্চল

কি তিনি দেখিলেন?—সার রি... ...ফোর্ড একখানি সোফার উপর বসিয়া আছেন, পার্শ্বদেশে রাজকুমারী এ... ...য়া। সার রিচার্ডের বাহুর উপরে এমিলিয়া কিঞ্চিৎ বক্রভাবে অর্দ্ধশায়ি...।

নবপ্রেমের গাঢ়ানুরাগে—প্রেমাল...র মধুর গুঞ্জনে মধুর মধুর চুম্বনে

নবপ্রেমিক যুবকযুবতী এত দূর অন্যমনস্ক ছিলেন যে, দ্বার উদঘাটনের শব্দ তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করে নাই, পরক্ষণেই সজোরে ঝন্ ঝন্ শব্দে সেই দ্বার অবরুদ্ধ হইবার শব্দ ও অমর্ষপূর্ণ শঙ্কাসূচক পরিতাপ ধ্বনি তাঁহাদের উভয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল,তাঁহাদের উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন ;—কুমারী এমিলিয়ার কণ্ঠ হইতে অর্দ্ধকাতরধ্বনি বিনির্গত হইল। বৃদ্ধ পিতার পাণ্ডুগণ্ড তাঁহার নয়নগোচর হইয়াছিল ; শশব্যস্তে সোফা হইতে উঠিয়া পিতার চরণতলে পতিত হইয়া করপুটে মিনতিবচনে তিনি বলিতে লাগিলেন, "ক্ষমা কর—ক্ষমা কর ! স্নেহময় পিতা, আমার প্রতি দয়া কর !"

ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া, বাক্যবেগ-সংবরণে অসমর্থ হইয়া, রাজা বলিয়া উঠিলেন, "অভাগিনি ! করিয়াছিস্ কি ? কাহাকে ভালবাসিয়াছিস্ ? ঐ যুবা পুরুষ তোর নিজেরই ভ্রাতা !"

"না পিতা, - না পিতা !" সোৎসাহে কুমারী এমিলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না পিতা, তাহা নয় ; আমার সহোদরের সহিত ইঁহার রূপের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য, তাহা দেখিয়াই তোমার ভ্রম হইতেছে ! ইনি সার রিচার্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ড।

বিকলচিত্ত রাজা অবরুদ্ধস্বরে বলিলেন, "তাহা আমি জানি,—তাহা আমি জানি,—ইনি আমারই পুত্র" ;—হানা লাইটফুটের গর্ভে ইঁহার—

কথা শেষ হইল না ; হস্তদ্বারা বদন আবরণ পূর্ব্বক যেন মর্ম্মাহত হইয়া, সোফার উপর হেলিয়া পড়িয়া,সকম্প মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে রাজা বলিয়া উঠিলেন, "কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার !—কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার !"

তাড়িতসঞ্চারে মৃতদেহ যেমন লাফাইয়া উঠে, পিতৃপদতল হইতে অকস্মাৎ সেইরূপে লাফাইয়া উঠিয়া রাজকুমারী এমিলিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "সে কি পিতা। সে কি ? তুমি বলিতেছ কি ?"

আন্তরিক দুঃখভরে অবসন্নপ্রায় হইয়া রুদ্ধশ্বাসে রাজা বলিতে লাগিলেন, "আমি বলিতেছি,—আমি বলিতেছি, যেকালে আমি একটি পৃথিবীর বিদ্যাধরীকে ভুলাইয়া কুলের বাহির করিয়াছিলাম, স্যার্ রিচার্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ড তাহারই—"

কম্পিতপদে টলিতে টলিতে একখানা আসনের উপর বসিয়া পড়িয়া অনুতপ্তকণ্ঠে রাজকুমারী বলিলেন, "আর বলিও না—আর বলিও না আমার ভ্রাতা ?—আমার নিজেরই ভ্রাতা !—ওঃ ! পরমেশ্বর এই অবৈধ আচারে দণ্ডদান করিবেন।"

পরিত্যক্ত রাজার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিল, কম্পিতস্বরে তিনি বলিলেন, "অবৈধ আচার?—না না;—ও কথা বলিও না প্রবিলিয়া। তুমি কি তত দূর পাপী হইয়াছ?—না না, আমি বোধ করি, তত দূর হও নাই।"

কুমারীর সর্ব্বাঙ্গ অবশ, হাত দুখানি দুপাশে ঝুলিয়া পড়িল, বক্ষঃস্থল কাঁপিতে লাগিল, সুন্দর মুখখানি শুকাইয়া গেল, মুখে একটি কথাও বাহির হইল না। অভাগিনী চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িয়া ফ্যালফ্যাল-চক্ষে পিতার বিবর্ণ মুখপানে চাহিয়া রহিল।

রাজার মনোবেদনার আর সীমা রহিল না, বিষম যন্ত্রণায় অন্তরানলে তিনি দগ্ধীভূত। 'অবৈধ আচার,' এই সাঙ্ঘাতিক বাক্যশ্রবণে যেন তাঁহার বুদ্ধিশক্তি লোপ পাইল।

যন্ত্রণা,—কোন লেখনী সে যন্ত্রণা বর্ণনা করিতে পারে না! জগতে কোন ভাষায় সে যন্ত্রণা ব্যক্ত করা যায় না! ব্যক্ত করিবার ক্ষমতাই কোন ভাষার নাই! তিনটি প্রাণীর বিদ্যমানতায় সেই গৃহের চারিটি দেয়াল যেরূপ গুরুতর আঘাত পাইল, কোন গৃহের প্রাচীরে সেরূপ আঘাত লাগে নাই! কোন সুখনিকেতনের বায়ু সে প্রকারে বিদূষিত হয় নাই! রাজার পরিতাপবাক্য-শ্রবণে—অপরাধিনী কুমারীর মর্ম্মান্তিক অনুতাপে সার্ রিচার্ড ষ্ট্যান্ফোর্ড মহাপ্রমাদে অভিভূত! তৃতীয় হৃদয়ে সেই দুই আঘাতের প্রতিঘাত। বোধ হইতে লাগিল যেন, মূর্ত্তিমান্ নরক মুখব্যাদান করিয়া তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে! নরকের পিশাচেরা তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া যেন নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে লইয়া যাইতেছে। 'অবৈধ আচার,' এই সাঙ্ঘাতিক বাক্য যেন ভীষণ বৃশ্চিকরূপ ধারণ করিয়া ঘন ঘন তাঁহাদের হৃদয়ে দংশন করিতেছে।

সহসা আসন হইতে উত্থিত হইয়া সবলে বৃদ্ধরাজার বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক হৃদয়ভেদী রুদ্ধকণ্ঠে সার্ রিচার্ড ষ্ট্যান্ফোর্ড কাঁপিয়া কাঁপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমস্তই কি সত্য?"—ভয়ঙ্কর বৃদ্ধরাজা নির্ব্বেদে নিশ্বাস ফেলিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "সমস্তই সত্য,—সমস্তই সত্য। সত্যই তুমি আমার ঔরসপুত্র। হায়! সমস্ত সত্য হইলেও—যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, তাহাতে তোমাকে পুত্র বলিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন করিতে আমার সাহস হইতেছে না।"

অস্পষ্ট উচ্চারণে সকাতরে সার্ রিচার্ড বলিলেন, "না—না,—আপনি

আমাকে আলিঙ্গন করিতে পারেন না! পারেন না, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি, কিন্তু এই নিবেদন, আপনি আমাকে অভিসম্পাত করিবেন না!"

আত্মগ্লানিতে প্রপীড়িত হইয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন, "আমি?—আমি তোমাকে?—রিচার্ড আমি তোমাকে অভিসম্পাত করিব? ওঃ! না রিচার্ড! না,—তুমিই আমাকে অভিসম্পাত করিতে পার!"

ইত্যগ্রে কুমারী এমিলিয়ার চেতনা হরণ হইয়াছিল, এই সময় চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। অভিসম্পাত কথাটা তাঁহার শ্রবণগোচর হইয়াছিল; ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া সভয়কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "না না, অভিসম্পাত নয়! উভয়ের মধ্যে কেহই কাহাকে অভিসম্পাত দিবেন না!"—কন্যার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ রাজার শিরায় শিরায় রক্ত জমিয়া গেল, কল্পনায় তিনি যেন ভাবিতে লাগিলেন, সংসারে সন্তানঘাতক হওয়া হয় ত আমার ভাগ্যে আছে! সেই ভাব দেখিয়া এমিলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "মনে কর, যত দূর আমরা জানিলাম, যত দূর অমারা অনুভব করিলাম, তাহার অপেক্ষা আরও অধিক সন্তাপ—অধিক কলঙ্ক আমাদের জন্য সঞ্চিত আছে! জগতের লোকের কর্ণে এই বিভীষণ বাক্যের প্রচার!"

সংক্ষিপ্ত উক্তি করিয়া রাজা বলিলেন, "সত্য! ঘরের দেয়ালগুলারও কাণ আছে!"

সার্ রিচার্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ড ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "একটু থামুন, আমি দেখিতেছি।"—এই বলিয়া নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া, সম্মুখের চাতালে দাঁড়াইয়া চারিদিক্ চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিয়া দ্বার অবরোধ পূর্ব্বক সোৎসাহে বলিলেন, "ততটা ভয় নাই! এ ব্যাপারটা কেবল আমরা তিন জনেই জানিলাম, আর কেহই নয়; বাড়ী নিস্তব্ধ। বিশেষতঃ যে দুটি স্ত্রী-পুরুষ এ বাটীতে থাকে, গোপনে আড়ি পাতিয়া কোন কথা শুনা তাহাদের অভ্যাস নয়।"

কুমারী এমিলিয়া বলিলেন, "তবে কেবল আমরা তিন জনই এই ভয়ানক গুহ্যবিষয় অবগত হইয়া রহিলাম; আমাদের মনে মনেই ইহা গুপ্ত থাকিবে, আর—আমাদের বিবেকশক্তি এই আঘাত প্রাপ্ত হইবে।" শেষের কয়েকটি কথা কুমারীর কণ্ঠে কিছু কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া থামিয়া উচ্চারিত হইল। অতঃপর রাজাকে সম্বোধন করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতা

আপনি এখানে কি করিতে আসিয়াছেন ? আমি এ বাড়ীতে গতিবিধি করি, ইহা কি কেহ জানিতে কিংবা কোন সন্দেহ করিতে—”

রাজা বলিলেন, “তোমরা এই রাত্রে যাহা আমাকে দেখাইলে, তাহা ছাড়া ইহার পূর্ব্বে কোন সূত্রে অথবা কোন সঙ্কেতে এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও আমি জানিতে পারি নাই, সে মতলবেও আমি আসি নাই। যে যুবক আপনার জন্মবৃত্তান্ত কিছুই জানে না, প্রকৃতির উপদেশে তাহাকে একবার দেখিবার নিমিত্ত আজ এখানে আমার আসা। এই রিচার্ড আমার পুত্র, কদাচ ইহা আমি স্বীকার করিতাম না ; কিন্তু এই রাত্রে হঠাৎ স্বচক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহাতে কাজে কাজেই সেই গুহ্য-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে হইল। এখন জিজ্ঞাসা করি, তোমরা উভয়েই বল, গুপ্তভাবে তোমাদের কি বিবাহ হইয়াছে ? গুপ্তভাবে ধর্ম্মমন্দিরে পরস্পরের এই গুপ্তপ্রেম কি রেজিষ্টারী হইয়াছে ?”

অবসন্নভাবে চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িয়া, মর্ম্মান্তিক যাতনায় পূর্ব্ববৎ নির্ব্বেদ প্রকাশ করিয়া, চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে রাজকুমারী তীব্রস্বরে উত্তর করিলেন, “হায় হায় ! রাজকুলে যাহার জন্ম, সেই রাজকুমারী কি সে প্রকার তামসিক কার্য্য করিতে পারে ? আর কেই বা সেই তামসিক পরিণয়ে পৌরোহিত্য করিবে ? না—না, আমাদের এই ভালবাসা ঈশ্বরের বেদীর সম্মুখে মন্ত্রপূত হয় নাই, এ ভালবাসা আমাদের উভয়ের পক্ষেই অভিসম্পাত !”

নিজেও পূর্ব্ববৎ মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইয়া কম্পিতকণ্ঠে সার্ রিচার্ড বলিলেন, “কাঁদিও না,—এমিলিয়া ! মিনতি করি, তুমি কাঁদিও না ! যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না ;—ভুলিতেও পারা যাইবে না। গাঢ় অনুতাপে কতক পরিমাণে ইহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। জগদীশ্বর জানেন, আমাদের পরস্পরের এই সম্বন্ধ না জানিয়াই অজ্ঞানে আমরা এই পাপকার্য্য করিয়াছি।”

কথঞ্চিৎ মনোবেগ সংবরণ করিয়া কন্যাকে সম্বোধন পূর্ব্বক রাজা বলিলেন, “অভাগিনি !—অভাগিনী এমিলিয়া ! চল, আমরা এখন বাড়ীতে যাই। এ বিষয়ে আর বেশী আন্দোলন করিলে আমাদের পরিতাপ আরও অধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইবে।”—ব্যারোনেট্‌কে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, “রিচার্ড ! কতক পরিমাণে আমাদের চিত্ত প্রশান্ত হইলে শীঘ্রই আমি পুনর্ব্বার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।”

অবনত-মস্তকে করতলে বদনাবরণ করিয়া সোফার উপর ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে সার্‌ রিচার্ড তখন মনস্তাপে রোদন করিতেছিলেন, রাজার কথাগুলি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। অতঃপর যখন তিনি নয়ন উত্তোলন করিয়া সম্মুখে চাহিলেন, তখন দেখিলেন, গৃহমধ্যে তিনি একাকী।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

আবার পোষাকওয়ালী

পাঠক মহাশয় আর একবার আপনাদের সেই পূর্ব্বপরিচিতা পোষাকওয়ালী বিবি ব্রেসের পেল্‌মেলের বাড়ীতে আসুন।

সেই বৈঠকখানা, নানাপ্রকার সুদৃশ্য আস্‌বাবে—নানা সাজ সরঞ্জামে যে বৈঠকখানা সুসজ্জিত, যে বৈঠকখানায় সুন্দরী বিবি ব্রেস্ নিজের সুসময়ে বহুতর বড় বড় লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিত, এখন সেই বৈঠকখানায় সেই বিবি ব্রেস্ একাকিনী। রাত্রি ১০টা বাজিয়া গিয়াছে, ১১টার আমল।

আহা! এখন আর বিবি ব্রেসের সে চেহারা নাই, মুখমণ্ডলের সে লাবণ্য নাই, বিলাসবাসনায় যে নীলনেত্র সর্ব্বক্ষণ সমুজ্জল থাকিত, সেই নেত্র-ক্রোড়ে এখন কালী পড়িয়াছে, কপোলের গোলাপী আভা বিলুপ্ত হইয়াছে, টুক্‌টুকে ওষ্ঠপুট মলিন হইয়াছে, চিন্তাজ্বরে সুন্দর মুখখানি এখন বিশুষ্ক; শরীরের মাংস কমে নাই, বেশ মোটাসোটা আছে, কিন্তু সে শরীরে পূর্ব্বের কোমলতা আর দৃষ্ট হয় না; পরিচ্ছদগুলি দিব্য সুন্দর! এ দুঃসময়ে কেন সুন্দর? —অঙ্গের মলিনতা ঢাকিবার জন্য।

গৃহমধ্যে টেবিলের উপর খানা সাজানো, দুই তিন বোতল সরাপ প্রস্তুত; ডিকাণ্টারে গরম জল; যদি আবশ্যক হয়, মদের সঙ্গে সেই জলের দেখা-শুনা হইবে।

বিবি ব্রেস্ বিষণ্ণ-বদনে বসিয়া আছে, এমন সময় ফ্রেডারিক ড্রে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই সামান্য পেয়াদাটা এখন রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া ভদ্রলোক সাজিয়াছে, কিন্তু এই দিন তাহার মেজাজ ভাল ছিল না, নিত্য নিত্য জুয়া খেলিতে যায়, এ রাত্রেও জুয়ার মজ্‌লীসে গিয়া অনেক টাকা হারিয়া আসিয়াছে, কাজে কাজেই মেজাজ খারাপ; অধিকন্তু গত দুই তিন দিবস অন্যান্য মনঃপীড়ায় তাহার শরীর অসুস্থ, জীবনকালের মধ্যে বোধ হয়, সে ব্যক্তি সে প্রকার মনঃপীড়া প্রাপ্ত হয় নাই।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই মাথার টুপীটা খুলিয়া, গৃহের এক কোণে ছুড়িয়া

কোমরা দিয়া, ফ্রেডারিক ড্রে আমীরী ধরণে একখানা আরাম-চেয়ারে হেলিয়া পড়িল ; দেহ অসুস্থ, মন চঞ্চল, চক্ষু ঘুরাইয়া বিবি ব্রেস্‌কে বিষাদিনী দেখিয়া কর্কশ-ভাষায় বলিতে লাগিল, "যখনই আমি ঘরে আসি,তখনই দেখি, তোমার মুখখানা ভারী, চক্ষু সর্ব্বদাই যেন দুর্ভাবনায় ম্লান, রকমখানা কি ?"

বিষণ্ণবদনে গম্ভীরস্বরে ব্রেস্ উত্তর করিল, "ফ্রেডারিক ! বার বার আমি তোমাকে বলিয়াছি, আমি অসুখী—ভারী অসুখী ; সেই দুঃখেই আমার চক্ষু এমন অবসন্ন।"

নিষ্ঠুর-বচনে ড্রে বলিল, "কেন তবে তুমি শ্যাম্পেন খাইয়া দুঃখ-চিন্তা ডুবাইয়া ফেল না ?"

ব্রেস্।—নেশা ছুটিয়া গেলেই খোঁয়ারী ধরে, তখন আমার সেই দুশ্চিন্তা আরও অধিক প্রবল হইয়া উঠে ; এ কথা আমি তোমাকে প্রায় পঞ্চাশবার বলিয়াছি, তবু তুমি ঐ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর ?

ড্রে।—কেন জিজ্ঞাসা করি, তাহা কি বুঝিতে পার না ? তোমাকে ঐরূপ অসুখী দেখিলে আমার মন বড় খারাপ হইয়া যায়, কিছুই ভাল লাগে না,—যেন কোন প্রকার কুলক্ষণ মনে হয়। জানি না, কেন আমার তেমন দশা ঘটে ! দিনকতক আমাকে যেন ভূতে পাইয়াছে ! তোমাকে বিষাদিনী দেখিলে আমাতে আর আমি থাকি না ! সদাই আমার মন কেন এমন হয় ?

ব্রেস্।—(উপপতির অসুখে কোনরূপ সহানুভূতি না জানাইয়াই যেন কলের আওয়াজে) আজ তবে কি তুমি কিছু আহার করিবে না ?

ড্রে।—না, কিছুই খাইতে পারিব না। বেশী কথা কি, মদ দেখিলেই আমার ঘৃণা আইসে।

ব্রেস্।—(উদাসভাবে) জুয়াবাজীর নেশাই তোমাকে খুন করিতেছে!

ড্রে।—ওঃ ! জুয়াখেলায় আমি তোমার অনেক টাকা নষ্ট করিয়াছি,—কেবল তোমারই বা কেন বলি, আমাদের অনেক টাকা আমরা উড়াইয়াছি, তাই তুমি আজ অমন কথা বলিতেছ ! দেখ, যদিও আমাদের বিয়ে হয় নাই, তথাপি তোমাতে আমাতে বেশ স্ত্রী-পুরুষের মত সহবাস করিতেছি। দূর হউক, সেটা কোন কাজের কথাই নয় ! বিবাহে যত সুখ, দশ হাজার লোকের মুখে তাহা শুনা গিয়াছে ! মনে করিয়া দেখ, প্রথমে যখন তোমাতে আমাতে প্রেমসূত্রে বাধাবাধি হইবার কথা হয়, তখন তুমি অনেক বাজে-কথা তুলিয়া, তোমার কারবার নষ্ট হইবার ভয় দেখাইয়া—

ব্রেস্।—(শেষকথা না শুনিয়াই) দেখ ফ্রেডারিক! সেই সময়েই আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, সম্বন্ধে তোমাতে আমাতে সমান নই; তুমি যদি আমার বাড়ীর কর্ত্তা হও, তাহা হইলে আমার সেণ্ট জেম্স স্কোয়ারের কারখানা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমার সেই কথা এখন ফলিয়াছে। আমার ভাল ভাল মুরুব্বীরা আমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমার পোষাকের কারখানা আর একেবারেই চলিতেছে না।

ড্রে।—সত্য নাকি?

ব্রেস্।—অনেকবার আমি তোমাকে বলিয়াছি, ঐ কথাই সত্য।

ড্রে।—(অভ্যাসমত উদাসীনভাবে) হয় ত তুমি বলিয়া থাকিবে, কিন্তু কোন অশুভ কথা তুমি বলিয়াছিলে, এখন ত আমার মনে হয় না। কি জন্য তোমার কারবার নষ্ট হইতেছে, তাহাও আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যে সকল সৌখীন লম্পট আর যে সকল প্রেমবিলাসিনী স্ত্রীলোক তোমার দোকানে মুরুব্বীগিরী করিতে আসিত, তাহারা এখন কেন আইসে না, তাহাও আমি বুঝি না! তুমি তখনকার ভিন্ন ভিন্ন নাগরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এখন একজন ভালবাসা প্রেমিক লোকের সঙ্গিনী হইয়াছ, ইহাতেই কি তাহাদের গতিবিধি বন্ধ হইয়াছে? সেই জন্য কি তোমার দোকানের জিনিসপত্র বিক্রয় হয় না? দুটি কারণের মধ্যে একটিও ত আমার বোধগম্য হইতেছে না।

ব্রেস্।—দেখ ফ্রেডারিক, সে সব কথা আমি যদি তোমাকে বলিতাম, তাহা হইলে তুমি রাগিয়া উঠিতে, ভয়ানক হাঙ্গামা বাধাইতে; তাহা আমি জানিতেছি; কিন্তু এখন আমি যে দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছি, সে পক্ষে তোমার ক্রোধ একটা সামান্য কারণের মধ্যে গণ্য হইত না।

ড্রে।—আত্মার দিব্য করিয়া আমি বলিতেছি, আসল কথা তুমি প্রকাশ করিলে আমি একটুও রাগ করিব না। যে রকমেই হউক, আমার মেজাজ এখন একটু ঠাণ্ডা হইতেছে। তোমার সকল কথা আমি শুনিতে পারিব। বল তোমার মনের কথা, কোন ভয় নাই।

ব্রেস্।—বেশ কথা; যাহা আমি বলিতেছি, শোনো। যদি আমি একজন নামজাদা ভদ্রলোককে মনোনীত করিয়া তাঁহার সঙ্গে একত্র বাস করিতাম, তাহা হইলে আমার পুরাতন বন্ধু-বান্ধবেরা অথবা সাহায্যকারী মুরুব্বীরা কেহই আমাকে পরিত্যাগ করিতেন না; আমার মাননীয়া লেডী খরিদ্দারেরাও কদাচ আমার প্রতি বিরূপ হইতেন না। আমি একজন

সামান্য ফুটম্যানকে—খানসামাকে বাবুর্চ্চীখানা হইতে তুলিয়া বিলাসকক্ষের বৈঠকখানায় স্থান দিয়াছি, আমার এ অপরাধ তাঁহারা কেহই ক্ষমা করিবেন না।

ড্রে।—(গোঁয়ারের মত গর্জ্জন করিয়া) তবে এই বাঁদরামীর জন্য তাহা-দের সকলকে গালাগালি দাও!

ব্রেস্।—(প্রসঙ্গক্রমে গরম হইয়া) ওঃ! গালাগালি দেওয়া সহজ; কিন্তু গালাগালি দিলে আমার দোকানের ক্ষতিপূরণ হইবে না, দোকান জাঁকিবে না, সিন্দুকে টাকা আসিয়া উঠিবে না। ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার সঙ্গে সঙ্ঘটনের কয়েক মাসের মধ্যে তুমি আমার কত টাকা—নগদ টাকা বাহির করিয়া লইয়া জলাঞ্জলি দিয়াছ? যে রকমে তুমি এখন চলিতেছ, এই রকম চাল যদি চালাও, তবে আমি একেবারে দেউলিয়া হইয়া যাইব!

ড্রে।—(মুখ ভারী করিয়া) ওঃ! তবে তুমি সকল টাকার হিসাব রাখ?

ব্রেস্।—নিশ্চয়! হিসাব আমি রাখি। আমি ঠিক বলিতে পারি, জুয়ার আড্ডায় তুমি আমার তিন চারি হাজার পাউণ্ড উড়াইয়া দিয়াছ। তাহা ছাড়া সংসারে তুমি অসম্ভব বাজে খরচ বাড়াইয়া দিয়াছ। এ রকম করিলে চলিবে না;—আজ রাত্রে তুমি স্থির হইয়া আমার সকল কথা শুনিবে বলি-তেছ, ইহাতে আমি আহ্লাদিত হইয়াছি।

ড্রে।—(আসনে বসিয়া বসিয়া চঞ্চল হইয়া) মনে আমার কোন গোল-মাল নাই। আমি অসুস্থ আছি; কিন্তু আমার মন অসুস্থ নয়, কুভাব আমার মনে আসিতেছে না। যাহা করিতেছি, যাহা করিব, তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ যুক্তি দেখাইয়া সুস্থিরভাবে তোমার সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতে পারিব। বাবুর্চ্চীখানা হইতে তুলিয়া তুমি আমাকে বৈঠকখানায় স্থান দিয়াছ, এই যে কথা তুমি বলিলে, তোমার সে অপরাধ আমি মার্জ্জনা করিলাম। এখন আইস, শান্তভাবে তর্ক করা যাউক; বল, তোমার পরামর্শ কি?

ব্রেস্।—দেশ ছাড়িয়া আমি আমেরিকায় চলিয়া যাই। ইংলণ্ডের বাতাস আর আমার সহ্য হয় না, ইংলণ্ডে থাকিতে আর আমার ইচ্ছা নাই। (সহসা মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়া পড়িল, বিষাদের সহিত আতঙ্ক মিশাইয়া) আর ও ব্যাপারটা প্রকাশের সম্ভাবনায় পদে পদে বিপদের—

ড্রে।—(কুটিল-নেত্রে ব্রেসের মুখপানে চাহিয়া) বাস্—বাস্! বুঝিয়াছি, —বুঝিয়াছি। বুঝিতে পারিব না, তত মূর্খ আমি নই; ভারী ফিকির তুমি

চাওরাইয়াছ! সেই কন্‌ষ্টেবল মর্‌টার ব্যাপার আমার ঘাড়ে চাপাইয়া রাখিয়া তুমি আমেরিকায় পলাইতে চাও!—ধরিয়াছি তোমাকে—তোমার গুপ্ত মতলব প্রকাশ—

ব্রেস্।—(ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া) আচ্ছা, আচ্ছা, ও কথার আন্দোলনে আর কাজ নাই। ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, ও প্রসঙ্গ চাপাই থাকিবে,—যদবধি তুমি আমার মতানুসারে চলিবে, তত দিন তাহা প্রকাশ হইবে না। সেই প্রতিজ্ঞা আমি পালন করিয়াছি।

ড্রে।—(পুনরায় উগ্রভাব ধারণ করিয়া) হাঁ, ফের আমি যদি তোমার কোন প্রকার চাতুরী ধরিতে পারি, তবে তোমার মাথার খুলী উড়াইয়া দিব, এই ভয় আমি দেখাইয়াছিলাম, সেই ভয়েই তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে।

ব্রেস্।—(দরদর অশ্রুপাত করিতে করিতে) গুরুতর বিষয়ের কথা কহিবার সময় তুমি অমন কর্কশভাবে সম্ভাষণ করিতেছ কেন?

ড্রে।—(কতকটা নরম হইয়া) ও কথা ছাড়িয়া দাও। আমার মনে সর্ব্বদাই অসুখ, কি বলিতে কি বলি, মনে থাকে না। মাথা ধরিয়া গিয়াছে, মন বড় চঞ্চল হইয়াছে। হাঁ, কি বলিতেছিলাম?—হাঁ, মনে হইয়াছে। তুমি আমেরিকায় চলিয়া যাইবে বলিতেছ, কয়েক মাস পূর্ব্বে ও ভাবটা আমার মনে আইসে নাই। তখন আমি ইংলণ্ডকে আনন্দক্ষেত্র মনে করিয়াছিলাম। এখন বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে,—ইংলণ্ডের উপর ঘৃণা হইয়াছে। বিশেষতঃ তুমি যখন নিশ্চয় করিয়া বলিতেছ, কারবারের পতন—

ব্রেস্।—হাঁ, তাহাতে আর সন্দেহ করিতে পার না। আমার দোকানে এগারটি কিঙ্করী ছিল, এখন কেবল তিনটিমাত্র আছে। র্যাচেল্ ফরেষ্টার সন্তান প্রসব করিয়া সূতিকা-পীড়ায় বড়ই কষ্ট পাইতেছে, সে আবার এখানে চাকরী করিবার জন্য গত কল্য আমার কাছে আসিয়াছিল, আমি অগত্যা সেই দুঃখিনীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। এত করিয়া খরচ কমাইতেছি, তথাপি তোমার বেজায় বাজে খরচের মুখে কিছুতেই সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। অধিকন্তু, হ্যারিয়েট চলিয়া গিয়াছে,—তাহার জায়গায় আর আমি কোন নূতন সহচরী নিযুক্ত করি নাই। আরও—

ড্রে।—(নির্দ্দয় উদাসীনভাবে) আহা! অভাগিনী হ্যারিয়েট! তাহারও সন্তান হইয়াছে,—রও, হাঁ, মাস পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সে আবার এখানে ফিরিয়া আসিতে—

ব্রেস্।—হয় এখানে ফিরিয়া আইসে, না হয় অন্য কোন স্থানে তাহার চাকরী করিয়া দেওয়া হয়, ইহাই সে চায়। হা পরমেশ্বর! হ্যারিয়েটের জন্য আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে! আদর করিয়াছি—ধমক দিয়াছি, মিষ্ট-কথা বলিয়াছি, ভয় দেখাইয়াছি,—টাকা দিয়াছি, তাহাকে পূর্ণগর্ভা দেখিয়া বড় কষ্টে এখান হইতে তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য করিয়াছি, এখন—

ড্রে।—(বাধা দিয়া) থাক্—থাক্, সে সকল পূর্ব্বকথা আর মনে করিয়া দিতে হইবে না। সে সম্বন্ধে তোমার যে জন্য কষ্ট, তাহা আমার অজানা নাই।

ব্রেস্।—(মনে বেদনা পাইয়া) হাঁ, সে ছাড়া আরও আছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে আর দুজন কুচরিত্রা স্ত্রীলোক এখানে আসিয়াছিল, তাহাও তুমি—

ড্রে।—হাঁ, সেই এলিজাবেথ মার্ক আর সেই প্রাইসের কন্যা কারোটি-পোল। মব্ কোথায় আছে, সেই সন্ধান জানিতে তাহারা আসিয়াছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া তুমি যদি কাঁপিয়া না উঠিতে, তোমার মুখের কথা যদি আট্‌কাইয়া না যাইত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে ঠিক করিয়া দিতাম, কেহই তাহাদের সন্ধান পাইত না।

ব্রেস্। কি তুমি পাগলের মত বকিতেছ? তোমার কি মনে নাই, সেই দুটা মাগী বলিয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহারা মবের মুখেই শুনিয়াছে, এই বাড়ীতেই কন্‌ষ্টেবল গ্রম্‌লী খুন। না না, আরও বেশী! এই বাড়ীর মধ্যে যে স্থানে গ্রম্‌লীকে গোর দেওয়া হইয়াছে, তাহাও তাহারা—

ড্রে। (বাধা দিয়া) হাঁ হাঁ, তুমি তাহাদিগকে পাঁচ শত পাউণ্ড ঘুস দিয়াছ। সে সম্বন্ধে তাহারা কোন কথা প্রকাশ না করে, সেই জন্যই ঘুস্। সোজা কথা। ঐ মতলবেই তাহারা আসিয়াছিল। দম দিয়া যত আদায় করিতে পারে, ততই তাহারা তোমার কাছে আদায় করিবে। এখনও তাহাদের সেই মতলব আছে। তাহাদিগকে দেখিয়া তুমি ভয় পাইয়াছিলে, তাহাতেই তাহারা বুঝিয়া লইয়াছে, সব তুমি জানো, খুনের ভিতরেও তুমি আছ; কাজে কাজেই দোষটা ঢাকিবার জন্য আমরা—

ব্রেস্।—ফ্রেডারিক! সে দুটা মাগী আর ফিরিয়া আসিবে, এমন কি তুমি মনে কর? নিশ্চয়ই তাহারা আসিবে। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে বিপদ্ বেষ্টিত; সেই সকল বিপদ্ এত নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে যে, আমাদের

পরিত্রাণ পাওয়া দুঃসাধ্য হইবে। দিন দিন আমার ভয়-ভাবনা বাড়িয়া উঠিতেছে। মনের আতঙ্ক মনে লুকাইয়া রাখিতে আমি নিজেই অসমর্থ হইতেছি। দেখ ফ্রেডারিক, অকালে আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, ধরিতে গেলে এখনও আমি যুবতী; কিন্তু অচিরেই লোকে দেখিবে, আমার যেন ষাট বৎসর বয়স। আর না,—আর না,—ফ্রেডারিক! চল, আমরা শীঘ্র আমেরিকায় পলায়ন করি। দেরী করিলেই বিপাকে ঠেকিব। আমি বেশ বুঝিতেছি, যাহারা আমাদের উপর দৌরাত্ম্য করিয়া টাকা আদায় করিতে চায়, আমরা যদি ইংলণ্ডে থাকি, তাহারা বার বার জ্বালাতন করিতে ছাড়িবে না। আরও আমাদের সেই হ্যারিয়েট্‌ আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইবে। অতএব আর আমাদের এখানে থাকা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। আমেরিকায় পৌঁছিয়া, যেমন তেমন একটা কারবার খুলিয়া সেখানে আমরা নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারিব। কেমন, আমরা দুই জনে একসঙ্গে—

ড্রে।—আমাকে ২৪ ঘণ্টা সময় দাও। বোধ হয়, সেই সময়ের মধ্যে তোমার মতে মত দিবার পক্ষে আমি একটা মীমাংসা স্থির করিতে পারি আমার চঞ্চলতা দিন দিন এত ঘন ঘন—

ব্রেস্‌।—হাঁ, তোমার অসুখ হইতেছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি. ডাক্তার ডাকিয়া পাঠাইব কি? কিংবা একটু ঔষধ খাইয়া শুইয়া থাকিবে কি?

ড্রে।—কিছুই দরকার নাই। ডাক্তারকে আমার বিশ্বাস হয় না, ঔষধও আমার সহ্য হয় না। বুঝিতে পারিতেছি, জুয়াখেলায় হারিয়া আমার এই অসুখ হইয়াছে। রাত্রে সুনিদ্রা হইলেই সারিয়া যাইবে।

ব্রেস্‌।—সুনিদ্রা! ওঃ! আমার একটু সুনিদ্রা হইলে আ ফ্রেডারিক! তুমি শ্যাম্পেন বড় ভালবাস, আমি তোমাকে এক পাত্র শ্যাম্পেন দিই, খাও,—খাইয়া শয়ন কর।

ড্রে।—(আদুরে কথায়) দাও তবে, এক পাত্র শ্যাম্পেন আমাকে দাও। তাহাতে আমার উপকার হইবে বুঝিতেছি।

পোষাকওয়ালী আসন হইতে উঠিয়া একটা শ্যাম্পেনের বোতলের ছিপি খুলিল, একটা গ্লাসে ঢালিল, ফেনপুঞ্জপূর্ণ সেই গ্লাসটা তাহার উপপতির হস্তে দিল, লোকটা সেই মদের গ্লাসটা মুখের কাছে তুলিল, গা বমি বমি করিয়া আসিল, তৎক্ষণাৎ গ্লাসটা ফিরাইয়া দিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "দোহাই পরমেশ্বর। আমার ভারী অসুখ।"

ব্রেস্ পুনর্ব্বার তাহাকে শয়ন করিতে বলিল, ফ্রেডারিক তখন রাজী হইল, কিন্তু সিঁড়িতে উঠিতে অত্যন্ত কষ্ট হইল, কাপড় ছাড়িয়া শয়ন করিয়া সে একটু আরাম পাইল; কিন্তু ডাক্তারের ব্যবস্থা আনিতে অথবা ঔষধ খাইতে সে রাজী হইল না; অল্পক্ষণমধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল।

বিবি ব্রেস্ উপপতির সঙ্গে সঙ্গে উপরের শয়নকক্ষে উঠিয়াছিল। ড্রে নিদ্রিত হইলে, সে একবার নামিয়া আসিল। নিত্য যেমন অভ্যাস, সেইরূপে সমস্ত ঘরগুলি বন্ধ আছে দেখিয়া বাসনের আলমারীতে ও মদের আলমারীতে চাবী বন্ধ করিয়া, কিঙ্করীগণকে শয়ন করিবার আদেশ দিয়া, দ্বিতীয়বার উপপতির কাছে উপরের ঘরে যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় সদর দরজায় ধীরে ধীরে দুইবার করাঘাতধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইল।

পাপীর মন সদাই শঙ্কিত; সামান্য শব্দে—এমন কি, মৃদু বাতাসের শব্দেও পাপীর মনে ভয় হয়। দ্বারে করাঘাতধ্বনি শুনিয়া ব্রেসের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, আতঙ্কে চমকিয়া দাঁড়াইল; পরক্ষণে উপস্থিত বুদ্ধিপ্রভাবে কথঞ্চিৎ চিত্তসংযম করিয়া দ্বার খুলিতে চলিল। দ্বার খুলিবামাত্র দেখিল, বিচিত্র উর্দ্দীপরা একটি কৃষ্ণবর্ণ বালক সম্মুখে দণ্ডায়মান। মৃদুগুঞ্জনে সেই বালক জিজ্ঞাসা করিল, আমি একবার বিবি ব্রেসের সহিত দেখা করিতে পারি কি না?" ব্রেস্ উত্তর করিল, "আমিই সেই।" বালক তখন বলিল, "আপনার সহিত গোপনে আমার কোন বিশেষ কথা আছে।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—:•:—

পোষাকওয়ালী এবং রাও

বৈঠকখানায় তখনও আলো জ্বলিতেছিল। বিবি ব্রেস্ সেই বালককে সঙ্গে করিয়া সেই বৈঠকখানায় লইয়া বসাইল। বালকের সজ্জা ও চেহারা দেখিয়া পোষাকওয়ালী সকৌতুকে চমকিতা।

এই বালকের নাম রাও।—রাও কে?—পাঠক মহাশয় স্মরণ করিতে পারিবেন, লর্ড ক্লোরিমেলের সেই সুচতুর ছোক্‌রা চাকর। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, বাতীর দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া রাও একখানি নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে বসিয়াছিল; বিবি ব্রেস্ তাহাকে দেখিয়া চমকিয়াছিল, তাহার তাৎপর্য্য কি, বুঝিতে না পারিয়া বালকের বিস্ময়, তাহার উজ্জ্বল নয়নে সেই বিস্ময় প্রকাশ, অথচ সে এত দূর সাবধান যে, বিবি ব্রেস্ বালকের সেই বিস্ময়-লক্ষণ দেখিতে পাইল না। বালক যখন আলোর দিকে মুখ ফিরাইল, তখনও বিবি ব্রেসের চক্ষে সে বিস্ময়ভাব প্রতিফলিত হইল না।

মৌনভঙ্গ করিয়া বালক বলিল, "এত রাত্রে আমি আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি, তজ্জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করি। আমি জানি, রাত্রিকালে আপনি সকাল সকাল শয়ন করেন না, এই এক কারণ; বিশেষতঃ যখন আপনি লর্ড ক্লোরিমেলের নাম শ্রবণ করিবেন, তখন আপনার অসন্তোষ থাকিবে না, ইহাই দ্বিতীয় কারণ; এই দুই কারণে নির্ভয়ে আমি অসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।"

সহসা বিমর্ষভাব ত্যাগ করিয়া প্রফুল্ল হওয়া বিবি ব্রেসের চির-অভ্যাস। তত রাত্রে বালককে দেখিয়া প্রথমে তাহার বিস্ময়বোধ হইয়াছিল, বদনে চিন্তা-কালিমা অঙ্কিত ছিল, হঠাৎ বিস্ময়ভাব দূর হইয়া অপ্রসন্নবদন প্রসন্ন হইল। সে ভাবিল, বাঃ! একটা সুলক্ষণ বটে; তাহার একজন সদাশয় মুরুব্বী আজিও তাহাকে ভুলিয়া যান নাই, সেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, বালককে সম্বোধন করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি লর্ড ক্লোরিমেলের কাছে চাকরী কর?"

রাও উত্তর করিল, "আজ্ঞা হাঁ। কেবল তাঁহার কাছে চাকরী করি এমন নয়, তিনি আমাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করেন। সম্প্রতি একটা গুরুতর ব্যাপারে তিনি ব্যাপৃত, সেই বিষয়ে আপনার বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন, তদ্বিষয় আপনাকে বিজ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত এই রাত্রে তিনি আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। আরও তিনি আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, সে কার্য্যের জন্য তাঁহার নিকটে আপনি যথোচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।"

অনেক দিন ব্রেসের মুখে যেরূপ সুখের হাসি দেখা দেয় নাই, ওষ্ঠাগ্রে সেইরূপ হাস্য আনয়ন করিয়া সে বলিল, "লর্ড ফ্লোরিমেলের উপকারের জন্য আমাকে কি করিতে হইবে? এত দিন তাঁহার কার্য্যে আমি যেরূপ যত্ন ও তৎপরতা দেখাইয়া আসিয়াছি, এখনও সেই প্রকার ব্যগ্রতা জানাইয়া কার্য্য করিতে আমি প্রস্তুত।"

বালক বলিল, "লর্ড বাহাদুর সর্ব্বদা আপনার নাম করেন, সদয়ভাবে আত্মীয়তা জানাইয়া আপনার প্রশংসা—"

ব্রেস্ বলিল, "তোমার প্রভু আজিও আমাকে বন্ধু বলিয়া মনে রাখিয়াছেন, ইহা শুনিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। শুনিয়াছিলাম, তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়াতে কিছু দিনের জন্য লণ্ডন ত্যাগ করিয়া তিনি স্থানান্তরে গিয়াছিলেন।"

বালক বলিল, "সে কথা সত্য। এখন আমি আপনাকে সকল কথা জানাইতেছি।"

ক্ষণেকের জন্য নিজের দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিয়া বিবি ব্রেস্ কহিল, "আচ্ছা, বল দেখি শুনি, কি হইয়াছিল?"

বালক উত্তর করিল, "একটি সুন্দরী রমণীর জন্য আমার প্রভু যেন পাগলের মত হইয়াছেন, সেই রমণীর রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া—"

ব্রেস্ বলিয়া উঠিল, "তুমি কি কুমারী পলিনের কথা বলিতেছ?"

বালক উত্তর করিল, "না মা, সে নয়, আমার প্রভু এখন কুমারী পলিনের প্রেমানুরাগ ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি এখন আবার আর একটি সুন্দরী কামিনীর প্রেমের ফাঁদে বাঁধা পড়িয়াছেন। সেই কামিনী যে কে, তাহা জানা যাইতেছে না; বিষম রহস্য। কি যে সে রহস্য, আমার প্রভু তাহার মর্ম্মভেদ করিতে পারিতেছেন না, আমিও পারিতেছি না। কামিনী বলিয়াছে, লর্ড ফ্লোরিমেলকে বিবাহ করিবে। যত দিন বিবাহ না হয়, তত দিন সেই

কামিনী তাহার পরিচয় দিবে না; সর্ব্বক্ষণ অন্ধকারে অন্ধকারে ঘোম্‌টা দিয়া থাকিবে; বিবাহ না হইলে মুখ দেখাইবে না।"

বিস্মিতা হইয়া বিবি ব্রেস্ জিজ্ঞাসা করিল, "কি! কামিনীর মুখ না দেখিয়াই লর্ড ফ্লোরিমেল তাহার প্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছেন?"

বালক উত্তর করিল, "ঠিক তাহাই বটে। মুখ না দেখিয়াই ভালবাসা জন্মিয়াছে। সেই কামিনীর গঠন খুব সুন্দর, তাহা দেখিয়াই আমার মনিবের প্রত্যয় জন্মিয়াছে, মুখখানি অবশ্যই পরমসুন্দর হইবে। তিনি ভাবেন, যাহার গঠন সুন্দর, তাহার মুখ নিশ্চয়ই সুন্দর, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।"

ব্রেস্ জিজ্ঞাসা করিল, "তবে সে স্ত্রীলোক বোধ হয় সতী নয়?"

বালক উত্তর করিল, "সে বিষয়টা আমাদের এখন জানিবার দরকার নাই। সেই কামিনী এখন আপন ইচ্ছানুসারে ঘোম্‌টায় মুখ ঢাকিয়া অন্ধকারে অন্ধকারে থাকিতেছে। সে বলিয়াছে, বিবাহ হইলে তাহার নিজের পদমর্য্যাদা প্রকাশ করিবে, নাম বলিবে, মুখখানিও দেখাইবে; লর্ড বাহাদুর তখন বুঝিতে পারিবেন, পাত্রীটি প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পদসম্ভ্রমের অনুরূপ তাহাকে বিবাহ করিলে অনুতাপ করিতে হইবে না।"

ব্রেস্ বলিল, "এমন অদ্ভুত প্রেমের কথা ইতিপূর্ব্বে আর কখন শুনি নাই। লর্ড ফ্লোরিমেলের ন্যায় বুদ্ধিমান্ বিবেচক লোক এমন জাদুমন্ত্রে বিমোহিত হইয়া এমন বিষম ভ্রমে—"

সব কথা না শুনিয়াই ব্যস্ত হইয়া বালক বলিল, "সে বিষয়ের তর্ক-বিতর্ক করিতে আজ আমি আপনার কাছে আসি নাই; কথা এই যে, সেই স্ত্রীলোকের সহিত যাহাতে আমার মনিবের বিবাহ হয়, সে বিষয়ে আপনি সাহায্য করিতে পারেন কি না?"

ব্রেস্ বলিল, "লর্ড ফ্লোরিমেলের উপকারের জন্য যাহা কিছু করিতে হয়, তাহা আমি করিব, এ কথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন আর কি তোমার বলিবার আছে, বলিয়া যাও; আশ্চর্য্য ও অবিশ্বাস্য হইলেও সব কথা আমি শুনিব।"

বালক বলিল, "যাহা আমি বলিয়াছি, সমস্তই সত্য; আরও যদি কিছু শুনিতে চান, তাহাতেও কেবল সেই কথাই সপ্রমাণ হইবে।"

কথা বলিতে বলিতে চতুর বালক তীব্রদৃষ্টিতে ব্রেসের মুখপানে চাহিল;

বিবি ব্রেস্ কিছু চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিল, "সত্য—সত্য—আচ্ছা, কি প্রকারে তোমার প্রভুর পক্ষে আমাকে সাহায্য করিতে হইবে? তিনি আমাকে কি করিতে বলেন?"

বালক বলিল, "লর্ড ক্লোরিমেল আগামী কল্য রাত্রিকালে ডোভার হইতে লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিবেন, সেই রহস্য-নায়িকা আজ রাত্রে এখানে আসিবে, এইরূপ কথা আছে; আমিও আজ সন্ধ্যাকালে ডোভার হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি; প্রভুর হুকুমে আপনার কাছে আসিয়াছি। বিবাহের ঠিক ঠিক বন্দোবস্ত করিতে তিনি আমাকে বলিয়া দিয়াছেন।"

ব্রেস্ জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি অতি শীঘ্রই বিবাহ হইবে?"

বালক উত্তর করিল, "সম্ভবতঃ আগামী কল্য রজনীতেই বিবাহ। আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে এই বাড়ীতেই বিবাহ হওয়া লর্ড বাহাদুরের ইচ্ছা।"

প্রচুর পুরস্কার পাইবার আশা,—সেই আশা আরও অধিক বলবতী হওয়াতে বিবি ব্রেস্ তৎক্ষণাৎ বলিল, "কিছুমাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু এত লুকোচুরি কেন? আমার বাড়ীতে বিবাহ হইবার ইচ্ছা কি জন্য? লর্ড ক্লোরিমেলের নিজের বাড়ীতে কেন এ বিবাহ হইবে না?"

বালক উত্তর করিল, "কারণ এই যে, অগ্রে এ বিবাহ-ব্যাপারটা জনপ্রাণীও জানিতে না পারে, ইহাই লর্ড বাহাদুরের মতলব। সেই কারণেই এরূপ গোপনে বিবাহ করিবার পরামর্শ। বিবাহ নির্ব্বাহ হইয়া গেলে, পাত্রী-সম্বন্ধে সমস্ত গুহ্যকথা প্রকাশ পাইলে, লর্ড বাহাদুর তখন সমস্ত লোককে জানাইয়া মানবতী নববধূকে স্বগৃহে লইয়া যাইবেন। পাত্রীর পরিচয়-বিষয়ে লোকের যখন কোন কথা বলিবার সম্ভাবনা থাকিবে না, সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকিবে না, সেই সময় সমস্ত গুহ্য-ব্যাপারের যবনিকা উত্তোলিত হইবে।"

ব্রেস্ বলিল, "এখন আমি তোমার কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু কুমারীর নাম অগ্রে না জানিয়া লর্ড ক্লোরিমেল কিরূপে তাহাকে বিবাহ করিবেন? পুরোহিত অবশ্যই নাম জানিতে চাহিবেন; লাইসেন্সপত্রেও কন্যার নাম লিখিয়া লওয়া পদ্ধতি; অতএব—"

বালক বলিল, "সে বিষয়ে কিছুমাত্র বাধা হইবে না। কন্যার একটা কল্পিত নাম বলিয়া দেওয়া হইবে; নাম কল্পিত হইলে বিবাহ অসিদ্ধ হইবে না

কল্য প্রাতঃকালেই আমি লর্ড বাহাদুরের অনুকূলে লাইসেন্স বাহির করিয়া লইব। আপনার প্রতি এখন এই ভার রহিল যে, বেশী টাকা দক্ষিণা স্বীকার করিয়া আপনি একজন পুরোহিত নির্ব্বাচন করিবেন। দক্ষিণা বেশী হইলে পুরোহিতেরা আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিবেন না।"

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বিবি ব্রেস বলিল, "হাঁ, একজন পুরোহিতের সহিত আমার বিশেষ আলাপ আছে, তিনি সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া লইবেন।"

বালক বলিল, "এ বিষয়ে আপনার যত্ন সফল হইবে, লর্ড ক্লোরিমেল সে পক্ষে কোন সন্দেহ রাখেন নাই। আপনি যদি কল্য রাত্রি নবম ঘটিকার মধ্যে একজন পুরোহিত ঠিক করিতে পারেন, তাহা হইলে অন্যান্য সহকারী সংগ্রহ করা আপনার পক্ষে কঠিন হইবে না। এখন আর একটী কথা—আপনার অন্য বাড়ীতে একটা স্বতন্ত্র মহল লর্ড বাহাদুরের জন্য আপনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, অর্থাৎ সেন্ট জেমস্ স্কোয়ারের সম্মুখভাগে আপনার যে কারখানা বাড়ী, সেই বাড়ীর একটা মহল নির্দ্দিষ্ট হইলেই—"

সৌভাগ্যের সময়ে মুখে যে প্রকার হাস্য দেখা দিত, আনন্দে সেই প্রকার মৃদু হাস্য করিয়া বিবি ব্রেস বলিল, "বাঃ! আমার কোন্ দিকে কোন্ বাড়ী, কোন্ বাড়ীর কোন দিকে কোন্ মহল, দেখিতেছি, সে বিষয়ের সকল কথাই লর্ড ক্লোরিমেল তোমাকে বিশেষরূপে বলিয়া দিয়াছেন।"

যেন বিদ্যুৎচমকে নয়ন বিস্ফারিত করিয়া ব্রেসের মুখ পানে চাহিয়া রাও বলিল, "হাঁ মা, আপনাকেও আমি জানি, আপনার বাড়ীর ও দোকানের যেখানে যাহা আছে, তাহাও আমি ভাল জানি। এখন আর সে বিষয়ে বেশী কথা বলিতে হইবে না; উপস্থিত কার্য্যসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা আপনি বুঝিলেন, আপনার অভিপ্রায়ও আমি বুঝিতে—"

ঠিক সেই সময়ে রাস্তার দিকের দরজায় ঘণ্টাধ্বনি হইল; বিবি ব্রেস তাড়াতাড়ি আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল, কথা বলিতে বলিতে বালক হঠাৎ থামিল।

সহসা ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া গৃহস্বামিনীর চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল, একটু সুস্থির হইয়া রাওকে সম্বোধন পূর্ব্বক ব্রেস বলিল, "একটু অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি। কিঙ্করীরা সকলেই শয়ন করিয়াছে, আমি নিজেই দরজা খুলিতে যাই, দেখিয়া আসি—"

সবটুকু না শুনিয়াই রাও বলিয়া উঠিল, "যাও মা! আমার জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না।"

বালকের শিষ্টাচারে মৃদু হাস্য করিয়া বিবি ব্রেস সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত শ্রোতা।

বিবি গ্রেস বাহির হইয়া যাইবামাত্র বুদ্ধিমান রাও আপন মনে বলিতে লাগিল, 'কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! এই স্ত্রীলোকটার চেহারা কতই খারাপ হইয়া গিয়াছে! সর্ব্বদাই যেন ভয় ভয়! দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি শুনিবামাত্র কাঁপিয়া কাঁপিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিল! কেন এত ভয়?—হাঁ, পাপকার্য্যের এইরূপ পরিণাম! পাপীর মনে সদাই সন্দেহ—পাপীর প্রাণে সদাই আতঙ্ক! কেবল দুশ্চিন্তায় এতটা সম্ভবে না; নিশ্চয়ই পাপের প্রতাপ! ওঃ! আমি যদি ইহার গুহ্যবৃত্তান্ত জানিতে পারিতাম, উচিতমত প্রতিফল দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইতাম। দিন আসিবে,—অতি শীঘ্রই এই পাপিনী আপন পাপকার্য্যের প্রতিফল'—ভাবিতে ভাবিতে রাও হঠাৎ থামিল, আসন হইতে উঠিল, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বৈঠকখানার দ্বারের নিকটে গিয়া, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া, কাণ পাতিয়া কি শুনিতে লাগিল। সিঁড়ির পথে অনেক লোকের পদশব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। অনেক লোক;—অনেক লোকের চুপি চুপি কথা;—অনেকেই ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা কহিতেছে;—কেহ বলিতেছে, 'চুপ, চুপ!'—বিবি গ্রেস সভয়ে মিনতি করিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিতেছে, 'চুপ কর,—চুপ কর! এই ঘরে আইস। এখন কথা কহিও না; যদবধি—''

'যদবধি—' শেষের এই কথাটী কেবল অল্প অল্প শুনা গেল, তাহার পর কি কথা, সেটুকু বালকের কর্ণে প্রবেশ করিল না। কল্পনা করিয়া, সে আপনা আপনি ভাবিল, যে সকল লোককে এই স্ত্রী-লোকটা বাড়ীর ভিতর আনিয়াছে, তাহাদিগকে হয় ত বলিয়াছে, "যদবধি তোমরা নির্জ্জনে একত্র না হও, যদবধি ঘরের দরজা বন্ধ না হয়, তদবধি তোমরা কথা কহিও না।" পাঠক মহাশয় বুঝিলেন, এই শেষ কথা গুলি ঐ বালকের কল্পনা।

সেই সময় রেবেকা গ্রাউনের খস্ খস্ শব্দ ও একজনের দ্রুত পদশব্দ শুনিতে পাইয়া রাও সত্বরে দ্বারের নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়া পুনরায়

আপন আসনে বসিল। অস্থির পদে বিবি ব্রেস প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্রই রাও বুঝিতে পারিল, এই স্ত্রীলোকের প্রাণে কোন গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, নয়নে ও বদনে সুস্পষ্ট চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইতেছে; অঙ্গযষ্টি বিকম্পিত।

ভয়ে ও বিরাগে কম্পিত হইয়া কম্পিত কণ্ঠে বিবি ব্রেস বলিল, "দেখ ছোকরা! একটা লোক আসিয়াছে। এখানে তাহার কিছু বিশেষ দরকার, এই কথা বলিতেছে। আমি ভাবিতে ছিলাম তোমাকে বলিব, তুমি যদি কল্য প্রাতঃকালে এখানে আসিবার সুবিধা—"

বালক বলিল, "আমার জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না, আপনি আপনার কাজ করুন; আমি এক ঘণ্টা—এমন কি দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিব। যে জন্য আসিয়াছি, সে কাজটা আজ রাত্রেই শেষ করা চাই। কল্য আমার হাতে অনেক কাজ পড়িবে; যতক্ষণ আমি এখানে আসিয়া বিলম্ব করিব, ততক্ষণ সেখানে থাকিয়া অনেক কাজ সমাধা করিতে পারিব।"

ব্রেস বলিল, "কিয়ৎক্ষণ বিলম্ব করিতে যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তবে থাক; শীঘ্রই আমি তোমার কাছে ফিরিয়া আসিতেছি। বোধ হয় তুমি কিছু জলযোগ—"

পার্শ্বস্থ টেবিল হইতে একখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ তুলিয়া লইয়া, রাও বলিল, "না,—আপনাকে ধন্যবাদ, আমি এখন কিছুই খাইব না; এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আপনার প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত বেশ আমোদে থাকিতে পারিব।"

বিবি ব্রেস আবার বাহির হইয়া গেল, বালক আবার তখনই উঠিয়া দ্বারের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল; আপন মনে ভাবিল, "ঠিক্—ঠিক্! স্ত্রীলোকটা যে দিকে গেল, তাহা আমি ঠিক বুঝিয়াছি,—পদশব্দ শুনিয়াই তাহা আমি স্থির করিয়াছি। যতই বিপদ ঘটে, ঘটুক, পূর্ণসাহসে আজ রাত্রে আমি একটা অদ্ভুত ব্যাপার জানিয়া লইব,—নিশ্চয়ই আজ আমি একজন গুপ্ত-শ্রোতা হইব।

বিবি ব্রেস বাহির হইয়া যাইবার সময় দ্বারটা ভেজাইয়া দিয়া গিয়াছিল, বালক ধীরে ধীরে সেই দ্বার খুলিল, এত ধীরে খুলিল যে, সে নিজেও একটু শব্দ শুনিতে পাইল না। নিঃশব্দে চৌকাঠ পার হইয়া বালক চুপি চুপি বারাণ্ডা

দিয়া চলিল, যে গৃহে ব্রেস প্রবেশ করিয়াছিল, সেই গৃহের দ্বারের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

গৃহের বাহিরে কৃষ্ণবর্ণ বালক দাঁড়াইয়া রহিল, গৃহমধ্যে কি হইতে লাগিল, এইবার শুনিতে হইবে।

তত রাত্রে যাহারা এই বাড়ীতে আসিয়াছে, তাহারা কে?—কারোটি-পোল, ফাঁসীর্‌ঁড়ী আর কিঙ্কিন্‌গ্রাও। কম্পান্বিত-কলেবরে বিবি ব্রেস্‌ তাহাদের পার্শ্বদেশে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে। ভয় দেখাইয়া তাহারা টাকা লইতে আসিয়াছে, ব্রেস্‌ তাহা জানিতে পারিয়াছিল; কেবল তাহাই নহে, সে আরও জানিইয়াছিল, তাহার নিজের জীবন এখন তাহাদেরই হস্তে।

সম্ভবমত সম্ভ্রম জানাইয়া পোষাকওয়ালীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কিঙ্কিন্‌-গ্রাও বলিল, "মেম সা'ব! এই দুটি স্ত্রীলোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, এই অবসরে আপনার ন্যায় মানময়ী রমণীকে দর্শন করিবার আশয়ে আমিও ইহাদের সঙ্গে আসিয়াছি।"

কিঙ্কিন্‌গ্রাওের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই একবার ফাঁসীর্‌ঁড়ীর দিকে—আর একবার কারোটিপোলের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া রুক্ষস্বরে বিবি ব্রেস্‌ জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা আমার কাছে কি চাও?'

কারোটি।—শুনুন মেম সা'ব। যে জন্য আমরা আসিয়াছি, অবশ্যই তাহা আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন; আমরা কখনও কার্ড পাঠাইয়া কোন ভদ্র-লোকের সহিত, কিংবা কোন সম্ভ্রান্ত-মহিলার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করি না; যখনই আমরা আসি, তখনই আমাদের কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকে, ইহাই বুঝিয়া লইতে হয়।

ব্রেস্‌।—(আসনে উপবিষ্ট হইয়া) কিছু দিন পূর্ব্বে তোমরা যখন আর একবার আসিয়াছিলে, তখন কি আমি তোমাদিগকে প্রচুর পুরস্কার দান করিয়া সন্তুষ্ট করি নাই? ভবিষ্যতে আর তোমরা আমাকে উৎপীড়ন করিতে আসিবে না, এরূপ অনুমান করা কি আমার ভুল?

ফাঁসীর্‌ঁড়ী।—(তাচ্ছিল্যভাবে) সে বিষয়ের তর্ক করিতে আমরা আসি নাই; সেরূপ তর্ক করাও বিফল। আজ আমরা কেন আসিয়াছি, তাহা বলি, শুনুন।

ব্রেস্‌।—(ত্বরিতস্বরে) বল—বল। যতই মন্দকথা হউক, শীঘ্রই তাহা

আমি শুনিতে চাই; কিন্তু মনে রাখিও, আমার মরণে তোমাদের কোন উপকার—

কিঞ্চিন্‌গ্রাও।—আপনার মৃত্যু কামনা করে, কে এমন পাপীলোক? —আমার কথা আমিই বলি;—আমার ইচ্ছা, আপনি হাজার বৎসর বাঁচিয়া—

ফাঁসীর ঁাড়ী।— (কিঞ্চিন্‌গ্রাওের প্রতি) রাখো—রাখো, তামাসা রাখিয়া দাও! আমাদের রক্ষার নিমিত্ত আমরা তোমাকে সঙ্গে আনিয়াছি, শুকপক্ষীর অভিনয় করিবার জন্য নয়।

ব্রেস্।—রক্ষা?—কি প্রকার বিপদ্ হইতে রক্ষা?—আমি তোমাদের কোন প্রকার অপকার করিব, এমন কি তোমরা মনে কর?

ফাঁসীর ঁাড়ী।—(অন্তরস্থ হিংসায় জ্বলিয়া ও ব্রেস্‌কে জব্দ করিবার সুবিধায় আহ্লাদিত হইয়া) সে কথা আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন কাজে কাজেই বলিতে হইল। আমি অথবা কারোটিপোল নিঃসহায়ে আপনার সহিত নির্জ্জনে দেখা করিতে আসিতে ভয় পাই। সেই জন্য আমাদের এই যুবা বন্ধুটিকে আমরা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি; কারণ এই যে - আপনি বেশ জানেন, পূর্ব্বে যাহারা এই বাড়ীতে আসিয়াছিল, তাহারা আর বাহির হইয়া যায় নাই। ফলতঃ পুলিস কনষ্টেবল পিটার গ্রম্‌লী এই বাড়ীতে খুন হইয়াছে, আপনার রন্ধনশালায় পশ্চাদ্ভাগে তাহার দেহটা পাথর-চাপা আছে, তাহা আমাদের অজানা নাই, আরও—গ্রম্‌লীর সহকারী মব্‌ এই বাড়ীতে আসিয়া অতি আশ্চর্য্য প্রকারে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, সে ব্যক্তিও সেই গোরস্থান হইতে অধিক দূরে নাই। পূর্ব্বে আমরা যখন এখানে আসিয়াছিলাম, তখন সেই কথাটা আপনাকে বলিয়া দিয়াছি।

ব্রেস্।—(চঞ্চলভাবে চেয়ারের উপরে ঘুরিতে ঘুরিতে পাণ্ডুবদনে কম্পিতকণ্ঠে) ও পরমেশ্বর! সে সকল কথা আবার কেন উত্থাপন করিতেছ?

ফাঁসীর ঁাড়ী।—আমি আর কারোটিপোল সহায় শূন্য হইয়া কেন এ বাড়ীতে আসিতে ভয় পাই, তাহা আপনি জানিতে চাহিয়াছেন, সেই জন্যই ও কথা বলিলাম। এটা খুনের বাড়ী! রাত্রি দুই প্রহরের সময় এ বাড়ীতে গুপ্তহত্যা হয়! এ বাড়ীর বাতাস গায়ে লাগিলেও আমার ভয় হয়!

ব্রেস্।—(হস্তদ্বারা মুখাবরণ করিয়া) ঢের হইয়াছে! ঢের হইয়াছে!

আর না! রক্ষা কর,—রক্ষা কর! আমাকে বাঁচাও! এখন বল, কি কাজের জন্য তোমরা আসিয়াছ ?

ফাঁসীর্‌াঁড়ী।—মনোযোগ দিয়া শুনুন।

ব্রেস্‌।—(বদন হইতে হস্ত নামাইয়া শবের ন্যায় শুভ্র মুখবিকাশ করিয়া) বলিয়া যাও—বলিয়া যাও।

ফাঁসীর্‌াঁড়ী। বলি মেম সা'ব! একটা লোক,—তাহার নাম ওয়ারেণ, সে লোক আপনার অপরিচিত নয়; অতি শীঘ্রই ফৌজদারী আদালতে সেই ওয়ারেণের বিচার হইবে।

ব্রেস্‌।—(কম্পিতস্বরে) জানি তা—জানি তা, খবরের কাগজে সে সংবাদ আমি পড়িয়াছি।

ফাঁসীর্‌াঁড়ী।—(কারোটিপোলের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া দেখাইয়া) এই মেয়েটির পিতা ষ্টিফেন প্রাইশেরও সেই সঙ্গে বিচার হইবে। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তাহাদের ফাঁসী হইবে না।

ব্রেস্‌। (সবিস্ময়ে) কি প্রকারে নিশ্চয় জানিলে ?

ফাঁসীর্‌াঁড়ী। একরাত্রে আমরা প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌সকে ফাঁদে ফেলিয়াছিলাম, জোর করিয়া একখানা দলীল লেখাইয়া লইয়াছি, ধর্ম্মতঃ প্রতীজ্ঞা করিয়া তিনি স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন, সেই দুই জন লোকের ফাঁসী হইবে না; চির-জীবন দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা হইবে। আমি আর কারোটিপোল তাহাদের সঙ্গে সমুদ্রে ভাসিব। ইতিমধ্যে যত টাকা জোগাড় করিয়া লইতে পারি, তত টাকা সঙ্গে লইয়া যাইব। সেই টাকা আদায় করিবার মতলবেই আজ এই শেষবার আপনার কাছে আসিয়াছি! (বিদ্রূপ স্বরে) এই দেখাই শেষ দেখা!

ব্রেস্‌ —(কতকটা শান্তভাব ধারণ করিয়া) কত টাকা তোমরা চাও ?

ফাঁসীর্‌াঁড়ী।—হাজার পাউণ্ডের কম নয়। সেই টাকা যদি আপনি দেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর আমরা আপনার কাছে দেখা দিব না, আমরা কোথায় আছি, দৈবাৎ তাহা জানিবার ইচ্ছা হইলেও আপনি সে তত্ত্ব জানিতে পারিবেন না।

ব্রেস্‌।—(ইংলণ্ড ছাড়িয়া শীঘ্রই আমেরিকায় পলায়নের প্রস্তাবে ফ্রেডারিক ড্রে নিমরাজী, সেই কথা স্মরণ করিয়া সময় লইবার মতলবে) হাজার পাউণ্ড ?—কবে তোমাদের সে টাকার দরকার ?

কিঙ্কিন্‌গ্রাও। এখনই এই রাত্রেই। হাতে হাতে নগদ বিদায়ের মতন ভাল কাজ আর নাই!

ব্রেস্।—হাজার পাউণ্ড এখন আমার হাতে নাই, তাহার কতকাংশও দুর্ল্লভ। সংগ্রহ করিতে অন্ততঃ এক হপ্তা লাগিবে।

ফাঁসীরাঁড়ী।—ইতিমধ্যে হয় ত আপনি আমেরিকায় পলাইবেন।

ব্রেস্।—(শুনিবামাত্র হতবুদ্ধি হইয়া) কি! কি জন্য? কিসে তুমি সেরূপ অনুমান করিলে?

ফাঁসীরাঁড়ী।—ওঃ! অনুমানে যে কথা আমি বলিয়াছি, সে তাগটা তবে ঠিক লাগিয়াছে! বিবি ব্রেস্! যতক্ষণ তুমি হাজার পাউণ্ড প্রদান না করিতেছ, ততক্ষণ আমরা এ বাড়ী হইতে বাহির হইতেছি না! দ্বারের বাহিরে কপাটের ছিদ্রে কর্ণ রাখিয়া রাও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ঘরের ভিতর যত কথা হইল, সমস্তই সে শুনিল, ভাবিল, কার্য্য এক প্রকার শেষ; এখন কেবল টাকা আদানপ্রদান বাকী; বিবি ব্রেস্ হয় ত অন্য গৃহ হইতে টাকা আনিবার জন্য বাহির হইয়া আসিবে; এখানে আর দাঁড়াইয়া থাকা ভাল নয়; ইহা ভাবিয়া সে চুপি চুপি তথা হইতে সরিয়া বৈঠকখানায় পুনঃপ্রবেশ করিল, চেয়ারে গিয়া বসিল, যে পুস্তকখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া গিয়াছিল, সেইখানা তুলিয়া লইয়া একমনে পড়িতে আরম্ভ করিল।

বালক ঐরূপে পুস্তকপাঠে নিবিষ্টচিত্ত, এমন সময়ে বিবি ব্রেস্ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া চঞ্চলস্বরে বলিল, "রাও! অনেকক্ষণ তুমি একাকী রহিয়াছ. আমার অনেকটা বিলম্ব হইয়াছে।"—এই বলিয়া বিবি ব্রেস ডেস্ক খুলিয়া কি বাহির করিয়া লইল, আবার তখনই বাহির হইয়া গেল; বলিয়া গেল, "আর একটু থাক, এখনই আমি ফিরিয়া আসিতেছি, আর বিলম্ব হইবে না।"

এবার আর রাও তাহার সঙ্গে গেল না। সে বেশ বুঝিয়াছিল, বিবি ব্রেস্ টাকা লইতে আসিয়াছিল, তাহাই লইয়া গেল, উৎপীড়নকারীরা এইবার বিদায় হইয়া যাইবে। বুদ্ধিমান্ বালক মনে মনে আনন্দিত, পাপিনী পোষাকওয়ালী এখন সম্পূর্ণরূপে তাহার কায়দায় পড়িল। সে তখন আপন মনে বলিল, "অগ্রেই বুঝিয়াছিলাম, মাগীটা কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী; কিন্তু সে অপরাধটা যে অত বড় গুরুতর, ইহা কে জানিত?"—আত্মগত এইরূপ উক্তি করিয়া বালক সেই হস্তস্থিত পুস্তকের প্রতি নেত্রনিক্ষেপ

পূর্ব্বক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, অল্পক্ষণ পরে বিবি ব্রেসের পুনঃপ্রবেশে চমকিয়া উঠিল,—চিন্তা ভঙ্গ হইল।

বিফলে মনোবেদনা গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া অবরুদ্ধকণ্ঠে ব্রেস্ বলিল, "বালক! তোমার কাছে আমার হাজারবার ক্ষমা প্রার্থনা। যে লোকটি আসিয়াছিল, সে আমার একজন সাউখোড় খরিদ্দার, যতক্ষণ তাহার সহিত কথা কহিব মনে করিয়াছিলাম, সে আমাকে তদপেক্ষা অনেকক্ষণ আট্‌কাইয়া রাখিয়াছিল।"

সম্ভাষণকারিণীর দিকে মুখ না ফিরাইয়াই বালক বলিল, "মেম সাব! অমন খরিদ্দার আপনার শত শত আসুক, ইহাই আমার কামনা। যতক্ষণ ইচ্ছা, তাহাদের সহিত আপনি কাজের কথা বলাবলি করুন, কিছুতেই আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না।"

আসনে উপবেশন করিয়া পাপীয়সী দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করিবার ছলে বার কতক কাসিয়া কাসিয়া বলিল, "তোমার সততার জন্য আমি তোমাকে সাধুবাদ প্রদান করি।"

বালক বলিল, "এখন আর আমাদের বেশী কথা নাই, সংক্ষেপে সেই পূর্ব্ব-কথাই পুনরুক্তি করিতেছি। দ্বিরুক্তি না করিয়া যিনি উপস্থিত বৈবাহিক ব্যাপারে পৌরোহিত্য করিতে সম্মত হইবেন, আপনি তদ্রূপ একজন পুরোহিত নির্ব্বাচন করিয়া রাখিবেন, আর আপনার কারখানাবাড়ীর একটি স্বতন্ত্র মহল সেই বিবাহকার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।"

ব্রেস্ বলিল, "লর্ড ফ্লোরিমেলের যাহাতে সুবিধা হয়, নিশ্চয়ই আমি সেই-রূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব। কল্য রাত্রি ৯টার সময় সমস্তই ঠিকঠাক থাকিবে।"

আসন হইতে উঠিয়া রাও বলিল, "তবে আর আমি আপনাকে অধিকক্ষণ বিরক্ত করিয়া সময় নষ্ট করিব না। রাত্রি অনেক হইয়াছে।"

বালক বিদায় হইল। এ রাত্রে যাহা যাহা ঘটিয়া গেল, বিবি ব্রেস্ একাকিনী বসিয়া সেই সকল বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কল্পনা ও মন্ত্রণা

পরদিন রাত্রি ৮টার সময় একটা বাক্স হস্তে লইয়া রাও পুনর্ব্বার বিবি ব্রেসের বৃহৎ বাড়ীতে উপস্থিত হইল ; বলিল, "বরযাত্রিগণের সভার জন্য যে মহলটি আপনি স্থির করিয়াছেন, সেই মহলটি আমি একবার দেখিব।"—

ব্রেস্ তাহাকে সঙ্গে লইয়া দোকান-মহলের নীচে তলা ও উপরতলার সজ্জিত গৃহগুলি এক এক করিয়া দেখাইয়া অবশেষে বলিল, "পুরোহিত মনোনীত করিয়া আমি নিযুক্ত করিয়াছি। কেমন, ইহা হইলেই ত ঠিক হইবে।"

বালক উত্তর করিল, বেশ হইবে। আর একটি কথা বলিয়া রাখি, সদর-দরজায় ঘণ্টাধ্বনি হইলে আপনার কিঙ্করীগণকে জাগাইবার জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না, সে কার্য্যের ভার আমি নিজেই গ্রহণ করিয়াছি।"

ব্রেস্ বলিল, "আচ্ছা, তাহাই হইবে। কোন বিষয়ে যদি আমার সাহায্য লওয়া তোমার আবশ্যক বোধ হয়, সেই বৈঠকখানায় গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

বালক বলিল, "পাত্রীকে বিবাহস্থলে লইয়া যাওয়া আপনার কার্য্য। উপযুক্ত সময়ে আমি আসিয়া আপনাকে লইয়া যাইব, নতুবা পুরোহিতকেই পাঠাইয়া দিব। রাত্রি ৯॥ টার সময় আপনি প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন।"

ব্রেস্ বলিল, "নিশ্চয়ই আমি প্রস্তুত থাকিব ; এ বিবাহে আমার যথেষ্ট আমোদ।"

কেমন এক প্রকার কুটিল ভাব দেখাইয়া বালক বলিল, "আর একটি কথা মেম সা'ব।— বিবাহটা অন্ধকারে নির্ব্বাহ হইবে। কি জন্য অন্ধকারে, তাহা এখন আপনাকে বলিব না। কার্য্যের সময় এ কথা জানাইলে পাছে আপনার বিস্ময় জন্মে, সেই কারণে অগ্রে বলিয়া রাখিলাম।"

ব্রেস্ বলিল, "আগে বলিয়া বেশ করিয়াছ। ইহাতে আমি খুসী হইলাম। যথাসময়ে ইহা প্রকাশ করিলে, কি জানি, আমার মনে কোন প্রকার বিরূপ ভাবের উদয় হইতে পারিত।"

এইরূপ কথোপকথনের পর বিবি ব্রেস্ তথা হইতে অন্য গৃহে চলিয়া গেল, রাও একাকী সেই মহলে থাকিয়া একে একে সকল গৃহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিল, নিজে থাকিবার জন্য একটি শয়নগৃহ মনোনীত করিয়া লইল, শয্যার উপর বসিয়া চারিদিকে একবার চাহিল, যে বাক্সটা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, সেই বাক্সটা খুলিল. তাহার ভিতর হইতে এক প্রস্থ শুভ্র পরিচ্ছদ, শুভ্র অবগুণ্ঠন এবং কনেসজ্জার অন্যান্য সরঞ্জাম বাহির করিয়া শয্যার উপর সাজাইয়া রাখিল, উৎফুল্ল-নয়নে সেইগুলি ভাল করিয়া দেখিল; তাহার নয়নে তখন বিজয়োল্লাস ও প্রতিশোধ বাসনার পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইল।

সবে মাত্র বালকের মুখের ভাব কিঞ্চিৎ প্রশান্ত হইয়াছে, এমন সময়ে সম্মুখদ্বারে ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি। রাও ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। কে আসিলেন?—লর্ড ফ্লোরিমেল স্বয়ং। সরাসর ডোভার হইতে ডাক-গাড়ীতে তিনি এই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার সর্দ্দার ভৃত্য অথবা অন্য কোন ভৃত্য কেহই নাই; তিনি একাকী। রাও সেই ডাক-গাড়ী হইতে প্রভুর পোর্টম্যাণ্ট নামাইয়া লইল, ভাড়া চুকাইয়া দিয়া শকট-চালককে বিদায় করিয়া দিল, প্রভুকে সঙ্গে করিয়া একটি শয়নকক্ষ মধ্যে লইয়া গেল।

লর্ড ফ্লোরিমেল নানা উদ্বেগে অতিশয় চঞ্চলচিত্ত ছিলেন; রাওকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়াছে ত?"

রাও উত্তর করিল, "হাঁ মি লর্ড, সমস্তই ঠিক।"

উত্তর প্রাপ্ত হইয়া লর্ড বাহাদুর পুনর্ব্বার বলিলেন, "তবে তুমি এই বেলা শীঘ্র শীঘ্র আমার কাপড় ছাড়াইয়া লও, বরসজ্জার উপযুক্ত বস্ত্র পরাইয়া দাও। রাস্তায় বড় ধূলা; গাড়ীর ভিতর অত্যন্ত গরম,সেইজন্য সারাপথ আমি গাড়ীর দরজা-খড়খড়ি খুলিয়া রাখিয়াছিলাম, রাস্তার ধূলায় সমস্ত অঙ্গবস্ত্র মলিন হইয়া গিয়াছে। সত্বর হও,—শীঘ্র আমাকে বর সাজাইয়া দাও।"—লর্ড ফ্লোরিমেল প্রফুল্ল বদনে সানন্দস্বরে কথা কহিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু শেষের কথাগুলি উচ্চারণের সময় ঘন ঘন তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিল,—দীর্ঘনিশ্বাস বহিল।

ভক্তিভাব জানাইয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল, 'মি লর্ড! আপনার ত কোন অসুখ হয় নাই?"

লর্ড বাহাদুর উত্তর করিলেন, "না,—হাঁ,—জানো বৎস! এখন আমি কেমন আছি, সে কথা ঠিক বলিতে পারিতেছি না। মনের ভিতর কত কথাই তোলাপাড়া হইতেছে, মনে মনে মনের প্রতি কত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সংখ্যা নাই;—কতই উদ্বেগ, কতই উৎকণ্ঠা, কতই চিন্তা; এ দিকে আবার শুভ-সংযোগের আশা;—শুভ-সম্মিলনের প্রত্যাশায় কতই আনন্দের ক্রীড়া—"

পোর্টম্যাণ্ট হইতে যে পরিষ্কার আস্তরণ ও অন্যান্য বস্ত্রাদি বাহির করিয়াছিল, শয্যার উপর সেইগুলি বিছাইবার ব্যপদেশে নতবদনে আড়ে আড়ে প্রভুর উদ্বেগপূর্ণ বদন নিরীক্ষণ করিয়া, বালক সহসা জিজ্ঞাসা করিল, লর্ড! যে মহিলাটিকে বিবাহ করিতে আপনি অভিলাষী হইয়াছেন, সেটিকে আপনি ভালবাসিয়াছেন ত?"

যাঁহার অন্তরে নানা চিন্তা, শীঘ্র শীঘ্র কথা কহিবার সময় তাঁহার প্রত্যেক বাক্য যেমন বাধিয়া বাধিয়া আসে, সেইরূপ ভাবে, সেইরূপ উচ্চারণে লর্ড বাহাদুর উত্তর করিলেন, "বৎস! বেশ বুঝিয়াছি, প্রকৃতই তুমি আমার বিশ্বাসভাজন। সেই বিশ্বাসের পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, এখনো বলিতেছি—হাঁ, সেই সুন্দরীকে আমি ভালবাসি,—হাঁ যথার্থই ভালবাসি।"—এই পর্যান্ত বলিয়া, আবার একটু থামিয়া থামিয়া তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, "তুমি জানো, কুমারী পলিন ক্লারেণ্ডনকে বিবাহ করিব বলিয়া আমি অঙ্গীকারে আবদ্ধ আছি।—থাকিয়া থাকিয়া সেই কথাই আমার মনে হয়। হাঁ—কুমারী পলিনের সম্বন্ধে যে সংবাদ তুমি আমায় আনিয়া দিয়াছিলে, তাহা ঠিক ত?"

বালক উত্তর করিল, "দশ দিন পূর্ব্বে আপনি যখন আমাকে একটা কার্য্যানুরোধে ডোভার হইতে লণ্ডনে পাঠাইয়াছিলেন, তখন আমি খবরের কাগজে যাহা পড়িয়াছিলাম, অবিকল সেই সেই কথাই আপনাকে জানাইয়াছি। ডোভারে ফিরিয়া গিয়া আপনাকে আমি বলিয়াছিলাম, কুমারী পলিনের বিবাহের কথা খবরের কাগজে পাঠ—"

অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে লর্ড বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন, "বাস্—বাস্! ওঃ! পলিন্‌কে আমি হারাইলাম! আমার ভাগ্য—পলিন্‌কে হারানই ঠিক! যাহাই হউক, পলিন্ যদি কুমারী অবস্থায় থাকিত, পূর্ব্বের ন্যায় আমারে যদি ভালবাসিত, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যদি আমি পুনর্ম্মিলনের উপায় করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই অজ্ঞাত মোহিনী কদাচ আমার হৃদয়ের

উপর আধিপত্য করিতে পারিত না! অহো! সব চুকিয়া গেল! পলিন্ এখন আর এক জনের হইল! আর চারা নাই! দেখ, এই অজ্ঞাত রমণীকে বিবাহ করিলে তাহার সাহায্যে আমি আমার লর্ড উপাধি বজায় রাখিতে পারিব, পৈতৃক সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারিব; উপস্থিত ক্ষেত্রে যত প্রকার বিপদে আমাকে ঘেরিয়াছে, তাহা হইতে আমি নিস্তার পাইতে পারিব।

আবার পূর্ব্বের ন্যায় বিজয়োল্লাস ও প্রতিশোধ-বাসনা বালকের নয়ন-কেন্দ্রে প্রদীপ্ত। আকাশমার্গে পক্ষী উড়িয়া যাইবার সময় ধরাতলে যেমন তাহার ক্ষণস্থায়ী ছায়া পড়ে, সেই ছায়া যেমন শীঘ্রই বিলীন হইয়া যায়, বালকের নয়নে সেই প্রকার বিসদৃশ ভাবও অল্পক্ষণের মধ্যেই সেইরূপে বিলীন হইয়া গেল; তৎক্ষণাৎ তাহার বদনে স্বাভাবিক ভাবের আবির্ভাব!

এই সময়ে পুনর্ব্বার রাস্তার দ্বারে ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি। চমকিয়া চঞ্চল হইয়া মৃদুগুঞ্জনে লর্ড ফ্লোরিমেল বলিয়া উঠিলেন, "আঃ! ঐ আসিয়াছে! ঐ সেই রমণী!"

বালক তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বাহির হইয়া নীচে নামিয়া আসিল, রাস্তার দিকের দরজা খুলিয়া দিল, একখানা ঠিকা-গাড়ী হইতে অবগুণ্ঠনবতী একটি রমণী নামিলেন। তাঁহার সঙ্গেও কোন সঙ্গিনী ছিল না, তিনিও একাকিনী, হস্তে একটা বাক্স। গাড়ীখানা তখনি তখনি বিদায় হইয়া গেল। রাও সেই রমণীর হস্ত হইতে বাক্সটা লইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে উঠিল, একটি কক্ষের চৌকাঠের নিকটে গিয়া একটু থামিয়া দাঁড়াইল।

রমণীকে সম্বোধন করিয়া রাও বলিল, "আপনার যদি সহচরী আবশ্যক হয়, এই বাড়ীর কর্ত্রী ব্রেস্ সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন।"

রমণী বলিলেন, "না—না, আবশ্যক নাই। আমি নিজেই নিজের সকল কার্য্য করিব।" এই বলিয়া বালকের হস্ত হইতে বাক্সটি লইয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

রাও অতঃপর মনিবের গৃহে ফিরিয়া গেল। লর্ড ফ্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আসিল? সেই অজ্ঞাত রমণী?"

বালক উত্তর করিল, "আজ্ঞা হাঁ।"

লর্ড বাহাদুর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, আর কোন কথা বলিলেন না।

বিশ মিনিটের মধ্যে লর্ড ফ্লোরিমেল বরের পোষাক পরিধান করিলেন; রাও তাঁহাকে সভাগৃহে লইয়া গেল। সেই সভাই বিবাহ-সভা,—সেইখানেই বিবাহ হইবার কথা।

একখানি সোফায় উপবেশন করিয়া লর্ড বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাও! বিশেষ লাইসেন্স গ্রহণ করা হইয়াছে ত?"

পকেট হইতে অনুমতি-পত্র বাহির করিয়া দেখাইয়া বালক উত্তর করিল, "হাঁ মি লর্ড! এই সেই লাইসেন্স।"

লর্ড বাহাদুর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্রীর পরিচয়ে কি নাম লেখা হইয়াছে?"

রাও উত্তর করিল, "সত্য নাম আমি জানি না, সুতরাং একটা মিথ্যানাম লেখা হইয়াছে। যে নাম আমার মনে আসিয়াছিল, তাহাই লিখাইয়া দিয়াছি; সে নামটা এখন আর আমার স্মরণ হইতেছে না। নামটা -"

বালক আরও কিছু বলিত, বলা হইল না, তৃতীয়বার সদর দরজায় আঘাত। অনুমতি-পত্রখানা তাড়াতাড়ি পকেটে ফেলিয়া রাও তৎক্ষণাৎ নামিয়া গেল; সিঁড়িতে নামিতে নামিতে আপনা আপনি বলিল, "বাধা পড়িয়াছে, বেশ হইয়াছে। এই লাইসেন্স-সম্বন্ধে আরও বেশী প্রশ্ন হইলেই গোল বাধিত।

সদর দরজা খুলিয়াই রাও দেখিল পাদরীর পোষাক-পরা একটি বৃদ্ধ লোক। বিবি ব্রেস্ যেরূপ চেহারা বলিয়াছিল, সেইরূপ চেহারা; সেই লোকের মুখে ভণ্ডামি ও মাতলামির স্পষ্ট লক্ষণ চিত্রিত। লক্ষণ দেখিয়াই বালক বুঝিয়া লইল, এই ঠিক,—এ কাজের উপযুক্তই এই লোক।

একটি বৈঠকখানামধ্যে পাদরীকে লইয়া গিয়া দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া বালক বলিল, "পাদরী মহাশয়! আপনাকে একটি কথা বলিতে চাই;—আপনার নামটি কি আমি জানিতে পারি?—দয়া করিয়া নামটি কি আপনি বলিবেন?"

পাদরী উত্তর করিলেন, "টোবিয়াস্ কলওয়েল্।"

দ্বিতীয়বার বালক জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে আপনাকে যে কার্য্য করিতে হইবে, মিসেস্ ব্রেস্ কি তাহা আপনাকে জানাইয়া দিয়াছেন?"

পাদরী উত্তর করিলেন, "একজন মহিমান্বিত লর্ড একটি লেডীকে ভালবাসেন, উভয়ে বিবাহ হইবে, সেই বিবাহে আমি পুরোহিত হইব; কেমন এই কার্য্য নয়?"

বালক বলিল, "ঠিক তাই। আমার পরিচয় যদি আপনি জানিতে চাহেন, আমি বলিতেছি, এই বিবাহ-ব্যাপারে কর্তৃত্ব করিবার ভার আমার উপরে; সুনিয়মে সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে আমি পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত; প্রমাণ-স্বরূপ আপনাকে কিঞ্চিৎ অগ্রিম দক্ষিণা প্রদান করিতেছি। আমি যাহা যাহা বলিব, বিতর্ক না করিয়া আপনি যদি তদনুসারে ঠিক ঠিক কার্য্য করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার দ্বিগুণ লাভ হইবে।"—এই বলিয়া বালক কুড়িটি গিনি গণনা করিয়া সেই পুরোহিতের হস্তে দিল।

মুদ্রাগুলি গণনা করিয়া লইয়া মিষ্টার কল্‌ওয়েল্ সন্তবাধিক আনন্দ-প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "বিবাহই হউক—দীক্ষাই হউক—সমাধিক্রিয়াই হউক—জাতকর্ম্মই হউক অথবা গির্জ্জায় ধর্ম্ম উপাসনাই হউক—সমস্তই এক রকম;—তুমি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিবে, তাহাই আমি সম্পাদন করিব;—আমি তোমারই আজ্ঞাবহ!"

অনুমতি-পত্রখানি বাহির করিয়া পুরোহিতের হস্তে দিয়া রাও বলিল, "আপনি আমার আদেশ পালন করিবেন, পূর্ব্ব হইতেই তাহা আমি ঠিক্ বুঝিয়াছিলাম। এই বিশেষ লাইসেন্স-পত্র গ্রহণ করুন। এক পক্ষ লর্ড ফ্লোরিমেল; এই লাইসেন্স-পত্রে যে পাত্রীর নাম লেখা আছে, তিনি দ্বিতীয় পক্ষ। যদবধি পরিণয়গ্রন্থি বন্ধন সমাধা না হয়, তদবধি পাত্রীটির নাম আপনি প্রকাশ করিবেন না; মন্ত্র পাঠের সময় নামোল্লেখ করা যদি নিতান্ত আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে এরূপ মৃদুভাবে উচ্চারণ করিবেন যে, তাহা যেন লর্ড ফ্লোরিমেলের কর্ণে প্রবেশ না করে। বুঝিয়াছেন আমার কথা? যাহা আমি বলিলাম, ঠিক্ সেইরূপে কার্য্য করিতে পারিবেন?"

কল্‌ওয়েল্ বলিলেন, "ঠিক্ বুঝিয়াছি, ঠিক্ তাহাই আমি করিব। আর কিছু তোমার বলিবার আছে?"

রাও বলিল, "আর একটি কথা;—অন্ধকারেই বিবাহ হইবে।"

বালকের অঙ্গীকৃত আরও বিংশতি গিনি দক্ষিণা পাইবার লোভে পাদরী-সাহেব বলিলেন, "তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। আর এক কথা—পুস্তক দেখিয়া যেরূপে উপাসনা করা হয়, পুস্তক না দেখিয়াই আমি মুখে সেইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিব।"

বালক বলিল, "বেশ কথা!—আর একটি কথা বলি, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন;—মিসেস্ ব্লেস্ পাত্রীটিকে লইয়া আসিবার ভার গ্রহণ করিয়া-

ছেন, কিন্তু বিবাহের সমস্ত আয়োজন ঠিক্ না হওয়া পর্য্যন্ত পাত্রীর সভাস্থ হওয়া প্রয়োজন হইবে না; কার্য্য আরম্ভ হইবার অব্যবহিতপূর্ব্বে আপনি ত্বরান্বিত হইয়া মিসেস্ ব্রেস্‌কে আনিতে যাইবেন। অন্ধকারে সঙ্গোপনে বিবাহ হইবে,—মিসেস্ ব্রেস্ তাহা অবগত আছেন, সুতরাং সে বিষয়ে আর তাঁহাকে কিছু বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।—বুঝিয়াছেন?"

পাদরী বলিলেন, "এতদূর স্পষ্ট করিয়া যখন তুমি উপদেশ দিতেছ, তখন আমার ভুল হওয়া অসম্ভব। কিন্তু এই বিবাহের ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত! সমস্যাটা—"

ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া রাও বলিয়া উঠিল, "আপনি কি ভয় পাইতেছেন? আপনার কি পলায়ন করিবার ইচ্ছা হইতেছে?"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কল্‌ওয়েল্ বলিলেন, "বল কি! কুড়িটি মোহর পাইয়াছি,—আরও কুড়িটি পাইবার আশা! আমি পলায়ন করিব? কখনই না।"

সন্তুষ্ট হইয়া রাও বলিল, "বেশ—বেশ! আপনি এইখানে খানিকক্ষণ থাকুন; ঐ টেবিলের উপরে পোর্ট সরাপের বোতল আছে।"

পাদরী সাহেবের মুখে জল সরিতে লাগিল; আহ্লাদে তিনি বলিলেন, "তাহাই ত দেখিতেছি!—আমি জানি, মিসেস্ ব্রেসের মদগুলি খুব ভাল! তোমাকে আর বেশী কিছু বলিতে হইবে না; ঐ পোর্টের বোতলটি লইয়া আধঘণ্টাকাল আমি বেশ আমোদে কাটাইতে পারিব।"

পাদরীসাহেবকে সেই ঘরে রাখিয়া রাও দ্রুতপদে প্রভুসন্নিধানে ফিরিয়া গেল; সসম্ভ্রমে বলিল, "পুরোহিত আসিয়াছে মি লর্ড! অচিরে যিনি আপনার ধর্ম্মপত্নী হইবেন, তাঁহার একটি সবিনয় প্রার্থনা আমি আপনাকে জানাইতে ইচ্ছা করি। ইহাই এই রহস্য-নাটকের শেষ অঙ্ক;—এইখানেই রহস্যভেদ।"

লর্ডবাহাদুর বলিলেন, "সেই লেডী এক্ষণে যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই মঞ্জুর করিতে আমি প্রস্তুত।"

রাও বলিল,"মি লর্ড! বিবাহকালে পাত্রীর মুখে যে অবগুণ্ঠন থাকে তাহা পাতলা, সে অবগুণ্ঠনে মুখখানি সম্পূর্ণরূপে ঢাকা থাকিবে না; অতএব সেই অজ্ঞাত রমণীর ইচ্ছা যে, অন্ধকারেই যেন বিবাহ হয়। পুরোহিতকেও আমি সে কথা বলিয়াছি, তিনিও রাজী আছেন।"

লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাতেও আমার কোন আপত্তি নাই। ওঃ! এ রহস্যের মর্ম্মভেদ হইলে আমি কতই সুখী হইব। এ রহস্যের মানে কি? ইহাতে কাহার কি উপকার?"

রাও বলিল, "আমি কিছু কিছু অনুমান করিতে পারি। মি লর্ড! স্ত্রী-জাতির দম্ভ!—স্ত্রী-জাতির রূপ-গরিমা!—মাৎসর্য্যের মদগর্ব্ব! এই অজ্ঞাত-রমণী আপনার নিকটে মায়াজাল বিস্তার করিয়া আপনার উপর আধিপত্য করিবার বিস্তর জাদুমন্ত্র বর্ষণ করিয়াছে, অগ্রে আপনার নেত্রসমীপে রূপ-মাধুরী প্রকাশ করিলে আপনি ততটা মুগ্ধ হইতে হয় ত সঙ্কুচিত হইবেন, ইহাই তিনি ভাবিয়া থাকিবেন; বিবাহ হইয়া গেলে রূপ দেখাইবেন, মুখ দেখাইবেন, নাম বলিবেন, বংশমর্য্যাদা ও পদমর্য্যাদা প্রকাশ করিবেন,—আপনাকে একেবারে স্বর্গে তুলিবেন;—ইহাই হয় ত তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়। সেই কারণেই বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গোপন—সব গোপন!"

উৎসাহে লর্ড ফ্লোরিমেলের শিরায় শিরায় শোণিত সঞ্চারিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাই কি তাঁহার মতলব? রাও! ইহাই কি ঠিক?"

রাও উত্তর করিল, "ঠিক্ তাহাই আমি বুঝিয়াছি; তিনি তাঁহার গৃহের দ্বার একটু খুলিয়াছিলেন, মুক্ত বদনের কিয়দংশ আমার চক্ষে পড়িয়াছিল! তিনি একবার থতমত খাইলেন আমি চমকিত হইয়া—"

সুখস্বপ্নের কুহকে জাগরিত হইয়া, মানসিক আনন্দে লর্ড ফ্লোরিমেল বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! দেখিয়াছ?—দেখিয়াছ?—তবে তুমি তাহার মুখখানি দেখিয়াছ?"

বালক উত্তর করিল, "হাঁ মি লর্ড! দেখিয়াছি। বদনের অবগুণ্ঠন একটু সরাইয়া—"

আনন্দ-বিস্ময়ে লর্ড ফ্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাও! বল—বল,—মুখখানি—সেই মুখখানি—যাহা তুমি দেখিয়াছ, সেই মুখখানি কি পরম সুন্দর?"

বালক উত্তর করিল, "হাঁ মি লর্ড! চমৎকার! ক্ষণেকমাত্র রূপের ছটা দর্শন করিয়া আমি বিস্ময়সাগরে ডুবিয়াছি মুখ না দেখিয়াআপনি যে সেই অজ্ঞাত সুন্দরীকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা সার্থক হইয়াছে।"

গাঢ় অনুরাগে উন্মত্তপ্রায় হইয়া লর্ড ফ্লোরিমেল বলিয়া উঠিলেন, "রাও! তুমি আমাকে যেন পাগল করিলে! তুমি আমাকে এককালে আনন্দ-গিরির

শিখরে চড়াইলে! তুমি আমাকে অগাধ সুখ-সিন্ধুনীরে নিমজ্জিত করিলে! যাও—যাও, যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র এ বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হয়, সাধ্যমতে তাহার তদ্বির কর,—সেই রমণীকে গিয়া জানাও, তাঁহার যাহা কিছু বাসনা, জীবন উৎসর্গ করিয়া তাহা আমি অবশ্য পরিপূরণ করিব।"

রাও বলিল, "হুকুম হয় মি লর্ড, তবে আমি সমস্ত বাতী নির্ব্বাণ করিয়া দিই। যতক্ষণ সেই রমণীর পাত্রীসজ্জা সুসম্পন্ন না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি অন্ধকারে থাকিতে রাজী আছেন?"

প্রেমোন্মত্ত লর্ড যেন প্রলাপ বকিতেব কিতে বলিতে লাগিলেন, "নিবাও —নিবাও, যাহা তোমার ইচ্ছা তাহাই কর! সে অপূর্ব্ব সুন্দরী যেরূপ আদেশ করেন, তাহাই তুমি পালন কর।"

আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বালক তৎক্ষণাৎ সমস্ত দীপ নির্ব্বাণ করিল; গৃহটি ঘোর অন্ধকারে সমাবৃত।

গৃহ অন্ধকার করিয়া প্রভুকে সম্বোধনপূর্ব্বক বালক বলিল, "মি লর্ড! এখন তবে আমি পুরোহিতকে আনয়ন করি।"

এই কথা বলিয়া বালক বাহির হইল। যে বৈঠকখানায় টোবিয়াস্ কল্‌-ওয়েল্‌কে রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল; পুরোহিতকে বলিল, "পাদরী মহাশয়! বিবাহ-সভায় চলুন, লর্ড ক্লোরিমেল সেইখানে আছেন; সমস্ত বর্ত্তিকা আমি নির্ব্বাপিত করিয়াছি, সব অন্ধকার হইয়াছে, আপনি চলুন, লর্ড বাহাদুর যদি লাইসেন্সের কথা জিজ্ঞাসা করেন, বলিবেন, আপনার কাছেই তাহা আছে; কিন্তু মনে রাখিবেন, লাইসেন্স-পত্রে পাত্রীর যে নামটা লেখা আছে, সে নামটি তাঁহার কাছে প্রকাশ করিবেন না।"

পাদরী বলিলেন, "যে যে কথা তুমি বলিলে, অক্ষরে অক্ষরে তাহা আমি পালন করিব।"

রাও অতঃপর পাদরী সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বৈঠকখানা হইতে বাহির হইল; আনন্দ-পূর্ণ হৃদয়ে অস্থিরভাবে লর্ড ক্লোরিমেল যেখানে বসিয়াছিলেন, পাদরীকে সেইখানে লইয়া গেল, তথায় তাহাকে রাখিয়া অজ্ঞাত রমণীর কক্ষাভিমুখে চলিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতিদ্বন্দ্বী।

অজ্ঞাত রমণীর বিশ্রামকক্ষের দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া রাও ধীরে ধীরে দ্বারে করাঘাত করিল; রমণী দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া অল্প দূরে একটু গোপনে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক! তুমি?—"

বালক উত্তর করিল, "হাঁ মা! আমি। আপনার সহিত আমার কথা আছে।"

কম্পিত ও চঞ্চলস্বরে রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন অপ্রিয় ঘটনা হইয়াছে না কি?"

বালক উত্তর করিল, "না মা! সে রকম কিছুই নয়। নূতন ঘটনা কিছুই হয় নাই,—অনুমতি করুন আমি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করি। বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা।"

মৃদুকম্পিতকণ্ঠে রমণী বলিলেন, "এখনও আমার পোষাক-পরা হয় নাই।"

বালক বলিল, "তাহাতে কিছু আইসে যায় না;—যে কাজের জন্য আমি আসিয়াছি, তাহাতে দেরী করিতে পারি না,—দেরী করিলে চলিবে না।"

দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া রমণী বলিলেন, "আচ্ছা, তবে একটু বিলম্ব কর।"

এক মিনিট পরে দ্বার পুনরুদ্ঘাটিত; রাও গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সাবধানে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

রমণীর পোষাক-পরা প্রায় শেষ হইয়াছিল, বদনে স্থূল অবগুণ্ঠন, স্কন্ধদেশে অযত্নে একখানি ক্ষুদ্র শাল—অর্দ্ধ বিন্যস্ত; কিন্তু তদ্দারা সমুন্নত পীনপয়োধর সর্ব্বাংশে আবৃত হয় নাই; সেই বেশে তিনি বালকের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

এরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বালক তখন রমণীর মুখের দিকে তাকাইল যে, বোধ হইল যেন সেই দৃষ্টি সেই অবগুণ্ঠনবতী রমণীর স্থূল অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিল; শঙ্কিতা হইয়া রমণীও অন্তরে অন্তরে একটু কাঁপিলেন, সে কম্প যেন তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত স্পর্শিল। সঙ্কল্পিত

ব্যগ্রস্বরে বালক বলিল, "মা! বেশীক্ষণ কথা কহিবার সময় নাই, যাহা বলিবার অল্পক্ষণের মধ্যেই অতি সঙ্ক্ষেপেই বলিব, বেশী আন্দোলন করিবার অথবা বেশী বুঝিবার কিম্বা বেশী বুঝাইবার অবসর হইবে না।"

বীণা-ঝঙ্কারের ন্যায় মধুরস্বরে রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক কি তুমি বলিতে চাও?"

রাও।—(অধিক শঙ্কিত নয়নে চাহিয়া চাহিয়া) মা! যাহা আমি বলিব, তাহাতে আপনি বুঝিতে পারিবেন, জোর করিয়া আপনাকে বাধা করিবার আমার ক্ষমতা আছে।

রমণী।—(আপাদমস্তক কম্পিত করিয়া করজোড়ে মিনতি বচনে) ওঃ! রাও, বিশ্বাসঘাতক হইবে, এরূপ কিছু মনে করিয়া তুমি এখানে আসিয়াছ. এমন কি সম্ভব হইতে পারে?

রাও।—(কতক গাম্ভীর্য্য ও কতক প্রভুত্ব জানাইয়া) কয়েক সপ্তাহাবধি যে কল্পনা আমি মনোমধ্যে স্থির করিয়া রাখিয়া ছিলাম, তাহা সাধন করিবার অবসর উপস্থিত; কেবল বাক্যে নহে, কার্য্যেও তাহা সিদ্ধ করিব। উন্মাদিনীর ন্যায় প্রেম-বিহ্বলা হইয়া আপনি লর্ড ফ্লোরিমেলের প্রতি আন্তরিক অনুরাগিণী হইয়াছিলেন, তাঁহাকে বিবাহ করিবার একান্ত অভিলাষ হইয়াছিল, কিন্তু এখন—এখন শুনুন, সেই পরিণয়ের বাসনা আপনি পরিত্যাগ করুন।

রমণী।—(বিষম পরিতাপে সংক্ষুব্ধস্বরে) হা পরমেশ্বর! পরিত্যাগ!—জগতে যেটী আমার একমাত্র সুখের আশা, সেই আশা আমি পরিত্যাগ করিব? ওঃ! না—না,—কখনই তাহা হইতে পারে না,—হইতেই পারে না! রাও! তুমি পরিহাস করিতেছ!—না—না, অত নির্দ্দয় হইও না! অধিকন্তু আমাদের সঙ্কল্পিত কার্য্যে বাধা দিবার তোমার কি অধিকার? আমার উপর প্রভুত্ব করিতে পার, এমন কি ক্ষমতা তুমি ধারণ করিয়াছ?

রাও। (গম্ভীরস্বরে) আমার অধিকার প্রতিশোধ লওয়া; আপনি কে, তাহা জানিয়া লইবার এবং ভণ্ডামীর প্রতারণার যে অবগুণ্ঠনের ভিতর ঐ মনোমোহন সুন্দর মুখখানি লুকাইয়া রাখিয়াছেন, সেই অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিবার ক্ষমতা আমি ধারণ করি।

রমণী।—(মর্ম্মান্তিক যাতনায় সম্পূর্ণ নিস্তেজ হইয়া একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া) হা পরমেশ্বর! ইহাই কি সম্ভব?

রাও।—হাঁ, আপনি এখন দয়া করিয়া আমার একটি কথা শুনুন।—যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিবাহ-কার্য্যটি সুসম্পন্ন না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি এই গৃহে বন্দিনী হইয়া থাকুন; কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে চলিয়া যাইতে পারিবেন। আর, আপনার গুহ্যকথা, আমার মুখে তাহা কেহই শুনিতে পাইবে না, লর্ড ফ্লোরিমেল নিজেও জানিতে পারিবেন না।

রমণী।—(সহসা আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া) কি বলিলে?—বিবাহের পর?—আমাকে ছাড়িয়া কাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে? প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়াছে না কি? কুমারী পলিনের পূর্ব্বপ্রেম বলবান্ হইয়াছে না কি?

রাও।—প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়াছে; কিন্তু আপনি যাহার নাম করিলেন, সে কুমারী নয়।

রমণী।—(নানাপ্রকার অশুভ কল্পনায় উত্তেজিত হইয়া) কে সে?—পলিন্ যদি না হয়, কে তবে?? বল, কে তবে সে?

রাও।—(ক্ষিপ্রহস্তে পুরুষের পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিয়া যুবতী স্ত্রী-লোকের সমুন্নত শুভ্র স্তনযুগল প্রদর্শন পূর্ব্বক) আমি!

রমণী।-ও পরমেশ্বর! এ রঙ্গের ভাব কি? কে তুমি? কি কারণে এই ছদ্মবেশ? তোমার হাতে মুখে কৃষ্ণবর্ণ রং মাখা কি জন্য?

নারীবেশধারিণী রাও উত্তর করিল, "সে সব অনেক কথার কথা, অল্প কথায় বলিবার ইচ্ছা করিলেও সঙ্ক্ষেপে বলা যায় না; তবে কেবল এই জানিয়া রাখুন, আধ ঘণ্টার মধ্যে লর্ড ফ্লোরিমেলের সহিত আমার বিবাহ হইবে; তাঁহাকে বিবাহ করিয়া আমার বহু দিনের পোষিত প্রতিশোধবাসনা আমি চরিতার্থ করিব।

নৈরাশ্যে অধীরা হইয়া অজ্ঞাত-রমণী বলিলেন, "বড় ভয়ানক কথা! বড়ই ঘৃণাকর ব্যাপার! ইহা কখনই হইতে পারিবে না! যতই কেন বিপদ—"

নারীরূপী রাও বলিলেন, "না—না, সে বিপদ্ আপনাকে ডাকিয়া আনিতে হইবে না!—আপনার কাণে কাণে আমি একটা কথা বলি;—সত্য পরিচয়ে কে আপনি, তাহা আমি—"

নারীরূপ ধারণ করিলেও এখনও আমরা আপাততঃ সেই ছদ্মবেশীকে রাও বলিয়া পরিচয় দিব। পূর্ব্বকথা বলিতে বলিতে রাও সেই অজ্ঞাত-রমণীর কাণে কাণে চুপি চুপি গুটিকতক কথা বলিল।

ক্রোধে ও নৈরাশ্যে চিত্তোন্মাদকারিণী মোহিনীর সর্ব্বশরীর বিকম্পিত হইল, সক্রোধে তিনি বলিলেন, "হাঁ-হাঁ, তুমি আমাকে জানো,—তুমি আমাকে জানিতে পারিয়াছ, তুমি আমাকে যে ভয় দেখাইতেছ, তাহা আমি তৃণ জ্ঞান করি!—যে ব্যভিচারের কথা তুমি উল্লেখ করিলে, তাহাও আমি গ্রাহ্যই করি না! হাঁ, তুমি যেই হও, তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ইহা স্বীকার করিলাম, তথাপি তোমাকে আমি তৃণ জ্ঞান করি!"

বিজয়োৎসাহে ও কতকটা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে রাও বলিল, "দেখ মেমসাহেব—দেখ লেডি! যখন আমি আর একটা কথা বলিব, তখন আর তুমি আমাকে তৃণ জ্ঞান করিবার কথা মুখে আনিতে পারিবে না! সেই তমোময় রহস্যরঙ্গের বিলাসগৃহে যাহা যাহা তুমি করিয়াছ, তাহা আমার অজ্ঞাত নাই;—যে রাত্রে তুমি সেই প্রেম-নিকেতনে প্রেমোন্মাদে প্রমত্তা হইয়া লর্ড ফ্লোরিমেলকে প্রগাঢ় প্রেমালিঙ্গন দিয়াছিলে, সে রাত্রে আমি সেই গৃহে উপস্থিত ছিলাম!"

জ্বলন্ত ক্রোধে, দারুণ বিদ্বেষে ও অসীম লজ্জায় বিকম্পিতা হইয়া মোহিনী বলিলেন, "মিথ্যাকথা!—মিথ্যাকথা! মিথ্যা রচনা! কুৎসা ঘটনা! ও সকল কিছুই নয়! নিদারুণ কলঙ্ক-কুৎসা!"

পকেট হইতে একটা পদার্থ বাহির করিয়া দেখাইয়া রাও বলিল, "মিথ্যা নয়,—মিথ্যা নয়;—সব সত্য,—সব সত্য! এই যে ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড, ইহাই সেই বিলাসকক্ষের সুন্দর নিদর্শন!"

একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোক সেই নির্ঘাত কলঙ্কের বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছে, ইহা স্মরণ করিয়া অজ্ঞাত-রমণী যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, মনস্তাপে অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হায়—হায়! আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে!—আমার দর্পচূর্ণ হইয়াছে!—এককালে আমি অপদস্থ হইলাম! ওহো! যুবতি! দোহাই তোমার! সে সকল কথা প্রকাশ করিও না—জগতের চক্ষে আমাকে কলঙ্কিনী, বিরাগপাত্রী ও ঘৃণার পাত্রী—"

রাও বলিল, "না,—সেরূপ ইচ্ছা আমার নয়;—ঐ প্রকারে তোমাকে অপদস্থ করিয়া দশের কাছে কলঙ্কিনী বলিয়া পরিচিত দিলে আমার কিছুই উপকার হইবে না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এখন আমার কথা এই যে, সময় যাইতেছে, আর বেশীক্ষণ আমি এখানে থাকিতে পারিব না,—

আমার অনুরোধ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তোমাকে খালাস করিয়া দিতে না আসি, ততক্ষণ তুমি এই গৃহে স্থির হইয়া চুপ করিয়া থাকো।"

একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া দারুণ যন্ত্রণায় করে করপেষণ করিতে করিতে অভাগিনী মোহিনী গুণ গুণ করিয়া বলিলেন, "তাহা ভিন্ন এখন আর উপায় কি!"

রাও নাছোড়,—তাহার চিত্তও অটল; রমণীর নির্ব্বেদবাক্যে কর্ণপাত না করিয়াই সে দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইল, মোহিনীকে বন্দিনী রাখিয়া, দ্বারে চাবী দিয়া চাবীটি নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

যে গৃহটি রাও ইতিপূর্ব্বে নিজের ব্যবহারার্থ মনোনীত করিয়াছিল, মোহিনী গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল, ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল; অতঃপর পকেট হইতে একটা ক্ষুদ্র শিশি বাহির করিল, শিশিতে যাহা ছিল, গৃহমধ্যস্থ একটা জলের কটাহে তাহা ঢালিয়া দিল,চাকরের উর্দ্দী পরিত্যাগ করিয়া সেই আরক-মিশ্রিত জল সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিল, উত্তমরূপে গাত্রমার্জ্জন করিয়া নবসাজে সজ্জিত হইল, কৃষ্ণবর্ণ দূরে গেল, দিব্য গৌরাঙ্গীমূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। হিন্দুস্থানী বালক সাজিবার সময় কৃষ্ণবর্ণ রঞ্জনে হস্ত মুখাদি রঞ্জিত করিয়াছিল, এখন সুন্দর পাশ্চাত্য রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিল। দর্পণে মুখ দেখিয়া তাহার হাসি আসিল, আনন্দে বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইল, তাহার পর বিবাহের উপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাহার উপর শুভ্রবর্ণ আলখাল্লা ঝুলাইল, সূক্ষ্ম রেশম সদৃশ কেশগুচ্ছ যথারীতি বিন্যস্ত করিয়া তাহার উপর গোলাপফুলের মালা জড়াইল, শুভ্রবর্ণ অবগুণ্ঠনে মুখখানি ঢাকিল।

মনোহর বেশভূষা; অল্পক্ষণমধ্যেই পরিপাটী কন্যাসজ্জা, বালকবেশে যে রূপরাশি ঢাকা পড়িয়াছিল, নারীবেশে তাহা সমুজ্জ্বল হইল? লক্ষণের মধ্যে নয়নের দীপ্তি, সে দীপ্তিতে কতকটা পুরুষের লক্ষণ,—কতকটা বীরাঙ্গনার ভাব। আর সে রাও নাই;—সুন্দরী নবযুবতী। যুবতী সেই বেশে গৃহদ্বার মুক্ত করিয়া মৃদুগতিতে নীচে নামিয়া আসিল। যে গৃহে বিবাহসভা, সেই গৃহের চৌকাঠের কাছে আসিয়া একটু থামিল, সভায় যে রঙ্গের অভিনয় করিতে হইবে, মনোমধ্যে তাহা অবধারণ করিয়া যথাযোগ্য সাহস অবলম্বন করিল, পরমুহূর্ত্তেই গৃহমধ্যে প্রবেশ।

গৃহ ঘোর অন্ধকার। অভিনব ঘাগ্‌রার খস্‌খস্‌ ঘর্ষণে এবং দ্বার উদ্ঘাটন

অবরোধের শব্দে লর্ড ক্লোরিমেল অনুমান করিলেন, পাত্রী সমাগম। দ্রুত আসিয়া তিনি পাত্রীটির করপল্লব ধারণ করিলেন, ক্ষণকাল যুগলহস্ত একত্র; সেই সময় লর্ড বাহাদুর পাত্রীর কাণে কাণে বলিলেন, "আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী হইবে।"

অতি মৃদুকণ্ঠে নবযুবতী বলিল, "হাঁ, প্রিয়তম গেব্রিল! তুমিও আমার হইবে।"—যে স্বরে ঐ কয়টি কথা উচ্চারিত হইল, সে স্বর যে অজ্ঞাত-রমণীর কণ্ঠস্বর হইতে বিভিন্ন, লর্ড ক্লোরিমেল তেমন অনুভব করিতে পারিলেন না।

গৃহে যখন আলো ছিল, সেই সময় লর্ড ক্লোরিমেল দেখিয়া রাখিয়াছিলেন, যেখানে টেবিল পাতা, তাহার সন্নিকটে পাদপীঠ; সুন্দরীকে সেই স্থানে লইয়া গিয়া পুরোহিতকে সম্বোধন পূর্ব্বক লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, বিবি ব্রেস্ এই পাত্রীটিকে আমার হস্তে অর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন, অতএব আপনি শীঘ্র গিয়া বিবি ব্রেস্কে এইখানে আনয়ন করুন।"

ইত্যগ্রেই রাওর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পুরোহিত পাদ্রী সাহেব বিবি ব্রেস্কে আনিবার জন্য সভাগৃহের বাহিরে যাইতেছিলেন, সেই সময়েই লর্ড ক্লোরিমেলের মুখে ঐরূপ নূতন আদেশ। পুরোহিত চলিয়া গেলেন, নূতন যুবতীকে পুরাতন অজ্ঞাত মোহিনী জ্ঞান করিয়াই লর্ড ক্লোরিমেল তাঁহার সহিত নির্জ্জনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রাও এখন যে অবস্থায় নিপতিতা, তাহাতে তাহার পক্ষে এখন কি করা কর্ত্তব্য, মনে মনে তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। প্রকাশে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা পূর্ব্ব হইতেই সে তাহা জানিত, এখন অন্য কোন প্রকারে অবস্থা-গোপনের প্রয়াস পাইলে সে বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় থাকিবে না, ইহাও বুঝিল, কল্পনায় স্থির করিল, ষড়্‌যন্ত্রটা আরও কিছু পাকাপাকি করা আবশ্যক হইবে।

প্রকাশ পাইলে বিপদ্ ঘটিবে, ইহা নিশ্চয়; কিন্তু কি প্রকারে কি সূত্রে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব? পাঠক মহাশয় স্মরণ করিবেন, পূর্ব্বের অজ্ঞাত-রমণী দীর্ঘাকৃতি, স্থূলাঙ্গী; রাও খর্ব্বাকার, কিছু কাহিল; নির্জ্জনে পাইয়া লর্ড ক্লোরিমেল যদি তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া চুম্বন করিবার প্রয়াস পান, তাহা হইলেও প্রকাশ পাইতে পারে; রাও যদি সে ক্ষেত্রে কিছু বেশী কথা বলে,

কণ্ঠস্বরের বিভিন্নতা বুঝিয়া তাহাতেও লর্ড ফ্লোরিমেল জানিতে পারিবেন, এ রমণী পূর্ব্বের সেই অজ্ঞাত-রমণী নহে।

সাবধান হইবার নিমিত্ত বুদ্ধিমতী নবনারী ত্বরিতস্বরে অতি মৃদুভাবে বলিল, "প্রিয়তম গেব্রিল! একটা কাজ আমি ভুলিয়া আসিয়াছি, ক্ষণেক অপেক্ষা কর, কাজটা সারিয়া আসি।"—এই বলিয়া লর্ড বাহাদুরের হাত ছাড়াইয়া সে দ্রুতপদে সভাগৃহের দরজার দিকে গেল, দরজা খুলিল, যেন কে চলিয়া যাইতেছে, এই ভাবে জানাইবার জন্য খস্‌খস্ করিয়া ঘাগ্‌রার শব্দ করিল; কিন্তু বাহির হইয়া গেল না; নিশ্বাস রোধ করিয়া অচলা প্রতিমার ন্যায় ঘরের এক পার্শ্বে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

লর্ড ফ্লোরিমেল ভাবিয়া লইলেন, সুন্দরী বাহির হইয়া গেল, তিনি এখন একাকী হইলেন। সুন্দরীকে উদ্দেশ করিয়া স্বগতবাক্যে তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমার আরাধ্যা প্রণয়িনি! তোমার মুখখানি দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার প্রাণে যে কতখানি লালসা, মুখে বলিয়া তাহা জানাইতে পারি না! চকিতমাত্র তোমার বদন নিরীক্ষণ করিয়া রাও আমাকে যে কথা বলিয়াছে, তাহাতে আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তোমার বদনের সৌন্দর্য্য সংসারে অতুল! ওঃ! রাও আমাকে ঠিক কথাই বলিয়াছে! তোমার যেরূপ সুগঠন, তাহাতে মুখখানি যে তদনুরূপ মনোহর হইবে, প্রথমাবধিই আমার সেই ধারণা জন্মিয়াছিল! এখনও সেই ধারণা আমি পোষণ করিতেছি! সুন্দরি! কি মোহন মন্ত্রে তুমি আমার চিত্তকে বশীভূত করিয়াছ! কি গুণে তুমি আমার হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছ! আমার লর্ড উপাধি, আমার ধনসম্পত্তি অপর একজন দাবীদার গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেইগুলি বজায় করিয়া দিতে কি প্রকার ক্ষমতা তুমি ধারণ করিয়াছ, এখনও তাহা আমি জানিতে পারিতেছি না। আর বিলম্ব নাই! একটু পরেই আমি সমস্ত জানিতে পারিব! তোমার নাম জানিব,—তোমার পদ-সম্পদ্ অবগত হইব,—তোমার বিমল চন্দ্রমুখখানি দর্শন করিব,—আমার সমস্ত বাসনা পরিপূর্ণ হইবে! মোহিনি! আমি জানিতে পারিতেছি,তুমি জগতের মানবী নও,—স্বর্গের দেবকন্যা! তোমাকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া অচিরেই আমি অমরাবতীর অমরানন্দলাভের অধিকারী হইব।"

প্রেমবিহ্বল লর্ড্ ফ্লোরিমেল উচ্চকণ্ঠে ঐ বাক্যগুলি উচ্চারণ করি-

লেন ; ইত্যবসরে দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, বিবি ব্রেস্‌কে সঙ্গে লইয়া পাদ্‌রী পুরোহিত পুনঃপ্রবেশ করিলেন ; দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। পরক্ষণেই সেই দ্বার আবার উন্মুক্ত ;—আবার ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ। দ্বারের সমীপে ঘাগ্‌রা-ঘর্ষণের পূর্ব্বশব্দ ; ঠিক বোধ হইল, রমণী যেন বাহির হইতে সত্য সত্যই গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত।

নিমেষমধ্যে সেই রমণী আবার লর্ড ক্লোরিমেলের পার্শ্ববর্ত্তিনী,—নিমেষমধ্যেই উভয়ের উভয় হস্ত একত্র বদ্ধ ; নিমেষমধ্যেই তাঁহারা উভয়ে টেবিলের নিকটে গিয়া পাদপীঠের উপর জানু পাতিয়া বসিলেন।

তৎক্ষণাৎ কার্য্য আরম্ভ হইল ; নিবিড় তিমিরাবৃত গৃহমধ্যে সেই পাদ্‌রী পুরোহিত ঐ অপূর্ব্ব রহস্যপূর্ণ অদ্ভুত অলৌকিক পরিণয়ের উপাসনামন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রয়োস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রোগী

শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া ফ্রেডারিক ড্রে গত রাত্রে নিদ্রা গিয়াছিল, স্বচ্ছল নিদ্রা হইয়াছিল, প্রাতঃকালে জাগরণ করিয়া সে অনুভব করিল, পীড়া আরাম হইয়াছে। শয্যার উপরে বসিয়াই হাজিরাখানা খাওয়া ইচ্ছা, বিবি ব্রেস্ সেই ইচ্ছা অবগত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র খানা প্রস্তুত করিয়া সেই-খানে লইয়া গেল।

খানা উপস্থিত হইল, কিন্তু রোগী তাহা খাইতে পারিল না, বুঝিল, পাকস্থলীর অজীর্ণতা, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বরূপ শিরঃপীড়া; তখন তাহার ঔষধ-সেবনের ইচ্ছা হইল, বিবি ব্রেস্‌কে সেই ইচ্ছা জানাইলে, ব্রেস্ ঔষধ আনাইয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিল, রোগী সমস্ত দিন শুইয়া রহিল।

গত রাত্রে যাহা যাহা ঘটনা হইয়াছিল, বিবি ব্রেস্ একে একে তৎসমস্ত বিবরণ ফ্রেডারিককে জানাইল; ফাঁসীর ঁাড়ী, কারোটিপোল ও কিঙ্কিন্‌গ্রাণ্ড আসিয়াছিল, জোরে জোরে ভয় দেখাইয়া হাজার পাউণ্ড আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছে; লর্ড ফ্লোরিমেলের ছোকরা চাকর আসিয়াছিল, তাহার কথামত কার্য্য করিয়া গিয়াছে, সে কার্য্যে অনেক টাকা লাভ হইবে, তাহাও শুনাইল; উৎপীড়কদিগের দৌরাত্ম্য-শ্রবণে ফ্রেডারিক বিরক্ত হইল, ফ্লোরিমেলের কার্য্যের সংবাদে আনন্দ পাইল, দিনমানে তাহার অসুখ কমিল না, শয্যায় শয়ন করিয়া সমস্ত দিন এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করিল, মানসিক উৎকণ্ঠায় শারীরিক অসুখ বরং বৃদ্ধি হইল, সন্ধ্যার পর কিঞ্চিৎ আরামবোধ; আরামে আরামে নিদ্রার আবির্ভাব।

উপপতি ঘুমাইল, বিবি ব্রেস্ অবসর পাইল, রাণ্ড যাহা অঙ্গীকার করিয়া রাখিয়াছে, সেই অঙ্গীকারমত কার্য্য করিবে, অতএব সে তখন সেই কার্য্যে চলিয়া গেল।

ড্রে যখন জাগিল, তখন দেখিল, টেবিলের উপর বাতী জ্বলিতেছে; ব্রেস্‌কে ডাকিল, কেহই উত্তর দিল না। আবার তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, আবার পাকাশয়ে যন্ত্রণা, সর্ব্বপ্রকার অসুখ পুনরাগত; বিছানার উপর

বালিশ ঠেস দিয়া বসিল, অত্যন্ত পিপাসা ;—এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিতে পাইল, টেবিলের উপর একটা গ্লাসে জলমিশ্রিত মদ্য ;—পান করিবার ইচ্ছায় হাত বাড়াইয়া গ্লাসটা ধরিল, মুখের কাছে তুলিল, দুর্গন্ধ অনুভূত হইল, হাত কাঁপিয়া উঠিল, গ্লাসটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল ; কেন কাঁপিল, কিছুই বুঝিল না, সত্য সত্য কি যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার, সে বিষয়ে কিছুমাত্র অনুমান করিতে না পারিয়া যন্ত্রণাপীড়নে আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল, "কি উৎপাত! আমার এ কি হইল ?"

দারুণ পিপাসা ; কিন্তু মদ খাইতে কিংবা জলপান করিতে প্রবৃত্তি হইল না ; ভাবিল, একটু চা খাইলে উপকার হইতে পারে। আরও ভাবিল, সমস্ত দিন কিছুই আহার করে নাই, কিঞ্চিৎ পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিলে সুস্থ হইতে পারে। পাকস্থলীর বেদনাটা আর কিছুই নয়, কেবল ক্ষুধার উৎ-পীড়ন। নানাখানা ভাবিয়া রোগী আবার উচ্চৈঃস্বরে বিবি ব্রেসের নাম ধরিয়া ডাকিল, কোন উত্তর পাইল না ; ঘণ্টাধ্বনি করিবার অভিলাষে ঘণ্টার দড়ি ধারণ করিল, এত জোরে টানিল যে, তার ছিঁড়িয়া গেল, ঘণ্টা বাজিল না।

রাগে তাহার মুখে গাঁজা ভাঙ্গিতে লাগিল, চীৎকার করিয়া বলিল, "অধঃপাতে যাক্! কুকুরের মত মারিয়া ফেলিবার জন্য কি আমাকে এখানে ফেলিয়া গিয়াছে ?"—এই ভাবে যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে, কত কি ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনোমধ্যে হঠাৎ আর একটা ভাবের উদয় হইল। মনে করিল, "আমার পীড়ায় সুবিধা পাইয়া, আমাকে এখানে ফেলিয়া, পোষাকওয়ালী হয় ত সহর ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে!'—ভাবিতে ভাবিতে ঘন ঘন কম্পিত হইয়া সে আবার উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওঃ! সেই কথাই ঠিক! পলাইয়া গিয়াছে! দিনকতক কেবল আমেরিকায় পলাইবার পরামর্শ করিতেছিল, গত রাত্রেও বার বার আমাকে সেই সব কথা শুনাইতেছিল, ঠিক তাই! মাগীর সব টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে, পাওনাদারেরা সর্ব্বদাই তাগাদা করিতেছে, সেই জন্যই পলাইয়াছে! ডাকাতের মেয়েদের কথাগুলা, লর্ড ফ্লোরিমেলের চাকরের কথাগুলা মিথ্যা! হয় ত কেহই আইসে নাই! সর্ব্বৈব মিথ্যা! ছলনা করিয়া পলাইয়াছে। উঃ! কি যন্ত্রণা! যেন বিষ! মাথাব্যথা, পেটব্যথা, এ সমস্তই যেন বিষের কার্য্য! পাপীয়সী হয় ত আমাকে বিষ খাওয়াইয়াছে!"

রোগীটা শুইয়া পড়িল, খানিকক্ষণ মরামানুষের মত চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল ; তাহার পর আবার ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, অতিকষ্টে খট্টা হইতে

নামিল, ভিত্তিদণ্ড হইতে একটা আলখাল্লা টানিয়া লইয়া সর্ব্বাঙ্গে জড়াইল, তৎপরে বাতীটা হস্তে লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। চলিবার শক্তি নাই, পা যেন উঠে না, পাষাণের মত ভারী। এক হাতে সিঁড়ির রেলিং, এক হাতে বাতী, এইরূপে অতি কষ্টে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল, এক একবার একটু সোজা হয় এক একবার হামা-গুড় দেয়, এক একবার সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িতে ইচ্ছা হয়, সর্ব্বাঙ্গ অবশ; উদর-বেদনা, শিরোবেদনা সমভাব, একটুও কমে নাই। অত্যন্ত কাতর হইয়া লোকটা প্রায় গড়াইয়া গড়াইয়া সিঁড়ির নীচের ধাপে উপস্থিত হইল।

যে বৈঠকখানায় বিবি ব্রেস্ সর্ব্বদা বসে, সেই বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া, হতভাগাটা দেখিল, টেবিলের উপর মোমবাতী জ্বলিতেছে, ঘড়ীর বাক্‌স খোলা রহিয়াছে, নিকটে একটা মদের গ্লাস, তাহাতে একটু মদও আছে। ইহা দেখিয়া লোকটা কি ভাবিল; মাগীটা বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়াছে, সে ভাবনাটা দূরে গেল, লক্ষণে বুঝিল, মাগী পলায় নাই, কিন্তু সে যে তাহাকে বিষ খাওয়াইয়াছে, মনের ভিতর সে ধারণাটা সমভাবে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। মন অত্যন্ত চঞ্চল; সে তখন খুব জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাইয়া দিল। একজন কিঙ্করী প্রবেশ করিল। ড্রে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মেমসাব কোথায়?" দাসী উত্তর করিল, "মিনিট দুই হইল, তিনি পাশের বাড়ীতে গিয়াছেন।"

উত্তর পাইয়া ড্রে বলিল, "আচ্ছা, তুমি এখন যাইতে পার।" কিঙ্করী চলিয়া গেল;—লোকটা যে ভাবে কথা কহিল, তাহা শুনিয়া ও তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া দাসী অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল। সে চলিয়া যাইবার পর বন্য-পশুর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া ফ্রেডারিক বলিয়া উঠিল, "পৃথিবীর সমস্ত বর ও সমস্ত বরযাত্রী আজ রাত্রিতে যদি এ বাড়ীতে উপস্থিত থাকে, তাহা হই-লেও মাগীকে আমি খুঁজিয়া বাহির করিব;—সে আমাকে বিষ খাওয়াইয়াছে, আমি তাহার নামে নালিস করিব।"

উচ্চৈঃস্বরে এই কথাগুলি বলিয়াই ফ্রেডারিক ড্রে যেন পাগলের মত হইয়া যথাশক্তি দ্রুতগতিতে পাশের বাড়ীতে চলিল, বাড়ীতে পৌঁছিয়া সম্মুখের ঘরে প্রবেশিল। গৃহ জনশূন্য; জনপ্রাণীরও সঞ্চার নাই; দোকানের কিঙ্করীরা উপস্থিত থাকে, কিন্তু সে রাত্রে কেহই ছিল না। ব্রেসের সহিত পরামর্শ করিয়া রাও অগ্রে উপদেশ দিয়া রাখিয়াছিল, দাসীদের উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন

নাই, সেই উপদেশানুসারে তাহারা স্ব স্ব গৃহে শয়ন করিয়াছিল। ফ্রেডারিক সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

রোগী তখন সেই মহলের কার্পেট-মণ্ডিত সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া উপরের চাতালে গিয়া উঠিল, সম্মুখে যে সুসজ্জিত বৃহৎ বৈঠকখানা, সরাসর সেই বৈঠকখানার দ্বারে উপস্থিত; বিবি ব্রেস্ ও বর কন্যাদিগকে সেই ঘরে দেখিতে পাইবে, সে এইরূপ মনে করিয়াছিল। পূর্ব্বপরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে, বিবাহের মন্ত্রপাঠ গৃহটি ঘোর অন্ধকারে সমাবৃত ছিল, এই সময়ে সহসা দ্বার উদ্ঘাটিত হইবামাত্র ফ্রেডারিকের হস্তস্থিত বাতীর আলোকরশ্মি গৃহ-মধ্যে প্রতিভাসিত হইল, চৌকাঠের উপর আলথাল্লা-জড়ানো কম্পিত কলেবর ফ্রেডারিকের বিকট মূর্ত্তি।

পাত্রীর কণ্ঠ হইতে সভয় চীৎকারধ্বনি বিনির্গত,—বরের রসনায় সক্রোধ গর্জ্জন, পুরোহিতের রসনা স্তব্ধ, ভূতের মত উপপতির বিকট মূর্ত্তি দর্শনে বিবি ব্রেস্ ভয়ে বিস্ময়ে বিস্তম্ভিত!

এই সময় নূতন পাত্রীর দিকে লর্ড ফ্লোরিমেলের নেত্র নিপতিত হইল; দেখিবামাত্র তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ রমণী তাঁহার অজ্ঞাত মোহিনী নহে, এ রমণী খর্ব্বাকার ও কৃশাঙ্গী দেখিবামাত্র তাঁহার সন্দেহ হইল, চঞ্চল-হস্তে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুখের ঘোমটা খুলিয়া ফেলিলেন। মহাবিস্ময় উপস্থিত। মুখ দেখিয়াই লর্ড বাহাদুর তখনই চিনিলেন, কারোলাইন ওয়াল্‌টার।

সময়ে সেই গৃহমধ্যে যে ভীষণ দৃশ্য উপস্থিত হইল, তাহা বর্ণাতীত, বিবি ব্রেস্ সহসা কারোলাইনের মুখ দেখিয়া ভয়ে কাঁপিয়া একখানা চেয়ারের উপর মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল; লর্ড ফ্লোরিমেল হয় ত কোন প্রতারণা বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই প্রতারণার সহকারী ভাবিয়া হয় ত তিনি সকলকেই শাস্তি দিবেন, সেই ভয়ে পাদ্রী পুরোহিত টৌরিয়স্ কলওয়েল চুপি চুপি গৃহ হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া পলাইলেন। এই অবসরে ফ্রেডারিক ড্রে সেই জলন্ত বাতী হস্তে লইয়া চৌকাঠের উপর হইতে নামিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, বাতীটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া লর্ড ফ্লোরিমেলের, কুমারী কারোলাইনের এবং মূর্চ্ছিতা পোষাকওয়ালীর মুখের দিকে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

মহাক্রোধে লর্ড ফ্লোরিমেলের সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, সজোরে কারোলাইনের হস্ত চাপিয়া ধরিয়া সগর্জ্জনে তিনি বলিলেন, "ও পরমেশ্বর!

এ'কি কাণ্ড! কারোলাইন! তুই মায়া করিয়া ছোক্‌রা চাকরের বেশ ধরিয়া এই প্রবঞ্চনা করিয়াছিস্‌! সেই অজ্ঞাত-রমণী ন্যূনাধিক পরিমাণে তোর এই প্রবঞ্চনায় সহায়তা করিয়াছে! উভয়েই তোরা একযোগ! আমি পাগল, আমি মূর্খ, কিছুই বুঝিতে পারি নাই! ও! আর একটা কথা আমার মনে পড়িতেছে;—আমার চিঠিপত্র, কাগজপত্র, মূল্যবান্‌ দলীলপত্র তুই চুরি করিয়াছিস্‌।"

সতেজে লর্ড বাহাদুরের মুখপানে কৃষ্ণনয়নের তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঘৃণার স্বরে কারোলাইন বলিল, "মি লর্ড! যদি আমি আপনার খানকতক সামান্য পার্চমেণ্ট গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাকে যদি আপনি চুরি বলেন, তবে ভাবুন দেখি, আপনি আমার উপর যে ভয়ঙ্কর ডাকাতী করিয়াছেন, উহার সঙ্গে কি সেই সামান্য চুরির তুলনা হয়?"

ক্রোধে ও বিস্ময়ে লর্ড ফ্লোরিমেল! বলিয়া উঠিলেন, "কি! তোর উপর ডাকাতী?"

কারোলাইন উত্তর করিল, "হাঁ আমার উপর ডাকাতী! আপনি আমার কুমারী-ধর্ম্ম অপহরণ করিয়াছেন, আপনি আমার সুখের আশা হরণ করিয়াছেন! অগ্রে মাথায় তুলিয়া শেষকালে পদতলে দলন করিয়াছেন! মঙ্গলের পনাকে আম প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়াছিলাম, সে আশায় জলাঞ্জলি হইল, আপনার ভালবাসা আমার পক্ষে অভিসম্পাত হইয়া দাঁড়াইল! প্রতিফল,—আমি আপনাকে আরো অধিক প্রতিফল দিব;—এখনও অনেক বাকী!"

তীব্রস্বরে এই কথা বলিয়াই কুমারী কারোলাইন যেন বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল, লর্ড ফ্লোরিমেল তাহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছিলেন, কিন্তু কারোলাইন বাহির হইয়াই দ্বারে চাবী বন্ধ করিল; গৃহমধ্যে লর্ড ফ্লোরিমেল কয়েদ্‌।

"ব্যাপারখানা কি?—কারোলাইন আবার কি করিতে চায়? আবার কি প্রতারণা তাহার মনে আছে?"—নিমেষমধ্যে লর্ড ফ্লোরিমেল মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন; কিন্তু নানাপ্রকার অনুমান করিয়াও কিছু মীমাংসা করিতে পারিলেন না। দ্বারের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন, বিবি ব্রেস্‌ শুইয়া শুইয়া হাঁপাইতেছে, তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিতেছে; বাতী হস্তে লইয়া, নিকটে দাঁড়াইয়া ফ্রেডারিক ড্রে ঘৃণা বিদ্বেষে

ঘন ঘন তাহার দিকে চাহিতেছে। ভাবগতিক দেখিয়া, ভয় পাইয়া লর্ড ক্লোরিমেল বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া কি বলিলেন, কিছু বুঝা গেল না।

একজন তৃতীয় ব্যক্তি গৃহমধ্যে আছে, ফ্রেডারিক এতক্ষণ তাহা ভুলিয়া গিয়াছে; এই সময় তাহার চমক হইল, লর্ড বাহাদুরকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল; কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ রব করিয়া গৃহমধ্যে ঘুরিতে লাগিল, হাতের বাতীটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল; গৃহ ঘোর অন্ধকারে আবৃত। লর্ড ক্লোরিমেল এবং বিবি ব্রেসের কর্ণে সেই কুকুররব প্রবেশ করিয়াছিল।

যে ঘরে সেই অজ্ঞাত-রমণী বন্দিনী, কারোলাইন ইত্যবসরে সেই ঘরের নিকটে গিয়া, দ্বারের চাবী খুলিয়া, চীৎকারস্বরে বলিল, "পলাও - পলাও!-- লেডী! যদি ধরা পড়িবার ভয় থাকে, তবে এই বেলা শীঘ্র পলাও।"

ঠিকা-গাড়ীতে আসিবার সময় অজ্ঞাত-রমণী যে পোষাক পরিয়া আসিয়াছিল, এই বাড়ীতে পৌঁছিয়া সে পোষাক ছাড়িয়া বিবাহের পোষাক পরিয়াছিল, এখন আবার পূর্ব্বপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া চঞ্চলস্বরে কারোলাইনকে জিজ্ঞাসা করিল, "হইয়াছে কি? আমার ভাগ্যে কিরূপ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা?"

কারোলাইন উত্তর করিল, "আমার ফিকিরটা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় নাই, আর একটু সময় পাইলেই আমি লর্ড ক্লোরিমেলের বনিতা হইতাম। আর এক সময়ে তোমার সহিত দেখা করিয়া সে সব কথা বলিব; এখন আমার এই মিনতি যে, যদি কেলেঙ্কার ভয় থাকে, তবে শীঘ্র পালাও!—শীঘ্র পলাও!"

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, কারোলাইনকে ধন্যবাদ দিয়া, অজ্ঞাত-সুন্দরী তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে নামিয়া আসিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যে বাক্সটি সে সঙ্গে আনিয়াছিল, যাহার মধ্যে কন্যাসজ্জার বসনগুলি রাখিয়াছিল, সে বাক্সটা তিনি সঙ্গে লইয়া গেলেন না।

ভয় দেখাইয়া, সেই স্ত্রীলোককে বিদায় করিয়া দিয়া কারোলাইন ওয়াল্‌টার দ্রুতগতি নিজের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিল; বিবাহ করিবার জন্য যে শুভ্র পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিল,তাহা ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া খুলিয়া ফেলিল, পূর্ব্ববৎ চাকরের উর্দ্দী পরিধান করিল; কিন্তু কয়েদীরা পাছে দ্বার ভাঙ্গিয়া বাহির হয়, সেই ভয়ে হাতে মুখে কৃষ্ণবর্ণ রঙ্গ মাখিতে পারিল না, দেরী হইলে পাছে ধরা পড়ে, ইহা ভাবিয়া শীঘ্র শীঘ্র সে বাটী হইতে পলাইয়া গেল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ভয়ঙ্কর খুনোখুনি।

সেই অন্ধকার গৃহে লর্ড ফ্লোরিমেল, বিবি ব্রেস্ এবং ফ্রেডারিক ড্রে উপস্থিত। হাতের বাতীটা কার্পেটের উপর ফেলিয়া দিয়াই ফ্রেডারিক নিজে আছাড় খাইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। গালিচার উপর ছট্‌ফট্ করিতে করিতে সেই লোকটা যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া বারংবার কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ গর্জ্জন করিতে লাগিল; এক একবার দাঁড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করে, তখনই আবার ঘুরিয়া পড়িয়া যায়, এই প্রকার অবসন্ন ভাব।

অন্ধকারে ঐরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা হওয়াতে লর্ড ফ্লোরিমেল ভয় পাইয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটা কে? ইহার হইয়াছে কি?"

স্ত্রীলোকের সম্মুখে পুরুষের ভয় পাওয়া বড় লজ্জার কথা, বিবি ব্রেস্ পাছে তাঁহাকে ভীত মনে করে, ইহা ভাবিয়া তিনি একটু সাবধান হইবার প্রয়াস পাইলেন, বিবি ব্রেস্ বুঝিয়া লইল, সত্য সত্যই ভয়।

লর্ড ফ্লোরিমেল যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ব্রেস্ বলিয়া উঠিল, "লোকটার কি রোগ হইল? পাগল হইয়া গেল! বেজায় পাগল!"

উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে বিবি ব্রেস্ ছুটিয়া ঘণ্টা বাজাইতে গেল, রজ্জু ধরিয়া এত জোরে টানিল যে, দড়ীটা ছিঁড়িয়া পড়িল।

ফ্লোরিমেল চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি করিলে? ঘণ্টার দড়ীটা ছিঁড়িয়া ফেলিলে?"

ব্রেস্ বলিল, "আরও ঘণ্টা আছে, তাহাই আমি বাজাইব।" এই বলিয়া দ্বিতীয় ঘণ্টার নিকটে গিয়া সে একটু সাবধানে দড়ী ধরিয়া টানিল, বলিতে লাগিল, "হায় হায়! ফ্রেডারিক পাগল হইয়া গিয়াছে! পাগল হইয়া গিয়াছে! প্রলাপ বকিতেছে! বকিতে বকিতে আমাদের সমস্ত গুহ্য কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিবে!"

প্রথমে যে ভয়টা আসিয়াছিল, তাহা একটু কমিলে লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "লোকটা যাহা প্রকাশ করিবে, তাহা আমি গ্রাহ্য করিব না; উহার কথায় আমার কিছুই হইবে না। দেখ বিবি ব্রেস্, এইমাত্র তোমরা যে চাতুরী খেলিলে, তাহার মধ্যে তুমিও আছ, সকলেই একযোগ।"

ব্রেস্ বলিল, "না না,—না মি লর্ড! আমি নির্দ্দোষী। ওঃ! লোকটা কি বকিতেছে! কত কথা বলিতেছে! কতই কাঁপিতেছে! সর্ব্বাঙ্গে টান ধরিতেছে! মি লর্ড আমি নির্দ্দোষী! আপনি যাহা ভাবিতেছেন, তাহা আমি নই, আপনার সহিত প্রতারণা আমি করি নাই। আপনি যেমন প্রতারিত হইয়াছেন, আমিও সেইরূপ প্রতারিত হইয়াছি।"

লর্ড বলিলেন, "পূর্ব্বে তোমাতে আমাতে যেরূপ সদ্ভাব ছিল, তাহা মনে করিয়া তোমার কথাতে আমার বিশ্বাস হইতে পারে, কিন্তু দোহাই পরমেশ্বর! আবার ঘন্টা বাজাও, নতুবা এখনই দরজা ভাঙ্গিয়া—"

ঠিক্ এই সময়ে সিঁড়িতে মানুষের পদশব্দ শুনা গেল। কাহারা উপরে উঠিয়া আসিতেছে। একটু পরেই দরজায় জোরে জোরে ধাকা; ঝন্ ঝন্ শব্দে দ্বার খুলিয়া গেল, বিবি ব্রেসের দুইজন চাকর প্রবেশ করিল। তাহারা রন্ধন গৃহে ছিল, ঘন ঘন ঘণ্টার ধ্বনি শুনিয়া ভয় পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

অবিলম্বে আলো জ্বালা হইল। ফ্রেডারিক ড্রে ভূতলে পড়িয়া ধড়ফড় করিতেছিল, সর্ব্ব শরীরে খেচুনি হইতেছিল, আগুন জ্বলিতেছিল, মুখখানা মরা মানুষের মতন—গলার শিরাগুলা রক্তশূন্য মোটা হইয়া উঠিয়াছিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া লোকটা হাত পা ছুড়িতেছিল, ঠিক্ যেন ধনুষ্টঙ্কার।

রোগীর অবস্থা দেখিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল আবার অত্যন্ত ভয় পাইলেন, সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া সে বাড়ী হইতে প্রস্থান করিলেন।

কাঁপুনিটা একটু থামিল; ফ্রেডারিক সে পুনর্ব্বার কুকুরের মতন ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। বিবি ব্রেসের ভয় আরও বাড়িয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল, লোকটা প্রলাপ বকিলে পাছে সেই গুপ্তহত্যার কথাগুলা বলিয়া ফেলে, বাবুর্চ্চিখানার পশ্চাতে পাথর চাপা গোরের কথা পাছে প্রকাশ করে, সেই ভয়ই অধিক। সে তখন দুইজন চাকরকে বলিল, "তোমরা দুইজনে ধরাধরি করিয়া এই রোগীকে নিকটের শয়ন ঘরে লইয়া চল। তাহারা তাহাই

করিল। ব্রেস্ বলিল, "তবে তোমরা এখন চলিয়া যাও, আমি এখনকার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিব।" এক জন চাকর বলিল, "ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে হইবে কি?" ব্রেস্ সে কথায় 'না' বলিতে সাহস করিল না, সুতরাং ডাক্তার ডাকিবার আদেশ দিল। চাকরেরা চলিয়া গেল।

পোষাকওয়ালী একটু নিশ্চিন্ত হইল, রোগীটাকে তুলিয়া বিছানার উপর শুয়াইল, তাহার পিপাসা হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, এক গ্লাস জল তাহার মুখের কাছে ধরিল। জল দেখিয়াই সর্ব্বাঙ্গ কাঁপাইয়া, বিকট চীৎকার করিয়া, ফ্রেডারিক সক্রোধে এক ধাক্কা মারিয়া জলের গ্লাস শুদ্ধ বিবি ব্রেসের হাতখানা ঠেলিয়া ফেলিল।

সেই সময়ে তাহার যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইল, তাহা অতীব ভয়ঙ্কর। সর্ব্বশরীরে টঙ্কার, চক্ষু স্থির, কণ্ঠে ঘড় ঘড় শব্দ, জিব বাহির হইয়া পড়িল, মুখে গাঁজা ভাঙ্গিতে লাগিল; গলায় ফাঁসী দিলে যেমন যন্ত্রণা হয়, সেইরূপ যন্ত্রণা প্রকাশ। পরক্ষণেই প্রলাপ! লোকটা গোঁ গোঁ করিয়া কাতর-বচনে বলিতে লাগিল, "দোহাই! আমাকে খুন করিও না! সেই পাথরের নীচে আমার এই দেহটা গোর দিও না!"—এই সব কথা বলিতে বলিতে সে যেন তখন বিছানার উপর কুণ্ডলী পাকাইল; পৃষ্ঠে লাঠী মারিলে সর্প যেমন কুণ্ডলী পাকায়, সেইরূপ কুণ্ডলী।

বিবি ব্রেস্ হতবুদ্ধি হইয়া গেল; কি করিবে, কি হইবে, শেষে কি দাঁড়াইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একবার ভাবিল, বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিলে ভাল হয়; আবার ভাবিল, ডাক্তার ডাকিতে লোক পাঠান হইয়াছে, ডাক্তার আসিবে, আসিয়াই অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিবে, কিসে মরিল; ইহা ভাবিয়া বিষ খাওয়াইতে সাহস করিল না, কিন্তু মারিয়া ফেলিবার ইচ্ছাটা বলবতী রহিল। এতক্ষণ বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে, তজ্জন্য আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। উদাস-নয়নে অভাগিনী গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিসঞ্চালন করিল, কি উপায়ে এই দারুণ যন্ত্রণা দূর হয়, তাহাই যেন অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কোন উপায় খুঁজিয়া পাইল না। খুন করিতে সাহস হইল না, প্রকাশ হইবার ভয়, বাঁচাইয়া রাখিতেও সাহস হইল না;—লোকটা যদি প্রলাপোক্তির সময় পূর্ব্বখুনের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে; নিশ্চয়ই ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে। দুই দিকেই জীবন-সঙ্কট। নরহত্যার অপরাধ! ঈশ্বরের দণ্ড নিকটবর্ত্তী হইতেছে!

পাপীয়সী হত্যাকারিণী চতুর্দ্দিকে যেন কবরের মূর্ত্তি—নরকের মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিল! বিষম বিভীষিকা!

হতভাগিনীর প্রাণে তখন যে প্রকার নিদারুণ যন্ত্রণা, পৃথিবীর কোন ভাষায় তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। তাহার উপপতি বিছানার উপর ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, তাহাকে যেন ভূতে পাইয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞান যাইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প চৈতন্য আসিতেছে। পাপিনী বিবর্ণ-বদনে নিকটে দাঁড়াইয়া সেই ভীষণ দৃশ্য অবলোকন করিতেছে; মুখের স্বাভাবিক বর্ণ এককালে বিলুপ্ত।

অবশেষে ফ্রেডারিক ড্রে একটু স্থির হইল, খিঁচুনী একটু থামিল, কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান আসিল না। বিবি ব্রেস্ নিকটেই ছিল, ফ্যাল-ফ্যাল-চক্ষে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল,—কিন্তু চিনিতে পারিল না; চিনিতে না পারিলেও সেই মূর্ত্তি দেখিয়া ঘৃণা, আতঙ্ক ও অবিশ্বাসের আবির্ভাব।

রোগীর যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময় ধীরে ধীরে গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, এক জন চাকরের সহিত ডাক্তার সাহেব প্রবেশ করিলেন। বিবি ব্রেসের কিংবা তাহার দোকানের কিঙ্করীদের অসুখ হইলে পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা করিতেন। রোগীর বিছানার নিকটে উপস্থিত হইয়া ডাক্তার সাহেব অবস্থা দর্শন করিলেন, নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, তাঁহার ভয় হইল; চাবুক মারিলে কুক্কুর যেমন কাঁপিয়া উঠে, ডাক্তার একবার সেইরূপে কাঁপিলেন; বিষম সন্দেহে এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিলেন। ডাক্তারকে দেখিয়া ফ্রেডারিক ড্রে আবার পূর্ব্বের ন্যায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া শয্যার উপর ঘুরিতে আরম্ভ করিল; খাটখানা পর্য্যন্ত ক্যাঁচ্—কোঁচ্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

শয্যার নিকট হইতে একটু সরিয়া আসিয়া ডাক্তার সাহেব রোগীর মশারি ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন, তাঁহার মুখ দেখা না যায়, সেই ভাবে সাবধান হইয়া দাঁড়াইয়া, ইসারা করিয়া বিবি ব্রেস্‌কে নিকটে ডাকিলেন, চুপি চুপি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, রোগের যেরূপ যেরূপ লক্ষণ দেখিয়াছিল, যতদূর পারিল, সেই সকল কথা বিবি ব্রেস্ এক এক করিয়া সংক্ষেপে সংক্ষেপে বলিল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোগ হইবার পূর্ব্বে এই ব্যক্তি কোন প্রকার আঘাত পাইয়া ছিল কি না?"

ব্রেস্ উত্তর করিল, "তাহা আমি জানি না।"

ডাক্তার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কোন রকম কুকুর পোষা আছে কি না ?"

ব্রেস্ উত্তর করিল, "না,—কুকুর রাখে না ; কুকুরজাতিকে আসলেই দেখিতে পারে না।"

ডাক্তার সাহেব তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ব্বে কখনও ইহাকে কোন কুকুরে দংশন করিয়াছিল কি না, তাহা তুমি জানো ?"

সাজ্ঘাতিক আতঙ্কে কম্পিত হইয়া বিবি ব্রেস্ বলিয়া উঠিল, "ও পরমেশ্বর! হাঁ,—একদিন একটা কুকুর আমার খাটের নীচে লুকাইয়াছিল, এই ব্যক্তি তাহাকে তাড়া করাতে সেই কুকুর ইহার বাহুমূলে আঁচড়াইয়া দিয়াছিল, সেই কথা এখন আমার মনে পড়িতেছে।

গম্ভীর-বদনে গম্ভীর-স্বরে ডাক্তার বলিলেন, "তবে আর ইহার জীবনের আশা নাই ; অল্পক্ষণের মধ্যেই ইহার প্রাণ যাইবে। দেখ, ভরসায় বুক বাঁধো ;—শৃগাল-কুকুর-দংশনে জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যু বড় ভয়ঙ্কর ; মৃত্যুর পূর্ব্বে ভয়ানক যন্ত্রণা হয়। ক্ষণকালমধ্যেই সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য তোমাকে দেখিতে হইবে।"

বিবি ব্রেসের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল ; কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, "উঃ! তবে তো মহা ভয়ঙ্কর রোগ!"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, মহা ভয়ঙ্কর! সাজ্ঘাতিক!—জলাতঙ্ক রোগ! পৃথিবীর কোন চিকিৎসায় ইহার প্রাণরক্ষা হইবে না,—শীঘ্রই মরিবে।"

কম্পিত-হস্তে ডাক্তারের হস্ত ধারণ করিয়া শঙ্কিতা পোষাকওয়ালী কম্পিতস্বরে বলিল, "ডাক্তার!—ডাক্তার! আমার তো কোন বিপদ্ হইবে না ? চিকিৎসার জন্য আমি সর্ব্বদা উহার কাছে থাকি, আমাকে যদি কামড়ায় কিংবা উহার মুখের লাল যদি আমার গায়ে লাগে, তাহা হইলে আমি তো মরিয়া যাইব না ?"

ডাক্তার বলিলেন, "না,—তাহাতে তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না, কোন ভয় নাই—দেখ দেখ,রোগী আবার সেইরূপ ছট্‌ফট্ করিয়া কম্পিত হইতেছে। আপাততঃ আমি একটা ঔষধ দিব, শীঘ্রই আমি আবার ফিরিয়া আসিতেছি।"

যে ঔষধ দরকার, সেই ঔষধ আনিবার জন্যই ডাক্তার সাহেব অবিলম্বে তথা হইতে চলিয়া গেলেন, নিকটেই তাঁহার বাড়ী, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন,

এইরূপ কথা রহিল। ডাক্তারের অনুপস্থিতিকালে রোগীর অঙ্গে পুনর্ব্বার খেঁচুনী! আবার ভেউ ভেউ রব! আবার প্রলাপ! এক একবার কাতর বচনে বিবি ব্রেস্‌কে সে বলিতে লাগিল,—"আমাকে খুন করিও না!" এক একবার বিকট-স্বরে গালাগালি দিয়া বলিতে লাগিল, "পরমেশ্বর তোকে উচিতমত শাস্তি দিবেন!"—এক একবার বলিল, "না না, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিব না!"

ডাক্তার যখন ফিরিয়া আসিলেন, রোগীর খেঁচুনী তখন একটু থামিয়াছিল, জোর করিয়া, ভয় দেখাইয়া, ধমক দিয়া, ডাক্তার তাহাকে একমাত্রা অহিফেন খাওয়াইয়া দিলেন। ক্ষণমধ্যে অহিফেন ধরিল, রোগী ঘুমাইয়া পড়িল। স্বচ্ছল নিদ্রা। তখনই আবার জাগিয়া উঠিল। বিবি ব্রেস্‌কে সম্বোধন করিয়া ডাক্তার বলিলেন, আর একবার আর একমাত্রা ঔষধ খাওয়াইয়া দিও। যদি তুমি সহজে খাওয়াইতে না পার, তৎক্ষণাৎ আমাকে খবর দিও। মনে রাখিও, ঔষধটা দেওয়া হইতেছে কেবল উহার পরলোকে যাওয়ার পন্থা পরিষ্কার করিবার জন্য, ইহলোকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য নয়। কেহই উহাকে বাঁচাইতে পারিবে না; কাহারও সাধ্য নাই।"

ডাক্তার আবার চলিয়া গেলেন; বলিয়া গেলেন, "রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে যদি আমি খবর না পাই, তাহা হইলে দুই প্রহরের সময় আমি আবার আসিব।"

ডাক্তার বিদায় হইবার পর বিবি ব্রেস্ রোগীর শয্যার নিকটে বসিয়া, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া আপন মনে বলিল, 'আর আমি তোমাকে ডাকিব না।' অতঃপর নিদ্রিত রোগীর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া মৃদুগুঞ্জনে পুনর্ব্বার বলিল, 'আমার গ্রহদেবতারা সুপ্রসন্ন, লোকটা মরিতেছে, আমাকে আর একটা খুন করিতে হইল না!'

এইরূপ স্বগত উক্তি করিয়া ভয়াতুরা বিবি ব্রেস্ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বের সমস্ত ঘটনা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। যখন তাহার নবযৌবনের সঞ্চার, সেই সময় অবধি কেবল কুপথে তাহার মতি, সঙ্গদোষে মদ্যপান, ব্যভিচার এবং নানাবিধ কুক্রিয়ায় তাহার নিয়ত অভ্যাস; সেই সকল দুষ্কার্য্যের ফলে এখন তাহার এই প্রকার দুর্দ্দশা। যৌবনে তাহার রূপের ছটা অনেক লোকের চিত্ত হরণ করিয়াছিল, রূপের গরবে সে তখন পৃথিবী সরা জ্ঞান করিত, অহঙ্কারে মাটীতে পা পড়িত না, কাহাকেও গ্রাহ্য

করিত না, উপরে যে একজন আছেন, একবারও তাহা ভাবিত না, শেষে কি হইবে, ভ্রমেও তাহা চিন্তা করিত না; এখন একটা রোগীর শয্যাপার্শে বসিয়া সম্মুখে ঘোর নরক দর্শন করিতেছে, মহাপাপ যেন হাঁ করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, রোগীটা মৃত্যুযাতনায় বিছানার উপর ধড়ফড় করিতেছে, দেখিয়া দেখিয়া তাহার প্রাণ ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিতেছে। হায়! সে যদি ধর্ম্মপথে থাকিত, পাপের পথে যদি পদার্পণ না করিত, তাহা হইলে মনের সুখে সংসারে মানগৌরবে দিনযাপন করিতে পারিত। পূর্ব্ব-অবস্থার যত কথা তাহার স্মরণ হইল, একে একে তৎসমস্ত চিন্তা করিয়া মনের আগুনে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

পাপচিন্তায় পাপীয়সী এইরূপ বিহ্বলা, ফ্রেডারিক ড্রে হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। শয্যাকণ্টক; শরীরে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক খেঁচুনী; মুখে ফেনপুঞ্জ, চক্ষু দুটা যেন বাঘের চক্ষের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, মুখখানা ফুলিয়া উঠিল, গোঁ গোঁ করিয়া প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। তাহার তখনকার অবস্থা দর্শন করিয়া স্থির হইয়া থাকা একেবারেই অসাধ্য।

বিকট-স্বরে লোকটা বলিতে লাগিল, "ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! আমাকে ছেড়ে দাও! উঃ! পিশাচ!—পিশাচ!—নরকের পিশাচ! আর মারিও না! পিশাচেরা আমাকে বাঁধিয়াছে, জ্বলন্ত লৌহদণ্ড প্রহার করিতেছে! উঃ! মাথা ভাঙ্গিয়া গেল! ভাঙ্গিয়া গেল! বুক পুড়িয়া গেল!—লোহার শীক পুড়াইয়া আমার চক্ষু টানিয়া বাহির করিল!—উঃ!—কালসর্প!—বড় বড় কালসর্প ফণা বিস্তার করিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরিয়াছে!—উঃ! ছেড়ে দাও!—দেড়ে দাও!—আর আমি সহ্য করিতে পারি না!—উঃ!—পিশাচেরা আমাকে টানিয়া নরককুণ্ডে ফেলিতেছে!—উঃ!—মরামানুষ! মরামানুষ!—উহাদিগকে এখান হইতে লইয়া যাও! লইয়া যাও! আমি খুন করি নাই; আমি উহার গলায় ফাঁসী দিয়া মারি নাই; কে এমন কথা বলে?—না,—না,—আমি না,—আমি খুন করি নাই!—এই পোষাকওয়ালী,—এই বিবি ব্রেস্! এই স্ত্রীলোক,—এই পোষাকওয়ালী নিজে খুন করিয়াছে! আমাকে লোভ দেখাইয়াছিল; আমি সেই দেহটা রন্ধনগৃহের পশ্চাতে পাথর-চাপা দিয়া গোর দিয়াছি;—এই বিবি ব্রেস্! এই স্ত্রীলোককে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, ইহার উপর আমার লালসা ছিল! ইহাকে আমি সম্ভোগ করিয়াছিলাম;—এখন

ইহাকে ঘৃণা করি।—লইয়া যাও;—লইয়া যাও—আর একটা খুন!—ছুইটা খুন!—দুইটাকেই এক জায়গায় গোর দিয়াছে;—সেইখানে তোমরা সেই দুটা দেহ দেখিতে পাইবে!"

রোগীটা হঠাৎ থামিল, আর কথা বুঝা গেল না, সে আবার কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ রব করিতে লাগিল। বিবি ব্রেস্ এতক্ষণ অবাক্ হইয়া সভয়-নয়নে রোগীর মুখপানে চাহিয়া ছিল, সহসা চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল, সম্মুখে ডাক্তার সাহেব।

ব্রেস্‌কে সম্বোধন করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "পূর্ব্বেই আমি তোমাকে বলিয়া গিয়াছি, শেষটা বড়ই ভয়ঙ্কর দাঁড়াইবে। চক্ষের উপরই এখন তাহা দেখিতে পাইতেছ।"

বিবি ব্রেস্ চেয়ারের উপর বসিয়া নীরবে ফ্যাল-ফ্যাল-চক্ষে ডাক্তারের মুখপানে চাহিয়া ছিল। ভয় পাইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ডাক্তার সাহেব পুনর্ব্বার বলিলেন, "ভয় পাইও না। হায় হায়! মানব-প্রকৃতির পরিণাম এই প্রকার। মানুষ—নশ্বর মানুষ—দাম্ভিক মানুষ বৃথা অভিমান করে, আত্ম-গৌরবে অন্ধ হয়, কিন্তু শেষকালে সকলেরই এই দশা!"

কম্পিতকণ্ঠে বিবি ব্রেস্ অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, "রোগী একটু পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিতেছিল, তাহা কি আপনি শুনিতে পান নাই?"

ডাক্তার উত্তর করিলেন, "হাঁ, শুনিয়াছি। প্রলাপের সময় বিকারগ্রস্ত রোগীরা ঐ রকম অনেক কথা বলে। মিথ্যা কল্পনায় নিজের পাপ স্বীকার করে, অপরের নামেও মিথ্যা দোষ দেয়। শুনিয়া শুনিয়া আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, প্রলাপের কথা কদাচ সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।"

লোকটা শীঘ্রই মরিবে, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া উচ্চকণ্ঠে বিবি ব্রেস্ বলিয়া উঠিল, "ওঃ! সত্যই কি এই রকম হয়?"

রোগী আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, "লইয়া যাও—লইয়া যাও,—মাগীকে এখান হইতে লইয়া যাও!—ঐ মাগী আমাকে শিখাইয়া দিয়াছিল,—ঐ মাগী আমাকে গোর দিতে বলিয়াছিল,—ঐ মাগী আমাকে একটা খুন করিতে বলিয়াছিল;—কিন্তু প্রথম খুনটা ঐ মাগী নিজ হস্তেই—"

সজোরে কম্পিত-হস্তে ডাক্তার সাহেবের বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক পাপীয়সী মৃদু কম্পিতকণ্ঠে অনুরোধ করিল, "দোহাই পরমেশ্বর! রোগীটাকে আপনি আর এক মাত্রা আফিং খাওয়াইয়া দিন। কথা কহিবার সময়

তাহার মুখখানা ডাক্তারের মুখের দিকে উঁচু হইয়াছিল, সেই পাণ্ডুবর্ণ মুখ দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য ডাক্তার একটু ভয় পাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই দিতেছি; শিশিটা আমাকে দাও।"

বিবি ব্রেস্ অহিফেনের শিশিটা ডাক্তারের হাতে দিল, ডাক্তার তাহা লইয়া রোগীর মুখের কাছে ধরিতেছিলেন, এমন সময় ফ্রেডারিক ড্রে কাঁপিয়া কাঁপিয়া দুইখানা হাত ছুড়িল, ধাক্কা লাগিয়া ডাক্তারের হস্ত হইতে সেই শিশিটা দূরে ঠিক্‌রাইয়া পড়িল।

ব্রেসের দিকে কুটিল-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, এক হস্ত বিস্তারে তাহাকে দেখাইয়া দিয়া, সক্রোধে রোগীটা আবার বলিতে লাগিল, "তাহারা আমাকে ফাঁসী দিতে পারিবে না, —তাহারা আমাকে ফাঁসী-কাষ্ঠে তুলিতে পারিবে না, —তাহারা আমার মাথায় নাইট্ ক্যাপ পরাইতে পারিবে না,—তাহারা আমার গলায় ফাঁস-দড়ী বাঁধিতে পারিবে না,—আমি নির্দ্দোষী,—এই মাগী প্রথম লোকটাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছে, —দ্বিতীয় লোকটাকে ফাঁসে জড়াইয়া মারিবার সময় আমাকে দড়ী টানিতে বলিয়াছিল, —তাহার পর একখান পাথর চাপা দিয়া দুইটাকে বাবুর্চ্চীখানার পশ্চাতে গোর দেওয়া হইয়াছে,— একদিনে দুটা খুন হয় নাই,—এক দিনেই দুইটা গোর হয় নাই,—কিন্তু এক জায়গায় একটা গোরে দুটো মানুষ পাথর-চাপা আছে।"

পুনর্ব্বার সজোরে ডাক্তারের বাহু আকর্ষণ করিয়া বিবি ব্রেস্ মিনতি-বচনে বলিতে লাগিল, "মহাশয়!—ডাক্তার! প্রিয়বন্ধু! -আপনি শীঘ্র শীঘ্র ঐ লোকটার বাক্‌শক্তি লোপ করিয়া ফেলুন! তাহা না হইলে আমি পাগল হইয়া যাইব!"

আবার রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ধনুষ্টঙ্কার; সে আবার বলিতে লাগিল, "কাল-সর্প!—সেই কালসর্পেরা ফণা বিস্তার করিয়া আবার আমার সর্ব্বাঙ্গে বেষ্টন করিতেছে,—আরো জোরে পেষণ করিতেছে;—পিশাচ—নরকের পিশাচেরা আমার অঙ্গে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে, আমার সর্ব্বশরীর পুড়িয়া যাইতেছে!—পিশাচেরা আমাকে ফাঁসী-কাষ্ঠে তুলিতেছে,—মঞ্চের উপর তুলিতেছে!—সাদা টুপী মাথায় পরাইয়াছে—গলায় ফাঁস বাঁধিতেছে।— ওঃ! অর্গল খুলিয়া গেল—শোনো! রসো,—থামো!—এক নিমেষ—কেবল এক নিমেষমাত্র—আমি স্বীকার করিলাম- স্বীকার করিয়াছি—তবু আমাকে ফাঁসী দিবে?- পাদ্‌রী—শোন—একটা শাবল দাও—দ্বিতীয় মহলের

পশ্চাতের বাবুর্চ্চীখানার পশ্চাদ্দিকে যাও,—মাঝখানে একখানা পাথর আছে—পাথরখানা উঠাইয়া ফেলো—গভীর—গভীর—খুব গভীর—গহ্বরের ভিতর—দেখিতে পাইবে—দুইটা খুন—দুইটা মৃত দেহ গোর দেওয়া—আছে—ঐ—ঐ—ঐ—তক্তাখানা সরিয়া গেল—পড়িলাম,—অর্গল বন্ধ হইল—যন্ত্রণা—বেদনা—আগুন—হা পরমেশ্বর!"

কথা কহিতে কহিতে পুনর্ব্বার রোগীটার সর্ব্বশরীরে ভয়ানক খেঁচুনী ধরিল, দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু উর্দ্ধে উঠিল, নিমেষমাত্রেই পাপ-প্রাণ বহির্গত।

এই ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিয়া পাপীয়সী বিবি ব্রেস্ অর্দ্ধ জ্ঞান হারাইয়া আরাম-চেয়ারের উপরে ঢলিয়া পড়িল, ডাক্তার সাহেব তাহার কাণের কাছে দুইবার বলিলেন, "মরিয়াছে—মরিয়াছে রোগীটার শেষ-নিশ্বাস বহির্গত হইয়াছে।" পাপিনী তখন বুঝিল, খুনের বানিকার ইহলোক হইতে চলিয়া গেল, আর সে তাহাকে উৎপীড়ন করিতে আসিবে না, সে পক্ষে এক রকম বাঁচা গেল, তাহার বুকের উপর হইতে যেন ভারী একটা বোঝা নামিয়া গেল, মহা এক দায় হইতে সে যেন খালাস পাইল।

"খালাস পাইলাম," এইরূপ ধারণা হওয়াতে হত্যাকারিণী কথঞ্চিৎ সাহস অবলম্বন করিল, সেই সঙ্গে একটা উপস্থিতবুদ্ধি যোগাইল, চক্ষু ঘুরাইয়া আতঙ্কে আতঙ্কে সেই মৃতদেহের দিকে একবার চাহিল, মুখ বিকট, জিহ্বা বহির্গত, অধরোষ্ঠের দুই পার্শ্বে রক্তাক্ত ফেনপুঞ্জ, চক্ষু যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে! সেই বিকট মুখ দর্শন করিয়া সজ্ঞান পাপকারিণীর সর্ব্ব-শরীর কম্পিত হইল।

চকিতনেত্রে ডাক্তারের মুখপানে চাহিয়া পাপীয়সী দেখিতে লাগিল, জলাতঙ্করোগে পাগল হইয়া রোগীটা মৃত্যুকালে যে সকল ভয়ঙ্কর প্রলাপ উক্তি করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া ডাক্তারের মনে কিরূপ ধারণা হই-য়াছে, চাহিয়া চাহিয়া তাহাই পরীক্ষা করিল, অবশেষে বলিল, "মরণকালে লোকটা ভয়ানক রাগিয়া উঠিয়াছিল।"

ডাক্তার বলিলেন, "এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার আমি অতি অল্প স্থানেই দর্শন করিয়াছি, কদাচিৎ এমন ভয়ঙ্কর ঘটনা শ্রবণ করিয়াছি।" ডাক্তা-রের কথাগুলি শুনিবার সময় বিবি ব্রেসের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাঁহার মুখের উপরেই নিক্ষিপ্ত ছিল, মুখের ভাব দেখিয়া সে বুঝিয়া লইল, কোন প্রকার সন্দেহের

লক্ষণ নাই ; রোগীর প্রলাপের একটা কথাও সত্য বলিয়া ডাক্তারের বিশ্বাস হয় নাই।

লোকটা মরিল বলিয়া কতই যেন দুঃখ হইল, হৃদয়ে কতই যেন বেদনা লাগিল, কপট ভঙ্গীতে ও কণ্ঠস্বরে সেই ভাব জানাইয়া বিবি ব্রেস্ বলিল, "মৃত্যুর পূর্ব্বে লোকটার অন্তরে কতই ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ভাবের উদয় হইয়াছিল,—যন্ত্রণার আবেগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবল হইয়াছিল।"

ডাক্তার বলিলেন, "বিকারগ্রস্ত রোগীদের প্রলাপে সচরাচর ঐরূপই হইয়া থাকে। মনে মনে যে সকল ভীষণ-মূর্ত্তি তাহারা কল্পনা করে, মরণ কালে চক্ষের নিকটে যেন সেই সকল বিভীষিকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তবে মেম সাব্! এখন আর আমার এখানে কোন কাজ নাই, আমি এখন বিদায় হইতে পারি, সেলাম।"

বিবি ব্রেস্ ডাক্তারের পাণিমর্দ্দন করিলেন, ডাক্তার বিদায় হইলেন। আপন বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া পাপীয়সী এক গ্লাস ব্রাণ্ডী পান করিল, অনন্তর একখানা চেয়ারে বসিয়া সেই স্মরণীয় রজনীর সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক চিন্তা করিতে লাগিল। রাত্রি দুই প্রহর অতীত।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রিগ্‌ডেনের আফিস।

লর্ড ক্লোরিমেলের সহিত কারোলাইনের বিবাহ হইবার সকল যোগাড় হইলেও শেষ রক্ষা হয় নাই, পাঠক মহাশয় তাহা অবগত আছেন; কারোলাইন সে অংশে সিদ্ধমনোরথ না হইয়া বিবি ব্রেসের বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াছিল। তত রাত্রে বিবাহের কন্যার পোষাক পরিয়া লণ্ডনের সদর রাস্তায় বাহির হওয়া যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করে নাই, সুতরাং পূর্ব্বে যে ছদ্মবেশ ছিল, সেই বেশ ধারণ করিয়া—চাকরের উর্দ্দী পরিয়া বাহির হয়। অধিকিন্তু নারীবেশে বাহির না হইবার আর একটা কারণ,—ধাত্রী লিণ্ডসের খুনের পর ঐ কারোলাইনকে খুনী আসামী বলিয়া ধরা হইয়াছিল, পুলিস-কনষ্টেবল পিটার গ্রম্‌লীর সহিত যোগ করিয়া একটা ঘরের জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িয়া কারোলাইন অদৃশ্য হয়; সেই জানালার নীচে টেমস নদী, রাষ্ট্র হইয়াছিল, কারোলাইন নদীতে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে; বাস্তবিক মরে নাই, হিন্দুস্থানী বালক সাজিয়া লুকাইয়া ছিল। অবস্থাগত প্রমাণে অনেকের মনে সন্দেহ—কারোলাইন খুন করিয়াছিল। এই রাত্রে সেই কারণে নারীবেশে বাহির হইতে কারোলাইনের ভয়; চিনিতে পারিয়া পুলিসের লোক পাছে ধরে, সেই ভয়ে বালকবেশ।

কারোলাইনের সঙ্গে কিছু টাকা ছিল, লর্ড ক্লোরিমেলের নিকটে চাকরী করিবার সময় যাহা জমাইয়াছিল, তাহা খরচ করে নাই; বিবাহের বন্দোবস্তের জন্য কিয়দংশ খরচ করিয়াছিল, বাকী টাকা তাহার কাছেই আছে, রাস্তায় বাহির হইয়া খানিক দূর গিয়া একখানা কাপড়ের দোকানের কাছে দাঁড়াইল। রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে, দোকান বন্ধ হইয়াছিল, কারোলাইন সেই দোকানের দরজায় করাঘাত করিল, দোকানী দ্বার খুলিয়া দিল, তাহাকে দেখিয়াই কারোলাইন জিজ্ঞাসা করিল, "কয়েক মাস পূর্ব্বে একজন কৃষ্ণবর্ণ ছোকরা তোমার দোকান হইতে বেদিনীর সজ্জা কিনিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহা তোমার মনে পড়ে?"

দোকানী একজন স্ত্রীলোক। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কয়েক মাস

পূর্ব্বে কভেণ্ট গার্ডন থিয়েটারে যে সময় নাট্যরঙ্গক্রীড়া হয়, সেই সময়ের কথা ?"

কারোলাইন বলিল, "হাঁ, সেই সময়ের কথা। তবে তুমি অবশ্যই আমাকে চিনিতে পারিয়াছে।"

দোকানী বলিল, "হাঁ, ঠিক চিনিয়াছি। সেই কৃষ্ণবর্ণ ছোকরা চাকরটি একটি সুন্দরী যুবতী, তাহাকে আমি সাজাইয়া দিয়াছিলাম, তুমি আমাকে অনেক টাকা দাম দিয়াছিলে, সেই জন্য আমার বেশ মনে আছে। তোমার মুখখানি আমার বেশ চেনা। আজ তোমার কি দরকার ?"

সেই কথা শুনিয়া কারোলাইন দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল, নির্জ্জনে দোকানীকে বলিল, "তুমি আমাকে পূর্ব্বে কৃষ্ণবর্ণ ছোকরা চাকরের ছদ্মবেশে দেখিয়াছিলে, তুমি আমাকে বেদিনী সাজাইয়া দিয়াছিলে, এখন কি রকম পোষাকে তুমি আমাকে শুভ্রবর্ণ ছোকরা সাজাইয়া দিতে পার ?"

দোকানী বলিল, "তুমি একটু বেঁটে আছ ; তোমার মুখে অল্প অল্প গোঁপের রেখা দিয়া যদি আমি গালপাট্টা পরাইয়া দিই, তাহা হইলে তোমাকে ঠিক একটি সেনাদলের আফিসারের মত দেখাইবে।"

কারোলাইন বলিল, "না না, আমি আফিসার সাজিব না ; আমি বেঁটে মানুষ, গোঁফ গালপাট্টা পরিলে আমাকে মানাইবে না, তামাসা ভাবিয়া সকল লোকে আমার মুখপানে চাহিয়া থাকিবে।"

দোকানি বলিল, "তবে তোমাকে জাহাজের নাবিক সাজাইব, নীল পোষাক পরাইব, কাণের নীচে মাঝারি ধরণের জুল্‌পী আঁটিয়া দিব, বেশ দেখাইবে ; তখন আর তোমার দিকে কাহারও নজর পড়িবে না, কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহ আসিবে না।"

কারোলাইন বলিল, "তবে তাহাই কর। সে রকম পোষাক কি তোমার প্রস্তুত আছে ? শীঘ্র আমার দরকার।"

দোকানী উত্তর করিল, প্রস্তুত না থাকিলে ও কথা আমি বলিতাম না, প্রস্তুত আছে।"—এই বলিয়া একটা পরচুলা ও জুল্‌পীর বাক্স খুলিয়া দেখাইয়া দোকানী আবার বলিল, "যাহার মুখে কখন ক্ষুর উঠে নাই, তাহার পক্ষে এই রকম জুল্‌পী বেশ সাজিবে। যেটা তোমার ইচ্ছা, বাছিয়া লও।"

কারোলাইন এক জোড়া জুল্‌পী বাছিয়া লইল, উর্দ্দীও মনোনীত করিল। দোকানী তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গিয়া নাবিক সাজাইল,

গঁদের আঠা দিয়া জুলপী আঁটিয়া দিল। দিব্য মূর্ত্তি প্রকাশ হইল। কারোলাইনের অনুরোধে দোকানী একখানা কাঁচি দিয়া তাঁহার দীর্ঘ দীর্ঘ কেশগুলি খুব ছোট করিয়া কাটিয়া দিল। কারোলাইন তখন দর্পণে মুখ দেখিয়া একটু হাসিল; এমন সুন্দর সজ্জা হইয়াছে যে, চেনা লোকে ভাল করিয়া দেখিলেও, পুরুষ কি নারী, চিনিতে পারিবে না, নাবিক-বেশে দেখাইল যেন একুশ বৎসর বয়স।

দোকানীকে প্রচুর মূল্য প্রদান করিয়া কারোলাইন তথা হইতে বাহির হইল, নিকটের একটা কাফিখানায় প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের সামগ্রী ও দোয়াত, কলম, কাগজের জন্য আদেশ প্রদান করিল। সরাইওয়ালা তৎক্ষণাৎ তাহাই যোগাইল; কারোলাইন সেইখানে জলযোগ করিয়া দুইখানা চিঠি লিখিল;—একখানা বেলেগুন-নিকেতনের মার্শনেসের নামে, একখানা বো-ষ্ট্রীট পুলিসের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে। চিঠি লেখা সমাপ্ত হইল শিরোনাম দিয়া, শীল করিয়া, ষ্টাম্প লাগাইয়া সে সেই চিঠি দুইখানা লইয়া কাফীঘর হইতে বাহির হইল; নিকটস্থ ডাকঘরে চিঠি দুখানা ফেলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার সেই কাফীঘরে ফিরিয়া গেল; সেখানকার লোকদিগকে বলিল, "রাত্রে আমি এইখানে থাকিব, একটা শয়নগৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া দাও।"—শয্যা প্রস্তুত হইল, কারোলাইন শয়ন করিল।

পরদিন বেলা ১০টার সময় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কারোলাইন ওয়াল্টার ছদ্ম নাবিকবেশে পূর্ব্বকথিত উকীল মিঃ রিগ্‌ডেনের বাটীতে চলিল। বাহিরের আফিস-ঘরে প্রবেশ করিয়া কেরাণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "উকীল সাহেব আফিসে আছেন কি?" আফিসের হেডক্লার্ক অন্যমনস্ক হইয়া একখানা দলীল নকল করিতেছিলেন, প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া এক জনকে ডাকিয়া বলিলেন, "আলফ্রেড! কর্ত্তার কাছে গিয়া বল, একজন নাবিক ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার হাতে যদি এখন কোন কাজ না থাকে, তাহা হইলে নিকটে যাইতে পারেন।"

আলফ্রেড সেই উকীল সাহেবের একজন ছোকরা চাকর, বয়স অনুমান সপ্তদশ বৎসর, বেশ বুদ্ধিমান্, খুব চালাক; হেড ক্লার্ককে সে বলিল, "আপনি জানেন, হিসাব লইয়া আজ প্রাতঃকাল অবধি তিনি বড় ব্যস্ত আছেন, হুকুম দিয়া রাখিয়াছেন, এ সময় কেহ যেন তাঁহাকে বিরক্ত না করে।"

হেডক্লার্ক বলিলেন, "ওঃ! আমার স্মরণ হইয়াছে। যে মোকদ্দমায় উডফল বাদী, ফ্লোরিমেল প্রতিবাদী, সেই মোকদ্দমায় ব্যারিষ্টারকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত তিনি এখন কাগজপত্র প্রস্তুত করিতেছেন।"

চমকিত হইয়া আলফ্রেড বলিল, "হাঁ মহাশয়, সেই কার্য্যই বটে।"

কারোলাইন দেখিল, ঐ কয়েকটি কথা বলিবার সময় বালকের ম্লান-বদন একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

বালকের ম্লান-মুখ একটু প্রফুল্ল হইয়াছিল, কারোলাইন তাহা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু হেডক্লার্ক সে ভাবটা দেখিতে পান নাই। তিনি বলিলেন, "হাঁ, সেই কাজটাতেই তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত, কাজটাও বড় দরকারী; সেই জন্য তিনি হুকুম দিয়াছেন, কোন বিশেষ গুরুতর প্রয়োজন উপস্থিত না হইলে তিনি এখন কাহারও সহিত দেখা করিবেন না।"

আলফ্রেডের দিকে চাহিয়া কারোলাইন বলিল, "আমার কাজটা বিশেষ গুরুতর; তুমি যদি চেষ্টা করিয়া ক্ষণেকের জন্য তোমার মনিবের সহিত দেখা করাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে বড় উপকার হয়।"

আলফ্রেড তখন হেডক্লার্কের মুখের দিকে চাহিল, মস্তক-সঞ্চালন করিয়া হেডক্লার্ক সে বিষয়ে সম্মতি জানাইলেন, বালক তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে মনিবের নিজের আফিস-ঘরে প্রবেশ করিল, একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া কারোলাইনকে সেই ঘরে যাইতে বলিল। কারোলাইন উকীলের আফিস-ঘরে প্রবেশ করিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মিষ্টার রিগডেন অনিমেষে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; দেখিলেন, পুরুষের মত মুখ, কিন্তু কতকটা যেন মেয়েলী ছাঁদ; অধিকন্তু মুখখানি যেন চেনা চেনা বোধ হইল, অথচ কোথায় কবে দেখিয়াছেন, মনে হইল না।

ঈষৎ হাস্য করিয়া কারোলাইন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না? কয়েক মাস পূর্ব্বে যে একটি স্ত্রীলোক আপনাকে খানকতক দলীল দিয়া গিয়াছিল, সেই আমি।"

মৃদু হাস্য করিয়া রিগডেন সাহেব বলিলেন, "হাঁ হাঁ, এখন চিনিতে পারিয়াছি। কিন্তু এ রকম ছদ্মবেশ কি জন্য?"

কারোলাইন উত্তর করিল, "এই ছদ্মবেশে আমার দরকার আছে। লর্ড ফ্লোরিমেল লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছেন, আপনাকে সেই সংবাদ দিতে আমি আসিয়াছি। আরও সংবাদ—তাঁহার দলীলপত্র কোন্ ব্যক্তি চুরি

করিয়াছে, তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিয়াছেন ; কিন্তু যাহার হস্ত দ্বারা চুরি হইয়াছিল, তাহাকে তিনি এখন খুঁজিয়া পাইবেন না ; সুতরাং তাহার দ্বারা কোন কথা প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা নাই।”

রিগডেন জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাদের সেই ব্যাপারটা যেমন গোপনে ছিল, এখনও সেইরূপ নিরাপদে আছে?”

কারোলাইন উত্তর করিল, “লর্ড ফ্লোরিমেল কিছুই জানিতে পারেন নাই, কিন্তু একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা আছেন, তিনি জর্জ্জ উডফলের মুরুব্বী ; জর্জ্জ উডফল লর্ড ফ্লোরিমেলের পৈতৃক উপাধি ও সম্পত্তির অধিকারে দাবী করিতেছে ; সেই মহিলা কিন্তু নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে তাঁহাকে মিথ্যাকথায় ভুলাইয়া রাখিবেন।”

উকীল বলিলেন, বেলেগুনের মার্শনেসের কথা তুমি বলিতেছ সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমার ভুল, মার্শনেস্ ধর্ম্মশীলা, সত্যবাদিনী, জগতের আধিপত্য-লাভ হইবার আশা থাকিলেও তিনি কদাচ মিথ্যা আচরণ করিবেন না। ওঃ! আমার কথায় অবিশ্বাস করিয়া তুমি হাসিতেছ দেখিতেছি।”

পূর্ব্বরূপ মৃদু মৃদু হাসিয়া কারোলাইন বলিল, “হইতে পারে, আমার মনে সন্দেহ প্রবল, কিন্তু উডফল যদি মার্শনেসের অথবা অপর কাহারও মন্ত্রণায় উপস্থিত মোকদ্দমা উঠাইয়া লয় কিংবা উঠাইতে রাজী না হয়, তাহা হইলে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে আপনি কদাচ সে মোকদ্দমা নিজে চালাইতে পারিবেন না।”

রিগডেন বলিলেন, “তাঁহার সম্মতি বিনা মোকদ্দমা চলিবে না, এ কথা ঠিক, কিন্তু মোকদ্দমা চলিলে উডফলের জিত হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া সে কি এই ডায়েরী মোকদ্দমাটা ছাড়িয়া দিবে, এমন কি তুমি বিবেচনা কর?”

কারোলাইন জিজ্ঞাসা করিল, “রোজ ফষ্টার নামে এক যুবতী বেলেগুন প্রাসাদে থাকে, তাহার প্রতি জর্জ্জ উডফলের প্রগাঢ় প্রেমানুরাগ, ইহা কি আপনি জানেন না?”

রিগডেন উত্তর করিলেন, “তাহা আমি জানি ; কিন্তু কি তাহাতে?”

কারোলাইন বলিল, “সেই রোজ ফষ্টার মার্শনেস্ বেলেগুনের একান্ত বশীভূতা ; মার্শনেস্ যাহা বলেন, সে তাহার কিছুমাত্র অন্যথা করে না। জর্জ্জ উডফল মার্শনেসের ততটা বাধ্য না হইতে পারে, কিন্তু মিষ্টার রিগডেন!

আপনি কি দেখিতেছেন না, উপস্থিত মোকদ্দমা সম্বন্ধে কয়েক সপ্তাহাবধি উডফলের আর পূর্ব্বের ন্যায় ততটা ব্যগ্রতা নাই ?”

এক টিপ নস্য গ্রহণ করিয়া রিগডেন বলিলেন, “হাঁ দিনকতক কতকটা ঔদাস্যভাব দেখিতেছি বটে। লর্ড উপাধি গ্রহণ করিতে তাহার ততটা প্রবৃত্তি নাই; তবে সম্পত্তিটা প্রাপ্ত হইবার আশা রাখে; অথচ মোকদ্দমা না চালাইয়া আপোষে রফা করা তাহার ইচ্ছা।”

কারোলাইন জিজ্ঞাসা করিল, “মিষ্টার রিগডেন! এ বিষয়ে কোন লোকের গুপ্ত মন্ত্রণা আছে, তাহা কি আপনি বিশ্বাস করেন ?”

রিগডেন উত্তর করিলেন, “মার্শনেস্ বেলেণ্ডন কি কারণে এই মোকদ্দমায় হস্তক্ষেপ করিবেন ? তাঁহার সহিত লর্ড মণ্টগোমারীর যে গুরুতর মোকদ্দমা দীর্ঘকাল দায়ের আছে, যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, সেই মোকদ্দমায় আমি লর্ড মণ্টগোমারীর পক্ষে উকীল আছি, সেই কারণে কি ? ঘটনাসূত্রে আমি এখন জর্জ্জ উডফলের উকীল হইয়াছি বলিয়া তাদৃশী ধর্ম্মশীলা সাধুস্বভাবা মহিলা জর্জ্জ উডফলকে বিপরীত মন্ত্রণা দিবেন, এত নীচপ্রবৃত্তি তাঁহার হইবে, আমার এমন বিশ্বাস হয় না।”

কারোলাইন বলিল, “কাহার কি মত্‌লব, সে বিচার করিবার অবসর হইতেছে না। প্রকৃত ঘটনা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা লইয়াই কথা। জর্জ্জ উডফল এই মোকদ্দমায় শৈথিল্য করে, এ বিষয়ে মার্শনেসের কিছু না কিছু পরামর্শ আছে, তাহা স্পষ্টই—”

রিগডেন বলিলেন, “মার্শনেস্ কিন্তু কয়েক মাস সহরে নাই।”

কারোলাইন বলিল, “সে কথা সত্য, কিন্তু রোজ ফষ্টার এখনও একজন বৃদ্ধা গৃহিণীর তত্ত্বাবধানে প্রাইমারী বাটীতে অবস্থান করিতেছে, জর্জ্জ উডফল প্রায় সর্ব্বদাই তাহার সহিত দেখা করে। মফস্বল হইতে মার্শনেস্ মধ্যে মধ্যে রোজ ফষ্টারকে পত্র লেখেন, সেই সকল পত্রে উডফলের মোকদ্দমার কথা লেখা থাকে, রোজ ফষ্টার তাহার জবাব দেয়, উডফলকেও সকল কথা জানায়, ইহাতেই ভিতরের সকল তত্ত্ব আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি।”

সবিস্ময়ে সগৌরবে ছদ্মবেশধারিণী কারোলাইনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া রিগডেন বলিলেন, “তুমি আশ্চর্য্য প্রকারে সে দিকের আসল তত্ত্ব অবধারণ করিয়া লইতেছ; কিন্তু মার্শনেস্ বেলেণ্ডন প্রকৃত পক্ষে এত দূর নীচাশয়া, ইহা কাহার অনুমানে আসিতে পারে, কেই বা ইহা জানিত ?”

উকীলের ডেস্কের উপর রাশীকৃত কাগজপত্রের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কারোলাইন বলিল, "আপনার হাতে বিস্তর কাজ, সকল দিকে আপনার মন যায় না, আমি কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, মোকদ্দমায় উডফলের ঔদাস্যের কারণ মার্শনেসের পরামর্শ; বোধ হয়, এক দিন না এক দিন মার্শনেসের প্রকৃত প্রকৃতি আপনি জানিতে পারিবেন।"

রিগডেন বলিলেন, "হাঁ আমি বড় ব্যস্ত, এক পক্ষে মণ্টগোমারী, অন্য পক্ষে বেলেগুন; দ্বিতীয়তঃ, এক পক্ষে উডফল অন্য পক্ষে ফ্লোরিমেল, এই দুই মোকদ্দমার তদ্বিরের জন্য আমার আহারনিদ্রার সময় নাই।"

কারোলাইন জিজ্ঞাসা করিল, প্রথম মোকদ্দমায় কোন্ পক্ষের জিত হইবে বোধ করেন?"

নস্য গ্রহণ করিয়া সতর্ক এটর্ণী উত্তর করিলেন, "সে কথা বলা কঠিন,—বড়ই কঠিন। আমি বড় গোলে পড়িয়াছি। মণ্টগোমারীর পক্ষে বিশেষ জোগাড় আবশ্যক; জোগাড় হইলে তাঁহারই জয়লাভের সম্ভাবনা।"

আর্লের ভ্রাতা রেমণ্ড মণ্টোগোমারী কেমন এক প্রকার অদ্ভুত লোক: লণ্ডনে তাঁহাকে দেখিতেই পাওয়া যায় না; প্রণয়ের আশায় হতাশ হইয়া তিনি এখন সহরের বাহিরে নির্জ্জনে বাস করিতেছেন। যাহা হউক, অতি শীঘ্রই আমি একবার মফস্বলভ্রমণে বাহির হইয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব।

বিদায় হইবার নিমিত্ত আসন হইতে উঠিয়া কারোলাইন বলিল, "দেখিতেছি, লর্ড ফ্লোরিমেলের সমস্ত দলীলপত্র আপনার কাছেই আছে?"

নস্যের বাক্স ঠুকিতে ঠুকিতে উকীল সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "চুপ কর!" —এই অবসরে আলফ্রেড সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কারোলাইন তখন পূর্ব্বোক্ত দলীলগুলির দিকে চাহিয়া ছিল, বালক যখন প্রবেশ করিল, সে তখন তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

কারোলাইনের মনে এক অদ্ভুত ভাবের আবির্ভাব। কি যে সেই ভাব, সে তাহা নিজেই অনুভব করিতে পারিল না।

মনিবের হস্তে একখানা পত্র প্রদান করিয়া আলফ্রেড বাহির হইয়া গেল। কারোলাইন তৎক্ষণাৎ উকীলকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ বালকটি কে?"

উকীল উত্তর করিলেন, "কিছু দিন হইল, ঐ বালক আমার এখানে চাকরী করিতেছে। কেন তুমি ও কথা জিজ্ঞাসা করিলে?"

কারোলাইন বলিল, "কেন জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা ঠিক জানি না। ঐ বালকের মুখ-চক্ষু দেখিয়া হঠাৎ আমার মনে কি যেন একটা সন্দেহ আসিয়াছে; আপনি সাবধানে উহার উপরে নজর রাখিবেন, এই মাত্র কথা।"

উকীল বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া সত্যই আমার ভয় হইতেছে। উহার চরিত্র না জানিয়া, কোন প্রকার সুপারিস না পাইয়া আমি উহাকে কার্য্যে ভর্ত্তি—"

কারোলাইন মনে করিল, প্রথমে আমার কোনরূপ পরিচয় না পাইয়া লর্ড ক্লোরিমেল আমাকে এইরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বৃহৎ এক টিপ নস্য গ্রহণ করিয়া উকীলসাহেব বলিলেন, "সর্ব্বদা আমি বিশেষ পরিচয় লইয়া দাসী-চাকর নিযুক্ত করি; কিন্তু ঐ বালককে নিযুক্ত করিবার সময় কোন পরিচয় লই নাই। আলফ্রেড বিস্তর দুঃখ-কষ্ট জানাইয়া চাকরী প্রার্থনা করিয়াছিল, আমি উহাকে চতুর ও বুদ্ধিমান্ বিবেচনা করিয়া নিযুক্ত—"

কারোলাইন বলিল, "পুনর্ব্বার আমি বলিতেছি, আপনি সাবধান থাকিবেন; উহার মুখের ভাব দেখিয়া আমার যেন ভাল বোধ হইল না। ঈশ্বর সাক্ষী, বালক যদি সচ্চরিত্র হয়, তাহা হইলে চাকরী করুক, উহার রুটী মারিতে আমার প্রবৃত্তি নাই; কিন্তু আপনি সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবেন।"

এই কথা বলিয়াই কারোলাইন বিদায় হইয়া গেল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রমাণাবলী।

উকীলের বাড়ীতে যখন ঐ সকল কাণ্ড হয়, সেই সময় বো-ষ্ট্রীট পুলিসের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের চাপরাসীর হস্তে একখানা ডাকের চিঠি প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময়াম্বিত হন; চিঠিখানা বেনামী, তাহাতে যাহা লেখা ছিল, সে বিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তক্ষেপ নিতান্ত প্রয়োজন; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কিন্তু কি করিবেন, শীঘ্র তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না; বেনামী চিঠি বটে, অথচ স্ত্রীলোকের হাতের লেখা।

কিয়ৎক্ষণ বিবেচনা করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারাসন হইতে উঠিয়া খাস-কামরায় প্রবেশ করিলেন, পরামর্শ করিবার জন্য হেড কন্‌ষ্টেবলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

পিটার গ্রমলী হঠাৎ আশ্চর্য্য প্রকারে নিরুদ্দেশ হইবার পর কিছু দিন তাহার পদটা খালি ছিল, ক্রলী নামক এক ব্যক্তি সম্প্রতি সেই পদে বাহাল হইয়াছে; ম্যাজিষ্ট্রেটের আহ্বানে খাস-কামরার মধ্যে সে উপস্থিত হইল; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার হস্তে সেই বেনামী চিঠিখানা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্রলী! তুমি এ বিষয়টা কিরূপ বিবেচনা কর?"

মনে মনে চিঠিখানা পাঠ করিয়া ক্রলী উত্তর করিল, "হুজুর! আমি বড় গোলমালে ঠেকিলাম, ঠিক্ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ চিঠিতে যাহার কথা লেখা আছে, তাহার চরিত্র কিরূপ?"

ক্রলী উত্তর করিল, "হুজুর! বিশেষ বৃত্তান্ত আমি জানি না; তবে কি না, লোকটি সর্ব্বদা আমোদে থাকে, অনেক বড় বড় লোক—এমন কি, বড় বড় লর্ড-লেডী পর্য্যন্ত তাহার মুরুব্বী। আমার বোধ হয়, চিঠিতে যাহা লেখা আছে, তাহা মিথ্যা।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু যেরূপ সংবাদ পাওয়া গেল, তাহাতে শীঘ্র অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। খানাতল্লাসীর ওয়ারেণ্ট জারী করাও

উচিত; কিন্তু আমার বোধ হয়, ঐ বেনামী চিঠিখানা কেহ তামাসা করিয়া কিংবা হয় ত দুষ্টতা করিয়া লিখিয়া থাকিবে।”

ক্রলী বলিল, “হুজুর! অবশ্যই খবর লইতে হয়। অনুমতি পাইলে আমি সেইখানে যাইয়া, কোনরূপ গোলমাল না করিয়া, কিছু কিছু সন্ধান লইয়া আসি।”

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, “বেশ কথা বলিয়াছ, তাহাই তুমি কর। আর দেখ, এই চিঠিখানা আসিয়াছে, একথা কাহাকেও বলিও না; এতাদৃশ বিষয় গোপনে রাখা দরকার। বজ্জাতী করিয়া নির্দ্দোষী লোকের নামে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করা বড় দোষ, তোমার তদারকে এ সংবাদ যদি মিথ্যা সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে এই চিঠির কথাটা চাপিয়া রাখাই ভাল।”

ক্রলী বলিল, “ঠিক্ কথা হুজুর।”—সংক্ষেপে ইহা বলিয়াই বেনামী চিঠিখানা নিজের ওয়েষ্টকোটের পকেটে রাখিয়া মিষ্টার ক্রলী তদারকে বাহির হইল।

পেলমেলের রাস্তায় ভ্রমণের সময় প্রায় ১৫ মিনিট পরে ক্রলী দেখিতে পাইল, একটা রোগা কুকুর তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে, পায়ের নিকট হইতে কুকুর আর নড়িতে চাহে না। ক্রলী তাহাকে তাড়াইয়া দিবার উপক্রম করিতেছিল, ভাল করিয়া দেখিয়া হঠাৎ মনে পড়িল, এই কুকুর মধ্যে মধ্যে তাহার নজরে পড়ে, কখন কখন নিকটে নিকটেও বেড়ায়। তাহার আরও স্মরণ হইল, এই কুকুর সর্ব্বদা মিষ্টার মবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। কুকুরের নাম কি, তাহা স্মরণ করিবার জন্য ক্রলী অনেকক্ষণ পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা করিতেছিল, নামটা স্মরণ হইবামাত্র উচ্চারণ করিল, “টবী!—টবী!”

নাম শুনিবামাত্র টবী তৎক্ষণাৎ আহ্লাদে লাঙ্গূল সঞ্চালন করিতে লাগিল, পশ্চাতের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া হাত চাটিতে আরম্ভ করিল।

কুকুরটিকে আরও ভাল করিয়া দেখিয়া ক্রলী চিনিতে পারিল, এই সেই মিষ্টার মবের পোষা কুকুর। আশ্চর্য্য সংঘটন! সে তখন আপন মনে বলিল, “বেনামী চিঠিখানা যত তুচ্ছ ভাবিয়াছিলাম, বাস্তবিক তত তুচ্ছ নয়; ইহার মধ্যে কিছু গুরুত্ব আছে।”

এইরূপ উক্তি করিয়া মিষ্টার ক্রলী সরাসার পেলমেলের রাস্তা ধরিয়া খানিক দূর গেল, বিবি ব্রেসের দোকানবাড়ী ছাড়াইয়া পড়িল, বাড়ীখানার দিকে কট্মট্ চক্ষে চাহিল; আবার চলিল, সঙ্গে সঙ্গে কুকুর। বেন্নি

ষ্ট্রীটের একখানা কশাইয়ের দোকানে প্রবেশ করিয়া মিষ্টার ক্রলী খানিকটা মাংস চাহিল—কুকুরের খাদ্য মাংস। কশাই সেই হুকুমমত মাংস যোগাইল। টবী অনেক দিন মাংস খাইতে পায় নাই, ক্ষুধাও বেশী ছিল, আহ্লাদে লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে করিতে সেই মাংস ভক্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ জল খাইল; তৃপ্তি-লাভ করিয়া সঙ্কেতে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ক্রলীর হাত চাটিতে লাগিল।

কুকুরের সঙ্গে কশাইখানা হইতে বাহির হইয়া মিষ্টার ক্রলী আপনা-আপনি বলিল, "এই ঠিক্। এইবার আমরা সেই বিষয়টা তদন্ত করিব।"

ফিরিয়া আসিবার সময় মিষ্টার ক্রলী সেণ্ট জেম্‌স্ স্কোয়ারের মোড় ফিরিতেছিল, হঠাৎ একটি ভদ্রলোকের গায়ে ধাক্কা লাগিল; সেই ভদ্রলোকটি অন্য দিক্ হইতে দ্রুতগতি সেই দিকে আসিতেছিলেন, দেখিতে না পাইয়াই দুইজনে ঠোকাঠুকি।

অপ্রস্তুত হইয়া ক্রলী বলিল, "মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করুন।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "না—না, তোমার কোন অপরাধ নাই।"—এই সময় সেই কুকুরটির দিকে তাঁহার চক্ষু পড়িল; তিনি আবার বলিলেন, "গ্রীষ্ম ঋতু নিকট হইয়াছে, এই কুকুরটা শীঘ্রই ক্ষেপিবে; কুকুরটাকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলো; উহার চক্ষু দেখিয়া আমার ভাল বোধ হইতেছে না।"

কুকুর তখন ক্রলীর পায়ের কাছে একটু উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার মাথায় চাপড় মারিতে মারিতে আদর করিয়া সেই ভদ্রলোকের কথার উত্তরে ক্রলী বলিল, "মহাশয়! পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। কুকুরকে আমি ভয় করি না, এই কুকুরটিকে আমি বড়ই ভালবাসি। দুই একবার আমাকে কুকুরে কামড়াইয়াছিল, কৈ, আমি ত সে রোগে মরি নাই; রোগটাকে আপনারা কি বলেন?"

ভদ্রলোক বলিলেন, "জলাতঙ্ক রোগ।—"Hydrophcbea" এই কথা বলিয়াই কনষ্টেবলের হস্তধারণ পূর্ব্বক তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, "কথাটা উড়াইয়া দিও না। কল্য রাত্রে আমি যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার চক্ষে দেখিয়াছি, তুমি যদি তাহা দেখিতে, এ জন্মে ভুলিতে পারিতে না।"

ক্রলী জিজ্ঞাসা করিল, "কি রোগ বলিলেন? আমি ভুলিয়া গিয়াছি। রোগটার নাম কি?"

ভদ্রলোক বলিলেন, "জলাতঙ্ক রোগ। শেয়াল-কুকুরে কামড়াইলে সেই রোগ হয়। তোমারও সেইরূপ লক্ষণ দেখিতেছি। আমার সময় বড় কম,

তথাপি কর্ত্তব্যবোধে তোমার উপকারের জন্য কিয়ৎক্ষণ এইখানে থাকিয়া গোটাকতক কথা বলিতেছি। আমি খ্রীষ্টান, তাহার উপর চিকিৎসক, পরের উপকার করা আমার কর্ত্তব্য। গতকল্য সন্ধ্যার পর এক বাড়ীতে আমার ডাক হয়; একটা লোক পাগল হইয়াছে, তাহাকে দেখিবার জন্য আমি যাই; গিয়া দেখি, পাগল নয়, জলাতঙ্ক-রোগী। প্রলাপের সময় সে লোকটা এত ভয়ানক ভয়ানক কথা বলিয়াছিল, এখনও তাহা আমার কাণে বাজিতেছে। অনেক রোগীর মুখে অনেক প্রলাপবাক্য শ্রবণ করা আমার অভ্যাস, তথাপি সেই রোগীর কথাগুলা শুনিয়া আমার বড় ভয় হইয়াছিল।"

ক্রলী জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি সে রোগটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর?"

ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "বড়ই ভয়ঙ্কর! সেরূপ ভয়ঙ্কর মৃত্যুযন্ত্রণা আর কখন আমি দেখি নাই। লোকটা নিজমুখে স্বীকার করিয়াছিল, খুন করিয়াছে; একটি স্ত্রীলোক সেই ঘরে ছিল, তাহাকেও খুনী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। দুই জনে দুইটা খুন করিয়া রন্ধন-শালার পশ্চাতে পাথর-চাপা দিয়া সেই দুইটা দেহ গোর দিয়া রাখিয়াছে, এইরূপ তাহার প্রলাপ। লোকটা মরিয়া গিয়াছে। জেলখানার মধ্যে আসামীরা যেমন পাপস্বীকার করে, মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই লোকটাও প্রলাপের সহিত সেইরূপ পাপস্বীকার করিয়া গিয়াছে।"

মহা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া, অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ক্রলী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় মহাশয়?—সে ঘটনা কোথায় হইয়াছে?"

ডাক্তার উত্তর করিলেন, "যেখানে আমরা দাঁড়াইয়া আছি, ইহারই নিকটে একখানা বাড়ীতে। এইমাত্র আমি সেই বাড়ীতে গিয়াছিলাম। যে স্ত্রীলোকটির কথা বলিলাম, তাহার ভয় ঘুচিয়াছে কি না, তাহাই দেখিতে গিয়াছিলাম। ওঃ! তুমি অমন করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখপানে চাহিতেছ কেন?"

ক্রলী উত্তর করিল, "কারণ এই যে, ধর্ম্মতঃ বলিতেছি, যাহা যাহা আপনি বলিলেন, তাহাতে আমি একটা বিশেষ প্রমাণের সূত্র—"

ডাক্তার বলিলেন, "ও পরমেশ্বর! বল কি তুমি? এক যোড়া খুন! রোগীর প্রলাপ শুনিয়া যাহা আমি বলিয়াছি, তাহা ত তুমি সত্য মনে কর নাই?"

সেই বেনামী চিঠিখানা ডাক্তারের হস্তে অর্পণ করিয়া ক্রলী বলিল, "পড়ুন মহাশয়, এই চিঠিখানা পড়িয়া দেখুন।"

চিঠিতে লেখা ছিল :—

"বো-ষ্ট্রীট পুলিসের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট বরাবরেষু।

"পেলমেলের বিবি ব্রেসের বাড়ীর বাবুর্চ্চীখানার পশ্চাদ্‌ভাগে বৃহৎ এক-খানা পাথর-চাপা দুইটা মৃতদেহ পোতা আছে। পিটার গ্রগ্‌লী ও মিষ্টার মব্‌ নামক দুই জন পুলিস-কন্‌ষ্টেবল হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়াছে, তাহাদেরই সেই দেহ। কি প্রকারে তাহারা মরিয়াছে, আপনি তাহার অনুসন্ধান লইবেন।"

কয়েক ছত্র পাঠ করিয়াই ডাক্তারসাহেবের মহা ভয় হইল; অবশ হইয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন, দেয়ালে ঠেস্ দিয়া সাম্‌লাইয়া লইলেন; ভাবিতে লাগিলেন, "ওঃ! কয়েক বৎসরাবধি আমি যে স্ত্রীলোকের চিকিৎসা করিয়া আসিতেছি, সেই স্ত্রীলোক এতদূর মহাপাপী, তাহা কে জানে? নিজেও যদি সে পাপ করিয়া না থাকে, পাপকার্য্যে সহকারিতা করিয়াছিল, তাহাও ত সামান্য অপরাধ নয়!"—তিনি জানিতেন, বিবি ব্রেস সতীলক্ষ্মী নয়, কিন্তু যত বড় পাপ কার্য্যের কথা প্রকাশ পাইল, তাহার সহিত তুলনায়, সেই স্ত্রীলোকের ছেনালীটা ধর্ত্তব্যই হইতে পারে না।

চিঠিখানা ডাক্তারের হস্ত হইতে ফেরত লইয়া, ওয়েষ্টকোটের পকেটে সাবধানে লুকাইয়া রাখিয়া, ক্রলী বলিয়া উঠিল, "ডাক্তারসাহেব! আপনি ভয় পাইয়াছেন; ভয় পাওয়াই সম্ভব। অগ্রে আমি চিঠির বয়ানে বিশ্বাস করি নাই, তথাপি কর্ত্তব্যবোধে একবার তদারক করিতে আসিয়াছিলাম। দেখিতেছি, প্রমাণের উপর প্রমাণ আসিয়া পড়িতেছে! দৈবাৎ এইরূপ ঘটনা কিংবা ঈশ্বরের ইহাই ইচ্ছা, তাহা ঠিক বলা যায় না।"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, একটু থামিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আদালতের লোক?"

ক্রলী উত্তর করিল, "হাঁ মহাশয়, আমি পুলিসের লোক। আপনার নাম-ঠিকানার কার্ডখানি আমাকে প্রদান করুন, আপনার সাক্ষ্য গ্রহণ করা আবশ্যক হইবে।"

কার্ডখানি কন্‌ষ্টেবলের হস্তে দিয়া ডাক্তারসাহেব বলিলেন, "হতভাগিনী রমণী! কি পাপের ফাঁদে জড়াইয়া পড়িয়াছ!—দেখ কন্‌ষ্টেবল! তোমার এই কাজটা বড়ই কষ্টকর হইতেছে,- খুনের অপরাধে একটা স্ত্রীলোককে তুমি গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য।"

স্ত্রীলোককে সাক্ষীমঞ্চে তুলিয়া দেওয়া হইল,. অবস্থা দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব তাহার বসিবার জন্ত চেয়ার দিতে বলিলেন। সেই সাক্ষীকে দেখিবামাত্র বিবি ব্রেস্ চিনিতে পারিল, তাহার নিজেরই পলাতকা কিঙ্করী হ্যারিয়েট।

সাক্ষীমঞ্চে বসিয়া হ্যারিয়েট প্রথমে থর থর করিয়া কাঁপিল, চক্ষে হাত ঢাকা দিয়া কাঁদিল, তাহার পর একটু স্থির হইয়া বলিতে লাগিল, "এক রাত্রে আমি বিবি ব্রেসের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অস্থির দেখি, তিনি বলেন, 'পার্শ্বের স্নানাগারে একটা মৃতদেহ আছে, কিরূপে গোর দেওয়া যায় ?' আমি নামিয়া গিয়া সেই বাড়ীর ফুটম্যান্ ফ্রেডারিক ড্রেকে সেই কথা বলি ; ফ্রেডারিক আমার সঙ্গে উপরে গিয়া বিবি ব্রেসের সঙ্গে পরামর্শ করে. তাহার সাহায্যে মৃতদেহের গোর দেওয়া স্থির হয়, বাবুর্চ্চীখানার পশ্চাতে পাথর-চাপা দিয়া গোর দেওয়া হইয়াছিল। যাহার গোর হয়, তাহার নাম পিটার গ্রম্লী ; সে এক জন পুলিস-কন্‌ষ্টেবল। তাহার পর একদিন প্রাতঃকালে বিবি ব্রেসের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া আমি দেখিয়াছিলাম, ফ্রেডারিক ড্রে সেই ঘরে রহিয়াছে, ঘরের ভিতর একটা কুকুর তাহাকে ভয়ানক কামড়াইয়া দিয়াছে। ইহার পর আমি শুনিয়াছিলাম, বাড়ীর ভিতর আর একটা খুন ; সে লোকটাকেও গ্রম্লীর গোরের ভিতর গোর দেওয়া হইয়াছে। হিংসাবশে অথবা প্রতিশোধ লইবার মতলবে আমি এ মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে আসি নাই, মোকদ্দমা হইবে শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছিলাম। ঘটনার যাহা কিছু আমি জানি, তাহাই বলিলাম।"

হ্যারিয়েটের জবানবন্দী এইরূপ। কন্‌ষ্টেবল মব কি প্রকারে খুন হইয়াছিল, তাহা সে জানিত না, সুতরাং সে কথা বলিতে পারে নাই, মবের নামও করে নাই। একটা গোরে দুটো দেহ, ইহাই শুনিয়াছিল মাত্র।

হ্যারিয়েট যাহা যাহা বলিল, সমস্ত শ্রবণ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কোন ব্যক্তির নামে এই ভাবের বেনামী চিঠি লিখিয়াছিলে ?"—হ্যারিয়েট অস্বীকার করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন সেই চিঠিখানি ক্রলীর নিকট হইতে লইয়া হেড কেরাণীর হস্তে দিয়া পাঠ করিতে বলিলেন, কেরাণী উচ্চকণ্ঠে চিঠিখানি পাঠ করিলেন। আদালতে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ ঐ চিঠি লিখিয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করা

হইল; কেহই কোন উত্তর দিল না। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন সেই চিঠি পুনরায় ক্রলীকে দিয়া বলিলেন, "তুমি যেরূপ উচিত বিবেচনা কর, সেইরূপে এই বেনামী-চিঠির লেখককে সন্ধান করিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে পার।"

অনন্তর সদয়ভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব হ্যারিয়েটকে বলিলেন, "তুমি যেরূপ পরিচয় দিলে, তাহাতে বুঝা গেল, গ্রম্‌লীর খুনের ব্যাপার তুমি জানিতে, নিজ মুখেই তাহা তুমি স্বীকার করিলে, এ অবস্থায় আইনানুসারে বাধ্য হইয়া আমি তোমাকে সেই খুনের সহকারী বলিয়া ধরিতে পারি; কিন্তু বিচারের সহায়তা করিবার নিমিত্ত তুমি আপন ইচ্ছায় কোর্টে হাজির হইয়া সত্যকথা বলিয়াছ, সেসনে বিচারের সময় এ বিষয় অবশ্যই বিবেচনা করা যাইবে।"

ভাবার্থ বুঝিতে পারিয়া হ্যারিয়েট বলিল, "খুনের কথা জানিয়া অগ্রে প্রকাশ না করাতে বিপদ্ আছে, ইহা আমি জানি; কিন্তু এখন আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক হাজির হইয়া সে সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতাম, অকপটে তাহা প্রকাশ করিলাম। এখন হুজুরের যেরূপ অভিরুচি, তাহাই করিতে পারেন।"

হত্যাকারিণী বিবি ব্রেস্ এক সময়ে বিস্তর মজা লুটিয়াছিল, প্রিন্স অব্-ওয়েল্‌সকে এবং ওয়েষ্ট এণ্ড পল্লীর সমস্ত রূপবান্ বড়লোককে উপপতি করিয়াছিল, দোকানে তাহার খুব জলজলাট ছিল, এখন তাহার এই দশা! হ্যারিয়েট আদালতে উপস্থিত, হ্যারিয়েট এই খুনী মামলার সাক্ষী, ইহা দেখিয়া পাপীয়সীর সর্ব্বশরীর বিকম্পিত হইল; হৃদয়ে যে একটু আশা ছিল, তাহাও লোপ পাইয়া গেল; সে তখন ভাবিল, বাঁচিবার আশা ফুরাইয়া গিয়াছে!

ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব বিবি ব্রেস্‌কে এবং হ্যারিয়েটকে দায়রা-সোপর্দ্দ করিলেন। ব্রেসের অপরাধ দুই জনকে খুন করা, হ্যারিয়েটের অপরাধ ঐ দুই খুনের মধ্যে একটা খুনে সহায়তা করা।

আসামী লইয়া যাইবার গাড়ী আসিল, দুই জন আসামীকে সেই গাড়ীতে তুলিয়া নিউগেট কারাগারে লইয়া যাওয়া হইল, তথায় দুইটা ভিন্ন ভিন্ন গারদকূপে দুই জনকে হাজতে রাখিবার ব্যবস্থা। বিবি ব্রেসের গারদের প্রকাণ্ড কপাট বন্ধ হইবার পূর্ব্বে সে একবার ক্রলীর সহিত দেখা করিতে চাহিল, আদালত হইতে ক্রলী আসিল। বিবি ব্রেস্ তাহাকে বলিল, "আদালতের মধ্যে যে বেনামী চিঠিখানা পাঠ করা হইয়াছিল, সেইখানা একবার আমি দেখিতে চাই। ইহাতে কি তোমার কোন আপত্তি আছে?"

"কোন আপত্তি নাই" বলিয়া মিষ্টার ক্রলী সেই চিঠিখানা তাহাকে দেখা-ইল। দেখিবামাত্র ব্রেসের পাণ্ডুবর্ণ মুখখানা হিংসাবেগে প্রতিফল দিবার বাসনায় আরক্ত হইয়া উঠিল; সে তখন চীৎকার করিয়া বলিল, "কারো-লাইনের হস্তাক্ষর!"

ক্রলী প্রতিধ্বনি করিল, "কারোলাইন ওয়াল্টার? হাঁ, এ নামটা আমার জানা আছে।"

বিবি ব্রেস্ বলিল, "সেই যুবতী ফোর ষ্ট্রীটের ধাত্রী লিগুলীকে খুন করিয়াছে।"

ক্রলী বলিল, "ওঃ! পিটার গ্রম্লীর হেফাজাত হইতে সেই স্ত্রীলোক পলাইয়া গিয়াছে, বোধ হয়, লণ্ডনের মধ্যে কোন না কোন স্থানে সে লুকা-ইয়া আছে।"

ব্রেস্ বলিল, "গতরাত্রে সে আমার বাড়ীতে গিয়াছিল। প্রথমে ছদ্মবেশ ছিল, কৃষ্ণবর্ণ ছোকরা চাকর; তাহার পর বিবাহের ক'নে সাজিয়াছিল; এখন বোধ হয়, অন্য কোন প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে।"

ক্রলী বলিল, "বেশ কথা। সে ছুঁড়ী যেখানে যে বেশেই থাকুক, বারো ঘণ্টার মধ্যে আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিব। আমার বোধ হয়, যে ঘটনার জন্য আপনাকে বিপদে পড়িতে হইয়াছে, সেই ঘটনায় সেই ছুঁড়ী একজন সহকারিণী ছিল।"

বিবি ব্রেস্ বলিল, "না—না, সে বিষয়ের সহকারিণী ছিল না, কিন্তু ঘটনাটা কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছে, সেটা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"—বলিতে বলিতে একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "যাক্ সে কথা,—তাহাকে খুঁজিয়া তুমি বাহির কর, গ্রেপ্তার কর; যাহাতে তাহার ফাঁসী হয়, তাহার তদ্বির কর। সেই ছুঁড়ীই আমাকে ফাঁসী-কাষ্ঠে চড়াইবার যোগাড় করিয়াছে।"

গারদ-কূপের মধ্যে একখানা চেয়ার ছিল, বিবি ব্রেস্ সেই চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িল। কনষ্টেবলের সহিত কথা কহিবার সময় তাহার পূর্ব্ব-সাহস ও উপস্থিত-বুদ্ধি ফিরিয়া আসিয়াছিল, মর্ম্মভেদী যাতনায় সে তখন পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিয়া অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিল।

এক ঘণ্টা অতীত। বিবি ব্রেস্ ও তাহার সহচরী হ্যারিয়েট নিউগেট কারা-গারের ভিন্ন ভিন্ন দুইটি গারদকূপে কয়েদ হইয়া রহিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সম্ভ্রান্ত মহিলাও নিম্নশ্রেণীর বালিকা।

রিগডেনসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কারোলাইন ওয়াল্টার কোথায় গিয়াছে, এক্ষণে তাহা দেখা যাউক্।

গত রাত্রে কারোলাইন যে কাফীখানায় শয়ন করিয়াছিল, উকীলবাড়ী হইতে বাহির হইয়া পুনর্ব্বার সেই কাফীখানায় উপস্থিত হইল। সেখানে একটা ঘরের এক কোণে বসিয়া একখানা পুস্তক খুলিল; পুস্তকে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চিত্ত সেই দিকে একান্ত নিবিষ্ট হইয়া গেল। পুস্তকে চিত্তনিবিষ্ট, অথচ মনের ভিতর অন্য চিন্তা; কর্ণ অন্যদিকে। সর্ব্বদা যাহারা ঐ কাফীঘরে গতিবিধি করে, তাহারা এবং নূতন নূতন খরিদ্দারেরা কে কি কথা বলাবলি করে, তাহা শুনিবার জন্য ব্যগ্র। অধিকক্ষণ তাহাকে সংশয়ে থাকিতে হইল না; অচিরেই শুনিতে পাইল, বো-ষ্ট্রীট-পুলিসের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে সে যে বেনামী-চিঠি লিখিয়াছিল, তাহাতে বাঞ্ছনীয় ফললাভ হইয়াছে।

অপরাহ্ণ সার্দ্ধেক ঘটিকার সময় একটি লোক দ্রুতপদে কাফীঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তথায় তাহার আলাপী চারি পাঁচ জন লোককে সম্বোধন করিয়া ঘনিষ্ঠভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ওয়েষ্ট এণ্ড পল্লীতে আজ এইমাত্র যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার ফল যেরূপ হইয়াছে, তাহা কি তোমরা শ্রবণ করিয়াছ?"

প্রশ্নশ্রবণে সকলেরই মহা কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, সকলেই সমস্বরে বলিল, "কৈ,—কিছুই ত শুনি নাই; ব্যাপারখানা কি?"

বক্তা উত্তর করিল, "তোমাদের স্মরণ হইতে পারিবে, কিছু দিন পূর্ব্বে বো-ষ্ট্রীট-পুলিসের পিটার গ্রম্লী ও মব নামক দুই জন কন্‌ষ্টেবল হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়াছে। কেমন, তাহা কি তোমাদের মনে হইতেছে না? তাহাদের কি হইয়াছে, আজ পুলিসকোর্টে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সাক্ষীর মুখে প্রকাশ—তাহারা খুন হইয়াছে।"

কম্পিতকণ্ঠে শ্রোতারা বলিয়া উঠিল, "খুন?"

সংবাদদাতা বলিল, "হাঁ, খুন!—দুইটা মৃতদেহ বাহির হইয়াছে। এক জায়গায় একখানা পাথর-চাপা গোর দেওয়া ছিল; বাবুর্চ্চীখানার পশ্চাতে অথবা পশ্চাতের প্রাঙ্গণে সেই গোর, তাহা আমি ঠিক বলিতে—"

শ্রোতৃবৃন্দের কৌতূহল আরও অধিক প্রবল হইয়া জলিয়া উঠিল; চঞ্চল-স্বরে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় খুন? কাহার দ্বারা খুন?"

সংবাদদাতা বলিল, "সে কথা যখন আমি বলিব, তখন তোমরা চমকিয়া উঠিবে। যাহারা শুনিতেছে, তাহাদেরই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, কিন্তু কেহই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।"

পুনর্ব্বার সকলেই জিজ্ঞাসা করিল, "হত্যাকারী কে?"

সংবাদদাতা উত্তর করিল, "পেল্‌মেলের খোস্‌পোষাকী সৌখীন পোষাক-ওয়ালী বিবি ব্রেস্। সেই গৌরাঙ্গিনী স্ত্রীলোক এখন নিউগেট কারাগারে অন্ধকূপে।"

সমস্ত শ্রোতার ওষ্ঠাগ্রে সমবেত প্রশ্ন—"বিবি ব্রেস্? ও পরমেশ্বর! কে ইহা ভাবিয়াছিল? বিবি ব্রেস্ খুন করিয়াছে, ইহা কি ঠিক্? কি রকমে খুন করিল?"

সংবাদদাতা উত্তর করিল, "কি রকমে খুন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। আমি এইমাত্র পুলিসের নিকট দিয়া আসিতেছিলাম, দেখিলাম, কোর্টের দ্বারে ভয়ানক জনতা। ব্যাপার কি, জানিবার জন্য লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহারা যাহা বলিয়াছে, তাহাই আমি তোমাদিগকে বলিলাম। ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু এত ভিড় যে, লোকের সর্দ্দিগর্ম্মী হইয়া দমবন্ধ হইবার সম্ভাবনা; অধিকন্তু চাপরাসী আমাকে প্রবেশ করিতে দিল না। যাহা হউক, লোকেরা বলিল, বিবি ব্রেস্ খুন করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "প্রকাশ পাইল কিরূপে?"

সংবাদদাতা উত্তর করিল, "সব আমি শুনি নাই; আজ বৈকালে অনেক তত্ত্ব জানা যাইবে, কল্য প্রাতঃকালে মোকদ্দমার বিশেষ বিবরণ খবরের কাগজে প্রকাশিত হইবে।"

কারোলাইন ওয়াল্‌টার ঐ সকল কথা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিল, একটি অক্ষরও তাহার কর্ণে এড়াইল না। আনন্দে, বিজয়োল্লাসে ও প্রতি-শোধবাসনা চরিতার্থ হইবার প্রত্যাশায় তাহার আস্যদেশে যেন হাঁকার

প্রাপ্ত বাঘিনীর ন্যায় হাস্যরেখা দেখা দিল, নখাগ্রে নখাগ্রে আরক্ত আভা প্রকাশ পাইল, যে ফিকির খাটাইয়াছিল, তাহাতে পোষাকওয়ালীকে জব্দ করিবার আশামত ফল ফলিল, সেই জন্যই উল্লাস।—পোষাকওয়ালীকে উদ্দেশ করিয়া সে আপন মনে বলিতে লাগিল, "দুশ্চারিণি! তোর ভাগ্যে অশুভদিন সমাগত! আমি পিতৃহীনা, মাতৃহীনা, তোর কাছে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তুই কি করিয়াছিলি?—বিশ্বাসঘাতক, নির্দ্দয়, অস্থিরচিত্ত ক্লোরিমেলের কাছে টাকা খাইয়া আমাকে তাহার ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়াছিলি! ভালবাসিতে হইলে প্রাণ দিয়া ভালবাসা আমার স্বভাব, কিন্তু সে ভালবাসায় আঘাত পাইলে প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা যত বলবতী হয়, তাহা অতিশয় ভয়ঙ্করী! ওঃ! আমার বেশ মনে আছে, পাপীয়সী ধাত্রী লিগুলীর পাপনিকেতনের নির্জ্জন কক্ষে যখন আমি প্রথমে প্রবেশ করি, আমার বেশ মনে আছে, তখন আমি আপনাআপনি বলিয়াছিলাম, ভালবাসার খাতিরে বাঁচিয়া থাকিতে যদি আমার বাসনা না হয়, প্রতিশোধ লইবার জন্য আমি বাঁচিয়া থাকিব! আমার প্রতিশোধ-পিপাসা শান্তি হইবামাত্র—পাপিনী মিসেস্ ব্রেস্ ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলিলে—আমার ধর্ম্মনাশক লর্ড ক্লোরিমেল পদসম্পদ্ হইতে বিচ্যুত হইলে আমি এই পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইব! হাঁ, অগ্রে প্রতি-শোধ, তাহার পর আত্মহত্যা!"

কারোলাইন এইরূপ গভীর চিন্তায় নিমগ্না; হস্তের কনুই টেবিলের উপর সংস্থাপিত, করতলে ললাট বিন্যস্ত, চক্ষুদুটি সম্মুখস্থ পুস্ত বিনিক্ষিপ্ত; কিন্তু বাহ্যবস্তুর দিকে আদৌ দৃষ্টি ছিল না, তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় মানসিক-চিন্তার সঙ্গে আকৃষ্ট। হঠাৎ তাহার গাঢ়চিন্তার অবসান, সে যেন হঠাৎ স্বপ্নভঙ্গে জাগিয়া উঠিল; ঘূর্ণিত-নয়নে গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিয়া লইল, গৃহমধ্যস্থ কোন লোক তাহার দিকে চাহিয়া আছে কি না। গৃহের লোকেরা তখন বিবি ব্রেসের গ্রেপ্তারের কথা লইয়া অনন্যমনে তর্কবিতর্ক করিতেছিল, ছদ্মবেশী নাবিক সেই ঘরের একধারে বসিয়া আছে, কি করিতেছে, তাহার খবর লই-বার তাহাদের অবসর ছিল না, তদ্দর্শনে কারোলাইন নিশ্চিত বুঝিল, কেহই তাহার দিকে নজর রাখে নাই।

বেলা অপরাহ্ণ তৃতীয় ঘটিকা। কারোলাইন কিছু জলযোগের সামগ্রী আনয়ন করিবার আদেশ দিল, তাহা আনীত হইলে কিঞ্চিৎ ভোজন করিল,

তাহার পর ধীরে ধীরে কাফিঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। প্রথম মতলব —একটা নির্জ্জন পল্লীতে একটা নির্জ্জন বাসাবাড়ী ভাড়া লওয়া, সেই-খানে থাকিয়া মোকদ্দমার খবর রাখা আর নিজের প্রতিশোধ-পিপাসার শান্তি-পক্ষে বিশেষ বিশেষ উপায় অবধারণ করা তাহার উদ্দেশ্য। কোন্ দিকে কোন্ পল্লীতে যাইবে, তাহা অগ্রে স্থির না করিয়াই ছদ্মনাবিক অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের দিকে চলিতে লাগিল, যাইতে যাইতে ঘটনাসূত্রে ক্যাভেণ্ডিস্ স্কোয়ারে পৌঁছিল।

কারোলাইন চলিতেছে। সম্মুখদিকে যে রাস্তা, সেই দিকে যাইবে, মনে করিতেছে, এমন সময় সম্মুখে সুপরিচ্ছদধারিণী একটি স্ত্রীলোকের মুখ তাহার নয়নগোচর হইল; সেই স্ত্রীলোকটি একজন বয়োধিক বড়লোকের হস্তধারণ পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় কারোলাইন দ্রুতপদে নিকটবর্ত্তিনী হইয়া স্ত্রীলোকটিকে বলিল, "ক্ষমা করিবেন, পুনর্ব্বার আপনাকে দর্শন করিয়া আমি আনন্দিত হইলাম।"

বলা বাহুল্য কারোলাইনের তখন নাবিকবেশ। তাহার কথা শুনিয়া রমণী গর্ব্বিতস্বরে বলিলেন, "মহাশয়! আপনাকে আমি চিনিতে পারিতেছি না।—এই কথা বলিয়াই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নাবিকরূপী কারোলাইনের মুখখানি তিনি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন, অল্প অল্প স্মৃতির উদয় হইল; তখন তিনি পুনরায় বলিলেন, "চিনিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু আপনার মুখখানি আমার অপরিচিত বোধ হইতেছে না।"

কারোলাইন বলিল, "একবার ধাত্রী লিণ্ডলীর বাড়ীতে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমরা উভয়ে উভয়ের বন্ধু হইব,এইরূপ অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছিলাম।"

মুখপানে চাহিয়া লেডী বলিলেন, "ওঃ! মনে হইতেছে। তুমি সেই কুমারী ওয়াল্টার।"—পাঠক মহাশয় এই লেডীর পরিচয় শ্রবণ করুন। ইঁহার নাম লেডী ফারনাণ্ডা—এখন লেডী হোল্ডারনেস্; লর্ড হোল্ডারনেসের সঙ্গে তিনি ভ্রমণ করিতেছিলেন। কারোলাইনকে চিনিয়া তিনি বেশী সন্তুষ্ট হইলেন, এমন বোধ হইল না।

ছদ্মবেশী নাবিকের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া একটু কম্পিতকণ্ঠে লর্ড হোল্ডারনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কারোলাইন ওয়াল্টার? যে ছুঁড়ী একবার গ্রেপ্তার—"

দিব্য সপ্রতিভভাবে নির্ভয়ে প্রশান্তস্বরে কারোলাইন উক্ত অসমাপ্ত বাক্য সমাপ্ত করিবার নিমিত্ত যোগ করিয়া দিল, "ইত্যগ্রে আমি যে শিশুলীর নাম করিয়াছি, সেই ধাত্রীকে খুন করার মিথ্যা অভিযোগে পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল।" লর্ড বাহাদুরকে এই কথা বলিয়া, লেডীর দিকে ফিরিয়া সে আবার বলিল, "মেম সাহেব! যখন আমরা সেই ধাত্রীর বাড়ীতে ছিলাম, তখন আপনি কে, আপনার নাম কি, আপনার পদমর্য্যাদা কি, তাহা আমি জানিতাম না, কৌশলে সন্দেহক্রমে আপনি আমার কাছে সে পরিচয় গোপন করিয়া—"

এই অবসরে উর্দ্দীপরা এক জন ফুটম্যান এক বাড়ীর দ্বার উদ্ঘাটন করিল, কারোলাইনের শেষ কথায় বাধা দিয়া লর্ড হোল্ডারনেস্ চুপি চুপি বলিলেন, "আমাদিগকে আর অধিকক্ষণ এখানে দাঁড় করাইয়া রাখিও না।"—এই বলিয়াই ধীরে ধীরে লেডীকে বাড়ীর ভিতর একটু ঠেলিয়া দিয়া, নিজেও সেই সঙ্গে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। পরক্ষণেই ভিতর দিক্ হইতে দরজা ভেজাইয়া দেওয়া হইল, কুমারী কারোলাইন বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

লর্ড-দম্পতি নির্জ্জনে বৈঠকখানামধ্যে প্রবেশ করিয়া পরস্পর চকিত-চঞ্চলভাবে মুখ চাহাচাহি করিলেন; লেডী হোল্ডারনেস্ মাথার টুপীটা খুলিয়া, শালখানা একধারে রাখিয়া চঞ্চলস্বরে বলিলেন, "ছুঁড়ীটার সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভাল ছিল। দেখা হওয়াতে আমি তুষ্ট হইলাম না।"

উত্তেজিতস্বরে লর্ড বলিলেন, "আমিও তুষ্ট হই নাই; এক্ষণে বোধ হইতেছে, ইহার সহিত অমঙ্গলের কোন সম্পর্ক—"

অভ্যাসমত সাহসে ভর করিয়া ফারনাণ্ডা "বলিলেন, তাহা হইলেও উহাকে দেখিয়া ভয় পাইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। ও ছুঁড়ী সে বিষয়ের কোন সূত্র—"

কম্পিতস্বরে লর্ড হোল্ডারনেস্ বলিলেন, "কে জানে-? কে জানে? ওঃ! ফারনাণ্ডা! আমাদের মন যেন বলিতেছে, আমরা নিতান্ত ভীরু—"

ঘৃণার ভঙ্গীতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া, লোহিত ওষ্ঠপুট বক্র করিয়া, স্বভাবসিদ্ধ গর্ব্বিতভাবে উগ্রস্বরে ফারনাণ্ডা বলিলেন, "তুমি নিজেই কাপুরুষ, সেই কথা বল; বিবেকের পরাক্রম আমি গ্রাহ্য করি না।"

কম্পিত হইয়া লর্ড বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন, "ফারনাণ্ডা! বার বার আমি তোমাকে বলিয়াছি, কতবার মিনতি করিয়া নিষেধ করিয়াছি, প্রকৃতির

অবমাননা করিও না, প্রাকৃতিক কার্য্যে অবজ্ঞা করিও না, তাহাতে অন্ত অপরাধ—”

দুষ্প্রবৃত্তিতে ফারনাণ্ডার হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইয়াছিল, স্বামীর মুখের কথায় যোগ দিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “সেই অপরাধ আমরা উভয়েই করিয়াছি—অ্যাঁ?”—এইটুকু বলিয়া একটু নরমস্বরে তিনি আবার বলিলেন, “কারোলাইন ওয়াল্‌টার—তুচ্ছ কথা মনে করিয়া ভয় পাইও না। প্রথমতঃ ছুঁড়ীটার সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি সন্তুষ্ট হই নাই, তাহাতে অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে, কদাচ শুভফল হইবে না, ইহা আমি স্বীকার করি; কিন্তু আমার দ্বিতীয় কথা এই যে, কারোলাইন ওয়াল্‌টার আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে, আর সে এখানে ফিরিয়া আসিবে না। অধিকন্তু আমার বিরুদ্ধে সে আর কি কথা বলিতে পারে? কোন এক বিশেষ ঘটনায় আমি একবার বিবি লিণ্ডলীর বাড়ীতে কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলাম, সে ছুঁড়ীও তখন সেইখানে ছিল, সেই সূত্রে যদি লোকের কাছে আমার কোন গ্লানির কথা বলে, লোকে তাহা বিশ্বাস করিবে না, বরং সে কেলেঙ্কারটা তাহার নিজের উপরেই স্পর্শিবে; সকলেই তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবে; সন্দেহে সন্দেহে দেখিতে তাহার ছদ্মবেশ ধরিয়া ফেলিবে। না—ওয়াল্টার,—না, সে ছুঁড়ীকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই।”

এইরূপ কথা হইতেছে, ঠিক সেই সময় সদর-দরজায় দুইবার জোরে জোরে করাঘাত হইল, পরক্ষণেই কারোলাইন ওয়াল্টারকে সঙ্গে লইয়া সেই ফুটম্যান লর্ডদম্পতির সম্মুখে হাজির হইল। নাবিক ভাবিয়াই ফুটম্যান তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল।

ফুটম্যান বাহির হইয়া যাইবার পর লেডী ফারনাণ্ডা সক্রোধে কারোলাইনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি কারণে এই অনধিকার-প্রবেশ?”—প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে লেডীর চক্ষু যেন বিদ্যুৎচমকে কারোলাইনের মুখের উপর বিনিক্ষিপ্ত হইল।

কারোলাইন তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, “চিরদিন আমাদের বন্ধুত্ব থাকিবে, ধাত্রী লিণ্ডলীর বাড়ীতে আমরা উভয়ে কি এইরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হই নাই?”

কারোলাইনকে ভয় দেখাইবার উদ্দেশে আরক্ত-নয়নে চাহিয়া লেডী

ফারনাণ্ডা সদর্পে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই ধাত্রীকে তুমি খুন করিয়াছ, তাহা আমি জানি না, ইহাই কি তুমি মনে রাখিয়াছ?"

শান্তভাবে কারোলাইন উত্তর করিল, "হইতে পারে, তাহা আপনার জানা আছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি নির্দ্দোষী। লেডী হোল্ডারনেস্! এখন আমি আপনার পরিচয় জানিতে পারিয়াছি, এই লর্ড বাহাদুর আপনার স্বামী; যদি আমি ইহাঁর সমক্ষে কোন অপ্রিয় কথা বলিয়া থাকি, সেটা আমার দোষ নয়, আপনিই আমাকে তাহা বলিতে বাধ্য করিয়াছেন। ইত্যগ্রে আপনাদের এই বাড়ীর সদর-দরজার বাহিরে যখন দেখা হইয়াছিল, তখন যদি আপনি সদয়ভাবে আমার সহিত কথা বলিতেন, তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হইতাম, আর আমি আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে এখানে আসিতাম না; কিন্তু পূর্ব্বের বন্ধুত্বের অঙ্গীকার ভুলিয়া আপনি সগর্ব্বে আমার অপমান করিয়াছিলেন, সেই কারণেই আমার প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে, সেই কারণেই অভিমানবশে আবার আমি আসিয়াছি।"

কারোলাইন যতক্ষণ কথা কহিল, লেডী ফারনাণ্ডার বুকের ভিতর তত-ক্ষণ নানাপ্রকার অশুভচিন্তা তোলপাড় করিতেছিল, কথা শেষ হইলে তিনি তাচ্ছিল্যভাবে গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া রূক্ষস্বরে বলিলেন, "যাহা আমি করিয়াছি, তজ্জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বল না কি?"

ঘৃণা প্রকাশ করিয়া কারোলাইন বলিল, "ক্ষমাপ্রার্থনা?—আপনি বড়-ঘরের ঘরণী, আমি সামান্য লোকের কন্যা, আপনার ওষ্ঠ হইতে আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা-বাক্য বহির্গত হইলে আমি লজ্জা পাইব;—না, ক্ষমাপ্রার্থনা আমি চাহি না; যদি আপনি ক্ষমা চান, তাহা হইলে আমি তাহা ঘৃণাপূর্ব্বক অগ্রাহ্য করিব। একটু স্থির হইয়া আমার গুটিকতক কথা শুনুন;—আমাকে বাহিরে ফেলিয়া আপনারা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দরজা বন্ধ হইল, ১৫ মিনিট কাল সেইখানে আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম, আমার শিরায় শিরায় সবেগে শোণিত প্রবাহিত হইল, হৃদয়ে ক্রোধানল জ্বলিল, অনন্তর একটু তফাতে গিয়া একখানা মদের দোকানে প্রবেশ করিলাম, সেখানে একটু মদ খাইয়া দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ক্যাভেণ্ডস্ স্কোয়ারের অমুক নম্বর বাড়ীতে কাহারা থাকেন?' দোকানী অত্যন্ত বাচাল, অনেক কথা কয়;—সে আমাকে অনেক কথা বলিল; যতটুকু সংবাদ জানিবার আশা

করিয়াছিলাম, তাহার বিশগুণ তত্ত্ব আমি তাহার মুখে পরিজ্ঞাত হইয়াছি ; আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি।"

পূর্ব্বের ন্যায় তাচ্ছিল্যভাব দেখাইয়া সেইরূপ ভঙ্গীতে সেইরূপ স্বরে ফারনাণ্ডা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা তুমি শুনিয়াছ?"—লর্ড বাহাদুর এই সময় আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন, আবার ফিরিয়া আসিয়া গৃহের অপর প্রান্তে দাঁড়াইলেন ; শরীরে কম্প, বদনে উত্তেজিত ভাব ; সে ভাব তিনি কিছুতেই গোপন করিতে পারিলেন না। কপট ঔদাস্যভাবে ফারনাণ্ডা পুনর্ব্বার কারোলাইনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি কথা তুমি শুনিয়াছ?" ঔদাস্যভাব জানাইলেন বটে, কিন্তু মনে মনে বুঝিলেন, যতটুকু কারোলাইনের জানা সম্ভব তিনি ভবিয়াছিলেন, নিকটস্থ দোকান হইতে কারোলাইন অবশ্য তদপেক্ষা অধিক নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া আসিয়াছে।

কারোলাইন বলিল, "আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দিতেছি। দোকানী আমাকে বলিয়াছে, লর্ড হোল্ডারনেস্ এবং লেডী হোল্ডারনেস্ এই বাড়ীতে থাকেন ; লর্ড হোল্ডারনেসের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাতা দুইটি অবিবাহিতা কন্যা আছে, তাহারা এখন পিতার নিকট থাকে না। লেডী হোল্ডারনেসের নাম ফারনাণ্ডা এমার। তিনি আর্‌ল্ অব্ ডেস্‌বরার ভ্রাতষ্পুত্রী।

ছদ্মবেশধারিণী যুবতীর মুখের উপর তীব্রদৃষ্টি স্থাপন করিয়া লেডী হোল্ডারনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেবল ঐ কথাগুলিই শুনিয়াছ?"

কারোলাইন উত্তর করিল,"কেবল উহাই নহে, আরও অনেক কথা শুনিয়াছি। কিছু দিন পূর্ব্বে লোকে কাণাকাণি করিয়াছিল, লর্ড মার্চ্চমণ্টের পুত্র অনারেবল আর্থর্ ইটনের সহিত কুমারী ফারনাণ্ডা এমারের বিবাহ-সম্বন্ধ হয়, সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়, আর্থর ইটন হঠাৎ রোগে আক্রান্ত হন, কুমারী ফারনাণ্ডা তখন প্রায়ই নগর পরিত্যাগ করিয়া মফস্বলে বাহিরে বাহিরে থাকিতেন ; লোকে এই কথা বলিত, বাস্তবিক কুমারী ফারনন্দা আদৌ মফস্বলে যান নাই, নগরীমধ্যে গুপ্ত পল্লীতে ফোর-ষ্ট্রীটে একখানা ভয়ঙ্কর গুপ্ত বাড়ীতে গোপনে বাস করিতেছিলেন, সেইখানে তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। সেইখানে তিনি আমাকে অনেক—ওঃ!—অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তখন আমি সে সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, একজনের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি বিশেষরূপ চেষ্টা করিতেছেন, ভয়ানক প্রতিশোধের অনুষ্ঠান ;—সেই প্রতিশোধের হেতু

ও পরিণাম কেবল তিনিই জানিতেন, যাঁহার উপর প্রতিশোধ, তিনি তাহার কিছুই জানিতেন না।”—এই পর্য্যন্ত বলিয়া,একটু থামিয়া,কারোলাইন আবার বলিতে লাগিল,“এখন—শোনো লেডী,—এখন আমি তোমার পরিচয় পাই-য়াছি ; ধাত্রীর বাড়ীতে যে সকল কথা তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, যাহা তখন আমি বুঝিতে পারি নাই, এখন তাহা স্পষ্ট স্পষ্ট বুঝিতেছি। তোমার জীবনের ইতিহাস আমি উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছি ; লোকের চক্ষে দিবা দ্বিপ্রহরের সূর্য্য যেমন উজ্জ্বল তেজস্কর দেখায়, তোমার গুহ্যবৃত্তান্ত এখন আমি সেইরূপ সমুজ্জ্বল দর্শন করিতেছি। তোমার প্রতিশোধের লক্ষ্য ছিলেন—অনারেবল্ আর্থর ইটন ; প্রণয়ের প্রলোভন দেখাইয়া তিনি তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার পর কোন সূত্রে তোমার সহিত তাঁহার মনোমালিন্য জন্মে ; একপ্রকার অদ্ভুত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া আর্থর ইটন দিন দিন জীর্ণ-শীর্ণ হইতে থাকেন, চিকিৎকগণের ঔষধে কোন প্রকার ফল হয় নাই, ভাল ভাল অস্ত্রচিকিৎসকেরাও হারি মানেন,কি রোগ, তাহা কেহই নিরূপণ করিতে পারেন নাই। প্রতিশোধ লইবার জন্য গুপ্তক্রিয়া ও সাংঘাতিক অভিসন্ধি তোমার ঐরূপ , দৈবগতিকে যেন কোন প্রকার মন্ত্রপ্রভাবে ক্রমে ক্রমে রোগ-শান্তি হইতে থাকে, শেষকালে আর্থর ইটন সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করেন। ওঃ লেডী! তোমার কৌশলচক্রে সেই যুবক অকালে কালগ্রাসে পতিত হই-বেন, এইরূপ উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু দৈবানুগ্রহে কোন অদৃশ্য শক্তির কৃপায় তিনি মুক্তিলাভ করেন, তাহার পর একটা গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া তিনি নিউগেট কারাগারে কয়েদ হন ; বস্তুতঃ তাঁহার নামে যে অপবাদ দেওয়া হয়, যে অপরাধে তিনি ধরা পড়েন, সে অপরাধ করিতে তিনি একেবারে অসমর্থ।”

ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া ফারনাণ্ডা বলিয়া উঠিলেন,“কে এমন কথা বলে? কাহার কল্পনায় এ প্রকার”—বলিতে বলিতে হঠাৎ তিনি থামিলেন।

বদনবিকৃত করিয়া ক্রোধে কঠোরকণ্ঠে কুমারী কারোলাইন বলিল, “কে বলে? কেন,— আমিই বলিতেছি। বিষম সমস্যা পূরণ করিবার একটীমাত্র সূত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ আমি অভাবনীয়রূপে সমস্ত রহস্য ভেদ করিতে পারি-য়াছি! আরও শোনো,—গর্ব্বিতা রমণী! আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, সমস্ত দুষ্কার্য্যই তুমি করিতে পার।”

লেডী হোল্‌ডারনেস্ উপস্থিত-বুদ্ধি হারাইলেন,শরীর কম্পিত হইতে লাগিল,

রসনায় জড়তা আসিল, জড়িতস্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি কথা তুমি বলিতেছ ?"

প্রশ্ন করিয়া লর্ড হোল্ডারনেস্ দারুণ সংশয়ে নিশ্বাস রোধ করিয়া উত্তর-শ্রবণের প্রতীক্ষায় রহিলেন ; লর্ড হোল্ডারনেস যেন পুত্তলের ন্যায় অচল হইয়া আতঙ্কে ও কৌতূহলে কম্পিত হইতে লাগিলেন ; তাঁহার পাণ্ডুবর্ণ বদনমণ্ডলের শিরায় শিরায় মহাতঙ্কলক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঘূর্ণিত নয়নভঙ্গী করিয়া সুস্থির-গম্ভীরস্বরে কারোলাইন উত্তর করিল, "আমি বলিতেছি,—হাঁ,—আমি বলিতেছি, কয়েক মাস পূর্ব্বে একদা মহাদুর্য্যোগ রজনী.— ঝড়বৃষ্টি,বজ্রপাত,—ঘোর অন্ধকার,— সেই দুর্য্যোগ রজনীতে একখানা বাড়ীতে সেই ভয়ঙ্করী রজনী অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড হইয়াছিল ; সেইরূপ দুর্য্যোগরজনী দুষ্টলোক দিগের দুষ্কার্য্যসাধনের উত্তম অবসর। যে বাড়ীর কথা বলিতেছি, সেই বাড়ীর একটা ঘরের জানালা খোলা হইল,জানালার নিম্নভাগে টেম্‌সনদী প্রবাহিতা ; সেই অন্ধকারে সেই গবাক্ষপথ দিয়া একটি সদ্যোজাত শিশু টেমস্‌নদীর অন্ধকার জলে বিনিক্ষিপ্ত হইয়াছিল! গৃহমধ্যে সেই শিশুর জননী শয়ন করিয়াছিল, পিশাচীরূপিণী ধাত্রীই সেই শিশুটিকে নিম্নবাহিনী বেগবতী তরঙ্গিণীর প্রবল স্রোতে ফেলিয়া দিয়াছিল!"

সেই ভয়ঙ্কর কথা শুনিয়া, মহাভয় পাইয়া লর্ড হোল্ডারনেস্ বলিয়া উঠিলেন, "চুপ্! অত চীৎকার করিয়া কথা কহিও না!—"তিনি এই কথা বলিলেন, কিন্তু সেই ঘটনার সহিত তাঁহার পত্নীর অতি নিকট-সম্বন্ধ, ইহা বুঝিতে বাকী রহিল না।

হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ফারনাণ্ডার কম্প উঠিল, যথাসাধ্য সেই কম্পবেগ সম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন, "কারোলাইন! অত বিশেষ বৃত্তান্ত আওড়াইতেছ কি জন্য ?"—কথার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা তাঁহার স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিল, অধিক সাহসে গর্ব্বিতস্বরে তিনি আবার বলিলেন, "ঐ সমস্ত কথা তোমার কল্পনামাত্র!—সমস্তই তোমার নিজের কথা!"

তীব্রস্বরে প্রতিধ্বনি করিয়া কারোলাইন বলিল, "আমার নিজের কথা ? – কি! যখন সেই নবজাত শিশুটির করুণ ক্রন্দনধ্বনি আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল,—জেনো লেডী, সেই শিশু,—তোমার নিজের গর্ভজাত শিশু—পরিস্ফীত নদীর জলে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহার তখনকার সেই অস্ফুট রোদনধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল,ব্রহ্মরন্ধ্র মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছিল,—ও পরমেশ্বর!

তখনও আমি যেমন কাঁপিয়াছিলাম, এখনও সেইরূপ কাঁপিতেছি! সে ধ্বনি তখন যেমন শুনিয়াছিলাম, এখনও যেন সেইরূপ শুনিতেছি! তখন আমার মনে হইয়াছিল,আমিও যেন সেই ভয়ঙ্করী তমস্বিনীর সেই সাংঘাতিক কার্য্যের সহকারিণী! আমি জানি, সেই দুঃশীলা ধাত্রী মাগীই হত্যাকারিণী; শেষ-কালে তুমিই আমাকে বলিয়াছিলে, যখন তুমি প্রসব কর, তখন তোমার বেশ জ্ঞান ছিল, তবেই বুঝিতে হইবে, বুড়ীটা তোমার শিশুকে হত্যা করিয়াছে, তাহা তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। ওঃ! জানিয়া শুনিয়া আমি চুপ করিয়া ছিলাম, তখনই পুলিসে সংবাদ দিই নাই, সেই জন্য ভয়ে ভয়ে এখনও মনে হইতেছে, আমিও যেন সেই হত্যাকাণ্ডের একজন সহকারিণী!"

বলপূর্ব্বক পত্নীকে একটু তফাতে সরাইয়া লইয়া গিয়া লর্ড হোল্ডারনেস্ তাঁহার কাণে চুপি চুপি বলিলেন, "ফারনাণ্ডা! ফারনাণ্ডা! এ ছুঁড়ীকে লইয়া আমরা কি করিব? ছুঁড়ীটা চায় কি? ঈশ্বরের দোহাই, শীঘ্র উহাকে বিদায় করিয়া দিতে পারিলে বাঁচি!"

জনান্তিকে লেডী হোল্ডারনেস্ চঞ্চলস্বরে বলিলেন, "হাঁ—হাঁ, তাহাই আমি করিতেছি। তুমি জানিয়া রাখ, উহাকে আমাদের ভয় করিবার কোন কারণ নাই।"—স্বামীকে এই কথা বলিয়া, কারোলাইনের দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "দেখ কারোলাইন, তুমি আমার নামে রাশি রাশি অপবাদ দিতেছ, আমার সম্বন্ধে তুমি যাহা কিছু জানো অথবা কল্পনায় রচনা করিয়া যাহা কিছু বলিতেছ, তাহাতে আমি ভয় পাইব না; অক্লেশে আমি সে সকল অপবাদ খণ্ডন করিতে পারি, কিন্তু খণ্ডন করিলেও তোমার কিংবা আমার কোন উপকার হইবে না। সাবধান হও!—আমি এখনি পুলিস-কনষ্টেবলকে সংবাদ পাঠাইব, কারোলাইন ওয়াল্টার পরচুলা গাল-পাটা পরিয়া ছদ্মনাবিকবেশে আমার বাড়ীতে উপস্থিত আছে। মনে করিলেই আমি সংবাদ দিতে পারি, বাস্তবিক সে কার্য্য করিতে আমার ইচ্ছা নাই।"

লেডী হোল্ডারনেসের শেষ কথাগুলি শুনিয়া কারোলাইনের রোষাবেগ নূতন হইয়া উঠিল, শ্লেষব্যঞ্জক বক্রস্বরে বলিল, "ওঃ! লেডী! তুমি আমাকে ভয় দেখাইবার কথা তুলিতেছ!"—এই কয়েকটি কথা বলিবার সময় অল্পে তাহার ওষ্ঠপুট বিকুঞ্চিত হইল।

কপটে মৃদুহাস্য করিয়া ফারনাণ্ডা বলিলেন, "কারোলাইন! দেখিতেছি

তুমি আমার সহিত কলহ বাধাইবার উপক্রম করিতেছ; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি আমার নামে নালিশ করিবে, আমি তোমার নামে নালিশ করিব, তাহাতে তোমার আমার বিশেষ কোন লাভ নাই; আমি জানি, আমার উপর তোমার ঘৃণা আছে, সেই কারণে তুমি আমার কুচ্ছ রটনা করিতে আসিয়াছ; প্রথমে দরজার বাহিরে যখন তুমি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলে, সেই সময় আমি যদি তোমাকে আদর করিয়া কোলে লইতাম, তাহা হইলে তুমি এই সব কথা বলিতে না। যাহা হউক, এখন তুমি আমার কাছে, কি চাও—টাকা—পরামর্শ—"

সব কথা না শুনিয়াই কারোলাইন বলিল, "টাকাও চাই না, পরামর্শও চাই না, কিছুই চাই না; তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা বড় ভালই হইয়াছে, আমি বড়ই খুসী হইয়াছি; আমার মতলবটা হঠাৎ অন্যদিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে; এতদিন যে ভয়ানক রহস্য ঘোর অন্ধকারে নিহিত ছিল, দুর্ভেদ্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, এক ঘণ্টার মধ্যে কয়েকটা ঘটনায় সেই ভয়ানক রহস্য আমি ভেদ করিতে পারিয়াছি।"

আত্মগৌরবিনীর আপদমস্তক কাঁপিল; কেবল বাহ্যাঙ্গে কম্পন নহে, নিদারুণ আতঙ্কে ও মহা সংশয়ে তাহার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল; কম্পিতস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি ঘটনা?"

জয়লাভ হইয়াছে, অন্তরে এইরূপ বুঝিয়া, উল্লাসিতস্বরে কারোলাইন বলিল, "সমস্ত ঘটনা এক এক করিয়া বিশেষরূপে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন বুঝি না; আপাততঃ কেবল একটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারিবে যে, ধাত্রী লিগুলীর হত্যাব্যাপারে আমি যেমন নির্দ্দোষী, উইলিয়ম ডডলির হত্যাকাণ্ডে আর্থর ইটনও সেইরূপ নির্দ্দোষী।"

এই কথা বলিয়াই কারোলাইন ওয়াল্‌টার গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, ফারনাণ্ডা ছুটিয়া গিয়া সজোরে তাহার বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক অদ্ভুতপ্রকার পরিবর্ত্তিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কারোলাইন, এরূপে অবস্থায় তোমার এখান হইতে চলিয়া যাওয়া হইতে পারে না।"

মনে করিলে কারোলাইন তৎক্ষাৎ ফারনাণ্ডার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু অকস্মাৎ গৃহমধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ও গোঁ গোঁ শব্দ শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎদিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিল; দেখিল, লর্ড হোল্ডারনেস্ একখানা সোফার উপর শুইয়া পড়িয়া কম্পিতকলেবরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছট্‌পট্

করিতেছেন। সেই দৃশ্য দর্শন করিয়া কারোলাইন তখন ফারনাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে কি করিতে বল? কেন তুমি আমাকে ধরিয়া রাখিতেছ?"

মানসিক যন্ত্রণা ও দারুণ উৎকণ্ঠা গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া উত্তেজিত-স্বরে লেডী হোল্ডারনেস্ বলিলেন, "ধাত্রী লিণ্ডলীর বাড়ীতে তোমাতে আমাতে যেরূপ বন্ধুত্ব হইয়াছিল, আইস আবার এইখানে উভয়ে সেইরূপ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হই।"

মুখভারী করিয়া গম্ভীরস্বরে কারোলাইন বলিল, "লেডী! সময় অতীত করিয়া তুমি এখন ঐরূপ প্রস্তাব করিতেছ। উচ্চপদমর্য্যাদার অহঙ্কারে ইতাগ্রে তুমি আমাকে পদদলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে, বড়দলের মহিলা বলিয়া সেই অহঙ্কারে তুমি আমাকে তোমার পদলেহনে বাধ্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলে, সেই গর্ব্বকীট এখন নিস্তেজ হইয়াছে; সাবধান! সেই ক্ষুদ্র কীট পাছে কালসর্পের আকার ধারণ করিয়া বিষদন্তে তোমাকে তীব্র দংশন করে!"

ঐরূপ ভীষণ শাসনবাক্য শ্রবণ করিয়া, ঘৃণা-ক্রোধ-মিশ্রিত কারোলাইনের অগ্নিবর্ষী বিশালদৃষ্টি দর্শন করিয়া লেডী হোল্ডারনেস্ ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, অবসর পাইয়া কারোলাইন তাঁহার হাত ছাড়াইয়া দ্রুতগতি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল, এককালে সেই বাড়ী হইতেই নিষ্ক্রান্তা।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কারোলাইন সেই পূর্ব্বকথিত কাফিঘরে প্রবেশ করিল; দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বহু খরিদ্দারের জনতা; ব্রোষ্ট্রীট পুলিশে বিবি ব্রেস্ যে প্রকার জবাব দিয়াছে, লোকেরা সেই বিষয়ের গল্প করিতেছিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া কারোলাইন শুনিল, সহচরী হ্যারিয়েট আপন ইচ্ছায় পুলিশে হাজির হইয়া খুনের ব্যাপারের জবানবন্দী দিয়াছে; বৃত্তান্ত জানিয়াও অগ্রে পুলিশে সংবাদ না দেওয়া অপরাধে হ্যারিয়েটকেও নিউগেটের হাজত-গারদে চালান হইতে হইয়াছে। কারোলাইন আরও শুনিল, সেই বেনামী চিঠিখানা পুলিশে দাখিল হইয়াছিল, পাঠ করা হইয়াছিল, কিন্তু গল্পকর্ত্তারা তৎসম্বন্ধে যে সকল কথা বলাবলি করিল, তাহা এত অস্পষ্ট যে, কারোলাইন তাহার আসল মর্ম্ম বুঝিয়া উঠিতে পারিল না; পুলিশের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটকে সে যে সংবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছিল, তাহার ফলে

আসল মোকদ্দমার তদন্ত হইতেছে, কিন্তু তাহার (কারোলাইনের) নিজের পক্ষে কোন মন্দ হইবে কি না, তাহা জানিতে না পারিলেও বিবি ব্রেস্‌কে ফাঁসিকাষ্ঠে চড়াইবার ফিকির সুসিদ্ধ হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া তাহার সন্তোষ জন্মিল; দোকানে আর অধিকক্ষণ দাঁড়াইল না, পূর্ব্বদিন যে কক্ষমধ্যে নিশাযাপন করিয়াছিল, সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

কাফিঘরের খরিদ্দারগণের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ মোকদ্দমার গল্প তুলিয়াছিল, শ্রোতাদিগকে সম্বোধন করিয়া সেই ব্যক্তি মন্তব্য দিল, "ঐ সেই চালাক ছোক্‌রা!"

দলের মধ্য হইতে আর একজন বলিল, "কাহার কথা বলিতেছ? ঐ নাবিকের পোষাক-পরা ছোক্‌রা?—ও ত ছোক্‌রা নয়,—ছদ্মবেশধারিণী বালিকা; আমার এ অনুমান যদি মিথ্যা হয়, তবে আমার সকল কথাই মিথ্যা। চলনভঙ্গী দেখিয়াই আমি উহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া চিনিয়াছি।"

এইরূপ গল্প হইতেছিল, ঠিক সেই সময় পুলিস কনষ্টেবল ক্রলী সহসা কাফিঘরে প্রবেশ করিল; প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "ছদ্মবেশী স্ত্রীলোক! কে বলিতেছিল ছদ্মবেশী স্ত্রীলোক?"

দলের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রধান বক্তা সে ব্যক্তি ঐ পুলিস কনষ্টবলের বিশেষ পরিচিত; সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি সেই ছদ্মবেশীকে দেখিতে চাও?"

ক্রলী উত্তর করিল, "একটী যুবতীকে আমার দরকার, সম্ভবতঃ সেই যুবতী ছদ্মবেশে আছে। স্থূল কথা,—বিবি ব্রেসের মোকদ্দমায় আপাততঃ আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে, আসামী নিউগেটের হাজতে গিয়াছে, এখন আমি আর একটি স্ত্রীলোকের অনুসন্ধানে আছি।"

প্রথমে যে ব্যক্তি কথা কহিয়াছিল, সে বলিল, সে যদি সত্য সত্য ছোক্‌রা না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্ত্রীলোক, ইহা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি।" এই বেয়াড়া ঠাট্টা শুনিয়া দলের সমস্ত লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া মিষ্টার ক্রলী তৎক্ষণাৎ বলিল, "যাহার কথা বলিতেছ, সে বালকই হউক অথবা বালিকাই হউক চেহারা কেমন বল দেখি। আমার এই কাগজে তাহার হুলিয়া লেখা আছে।"

পূর্ব্ববক্তা বলিল, "যাহার কথা আমি বলিতেছি, সে যদি পুরুষ হয়, তবে তাহার বয়ঃক্রম অনুমান একুশ বাইশ বৎসর; তাহার মুখে যে গালপাট্টা

আছে, তাহা তবে স্বাভাবিক; অথবা যদি স্ত্রীলোক হয়, তাহার বয়ঃক্রম অনুমান সপ্তদশ বর্ষ, গালপাট্টা কৃত্রিম।"

হস্তস্থিত কাগজে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রলী বলিল, "বয়স ষোল বৎসর ছয় মাস, খর্ব্বাকার, গঠন মাফিকসই, কিছু কাহিল, দাঁতগুলি বেশ সুন্দর, আরক্ত ওষ্ঠাধর, অতি সুন্দর উজ্জ্বল চক্ষু, ঈষৎ রক্তাভ গৌরবর্ণ।"

অনেকে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "ঠিক ঠিক! সেই-ই বটে! কে সে? —সে করিয়াছে কি?—আহা!—গরীব বেচারা!—কে এমন ভাবিয়াছিল?"

মিষ্টার ক্রলী সে প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না, লোকের বিস্ময়ে ও কৌতূহলে ভ্রূক্ষেপও করিল না, দোকানের যে দিকে একটি স্ত্রীলোক বসিয়া কাফি বিক্রয় করিতেছিল, সরাসর সেই দিকে গিয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "যাহার কথা আমরা বলাবলি করিতেছিলাম, সে লোকটি কোন্ ঘরে গিয়াছে?" দোকানী স্ত্রীলোক দোকানে বসিয়াই পূর্ব্বকথাগুলি উপকর্ণ করিয়াছিল, ঘরটি দেখাইয়া দিল; যে ঘরে কারোলাইন, কন্‌ষ্টেবল তৎক্ষণাৎ সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

কন্‌ষ্টেবলের বেশ দেখিয়াই কারোলাইন তাহাকে চিনিল, কেন আসিয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহাও বুঝিল, ক্ষণেকের জন্য শরীরে একটু কম্প আসিল, মুখখানি শুকাইল; পরক্ষণেই উপস্থিতবুদ্ধিপ্রভাবে সাহস অবলম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে তোমার কি দরকার?" কনষ্টেবল নিজের বক্তব্য ব্যক্ত করিল; কারোলাইন পূর্ব্বে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই সত্য হইল। কন্‌ষ্টে-বলের আদেশে বাধ্য হইয়া নাবিকবেশী কারোলাইন বো ষ্ট্রীট পুলিসে চলিল; দোকানের ভিতর দিয়া পুলিসের হেপাজাতে যখন যায়, তখন তথাকার লোকেরা যে প্রকার কৌতূহলবশে তাহার দিকে চাহিল, তাহাতে তাহার স্ত্রীলোকসুলভ লজ্জা আসিল, কপোলযুগল আরক্ত হইল, নতবদনে বাহির হইয়া গেল। পুলিস আফিসে উপস্থিত হইয়া, ছদ্মবেশী ছদ্মবেশধারণের প্রকৃত কারণ ব্যক্ত করিয়া সত্যকথা বলিল; চাপরাসীরা পাছে তাহার পোষাক খুলিয়া লয়, সেই অপমানের ভয়ে সত্য পরিচয় প্রদান করিল। যাহারা তাহাকে চিনিত, তাহারা কারোলাইন ওয়াল্‌টার বলিয়া সনাক্ত করিল, তাহার পর তাহাকে আসামীমঞ্চে দাঁড় করাইয়া গোটাকতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল। অবশেষে ধাত্রী লিণ্ডলীকে হত্যা করা অপরাধে কারোলাইন নিউগেট-কারাগারে প্রেরিত হইল।

অষ্টস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—*—

আলফ্রেড।

উকীল রিগডেনের আফিস হইতে কারোলাইনের প্রস্থানের পর উকিলের ছোকরা চাকর আলফ্রেড অবসর পাইয়া ক্ষুদ্র একখণ্ড কাগজে গোটাকতক কথা লিখিল; বয়ান এইরূপ যে, "আমার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে! আজ রাত্রে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

সম্মুখের আফিসে উচ্চ টেবিলের অন্তরালে হেডক্লার্ক বসিয়া কার্য্য করিতেছিলেন, বালক কি করিতেছে, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না; বালক সেই কাগজখানি চিঠির আকারে মোড়ক করিল, ওয়েফার দিয়া আঁটিল, শিরোনাম লিখিল, তাহার পর একটা ছল করিয়া, সেই চিঠিখানি লইয়া, আফিস হইতে বাহির হইয়া গেল, নিকটস্থ ডাকঘরের লেটারবাক্সে চিঠিখানি ফেলিয়া দিয়া,আফিসে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বের আরব্ধ কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

ভিতরের আফিসঘরে নিজের টেবিলের সম্মুখে বসিয়া মিষ্টার রিগডেন আপন কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, টেবিলের উপর রাশীকৃত দলীলপত্র; তন্মনস্ক হইয়া সেই দলীলগুলি তিনি দেখিয়া আলোচনা করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার কার্য্যে বাধা পড়িল। কাগজের উপর হইতে চক্ষু তুলিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন সম্মুখে তাঁহার মাননীয় মক্কেল আর্ল মণ্টগোমারী।

অভ্যাসমত সাবধানে একটিপ নস্ত গ্রহণ করিয়া, মিষ্টার রিগডেন সানন্দে বলিলেন, "আঃ! আপনি আসিয়াছেন, আমি সন্তুষ্ট হইলাম; আপনার জন্ম আমার অতিশয় উদ্বেগ হইতেছিল।"—নস্যগ্রহণে সাবধান হওয়া কিরূপ?—পরিষ্কার কামিজের উপর নস্যের গুঁড়া অথবা শ্লেষ্মা না পড়ে, সেই বিষয়ে সতর্কতা।

যেন অত্যধিক অধৈর্য্যভাব জানাইয়া, উৎকণ্ঠিতস্বরে লর্ড মণ্টগোমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি কোন নূতন বৃত্তান্ত প্রকাশ পাইয়াছে?"

স্বভাবসিদ্ধ শান্তভাবে রিগডেন উত্তর করিলেন, "না মি লর্ড! তেমন বিশেষ নূতন সংবাদ কিছুই নাই। আপনার জানা আছে, এই সঙ্কটসময়ে আপনার ভ্রাতা রেমণ্ড মণ্টগোমার অদর্শনে আমি বড়ই ঝঞ্ঝাটে পড়িয়াছি।

মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; আমার ইচ্ছা এই যে আমি কিংবা আপনি এই সময়ে একবার বারবিক্‌সারে গমন করিয়া তাঁহাকে এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হইবার অনুরোধ করি। আমার বোধ হয়, আপনিও তাঁহার নিকট হইতে কোন পত্রাদি পান নাই।”

চিন্তাযুক্ত হইয়া আর্ল বাহাদুর বলিলেন, “কিছুমাত্র সংবাদ নাই।”

রিগডেন বলিলেন,“মি লর্ড! আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে,প্রায় দুইমাস পূর্ব্বে চ্যান্সারি কোর্টের মাষ্টার সাহেব যখন মণ্টগোমারি বাদী, বেলেগুন প্রতিবাদী ; রেমণ্ড মন্দগোমারী বাদী, বেলেগুন প্রতিবাদী ; এই তিন মোকদ্দমা-সংক্রান্ত রিপোর্ট অর্পণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই সময় আমি রেমণ্ড মণ্টগোমারিকে লণ্ডনে আসিবার জন্য বার বার তাগিদ্ করিয়াছিলাম, তাহাতে কোন ফল হয় নাই ; এমন কি,তাঁহাকে যে সকল পত্র লেখা হইয়াছিল, তাহারও উত্তর পর্য্যন্ত তিনি দেন নাই। কাজে কাজে আমি বাধ্য হইয়া এফিডেভিট করিয়া মোকদ্দমা মুলতুবী রাখিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলাম ; তাহাও আপনার জানা আছে।”

আর্ল মণ্টগোমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “দুই মাসের জন্য মোকদ্দমা মুলতুবী রাখিবার হুকুম হইয়াছিল ; কেমন, ইহাই ঠিক নয়?”

উকীল উত্তর করিলেন, “হাঁ, মি লর্ড! মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত দুই মাস মুলতুবীর হুকুম।”

গুঞ্জনস্বরে আর্ল বাহাদুর বলিলেন, “আর পাঁচ দিন হইলেই সেই দুই মাস পূর্ণ হইবে। এখন আমার পরামর্শ এই যে, আপনি অবিলম্বে আপনার হেড্ ক্লার্ককে বারবিক্‌সারে প্রেরণ করুন; ক্লার্ক যদি সেখানকার মাল্‌ডেন ফারমে আমার ভ্রাতাকে দেখিতে না পান, তাহা হইলে আর কোথায় তিনি অন্বেষণ করিবেন, তাহা আমি জানি না।”

রিগডেন বলিলেন, “মি লর্ড! যে প্রকারে হউক, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে ; তাঁহার উপরই এখন মোকদ্দমার মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। আপনার স্মরণ হইতে পারিবে, আপনার পূর্ব্বপুরুষের উইলে একটা অদ্ভুত প্রকরণ আছে, তদনুসারে আপনার ভ্রাতা রেমণ্ড মণ্টগোমারী বারবিক্‌সারের সম্পত্তি দাবী করিতেছেন ; দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার দিন অথবা তৎপূর্ব্বে যদি তিনি সেই প্রকরণ অনুসারে নির্দ্দিষ্ট নিয়মগুলি পালন না করেন, তাহা হইলে তিনি বারবিক্‌সার ষ্টেটের সমস্ত

স্বত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন। তাঁহার জন্ম ও দীক্ষার দিন নির্ণয়ের সার্টিফিকেট-প্রমাণে আগামী ৩০ শে মে তারিখে তাঁহার দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবে, ৩১শ মে তারিখে চ্যান্সারী কোর্টের মাষ্টার তাঁহার রিপোর্ট প্রদান করিবেন। সেই রিপোর্ট যদি রেমণ্ড মণ্টগোমারীর দাবীর প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে উইলের সর্ত্ত পালন করা না করা সমান কথা দাঁড়াইবে, কিছুতেই শুভফল হইবে না। পক্ষান্তরে মাষ্টারের রিপোর্ট যদি সে পক্ষে অনুকূল হয়, (আমার বিবেচনায় অনুকূল হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা) তাহা হইলে আর বেশী কিছু বলিতে হইবে না, আমি কেবল লর্ড চ্যান্সেলারকে বুঝাইয়া দিব, উইলের নিয়মগুলি যথাযথ পালন করা হইয়াছে।"

স্তম্ভিত-কম্পিতকণ্ঠে আর্ল বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য যদি নিয়মগুলি পালন করা না হয়?"

রিগডেন বলিলেন, "তাহা যদি না হয়, তবে যাহা হইবে, তাহা আপনিও জানেন, আমিও জানি। সম্পত্তির দ্বি-তৃতীয়াংশ এমার অর্থাৎ এখনকার লেডী হোল্ডারনেস্ প্রাপ্ত হইবেন, অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ আপনার থাকিবে। যেরূপেই হউক, মার্শনেস্ বেলেণ্ডেনের নামে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে, অবশ্যই আমরা সেই মোকদ্দমায় জয়ী হইব, সর্ব্বদাই ইহা বিবেচনাসিদ্ধ বোধ হইয়া আসিতেছে।"

লর্ড মণ্টগোমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে পক্ষে তবে আপনার অল্প সন্দেহ আছে?"

উকীল বলিলেন, "তিন মাস পূর্ব্বে আপনি যে অতিরিক্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে আছে। সেই সময় আপনি বারবিক্সারে গমন করিয়াছিলেন, অভিপ্রায় কি ছিল, আপনিই তাহা জানেন।"

বালকের ন্যায় আমতা আমতা করিয়া আর্ল বাহাদুর বলিলেন, "হাঁ—হাঁ,—আপনার যাহা মনের ভাব, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে।"

আর্ল বাহাদুরের চাঞ্চল্যদর্শনে কিঞ্চিৎ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রিগডেন বলিলেন, "মি লর্ড! বারিক্সার হইতে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত মোকদ্দমায় আপনি যেরূপ নূতন প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে চ্যান্সারির মাষ্টারের মনে অভিনব সংস্কার জন্মিয়াছিল, মোকদ্দমার গতি ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আসল কথা এই যে, লেডী

বেলেগুেনকে আমরা সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া দিব; তাহার পক্ষে এত পরাজয় হইবে যে, চ্যান্সারি কোর্টে কোন প্রতিবাদীর তেমন পরাজয় হয় না।"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আবুল বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন, "কি! সকল বিষয়েই তাঁহাকে হারাইয়া দিবেন?"

শ্লাঘা করিয়া রিগডেন বলিলেন, "হাঁ মি লর্ড! নিশ্চয়। যাহা বলিলাম, তাহা অলঙ্ঘ্য। কদাচ কোন মক্কেলের নিকট কোন প্রকার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়া আমার অভ্যাস নহে, কিন্তু আজ আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, আপনার দাবী সম্বন্ধে, রেমণ্ড মণ্টগোমারীর দাবী সম্বন্ধে এবং লেডী হোল্ডারনেসের দাবীসম্বন্ধে মার্শনেস বেলেগুেন্‌কে আমি পদে পদে পরাস্ত করিতে পারিব। পূর্ব্বে আমি এ কথা প্রকাশ করি নাই, আজ প্রকাশ্যরূপে আপনার কাছে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করা এই আমার প্রথম। যাহা বলিলাম, তাহা যদি সিদ্ধ করিতে না পারি, তবে জগতের সমক্ষে আমি নির্ব্বোধ ও মিথ্যাবাদী নামে ঘোষিত ও কলঙ্কিত হইয়া থাকিব।"

লর্ড মণ্টগোমারীর বদনমণ্ডল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল; প্রথমে যখন তিনি ঐ উকীলের আফিসে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে যে বিষন্নতা দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রফুল্লবদনে তিনি বলিলেন, "প্রিয়তম রিগডেন! পূর্ণ-বিশ্বাসে আজ আপনি যে সকল কথা বলিলেন,তাহা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আমি বিমোহিত হইলাম; কিন্তু আমার ভ্রাতার অন্বেষণে লোক পাঠাইতে আপনি ভুলিবেন না,—কদাচ বিলম্ব করিবেন না।"

উকীল বলিলেন, আজ বৈকালেই "আমি আমার হেডক্লার্ককে মালডেন ফার্ম্মে প্রেরণ করিব, এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি ডাকগাড়ী করিয়া রওনা হইবেন। যদি তিনি আপনার ভ্রাতাকে সেখানে দেখিতে না পান, তবে তিনি কোথায় আছেন, অন্ততঃ সে সংবাদও জানিয়া আসিতে পারিবেন। রেমণ্ড মণ্টগোমারী যদি একেবারেই নিরুদ্দেশ হইয়া থাকেন,-কাহাকেও কিছু না বলিয়া যদি অন্য কোন স্থানে চলিয়া গিয়া থাকেন, নিজের স্বার্থ ও মঙ্গলের দিকে একান্তই যদি তিনি উদাসীন হন, তাহা হইলে আমরা কি করিব? তিনি নিজেই নিজের ক্ষতি করিবেন। তবে—আমি যখন এই মোকদ্দমায় উকীল, আমার মক্কেলের তত:বড় মোকদ্দমা যখন আদালতে দায়ের,তখন আমার যাহা কর্ত্তব্য, অবশ্যই তাহা আমি করিব; অবশ্যই তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা পাইব।"

আরূল বাহাদুর বলিলেন, "ঠিক কথা—নিশ্চয়ই তাহা করা উচিত। আমার ভ্রাতার নামে আমি একখানা পত্র লিখিয়া দিতেছি, আপনার ক্লার্ক সেই পত্রখানি সঙ্গে লইয়া যাইবেন। উকীলকে এই কথা বলিয়া লর্ড রেমণ্ডের নামে তিনি একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিলেন;—প্রধান কথা—কালবিলম্ব না করিয়া তুমি লণ্ডনে চলিয়া আইস। দ্বিতীয় কথা—এবারে তুমি নির্দ্দয় হইয়া তোমার আত্মীয়-পরিবারগণের প্রতি যেরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছ, ভবিষ্যতে আর এরূপ করিও না, এই আমার অনুরোধ। তিন মাসের অধিক হইল, আমরা তোমার কোন সমাচার প্রাপ্ত হই নাই। তোমার কোন পত্রাদি না পাইয়া আমাদের জননী অতিশয় কাতরা আছেন। উৎসাহিত হইয়া সাহস অবলম্বন কর; আমাদের পিতৃব্যকুমারী ফারনাণ্ডার ব্যবহার সম্বন্ধে তুমি যেরূপ নিরাশ হইয়াছিলে, সেই নৈরাশ্যের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া উচ্চপদে দাঁড়াইবার চেষ্টা পাও।

লেখা সমাপ্ত করিয়া চিঠিখানা টেবিলের অপর পার্শ্বে রিগডেনের সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, আরূল বাহাদুর বলিলেন, "এই দেখুন, ইহা হইলেই ত চলিবে ?"

চঞ্চলনেত্রে চিঠির নির্ঘণ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রিগডেন বলিলেন, "উত্তম হইয়াছে মি লর্ড। যথার্থই আমি ভাবিয়াছিলাম, লর্ড রেমণ্ড দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকুন, উইলের সর্ত্ত অপূর্ণ থাকুক, আপনি স্বয়ং এবং লেডী হোল্ডারনেস্ নির্ব্বিঘ্নে ষোল আনা সম্পত্তির অধিকারী হউন, গোপনে গোপনে আপনার মনে হয় ত সেইরূপ ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এখন আমি বুঝিতে পারিলাম, আপনার প্রতি সেইরূপ সন্দেহ করিয়া আমি অন্যায় কার্য্য—"

আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া, আরক্ত-বদনে উকীলের মুখের দিকে তাকাইয়া, চঞ্চলস্বরে আরূল বাহাদুর বলিলেন, "সেরূপ অসাধু ধারণা আমি মনোমধ্যে স্থান দিতে পারি, এরূপ সন্দেহ করা আপনার পক্ষে উচিত কার্য্য হয় নাই।"—বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার বদনের পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ হইল; তখন তিনি আবার বলিলেন, "সহোদর ভ্রাতার প্রতি উপেক্ষা করিয়া পিতৃব্যকন্যাকে শ্রেষ্ঠাধিকার প্রদান করিব, তেমন পাগল আমি নই, ক্ষমতা থাকিলেও সেরূপ কার্য্য করিতে কখনই আমি সম্মত হইতাম না।"

উকীল বলিলেন, "আমিও তাহাই মনে করি,—সেরূপ পাগলামী করিতে সত্যই আপনি অক্ষম। সন্দেহের আভাস দিয়া যদি আমি আপনার কাছে অপরাধী হইয়া থাকি, বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

আর্‌ল বলিলেন, "ক্ষমা করা হইয়াছে রিগডেন, ক্ষমা করা হইয়াছে।" —অতঃপর চিঠিখানি মোড়ক করিয়া, আঁটিয়া, শীল করিয়া, শিরোনাম লিখিয়া, উকীলকে তিনি পুনরায় বলিলেন, "তবে আপনি এই চিঠি দিয়া আপনার ক্লার্ককে প্রেরণ করুন।"

উকীল সাহেব সেই অনুরোধে সম্মত হইলেন, লর্ড মণ্টগোমারী বিদায় হইয়া গেলেন।

আর্‌ল বিদায় হইবার পর মিষ্টার রিগডেন আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "আজ আমার এই মাননীয় মক্কেলের ব্যবহারে কতকটা অদ্ভুত ও কতকটা অনিশ্চিত বিশেষত্ব বুঝা গেল। সক্রোধে তিনি অস্বীকার করিলেও, ভ্রাতাকে ঐ ভাবে চিঠি লিখিলেও, এখনও আমার মনে সেই পূর্ব্ব-সন্দেহটা সমূলক বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে। ফারনাণ্ডার সহিত সর্ব্বদাই তাঁহার সদ্ভাব দৃষ্ট হয়, এক এক সময়ে আমি আরও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা দর্শন করিয়াছি। যাহা হয় হউক, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না। লর্ড মণ্টগোমারী আমার একজন মাতব্বর মক্কেল, তাহা লইয়াই আমার কথা, তাহা লইয়াই আমার কাজ।—মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মিষ্টার রিগডেন ঘণ্টাধ্বনি করিলেন।

একজন চাকর হাজির হইল, রিগডেন তাহার দ্বারা হেডক্লার্ককে ডাকিয়া পাঠাইলেন; হেডক্লার্ক উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার হস্তে সেই চিঠি ও টাকা দিয়া, আবশ্যকমত উপদেশ প্রদান করিয়া মিডল্যাণ্ড কাউণ্টীতে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। হেড কেরাণী তদনুসারে ডাকগাড়ী করিয়া বারবিক্‌সারে রওনা হইলেন।

যতটুকু বেলা ছিল, রিগডেন সাহেব সেই বেলার মধ্যে মোকদ্দমার দলীল-পত্র আলোচনা করিলেন; কার্য্যগুলি বিশেষ দরকারী, সুতরাং পাঁচটা বাজিবার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেদিন তিনি আফিসে রহিলেন। হেড কেরাণী উপস্থিত ছিলেন না, অপরাপর কর্ম্মচারীরা সকলেই চলিয়া গিয়াছিলেন, কেবল আলফ্রেড মনিবের কাছে উপস্থিত ছিল। আফিস বন্ধ করিবার জন্য আলফ্রেডের উপস্থিত থাকা দরকার।

দিবাশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া রাত্রি ৯টার সময় মিষ্টার রিগডেন আফিস হইতে চলিয়া গেলেন; তিনি বাহির হইবামাত্র আনন্দে হস্তে হস্তপেষণ করিয়া বালক আলফ্রেড অভীষ্ট সিদ্ধির উৎসাহে খানিকক্ষণ চেয়ারের উপর বসিয়া রহিল; যখন বুঝিল, মিষ্টার রিগডেন নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে গিয়াছেন, রাত্রির মধ্যে আর আফিসে ফিরিয়া আসিবেন না, তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আহ্লাদে আহ্লাদে আপন মনে বলিল, "ইহাই উত্তম অবসর!"

আফিস হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে উকীল সাহেব নিত্য যেরূপ করিয়া থাকেন, সে রাত্রেও সেইরূপ অভ্যাসমত নিজের আফিসঘরের চাবী বন্ধ করিয়া চাবীটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন, আলফ্রেড তাহা বেশ জানিত; কিরূপে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে, কিয়ৎক্ষণ তাহা ভাবিল, অবশেষে পকেট হইতে একতাড়া পরচাবী বাহির করিয়া সেই ঘরের তালা খুলিয়া ফেলিল, গৃহমধ্যে প্রবেশিল; দেখিল, টেবিলের উপর যে সকল দরকারী দলীলপত্র স্তূপীকৃত ছিল, তাহা সেখানে আর কিছুই নাই; মনে করিল, দরকারী কাগজগুলি উকীল হয় ত সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। সে আবার ভাবিল, কাগজপত্র গৃহে লইয়া যাওয়া কখনই তাঁহার অভ্যাস নয়, এই ঘরের কোন না কোন স্থানে তাহা অবশ্য আছেই আছে; এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গোটা-কতক যন্ত্র সঙ্গে লইয়া ঘরের আলমারী ও বাক্সগুলি খুলিবার জন্য অগ্রসর হইল; যে সকল দলীল তাহার (আলফ্রেডের) নিজের দরকার, তাহা আলমারীতে আছে কিম্বা উকীল নিজে লইয়া গিয়াছেন, তাহাই নির্ণয় করা তাহার মতলব।

গৃহমধ্যে প্রায় কুড়িটি টিনের বাক্স ছিল, কতকগুলিতে মক্কেলগণের নাম লেখা, কতকগুলিতে কিছুই লেখা ছিল না; যেগুলিতে নাম লেখা, তাহার মধ্যে একটাতেও লর্ড মণ্টগোমারীর নাম নাই। আলফ্রেড মনে মনে কি ভাবিয়া দুই একটি নামশূন্য বাক্স খুলিয়া ফেলিল, তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইল; যে সকল দলীল সে চায়, সেগুলি তাহার হস্তগত হইল।

হাঁ,—আলফ্রেড যে সকল দলীল চায়, তাহাই তাহার হস্তগত,—যে সকল দলীল সংগ্রহ করিবার জন্য সে উপদেশ পাইয়াছিল, তাহাই তাহার হস্তগত;—প্রভাতে কারোলাইন ওয়াল্‌টার যে সকল দলীলের উল্লেখ করিয়াছিল, তাহাই তাহার হস্তগত।

প্রাপ্ত দলীলগুলি অঙ্গবস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া লইয়া বালক আলফ্রেড আফিস

হইতে বাহির হইল, সদর-দরজায় চাবী দিয়া চাবীটি কুলুপে লাগাইয়া রাখিল, অনন্তর তথা হইতে দ্রুতগতি হর্শলি-ডাউন অভিমুখে চলিল; রাত্রি সাড়ে দশটার সময় "বেগার ষ্টাফ্" নামে বিখ্যাত আড্ডায় গিয়া পৌঁছিল।

কারোটিপোল ও ফাঁসীর াঁড়ী সানন্দে আলফ্রেডকে মহাসমাদরে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিল। আলফ্রেড সেই অপহৃত দলীলগুলি সেখানকার টেবিলের উপর রাখিয়া দিল; সেই টেবিলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মহানন্দে ফাঁসী-র াঁড়ী বলিল, "বাহবা! বাহবা! বুদ্ধিবলে এমন্ কার্য্য করিতে কেহ কখন পারে নাই! লর্ড ক্লোরিমেলের কাছে আমরা অনেক টাকা পুরস্কার পাইব!"

একবোতল মদ বাহির করিয়া, টেবিলের উপর রাখিয়া, কারোটীপোল বলিল, "ঠিক বলিয়াছ! এমন কার্য্য কেহ কখন করিতে পারে নাই!"—আলফ্রেডের দিকে চাহিয়া কারোটী বলিল, "লও,—এক গ্লাস মদ খাও! খাইয়া ঠিক করিয়া বল, কেমন করিয়া এ কার্য্য সিদ্ধ করিলে?"

আলফ্রেডের গরীবানা ধরণের বিনম্রভাব সেই উকীলের আফিসেই পড়িয়া রহিয়াছে, আড্ডার বাতাস গায়ে লাগিবামাত্র তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কারোটীর প্রশ্নে অগ্রে উত্তর না দিয়াই সে বলিল, "তোমরা আমার চিঠিখানা পাইয়াছ বোধ হয়?"

কারোটী উত্তর করিল, "পাইয়াছি—পাইয়াছি! তোমার পত্র পাইয়া আমরা বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। আহ্লাদের সঙ্গে সঙ্গে একটা সন্দেহ ছিল; কাজটা পাছে তুমি হাঁসিল করিতে না পার, পাছে তুমি ধরা পড়, সেই ভাবনায় আমরা কিছু উদ্বিগ্ন ছিলাম।"

এক হস্তে কারোটিপোলের, অপর হস্তে ফাঁসীর াঁড়ীর কণ্ঠবেষ্টন পূর্ব্বক আলফ্রেড বলিল, "তোমরা কি আমাকে এতই বোকা ঠাওরাইয়া রাখিয়াছ? যে কৌশলে আমি চাতুরী খেলিয়াছি, তাহা মুখে বলিয়া জানাইতে পারি না। বৃদ্ধ ব্রিগডেন আমাকে সকল কার্য্যেই বিশ্বাস করিয়াছিল, আজকাল দুই একবার আমার প্রতি তাহার কুটিলদৃষ্টি অনুভব করিয়াছিলাম; আজ যদি তাহার কিছু সন্দেহ জন্মিয়া থাকে, বলিতে পারি না; নতুবা যত দিন আমি তাহার কাছে ছিলাম, তত দিনের মধ্যে একদিনও আমার উপর তাহার কোনরূপ সন্দেহ হয় নাই।"

কারোটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তুমি কিরূপে এই দলীলগুলির সন্ধান পাইয়াছিলে?"

আলফ্রেড উত্তর করিল, "নাবিকবেশে একটা ছোঁড়া আজ উকীলের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল, আমি সেই সময় একখানা চিঠি লইয়া উকীলকে দিবার জন্য সেই ঘরে যাই; ছোঁড়া আমাকে প্রথমে দেখিতে পায় নাই; সে তখন উকীলকে বলিতেছিল, "লর্ড ফ্লোরিমেলের দলীলপত্র আপনার কাছেই আছে।" সেই কথা শুনিয়াই আমি আসল তত্ত্ব বুঝিয়া লইয়াছিলাম। উকীলের কাছে চাকরী স্বীকার করিয়া অবধি সর্ব্বক্ষণ আমি যে তত্ত্ব জানিতে একান্ত উৎসুক ছিলাম, সেই সূত্র হইতেই আজ আমার সেই তত্ত্ব জানা হয়। ছোঁড়া শেষকালে আমার মুখে আনন্দলক্ষণ দেখিয়া কোনরূপ সন্দেহ করিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহাতে আমি ভ্রূক্ষেপ করি নাই। ছোঁড়া বাহির হইয়া যাইবার পর আমি গোপনে চিঠি লিখিয়া, তোমার নামে শিরোনাম দিয়া ডাকঘরে দিয়া আসি। বুঝিতেছ, কেমন খেলা আমি খেলিয়াছি? উপযুক্ত অবসরে আমার দৌত্য-কার্য্যে অভীষ্টসিদ্ধি।"

কারোটি বলিল, "ওঃ! তোমার মত সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত বালক আমাদের কার্য্যে ভর্ত্তি হইয়াছে, ইহা আমাদের ভাগ্য! তুমি যদি স্কুল হইতে পলাইয়া না আসিতে, তাহা হইলে কখনই আমরা তোমাকে পাইতাম না। কিঞ্চিন্‌গ্রাণ্ডের সহিত যদি তোমার দেখা না হইত, তাহা হইলে আমার অঙ্গীকৃত বিংশতি গিনী পুরস্কারও তুমি অর্জ্জন করিতে পারিতে না।"

আলফ্রেড বলিল, "তবে সেই টাকাগুলি তুমি এখন আমাকে দাও, কিছুদিন আমি কিঞ্চিন্‌গ্রাণ্ডের সহিত খেলা করিব; সব টাকাগুলি ফুরাইয়া গেলে তোমরা আবার আমাকে আর একটা কার্য্যে নিযুক্ত করিও।"

কারোটি বলিল, "নিশ্চয়ই তাহা করিব; কিন্তু আপাততঃ কিছু দিন তুমি চুপচাপ করিয়া থাকো; কেন না, উকীল রিগডেন এই দলীলের ব্যাপার লইয়া মহা গোলমাল করিবে, চুরি গিয়াছে বলিয়া বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দিবে। তোমার টাকা তুমি এখনই পাইবে; বিষয় কর্ম্মের লেনদেন হাতে হাতে হওয়াই ভাল।"

আলফ্রেড বলিল, "বেশ! তাহা হইলেই হইল!"

কারোটিপোল তৎক্ষণাৎ কুড়িটি গিনি গণনা করিয়া টেবিলের উপর

রাখিল, চালাক বালক সংগ্রহে সেইগুলি হস্তগত করিয়া তখনি তখনি পকেটজাত করিল।

কাসীরাত্তী বলিল, "দলীলগুলি আজ রাত্রের মত সিন্দুকে চাবীবন্ধ করিয়া রাখা যাক্, অতি প্রত্যূষে আমরা লর্ড ক্লোরিমেলের বাড়ীতে যাইব; যদি তিনি সহরে আসিয়া থাকেন ভালই, নতুবা ডাকগাড়ী করিয়া আমরা ডোভারে গিয়া সেইখানেই দেখা করিব।"

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পুনর্ম্মিলন।

কুমারী পলিন্ ও কুমারী অক্টেভিয়া, এই দুটি ভগ্নীতে অনেক দিনের পর আবার পুনর্ম্মিলন হইয়াছে। অক্টেভিয়াকে খালাস করিবার যেরূপ ফিকির আছে, কিক্লিম্ গ্রাণ্ডের মুখে তাহার একটু আভাস প্রাপ্ত হইয়া তেজস্বিনী কুমারী পলিন্ অবিলম্বে পাগলাগারদে উপস্থিত হয়, গারদের কর্ত্তা ডাক্তার বরটনের সহিত দেখা করিতে চায়। ডাক্তারের সহিত দেখা হইলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কুমারী নির্ভয়ে তাঁহাকে বলে, "আপনি যদি এখনই আমার ভগ্নীকে ছাড়িয়া না দেন, তাহা হইলে আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিব, ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমে অচিরে ভগ্নীটিকে খালাস করিয়া লইয়া যাইব।"

ডাক্তার সাহেব ভয় পাইলেন; যেরূপ ষড়যন্ত্রে অক্টেভিয়া ঐ বাতুলালয়ে বন্দিনী, পলিন তাহা জানিতে পারিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি (ডাক্তার বরটন) সভয়ে মিনতিবচনে পলিন্‌কে বলিলেন, "তোমার ভগ্নীকে আমি খালাস দিতেছি, কিন্তু এই ব্যাপারের মধ্যে আমি আছি, দয়া করিয়া সে কথাটা কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না।"

পলিনের পরমানন্দ হইল; ডাক্তারের প্রতি দয়া করিতে তাহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু গুহ্যকথা প্রকাশ করিলে তাহার ভগ্নীর অপমানের বৃত্তান্তটা সকলে জানিতে পারিবে, তাহাই চিন্তা করিয়া ডাক্তারের বাক্যে সম্মত হইল, ব্যাপারটা চাপিয়া রাখিবার সঙ্কল্প করিল।

পাগলা-গারদ হইতে অক্টেভিয়া খালাস পাইল; মাসাধিক কাল দুই ভগ্নীতে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, পুনর্ব্বার মিলন হইল; কয়েকদিন পূর্ব্বস্নেহে পূর্ব্বসদ্ভাবে উভয়ে গৃহবাসের সুখশান্তি উপভোগ করিতে লাগিল। অক্টেভিয়া অনেক পরিমাণে প্রকৃতিস্থা, তথাপি মধ্যে মধ্যে মুখখানি ম্লান হয়, স্মৃতিশক্তি চঞ্চল হইয়া অন্তরে অন্তরে যন্ত্রণা প্রদান করে; কি যেন ঘটিয়াছিল, কি যেন ঘটিতেছে, কি যেন আবার ঘটিবে, মনোমধ্যে এইরূপ

আলোচনা; মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু স্মরণ হয়, তখনি আবার ভুল হয়, তখনি আবার বিষণ্ণভাব দেখা দেয়, এইরূপ চাঞ্চল্য।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরদিবস বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় দুটি ভগ্নী আপনাদের সুসজ্জিত বৈঠকখানায় উপস্থিত। অক্টেভিয়া একখানি সোফার উপর অর্দ্ধশায়িনী, পলিন্ একধারে একটি গবাক্ষের নিকটে চেয়ারে বসিয়া সীবনকার্য্যে ব্যাপৃতা। অক্টেভিয়ার হস্তে একটি পদ্মফুল; একদৃষ্টে সেই ফুলটির দিকে চাহিয়া আপন মনে বলিতেছে, "এই ফুলটির যে দশা, আমারও সেই দশা! আজ মুকুলটি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, কল্যই শুকাইয়া যাইবে! আমারও মনের আশা আজ মুকুলিতা হইয়া কল্যই শুকাইয়া যায়!" কার্য্য করিতে করিতে পলিন্ ভাবিতেছে, লর্ড ক্লোরিমেল। কয়েকদিন হইল, ডোভারের ঠিকানায় ক্লোরিমেলের নামে সে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছে, আজিও কেন তাহার উত্তর আসিতেছে না, ইহাই তাহার ভাবনা।

কুমারীদের বাসভবনের সম্মুখভাগে ক্ষুদ্র উদ্যান; সহসা ধীরে ধীরে সেই উদ্যানের ফটকের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; পলিন্ সেইদিকে চাহিয়া দেখিল; লর্ড ক্লোরিমেলের চঞ্চল কটাক্ষে তাহার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইল; ক্লোরিমেলের বদনমণ্ডলে তখন আনন্দ, আশা ও সংশয় সমন্বিত। কুমারীর আরক্ত কপোল তৎক্ষণাৎ শোণিতশূন্য হইয়া মলিন হইয়া গেল, অন্তরে অবসাদ আসিল; এইমাত্র যাঁহার জন্য ভাবিতেছিল, তিনি আসিতেছেন, অনেক দিনের পর দেখা হইবে, কিরূপে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিবে, মুগ্ধা কুমারী তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। নাট্যরঙ্গভূমির রঙ্গনাট্যে সমগ্র দৃশ্য তাহার স্মৃতিপথে উদয় হইল; মুখখানি একবার আরক্ত, একবার পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল; তথাপি মনে মনে বাসনা—নায়কের সে অপরাধ সে অবশ্যই ক্ষমা করিবে।

গৃহদ্বারে দুইবার জোরে জোরে করাঘাত; অক্টেভিয়া চমকিয়া কাঁপিয়া উঠিল। উত্তেজিতচিত্তে সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স হয় ত আমার কাছে মিনতি করিয়া ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছেন!"

ভগিনীর বিস্ময়োক্তি শুনিয়া পলিন্ বলিল, "না ভগিনি! তাহা কখনই হইবে না;—বৃথা আশাকে তুমি মনে স্থান দিতেছ! তাহা যদি—"

অধীরা হইয়া চঞ্চলস্বরে অক্টেভিয়া বলিল, "তথাপি আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিব।"

অক্টেভিয়ার রসনা হইতে ঐ বাক্য নির্গত হইবামাত্র পলিনের বুক লাফাইয়া উঠিল; পলিন্ মনে করিল, প্রিন্স অব্ ওয়েল্স অক্টেভিয়ার কাছে গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, তাদৃশ অপরাধীকে অক্টেভিয়া যদি ক্ষমা করিতে পারে, আমি তবে ফ্লোরিমেলের সামান্য অপরাধ কেন ক্ষমা করিতে পারিব না?"

কুমারীর এই কল্পনা যেন চপলাবেগে হৃদয়মধ্যে প্রবাহিত হইল; পরক্ষণেই পরম সুন্দর গৌরবান্বিত গেব্রিল গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট।

অক্টেভিয়ার ঔদার্য্যমূলক উক্তিতে পলিনের উৎসাহ প্রদীপ্ত হইয়াছিল, মনের কল্পনাও সেই উৎসাহের অনুকূল, দেখিতে দেখিতে প্রেমিক প্রেমিকা উভয়েই উভয়ের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ।

প্রেমানুরাগে লর্ড ফ্লোরিমেল বলিয়া উঠিলেন, "প্রিয়তমে! প্রিয়তমা পলিন! এত দিনের পর আবার আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল!"

গাঢ় অনুরাগে লর্ড ফ্লোরিমেল পলিনের ওষ্ঠে, অধরে ও ললাটে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিলেন; প্রতিচুম্বন করিয়া পলিন্ বলিল, "প্রিয়তম গেব্রিল! অতীত বৃত্তান্ত আমি বিস্মৃত হইয়াছি।"

মনোমত প্রণয়ীর সহিত স্নেহময়ী ভগিনীর শুভসম্মিলন দর্শনে কুমারী অক্টেভিয়া সানন্দে করতালি দিল, তাহার কোমল নেত্রযুগল হইতে অনর্গল আনন্দাশ্রু বর্ষিত হইল। দুরাচার প্রিন্স অব্ ওয়েলের সাত্মাতিক প্রতারণা যে দিন তাহার জ্ঞাতসার হয়, সেই দিন অবধি তাহার হৃদয় অন্ধকার মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, আজ সেই মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে সমুজ্জ্বল নব-সূর্য্যের উদয় হইল।

পলিনের সহিত প্রথম প্রেমসম্ভাষণ শেষ হইলে লর্ড ফ্লোরিমেল অক্টেভিয়াকে অভিবাদন করিয়া, স্নেহবতী অথচ দুঃখিনী ভগ্নীকে স্নেহময় ভ্রাতা যেমন সহানুভূতি জানাইয়া আদর করে, সেইরূপ আদর করিয়া সস্নেহ সম্ভাষণ জানাইলেন; অনন্তর পলিনের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, তাহার পাণিপল্লব চুম্বন করিয়া সতৃষ্ণনয়নে সুন্দর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; সুন্দরীর কাণের কাছে মুখ লইয়া তিনি চুপি চুপি বলিলেন, "ওঃ! প্রিয়তমে! অকারণে তোমাতে আমাতে দারুণ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, আজ সেই ধন্ধ দূর হইয়া গেল, চিরদিনের মত সে সব দুঃখের কথা আমরা

এককালে ভুলিলাম। লোকে বলিয়াছিল, তোমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সমাচারপত্রে তোমার বিবাহের সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে।”

চমকিয়া চাহিয়া পলিন্ বলিল, “কে তোমাকে ঐ কথা বলিয়া প্রতারণা করিয়াছিল?”

কুমারীর সুন্দর মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া লর্ড ক্লোরিমেল উত্তর করিলেন, “সেই লোক—যে লোক আমাকে সর্ব্বদা মিথ্যাকথা বলিয়া ভুলায়, সর্ব্বদা আমাকে জ্বালাতন করে, সেই লোক।”—এই কথাগুলি বলিবার সময় তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, আহা! আমি কি পাগল! আমি কি ইতর! সেই অজ্ঞাত রমণীটার কুহকমন্ত্রে ভুলিয়া ছিলাম। মনের ভাব গোপন করিয়া কুমারীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, আমাদের যে মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল,—অনর্থক, আমার উপর তোমার যে কোপ হইয়াছিল,—তাহার কারণ কি?”

মুখ ভারী করিয়া একটু ক্ষুণ্ণ-স্বরে পলিন্ উত্তর করিল, “তোমার নিজের মন কি ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতেছে না! যাহা হউক, আমি যখন স্বীকার করিয়াছি, তোমার সেই প্রথম অপরাধ ক্ষমা করিব, তখন অবশ্যই তুমি ক্ষমা পাইবে,– ক্ষমা পাইয়াছ।”

পলিনের কথাগুলি সরলতাপূর্ণ, ইহা বুঝিতে পারিয়া লর্ড ক্লোরিমেল বলিলেন, “সম্প্রতি তুমি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলে, তাহা পাঠ করিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, আমাদের বিচ্ছেদ ঘুচিয়া গিয়াছে। পত্রপাঠে আমি আরও বুঝিয়াছিলাম, আমার প্রতি তোমার দয়া ও ভালবাসার তফাৎ হয় নাই। ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আমি বলিতেছি, সেই পত্র পাইবার পূর্ব্বেও তোমার প্রতি আমার অকপট ভালবাসা সমভাবে ছিল।”

পলিন্ বলিয়া উঠিল, “ওঃ! গ্রেভিল! পূর্ব্বে তুমি যত অপরাধ করিয়াছ, ঐ রকম মিথ্যাকথা বলিয়া তাহার উপর নূতন অপরাধ বাড়াইও না। যদি বাড়াও, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করিব বলিয়া যে অঙ্গীকার করিয়াছি,সে অঙ্গীকার বাতিল করিয়া দিব, পুনর্ম্মিলনের কথাই আর থাকিবে না।”

লর্ড ক্লোরিমেল বলিলেন, “ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল, বুঝিতে পারিলে ন্যায়ানুসারে যাহা আমার কর্ত্তব্য, তাহা বিবেচনা করিতে পারিব।”

“ক্ষুণ্ণস্বরে পলিন্ বলিল, “গ্রেভিল! এক কথাতেই তোমাকে আমি বুঝা-

ইতে পারিব। নাট্য-রঙ্গভূমে কোন্ কামিনী কুলকুমারী সাজিয়াছিল, তাহা বুঝিতে তোমার বাকী ছিল না, ইহাই আমার ধারণা।"

"লর্ড ক্লোরিমেল বলিলেন,"এখন আমার স্মরণ হইতেছে, কভেণ্ট গার্ডেন থিয়েটারে নাট্যরঙ্গে আমার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, কিন্তু দোহাই পরমেশ্বর, সে থিয়েটারে আমি যাই নাই।"

চমকিত হইয়া রুদ্ধস্বরে পলিন্ বলিল, "ওঃ! তবে কোন লোক আমার সঙ্গে চাতুরী করিয়া মিথ্যাকথা বলিয়াছিল! ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক! তখনি আমার মনে একটা সন্দেহ দাঁড়াইয়াছিল। কেন না, যে লোকটি নক্ষত্রচিহ্নিত নীল পোষাক পরিয়া নাট্যরঙ্গে দেখা দিয়াছিল, সে লোকটি তোমার অপেক্ষা দীর্ঘাকার।"

হতবুদ্ধি হইয়া লর্ড ক্লোরিমেল বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! নক্ষত্র-চিহ্নিত নীল পোষাক! হাঁ, সেই পোষাকটা আমার কাছে প্রেরিত হইয়াছিল। থিয়েটারের নিমন্ত্রণে আমি যাইব না, এই সঙ্কল্প করিয়া আমার ছোকরা চাকরকে সেই পোষাকটা জ্বালাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম। এখন বুঝিতেছি, চাকরটা আমার হুকুম অমান্য করিয়াছিল, পোষাকটা পুড়াইয়া ফেলে নাই, আর একজনকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিল। সেই চাকরটা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, 'রাও' নামে পরিচয় দিয়া আমার কাছে চাকরী করিত; বাস্তবিক সে একটা স্ত্রীলোক; তাহার আসল নাম কারোলাইন ওয়াল্টার। ভারী বিশ্বাসঘাতক!"

অত্যন্ত চঞ্চলা হইয়া পলিন্ বলিল, "ওঃ! তাহা যদি সত্য হয়, ক্লোরিমেল, তবে ত আমি তোমার উপর সন্দেহ করিয়া বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছি! প্রতারকের প্রতারণা বুঝিতে না পারিয়া, তোমাকেই আমি অপরাধী ভাবিয়াছিলাম; রহস্যটা তুমিও কিছু বুঝিতে পার নাই।"

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া লর্ড ক্লোরিমেল কুমারীর পদতলে জানু পাতিয়া বসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

শশব্যস্তে আসন হইতে উঠিয়া, দারুণ উদ্বেগ-চাঞ্চল্যে কুমারী পলিন্ বলিতে লাগিল, "গেব্রিল! গাত্রোত্থান কর!—গাত্রোত্থান কর! আমি নির্ব্বোধ,—ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া—সত্য-মিথ্যা বিচার না করিয়া বড় তাড়াতাড়ি একটা বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম! একসঙ্গে তোমার আমার উভয়েরই সুখের আশার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলাম!

গেব্রিল! প্রিয়তম গেব্রিল! আমার অপরাধ ক্ষমা কর!—আমাকে তুমি ক্ষমা কর!"

আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া সুন্দরীকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক লর্ড ক্লোরিমেল উল্লাসে উল্লাসে বলিলেন, "প্রিয়তমে! হৃদয়েশ্বরি! তুমিও আমাকে ক্ষমা কর, আমিও তোমাকে ক্ষমা করি।" EXP

এই অবসরে কুমারী অক্টেভিয়া চঞ্চলা হইয়া ঐ যুগল মূর্ত্তির নিকটবর্ত্তিনী হইল, নেত্রজলে ভাসিতে ভাসিতে কাতরকণ্ঠে কহিল, "হাঁ—হাঁ, যে যত দোষ করিয়া থাক, এইখানে উভয়ে উভয়কে ক্ষমা কর। ওঃ! আমারও ইচ্ছা সেই প্রতারক প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স আমার কাছে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করুক্!"

অক্টেভিয়ার মর্ম্মপীড়ার আকস্মিক জাগরণে চমকিত হইয়া ক্লোরিমেল এবং পলিন্ উভয়ে তাহাকে ধরিয়া সোফার উপরে বসাইলেন, বিবিধ প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। অক্টেভিয়া প্রকৃতিস্থ হইলে তাঁহারা পুনর্ব্বার পূর্ব্বাসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। উপবিষ্ট হইয়াই লর্ড ক্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "পলিন্! এখনো আমার ধাঁধা ঘুচে নাই, এখনো আমি সে রহস্যের মর্ম্ম আমি বুঝিতে পারি নাই। তুমি কি দয়া করিয়া সেই নীলপোষাক-সংক্রান্ত বিশেষ বৃত্তান্ত আমাকে বুঝাইয়া দিবে?"

টেবিলের নিকটে একটি ডেস্ক ছিল, পলিন্ উঠিয়া সেই ডেস্ক হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া আনিয়া ক্লোরিমেলের হস্তে দিয়া বলিল, "এই পত্র খানা পাঠ করিয়া দেখ; সে সময় আমার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিবে।"

পত্রখানি হস্তে লইয়াই, কারোলাইন ওয়াল্‌টারের হস্তাক্ষর চিনিতে পারিয়া, লর্ড ক্লোরিমেল বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক!"—এইরূপ বিস্ময়োক্তি করিয়াই সেই পত্রখানি তিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন।

চিঠিতে কি কি কথা লেখা ছিল, পূর্ব্বের এক পরিচ্ছেদে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি, পাঠক মহাশয়ের যদি স্মরণ না থাকে, তাহা ভাবিয়া সেই চিঠিখানি এই স্থানে পুনঃ প্রকটন করা হইল:—

"লর্ড ক্লোরিমেল তোমার কাছে অবিশ্বাসী। তাঁহার রহস্য-চরিত্র পূর্ব্বে যেরূপ জঘন্য ছিল, এখনও সেইরূপ রহিয়াছে। তাঁহার ব্যবহারের

একটা নূতন দৃষ্টান্ত তোমাকে জানাইয়া দিতেছি, তুমি স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিলে আমার বাক্য সপ্রমাণ হইবে। লর্ড ফ্লোরিমেল আগামী কল্য সন্ধ্যার পর কভেণ্ট গার্ডেন থিয়েটারে রঙ্গনাট্য-সভায় উপস্থিত হইবেন। একটা নীল-পোষাক পরিধান করা থাকিবে, পোষাকের কিনারায় কিনারায় নূতন প্রকার কাজ করা, মুখাবরণের চূড়ার উপর একটি নক্ষত্রচিহ্ন অঙ্কিত। কোন একটি নূতন রমণীর সহিত নূতন প্রণয়ে মিলিত হইবার উদ্দেশেই কল্য তিনি ঐ থিয়েটারে যাইবেন। অন্য কোন অভিপ্রায়ে এ পত্র লিখিতেছি না, আমার উদ্দেশ্য এই যে, তোমার মত সুশীলা, সরলা, ধর্ম্মশীলা কামিনীর সহিত ভণ্ড, প্রতারক, দুঃশীল লর্ড ফ্লোরিমেলের মিলন হইবার কথা; লোকতঃ ধর্ম্মতঃ ইহা দূষণীয়; ফ্লোরিমেলের সেই ভণ্ডামীটা তোমাকে জানাইয়া দেওয়া আমি আমার কর্ত্তব্য বুঝিলাম, এই মাত্র।

লণ্ডন সহরে গুপ্ত প্রণয়ের ও অন্য প্রকার চাতুরীর বিশেষ বৃত্তান্ত তুমি জানো না, ইহা আমরা জানি; অধিকন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে সংবাদ পাইয়া কিরূপ ছদ্মবেশে সন্ধান লইতে হইবে, তাহাও অপরিজ্ঞাত; অতএব আমি তোমাকে জানাইয়া দিতেছি, উক্ত থিয়েটারের অদূরে একটি স্ত্রীলোকের বিবিধ সৌখীন পোষাকের দোকান আছে; তোমার জন্য সেই দোকানীর সহিত আমি বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছি; তুমি সেই দোকানে উপস্থিত হইলে দোকানী তোমাকে একটী নির্জ্জন গৃহে লইয়া গিয়া সংগোপনে আবশ্যকমত ছদ্মবেশে সাজাইয়া দিবে; দোকান হইতে বাহির হইয়া, একখানা ঠিকাগাড়ী ভাড়া করিয়া তুমি সেই থিয়েটারে যাইও; কাপড়ের দোকান হইতে থিয়েটার অধিক দূর নহে।

আর একটি কথা।—ফ্লোরিমেলের সঙ্গে দেখা হইলে নাট্যশালার মধ্যে তাঁহার প্রতি একটিও ভর্ৎসনাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিও না; দ্বিতীয়তঃ,ভাবভঙ্গী দেখিয়া তিনি তোমাকে চিনিতে পারেন, সেরূপ গতিভঙ্গী করিয়া যাইও না; একটু দূরে দূরে থাকিয়া শেষ পর্য্যন্ত তিনি কি করেন, সাবধানে সেদিকে লক্ষ্য রাখিও। কোন প্রকারে মনের ভাব সে সময় কিছুই প্রকাশ করিও না; তাঁহার গতিক্রিয়া দেখিয়া শেষে কি করিতে হইবে, তাহা মনে মনে স্থির করিয়া রাখিও।”

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে লর্ড ফ্লোরিমেল সক্রোধে বলিলেন, “দেখ, পত্রের শেষ প্রকরণে যে ভাবে যে সব কথা লেখা হইয়াছে,তাহা কতদূর কৌশলপূর্ণ।

বস্তুতঃ যে লোক সেই নীলপোষাক পরিধান করিয়া গিয়াছিল, সে লোক আমি নহি, অবশ্যই তুমি তাহা বুঝিয়াছিলে। চিঠিতে নীলপোষাকীর সহিত তোমার কথা কহা নিষেধ ; কেন না, যাহার সহিত কথা কহিতে, সে লোক নিশ্চয়ই উত্তর দিতে বাধ্য হইত; তাহা হইলেই চলাচলি প্রকাশ হইয়া পড়িত। তুমি জানিতে পারিতে, নীলপোষাকধারী আমি নই ; নীলপোষাক পরিয়া আমি থিয়েটারে যাই নাই।"

সতৃষ্ণনয়নে প্রেমপাত্রের মুখপানে চাহিয়া পলিন্ বলিল, "হাঁ, এত দিনের পর আজ আমি সত্যতত্ত্ব জানিতে পারিলাম। গেব্রিল! আবার আমি মিনতি করিয়া ভিক্ষা চাহিতেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়াই তোমার উপর আমি সন্দেহ করিয়াছিলাম; দুষ্টলোকের দুষ্ট অভিসন্ধি আমি বুঝিতে পারি নাই। এখন আমার স্মরণ হইতেছে, যে স্ত্রীলোক মুখোস মুখে দিয়া ছদ্মবেশিনী সাজিয়াছিল, সেই স্ত্রীলোকেরই ঐ ভয়ঙ্কর চাতুরী। সে স্মরণীয় রজনীতে সেই বেদিনীরূপিণী স্ত্রীলোক আমার নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল, বেনামী চিঠিখানি তাহারই লেখা। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ঐ ভাবে চিঠি লিখিয়া আমাকে সতর্ক করিবার মতলব কি ছিল? বেদিনী বলিয়াছিল, মতলবটা তাহার গুহ্যকথা ; সে তাহা প্রকাশ করিবে না। ঐ কথা সে যখন বলে, তখন তাহার কণ্ঠস্বরে হিংসা, ঈর্ষা ও প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা এখনও আমার ঠিক মনে হইতেছে। সেই স্ত্রীলোকটাই আমাকে শিখাইয়া দিয়াছিল, তোমার সহিত আমার সর্ব্বসম্পর্ক ফুরাইল, এই কথা লিখিয়া তোমাকে যেন আমি জানাই।"

অস্পষ্টস্বরে লর্ড ফ্লোরিমেল আত্মগত বলিলেন, "পাপিষ্ঠা!"—অতঃপর পলিন্কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সেই বেদিনীর মুখখানা একটুও দেখিতে পাও নাই?"

পলিন্ উত্তর করিল, "মুখোসের ছিদ্র পথে আমি দেখিয়াছিলাম, ঘোর পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু, সুন্দর দন্ত, কৃষ্ণবর্ণ কুন্তল, আকার খর্ব্ব, গড়ন সুন্দর; স্পষ্টই বুঝা গিয়াছিল, বয়সে যুবতী।"

ফ্লোরিমেল বলিলেন, "বাস্—বাস্! আর শুনিতে হইবে না ; সেই হতভাগিনীই বটে! যথার্থই আমি তাহার প্রতিহিংসার পাত্র! পলিন্! আবার আমি তোমার পদতলে পতিত হইতেছি, আমার সমস্ত অপরাধ

স্বীকার করিতেছি, যতক্ষণ তুমি আমাকে ক্ষমা না করিবে, ততক্ষণ আমি তোমার পদতল হইতে উঠিব না!”

উদারস্বভাবা পলিন্‌ নম্রস্বরে বলিল, “না গেব্রিল, আমার কাছে তোমার অপরাধ স্বীকার করিতে হইবে না, তোমার দোষের কথা তোমার মুখে আমি একটিও শুনিতে চাহি না, তুমি গাত্রোত্থান কর; নির্দ্দয় হইয়া তোমার প্রতি আমি কর্কশ ব্যবহার করিয়াছিলাম, তজ্জন্য বার বার তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। সেই বেদিনী যে কে, তাহা বুঝিতে না পারিলেও আমি এইটুকু বুঝিতেছি, কোন কারণে তোমার উপর তাহার রাগ ছিল, সেই জন্য ফিকির খাটাইয়া এত খেলা খেলিয়াছে। এখন তাহাকে খুঁজিয়া বাহির কর, ভালকথা বলিয়া তাহাকে আমি বুঝাইব, প্রবোধ দিয়া শান্ত করিব, সে যদি গরিব হয়, টাকা দিয়া সাহায্য করিব; বেচারা যত দিন বাঁচিয়া থাকিবে, টাকার অভাবে তাহাকে কষ্ট পাইতে হইবে না।”

ফ্লোরিমেল বলিলেন, “পলিন্‌! কাহাকে তুমি সাহায্য করিতে চাহিতেছ, কাহাকে তুমি প্রবোধ দিতে চাহিতেছ, তাহা তুমি জানো না। দুই তিন মাস পূর্ব্বে সহরের লাম্বেথ পল্লীতে যে একটা ভয়ানক খুন হইয়াছিল, তাহা কি তোমার স্মরণ হয়? সেই খুনী আসামী কারোলাইন ওয়াল্‌টার; গত রাত্রে সেই অপরাধে সেই কারোলাইন ওয়াল্‌টার গ্রেপ্তার হইয়াছে।”

কম্পিতা হইয়া করে করঘর্ষণ পূর্ব্বক পলিন্‌ বলিয়া উঠিল, “আহা! সেই হতভাগিনী যুবতী? সেই অভাগিনী গ্রেপ্তার হইয়াছে? আমি আরও শুনিয়াছি, পেলমেলের সেই দুশ্চারিণী পোষাকওয়ালীও পুলিসের হস্তে ধরা পড়িয়াছে। যে অপরাধে গ্রেপ্তার, সে অপরাধে কিন্তু অবিশ্বাস—”

লর্ড ফ্লোরিমেল তখন নায়িকার পদতলে জানু পাতিয়া বসিয়া ছিলেন, ঐ অসমাপ্ত বাক্য সমাপ্ত হইবার অপেক্ষা না করিয়াই তিনি বলিলেন, “অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। পোষাকওয়ালীর অপরাধ সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু পরের কথা লইয়া এখন আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন; আমাদের নিজের কথাই চলুক; তাহাই এখনকার কাজের কথা। কারোলাইন ওয়াল্‌টার বিশেষ কারণে প্রতিহিংসার বশবর্ত্তিনী হইয়া আমাকে জব্দ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল; তোমার মন হইতে আমি চিরদিনের মত অন্তর্হিত

হইয়া যাই, তোমাতে আমাতে চিরবিচ্ছেদ ঘটে, সেই চেষ্টাই তাহার। যখন আমি তোমাকে চিনিতাম না, তোমার সহিত যখন আমার কোন সংস্রব ছিল না, সেই সময় ছলে কৌশলে আমি কারোলাইনের কুমারীধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলাম। এখন কাতরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, পূর্ব্বে ভ্রমক্রমে সেই কুকর্ম্ম আমি করিয়াছি, ইহা জানিয়াও কি তুমি আমাকে পাণিদান করিতে সম্মত হইতে পারিবে?"

পলিন্ উত্তর করিল, "যে প্রকার সরলতা জানাইয়া তুমি তোমার পূর্ব্ব-অপরাধ স্বীকার করিতেছ, তাহাতে তোমার কথার কি উত্তর দিব, বুঝিতে পারিতেছি না,—ঠিক বুঝিতেছি,—নিশ্চয়ই তোমার মনে মহা অনুতাপ আসিয়াছে। অনুতাপ—"

হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে কাতরতা প্রকাশ করিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "পরমেশ্বর জানেন, সে জন্য আমি এখন কতদূর অনুতাপী। পলিন্! তুমি এখন আমার জ্ঞানভক্তির উপদেষ্টা হইয়া আমার রক্ষাবিধায়িনী দেবিরূপিণী হও, তুমি যেরূপ ধর্ম্মপরায়ণা, তুমি যেরূপ সুশীলা, তোমাকে সেইরূপ অসীম প্রেম সমর্পণ করিয়া তোমার চিরবিশ্বাসভাজন হইয়া থাকিব, চিরদিন সমভাবে আনুগত্য করিয়া আমি তোমার সদ্‌গুণের সমুচিত পুরস্কার প্রদান করিব।"

সাগ্রহে অনুতাপীর হস্তধারণ পূর্ব্বক সুশীলা কুমারী ব্যগ্রতা করিয়া বলিতে লাগিল, "উঠ গেব্রিল, উঠ, সন্তাপ পরিহার করিয়া সান্ত্বনা প্রাপ্ত হও। পূর্ব্বে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবার নয়, স্বকৃত দুষ্কর্ম্ম সর্ব্বদা মনে রাখিয়া দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা অন্তরের অনুতাপই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।"

লর্ড ফ্লোরিমেল গাত্রোত্থান করিলেন, কুমারীকে বক্ষে ধারণ করিয়া সানুরাগে বলিলেন, "পলিন্! নারীরূপে তুমি মূর্ত্তিমতী দেবী! ওঃ! শেষবার যখন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়, তাহার পর আমি যে কত কষ্ট পাইয়াছি, কত প্রকার অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছে, তাহা হয় ত তুমি কিছুই জানো না। সেই কারোলাইন ওয়াল্‌টার আমার সর্ব্বনাশ করিবার অভিপ্রায়ে ছদ্মবেশে কৃষ্ণ দাস সাজিয়া আমার কাছে চাকরী করিতে গিয়াছিল, যেরূপে যে অবস্থায় তাহার মতলব সুসিদ্ধ হয়, পদে পদে তাহারই চেষ্টা পাইয়াছিল। যে সকল দলীল আমার হস্তচ্যুত হইলে আমার লর্ড উপাধি ও ধনসম্পদ

সঙ্কটাপন্ন হইবার সম্ভাবনা, দুঃশীলা কারোলাইন ছদ্মবেশে দুষ্টবুদ্ধিতে আমার সেই সকল দলীল চুরি করিয়াছিল। কিন্তু পলিন! আজ প্রাতঃকালে সেই সকল দলীল আমি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি; এখন আমি তোমাকে মুকুট পরাইয়া আমার পদ-সম্পদের অর্দ্ধভাগিনী করিতে পারিব, এরূপ ভরসা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা আমার স্মরণ হইল;—সেদিন নরাধম দুরাচার প্রিন্স অব্ ওয়েলসের করাল কবল হইতে যাহারা তোমায় রক্ষা করিয়াছিল, তাহারাই আমার সেই দলিলগুলি উদ্ধার করিয়া দিয়া গিয়াছে। হাঁ, তোমার এখানকার প্রতিবাসী সেই দুরন্ত ফন্দীবাজ পেজ-দম্পতীর বাসাবাড়ীতে তুমি যে প্রকার মহাবিপদে পড়িয়াছিলে, আজ প্রাতঃকালে তৎসমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়াছি। পলিন! যে বাড়ীতে প্রথমে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এখন আবার তুমি সেই বাড়ীতে গিয়া বাস করিতেছ, এই সংবাদ অবগত হইয়া আমার যে কত বিস্ময় ও কত আনন্দ হইয়াছিল, অনুভবে তাহা বুঝিয়া লও। সংবাদ পাইয়াই ক্ষণবিলম্ব না করিয়া এইখানে আমি চলিয়া আসিয়াছি; অন্তরে যে আশা সজীব হইয়াছিল, তাহাতে হতাশ হইতে হইল না। ধন্য জগদীশ! অনেক দিনের পর তোমাতে আমাতে পুনর্ম্মিলন হইল।”

ফ্লোরিমেলের সুন্দর বদনে কোমল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া পলিন্ বলিল, “এবার যদি তোমাতে আমাতে পুনরায় কোন প্রকার মনোমালিন্য ঘটে, তাহা হইলে সেটা তোমার দোষেই ঘটিবে, ইহা মনে করিয়া রাখ। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, কাহারও মুখে কোন প্রতিকূল কথা শুনিয়া সহসা অকারণে তোমার উপর আমি কোন সন্দেহ করিব না; যদি কোন প্রকার বিরুদ্ধ প্রমাণ—”

ফ্লোরিমেল বলিলেন, “দেখ পলিন্! যেখানে মহৎপ্রকৃতি, যেখানে অকপট মনোভাব, সেইখানেই ঈর্ষার আবির্ভাব। তুমি যদি আমাকে অকপটে ভাল না বাসিতে, তাহা হইলে অনুমানে আমাকে অবিশ্বাসী ভাবিয়া আমার প্রতি ততটা বিরূপ হইতে না।”

পলিন্ বলিল, “তোমার প্রতি আমি এত নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছি, তথাপি আমার ভালবাসাকে অকৃত্রিম বলিয়া প্রশংসা করিতেছ, অতএব তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম। এখন বল দেখি গেব্রিল, যে লোকটা সেই

নীলপোষাক পরিধান করিয়া ক্লোরিমেল সাজিয়া থিয়েটারের নাট্যরঙ্গে দেখা দিয়াছিল, সে লোকটা কে?"

কুমারীর করচুম্বন করিয়া ক্লোরিমেল বলিলেন, "সে লোকটা বোধ হয় কারোলাইনের ষড়যন্ত্রের একজন সহকারী। যাহাই হউক, অতীত কথা উত্থাপনের আর প্রয়োজন নাই, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সুখের কথাই আলোচনা কর। বল প্রিয়তমে! কবে আমাদের সে শুভদিন সমাগত হইবে? যে দিনে ধর্ম্মমন্দিরে আমরা উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া চির-জীবনের মত সুখী হইতে পারিব, সে দিন কবে আসিবে? সেই শুভদিন অবধারণ কর। আমি তোমাকে ধর্ম্মপত্নী বলিয়া সস্নেহে আদর-যত্ন করিব, তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়া পূর্ণ-বিশ্বাসে স্নেহ-মমতা করিবে, তাহাই আমার প্রত্যাশা; তোমার পরিতাপিনী দুঃখিনী ভগ্নীটিকে আমি সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় স্নেহযত্ন করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিব।

সলজ্জ-বদনে সুস্নিগ্ধ বিনম্রলোচনে কোমলা কুমারী ক্লোরিমেলের কাণে কাণে মৃদুস্বরে কি কয়েকটী কথা বলিল, তাহা শ্রবণ করিয়া লর্ড ক্লোরিমেল নিঃসন্দেহে বুঝিয়া লইলেন, তাঁহার হৃদয়ের আশা ও মনোগত বাসনা পরিপূর্ণ; তিনি তৎক্ষণাৎ প্রেমাদরে প্রেমিকাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া ঘন ঘন তাহার অধর চুম্বন করিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নববিধান—বিপ্লব।

যে সময়ে প্যারাডাইজ ভিলার ক্ষুদ্র নিকেতনে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা হইতেছিল, সেই সময় সেই নিকেতনের নিকটবর্ত্তী অন্য এক বাটীর অধিবাসীরা কভেণ্ট গার্ডেনের বো-ষ্ট্রীট পুলিস-কোর্টে এক প্রকার কুৎসিত অভিনয় করিতেছিল।

পাঠক মহাশয়ের হয় ত স্মরণ থাকিতে পারে, যে দিন মিষ্টার পেজ সর্ব্ব-প্রথমে তাহার নিজের কার্য্যানুরোধে কারল্টন প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দিন সেই ব্যক্তি প্রিন্স অব ওয়েলস্‌কে বলিয়াছিল, প্যারাডাইস ভিলার একখানা বাড়ী সে সম্প্রতি ভাড়া লইয়াছে, সেই বাড়ীর পাশের বাড়ীতে কুমারী অক্টেভিয়া ও কুমারী পলিন্ বাস করেন, তাহার সংলগ্ন আর এক-খানা বাড়ীতে স্নিকৃবি নামে একজন পাদ্‌রী থাকেন।

সেই পাদ্‌রীর একজন সহকারী আছেন, তাঁহার নাম ইছাবড প্যাক্সওয়াক্স। তাহারা পূর্ব্বে জারমিন ষ্ট্রীটের বিবি পিগেলবরীর বাড়ীতে থাকিতেন; তথা হইতে তাঁহারা সহরতলীর উক্ত ভিলায় উঠিয়া আসিয়াছেন। নূতন বাড়ীর অধিকারী তাঁহাদের নিকটে সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট চাহিলে তাহারা উক্ত বিবি পিগেলবরীর নিকট হইতে সার্টিফিকেট আনিয়া দেন। বিবি পিগেলবরী লিখিয়া দিয়াছিল, তাঁহাদের চরিত্র উত্তম; কিন্তু সেই বৃদ্ধা বিবি জানিত না যে, ঐ পাদ্রীরা তাহার একটি ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ভুলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; সেই ভ্রাতুষ্পুত্রী গোপনে পাদ্‌রীদের নূতন বাসাবাড়ীতে থাকিয়া গৃহিণীর কার্য্য করিতেছে। সেই ভ্রাতু-ষ্পুত্রীর নাম অ্যানি জোন্স। কয়েকদিন পরে প্রকাশ পায়, অ্যানি জোন্স নিরুদ্দেশ; পাদ্‌রী সাহেবেরা উঠিয়া যাইবার পর হইতেই তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অ্যানি জোন্স স্বতন্ত্র বাড়ীতে তাহার পিতামাতার নিকটে থাকিত, প্রায় সর্ব্বদাই পিগেলবরীর বাড়ীতে যাওয়া আসা করিত, পিত্রালয় হইতেই পলাইয়া গিয়াছে; তাহার অদর্শনে তাহার মাতাপিতা ও পিসী (পিগেলবরী) অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিল।

বিবি পিগেলবরী সন্দেহ করিয়াছিল,মেয়েটা হয়ত কোন লোকের প্রতারণা-ফাঁদে পড়িয়াছে। কেন না, 'পলায়নের অগ্রে অ্যানি জোন্স কয়েকদিন তাহার পিসীর বাড়ীতেই থাকিত, তাহার পিসী একদিন কতিপয় প্রতিবাসী দোকান-দারের ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত তাহার হাতে একখানি দশ পাউণ্ডের নোট দিয়া পাওনাদারগণের দোকানে পাঠাইয়াছিল ; তদবধি মেয়েটা আর ফিরিয়া আইসে নাই। অনুসন্ধানে প্রকাশ পায়, অ্যানি জোন্স দেনা পরিশোধ করে নাই, সে সকল দোকানেও যায় নাই। ক্ষণকালের জন্য পিতার বাড়ীতে গিয়াছিল, তথা হইতে ভাল ভাল পরিধেয়-বসন ও পিতার ছত্রটি হস্তগত করিয়া তখনই আবার বাহির হইয়া যায়, তদবধি আর তাহার দেখা নাই।

তাহার মাতাপিতা ও পিসী বিস্তর অন্বেষণ করিয়াছিল, কুত্রাপি কোন সন্ধান পায় নাই। একজন প্রতিবাসী বলিয়াছিল, "মেয়েটা খুব সুন্দরী" —আর একজন বলিয়াছিল, "ভারী খোসপোষাকী ; সর্ব্বদা ভাল ভাল পোষাক পরিয়া বেড়াইত ; কল্য আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম, খাসা বেশ-বিন্যাস করিয়া সে তখন একদিকে যাইতেছিল।"—আর একজন বলিয়া ছিল, "আসিবে—আসিবে,—সে আবার ফিরিয়া আসিবে। যখন ধাত্রীর সাহায্য আবশ্যক হইবে, তখন আবার তাহার দেখা পাওয়া যাইবে। গর্ভ হইলেই ফিরিয়া আসিবে।"

পলাতকার পিতামাতা প্রতিবাসিগণের সে সকল কথায় কর্ণপাত করে নাই। তাহারা ভাবিয়াছিল, তাহাদের কন্যাটি নববিধান-সম্প্রদায়ের শিষ্য হইয়া পাদ্‌রী সাহেবদের সঙ্গে গিয়াছে। পাদ্‌রী সাহেবেরা স্তোত্রপাঠ করিয়া বিশ্বাসী ভক্তবৃন্দের মুক্তির পথ পরিষ্কার করেন, এখানকার পাদ্‌রী নবদীপ্তি-প্রকাশক ঋষিবর ন্যাথানিয়েল স্নিকৃবি এবং ভাই প্যাক্সওয়াক্স যে সুন্দরী অ্যানি জোন্সকে ফুস্‌লাইয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যে তাহাকে কিরূপ মুক্তিপন্থা দেখাইবেন, মেয়েটার মাতাপিতা তাহার কিছুই জানিত না,—স্বপ্নেও ভাবে নাই।

মাসের পর মাস অতীত হইতে লাগিল, সুন্দরী অ্যানি জোন্স সেই মনো-নীত মুক্তিদাতাদ্বয়ের নূতন বাড়ীর গৃহিণী হইয়া রমণীয় প্যারডাইস ভিলায় সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে থাকিল।

হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে কুমারী অ্যানি জোন্সের পিতা মিষ্টার জোন্স এজওয়ার রোডের ভিতর দিয়া কার্য্যান্তরে যাইতেছিল, তাহার কন্যা সেই

সময় গরম রুটী হস্তে লইয়া পাদ্রীদের সদর-দরজার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া মহাবিস্ময়াপন্ন হইল। বিস্ময়ে তাহার মুখ হইতে যে কম্পিত ধ্বনি নির্গত হইয়াছিল, সেই ধ্বনি অ্যানি জোন্সের শ্রবণগোচর হয়, সে চাহিয়া দেখে, সম্মুখে তাহার পিতা; দেখিবামাত্র রুটীগুলি সেইখানে ফেলিয়া দিয়া, ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সজোরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। রুটী-ওয়ালা তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল, হতভম্ব হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল; সে লোকটা ভাবিল, 'আহা! পাদ্রীসাহেবের চাকরাণীটা হঠাৎ পাগল হইয়া গিয়াছে!'

মিষ্টার জোন্স সদর-দরজার নিকট ছুটিয়া গিয়া দ্বারে ঘন ঘন আঘাত করিতে লাগিল, ধার্ম্মিক! পাদ্রীদের নষ্টামী বুঝিতে পারিয়া কন্যাকে খালাস করিয়া লইবার প্রতিজ্ঞা করিল; বারংবার জোরে জোরে দ্বারে আঘাত; কেহই উত্তর দিল না, কেহই দ্বার খুলিতে আসিল না; বেচারা যখন দৃঢ়-সঙ্কল্পে এই স্থির করিল যে, দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, চীৎকার করিয়া, পাড়ার সমস্ত লোককে সেইখানে জড় করিবে।

সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে না করিতে বাধা পড়িয়া গেল: বার বার দ্বারে করাঘাত-শব্দ শুনিয়া, বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইচাবড প্যাক্সওয়াক্স অবশেষে দরজা খুলিয়া দিলেন, অ্যানি জোন্সের পিতাকে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন; বিনীতবচনে বলিলেন, "ব্যাপারটা আপোসে নিষ্পত্তি করিয়া ফেলা যাইবে।"

মিষ্টার জোন্স একরোকা লোক ছিল, পাদ্রীর কথায় রাজী না হইয়া, চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কন্যাকে ডাকিয়া ডাকিয়া ভণ্ডতপস্বীদের গুপ্তগুহা হইতে বাহির হইয়া আসিতে বলিতে লাগিল। ঢলাঢলি হইবার লক্ষণ বুঝিয়া, কেলেঙ্কারের ভয়ে ইচাবড প্যাক্সওয়াক্স সান্ত্বনাবচনে তাহাকে শান্ত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন; কিন্তু মিষ্টার জোন্স নাছোড়, সে ব্যক্তি আপন কন্যাকে প্রাপ্ত না হইলে কদাচ শান্ত হইবে না, ইহাই তাহার দৃঢ়সঙ্কল্প; সেই সঙ্কল্পে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উচ্চকণ্ঠে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল।

ক্রমশঃই গোলমাল বাড়িতেছে দেখিয়া রেভারেণ্ড স্মিকৃবি স্বয়ং বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহার বাক্‌পটুতায় কতদূর ফল হয়, তাহাই জানিবার ইচ্ছা; প্রথমেই তিনি আরম্ভ করিলেন, "অ্যানি জোন্স নামে কোন স্ত্রীলোক

এ বাড়ীতে নাই ; আমার একজন কিঙ্করী আছে, তাহার আকৃতি ঠিক অ্যানি জোন্সের অনুরূপ, তাহার নাম মেরী স্মিথ।”

কিয়ৎক্ষণের জন্য মিষ্টার জোন্স একটু পাছু হটিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল ; ভাবিল, “তাহাই হয় ত সম্ভব ; আমারই হয় ত ভ্রম হইয়া থাকিবে।” কিন্তু পরক্ষণেই একটা ছাতা তাহার নয়নগোচর হইল ; দেখিবামাত্র চিনিল, তাহার নিজেরই ছাতা ; কন্যা যে দিন নিরুদ্দেশ হয়, সেই দিন ঐ ছাতাটা সে লইয়া আসিয়াছিল, ইহাই তাহার বিশ্বাস।

বিক্রান্ত শীকারী কুকুরের ন্যায় একলম্ফে ভিতর-দিকে অগ্রসর হইয়া মিষ্টার জোন্স সেই ছাতাটা তুলিয়া লইল, সেই ছাতার বাড়ি পাদ্‌রী স্নিকৃবির পৃষ্ঠে পটাপট আঘাত করিতে লাগিল, পাদ্‌রীসাহেবের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। তিনি তখন এরূপ হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন যে, আত্মরক্ষার জন্য একবারও হস্ত উত্তোলন করিতে পারেন নাই।

“খুন—খুন!” বলিয়া প্যাক্সওয়াক্স চেঁচাইতে লাগিলেন। “গুলী কর—গুলী কর!” বলিয়া পাদ্‌রী স্নিকৃবি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। ক্রন্দন করিতে করিতে কলঙ্কিনী সুন্দরী অ্যানি জোন্স বৈঠকখানার পশ্চাদ্দিকে আসিয়া দেখা দিল। পাড়ার লোক জমা হইল, পুলিস-কন্‌ষ্টেবলগণকে খবর দিল, কন্‌ষ্টেবলেরা আসিয়া হাজির। ফল কি হইল, দেখুন। সেই সময় রাস্তা দিয়া একখানা ঠিকাগাড়ী যাইতেছিল, মিষ্টার জোন্সকে, তাহার কন্যাকে ও সেই দুই জন পাদ্‌রীকে সেই গাড়ীর মধ্যে বোঝাই করিয়া বো ষ্ট্রীট পুলিসে চালান করা হইল ; সেই ছাতাটাও গাড়ীর মধ্যে রহিল।

গাড়ী পুলিস-আফিসে উপস্থিত হইলে আরোহীরা নামিল, মিষ্টার জোন্স তৎক্ষণাৎ জারমিন ষ্ট্রীটের বিবি পিগেলবরীর নিকটে লোক পাঠাইল, যাহা যাহা ঘটিয়াছে, একখানা পত্রে তাহা লিখিয়া দিল, অবিলম্বে পুলিসে তাহার (পিগেলবরীর) যতক্ষণ হাজির হওয়া আবশ্যক, ইহাই লিখিল ; পিগেলবরী যতক্ষণ হাজির না হয়, ততক্ষণের জন্য মোকদ্দমার শুনানী স্থগিদ রহিল। চালানী আসামীরা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে দাঁড়াইল। অদ্ভুত দৃশ্য!

নববিধানের দুই জন পাদ্‌রী, মিষ্টার জোন্স এবং তাহার কুমারী কন্যা অ্যানি জোন্স, এই চারি জনকে আসামীমঞ্চে দাঁড় করান হইল ; অপরাধ পরস্পর দাঙ্গা করা ও ঘটনাস্থলে লোক জমায়েত করা। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব

প্রথমে সে মোকদ্দমার তদন্ত করা অনাবশ্যক বুঝিয়া মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিবার ইচ্ছা রাখিয়া ব্যাপারটা অন্য প্রকারে দাঁড় করাইলেন।

আসামীগণকে কাঠগড়ায় তুলিবার অগ্রেই বিবি পিগেলবরী পুলিসকোর্টে হাজির হইয়াছিল।

মিষ্টার জোন্সকে সম্বোধন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ন্যাথানিয়েল স্নিকৃবি ও ইচাবড প্যাক্সওয়াক্স কুমতলবে তোমার কন্যাকে ভুলাইয়া গৃহের বাহির করিয়াছে, ইহাই ত তোমার নালিস ?"

মিষ্টার জোন্স উত্তর করিল, "হাঁ হুজুর! উহাই আমার নালিস। ঐ কারণেই আমি উহাদের মাথা ভাঙ্গিতে চাই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "চুপ!—চুপ! এখানে মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গির কথা আমরা কিছুই জানি না; মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গির মামলা এখানে আইসে, তাহাই জানি। আচ্ছা, তোমার কন্যার বয়স কত ?"

মিষ্টার জোন্স উত্তর করিল,"কুড়ি বৎসর অতীত হইয়াছে। এ বয়সে যদি মেয়েদের ভালমন্দ বিবেচনা না জন্মে, তবে আমার অধঃপাত—আমি যদি—"

থামাইয়া দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "চুপ!—চুপ! আদালতে ও রকম কথা বলিও না। যদি বল, আমি তোমার পাঁচ শিলিঙ জরিমানা করিব। তোমার পক্ষে সুবিচার করা আমার উচিত; কেন না, আমি বুঝিতেছি, তোমার প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে; কিন্তু তোমার মেজাজ নরম কর।"

অ্যানি জোন্সের পিতার দিকে তিরস্কারব্যঞ্জক ক্ষুণ্ণকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পাদ্‌রী স্নিকৃবি অস্ফুষ্টস্বরে বলিলেন, "সয়তান!"—কথাটা বলিয়াই তিনি যেন সভয়ে অন্য দিকে চক্ষু ফিরাইলেন।

দলপতির ন্যায় চক্ষু ঘুরাইয়া তদ্রূপ স্বরে প্যাক্সওয়াক্স গোঁ গোঁ করিয়া বলিলেন, "আক্রোশ!"

তীব্রস্বরে চাপরাশী বলিল, "চুপ রও!"

পাদ্‌রীরা বাজে কথা লইয়া আবার গোল তুলিতেছিল, চাপরাসীরা ধমক দিয়া থামাইয়া দিল।

অবসর পাইয়া বিবি পিগেলবরী বলিল,"হুজুর! এই মেয়েটিকে আমি মায়ের মত ভালবাসিতাম, সোজা কথায় নিজের কন্যার মত স্নেহ করিতাম; এই দুইজন পাদ্‌রী ইহাকে ফুস্‌লাইয়া কুপথে লইয়া গিয়া ইহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে!"

অ্যানি জোন্স বলিয়া উঠিল, "পিসী! তুমি যাহা বলিলে, তাহা অপেক্ষা আমি বেশী কিছুই বলিতে পারিতাম না, কেবল একটা কেলেঙ্কারের কথা বলিয়া গোলমাল করিতাম। ফল কথা,- আমি তোমার কাছে আর আমার পিতার কাছে বড়ই অকৃতজ্ঞ; কিন্তু এই সকল অনর্থের মূল—ঐ দীর্ঘাকার ভণ্ড সন্ন্যাসীটা। ঐ লোকটা আমাকে—"

দক্ষিণ-হস্তে বসনাঞ্চল তুলিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাম-হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা কুমারী জোন্স ঐ বড় পাদ্‌রীকে দেখাইয়া দিয়াছিল, সেই অপমানে তাহাকে তিরস্কার করিয়া পাদ্‌রী স্নিক্‌বি বলিতে লাগিলেন, "ভগ্নী অ্যানি!— ভগ্নী অ্যানি! আমি কি তোমার প্রতি ভ্রাতৃতুল্য ব্যবহার করি নাই? আমি কি—"

দলপতির মামলায় অনুকূলপক্ষে সহায়তা করিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া প্যাক্সওয়াক্স বলিয়া ফেলিলেন, "ঠিক ভ্রাতৃতুল্য,—হাঁ, ঠিক ভ্রাতৃতুল্য ব্যবহার; এমন কি, পতিতুল্য ব্যবহারও বটে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "সমস্তই আমি বুঝিতে পারিতেছি। এই কন্যাটির বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম, এই বয়সে এই কুমারী নিজেই নিজের ধর্ম্মরক্ষা করিবার উপযুক্ত; এরূপ স্থলে ফুস্‌লাইয়া ঘরের বাহির করা অভিযোগ দাঁড়াইতে পারে না। এখন বল দেখি মিষ্টার জোন্স, গৃহ হইতে পলায়নের সময় তোমার কন্যা গৃহের কোন দ্রব্য লইয়া আসিয়াছিল কি না এবং সেই সকল দ্রব্য এই আসামীদের ঘরে—".

মিষ্টার জোন্স উত্তর করিল, "ঠিক কথা হুজুর! আমার একটা ছাতা—"

বিবি পিগেলবরী চীৎকার করিয়া বলিল, "আমার একখানা দশ পাউণ্ডের নোট!"

আকাশে হস্ত তুলিয়া, যেন ঈশ্বরের কাছে আরজ জানাইয়া রেভারেণ্ড স্নিক্‌বি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "ওঃ! ঘৃণাকর তুচ্ছ সুবর্ণ!"

মদের নেশার ঝোঁকে ভ্রাতা প্যাক্সওয়াক্স জড়িতস্বরে বলিলেন, "সেই একটা অপদার্থ ছেঁড়া ছাতা!"

নববিধানের দলপতিদ্বয়কে সাজা দিবার মানসিক সঙ্কল্পে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাদিগকে বলিলেন, "হাঁ, ঐ দুইটি জিনিসের কথা, তোমরা এখনি আরও কিছু শুনিবে। প্রথম কথা হইতেছে, দশ পাউণ্ডের নোট। সেই কথাটাই কিছু গুরুতর।"

ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে অধিক গুরুতর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, সত্য সত্য ক্রন্দন করিয়া অ্যানি জোন্স বলিল, "হুজুর! আমার সমস্ত দোষ আমি স্বীকার করিব, আপনি যদি আমাকে শাস্তি না দেন, তাহা হইলে আমি সমস্ত সত্য-কথা বলিব।"

বিবি পিগেলবরী বলিল, "হাঁ বাছা, সেই কথাই ভাল; সব সত্যকথা তুমি ভাঙ্গিয়া বল; হুজুর তোমাকে শাস্তি দিবেন না।"

ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাতরে অ্যানি জোন্স বলিল, "পিসী! সমস্তই তোমার দোষ। তুমিই আমাকে উহাদের দলে মিশাইয়া দিয়াছিলে, তুমিই সর্ব্বদা আমাকে উহাদের কাছে পাঠাইয়া দিতে, তোমার কথা শুনিয়াই উহাদের কাছে আমি যাইতাম।"

স্নিকৃবি এবং প্যাক্সওয়াক্স যেন কতই ভালমানুষ, কোন মন্দ কার্য্যই যেন জানেন না, উপস্থিত অভিযোগে যেন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, এই ভাব জানাইয়া অনিমেষ-নেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখপানে চাহিয়া ছিলেন, তাঁহাদের দিকে কোপ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বিবি পিগেলবরী বলিয়া উঠিল, "নববিধানের নব-দীপ্তি অধঃপাতে যাক্!"

ক্রোধের সময় কৌতুক করিয়া এক একটা উগ্র কথা বলিতে মিষ্টার জোন্স বড় ভালবাসে; এই সময় সে বলিয়া উঠিল, "ও সকল তর্কবিতর্কে কোন কাজ হইবে না, ঐ দুটা লোকের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করিয়া ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করাই এখনকার কাজ; মাথা—"

উচ্চকণ্ঠে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "চুপ! এখানে মাথা-ঠোকাঠুকি—মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গি চলে না।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া মিসেস্ পিগেলবরীর দিকে ফিরিয়া গম্ভীরবদনে বলিলেন, "বল ত তুমি, দশ পাউণ্ড নোটের কথা কি রকম?"

সেলাম করিয়া বিবি পিগেলবরী বলিল, "হাঁ হুজুর! ঠিক কথাই আমি বলিব, প্রবঞ্চনা করিব না। হুজুর! আমি মান্যবংশের কন্যা, সচ্চরিত্রা বিধবা, জাবুমিন ষ্ট্রীটে আমি একখানা বাড়ী রাখি কোয়াটারে কোয়াটারে দস্তুরমত ট্যাক্সখাজনা সরবরাহ করি, ভদ্র ভদ্র ভাড়াটীয়া রাখি, তাহাতে যাহা পাই তাহাতেই আমার দিন গুজরান হয়, ঐ দুই জন পাদ্রী কিছুদিন আমার বাড়ীতে ভাড়াটীয়া ছিল, আমি উহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জানিতাম, এখন উহারা আমার বাড়ী হইতে উঠিয়া গিয়াছে, এখন আমি জানিতে পারিয়াছি, উহারা অতি পাজী, অতি নচ্ছার!"

অস্পষ্টস্বরে মিষ্টার স্নিকৃবি বলিলেন, "এই মূর্খ স্ত্রীলোকটা বড় রাগিয়াছে।"

মিষ্টার প্যাক্সওয়াক্স প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, "রাগিয়া রাগিয়াই আমাদিগকে গালাগালি দিতেছে।"

পাদ্রী স্নিকবি উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "ভ্রাতঃ! আমরা অধর্ম্মী লোকের চক্রে পড়িয়াছি!"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে ইচাবড বলিলেন, "হাঁ, সয়তানের চক্র!"

স্নিকৃবি বলিলেন, "বন্ধুবর! তোমার উচ্চ অঙ্গে উনচল্লিশ বেত্রাঘাত পড়িবে।

বড় পাদ্‌রীর কাণের কাছে ছোট পাদ্‌রী চুপি চুপি বলিলেন, "বন্ধু স্নিকৃবি! পায়ে বেড়ী পরিয়া তুমি রাত্রিদিন বসিয়া থাকিবে।"

বিরক্ত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "থামো থামো, বাকচাতুরী ছাড়; দশ পাউণ্ড নোটখানা কি হইল?"

দ্বিতীয়বার সেলাম করিয়া বিবি পিগেলবরী বলিতে লাগিল, "শুনুন হুজুর! আমি সত্যকথা বলিব। নূতন নোট,—আনকোরা নূতন,—কোন স্থানে একবিন্দুও ময়লা লাগে নাই, স্পর্শ করিলে ঠিক যেন কাঁচের মত বোধ হয়। আমার এই ভাইঝিটিকে—এই অ্যানি জোন্সকে সেইখানি আমি দিয়াছিলাম; বলিয়াছিলাম, 'এইখানি লইয়া দোকানে যাও, বিল লইয়া দোকানীর দেনা পরিশোধ করিয়া আইস।' নোটখানি হস্তে লইয়া অ্যানি বলিয়াছিল, 'আচ্ছা, তাহাই আমি করিব।"

মৃদুস্বরে অ্যানি জোন্স বলিল, "সেই নোটখানি আমি মিষ্টারী স্নিকৃবিকে দিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে আমার কথা ছিল, গৃহত্যাগ করিয়া তাঁহাদের নূতন বাড়ীতে গিয়া তাহাদের কাছেই আমি থাকিব। যখন তাঁহারা যান, তখন তাঁহাদের সঙ্গে আমি যাই নাই, দিনকতক পরে যাইব, ইহাই বলিয়াছিলাম; সঙ্গে সঙ্গে গেলে আমার মাতাপিতা সন্দেহ করিবেন, পিসীও সন্দেহ করিবেন, সেই ভয় আমার মনে ছিল। যেদিন সেই নোটখানি পাইলাম, সেই দিন নূতন কাপড় কিনিয়া তাঁহাদের নূতন বাড়ীতে যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু কাপড় কিনি নাই, নোটখানি সঙ্গে লইয়াছিলাম। সেই সময় মিষ্টার স্নিকৃবির টাকার অভাব হইয়াছিল, আমার কাছে দশপাউণ্ডের নোট আছে জানিয়া তিনি তাহা চাহিলেন, তাঁহাদের প্রভুর কার্য্যে

সেই টাকা প্রয়োজন। তাহা শুনিয়াই নোটখানি আমি তাঁহার হস্তে দিয়াছিলাম।'"

গম্ভীরভাবে মস্তকসঞ্চালন পূর্ব্বক বক্রবদনে রেভারেণ্ড স্নিকবি গম্ভীরস্বরে অ্যানি জোন্সকে বলিলেন, "ওঃ! আমি তোমার সোনার টাকা লইয়াছি, অ্যানি! এমন কথা তুমি কিছুতেই বলিতে পার না।"

প্যাক্সওয়াক্স সেই স্বরে বলিলেন, "না না,- একটি রজতখণ্ডও না।"

বড় পাদ্রীর দিকে চাহিয়া কঠোরস্বরে অ্যানি জোন্স বলিল, "হাঁ, তুমিই লইয়াছ, আমার নোটখানি তুমিই লইয়াছ! সে রাত্রে তোমরা দুজনে ভয়ানক মাতাল হইয়াছিলে, তোমাদের মাতলামী দেখিয়া আমারই লজ্জা হইয়াছিল।"—পাদ্রীকে এই কথা বলিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেটের দিকে ফিরিয়া, ক্রোধকম্পিতস্বরে কুমারী বলিতে লাগিল, "হুজুর! উহারা ভারী মাতাল, সর্ব্বদাই মদ খায়, আমাকে যা ইচ্ছা তাই বলে; উহাদের ব্যবহার দেখিয়া দেখিয়া আমি বেশ বুঝিয়াছি, উহারা ভারী কেলেঙ্কারী জুয়াচোর! আমি উহাদের বাসা হইতে ছুটিয়া পলাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু পলাইয়া কোথায় যাইব, স্থির করিতে পারি নাই, যাইবার স্থান ছিল না; ঘরে ফিরিয়া যাইতে আমার সাহস হয় নাই।"

কুমারীর মুখের কাছে তর্জ্জনী অঙ্গুলী নাচাইয়া রেভারেণ্ড স্নিকবি বলিলেন, "ভগ্নি, অ্যানি, ভগ্নী অ্যানি! তুমি অতিশয় অকৃতজ্ঞ; আমি তোমার প্রতি তত যত্ন করিতাম, আমার মত মনিবের উপর আমার মত দয়ালু ভ্রাতার উপর তোমার এত কোপ, আমার প্রতি ঐরূপ উক্তি, ইহার জন্য তোমাকে নিশ্চয়ই অনুতাপ করিতে হইবে।"

কম্পিতকণ্ঠে ম্যাজিষ্ট্রেটকে সম্বোধন করিয়া কুমারী বলিল, "হুজুর! উহাকে কারাগারে পাঠাইবার হুকুম দিন, ঐ লোকটা আমাকে লোভ দেখাইয়া ঘরের বাহির করিয়াছে, ঐ লোকটা আমাকে কুপথে লইয়া গিয়াছে; এখনও আমার পিতা যদি আমাকে দয়া করিয়া ঘরে লন, তাহা হইলে আমি আবার ধর্ম্মপথে থাকিয়া সুস্থির হইতে পারি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "তোমার পিতা কি বলে, অগ্রে তাহা শুনি, তাহার পর সে বিষয়ে বিবেচনা করা যাইবে। আমি তোমাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। যে নোটখানা তুমি স্নিকবিকে দিয়াছ, সেখানা তুমি কোথায় পাইয়াছিলে, স্নিকবি কি তাহা জানিত?"

কুমারী উত্তর করিল, "হাঁ হুজুর, ঠিক জানিত। আমি তখন তাহার এতদূর বশীভূত হইয়াছিলাম যে, নিজের সকল কথাই তাহাকে বলিতাম। পিসী আমাকে সেই নোটখানা দিয়াছিলেন, পাদ্রীসাহেবকে সে কথা আমি বলিয়াছিলাম ; সাহেব বলিয়াছিল, ঐ টাকা তাহাদের প্রভুর দরকার, সেই কথা শুনিয়াই আমি নোটখানা তাহার হস্তে দিয়াছিলাম।"

ম্যাজিষ্ট্রেট পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পর্য্যন্ত সেই টাকার মধ্যে স্নিকৃবি তোমাকে কিছু ফেরত দিয়াছে কি না ?"

অ্যানি জোন্স উত্তর করিল, "না হুজুর, এক ফার্দ্দিংও দেয় নাই ; অথচ উহাদের হাতে অনেক টাকা আছে, সালেম হইতেও অন্যান্য স্থান হইতে অনেক টাকা আসিতেছে। মিষ্টার স্নিকৃবি এবং উহার ভ্রাতা ইচাবড়ের জন্য ভাল ভাল অট্টালিকা তৈয়ার হইতেছে।"

কুমারীর পিতা মিষ্টার জোন্স ম্যাজিষ্ট্রেটের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "হুজুর ! এই সকল কারণে আপনি যদি ঐ রাস্কেলকে জেলখানায় না পাঠান, তাহা হইলে আমি আর অধিক কি বলিব। আমার কন্যার সম্বন্ধে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ইহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমি ইহাঁকে গৃহে লইয়া গিয়া স্থান দিব।"

পিতার মুখের দিকে চাহিয়া মিনতিবচনে অ্যানি জোন্স বলিল, "বাবা ! এমন কুকর্ম্ম আমি আর কখনও করিব না ; কিন্তু মা কি আমাকে ক্ষমা করিবেন ?"

মিষ্টার জোন্স বলিল, "হাঁ—হাঁ, সমস্তই ঠিক হইবে। অবশ্যই তুমি ক্ষমা পাইবে।"

অ্যানি জোন্সের চক্ষে জল পড়িতেছিল, কাছে গিয়া সান্ত্বনা করিয়া মৃদু-বচনে বিবি পিগেলবরী বলিল, "কেঁদো না বাছা, শান্ত হও, সালেমে লইয়া গিয়া নববিধানের দলের লোকের সঙ্গে তোমায় মিলন করিয়া দেওয়া আমারই দোষ হইয়াছিল। তাহারা তোমাকে এই দুরবস্থায় পাতিত করিয়া বিস্তর কষ্ট দিয়াছে !"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পুনর্ব্বার অ্যানি জোন্সকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে স্নিকৃবিকে নোট দিয়াছিলে, আসামী প্যাক্সওয়াক্স কি তাহা জানে ?"

অ্যানি জেমস্ উত্তর করিল, "হাঁ হুজুর, প্যাক্সওয়াক্স সব জানে ; অধিক

নোটখানা আমি প্রদান করিবামাত্র ঐ ব্যক্তিই তাহা ভাঙ্গাইয়া টাকা আনিয়াছিল।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "ঠিক। এই পর্য্যন্ত যথেষ্ট; ছাতাটার কথা লইয়া বিচার করিবার আবশ্যক নাই।" এই কথা বলিয়া আসামীদিগের দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তোমাদের কি সাফাই আছে?"

রেভারেণ্ড ন্যাথানিয়েল স্নিকৃবি অভ্যস্ত গুন্‌গুন্ গুঞ্জনে বলিতে লাগিলেন, "এ ছুঁড়ী সমস্তই মিথ্যাকথা বলিতেছে। আপনি ধর্ম্মের অবতার, আপনি ন্যায়বিচারের কর্ত্তা, সয়তানের কুহকে মোহিত হইয়া আপনি আমার মন্দ করিবেন না। এই স্ত্রীলোকের নিকট হইতে কখন আমি একটি স্বর্ণমুদ্রা কিংবা একটি রজতমুদ্রা গ্রহণ করি নাই। এখন হইতেছে সতীত্বের কথা;—ছুঁড়ী যদি অসতী হইয়া থাকে, আমি ইহার ধর্ম্ম নষ্ট করি নাই। আমি ইহাকে মাসিক এক পাউণ্ড বেতনে চাকরাণী নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তিন মাস অন্তর তিন পাউণ্ড বেতন দিবার কথা ছিল। চাকরী সুরু করিয়া অবধি গণনায় এখনও তিন মাস পূর্ণ হয় নাই, সুতরাং কিস্তিমত ইহার বেতন পাওনা হয় নাই। আমাদের বাসার নিকটে একখানা মদের দোকান আছে, ছুঁড়ী একদিন সেই দোকানে গিয়া একটা ধর্ম্মবর্জ্জিত ছোঁড়ার সঙ্গে মদ খাইয়া হাস্য-পরিহাস করিয়াছিল, জানিতে পারিয়া আমি ইহাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম; সেই কারণেই আমার উপর ইহার রাগ। যাহা হউক, আমি ইহার অপরাধ ক্ষমা করিতেছি, পাওনা না হইলেও ইহার বেতন শোধ করিয়া দিতে রাজী আছি,—ভ্রাতা আনথ্যাঙ্ক স্ন্যাগ এবং ভ্রাতা ক্রিককে আমি ডাকিয়া পাঠাইব, তাঁহারা টাকা লইয়া আসিবেন, এই বিবি পিগেলবরী ইহার ভ্রাতুষ্কন্যাকে যে দশ পাউণ্ড দিয়াছিল, উক্ত ভ্রাতারা সেই দশ পাউণ্ড ইহার হস্তে অর্পণ করিবেন। যাহা বলিলাম, তাহাই আমি করিব; আপনি আইনপালক বিচারপতি, সুবিচার করুন; আমাদের পরস্পর শান্তিবিধান ও সদ্ভাবসঞ্চার হউক, কটিবন্ধন করিয়া আমি চলিয়া যাই।

গম্ভীরস্বরে ইচাবড প্যাক্সওয়াক্স বলিলেন, "স্বস্তি!"

প্যাক্সওয়াক্সকে সম্বোধন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিজের সাফাই পক্ষে কি কোন কথা বলিবার আছে?"

প্যাক্সওয়াক্স উত্তর করিলেন, "যাহা আমার বক্তব্য, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।"

বড় পাদ্রীর দিকে চাহিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "সমস্তই আমি বুঝিয়াছি, সরাসরিমতে এ মোকদ্দমা আমি নিষ্পত্তি করিব, তোমরা ভণ্ড ধার্ম্মিক, প্রতারক, লোক ঠকাইবার চেষ্টায় তোমরা নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছ। তোমাদের মত লোকেরা ধর্ম্মের উপদেশক হইতে পারে না। যাঁহারা সত্যপরায়ণ, ধর্ম্মজীবন, ঈশ্বরের প্রেমে যথার্থ যাঁহারা ভক্তিমান, তাঁহারাই সকল লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র। তোমরা তাহা নও; তোমাদের ঘরে পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল আছে, কিন্তু বাহিরে তোমরা কপট বক্তৃতা করিয়া লোক ভুলাও, ধার্ম্মিক সাজিয়া বেড়াও, তোমাদের দ্বারা সমাজের অনেক অপকার হয়, পবিত্র ধর্ম্ম তোমাদের দ্বারা কলঙ্কিত হইতেছে। ভণ্ডামী হইতে সমাজকে রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। অতএব আমি তোমাদের দুই জনকে তিন তিন মাসের জন্য কারাবাসের আজ্ঞা দিলাম, যাহাদের আলয় আশ্রয় নাই, তাহারা যেরূপ জেল-খাটে, তোমাদিগকেও সেইরূপ কঠিন পরিশ্রম করিয়া জেলখানায় কয়েদ থাকিতে হইবে। আদালতের ভিড় ভাঙ্গিয়া দাও।"

রেভারেণ্ড স্নিকৃবি ভ্যাবাচেকা খাইয়া হাত দুখানা ছড়াইল, ভ্রাতা প্যাক্সওয়াক্স যেন স্কুলের ছেলের মত জানু পাতিয়া বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল, ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্রোধ হইল; তাঁহার হুকুমে চাপরাসীরা ঐ দুই জন আসামীকে আদালত হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল; যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে দিনের সমস্ত মোকদ্দমার বিচার শেষ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পুলিসের গারদে আটক রাখিবার হুকুম। সন্ধ্যার সময় একখানা ঠিকাগাড়ী ডাকিয়া আসামীদিগকে নিউগেট-কারাগারে চালান করা হইল।

স্নিকৃবি এবং প্যাক্সওয়াক্স ভণ্ডামী করিয়া নূতন ধর্ম্মের নামে লোক ঠকাইতেছিল, তাহারা জেল খাটিতে গেল, এই দৃষ্টান্তে আমরা প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমন্দির সমূহের যথার্থ ধর্ম্মপরায়ণ পুরোহিতগণের প্রতি ঈর্ষা অথবা অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছি না, সহস্র সহস্র ধর্ম্মশীল পাদ্রী জগদীশ্বরের নামে দৃঢ়ব্রত হইয়া উপাসকবৃন্দের শ্রদ্ধাভাজন হইতেছেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

কারাগারে সাক্ষাৎ।

উইলিয়ম ডড্‌লীকে খুন করা অভিযোগে অনারেবল আর্থর ইটন নিউ-গেটের হাজত-গারদে নিক্ষিপ্ত হইবার পর প্রায় আড়াই মাস অতীত হইয়াছে।

পাঠক মহাশয় স্মরণ করিতে পারিবেন, বো-ষ্ট্রীট-পুলিসে যখন ঐ খুনের তদন্ত হয়, আর্থর ইটন্ তখন ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিয়াছিলেন, "আমি নির্দ্দোষী, অবস্থাগত প্রমাণে আমাকে এই কষ্টভোগ করিতে হইল, ইহার মধ্যে যে ভয়ানক রহস্য নিহিত আছে, এখানে এ সময়ে তাহা ব্যক্ত করা বৃথা। উচ্চ-আদালতে যখন বিচার হইবে, নিগূঢ় রহস্য যখন প্রকাশ হইয়া পড়িবে, দেশশুদ্ধ লোকে তখন মহাভয়ে, মহাবিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িবেন।"

যে সময়ের কথা লেখা হইতেছে, সে সময়ে লণ্ডনের খবরের কাগজগুলির আকার ছোট ছোট ছিল, মোকদ্দমার রিপোর্টের সকল কথা পূর্ণাংশে ছাপা হইত না, সংক্ষেপে একটু একটু চুম্বক বিবরণ প্রকাশ হইত; অতএব আর্থর ইটন পুলিসে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ-রূপে প্রকাশ হয় নাই; ইটন বলিয়াছিলেন, রহস্যভেদের চাবী তাঁহার হস্তে আছে, দায়রা-আদালতে সেই চাবীর উপযুক্ত ব্যবহার হইবে; খব-রের কাগজওয়ালারা সেই দরকারী কথাটি একেবারে ছাড়িয়া-গিয়াছিল। রিপোর্টারেরা তাহাদের রিপোর্টের উপসংহারে লিখিয়াছিল, আর্থর ইটনকে পুলিস হইতে হাজতে চালান করিবার সময় উপস্থিত দর্শকেরা বলাবলি করিয়াছিল, আর্থর ইটন এক প্রকার পাগলের মত হইয়া রক্তপিপাসু হইয়াছিলেন।

খবরের কাগজে যাহা প্রকাশ হইয়াছিল, সর্ব্বসাধারণে তাহাই মাত্র অব-গত হইয়া মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, আর্থর ইটন দায়রা-আদালতে কিছুমাত্র সাফাই দিতে পারিবেন না। সাধারণের মনের ভাব এইরূপ, অতি অল্প লোকের অন্যরূপ ধারণা। ইটনের পিতা লর্ড মার্চ্চমণ্ট বুঝিয়াছিলেন, বিনা দোষে তাঁহার পুত্রকে হাজতে দেওয়া হইয়াছে; কুমারী পলিন্ স্থির জানিয়াছিলেন, আর্থর ইটন অপরাধী নহেন। লর্ড হোল্ডারনেস্ ও লেডী

হোল্ডারনেস্ আর এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন; নাবিকবেশধারী কারোলাইন ওয়াল্‌টার যখন তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করে, তখন তাঁহারা কাণাকাণি করিয়াছিলেন, অবস্থাঘটিত প্রমাণে আর্থর ইটন সেসন কোর্টে দোষী সাব্যস্ত হইবেন।

বলা হইয়াছে, ইটনের দায়রা-সোপর্দ্দ হইবার পর প্রায় আড়াই মাস অতীত, এই সময়ের মধ্যে ওল্ড বেলী আদালতে একবার ফৌজদারী সেসন বসিয়াছিল, সে সময় আর্থর ইটন পীড়িত ছিলেন, সেই কারণে তাঁহার মামলা তৎকালে মুলতুবী হইয়াছিল, আগামী সেসনে বিচার হইবার কথা। বাস্তবিক দুই তিন সপ্তাহ তাঁহার এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, তাঁহাকে দেখিয়া অনেকে ভয় পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে গুপ্তবিষের বীর্য্যপ্রভাবে তাঁহার শরীর যেরূপ শীর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল, এবারে তদপেক্ষাও অধিক বিবর্ণ। এক্ষণে অল্প অল্প আরাম হইয়াছেন, উকীল-ব্যারিষ্টারের সহিত পরামর্শ করিবার একান্ত ইচ্ছা।

তাঁহার যখন শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা, সেই সময় একদিন প্রাতঃকালে এক জন চাপরাসী আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দেয়, গত রাত্রে এখানে এক জন নূতন বন্দী চালান হইয়া আসিয়াছে, সেই ব্যক্তি আপনার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চায়। আর্থর ইটন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সে?" চাপরাসী উত্তর করিল, "সে একটি স্ত্রীলোক, যুবতী, তাহার নাম কারোলাইন ওয়াল্‌টার; ধাত্রী লিগুলীকে খুন করা অপরাধে সেই যুবতী দায়রার বিচারে সমর্পিত হইয়াছে।"—শুনিয়াই ইটন মনে করিলেন, তবে হয় ত কারোলাইন ওয়াল্‌টার আমার এই মামলার কোন বিশেষ কথা বলিতে পারিবে; এইরূপ অনুমান করিয়াই চাপরাসীকে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, সেই স্ত্রীলোককে আমার কাছে লইয়া আইস।"

সে সময়ে কারাগারের নিয়মে বেশী শক্তাশক্তি বা আঁটাআঁটি ছিল না, ইটনের অনুমতি পাইয়া চাপরাসী তৎক্ষণাৎ কারোলাইনকে তাঁহার কাছে আনিয়া দিল।

এখন কারোলাইনের স্বভাবসিদ্ধ নারীবেশ। তাহাকে দেখিয়াই আর্থর ইটন মনে মনে ভাবিলেন, "এটি তো একটি বালিকা মাত্র; এই বালিকাই সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে খুন করিয়াছে, ইহা তো কখনই সম্ভব হইতে পারে না।"

চাপরাসী বলিল, "এক ঘণ্টার মধ্যে আবার আমি ফিরিয়া আসিব।"—

বলিয়া, বাহির হইয়া গিয়া, দ্বারে অর্গল বন্ধ করিয়া চাবী দিয়া গেল। আর্থর ইটন আসন হইতে উঠিয়া কারোলাইনকে একখানি চেয়ার দিলেন, কারোলাইন বসিল, তিনি নিজেও পুনর্ব্বার নিজাসনপরিগ্রহ করিয়া, কারোলাইন কি বলে, তাহা শ্রবণ করিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যথার্থ প্রাণে লাগে, ঠিক সেই ভাবে অথচ মৃদুকণ্ঠে কারোলাইন আরম্ভ করিল, "মিষ্টার ইটন! তোমার আমার উভয়েরই এখন একরূপ দশা। আমি একটা নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছি, সেইটি তোমাকে জানাইবার জন্যই এখানে আমার অনধিকারপ্রবেশ। আসল কথা এই যে, তুমিও নির্দ্দোষ, আমিও নির্দ্দোষ; দোষক্ষালনের নিমিত্ত আমরা উভয়ে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিব, ইহাই আমার অভিলাষ। প্রকৃত অপরাধী যাহাতে ধরা পড়ে, যাহাতে তাহারা বিচারে অর্পিত হয়, উভয়েই আমরা সেই চেষ্টা করিব।"

অপরিচিতা কামিনীর সহিত তাদৃশ বিষয়ে কথা কহিবার সময় যেরূপ সাবধান হইতে হয়, সেইরূপ সাবধান হইয়া আর্থর ইটন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ মোকদ্দমার প্রকৃত অপরাধী?"

কারোলাইন তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "তোমার আমার উভয়েরই মোকদ্দমার।"

চমকিত হইয়া ইটন বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! সত্য না কি?"

ব্যগ্রভাবে ব্যগ্রস্বরে কারোলাইন বলিল, "ইহাতে কি তোমার সন্দেহ হয়?"

ইটন বলিলেন, "আমার মনে যে ভাবের উদয় হওয়াতে আমি ঐরূপ সংশয়সূচক প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার অর্থ তুমি বুঝিতে পার নাই। ফল কথা এই যে, এত দিন আমার মনে যে একটা সন্দেহ আসিতেছিল, তাহা অনিশ্চিত—দুর্ব্বোধ্য সত্য, কিন্তু যেরূপ বিশ্বস্তভাবে তুমি কথা কহিতেছ, আমি কদাচ ঐ ভাবের বিন্দুমাত্র সন্দেহও মনে আনিতে পারি নাই।"

কারোলাইন বলিল, "বুঝিয়াছি তোমার কথা। এক এক সময়ে তোমার মনে হইয়া থাকিবে, যাহার হস্ত দ্বারা উইলিয়ম ডড্লি খুন হইয়াছে, ধাত্রীর বাড়ীতে তাহারই হস্ত দ্বারাই গুপ্তহত্যা সম্পাদিত হইয়াছে; কিন্তু সেটা তুমি ঠিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পার নাই, বাস্তবিক তাহাই সত্য।"

ইটন বলিলেন, "কুমারী ওয়াল্টার! তুমি আমার মনের ভাব ঠিক

বুঝিয়া লইয়াছ; কিন্তু সেটা যে ঠিক নিশ্চিত, তাহা তুমি কি প্রকারে জানিতে—"

অসমাপ্ত কথা সমাপ্ত করিয়া, প্রকাশ্য নয়ন ভঙ্গীতে সহ্বলিতস্বরে কারোলাইন বলিল, "সেই ফারণাণ্ডাই ঐ উভয় খুনের অধিনায়িকা। সহস্র সহস্র রসনা তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করিতেছে। তোমার সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছে, আর সেই দুশ্চারিণী লেডী হোল্ডারনেস যাহা যাহা করিয়াছে; সমস্তই আমি জানি। ধাত্রী লিণ্ডলীর বাড়ীতে যখন আমি ছিলাম, ফারণাণ্ডাও সেই সময় সেই বাড়ীতে ছিল; সেইখানে সে একটি সন্তান প্রসব করে, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রঘাত, ভীষণ দুর্য্যোগের রজনী,—সেই রজনীতে সেই সদ্যোজাত শিশুটিকে তাহারা খুন করিয়া ফেলে।"

ইটন।—(দারুণ আতঙ্কে বিকম্পিত হইয়া) খুন!

কারো।-হাঁ, খুন!—পৈশাচিক খুন! সে কার্য্য যাহারা করিয়াছে, তাহারা মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারে মানুষে তাহা বিশ্বাস করিতে অক্ষম। সেই ভয়ঙ্করী রজনীর দুর্জ্জয় শব্দ ভেদ করিয়া সেই শিশুর রোদনধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ—

ইটন।—(চমকিয়া আসন হইতে উঠিয়া) বস!—বস্! আর বলিতে হইবে না! সেই শিশুটি আমারই,—ফারণাণ্ডার সঙ্গে আমার গুপ্তপ্রণয় ছিল, আমারই ঔরসে ফারণাণ্ডার গর্ভে সেই শিশুর জন্ম! ওহো! আমাদেরই পাপের ফল! তথাপি অবিবাহিতা কুমারীর গর্ভে জন্ম হইলেও সেই শিশুটিকে আমি সস্নেহে পালন করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতাম! কিন্তু, ওঃ! পিশাচী!—হত্যাকারিণী পিশাচী!—দোহাই পরমেশ্বর!—এখন আর আমি তাহার প্রতি তিলমাত্র দয়া দেখাইব না!—এই ভীষণ শোকাবহ ব্যাপার জানিতে না পারিলে হয় ত এমন হইতে পারিত যে, আমাকে ফাঁসী যাইতে হইলেও অথবা পাগল বলিয়া বেথলেমের পাগলা-গারদে পতিত হইলেও, দয়াবশে সেই পাপিনীর বিরুদ্ধে একটি কথাও মুখে আনিতাম না; সে স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া যাইতে পারিত। কেন না, ফারণাণ্ডাকে প্রলোভন দেখাইয়া আমিই কুপথে আনিয়াছিলাম, আমিই তাহার ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছিলাম, আমার দুর্ব্যবহার দেখিয়া, পূর্ব্ব-ভালবাসা স্মরণ করিয়া সে আমার উপর প্রতিহিংসা-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিল; সেটা স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ। এখন আর তাহা হইতে পারে না, এখন আর আমার দয়া-মমতা নাই;—তুমি যখন নিশ্চয়

করিয়া আমাকে বলিলে, পাপীয়সী শিশুহত্যা করিয়াছে, আমারই ছেলেকে প্রাণে মারিয়াছে, তখন তাহার প্রতি আমার দয়া-মায়া উড়িয়া গিয়াছে।

ক্যারো।—দেখ মিষ্টার ইটন! আমাদের মাথার উপর পরমেশ্বর আছেন, সমস্তই আমি সত্য বলিতেছি। ধাত্রীর বাড়ীতে যে ঘরে আমি থাকিতাম, সেই ঘরের পাশের ঘরে ফারণাণ্ডা থাকিত; অতএব ঐ রাত্রে সে ঘরে যে প্রকার ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইয়াছিল, শব্দ শুনিয়া সমস্তই আমি জানিতে পারিয়াছিলাম; শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণেই ঘরের গবাক্ষপথ দিয়া সেটিকে সেই অন্ধকারে বেগবতী টেম্‌স নদীর স্রোতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। তখন—

ইটন।—(তৎক্ষণাৎ চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া শোকাকুল নিরাশ-কণ্ঠে) জগদীশ! তোমার বজ্র কি সে রাত্রে ঘুমাইয়াছিল? ফারণাণ্ডা দয়াহীনা, দুষ্ক্রিয়ান্বিতা, উগ্রস্বভাবা, সেটা আমি কতক কতক জানিতাম, সে যে মানবী-রূপিণী রাক্ষসী, তাহা আমি জানিতে পারি নাই।

কারো।—মিষ্টার ইটন! যে স্ত্রীলোক আপন গর্ভজাত শিশুর প্রাণবিনাশে সম্মতি দিয়াছিল, সেই স্ত্রীলোক যে তাহার নিজের নিরাপদের জন্য, নিজের কলঙ্কিত পথের সমস্ত কণ্টক অক্লেশে দূর করিতে পারে, সে কথা কি তুমি বিশ্বাস করিতে পার না? এখন বিবেচনা কর, যে হস্তের আঘাতে উইলিয়ম ডড্‌লির প্রাণ গিয়াছে, সেই হস্তের আঘাতে ধাত্রী লিগুলী মরিয়াছে, ইহা কি সম্ভব নয়? ইহা কি নিশ্চয় নয়? দেখ, মন দিয়া শোনো। একরাত্রে দুই খুন, দুইটাই ঘোর অন্ধকারে আবৃত, কে খুন করিল, একেবারে অজ্ঞাত; —যথার্থ পাপী লুক্কায়িত, নির্দ্দোষী লোকের উপর এখন সেই পাপকার্য্যের ছায়া পড়িতেছে। নির্দ্দোষীদের মধ্যে একজন তুমি, একজন আমি।

ইটন।—(শিশুহত্যার প্রতিশোধবাসনায় মহা উত্তেজিত হইয়া) বলিয়া যাও,—বলিয়া যাও!

কারো।—পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি, ধাত্রী লিগুলীর বাড়ীতে আমি থাকিতাম, ফারণাণ্ডাও সেই সময় সেইখানে থাকিত; সে এখন লেডী হোল্ডারনেস্, তখনকার নাম সামান্যতঃ কেবল ফারণাণ্ডা;- নাম শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কে সে ফারণাণ্ডা, সে পরিচয় কিছুই জানিতাম না, সবে মাত্র গত কল্য সত্য পরিচয় অবগত হইয়াছি। ধাত্রীর সেই পাপনিবাসে তাহার সঙ্গে আমার একটু জানাশুনা হইয়াছিল, গোটাকতক অদ্ভুত কথাও তাহার মুখে শুনিয়াছিলাম।

ইটন।—কি রকম কথা ?

কারো।—ফারণাণ্ডা আমাকে বলিয়াছিল, সে একজনের উপর প্রতি-হিংসা সাধিতেছে, কাহার উপর, কি প্রকার প্রতিহিংসা, সে কথা আমাকে বলে নাই; কেবল ঘোরফের করিয়া বলিয়াছিল, যাহার উপর আক্রোশ, সে ব্যক্তি তাহার গুহ্য মতলব কিছুই জানিতে পারে নাই। বাস্তবিক আমিও তখন তাহার প্যাঁচাও কথার যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই।

ইটন।—(সাগ্রহে) তাহার পর ?

কারো—আসল কথা কি, তাহা এক দিন স্পষ্ট করিয়া আমাকে বলিবে, ফারণাণ্ডা এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিল, আভাস দিয়া রাখিয়াছিল, যে ব্যক্তি তাহাকে ভুলাইয়া তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিল, তাহার উপরেই প্রতিহিংসা। অকস্মাৎ সে বাড়ী হইতে ফারণাণ্ডা চলিয়া যায়, তাহার অঙ্গীকৃত খোলসা কথা আমাকে বলিবার অবকাশ পায় নাই। তদবধি তাহার সহিত আর আমার দেখাও হয় নাই, গতকল্য ক্যাভেণ্ডিস্ স্কোয়ারে হঠাৎ তাহাকে আমি দেখি, সে তখন একজন ভদ্রলোকের হস্তধারণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছিল।

ইটন।—কে সেই ভদ্রলোক, তাহা কি তুমি জানিতে পারিয়াছ ?

কারো।—বলিতেছি। অনেক দিনের পর তাহাকে দেখিতে পাইয়া আমি তাহার নিকটে যাই, আরক্ত চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া ঘৃণাপূর্ব্বক সে আমাকে তাড়াইয়া দেয়। পার্শ্বে একখানা সুন্দর অট্টালিকা ছিল, সেই ভদ্রলোকের সহিত ফারণাণ্ডা সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে; পাছে আমি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাই, সেই সন্দেহে তৎক্ষণাৎ সদর দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। আমার মনে কেমন একটা কৌতূহল জন্মে; নিকটস্থ একখানা দোকানে প্রবেশ করিয়া, কে তাহারা,-বাড়ীখানা কাহার, সেই তত্ত্ব জানিতে চাই। জানিতে পারি, সেই স্ত্রীলোক পূর্ব্বে কুমারী ফারণাণ্ডা ছিল, সম্প্রতি লেডী হোল্ডারনেস্ হইয়াছে; যিনি তাহার সঙ্গে ছিলেন, তিনিই লর্ড হোল্ডারনেস্।

ইটন।—(সকৌতুকে) তাহার পর ?

কারো।—শুনিয়াছি, অগ্রে ফারণাণ্ডার সহিত তোমার বিবাহসম্বন্ধ হইয়া-ছিল, সে সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া যায়; কি কারণে ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তাহার পরেই তোমার সাংঘাতিক পীড়া জন্মে, দুরারোগ্য

পীড়া, চিকিৎসার অসাধ্য, কয়েক মাস তুমি সেই সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় শয্যাগত ছিলে; দৈবযোগে তুমি আরোগ্য লাভ কর, শরীরে বলাধান হয়, বিনষ্ট লাবণ্য ফিরিয়া আইসে। কয়েক দিন পরেই এক অজ্ঞাত ব্যক্তি তোমার সর্দ্দার চাকরকে খুন করে; দোষটা তোমার উপরেই পড়ে, সেই সূত্রেই তুমি এই হাজতে আসিয়া রহিয়াছ! যাহা যাহা শুনিলাম, যাহা যাহা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, তৎসমস্ত কথাই মনে করিয়া রাখিলাম; পূর্ব্বে যেরূপ ধারণা হইয়াছিল, তাহা অন্যদিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

ইটন।—তখন তুমি কি করিলে? কিরূপ সিদ্ধান্ত তোমার মনে আসিল?

কারো।—প্রথম প্রশ্নের উত্তর একটু পরে দিব, শেষ প্রশ্নের উত্তরটা আগে বলি। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বস্মৃতির জাগরণে আমি অবধারণ করিলাম, ফোর ষ্ট্রীটের ধাত্রিনিবাসে ফারণাণ্ডা যে প্রতিহিংসার কথা আমাকে বলিয়াছিল, তুমিই সেই প্রতিহিংসার লক্ষ্য; ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে যে বিষের বীর্য্য প্রকাশ পায়,ফারণাণ্ডা তোমাকে সেই রকম বিষ খাওয়াইয়াছিল; নিজে হাতে করিয়া দেয় নাই, তোমারই নিজভৃত্য সেই হতভাগা উইলিয়ম ডড্লীর হস্ত দ্বারাই দিন দিন বিষপ্রয়োগ; বিষ কোথা হইতে লইয়াছিল? আমার অনুমানের ফল,—সেই রাক্ষসীরূপিণী ধাত্রী লিণ্ডলীর ঔষধ-ভাণ্ডার হইতে। এখন মনে কর, তোমাকে প্রাণে মারিবার চেষ্টার কথা সেই ডড্লী আর সেই ধাত্রী লিণ্ডলী, উভয়েই জানিত; তাহাদের দুই জনকে পৃথিবী হইতে সরাইতে পারিলে ফারণাণ্ডা নিরাপদে থাকিতে পারিবে, কেহই তাহার উপর কোন সন্দেহ করিতে পারিবে না, ভবিষ্যতে সে বিষয়ের কোন গোলমাল উঠিবে না, পাপিনী ফারণাণ্ডা তাহাই ভাবিয়া সেই দুই জনকে স্বহস্তে খুন করিয়াছে;—একরাত্রেই দুই খুন! অতঃপর আর কেহই তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না, সাক্ষ্য দিবার লোক রহিল না, ইহা স্থির করিয়া ফারণাণ্ডা নিশ্চিন্ত। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া ঐ পিশাচী আপন গর্ভজাত শিশুর প্রাণনাশে সম্মতি দিয়াছিল। (চঞ্চলচক্ষে শ্রোতার মুখপানে চাহিয়া) মিষ্টার ইটন! দেখিতেছি, তুমি ধৈর্য্যহারা হইতেছ; আর আমি এখন এই শোচনীয় কাহিনী বাড়াইতে ইচ্ছা করি না।

ইটন।—না—না, আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছে না, তোমার কথা শুনিয়া আমি চঞ্চল হইতেছি না; সেই পাপীয়সী ফারণাণ্ডাকে বাঁচাইবার জন্য আমি

আত্মবিনাশেও ভয় করি না,মধ্যে মধ্যে এইরূপ ভাবিয়াছিলাম, সেই পাগ্‌লা-মীর জন্যই আমার চাঞ্চল্য উপস্থিত হইতেছে।

কারো।—ওঃ! সে সব অতি তুচ্ছ কথা। কাজের কথা বলি শোনো: বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে আমি জানিতে পারিয়াছি, দুশ্চারিণী ফারণাণ্ডাই আমাদের এই উপস্থিত বিপদের মূল কারণ। ডড্‌লীর খুনের জন্য তোমার নামে, আর ধাত্রীর খুনের জন্য আমার নামে এই দুঃসহ অপবাদ; বাস্তবিক ফারণাণ্ডা নিজেই ঐ দুই খুন করিয়াছে। হাঁ, শেষের কথা বলি। আমাকে রাস্তায় ফেলিয়া লর্ড হোল্ডারনেস্ ও লেডী হোল্ডারনেস্ সেই বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল. তাহারা বড়লোক, বড়দলের গৌরবে তাহাদের ভারী গর্ব্ব, সেই গর্ব্ব চূর্ণ করিতে আমার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা। অনুসন্ধান শেষ করিয়া সেই বাড়ীতে আমি প্রবেশ করিয়াছিলাম, লর্ড-দম্পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, সেখানে আমাদের যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতে বেশ বুঝিয়াছি, আমার সমস্ত সন্দেহই সমূলক, একটাও মিথ্যা নহে। কথোপকথনের সময় লর্ড এবং লেডী হোল্ডারনেস্ উভয়েই বিশুষ্ক-বদনে শীঘ্র শীঘ্র প্রসঙ্গ শেষ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। বেশী কথা আমি বলিতে চাহি না, ফলকথা এই যে, ফারণাণ্ডা ওরফে লেডী হোল্ডারনেস্ সেই উইলিয়ম ডডলীর ও ধাত্রী লিণ্ডলীর, উভয়েরই হত্যাকারিণী। এতদিন সেই ভয়ানক কাণ্ডটা গোপনেই রহিয়া গিয়াছে, যদি হয় প্রকাশ হইবার এই অবসর।

ইটন।—হাঁ, তাহাই নিশ্চয়। ফাঁসীকাষ্ঠে নিশ্চয়ই সেই পাপীয়সীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আমার বোধ হয়, তাহার স্বামী, (কুমারী অক্টেভিয়া ও পলিনের পিতা মিষ্টার ক্লারেণ্ডন) বর্ত্তমান লর্ড হোল্ডারনেস্, এ তত্ত্বটা সুপরিজ্ঞাত; তাঁহার সহিত হত্যাকারিণীর নিঃসন্দেহ যোগাযোগ আছে।

কারো।—তাহাই যেন সত্য বোধ হয়। এখন মিষ্টার ইটন! এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, আমাদের উভয়ের মস্তক হইতে ঐ বিষম কলঙ্ক-ডালি নামাইতে এবং আমাদের নাম দুটি নিষ্কলঙ্ক করিতে আমরা উভয়েই কি একসঙ্গে মিলিত হইয়া দৃঢ়সঙ্কল্পে চেষ্টা করিতে পারিব না?

ইটন।—বেশ পারিব। তোমাতে আমাতে উভয়েই এখন সমদুর্দ্দশাপন্ন; অবশ্যই আমরা একসঙ্গে মিলিত হইয়া কাজ-কর্ম্ম করিব। তুমি সরলান্তঃকরণে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার উপকার করিবার জন্য এই কারাকূপে আসিয়াছ,

আমিও সরল অন্তরে বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক তোমার যুক্তিযুক্ত কথাগুলি শ্রবণ করিলাম ; নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রস্তাব অনুসারে একত্র মিলিত হইয়া আমাদের অভীষ্টসিদ্ধিকল্পে যথাসাধ্য যত্ন করিব। যে গুহ্যকথা এখনও কেহই জানে না, বিশ্বাস করিয়া সেই গুহ্যকথা আজ আমি তোমাকে বলিব। ফারণাণ্ডা ওরফে লেডী হোল্ডারনেস্ আমাকে যত যন্ত্রণা দিয়াছিল, সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

অনারেবল আর্থর ইটন এই স্থলে কারোলাইনকে সমস্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত শুনাইলেন ; সে সকল বৃত্তান্ত পাঠক মহাশয়েরা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। কিরূপে তিনি রোগের ঔষধের ব্যবস্থাপত্র প্রাপ্ত হন, কিরূপে রাসায়নিক ডাক্তার ব্র্যাডফোর্ড সেই প্রেস্‌ক্রিপসনের মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন, কিরূপে লিগুলীর বাড়ী হইতে ঔষধ আনা হয়, কিরূপে ফারাণাণ্ডা ও ডডলী নিশাকালে তাঁহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া পানীয়-জলে বিষ মিশাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাঁহাকে জাগরিত দেখিয়া ফারণাণ্ডা কিরূপে পলায়ন করিয়াছিল, ডডলী কিরূপে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিল, একে একে সে সকল কথাও তিনি সংক্ষেপে সংক্ষেপে বলিলেন।

সকৌতূহলে কুমারী কারোলাইন বিশেষ মনযোগ দিয়া আর্থর ইটনের প্রত্যেক বাক্য বর্ণে বর্ণে শ্রবণ করিল ; ঘটনা সম্বন্ধে লেডী হোল্ডারনেসের প্রতি তাহার নিজের যেরূপ ধারণা ইটনের কথাগুলির সঙ্গে তাহা ঠিক ঠিক মিলিল।

কারাগারের চাপরাসী এই সময় কারোলাইনকে নির্দ্দিষ্ট কারাকূপে লইয়া যাইবার জন্য প্রত্যাগত হইল, কারোলাইন তাহার সঙ্গে চলিল ; কিন্তু আরও কিছু বক্‌সীসের অঙ্গীকার পাইয়া চাপরাসী বলিয়া গেল, কল্য আবার কারোলাইনকে ঐখানে আনিয়া দিবে।

———

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

গার্হস্থ্য সমাধিস্থান।

খারবিক্‌সারের একধারে বহুপ্রাচীন বেলেঙেন গ্রাম। একটি সুদৃশ্য পাহাড়ের সানুদেশে এই গ্রামখানি সংস্থাপিত; দেখিতে অতি সুন্দর; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবাসবাটীগুলিও নয়নের তৃপ্তিকর; চারিদিকে বহুকালের প্রাচীন প্রাচীন বৃহৎ বৃহৎ তরুরাজী। গ্রামের প্রাচীন গীর্জ্জামন্দিরের শিখরদেশ নিবিড় বনলতায় সমাবৃত; সচরাচর প্রদেশীয় গ্রাম্যগীর্জ্জা যত উচ্চ হয়, এই গীর্জ্জার চূড়া তদপেক্ষা সমধিক উচ্চ। প্রাঙ্গণস্থ সমাধিস্থান বহুতর সমাধি-স্তম্ভে পরিপূরিত; এক একটা স্তম্ভের গাত্রখোদিত স্মারক অক্ষরগুলি কাল-সহকারে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সকলেই বলে রাজ্যমধ্যে যতগুলি গীর্জ্জা আছে, তন্মধ্যে এই বেলেঙনের গীর্জ্জাটি তৎসর্ব্বাপেক্ষা বহুকালের পুরাতন।

বেলেঙেনের সুপ্রসিদ্ধ পান্থশালার নাম বেলেঙেন সরাই, এক দিন অপরাহ্ণ দ্বিতীয় ঘটিকার সময় সেই সরাইখানার দরজার সম্মুখে একখানি যাত্রীশকট আসিয়া দাঁড়াইল; সেই শকটের গাত্রে কোন প্রকার বিশেষ সম্ভ্রম চিহ্ন অঙ্কিত না থাকিলেও, কাহার গাড়ী, সরাইওয়ালা ও তাহার স্ত্রী দেখিবামাত্র তাহা চিনিতে পারিল। তাহারা বাহির হইয়া আসিল; অশ্বপাল ও কিঙ্করীরা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া একস্থানে মিলিত হইল। মার্শনেস্ বেলেঙেন বহুদিনের পর অপ্রত্যাশিতরূপে হঠাৎ জমিদারীতে দর্শন দিয়াছেন, সকলে প্রফুল্লবদনে তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিল।

ভ্রমণে বহির্গত হইয়া মার্শনেস্ বেলেঙেন এই পান্থশালায় অতিথি হইতে আসিয়াছেন। শকটে ডাকগাড়ীর অশ্ব যোজিত। সঙ্গে কেবল এক জন পদাতিক আর এক জন পরিচারিকা; তাহারা উভয়েই অনেক দিবসাবধি তাঁহার কাছে চাকরী করিতেছে, উভয়েই বিশেষ বিশ্বাসভাজন।

সস্ত্রীক সরাইওয়ালা সাদরে সসম্ভ্রমে সংবর্দ্ধনা করিবার পর মার্শনেস্ শকট হইতে অবরোহণ করিলেন, তাহারা তাঁহাকে বাটীর মধ্যে লইয়া গিয়া একটি

উপযুক্ত কক্ষে উপযুক্ত আসনে উপবেশন করাইল। আবশ্যকমত জল যোগের আয়োজনের আদেশ প্রদান করিয়া, মার্শনেস্ সরাইওয়ালাকে বলিলেন, "গ্রাম্য পাদ্‌রী সাহেবকে সংবাদ পাঠাও, তিনি যেন একবার এখানে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।"

সংবাদ প্রেরিত হইল, পাদ্‌রী সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মার্শনেস্ তাঁহাকে বলিলেন, "মিষ্টার রবার্ট! আমি একবার গীর্জ্জামন্দিরে যাইতে ইচ্ছা করি; বেলেণ্ডেন-পরিবারের সমাধি-মন্দিরগুলি পরিদর্শন করিব, প্রস্তর তুলিয়া দেহগুলি দর্শন করিব, আপনি তদ্বিষয়ে আমার সাহায্যার্থ লোকজন সেইখানে উপস্থিত রাখিবেন। আপনাকেও আমার সহিত থাকিতে হইবে। কেন না, যাহা যাহা আমি দেখিব, তাহার এক জন সাক্ষী থাকা আবশ্যক।"

আদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া পাদ্‌রী সাহেব কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না, তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন, মণ্টগোমারী পরিবারের সহিত যে মোকদ্দমা হইতেছে তৎসংক্রান্ত কোনরূপ নিদর্শন প্রাপ্ত হইবার উদ্দেশেই গোরস্থান দর্শন করা মার্শনেসের ইচ্ছা। ইহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি উত্তর করিলেন, "অবশ্যই আপনার আজ্ঞা প্রতিপালিত হইবে; কিন্তু ইত্যগ্রে লর্ড মণ্টগোমারী ও লেডী হোল্ডারনেসের পক্ষের প্রতিনিধিরা লণ্ডন হইতে আসিয়া গোরস্থান দর্শন করিয়া রেজেষ্টারী পুস্তকগুলি পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন, অবশ্যই সে সংবাদ আপনি জ্ঞাত আছেন।"

মার্শনেস্ বলিলেন, "তাহা আমি জানি। আমার বিপক্ষেরা আদালতে যে এফিডেবিট দাখিল করিয়াছে, তাহাদের প্রতিনিধিগণ গোরস্থান দর্শন করিয়া গিয়া আদালতে যেরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন, নথীর কাগজপত্রে তাহা আমি দর্শন করিয়াছি। প্রতিনিধিরা আসিবার অগ্রে লর্ড মণ্টগোমারী স্বয়ং একবার এখানে আসিয়াছিলেন। কেমন, ইহা কি সত্য নহে?"

পাদ্‌রী সাহেব উত্তর করিলেন, "হাঁ, তিনি আসিয়াছিলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ ছিলেন না; অল্পসময়ের মধ্যে গ্রামের প্রাচীন প্রাচীন লোকদিগকে কি কি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব জানিয়া শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া গিয়াছিলেন। যতটুকু আমার স্মরণ হয়, তাহাতে অনুমান করিয়া বলিতে পারি, সেটা প্রায় তিন মাসের কথা।"

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেলেণ্ডেন পরিবারের বংশাবলীর বিবরণ পরিজ্ঞাত হওয়াই কি সেই অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল?"

পাদ্রী সাহেব উত্তর করিলেন, "ঠিক তাই। এখান হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে লর্ড মণ্টগোমারী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিলেন—"

মার্শনেস্ বলিলেন, "লর্ড মণ্টগোমারী আপনাকে কি কি কথা বলিয়াছিলেন, সমস্তই আমার কাছে খুলিয়া বলুন। ভালরূপে স্মরণ করিয়া বলিবেন, একটি কথাও যেন ছুট না যায়। লর্ড মণ্টগোমারী এখানে আসিয়া যাহা যাহা করিয়া গিয়াছেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাই অবগত হওয়া আমার দরকার।

পাদ্রী সাহেব বলিলেন, "আপনি সদয় হইয়া আমার বিস্তর উপকার করিয়াছেন, আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। তাহা না হইলেও, ধর্ম্মের অনুরোধে ন্যায়পক্ষে আমি আপনার উপকারে জীবন উৎসর্গ করিতাম। এখন আমার যতদূর সাধ্য, আপনার অনুকূলে সকল কার্য্যই করিতে আমি প্রস্তুত। সম্পদাধিকারে আপনার প্রতি বিপক্ষেরা যৎপরোনাস্তি অন্যায় আচরণ করিতেছে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। কেবল আমি কেন, বারবিক্সারের এ অঞ্চলের সমস্ত প্রজা তজ্জন্য নিতান্ত দুঃখিত।"

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনেকে দুঃখিত থাকিতে পারে, কিন্তু আমি বোধ করি, সকলেই দুঃখিত নয়। কেমন?"

পাদ্রী সাহেব বলিলেন, "আমি অল্পমাত্র লোক লর্ড মণ্টগোমারীর অনুকূল পক্ষে ঝুঁকিয়া আছে; কিন্তু আমার বোধ হয়, তাহারা অনেক টাকা ঘুস খাইয়াছে। তাহা না হইলে আপনি ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিতা হন, মোকদ্দমায় আপনার পরাজয় হয়, এমন ইচ্ছা কাহারও হইত না। বেলেগুেনের এবং পার্শ্ববর্ত্তী সর্ব্বস্থানে সাধারণ লোকের মুখে ইহা আমি উত্তমরূপে অবগত আছি।"

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, ঘুস খাইয়া যাহারা মণ্টগোমারীর পক্ষ হইয়াছে, তাহারা কে? তাহাদের চরিত্র কিরূপ?"

গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া গম্ভীরস্বরে মিষ্টার রবার্ট উত্তর করিলেন, "খৃষ্টধর্ম্ম-যাজনের পাদ্রী আমি, লোকের অসাক্ষাতে তাহাদের চরিত্রের নিন্দা করা আমার উচিত হয় না; কিন্তু যে সকল লোকের কথা আমি বলিয়াছি, তাহারা যে সাধুচরিত্র, তাহাদের যে মানসম্ভ্রম আছে, তাহারা যে বিশ্বাসপাত্র, জ্ঞানপূর্ব্বক তেমন কথা আমি বলিতে পারি না; বস্তুতঃ এই পান্থশালার অধিকারী ও তাহার পত্নী আমার এই উক্তিতে নিশ্চয়ই সায় দিবে। তাহারা—"

সব কথা না শুনিয়াই, একটা ক্ষুদ্র ব্যাগের ভিতর হইতে গজদন্তমণ্ডিত একখানা ক্ষুদ্র প্রস্তরফলক বাহির করিয়া, লেডী বেলেগুেন চঞ্চলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহারা—কাহারা ?"

পাদ্‌রী রবার্ট বলিলেন, "দলের একজন প্রধান লোক—ভাস্কর মিস্ত্রী চ্যাপম্যান—"

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরফলকে সেই নামটা লিখিয়া লইয়া মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "লর্ড মণ্টগোমারীর প্রতিনিধিরা সেই মিস্ত্রীটাকে বেলেগুেন-পরিবারের গোরের পাথর তুলিতে নিযুক্ত করিয়াছিল সন্দেহ নাই।"

পাদ্‌রী সাহেব বলিলেন, "হঁা, চ্যাপম্যান সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। গির্জ্জার সেক্সটন (কবরখনক) মিষ্টার নর্থ উইচও একজন ভাস্কর ; চ্যাপম্যানের নিয়োগে বিস্ময়ে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া সেই ব্যক্তি বলিয়াছিল, চ্যাপ-ম্যানের সহিত এ কার্য্যের কোন সংস্রব নাই, তাহার প্রতি ঐ ভার দেওয়া অন্যায়। যাহা হউক, প্রতিনিধিগণের উপর লর্ড মণ্টগোমারীর ঐরূপ আদেশ ছিল ; সুতরাং প্রতিনিধিগণের হুকুমানুসারে চ্যাপম্যানই গোর খুঁড়িয়া পরীক্ষার জন্য মৃতদেহ বাহির করিয়াছিল।"

মার্শনেস্ বলিলেন, "যাহারা আমার বিপক্ষদলে মিশিয়া আমার বিরুদ্ধে কথা কয়, ঘুস খাইয়া লর্ড মণ্টগোমারীর পক্ষে কাজ করে, এখন আপনি তাহাদের প্রত্যেকের নাম বলুন।"

পাদ্‌রী বলিলেন, "চ্যাপম্যানের নাম অগ্রে বলিয়াছি, তদ্ব্যতীত দুই জন অষ্টীন, তাহারা বৃদ্ধ লোক, স্ত্রী পুরুষ, এখন কোন কাজকর্ম্ম করে না, ভাল-মানুষের মত চুপ করিয়া নির্জ্জনে বাস করে, যাহারা বিশেষ খবর জানে না, তাহারা তাহাদিগকে সাধু মনে করে ; কিন্তু আমি জানি, বাস্তবিক তাহারা অতি অসৎ, অতি দুর্জ্জন। এখান হইতে দুই মাইল দূরে মালডেন ক্ষেত্রের নিকট একখানা কুটীরে তাহারা এখন থাকে। মিষ্টার অষ্টিনের একটী বিধবা ভগ্নী আছে, তাহার নাম মিসেস্ বুসম্যান, কলিংটন গ্রামের নিকটে একখানা কুটীরে সে বাস করে, সে স্ত্রীলোকটারও বয়স অনেক, অথচ আশ্চর্য্য এই যে, তত বয়সেও সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া নানাকাজে ঘুরিয়া বেড়ায় ; লোকের সহিত কলহ করে, সর্ব্বদা বেজায় বকে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, তাহার প্রকৃতিও অষ্টিনদিগের ন্যায় অতি খারাপ ; সে বুড়ীটা—"

বাধা দিয়া মার্শনেস্ বলিলেন, "বেলেগুেন হইতে কলিংটন গ্রাম প্রায়

পঞ্চাশ মাইল দূর, বেলেগুনের লোকেরা কি প্রকারে তজ্জনুরবাসিনী বিধবা বুসম্যানের স্বভাব-চরিত্র জানিতে পারিল ?”

মিষ্টার রবার্ট উত্তর করিলেন, “পূর্ব্বে এই গ্রামেই তাহার বাস ছিল, এক বৎসর কি দেড় বৎসর হইল, কলিংটনে গিয়া বাস করিতেছে। বস্তুতঃ সেই বুড়ীটা লর্ড মণ্টগোমারীর পক্ষের লোকের একান্ত অনুগত, তাহাদের কার্য্যের প্রধান সহকারিণী।”

মার্শনেস্ বলিলেন, “আচ্ছা, সেই পক্ষের আর অপরাপর লোকের নাম আপনার জানা আছে ?”

পাদ্‌রী উত্তর করিলেন, “না, আর কাহারও নাম আমার জানা নাই। চ্যাপ্‌ম্যান, অষ্টিনেরা স্ত্রীপুরুষ আর সেই বিধবা বুসম্যানই সর্ব্বপ্রধান। হাঁ, বিদায়কালে লর্ড মণ্টগোমারী যে যে কথা আমাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এখনও আপনাকে জানান হয় নাই।”

মার্শনেস্ বলিলেন, “দেখুন মিষ্টার রবার্ট, একটু ধীরে ধীরে কথা কহিবেন। কেন না, সকল কথা আমাকে লিখিয়া লইতে হইবে। আচ্ছা —বলুন।”

পাদ্‌রী সাহেব বলিলেন, “লর্ড মণ্টগোমারী আমার কার্য্যালয়ে গমন করিয়া, বিশেষ শিষ্টাচারে আমার অনেক প্রশংসা করিয়া, সুদীর্ঘ ভূমিকার পর বলিয়াছিলেন, “মার্শনেস বেলেগুনের প্রতিকূলে আমি যে মোকদ্দমা রুজু করিয়াছি, বেলেগুন-পরিবারের উপরত পূর্ব্বপুরুষগণের সম্বন্ধে আমি এখন যে সকল অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বিশেষরূপ জানিতে পারিলাম, সেই সকল বিশেষ কথা সেই মোকদ্দমায় আমার পক্ষে বিস্তর উপকারে আসিবে।” তাঁহার কথা শুনিয়া আমি ব্যগ্রতা জানাইয়া বলিয়াছিলাম, ও সকল কথা আমাকে আপনি শুনাইবেন না ; মহিমান্বিতা মার্শনেসের নিকটে আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি, তাঁহার প্রসাদেই আমি বেলেগুনের পাদ্‌রী পদ প্রাপ্ত হইয়াছি ; অতএব সাধ্যমতে তাঁহার পক্ষে সহায়তা করিতে আমি বাধ্য।”

মণ্টগোমারী বলিয়াছিলেন, “মার্শনেসের প্রতি আপনার অচলা ভক্তি, তাহা আমি জানি, তজ্জন্য আমি আপনার উপর ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক বরং সন্তুষ্ট আছি ; আপনার প্রতি সর্ব্বদাই আমি সম্মান প্রদর্শন করি। আজ আমি যথোচিত শিষ্টাচারে সেই সম্মান প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই আপনার

কাছে আসিয়াছি। যে সকল বৃত্তান্ত আজ আমি অবগত হইলাম, তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত বেলেণ্ডেন-পরিবারের সমাধিগুলি খনন করাইয়া জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অবগত হওয়া এবং মৃত্যুর রেজেষ্টারী বহিগুলি পরিদর্শন করা আমার ইচ্ছা।"

লর্ড বাহাদুরের মন্তব্য শ্রবণ করিয়া সসম্ভ্রমে আমি বলিয়াছিলাম, 'যখন ইচ্ছা, তখনই আপনি রেজেষ্টারী বহিগুলি দর্শন করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুরুষগণের হুকুম অথবা অনুমতি ব্যতিরেকে গার্হস্থ্য কবরগুলি খনন করিবার অনুমতি দিতে আমি অক্ষম।'

আমার অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া উদ্ধতভাবে ভিন্ন প্রকার স্বরে লর্ড বাহাদুর বলিয়াছিলেন, 'যাহা আপনি বলিলেন, তাহাই ঠিক, বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করাই আপনার কর্ত্তব্য। কবর খনন করাইবার জন্য চ্যান্সারি কোর্টে লর্ড চ্যান্সেলারের নিকটে আমি দরখাস্ত করিব, কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত বিশেষ ক্ষমতা দিয়া আমি আমার প্রতিনিধিগণকে এখানে পাঠাইব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য সমাধা না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রেজেষ্টারী দর্শন করা স্থগিত থাকিবে। আমার প্রতিনিধিরাই একদিনে একসঙ্গে ঐ দুই কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন; কারণ, তাহা হইলে একদল সাক্ষী থাকিলেই চলিবে, খরচাও কম হইবে। মিষ্টার রবার্ট! যখন আমার প্রতিনিধিরা এখনে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, তখন আপনি তাঁহাদিগের কার্য্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা করিতে পারিবেন না।"

আমি বলিয়াছিলাম, "আদালতের পরোয়াণা অথবা অন্যপ্রকার কোন ক্ষমতাপত্র না দেখিয়া কবর-খননে আমি অনুমতি দিব না, কিন্তু যে কোন ব্যক্তি রেজেষ্টারী বহি দেখিতে চাহিবে, কয়েকটা নিয়মে বদ্ধ করিয়া তাহাকে রেজেষ্টারী বহি দেখান যাইতে পারিবে।'

লর্ড মন্টগোমারী আরও বেশী কথা বলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, বলিতে না দিয়া আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'বেশী কথা আমি শুনিব না; তথাপি তিনি বলিয়াছিলেন, 'আসল কথা এই যে, উপস্থিত মোকদ্দমার অনেক কথা মার্শলেনের অনুকূলে দাঁড়াইতেছে বটে, কিন্তু একখানা কোবালার উপর প্রকৃত সত্য নির্ভর করিতেছে।' সেই কোবালাখানা তিনি আদালতে দাখিল করিয়াছেন। তিনি বলেন, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ১৭৪৫ অব্দে তাঁহার শ্বশুর মৃত মার্কুইস অব বেলেণ্ডেন সেই কোবালায় দস্তখত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি

বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি: বর্ত্তমান মার্শনেসের স্বামীর পিতা ১৭৪৫ অব্দের দুই বৎসর পূর্ব্বে লোকান্তরযাত্রা করিয়াছেন, যথাসময়েই তাঁহার সমাধি হইয়া গিয়াছে। যাহাদের মুখে সেই বিষয়ের প্রমাণ আমি পাইয়াছি, তাহারা অতি বৃদ্ধ ;—এক জনের বয়ঃক্রম ৬৯ বৎসর, দ্বিতীয় জনের ৭৩ বৎসর। সেই তিন জন বৃদ্ধ আর ও বিশেষ করিয়া বলিয়াছে, বর্ণনায় তাহাদের কিছুমাত্র ভুল হয় নাই ; কেন না, ১৭৪৫ অব্দের ঘটনা তাহাদের উত্তমরূপ স্মরণ আছে ; রাজ্যে সেই বৎসর মহাবিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, মার্শনেস্ বেলেগুন যে দলীলখানা আদালতে দাখিল করিয়াছেন, সেখানা অবশ্যই জাল দলীল। কারণ, সেই দলীলে ১৭৪৫ অব্দের উল্লেখ আছে। ১৭৪৫ অব্দে বর্ত্তমান মার্শনেসের স্বামীর পিতার মৃত্যু হয় নাই, তাহার দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৭৪৩ অব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। খুব জোরে জোরে তিনি এই সকল কথা বলিয়াছিলেন।"

নিজের প্রস্তর-ফলকে সব কথাগুলি লিখিয়া লইয়া মার্শনেস্ বেলেগুেন পরিশেষে বলিলেন, "তবে ত খুব ভাল। লর্ড মণ্টগোমারী দয়া করিয়া, ততটা ধৈর্য্যধারণ করিয়া, বিশ্বস্তভাবে অত বিশেষ কথা বলিয়া গিয়াছেন। আচ্ছা মিষ্টার রবার্ট, আর কিছু তিনি বলিয়াছিলেন ?"

পাদ্‌রী সাহেব উত্তর করিলেন, "সে সম্বন্ধে তিনি তখন আর কিছু বলেন নাই, কেবল এইমাত্র বলিয়াছিলেন যে, 'এত কথা আমি কেন বলিতেছি, ইহা হয় ত আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, হয় ত আমাকে বহুভাষী মনে করিতে পারেন, বাস্তবিক প্রকৃতপক্ষে এত বিশেষ কথা বলিবার কারণ এই যে, সরল অন্তরে সরলভাবে প্রকাশ্যরূপে এই মোকদ্দমা আমি চালাইতেছি ; দেশের লোকে যদি আমার কার্য্যের প্রত্যেক বিবরণ জানিতে পারে, জানুক তাহা আমি গ্রাহ্য করি না'—লর্ড বাহাদুরের সঙ্গে আমার যে সকল কথা হইয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক তাহা আমি আপনাকে বলিলাম, এখন আমি বিদায় হই ; আপনি গীর্জ্জা দর্শনে যাইবেন, সেখানে যথাযোগ্য আয়োজন করিতে হইবে।"

এই কথা বলিয়াই পাদ্‌রী রবার্ট বিদায় গ্রহণ করিলেন, পান্থশালার উপবেশনকক্ষে মার্শনেস্ বেলেগুেন একাকিনী। পাদ্‌রীর মুখে যাহা যাহা শুনিলেন, গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া মার্শনেস্ কিয়ৎক্ষণ সেই সকল বিষয় আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলেন ; অতঃপর তাঁহার সুন্দর বদনে বিজয়োল্লাসের ঈষৎ হাস্য

দেখা দিল ; স্বগতবাক্যে অস্পষ্টস্বরে তিনি বলিলেন, "অবশ্যই এ মোকদ্দমায় আমি জয়ী হইব ; ইউজিন মণ্টগোমারী ভিখারীর ন্যায় কাতর হইয়া, আমার পদতলে পড়িয়া করযোড়ে দয়া ভিক্ষা করিবে।"

এইরূপে আত্মগত মনোভাব পরিব্যক্ত করিয়া মার্শনেস্ বেলেগুেন ঘণ্টাধ্বনি করিলেন, বিশ্বাসী পদাতিক ও কিঙ্করীকে আহ্বান।

তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। পদাতিকের বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ বৎসর, কিঙ্করীর বয়ঃক্রম প্রায় ৫০ বৎসর ; উভয়েই দেখিতে সুশ্রী, দেখিলে বোধ হয় যেন ভদ্রবংশে জন্ম ; প্রকৃতি ঠাণ্ডা, উভয়েই বেশী কথা কহে না ; সকল কার্য্যে আজ্ঞাবহ হইয়া আজ্ঞা পালন করে ; তাহাদের অন্তরে কোন প্রকার ভণ্ডামী আছে, বাহ্য ব্যবহার দেখিয়া তাহা অনুমান করা যায় না। মার্শনেসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই তাহারা গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। অবলম্বিত প্রকৃতির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ,—তাহাদের তখনকার মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, এ তাহারা যেন সে তাহারা নহে।

ঠিক যেন সখীভাবে সম্ভাষণ করিয়া সকৌতূহলে কিঙ্করী জিজ্ঞাসা করিল, "কি সংবাদ প্রিয়সখী ?"

প্রশ্ন করিয়াই সেই পরিচারিকা বিনানুমতিতে, বিনা অনুরোধে, আপন ইচ্ছায় সগৌরবে একখানা সোফার উপর হেলিয়া পড়িয়া, সম্মুখদিকে পা ছড়াইয়া দিয়া বসিল। অঙ্গুলীর দ্বারা সুবাসিত, সুকুঞ্চিত দীর্ঘকেশ কেয়ারী করিতে করিতে পদাতি পুরুষ দিব্য ঘনিষ্ঠভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ, কি সংবাদ লরা ? তোমাদের মোকদ্দমা সম্বন্ধে যে সকল কথা তুমি জান, ওই পাদ্রী রবার্ট তাহার উপর কিছু বেশী কথা বলিতে পারিল কি ?"

মার্শনেস্ বেলেগুেন ঐ দুটি চাকর-চাকরাণীর সহিত বরাবর ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করিয়া থাকেন, পদাতিকের প্রশ্নে তিনি উত্তর করিলেন, "প্রিয়তম রিচার্ড ! হাঁ, পাদ্রী সাহেব অনেক কথা বলিয়াছেন, বিশেষ দরকারী কথা।—মণ্টগোমারী আর তাহার ভাড়াকরা গুণ্ডারা পূর্ব্বে এইখানে আসিয়া যেখানে যেখানে আড্ডা করিয়াছিল, আজ আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি। তুমি এখন শীঘ্র শীঘ্র অনুসন্ধানে বাহির হও ; আবশ্যকমত যাহা যাহা কাজে আসিবে, সেই সকল বিষয়ের বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকো। একটা আড্ডা এখান হইতে দুই মাইল দূরে ব্লাকুডেন ক্ষেত্রের নিকটে একখানা

কুটীর; সেই কুটীরে অষ্টিন নামে দুইজন বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ বাস করে। আর একটা আড্ডা একখানা কুটীর, কিন্তু এখান হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূর; সে স্থানটা কলিংটন গ্রামের নিকটে; একজন বিধবা স্ত্রীলোক সেই কুটীরে বাস করে; তাহার নাম মিসেস্ বুসম্যান; পূর্ব্বোক্ত অষ্টিনদিগের সহিত সেই বুসম্যানের নিকট-সম্পর্ক আছে।"

রিচার্ড জিজ্ঞাসা করিল, "মণ্টগোমারীর প্রতিনিধিগণের হুকুমে গীর্জ্জার গোরস্থানে যে লোকটা কবর খুঁড়িয়াছিল, তাহার খবর কি?"

পরিচারিকাও ঠিক প্রতিধ্বনি করিয়া সেইরূপে জিজ্ঞাসা করিল, "সে লোকটার খবর কি?"

ওষ্ঠাগ্রে হাস্য আনয়ন করিয়া প্রসন্ন-বদনে মার্শনেস্ বলিলেন, "দেখ রিচার্ড!—দেখ মারগারেট! সে পরিচয় জানিবার নিমিত্ত তোমরা অত ব্যস্ত হইও না,—সময়ে সমস্তই জানিতে পারিবে। লোকটার নাম চ্যাপম্যান, সে একজন ভাস্কর-মিস্ত্রী; এই গ্রামেই তাহার নিবাস। দেখ মারগারেট, আমি যখন গীর্জ্জায় যাইব, তখন সেই লোকটাকে তোমায় দেখাইব; তুমি যদি তাহাকে পরামর্শ দিয়া আমার পক্ষে আনিয়া দিতে পার, আমার কাছে অনেক টাকা পুরস্কার পাইবে। সে ব্যক্তি যেরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিবে, তাহা অবশ্যই বিশেষ দরকারে লাগিবে সন্দেহ নাই।"

মারগারেট বলিল, "সে জন্য কোন চিন্তা নাই; তোমার উপকারের নিমিত্ত আমি যথাশক্তি চেষ্টা করিব; কোন অংশে কিছুমাত্র ত্রুটি হইবে না।"

রিচার্ড বলিল, "মারগারেটের যে কথা, আমরাও সেই কথা; তোমার উপকারে আমিও কিছুমাত্র ত্রুটি করিব না। আচ্ছা লরা! এই গ্রামের অষ্টিন আর কলিংটনের বুসম্যানের সন্ধানে তুমি আমাকে যাইতে বলিতেছ; কখন যাইতে হইবে?"

মার্শনেস বলিলেন, "আমার ইচ্ছা আজই তুমি রওনা হও। শকট অথবা অন্য কোন যানের বন্দোবস্ত করিয়া—"

পদাতিক বলিল, "লরা! সে জন্য তোমাকে উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না;—যে প্রকার যান-বাহনে যাওয়া যাইতে পারে, আমি তাহা ঠিক করিয়া লইব; এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, কবে কোথায় আবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, সেইটি জানিতে পারিলেই আমি চলিয়া যাই।"

মার্শনেস বলিলেন, "মালডেন ক্ষেত্রে হয় আমার সহিত দেখা হইবে, না

হয়ত আমার পত্র পাইবে। মালডেন ক্ষেত্রে যখন তুমি আসিবে, তখন আমি যদি সেখানে না থাকি, তোমার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই যদি আমি চলিয়া আসি, তোমার নামে একখানা পত্র লিখিয়া রাখিয়া আসিব, তৎপাঠেই সমস্ত অবগত হইতে পারিবে। তোমার সঙ্গে যথেষ্ট টাকা আছে ত?"

রিচার্ড উত্তর করিল, "অনেক টাকা আছে। এখন তবে আমি বিদায় হইলাম; সেলাম।"

সোফা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রিচার্ড তখন মহিমান্বিতা মার্শনেসের মুখচুম্বন করিল; মার্শনেস্ ইদানীং প্রায় সর্ব্বক্ষণ সুস্নিগ্ধ কোমলভাব দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু পদাতিকের সোহাগ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার কপোলযুগল আরক্তরাগে রঞ্জিত হইল, নয়নযুগল যেন বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, পীনোন্নত পয়োধর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল; নিদ্রিত রিপু জাগরিত হইল; রিপুবশে সানুরাগে পদাতিকের কণ্ঠবেষ্টন পূর্ব্বক তিনিও তাহার কর্কশ গণ্ডস্থল চুম্বন করিলেন।

সেই সময় মারগারেট আসন হইতে উঠিয়া চঞ্চলস্বরে বলিল, "থামো, থামো, কাহার পদশব্দ শুনা যাইতেছে, কে বুঝি আসিতেছে।" এই কথা বলিয়াই ইচ্ছামত সাবধান হইয়া সে তখন পূর্ব্বের ন্যায় কপট গৃহিণীভাব পরিগ্রহ করিল, বদনে কপট গাম্ভীর্য্য দেখা দিল।

ওদিকে রিচার্ডও সেই সময় মার্শনেসের বাহুপাশ ছাড়াইয়া, দিব্য প্রশান্তবদনে সসম্ভ্রমে তাঁহার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ তফাতে সরিয়া দাঁড়াইল।

লর্ড-মহিলাও সেই অবসরে চাকরের চুম্বনালিঙ্গনজনিত বিশৃঙ্খল কেশপাশ, অঙ্গবসন ও শিরোভূষণ যথাযথ স্থানে বিন্যস্ত করিয়া দিব্য শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন; কামভাবে গাঢ়-অনুরাগে বদনের রক্তরাগ ও নয়নের প্রখর দীপ্তি একটু পূর্ব্বে প্রবল হইয়াছিল, ক্ষণমধ্যেই সে ভাবটা বিলুপ্ত হইয়া গেল সুন্দর বদন, উজ্জ্বল নয়ন, কম্পিত ওষ্ঠ, সমস্তই প্রশান্ত; কপোলের চুম্বনচিহ্ন দেখিতে দেখিতে যেন মিলাইয়া গেল। কিছু পূর্ব্বে সে কপোলে কেহ চুম্বন করিয়াছিল, এখনকার ভাব দেখিয়া কেহ সেরূপ সন্দেহ করিতে পারে, তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা রহিল না।

পাদ্‌রী রবার্ট পুনঃপ্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, দাসী চাকর উভয়েই সসম্ভ্রমে মার্শনেসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছে,

মার্শনেস্ গম্ভীরবদনে তাহাদিগকে আবশ্যকমত এক একটি আদেশ প্রদান করিতেছেন।

রিচার্ডকে সম্বোধন করিয়া মার্শনেস্ বলিলেন, "তবে তুমি এখন বিদায় হও, অবিলম্বেই যাত্রা করিও; যেমন যেমন আমি বলিয়া দিলাম, বিশেষ সাবধান হইয়া সেইরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিও।"

"সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে কদাচ আমি ত্রুটি করিব না।"—এই বলিয়া, সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া রিচার্ড তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল।

অনন্তর কিঙ্করীর মুখপানে চাহিয়া বেলেণ্ডেন বলিলেন, "দেখ মারগারেট, তুমিও এই বেলা গ্রামের মধ্যে যাও, যাহা যাহা আমি বলিয়া দিয়াছি, তদনুসারে বিশেষ বিশেষ অনুসন্ধান লও।"

"আদেশমত ঠিক ঠিক কার্য্য করিব" বলিয়া কিঙ্করী মারগারেট তথা হইতে বাহির হইল।

মার্শনেসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পাদ্‌রী রবার্ট বিজ্ঞাপন করিলেন, "আপনার অভ্যর্থনার নিমিত্ত গীর্জ্জামন্দিরে সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে।"

ধন্যবাদ দিয়া, শাল-টুপী লইয়া, পাদ্‌রী সাহেবের হস্তধারণপূর্ব্বক লেডী বেলেণ্ডেন তৎক্ষণাৎ গীর্জ্জাভিমুখে চলিলেন।

গ্রাম্যপথ দিয়া যখন তাঁহারা যান, সেই সময় গ্রাম্য স্ত্রীপুরুষেরা বাহির হইয়া সমাদরে সসম্মানে লেডীকে অভিবাদন করিতে লাগিল, লেডীও সহাস্যবদনে বিনম্রভাবে তাহাদের সকলকেই প্রত্যভিবাদন করিলেন।

পাদ্‌রীর সহিত লেডী বেলেণ্ডেন গীর্জ্জাপ্রাঙ্গণে উপস্থিত। পুরাতন ধর্ম্মমন্দিরের প্রবেশদ্বারে—সমাধিস্থানে কবরখনক ও তাহার সহকারীগণ তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, লেডী উপস্থিত হইবামাত্র তাহারা সকলেই তাঁহাকে ভক্তিভাবে নমস্কার করিল। পাদ্‌রী সাহেবের আজ্ঞানুসারে তাহারা কবর খননের উপযুক্ত যন্ত্রাদি সঙ্গে আনিয়াছিল।

পাদ্‌রী-সাহেবের বাহু অবলম্বনে লেডী-বেলেণ্ডেন সমাধিস্থানে উপস্থিত হইলেন, কবরখনক নর্থউইচ ও তাহার সহকারী তাঁহাদের অনুবর্ত্তী। স্থানটি সুন্দর ভাস্করী কারুকার্য্যখচিত প্রস্তর-প্রাচীরে বিভক্ত; মধ্যভাগে প্রাচীরগাত্রে মাননীয় বেলেণ্ডেন-বংশের পরলোকগত স্ত্রীপুরুষগণের স্মরণার্থ সংক্ষিপ্ত

বিবরণ স্তরে স্তরে খোদিত; নিম্নতলস্থ প্রকাণ্ড প্রস্তরাবলীও ঐ প্রকার বর্ণাবলীতে পরিপূর্ণ।

চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে তলদেশের একখানা প্রস্তরের উপরে মার্শনেসের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, সেই প্রস্তরের দ্বারা সমাধিগর্ভে অবতরণের সোপানাবলী সমাচ্ছাদিত; মার্শনেস্ বলিলেন, "ঐ পাথরখানাই আগে তুলিতে হইবে।"

হস্তস্থিত শাবলের দ্বারা একখানা প্রস্তরের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া নর্থউইচ বলিল, "হাঁ, এই পাথরখানা।"

মার্শনেস্ বলিলেন, "তবে ঐখানা তুলিয়া ফেল। বেশী বিলম্ব হইবে কি? তাহা যদি হয়, তবে তোমরা তুলিতে আরম্ভ কর, আমি ইত্যবসরে রেজেষ্টারী বহির কতক কতক দেখিয়া আসি।"

নর্থউইচ বলিল, "না মা, বেশী দেরী হইবে না। অল্পদিন পূর্ব্বে লর্ড মণ্টগোমারীর প্রতিনিধিরা এখানে আসিলে ঐ পাথরখানা তোলা হইয়াছিল, ভাল করিয়া ঢাকা হয় নাই, সিমেণ্টের মাটী এখনও শুষ্ক হয় নাই, অল্পশ্রমে শীঘ্রই ওখানা তোলা যাইবে। চ্যাপম্যান উহা তুলিয়াছিল, সে লোকটা ভাল করিয়া আঁটিয়া বসায় নাই, তাড়াতাড়ি অযত্নে আল্গা আল্গা ঢাকা দিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। শীঘ্রই তোলা যাইবে। এই দেখুন।"

নর্থউইচ ও তাহার সহকারী তৎক্ষণাৎ সেই পাথরখানা তুলিতে আরম্ভ করিল। লেডী ভাবিলেন, তবে রেজেষ্টারী-পরিদর্শন এখন থাকুক, অগ্রে সমাধিস্থানটি দর্শন করা যাউক। ইহা ভাবিয়াই সেইখানে তিনি উপস্থিত থাকিলেন।

প্রায় বিশ মিনিটের মধ্যে সেই প্রকাণ্ড পাথরখানা উত্তোলিত হইল; তদ্দ্বারা যে গহ্বরটা ঢাকা ছিল, তাহা দৃষ্ট হইতে লাগিল। নর্থউইচ ও তাহার অনুচর দুইটা লণ্ঠন জালিল; ভিতরের দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যাইবার অপেক্ষায় কিয়ৎক্ষণ বিলম্ব করিল, তদনন্তর উভয়ে লণ্ঠন লইয়া গহ্বর মধ্যে নামিয়া গেল, মার্শনেস্ও নামিতে লাগিলেন, সর্ব্বপশ্চাতে পাদ্রী সাহেব। গহ্বরে নামিবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত সোপান।

ভূগর্ভস্থ সমাধিস্থান সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত; প্রাচীরের কোলে কোলে অনেকগুলি শবাধার সিন্দুক (Coffins);—কফিনগুলি সারি সারি তিন শ্রেণীতে সজ্জিত; নীচের শ্রেণী মেঝের উপর সংস্থাপিত; উপরের সিন্দুকগুলি লৌহনির্ম্মিত চতুষ্পদীর উপর বসানো; সিন্দুকের উপর সিন্দুক

রাখা হয় নাই; সকলগুলিই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র; প্রত্যেক সিন্দুকের আশে-পাশে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থান ব্যবধান: সিন্দুকগুলি না সরাইয়া, না নামাইয়া, সেই ব্যবধানস্থানে দাঁড়াইয়া স্বচ্ছন্দে ডালাগুলি দর্শন করা যায়।

সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া লোকগুলি সমাধিমন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন হঠাৎ নর্থউইচের কণ্ঠ হইতে আতঙ্কসূচক অস্পষ্ট চীৎকারধ্বনি বিনির্গত হইল; সেই ব্যক্তিই পথপ্রদর্শক, সুতরাং সেই ব্যক্তি অগ্রগামী।

ভৌতিক ভয়ে আক্রান্ত হইয়া লেডী বেলেগুেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

এক হস্তে লণ্ঠনটা উচ্চে ধরিয়া, অপর হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া, একটা কফিনের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া নর্থউইচ বলিল, "ঐ দেখুন, ঐ কফিনটার কাছে কি রহিয়াছে!"

খনকের সহকারীর সর্ব্বশরীর বিকম্পিত হইল; কম্পিতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া সে ব্যক্তি বলিল, "হাঁ—হাঁ, আমিও দেখিতে পাইতেছি!"

যাহা দেখিয়া তাহারা ভয় পাইয়াছিল, নিমেষ মধ্যে সেই দিকে মার্শনেসের ও পাদরীসাহেবের দৃষ্টি সমাকৃষ্ট হইল; দেখিয়াই তাঁহারা ঘৃণাতঙ্কে অভিভূত হইয়া অস্ফুটধ্বনি করিয়া উঠিলেন। মন্দিরের দূরস্থ প্রান্তে সর্ব্বোপরিস্থ সিন্দুকশ্রেণীর একটা সিন্দুকের ডালা খোলা, একটা গলিত শবদেহ বাহির হইয়া পড়িয়াছে!

মার্শনেসের নাসারন্ধ্রে পচা মাংসের দুর্গন্ধ প্রবেশ করিল, দুর্গন্ধে বমি আসিবার উপক্রম হইল; বিকৃতবদনে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি বীভৎস দৃশ্য! ওটা কাহার মৃতদেহ!—এত যত্নে রক্ষিত হইয়াছিল, এমন দশা কে করিল?"

নর্থউইচ বলিল, "বিশ ত্রিশ বৎসর অথবা হয় ত চল্লিশ বৎসর ঐ সিন্দুকটা এখানে রহিয়াছে; তথাপি এখনও দেহের অর্দ্ধেকটাও পচে নাই; আপনি নিশ্চয়ই তাহা দেখিতে পাইতেছেন। আরকে ভিজাইয়া দেহটা তাজা রাখিবার চেষ্টা হইয়াছিল, সযত্নে সীসক-সিন্দুকে সুরক্ষিত হইয়াছিল; সেই সিন্দুকের ডালা ভাঙ্গা! দেখিতেছি—দেখিতেছি, কাহার মৃতদেহ।"—এই কথা বলিয়া সর্দ্দার কবর-খনক নর্থউইচ সেই সিন্দুকের নিকট গিয়া, লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিয়া ভালরূপে নিরীক্ষণ করিল; দেখিল, আবরণবস্ত্রের অর্দ্ধেকটা খুলিয়া গিয়াছে; কেবল যে মুখখানা দেখা যাইতেছে, তাহা নহে, কণ্ঠ, বক্ষ, ও দক্ষিণ পঞ্জর অনাবৃত। খানিকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া সেই

ব্যক্তি বলিতে লাগিল, "পূর্ব্বে যেরূপ অনুমান করিয়াছিলাম, বাস্তবিক তত দীর্ঘকাল না হউক, অন্যূন বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই দেহের সমাধি হইয়াছে; উত্তমরূপে আরকসিক্ত করা হইয়াছিল; কেন না, মুখখানি অবিকৃত রহিয়াছে, হাত দুখানিও পূর্ণাঙ্গ। ওহো! হস্তের একটা অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী-ধারণের চিহ্ন রহিয়াছে; চিহ্নটা দেখিয়া বোধ হয়, বেশী দিন পূর্ব্বে অঙ্গুরী খোলা হয় নাই, কবর দিবার সময় হস্তে অঙ্গুরী ছিল, দেখিয়া বোধ হইতেছে, চিহ্নটা নূতন; অল্পদিন পূর্ব্বে অঙ্গুরীটি কেহ খুলিয়া লইয়া থাকিবে। গলিত অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরী খুলিয়া লইবার সময় যেরূপ মাংস উঠিয়া যায়, সেইরূপ মাংস উঠিয়া গিয়াছে। অঙ্গুরীটি সম্প্রতি কেহ খুলিয়া লইয়াছে সন্দেহ নাই। যত দিন আমি এখানে কর্ম্ম করিতেছি, তত দিনের মধ্যে অনেক মৃতদেহ দেখিয়াছি, আরকে ভিজান দেহও নিতান্ত অল্প দেখি নাই, কিন্তু এই দেহটা যেমন ফুলিয়াছে, এত ফোলা আমি কখন দেখি নাই; নিশ্চয় বোধ হইতেছে, বিষপ্রয়োগে মৃত্যু!"

ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া সহকারী খনক জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার দেহ? প্রস্তর-ফলকটা বাহির করিতে পার না কি? কি কি খোদা আছে, তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না? খোদিত অক্ষরে কি মর্চ্চে ধরিয়াছে?"

নর্থউইচ বলিল, "না না, মর্চ্চে ধরে নাই, অক্ষর দেখা যাইতেছে। দেখি দেখি,—হাঁ,—১৭৭৫ সাল,—বেলেঙ্গেন-বংশের শেষ মার্কুইস,—বর্ত্তমান মার্শনেসের স্বামী।"

চঞ্চলস্বরে পাদ্‌রী সাহেব বলিলেন, "দেহটা ঢাকিয়া ফেল! আমি এখনই গীর্জ্জাঘরে ছুটিয়া গিয়া একখানা শোকবস্ত্র আনিয়া দিতেছি।"

পাদ্‌রীর বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক সভয়-মৃদু-গম্ভীরে মার্শনেস্ বলি-লেন, "আপনাকে কষ্ট করিয়া যাইতে হইবে না, আপনি বিচলিত হইবেন না।"

শঙ্কাকুল-নয়নে লেডীর মুখপানে চাহিয়া পাদ্‌রী সাহেব বলিলেন, "আপ-নার কি অসুখ হইতেছে? আপনি কাঁপিতেছেন,—বদন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে;—ঐ বীভৎস দৃশ্য দর্শন করিয়া, দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া—নর্থউইচের কথাগুলি শুনিয়া, আপনি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। আমি কি আপনাকে এখান হইতে সরাইয়া লইয়া যাইব? আসুন, আমি আপনাকে লইয়া যাইতেছি।"

মৃদুস্বরে মার্শনেস্ বলিলেন, "না না, এইখানেই আমি থাকি ;—আমি এখন বেশ আছি।"

হৃদয়মধ্যে যে ভীষণ তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছিল, অমানুষী শক্তিতে সেই তরঙ্গবেগ সংবরণ করিয়া, কবর-খনকের দিকে চাহিয়া লেডী বেলেণ্ডেন কিঞ্চিৎ উগ্রস্বরে বলিলেন, "মিষ্টার নর্থউইচ! সাবধান! ভবিষ্যতে এমন কর্ম্ম আর করিও না। খুব সাবধান হইয়া কথা কহিও। অবাধে, অসঙ্কোচে, আপন মনেই বকিয়া যাইতেছ! যাহা মুখে আসিতেছে, তাহাই বলিতেছ। ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক থাকিও; দেখ, হড়-বড় করিয়া কথা কহিবার পূর্ব্বে ভালরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিও; কি বলিতেছ, তোমার কথা শুনিয়া লোকের মনে কি ভাবের উদয় হইবে, স্থির হইয়া মনে মনে অগ্রে তাহা ভাবিয়া লইও। কোন ঘটনা অথবা কোন দৃশ্য দর্শনে হঠাৎ তোমার নিজের মনোভাব প্রকাশ করা ভাল নহে। তোমার ইচ্ছা না থাকিলেও, কথার দোষে তুমি অপরের আতঙ্ক বাড়াইবার হেতু হও; পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া কথা কহিলে তৎশ্রবণে কাহাকেও উত্তেজিত হইতে হয় না, ইহা স্মরণ রাখিও।"

মার্কুইস্-মহিলার বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়াও নর্থউইচ প্রথমে ক্ষমা চাহিল, কিন্তু কি তাহার দোষ, তাহা বুঝিতে পারিল না; শেষকালে বলিতে লাগিল, "শবের বিবর্ণ বদন ও পরিস্ফীত অঙ্গ দর্শন করিয়া আমি অনুমান করিয়াছিলাম, বিষপানে মৃত্যু, আমার অনুমানটা প্রকাশ করা ভাল হয় নাই, এ ত্রুটি আমি এখন স্বীকার করিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক কাহার মৃতদেহ, মন্তব্য-প্রকাশের পূর্ব্বে তাহা আমার জানা ছিল না।"

গম্ভীরবদনে, পরিতপ্তস্বরে মার্শনেস্ বলিলেন, "আর না,—মিষ্টার নর্থউইচ, আর ও কথায় কাজ নাই। সব আমি বুঝিয়াছি। তোমার কথা শুনিয়া যদিও আমার প্রাণে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, তথাপি আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম,—হাঁ, সরল অন্তরে ক্ষমা করিলাম। আমি জানিতে পারিয়াছি, পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া তুমি কথা—"

অসাবধানে হঠাৎ মুখ হইতে যে কথা বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কি অনর্থপাত হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া, অনুতপ্ত কণ্ঠে নর্থ উইচ বলিল, "হাঁ মা, আত্মার নামে শপথ করিয়া আমি বলিতেছি, যথার্থ ই আমি পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া সে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমরা

সকলেই জানি,আপনি পরম দয়াবতী। যাহাতে আপনার প্রাণে বেদনা লাগে তেমন কথা মুখ দিয়া বাহির হইবার অগ্রে আমি আমার জিবখানা কাটিয়া ফেলিব।"

ক্ষমাসূচক সদয়-বচনে মার্শনেস্ বলিলেন, "ভবিষ্যতে অমন কর্ম্ম তুমি আর কখন করিবে না, তোমার এখনকার কথা শুনিয়া তাহাতে আমার বিশ্বাস হইতেছে; কিন্তু এখন অবধি তুমি জানিয়া রাখো, মৃতদেহের বিকৃতি দর্শনে লোকের মনে আশঙ্কার সঞ্চার হয়।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, পাদ্‌রী সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া, সাক্ষী মানিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হয় না মিষ্টার রবার্ট?"

এই পাদ্‌রী সাহেবটি বেশ ভাল মানুষ, চিত্তও দিব্য সরল; যে সকল কথায় কোন দোষ হয়, সে সকল কথার মধ্যে তিনি থাকিতে চাহেন না; তাঁহার মুখ দেখিলে ইহাই অনুমিত হয়; এ ক্ষেত্রে প্রকৃতির চূড়ান্ত সীমার পরিচয় জানাইয়া, তাঁহার উচ্চ মহিমান্বিতা উপকারিণী মহিলার মনোরঞ্জনার্থ তাঁহার প্রশ্নে সায় দিয়া, গম্ভীর বদনে তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই হয়।"

শোক-দুঃখ-ব্যঞ্জক করুণকণ্ঠে মার্শনেস্ আবার বলিলেন, "মৃতদেহ পচিলে যেরূপ বিকট দৃশ্য দেখায়, আমার দীর্ঘকালমৃত স্বামীর বিবর্ণ ও পরিস্ফীত বদন তাহারই উপমা দেখাইতেছে। সত্যই কি সেইরূপ দেখাইতেছে না মিষ্টার রবার্ট?"

মিষ্টার রবার্ট উত্তর করিলেন, "তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই।"

মার্শনেস্ বলিলেন, "আমার পক্ষে অধিক বিষাদ ও অধিক কষ্টের হেতু এই যে, পৃথিবীতে যাঁহাকে আমি কায়মনে শ্রদ্ধাভক্তি করিতাম, বহু দিন পূর্ব্বে যিনি স্বর্গবাসী হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, বহু দিনের পর তাঁহার দেহের এই দশা দর্শন করা আমার ভাগ্যে ছিল! দেখুন মিষ্টার রবার্ট! আমি ভণ্ডামী জানি না, ছলনা-চাতুরী জানি না, যাহা যখন বলি, অকপটে সরল অন্তরেই সত্য বলিয়া থাকি;—সেই মাননীয় বৃদ্ধ মহৎ লোকটিকে আমি প্রেমভাবে ভালবাসিতাম না;—কিন্তু প্রাণপণে যত্ন করিতাম, সমাদর করিতাম, ভক্তি করিতাম, মান্য করিতাম। তিনিও আমাকে তাঁহার সাধ্যমত সুখে রাখিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ যত্নবান ছিলেন। তিনি আমাকে ধর্ম্মপত্নী বলিয়া পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে তাঁহার সম্রান্ত পদবীর অধিকারিণী করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে

প্রচুর ধনসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছিলেন ;—কিন্তু হায়! চক্রী লোকেরা কুচক্র করিয়া আমার সেই পতিদত্ত প্রচুর সম্পদ এখন আমাকে ফাঁকি দিয়া কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে! মিষ্টার রবার্ট! আবার আমি আপনার সাক্ষাতে প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতেছি। সেই সম্মানাস্পদ বৃদ্ধ স্বামীকে আমি প্রকৃত দাম্পত্য-প্রেমভাবে ভালবাসিতে পারি নাই।"

পাদ্‌রী সাহেবের সহিত মার্শনেসের কথা আরম্ভ হওয়াতে নর্থউইচ এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, মার্শনেসকে কোন কথা বলিবার অবসর পায় নাই, এই সময় অবকাশ পাইয়া, আনন্দ প্রকাশ করিয়া সে বলিতে লাগিল, "মা! আপনি এ বিষয়ে এত কথা বলিলেন, ইহা শুনিয়া আমি বড় খুসী হইলাম। সেই বিশ্বনিন্দুক চ্যাপম্যানটা বলিয়াছিল, আপনি আপনার স্বামীকে অবজ্ঞা করিতেন, অশ্রদ্ধা করিতেন, অপর একজন পুরুষকে ভালবাসিতেন। আপনি এখানে উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া—"

যদিও মার্শনেসের প্রতি অচলা ভক্তি ও বিরোধী মণ্টগোমারীর প্রতি বিরাগের বশংবদ হইয়া নর্থউইচ ঐ সকল কথা বলিতেছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াও রেভারেণ্ড মিষ্টার রবার্ট তাহার ভূমিকা শুনিয়া, অত্যন্ত ভয় পাইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, "নর্থউইচ! সে সব চুকিয়া গিয়াছে, তুমি চুপ করিয়া থাকো,—নিস্তব্ধ হও!"

যেন কিছুই নয়, এইরূপ ভাব জানাইয়া, পাদ্‌রী দিকে চাহিয়া, তাচ্ছিল্য-ব্যঞ্জকস্বরে মার্শনেস্ বলিলেন, "নিন্দুকদিগের বিষাক্ত রসনা-নির্গত বিষ আমার কোন প্রকার গ্লানি জন্মাইতে পারে না।"—এই কয়েকটী কথা বলিয়া অন্য প্রকার স্বরে তিনি আবার বলিলেন, "লোকের মুখে নর্থউইচ যাহা যাহা শুনিয়াছে, যাহা আমাকে বলিতেছিল, আমার খাতিরে আপনি তজ্জন্য উহার মনে কষ্ট দিবেন না। তবে—কথা এই যে, আমাদের কথোপ-কথনের উপযুক্ত স্থান এটা নয় ; গোরস্থানের দুঃসহ ঠাণ্ডা বাতাসে আমার অস্থি পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে, দুর্জ্জয় হাওয়ার শক্তি আমার হাড়ে হাড়ে বিদ্ধ হইতেছে। যে জন্য আজ আমি এখানে আসিয়াছি, যাহা আমি জানিতে চাহি, আসুন, সেই বস্তুটা এখন অন্বেষণ করা যাউক।" পাদ্‌রীকে এই কথা বলিয়া, কবরখনকের দিকে ফিরিয়া, তিনি বলিতে লাগিলেন, "মিষ্টার নর্থউইচ! তুমি আমার একটী উপকার কর ;—আমার স্বামীর পিতার কফিনটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া আমাকে দেখাও। সেই কফিনের

প্রস্তর-ফলকে মৃত্যুর তারিখের স্থলে ১৭৪৫ অব্দ খোদিত আছে, যদি তুমি ১৭৪৩ অব্দ খোদিত কোন ফলক দেখিতে—”

একটা কফিনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নর্থউইচ তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, “এই যে!—যে কফিনের কথা আপনি বলিতেছেন, এই সেই কফিন।” বলিতে বলিতে একবার থামিয়া, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ফলকটা নিরীক্ষণ করিয়া, নর্থউইচ পরক্ষণেই বলিল, “তারিখ আছে ১৭৪৩।”

মার্শনেস্ বলিলেন “উত্তম। তাহা হইলেই হইবে। প্যাঁচ ঘুরাইয়া পাথরখানা টানিয়া খুলিয়া লও,—যদি পার, আস্তে আস্তে সরাইয়া রাখো,—সাবধান, স্ক্রু চারিটা রাখিয়া দিও।”—পাদ্‌রী সাহেবের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, “মিষ্টার রবার্ট! ঐ প্লেটখানা আর ঐ স্ক্রুগুলি আপনি ভাল করিয়া দেখিয়া রাখুন; যেহেতু, আপনি আমার এতদনুসন্ধানের সাক্ষী, প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত স্থলে আপনাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে।”

“তাহাই করিব” বলিয়া পাদ্‌রী সাহেব সম্মতি জানাইলেন।

প্রস্তরফলকখানি খুলিয়া লইয়া স্ক্রুগুলির সহিত পাদ্‌রী সাহেবের জিম্মায় রাখা হইল, কবরখনক ও তাহার সহকারীকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিয়া মার্‌কুইস মহিলা সেই গোরস্থানে হইতে বাহির হইলেন; বাহির হইবার সময় নর্থউইচকে বলিয়া গেলেন, “কবরস্থান বন্ধ করিবার পূর্ব্বে আমার স্বামীর শবাধারটি উত্তমরূপে মেরামত করাইয়া লইও।”

পাদ্‌রী সাহেবের সহিত মার্শনেস্ বেলেণ্ডেন গীর্জ্জা-মন্দিরের আফিসঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “মিষ্টার রবার্ট! ঐ প্লেটখানি আর স্ক্রুগুলি কাগজে পুলিন্দাবন্দী করাইয়া, তাহার উপর আপনার নিজ নামে শীল-মোহর অঙ্কিত করিয়া, যোগ্যস্থানে রাখিয়া দিবেন; কেন না, উপযুক্ত সময়ে উহা আপনাকে চিনিয়া লইতে হইবে।”

পাদ্‌রী সাহেব কালবিলম্ব না করিয়া মার্শনেসের আদেশ পালন করিলেন। অতঃপর মার্শনেস্ তাঁহাকে কবরের রেজেষ্টারী বহি বাহির করিতে বলিলেন। আফিসসংলগ্ন একটা ক্ষুদ্র কামরার দ্বার খুলিয়া মিষ্টার রবার্ট একটা লৌহসিন্দুক হইতে একখানা বৃহৎ রেজেষ্টারী বহি বাহির করিয়া আনিলেন; অতি সাবধানে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রেজেষ্টারীগুলি পরীক্ষা করিতে করিতে লেডী বেলেণ্ডেন তাঁহার উদ্দিষ্ট স্থানটী দেখিতে পাইলেন; পাদ্‌রীকে বলিলেন, “এই স্থানটার উপর আপনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।”

অল্পক্ষণ পরে গীর্জ্জা হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্ব-কথিত সরাইখানায় পৌঁছিলেন, গাড়ী প্রস্তুত করিবার হুকুম দিলেন, গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলে বিশ্বাসী সহচরী মারগারেটের সহিত তাহাতে আরোহণ করিয়া তিনি তথা হইতে যাত্রা করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মালডেন ক্ষেত্র।

অপরাহ্ণ পঞ্চম ঘটিকা। গ্রীষ্মকাল অতীত হইয়াছে, মে মাসের বাসন্তী সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, নানাবিধ বাসন্তী কুসুমের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত।

একটা পাহাড়ের উপর গাড়ী উঠিল; পাহাড়ের শিখরদেশ সুন্দর সুন্দর বৃক্ষলতায় পরিশোভিত; শকট সেই শিখরদেশ হইতে পার্শ্বস্থ অপ্রশস্ত বর্ত্মে দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল; দুই মাইল দূরে একটি নিভৃত স্থানে একখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কুটীর, বেগগামী যাত্রি-শকট দেখিতে দেখিতে সেই কুটীর ছাড়াইয়া গেল।

কুটীরখানি দেখাইয়া মার্শনেস্ তাঁহার সহচরীকে বলিলেন, "ঐ সেই অষ্টিনের কুটীর, জানি না, রিচার্ড তাহাদের সহিত দেখা করিয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে।"

শকটের গবাক্ষপথে মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া মারগারেট বলিল, "বৃদ্ধ চ্যাপম্যানের সহিত দেখা করিয়া আমি যতটুকু তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছি, বোধ করি রিচার্ড এখানে তদপেক্ষা অধিক তত্ত্ব জানিয়াছে; রিচার্ড হয় ত এখনও এইখানে আছে; কিন্তু সেই গাড়ীখানা কোথায়? বেলেগুেন হোটেল হইতে যে গাড়ীখানা ভাড়া করিয়া রিচার্ড এখানে আসিয়াছিল, সে গাড়ীখানা ত নিকটে দেখিতে পাইতেছি না; কুটীরের নিকটে ত গাড়ীঘোড়া রাখিবার আস্তাবল নাই, তবে গাড়ীখানা সে কোথায় রাখিয়াছে?"

মার্শনেস্ বলিলেন, "তবেই বুঝা যাইতেছে যে, অষ্টিন-দম্পতির সহিত দেখা করিয়া রিচার্ড সরাসর ডাকগাড়ীতে কলিংটনে চলিয়া গিয়াছে। আচ্ছা মারগারেট, চ্যাপমানের সহিত দেখা করিয়া, বিশেষ জ্ঞাতব্য তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া তোমার ত মন খারাপ হয় নাই? ভয় কি?—চ্যাপম্যান ছাড়া আমাদের আরও বিস্তর সাক্ষী আছে।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষুণ্ণমনে ক্ষুণ্ণস্বরে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "নির্ব্বিবাদে নিরুপদ্রবে আমি এই জমিদারীর অধিকারিণী হইতে পারিব, এরূপ আশা আছে, কিন্তু তাহাতে আমি বেশী

খুসী হইব না ; যে হেতু, যে লোকটিকে আমি সানুরাগে, সোৎসাহে, সযত্নে, অকপটে প্রাণে প্রাণে ভালবাসি, সেই প্রেমপাত্রটি আমার হইবে না,—হইতে পারিবে না, সেই আক্ষেপটাই বড়! না,—তাহা হইবে না।—তাহাকে আমার আয়ত্তাধীনে আনিবার জন্য আর কোন চেষ্টা করা বৃথা। তাহাকে—"

শুনিতে শুনিতে কথার উপর কথা ফেলিয়া মারগারেট বলিল, "না না, সে বিষয়ে আমাদের এককালে হতাশ হইবার কোন কারণ নাই।"

লেডী বেলেঙেন কোন উত্তর করিলেন না, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্না হইলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে গ্রামের বক্রপথ অতিক্রম করিয়া গাড়ীখানা একটা সুপ্রশস্ত বড় রাস্তায় উপস্থিত হইল।

অদূরে প্রায় শতহস্ত প্রশস্ত একটি স্বচ্ছসলিলা বেগবতী নদীর উপরে একটা নূতন সেতু নির্ম্মিত হইতেছিল, গাড়ীর গবাক্ষছিদ্রে মুখ বাড়াইয়া, অঙ্গুলিনির্দ্দেশে মারগারেটকে সেই স্থানটা দেখাইয়া মার্শনেস্ সহসা বলিয়া উঠিলেন, "ঐ দেখ!"

মারগারেটের সর্ব্বশরীর শিহরিল ; কম্পিতস্বরে বলিল, "হাঁ—ঐ জায়গাই বটে! দশ বারো বৎসর হইল, আমি শেষবার এই অঞ্চলে আসিয়াছিলাম ; তখনকার অপেক্ষা এখন অনেকটা শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এই চওড়া রাস্তা—ঐ সেতু—"

সতৃষ্ণ নয়নে সহচরীর বদন নিরীক্ষণ করিয়া মার্শনেস্ বলিলেন, "ওঃ! ঐ সেতু!"—সহচরীও তাঁহার মুখের দিকে বিস্ময়সূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

গাড়ীখানা সেই সেতু পশ্চাতে রাখিয়া দ্রুতবেগে বড় রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল ; সিকি মাইল দূরে একটা ক্ষুদ্র গোলাবাড়ী ; বসন্তকালের নব-পল্লবিত বৃক্ষরাজীর ভিতর দিয়া সেই গোলাবাড়ীর শ্বেতবর্ণ প্রাচীর দৃষ্ট হইতে লাগিল। নবীন নবীন বৃক্ষপল্লবে সে সময়ে সে স্থানটার অতি চমৎকার শোভা।

সখীকে সম্বোধন করিয়া মার্শনেস্ বলিলেন, "ঐ দেখ মালডেন ক্ষেত্র। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন যখন আমি বেলেঙেন জমিদারী দেখিতে আসিতাম,—অনেক দিনের কথা,—তখন যেমন যেমন দেখিতাম, এখনও তেমনি শোভা রহিয়াছে ; গবাক্ষের মাথায় মাথায় সেই ত্রিকোণাকার কাষ্ঠাবরণ, সেই

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নয়নরঞ্জন গবাক্ষ, সেই গাড়ীবারাণ্ডা, সেই সব সুবিচিত্র লতাবল্লী ; সমস্তই সেইরূপ।”

সেই গোলাবাড়ী হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে একখণ্ড উচ্চভূমির উপর সংস্থাপিত একটি মনোহর অট্টালিকা ; সেই দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া মারগারেট বলিল, “ঐ দেখ,—ঐ সেই বেলেণ্ডেন প্রাসাদ,—বারবিকসারের প্রাদেশিক আরাম-নিকেতনের মধ্যে ঐঅট্টালিকাটিই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোরম। দেখ লরা! এই সুদৃশ্য রমণীয় প্রশস্ত ক্ষেত্র সমস্তই তোমার ; নীচাশয় মণ্টগোমারী কখনই তোমার অধিকার হইতে এই বিপুল জমিদারি কাড়িয়া লইতে পারিবে না ;—পরমেশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি নিজ প্রাসাদে না যাইয়া এই মালডেন ক্ষেত্রেই অবস্থান করিতে ইচ্ছা কর ?”

মার্শনেস্ বলিলেন, “হাঁ,—মালডেন ফার্‌মে থাকাই আমার ইচ্ছা। আমি এবার বেশী দিন বারবিকসারে থাকিতে পারিব না ; মোকদ্দমা নিষ্পত্তির দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে, শীঘ্রই আমাকে লণ্ডনে ফিরিয়া যাইতে হইবে ; এ অবস্থায় যত অল্প সময়ে যত অল্প দূর ভ্রমণ করা হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। প্রাসাদ অপেক্ষা এই স্থানটি দুই মাইল নিকটবর্ত্তী, নূতন সেতুটিও এখান হইতে অদূরে ; মনে করিয়া দেখ, এইখানেই আমাদের অনেক কাজ ; বিশেষতঃ এইখানে লর্ড রেমণ্ড মণ্টগোমারীর অন্বেষণ করিবার অবকাশ পাইতে—”

বাধা দিয়া মারগারেট বলিল, “লরা! সে তত্ত্বটা জানিবার তোমার এমন কি বিশেষ প্রয়োজন ? রেমণ্ড মণ্টগোমারীর যাহা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে যাহা তুমি শুনিয়াছ, তাহা ভুল নহে ; তবে আর তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি ?”

লেডী বলিলেন,“লর্ড রেমণ্ডের সংবাদ আমরা জানিতে পারিয়াছি, লোকে সেটা বুঝিতে না পারে, সেই জন্যই লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত মনে করিতেছি।”

মারগারেট জিজ্ঞাসা করিল, “অদ্য রাত্রে অথবা কল্য প্রাতঃকালে যাহা প্রকাশ পাইবে, তাহাতে কোন প্রকার বিপদ্ কিংবা দুর্ঘটনা বুঝাইবে, ইহাই কি তোমার মনের ভাব ?”

মার্শনেস্ বলিলেন, “ঠিক তাহাই আমার মনের ভাব। আমার

বিপক্ষপক্ষের সম্বন্ধে যাহা কিছু আমি জানিতে পারিয়াছি, এখনও যাহা কিছু আমি জানিতে পারিব, সকল লোকের কাছে তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া যথার্থই আমার অভিপ্রায় নহে; তবে যদি তাহারা আমাকে বেশী পীড়াপিড়ী করে, তখন আমি কি করিব বলিতে পারি না।"

মারগারেট বলিল, "বুঝিয়াছি তোমার মনের কথা। যাহা তুমি ঠাওরাইয়াছ, এখন তাহা আমার যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে।"

গাড়ীখানা একটা ফটকের সম্মুখে গিয়া পৌঁছিল। ফটকের ভিতরের রাস্তার উভয় পার্শ্বে সারি সারি সুপল্লবিত তরুলতা। একটা লোক আসিয়া ফটক খুলিয়া দিল;—লোকটা বিলক্ষণ বলিষ্ঠ, মুখখানা রৌদ্র-দগ্ধ; মুখে কিন্তু প্রফুল্লতা বিদ্যমান, বয়স আধাআধি। এই লোকটাই ক্ষেত্রপাল, তাহার নাম ব্রুক; মালডেন-গৃহেই বাস করে, পরিচয়ে মার্শনেস্ বেলেঙেনের প্রজা; বেলেঙেনের বহু প্রজার মধ্যে সেই ব্যক্তি একজন। চ্যান্সারি আদালতে মোকদ্দমা দায়ের হওয়া অবধি এই জমিদারী মার্শনেস্ বেলেঙেনের দখলেই রহিয়াছে, প্রজারাও তাঁহার বাধ্য। ফটক খুলিতে আসিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রপাল ব্রুক তাহার স্ত্রীকে বলিয়া আসিয়াছিল, মার্শনেসের গাড়ী আসিতেছে, মার্শনেস্ এইখানেই আসিবেন, তাঁহার পরিচর্য্যার উপযুক্ত সমস্ত আয়োজন যেন ঠিক-ঠাক থাকে। ব্রুকের স্ত্রী দেখিতে সুশ্রী, বয়স ৪৪ বৎসর।

প্রাতঃকালে একখানা পত্র আসিয়াছিল, সেই পত্রপাঠে বিবি ব্রুক জানিতে পারিয়াছিল, সন্ধ্যাকালে মার্শনেস্ ঐ বাড়ীতে আসিবেন, সম্ভবতঃ ঐখানেই নিশাযাপন করিবেন। বিবি ব্রুক সেই পত্র পাইয়া মার্শনেসের অভ্যর্থনার জন্য যথোপযুক্ত দ্রব্যাদির আয়োজনে সমস্ত দিন ব্যস্ত ছিল; তাহার একটি পুত্র ও একটি কন্যাও সেই সকল কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। পুত্রের বয়স ২২।২৩ বৎসর, কন্যার বয়স ১৮।১৯ বৎসর, কর্ত্তা গৃহিণী ও পুত্র-কন্যা সকলেই পরিশ্রমী, সকলেই শিষ্টশান্ত, সকলেরই মন সরল, হিংসাদ্বেষবর্জ্জিত; পরস্পর বিলক্ষণ সদ্ভাব, অনেক ধনী লোকের পরিবার-মধ্যে সেরূপ সদ্ভাব প্রায়ই দৃষ্ট হয় না, সংসারে সেরূপ শান্তিও বিরাজ করে না।

মার্শনেসের অভ্যর্থনার নিমিত্ত কৃষকের গৃহে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল, মার্শনেস্ যদি না খান, তাহারা মনে কষ্ট পাইবে, ইহা মনে চিন্তা

করিয়া তিনি কিছু কিছু গ্রহণ করিলেন, সেতুদর্শনে যাওয়া সে রাত্রে স্থগিত থাকিল; আহারান্তে তিনি মারগারেট ও কৃষক-পরিবারগণ পরিবৃতা হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিলেন।

গল্পের বিরামকালে একটু অবসর পাইয়া গৃহস্বামী ব্রুক বিশেষ শিষ্টাচার জানাইয়া মার্শনেসকে বলিল, "আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে আপনার পদার্পণে আমি চরিতার্থ হইলাম। অদূরস্থ নিজপ্রাসাদে গমন না করিয়া এখানে আপনি রহিলেন, ইহাতে সেখানকার দাসদাসীরা বড় উদ্বিগ্ন থাকিবে। যদিও এই বাড়ীখানি আমি ভাড়া লইয়া আছি, তথাপি এখানিও আপনার নিজের বাড়ী। লর্ড রেমণ্ড অনেক দিন পর্য্যন্ত এই বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন, কেবল যে প্রচুর টাকা খরচ করিয়াছেন, এমন নয়, আমাদের সঙ্গে বরাবর মিত্রবৎ ব্যবহার করিয়াছেন।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, একটু থামিয়া, মিষ্টার ব্রুক নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া মার্শনেসের গৌরব বাড়াইয়া, আবার বলিল, "লর্ড রেমণ্ড আমাদের সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করিলেও আমি আপনার সাক্ষাতে অকপটে বলিতেছি, মণ্টগোমারীরা পরাজিত হইবে, এমারেরা হারিয়া যাইবে, আপনি এই প্রশস্ত জমিদারীর অধীশ্বরী হইয়া দীর্ঘকাল আমাদের জননীরূপিণী ভূম্যধিকারিণী হইয়া থাকিবেন।"

বিবি ব্রুক বলিল, "তাহা হইলেই আমরা সুখে থাকিব, কিন্তু আমার মনে একটা ভয় আছে। লর্ড রেমণ্ডকে আমরা এই বাড়ীতে বাসা দিয়াছিলাম, সেজন্য ত আপনি আমাদের উপর রুষ্ট—"

শেষটুকু না শুনিয়াই হাসিয়া মার্শনেস্ বলিলেন, "যদি রুষ্ট হইতাম, তাহা হইলে কি আজ রাত্রে আমি এ বাড়ীতে আসিতাম? বিশেষতঃ লর্ড রেমণ্ড যখন এই বাড়ীতে নির্জ্জন বাস করিবার অভিপ্রায়ে তোমাদের কাছে আসিয়াছিল, তোমরা তখন আমার অনুমতি লইবার জন্য সরলভাবে আমাকে পত্র লিখিয়াছিলে।"

মিষ্টার ব্রুক বলিল, "সেই পত্রের উত্তরে আপনি লিখিয়াছিলেন, রেমণ্ড মণ্টগোমারী আপনার পিতৃব্যপুত্র, তাঁহার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন শত্রুতা নাই, সুতরাং রেমণ্ড মণ্টগোমারী এই বাড়ীতে বাসা করিয়া থাকিলে তাহাতে আপনার কোন আপত্তিই থাকিবে না।"

লেডী বেলেণ্ডেন বলিলেন, "আমার মনে হইতেছে তোমার পত্রের উত্তরে আমি আরও কিছু বেশী কথা লিখিয়াছিলাম। যদি আমার স্মৃতিভ্রংশ না

হইয়া থাকে, ঠিক ঠিক কথাগুলি যদি আমার স্মরণ থাকে, তবে বলিতে পারি, আমি লিখিয়াছিলাম, রেমণ্ড মণ্টগোমারীর উপর আমার দয়া হইতেছে, তাহার বর্ত্তমান দুঃখে আমি সমবেদনা অনুভব করিতেছি। কুমারী কারনাণ্ডা এমারকে রেমণ্ড ভালবাসিয়াছিল,—খুব ভালবাসিয়াছিল, কারনাণ্ডা কিন্তু তাহার সহিত পদে পদে চাতুরী খেলিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল; সেই সময় আবার অনরেবল আর্থর ইটনকে ভালবাসার লোভ দেখাইয়া কারনাণ্ডা তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। রেমণ্ডকেও বঞ্চনা, ইটনকেও বঞ্চনা;—ইটনকেও বিবাহ করে নাই; বিবাহের বদলে তাঁহাকে প্রাণে মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল;—সেই কারানাণ্ডা এখন লেডী হোল্ডারনেস্ হইয়াছে। দারুণ মনোকষ্টে রেমণ্ড এখন নির্জ্জন বাসের সঙ্কল্প করিয়াছে। আহা! তাহার দুঃখে আমি বড় কাতর আছি।—সে পত্রে এই সকল কথা আমি লিখিয়াছিলাম। তোমাদের বাড়ীতে রেমণ্ডের বাসা লওয়া আমার অনভিপ্রেত কার্য্য হয় নাই।"

ব্রুক বলিল, "আপনার ঔদার্য্য এই প্রকারই বটে।"

মার্শনেস্ বলিলেন, "লর্ড রেমণ্ডের স্বভাব খুব ভাল, বেশ অমায়িক, বেশ মিষ্টভাষী, গরীবের প্রতি তাহার খুব দয়া; সে এখন ঘরে আছে কি?"

প্রশ্ন শুনিয়া কৃষকদম্পতী চমকিয়া উঠিল। মার্শনেস্ ঐ প্রশ্নটি কিছু মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; লর্ড রেমণ্ড উপকর্ণন করিতে পারে ভঙ্গীক্রমে সেইরূপ ভাব দেখাইয়াছিলেন। কৃষকদম্পতি সে ভাবটাও বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহাদের বিস্ময় অসীম। বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মিষ্টার ব্রুক জিজ্ঞাসা করিলেন, "লর্ড রেমণ্ডের কি দশা হইয়াছে, তাহা কি আপনি শ্রবণ করেন নাই?"

মনে যেন কতই আশঙ্কা, উদ্বিগ্ন অন্তরে যেন কতই কৌতূহল, এইরূপ ভাব জানাইয়া, সবিস্ময়ে মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন,—কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিয়াছে কি?"

গম্ভীরবদনে ব্রুক উত্তর করিল, "তিনমাস হইল লর্ড রেমণ্ড এ স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছেন,—নিরুদ্দেশ! এত যত্ন করিয়াছিলাম, মন প্রফুল্ল রাখিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিলাম, পলায়নের সময় তিনি আমাদের একটা কথাও বলিয়া যান নাই। নিষ্ঠুর!"

কাতরতা জানাইয়া মার্শনেস্ বলিলেন, "পলায়ন করিয়াছে!—রেমণ্ড

তোমাদিগকে কোন কথা না বলিয়াই পলাইয়া গিয়াছে?—কি আশ্চর্য্য! —রেমণ্ড এইরূপ কার্য্য করিয়াছে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য কথা!"

বুঝাইবার উদ্দেশে মারগারেট বলিল, "অভাগা লর্ড রেমণ্ড যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য আর কেহ দায়ী হইবে না, ইহাই তিনি ভাবিয়াছিলেন, না হয় ত মনের ভিতর কি একটা খামখেয়ালী আসিয়া—"

ক্ষেত্রপাল বলিল,"আমরা স্ত্রীপুরুষে অনেকবার ঐরূপ অনুমান করিয়াছি, পরস্পর ঐরূপ কথাই বলাবলি করিয়াছি;—অনুমান করিবার কারণ এই যে, অনুক্ষণ আমরা তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিতাম, এক এক সময়ে তাঁহার বদনে বিকট হাস্য দেখা যাইত, এক এক সময়ে উদাসভাবে চারিদিকে চাহিয়া, নীরব হইয়া তিনি বসিয়া থাকিতেন, চিত্তের স্থিরতা ছিল না। আরও,—মাঝে মাঝে কতবার তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'যদি আমি তোমাদের বাড়ী হইতে হঠাৎ পলাই, তোমরা আশ্চর্য্য মনে করিও না; লণ্ডনের উত্তরাংশের ভিতর দিয়া দূর-দূরান্তরে ভ্রমণ করতে যেতে আমার ইচ্ছা হয়। মনে করি, জলপথে স্থলপথে বেশীদূর বেড়ালে, নানা-স্থানে নানাশোভা দর্শন কোল্লে মনটা কতক ভাল থাকবে, তা না হোলেই আমি পাগল হয়ে যাব'—লর্ড রেমণ্ড এই সব কথা আমাকে বলিয়াছিলেন, তথাপি তিনি যখন হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইলেন, তখন আমাদের দুর্ভাবনা হইয়াছিল, আমরা বড়ই কাতর হইয়াছিলাম। এখনও তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা এই ঠিকানায় তাঁহার নামে চিঠি পাঠান। আমরা—"

লেডী বেলেণ্ডেন হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কি প্রকারে কি হইয়াছে, লোকটা কোথায় গিয়াছে, তোমাদের কিরূপ অনুমান হয়?—যদি কেহ তাহাকে খুন করিয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত-দেহের কোন না কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত; হতাশে, মনের বিকারে, মনের দুঃখে যদি আত্মহত্যা করিয়া থাকে, তাহা হইলেও দেহ বাহির হইত; সে রকম কিছুই নয়। আমি মনে করি, রেমণ্ড বাঁচিয়া আছে;—পাগলের মত হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।"

ক্রক বলিল, "কেহ তাঁহাকে খুন করে নাই, তিনি আত্মহত্যাও করেন নাই, পাগলের মত হইয়া দেশে দেশে ঘুরিতেছেন, এক একবার আমাদের মনেও ঐ রকম বিশ্বাস আইসে; একটা প্রমাণ এই যে, তাঁহার যে সকল টাকা ছিল, যে সকল দরকারী কাগজপত্র ছিল, পলায়নের দিন তোরে

সেগুলি সব তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন; রাত্রিকালে তিনি বিছানায় শয়ন করিয়াছিলেন, বিছানার ভাব দেখিয়া তাহা বেশ বুঝা গিয়াছিল;—শেষ রাত্রে উঠিয়া চুপি চুপি পলায়ন করিয়াছেন। শীতকালের রাত্রি;—অতি দীর্ঘ—ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ—”

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কৃষকের একটি পুত্র বলিয়া উঠিল, “২৬ শে ফেব্রুয়ারী। দিনটা আমার বেশ স্মরণ আছে;—সেই দিন নূতন সেতুর ঊর্দ্ধভাগে বিলম্বিত প্রস্তরখানা দড়ী ছিঁড়িয়া পড়িয়া গিয়াছিল।”

বালকের স্মৃতির প্রশংসা করিয়া তাহার পিতা সঙ্কুচিত-বদনে মার্শনেস্‌কে বলিল, “সেই পাথরখানা পড়িয়া যাওয়াতে অনেক লোকে অনেক প্রকার অলক্ষণ কল্পনা করিয়াছিল, বেলেণ্ডেন-প্রাসাদের ভাণ্ডারী সেই জন্য নির্দ্দিষ্ট দিবসে সেতুস্থাপনের উৎসব বন্ধ রাখিয়াছিল।”

বিরক্ত হইয়া মার্শনেস্ বলিলেন, “আমার আদেশ অমান্য করিয়া উৎসব বন্ধ রাখা ভাণ্ডারীর পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে; তোমার একটি পুত্রকে এখনই বেলেণ্ডেন-প্রাসাদে পাঠাও, ভাণ্ডারীকে সংবাদ দিতে বল; বলিয়া পাঠাও, আমি মালডেন ফার্‌মে আছি, এইখানেই রাত্রিযাপন করা হইবে।”

কৃষকের পুত্র সেইখানেই উপস্থিত ছিল, হুকুম শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল, “ভাণ্ডারীকে এখনি কি ডেকে আন্‌বো?”

মার্শনেস্ বলিলেন, “না,—এখন দরকার নাই। আমি সকাল সকাল শয়ন করিব। ভোরে উঠিতে হইবে, প্রাতেই আমার কার্য্য আছে, এখন তাহাকে ডাকিতে হইবে না। তুমি সেখানে গিয়া কেবল এই সংবাদ দিয়া আইস, ভাণ্ডারী যেন কল্য অতি প্রত্যূষে এখানে আসিয়া আমার সহিত দেখা করে।”

কৃষকপুত্র দৌত্যকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে চলিয়া গেল। তাহার পিতা সেই অবসরে মার্শনেসের দিকে চাহিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, “আপনাকে একটি কথা বলিতে আমার ভুল হইয়াছে;—লর্ড রেমণ্ড মণ্টগোমারীর তত্ত্ব জানিবার জন্য একজন উকীলের কেরাণী গত কল্য এখানে আসিয়াছিল।”

মার্শনেস্ বলিলেন, “ওঃ! বুঝিয়াছি।—মিষ্টার রিগ্‌ডেনের ক্লার্ক।”

কৃষক বলিল, “হাঁ,—যে উকীল তাকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর ঐ নাম বটে। কেরাণীটা ডাকগাড়ীতে এসেছিল,—ভারী গোলমাল লাগিয়েছিল—”বলিতে

বলিতে হাস্য করিয়া কৃষক আরও বলিল, "আচম্‌কা হাজার হাজার কথা জিজ্ঞাসা কোরে কেরাণীটা আমার কন্যাকে প্রায় ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিয়েছিল ; শেষে যখন শুন্‌লে, আমাদের মুখে লর্ড রেমণ্ডের অন্বেষণের কোন সূত্রই পেতে পার্‌বে না, তখন তার মুখখানা ভার ভার হলো, বক্রস্বরে ব'লে উঠ্‌লো, 'ভারী জটিল,—বড়ই সন্দেহের কথা'—আমার কন্যা তখন তাকে তিরস্কার কোরে বোলেছিল, 'যাও যাও, আপনার কাজে চোলে যাও।' সেই কথা শুনে কেরাণী একটু নরম হয়েছিল, আগেকার রূঢ়কথার জন্য ক্ষমা চেয়েছিল।"

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কেরাণী কি তাহার পর সরাসর্ লণ্ডনে ফিরিয়া গিয়াছিল ?"

পিতার উত্তর করিবার অগ্রেই বালিকা মিস্ ক্রক উত্তর করিল; "না মা, তখনি চোলে যায়নি। সে বোলেছিল, এই গ্রামের মধ্যে—বেলেঙেন গ্রামের মধ্যে সব জায়গায় লর্ড রেমণ্ডের খোঁজ কোর্‌বে, সকল লোককে জিজ্ঞাসা কোর্‌বে, কিছুই বাকী রাখ্‌বে না, কিন্তু বেশী দিন এখানে থাক্‌তে পার্‌বে, সে কথাটা কিন্তু বোল্‌তে পারে নি,—বোলেছিল, ৩০শে মে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত কোন সন্ধান না পেলে—"

মার্শনেস্ বলিলেন, "সে যে রকম ছলনা করে, তাহাতেই ঠকিয়া যায়। এই জমিদারীর উপর সত্য যদি রেমণ্ডের বিধিসিদ্ধ দাবী থাকে—" বলিতে বলিতে থামিয়া তিনি ত্বরিতস্বরে বলিলেন, "আজ ত ২৯এ মে—আগামী কল্য ৩০এ—"

ক্রক বলিল, "সেই কেরাণীটা বড় বড় শক্ত শক্ত দিব্যি কোরে প্রতিজ্ঞা কোরেছে, ঐ সময়ের মধ্যে মরাই হোক্ কি জীয়ন্তই হোক্ রেমণ্ড মণ্টগোমারীকে বাহির কোর্‌বেই কোর্‌বে।"

মৃদু হাস্য করিয়া মার্শনেস্ বলিলেন, "লোকটা ভারী হুঁসিয়ার। যাহাই হউক, আমার ভাইটি বেঁচে আছে, সুখে আছে, কুশলে আছে, এ কথা শুনিলে আমিও সুখী হইব, তাহার গর্ভধারিণী জননীও আশ্বাস প্রাপ্ত হইবেন. রেমণ্ডের ভ্রাতা ইউজিন মণ্টগোমারী ভারী জোরে আমারই বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা চালাইতেছে, জননী তাহার পক্ষে সহায় ; কিন্তু আমার বিশ্বাস—রেমণ্ড তাহাদের সহায় নয়, কেবল খেলার পুতুলমাত্র।"

ক্রক বলিল, "লর্ড রেমণ্ড যত দিন এখানে ছিলেন, তত দিন আপনার

প্রতি সম্মান জানিয়ে আপনার গৌরবের কথা বোল্‌তেন, আপনার সহিত মণ্টগোমারী-বংশের গৃহবিবাদে তিনি সর্ব্বদা দুঃখ প্রকাশ কোত্তেন। আরও, তিনি বোল্‌তেন, বেলেণ্ডেনের মার্কুইসের সহিত বিবাহের অগ্রে আপনিও একটি মণ্টগোমারী ছিলেন।"

শয়ন করিতে যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিয়া লেডী বেলেণ্ডেন বলিলেন, "অভাগা লর্ড রেমণ্ড! আমি আশা করি, তোমরা সর্ব্বদা তাহার কুশলসংবাদ প্রাপ্ত হও।"

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

প্রস্তর উত্তোলন

পরদিন প্রভাতে সপ্তম ঘটিকার সময় মার্শনেস্ বেলেণ্ডেন মালডেন ক্ষেত্রের শয়নাগার হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে নদীতীরাভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে রহিল প্রিয়সখী মারগারেট, বেলেণ্ডেন-প্রাসাদের ভাণ্ডারী, তথাকার গৃহপালিকা এবং মালডেন ফারমের কৃষক ব্রুক, ব্রুকের পত্নী ও তাহার কুমারী কন্যা। মার্শনেসের পরিধান শোকসূচক কৃষ্ণবসন, সেই পোষাকে তাঁহার সৌন্দর্য্যের ছটা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। পথে যাইতে যাইতে তিনি সহাস্যবদনে সকলের সহিত প্রিয়-সম্ভাষণ করিতেছেন। ক্ষেত্র হইতে নদী অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না, যেখানে নূতন সেতু নির্ম্মিত হইতেছিল, সঙ্গিগণের সহিত লেডী বেলেণ্ডেন সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন ;—নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, প্রকাণ্ড পোস্তার উপরে বড় বড় আড়কাঠ ফেলা রহিয়াছে, যে পাথরখানা দড়ী ছিঁড়িয়া জলে পড়িয়াছিল, সেই পাথরখানা আবার তুলিবার জন্য নূতন নূতন রশারশী সংরক্ষিত হইয়া আছে। প্রধান মিস্ত্রী খুব ভোরে উঠিয়া সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। প্রাসাদের ভাণ্ডারী বৃহৎ একটা মৃণ্ময় আধারে নূতন ও পুরাতন মুদ্রা পূর্ণ করিয়া আনিয়াছে ; প্রাসাদের প্রধানা পরিচারিকা একটা মদের বোতল লইয়া আসিয়াছে, লেডী বেলেণ্ডেন উক্ত পোস্তার মাথার উপর সেই বোতলটা ভাঙ্গিয়া দিবেন।

ইত্যগ্রে যাহাদের নাম করা হইয়াছে, তাহারা ভিন্ন অপর কোন দর্শক লোক সেখানে উপস্থিত হয় নাই, সেই দিন সেই সময় পতিত প্রস্তর পুনরুত্থিত হইবে, অপর লোকেরা তাহা জানিত না ; মার্শনেস্ আপন জমিদারীতে উপনীত হইয়াছেন, সে সংবাদও অন্য লোকে প্রাপ্ত হয় নাই ; বিশেষতঃ মার্শনেস্ সেই দিন সেতুবন্ধন উপলক্ষে সেখানে কোনরূপ উৎসব করিবেন, পূর্ব্বে সে সংবাদও প্রচার ছিল না, অতএব দর্শকসংখ্যা অতি অল্প।

অনুচরবর্গের সহিত লেডী বেলেণ্ডেন নদীতীরের কয়েক হস্ত দূরে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় শকটচক্রের ঘর্ ঘর্ শব্দ শ্রুতিগোচর হইল ; অনতি-

বিলম্বেই বড় রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী গলীর ভিতর হইতে একখানা ডাকগাড়ী দ্রুতগতিতে বাহির হইয়া আসিল।

যে গলী হইতে গাড়ীখানা বাহির হইয়া আসিল, সেই গলীটার দুই দিকে দুইটা বর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে, একটা বর্ত্ম বার্ম্মিংহাম ও লণ্ডনের দিকে, আর একটা শাখাবর্ত্ম সেই রমণীয় বেলেণ্ডেন গ্রামের দিকে। যে গাড়ীখানা আসিল, সেখানি বার্ম্মিংহামের দিক্ হইতে অথবা বেলেণ্ডেন গ্রামের দিক হইতে আসিতেছে, তাহা ঠিক নিরূপিত হইল না। বেলেণ্ডেন গ্রামের মধ্যে পুরাতন গীর্জ্জা-প্রাঙ্গণে ব্রিটনের প্রভূত ক্ষমতাশালী সুপ্রসিদ্ধ বড়লোকদিগের অন্তিম কবরস্থান বিরাজিত আছে।

ডাকগাড়ী থামিল,—শকটের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে তন্মধ্য হইতে একটি অর্দ্ধবয়সী লোক বাহির হইলেন; লোকটি খর্ব্বাকার, কিছু কাহিল; কে তিনি, দেখিবামাত্র পূর্ব্বোক্ত কৃষক-পরিবারেরা তাঁহাকে চিনিল।

ক্ষেত্রপাল ক্রক তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "ঐ সেই উকীল রিগ্‌ডেনের কেরাণী।" লোকটি দ্রুতপদে নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

"না জানি, আজ প্রাতঃকালে কিরূপ ঘটনাই হইবে," স্বগতবাক্যে মৃদুস্বরে এইরূপ উক্তি করিয়া, উকীলের ক্লার্ক ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলেন, সকলের মুখপানে এক একবার চাহিলেন, মার্শনেসের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল, একটু চমকিত হইয়া তিনি মনে মনে ভাবিয়া লইলেন, ইনিই হয় ত মার্শনেস্ বেলেণ্ডেন,—ভাবিয়াই কৃতনিশ্চয় হইয়া, টুপী খুলিয়া সেলাম করিয়া, বিনম্রস্বরে তিনি বলিলেন, "ভাগ্যক্রমে আমি কি আজ মহিমান্বিতা লেডী বেলেণ্ডেনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি?"

গম্ভীরবদনে একটি অঙ্গুলি তুলিয়া নীরবে লেডী বেলেণ্ডেন এই কেরাণী-টিকে প্রত্যভিবাদন করিলেন; লোকটির আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া তাঁহার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা আসিল না। ফল কথা, রিগ্‌ডেন সাহেবের সঙ্গে যাহাদের সংস্রব, সরলভাবে তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে তিনি একান্ত অনিচ্ছুক।

মার্শনেসের বদনে বিরূপভাব-দর্শনেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া, কেরাণী বলিতে লাগিলেন, "আপনার পিতৃব্যকুমার লর্ড রেমণ্ডের অন্বেষণে আমি বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি, কুত্রাপি কোন সন্ধান পাই নাই; গতরাত্রে আমি এই বেলেণ্ডেন গ্রামে—"

সেই শান্তিময় ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইয়া মার্শনেস্ যে যে কার্য্য করিয়াছেন, কেরাণী কোন সূত্রে তাহার কোন সংবাদ পাইয়াছে কি না, তাহাই জানিবার অভিপ্রায়ে মার্শনেস্ সহসা মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমিও কল্য বৈকালে এই গ্রামে আসিয়াছি।"

সংক্ষিপ্তবাক্যে কেরাণী বলিল, "হাঁ, তাহা আমি শুনিয়াছি, এই গ্রামেই আমি নিশাযাপন করিয়াছি, লণ্ডনে ফিরিয়া যাইব মনে করিয়াই এই পথ দিয়া—"

ক্ষেত্রপাল ক্রুক বলিল, "নিশ্চয়ই আপনি পথ ভুলে এসেছেন, গ্রাম থেকে বেরিয়ে সরাসর সদর-রাস্তা ধোরে না গিয়ে ঐ গলীর ভিতর আস্‌বার কোন দরকারই—"

বাধা দিয়া কেরাণী বলিলেন, "তাহা আমি জানি, কিন্তু গত পরশ্ব আমি আসিয়াছিলাম, কোন তত্ত্ব পাই নাই; আমি আসিবার পর লর্ড রেমণ্ডের কোন সন্ধান যদি পাওয়া গিয়া থাকে, তাহা জানিবার জন্যই মালডেন ফারম্‌টা ঘুরিয়া দেখিয়া যাইবার নিমিত্ত এই দিকে আসিয়া পড়িয়াছি। সেই অভিপ্রায়েই ভোরে পাঁচটার সময় উঠিয়া বাহির হইয়াছিলাম। কারণ, আজ হইতেছে ৩০ এ মে, আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যে দায়েরী মোকদ্দমা সম্বন্ধে লর্ড রেমণ্ডের কোন একটি বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিবার কথা আছে, সেই কথা স্মরণ করিয়া যদি তিনি ঠিক পূর্ব্বক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া থাকেন, আমার মনে সেই ভাবের উদয় হইয়াছিল। আমি—"

বাধা দিয়া ক্রুক বলিল, "আমি আপনাকে সত্য বল্‌ছি, কাহারও মুখে তাঁর কোন সংবাদ আমি শুন্‌তে পাই নাই; আমি ভেবেছিলেম, আপনি প্রতিজ্ঞা পালন কোর্‌বেন;—আপনি প্রতিজ্ঞা কোরেছেন, মরাই হোক্ অথবা জীয়ন্তই হোক্, খুঁজে খুঁজে তাঁকে আপনি বাহির কোর্‌বেনই কোর্‌বেন।"

কেরাণী বলিলেন, "তোমরা সকলে এখানে রহিয়াছ, মানবতী লেডী বেলেণ্ডেন এখানে উপস্থিত আছেন, সর্ব্বসমক্ষে প্রকৃত আত্মবিশ্বাসে আমি বলিতেছি, যদি কখন লর্ড রেমণ্ড মণ্টগোমারী বাহির হন, জীবন্ত সুস্থ-শরীরে বাহির হইবেন না, নিশ্চয়ই তাঁহার মৃতদেহ বাহির হইবে।"

ক্রুকের স্ত্রীকন্যা মনোবেদনায় বিহ্বলা হইয়া সভয়-কাতরকণ্ঠে অস্ফুট চীৎকারধ্বনি করিয়া উঠিল, কেরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিতস্বরে ক্রুক

জিজ্ঞাসা করিল, "কি লক্ষণ বুঝিয়া আপনি ঐরূপ অমঙ্গল অনুমান করিতেছেন ?"

ক্লার্ক উত্তর করিলেন, "ভিতরে কোন প্রকার কুচক্রের ক্রিয়া না হইলে মানুষ কদাচ হঠাৎ এরূপে নিরুদ্দেশ হয় না। যাহা হউক, জিজ্ঞাসা করি, তোমরা সকলে এত প্রত্যূষে এখানে আসিয়া একত্র হইয়াছ কেন ? এই সেতুর নিকটে আজ কি কাণ্ড হইতেছে ?"

ক্রুক উত্তর করিল, "মহিমময়ী মার্শনেস্ আজ এই সেতুর পোস্তার উপর মুদ্রাধার সংস্থাপন করিবেন, আর রাজমিস্ত্রীরা ঐ প্রকাণ্ড পাথরখানা পুনরুত্তোলন করিবে।"

কেরাণী বলিলেন, "মার্শনেস্ যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি এই উৎসব দেখিবার নিমিত্ত কিছুক্ষণ এইখানে থাকিতে ইচ্ছা করি।"

"আমার কোন আপত্তি নাই।"—এই কথা বলিয়াই মিস্ত্রীরা যেখানে পাথরখানা তুলিবার আয়োজন করিতেছিল, মার্শনেস্ বেলেগুেন দ্রুতপদে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

ভাণ্ডারী, গৃহপালিকা, মারগারেট, ক্রুক ও তাহার স্ত্রীকন্যা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

উকীলের ক্লার্ক সম্মুখীন হইয়া প্রস্তরোত্তোলনের অনুষ্ঠান একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। জন্মাবধি চিরদিন তিনি নগরবাসী, জীবনের অধিকাংশ সময় ডেস্কের পশ্চাতে বসিয়া তিনি বিরলে অতিবাহিত করিয়াছেন; পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিলে বিহঙ্গ যেমন কৌতুকী হয়, নগর হইতে বাহির হইয়া নূতন পল্লীশোভা-সন্দর্শনে এই কেরাণীটি সেইরূপ কৌতুকী হইয়াছেন; যাহা যাহা তিনি দর্শন করিতেছেন, তাহাই তাঁহার চক্ষে কৌতুকাবহ, মনোহর ও অভিনব বোধ হইতেছে। কৌতুকপ্রিয় কৌতূহলাক্রান্ত পাঠশালার ছাত্রের ন্যায় তিনি সেই আরব্ধ ক্রিয়া দর্শন করিতেছিলেন, প্রস্তর যখন পোস্তার উপর হইতে কয়েক অঙ্গুলিমাত্র ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল, সেই সময় তিনি সতৃষ্ণনয়নে মিস্ত্রীগণকে ও গাঁথুনির উপযুক্ত পদার্থগুলিকে নির্নিমেষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ক্ষেত্রপাল ক্রুকের একটি পুত্র সেইখানে মিস্ত্রীদের সঙ্গে কার্য্য করিতেছিল, সেই পুত্রটিও একজন ভাস্কর মিস্ত্রী; প্রাসাদের ভাণ্ডারীকে লক্ষ্য করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "পাথরখানা আমরা কত উচ্চে তুলিব ?"

ভাণ্ডারী উত্তর করিল, "দুই ফুট—তদপেক্ষা আরও কিছু উচ্চ হইলেই চলিবে। কেন না, মুদ্রাধারটি অধিক উচ্চ।"

সকলেই নিস্তব্ধ—চক্রদণ্ডের ঘূর্ণনশব্দ আর রশারশীর ঘর্ষণশব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হইল না। দশ মিনিটের মধ্যে পাথরখানা দুই ফুটের কিছু অধিক উচ্চে উত্থিত হইল; ভাণ্ডারী তখন মিস্ত্রীগণকে বলিল, "বাস্, আর টানিও না।"

কি একটা দুর্গন্ধে নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া, পোস্তার নিকট হইতে কয়েক পদ পশ্চাতে সরিয়া আসিয়া, উকীলের ক্লার্ক সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ পচা গন্ধটা কিসের?"

একজন মিস্ত্রী বলিল, "তাই ত! গন্ধটা আমিও পাচ্চি।"

ভাণ্ডারী বলিল, "পোস্তার ভিতর হয় ত দুর্গন্ধময় পচাজল প্রবেশ করিয়াছে। তাহা যদি হয়, তবে ত সেতুর বনিয়াদটা ঠিক হয় নাই; ভাল করিয়া দেখ, মার্শনেস্ স্বকার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে স্থানটা উত্তমরূপে পরীক্ষা কর।"

"আচ্ছা, আমি ভাল কোরে দেখ্‌ছি।"—এই কথা বলিয়া যুবা ক্রুক দোদুল্যমান পাথরখানার নীচে হামাগুড়ি দিয়া বসিয়া পোস্তার তলভাগটার ভিতর মাথা গলাইয়া দেখিতে লাগিল।

মিস্ত্রীদলের ওভারসিয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতে পাইতেছ?"

মিস্ত্রী উত্তর করিল, "ভারী দুর্গন্ধ, পচা গন্ধটা আমি পাচ্ছি, কিন্তু স্থানটা পরিষ্কার নয়—অন্ধকার,—কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি না,—হাঁ,—কি একটা পদার্থ—এক সঙ্গে জড়ান আছে—কি ওটা—হাঁ,—এটা—এটা—হাঁ—একটা মানুষের মৃতদেহ!"

যাহারা যাহারা সেইখানে উপস্থিত ছিল, মিস্ত্রীর ঐরূপ সাতঙ্ক বিস্ময়োক্তি-শ্রবণে তাহাদের সকলেরই হৃদয় কাঁপিল, মাথা ঘুরিয়া গেল, সকলেই মহা বিস্ময়াতঙ্কে বিস্তম্ভিত।

সম্মুখদিকে লম্ফপ্রদান করিয়া, অগ্রসর হইয়া ভাণ্ডারী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "মৃতদেহ?"

উকীলের কেরাণী বলিলেন, "গন্ধটা সেই রকমেরই বটে!"

চকিতনেত্রে মারগারেটের মুখপানে চাহিয়া সবিস্ময়ে মার্শনেস্ বলিয়া উঠিলেন, "ও পরমেশ্বর!—ইহা কি সম্ভব?"

গর্জ্জন করিয়া ওভারসিয়ার বলিলেন, "রও,—রও,—হাঁ করিয়া ওখানে

দাঁড়াইয়া থাকিলে চলিবে না,—পাথরখানা আর একটু উঁচু করিয়া ধর, একজনকে একগাছা দড়ী আর একটা কাঁটা যোগাড় করিতে বল।”

পাথরবাঁধা দড়ীতে আবার টান পড়িল, পাথরখানা আবার ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল; যুবা ক্রক ইত্যবসরে একগাছা রশীর মুখে একটা হুক বাঁধিয়া পোস্তার নীচে জলে নামাইয়া দিল। দর্শক লোকেরা দারুণ সংশয়ে, গলা বাড়াইয়া, হাঁ করিয়া, অনিমেষনেত্রে সেই দিকে তাকাইয়া রহিল; যখন তাহারা দেখিল, যুবা ক্রক জলের ভিতর হইতে একটা ভারী পদার্থ টানিয়া তুলিতেছে, তখন আবার তাহাদের কণ্ঠ হইতে আতঙ্কসূচক অস্ফুটধ্বনি বিনির্গত হইল।

যথার্থই মৃতদেহ! কাঁটা-দড়ী-শুদ্ধ সেই দেহটা পোস্তার মুখের কাছে টানিয়া তোলা হইল। ক্ষেত্রপাল ক্রকের পুত্র তখন করুণকণ্ঠে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, “হা পরমেশ্বর! এ যে দেখি, লর্ড রেমণ্ডের মৃতদেহ!” তৎকালে উপস্থিত দর্শক জনগণের মহাতঙ্ক ও মহাবিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না।

সহচরী মারগারেটের সহিত সঙ্কেতে মুখ-চাহাচাহি করিয়া, মিস্ত্রীর কথা সত্য কি না, স্বচক্ষে দেহ দেখিয়া তাহা নির্ণয় করিবার জন্য মার্শনেস্ বেলেণ্ডেন অতি দ্রুত সেই দিকে ধাবিত হইলেন।

বিবি ক্রক ও কুমারী ক্রক তৎকালে নিদারুণ আতঙ্কে এতদুর অভিভূতা হইয়া পড়িয়াছিল যে, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সে স্থান হইতে সরাইয়া লইয়া যাইতে হইল।

উকীলের ক্লার্ক তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “এই দেখ, আমি যে বলিয়াছিলাম, জীয়ন্ত অথবা মরা রেমণ্ডকে না দেখিয়া এ স্থান আমি পরিত্যাগ করিব না, সেই কথাই এখন ঠিক হইল।”

পোস্তার নীচে হইতে দেহটা টানিয়া তীরভুমির উপর স্থাপন করা হইল। অঙ্গের অনেক স্থান পচিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই দেহই যে লর্ড রেমণ্ডের, তাহা চিনিয়া লইবার কোন ব্যাঘাত হইল না।

দেহ চিনিবার জন্য আর কোন সাক্ষ্য-সাবুদ প্রয়োজন হইল না। অবশেষে তাঁহার পকেট অন্বেষণ করা হইল। মণিব্যাগে টাকাগুলি পরিপূর্ণ, পায়জামার পকেটে ঘড়ীটিও ঠিক আছে, অঙ্গুলীতে একটি বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরী, তাহাও ঠিক আছে, কিন্তু তাঁহার দলীলপত্র ও চিঠিপত্র?—নিশ্চয়ই সেগুলি

তাঁহার পকেট-বহির মধ্যে ছিল, তাহাও পাওয়া গেল ; কিন্তু জলে ভিজিয়া কাগজগুলা এত পচিয়া গিয়াছিল যে, একটিও অক্ষর পড়া গেল না, স্পর্শ করিবামাত্র গলিয়া গলিয়া গেল।

ঐ সকল প্রমাণ পাইয়া সকলেই স্থির করিলেন, যদি কেহ তাঁহাকে খুন করিয়া থাকে, ধনলোভে খুন করে নাই, দলীলপত্রের জন্যও খুন করে নাই।

এখন তর্ক উঠিল,—হত্যা কি আত্মহত্যা ?—যদি হত্যা হয়, হত্যাকারী কে ?

অপ্রত্যাশিতরূপে এই বীভৎস দৃশ্য দর্শন করিয়াও মিষ্টার রিগ্‌ডেনের হেডক্লার্ক রসিকতা-বিচ্যুত হন নাই ; তর্ক শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, "খুন ভিন্ন আর কিছুই সাব্যস্ত হয় না। ঐ দেখ না,—মুখখানা হাঁ হইয়া রহিয়াছে, উভয় দন্তপংক্তির ভিতর দিয়া নিশ্চয়ই কেহ মুখের ভিতর কোন পদার্থ প্রবেশ করাইয়াছিল ; অনুমানে আইসে, খানিকটা স্পঞ্জ ছেঁড়া—"

প্রতিধ্বনি করিয়া ওভারসিয়ার বলিলেন, "তাহাই ঠিক।—অভাগা যুবাপুরুষটিকে কোন্ ব্যক্তি দুরভিসন্ধিবশে খুন করিয়াছে।"

ক্ষেত্রপালের পুত্র ভাস্কর মিস্ত্রী যুবা ব্রুক বলিয়া উঠিল, "লর্ড রেমণ্ড যে দিন হঠাৎ অদৃশ্য হন, ঠিক সেই দিনেই নব-সেতুর এই পাথরখানা দড়ী ছিঁড়িয়া পড়িয়া গিয়াছিল।"

ওভারসিয়ার বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ ছোক্‌রা,—সেই সময় যাহারা এইখানে উপস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়াছিল, সে যখন ঐ পাহাড়ের নিকট দিয়া কাজ করিতে আইসে, তখন ঐ গলীর ভিতর হইতে ডাকগাড়ীর ন্যায় দ্রুতগতিতে একখানা গাড়ী ছুটিয়া আসিয়াছিল। আমরা কিন্তু সে সময় সে কথাটার উপর বিশেষ মনোযোগ—"

চঞ্চলস্বরে মার্শবেস্ বলিলেন, "তখন আপনারা মনোযোগ দেন নাই, কিন্তু এখন সেই সকল কথা ঠিক ঠিক মিলিতেছে, গুরুতর প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতেছে। আমার নিজের বিশ্বাসে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এতৎপ্রদেশের কেহই সেই ভীষণ পাপকার্য্য করে নাই, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের কোন ব্যক্তিকেও এ বিষয়ে সন্দেহ করা যাইতে পারে না,—না,—তাহারা কেহই নহে ;—সেই শোকাবহ ঘটনার দিন ঐ গলীর ভিতর হইতে যে গাড়ীখানা ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল, তাহাই এই ব্যাপার-প্রমাণের প্রধান সূত্র,—এই নিগূঢ় রহস্যভেদের আসল চাবী। পরমেশ্বরের বিচারে কিছুই

গোপন থাকিবে না;—শীঘ্রই হউক অথবা কিছু বিলম্বেই হউক, আসল অপরাধী অবশ্যই ধরা পড়িবে।"

উকীলের কেরাণীর মনে একটা সংশয় আসিয়াছিল; যদিও সে সংশয়টা অপক্ক—অনিশ্চিত, তথাপি সেই সংশয়ের উপর জোর রাখিয়াই সেই বিষয়ী লোকটি বলিলেন, "পূর্ব্বাপর প্রমাণগুলি যদি দস্তুরমত আলোচনা করা হয়, তাহা হইলে প্রকৃত কিনারা হইবেই হইবে। যে সকল নির্দ্দোষ সজ্জন লোক এখানে উপস্থিত আছে, তাহাদের উপর কোনরূপ সন্দেহ আসিতেই পারে না। আপনি যাহা বলিয়াছেন, আমার বিশ্বাসেও তাহাই আসিতেছে;—সেই গাড়ীখানাই একটা মাতব্বর প্রমাণ।"

পূর্ব্বের তাচ্ছিল্যভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎসাহবর্দ্ধক কোমলকণ্ঠে মার্শনেস্ বলিলেন, "তুমি যে আমার বিশ্বাসের অনুকূলে প্রতিধ্বনি করিয়া সায় দিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার উপর পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আইনজ্ঞ লোক, এই বিজটিল গুরুতর ব্যাপারে তোমার বহুদর্শিতা নিশ্চয়ই বহু সাহায্য করিবে; তুমি যে সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে আপন অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছ, তাহাতে এখানকার উপস্থিত লোকেরা অবশ্যই তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিবে। এই ভয়ঙ্কর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানে যাহাদের কোন প্রকার স্বার্থ অথবা অভিসন্ধি নাই, অকারণে তাহাদের উপর সন্দেহ করা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা,—নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য।"

ভাণ্ডারী বলিল, "অবশ্যই এ বিষয়ে করোনারের তদন্ত হইবে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকৃত পক্ষে আইনানুসারে দস্তুরমত অনুসন্ধান হইবে, তৎপূর্ব্বে কোন প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করা স্থগিত রাখাই উচিত।"

মার্শনেস্ বলিলেন, "ঠিক কথা। মৃতদেহটি আমার প্রাসাদে লইয়া যাও, করোনারের কাছে সংবাদ পাঠাও। শীঘ্রই আমাকে লণ্ডনে যাইতে হইতেছে, এখানে আমি বিলম্ব করিতে পারিব না; তদন্তের সময় আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন যদি হয়, আমার ভাণ্ডারী আমাকে পত্র লিখিবে, আবশ্যক হইলে অবশ্যই আমি আবার এইখানে আসিব।"

উকীলের কেরাণীও বলিলেন, "আমাকেও অবিলম্বে লণ্ডনে যাইতে হইবে।" এই বলিয়া সসম্ভ্রমে মার্শনেস্‌কে অভিবাদন করিয়া তিনি দ্রুতগতি ডাকগাড়ীতে গিয়া আরোহণ করিলেন, গাড়ী গড় গড় শব্দে চলিয়া গেল।

একখানা চাদর ঢাকা দিয়া লর্ড রেমণ্ড মণ্টগোমারীর মৃতদেহটি মালডেন

ফারম্ হইতে বেলেগুেন প্রাসাদে নীত হইল। এই শোকাবহ দুর্ঘটনা হওয়াতে নবসেতুর উৎসব-ক্রিয়া বন্ধ হইয়া রহিল; পূর্ব্বদিন যে বাড়ীতে নিশাযাপন করিয়াছিলেন, মার্শনেস্ সেই বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

বাড়ীতে পৌছিয়া বিষাদ-যন্ত্রণায় বিষণ্ণবদনে মার্শনেসের নিকটবর্ত্তী হইয়া ক্ষেত্রপাল ক্রুক নিবেদন করিতেছিল, "বোধ করি, আপনি নিশ্চিতরূপে—"

কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই নিশ্চয়তা-জ্ঞাপক প্রশান্তস্বরে মার্শনেস্ বলিলেন, "হাঁ, তোমরা নির্দ্দোষ, এ অপরাধ তোমরা কর নাই, ইহা আমি বেশ বুঝিয়াছি।"—এইটুকু বলিয়া অধিকতর ধ্রুববিশ্বাসে তিনি পুনরায় বলিলেন, "হাঁ, ইহা নিশ্চয়, তোমরা ভদ্রলোক,—আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি,—ধর্ম্মপ্রমাণে বুঝিয়াছি,—তোমরা নির্দ্দোষ। ভয় পাইও না, তোমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণকেও কাতর হইতে বারণ করিও। আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব।"

এক জানুর উপর ভর দিয়া বসিয়া, বৃদ্ধ ক্রুক মার্শনেসের করপল্লব ধারণ পূর্ব্বক সমাদরে করচুম্বন করিয়া ভক্তিভরে বলিল, "জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।" -অনন্তর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ কৃষক পার্শ্বগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক স্ত্রীপুত্রগণকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল; মার্শনেসের মুখে যে প্রকার আশ্বাসবাক্য শুনিয়া আসিল, একে একে তাহা শুনাইয়া তাহাদের উদ্বিগ্ন চিত্তকে সম্ভবমত শান্ত করিল।

শয়নকক্ষে নির্জ্জনে বসিয়া মার্শনেস্ বেলেগুেন আপন সহচরীকে বলিলেন, "মারগারেট! লিখিবার সরঞ্জাম দাও, রিচার্ডকে পত্র লিখিব। নিঃসন্দেহই সে আজ দিনমানের মধ্যে এখানে আসিয়া পৌছিবে; অবশ্যই ডাকগাড়ীতে আসিবে; কেন না, পূর্ব্বেই তাহাকে আমি বলিয়া রাখিয়াছি, লণ্ডনে কল্য আমাদের বিশেষ বিশেষ কাজ।"

চিন্তিত অন্তরে চিন্তাকুলস্বরে মারগারেট জিজ্ঞাসা করিল, "এখানকার এই গরীব লোকগুলির কি হবে লরা?"

প্রত্যেক বাক্যের উপর জোর দিয়া দিয়া লেডী উত্তর করিলেন, "কেহই ইহাদের কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারিবে না। যদি কেহ কোন প্রকার সন্দেহ করে, যদি ইহারা কোন প্রকার সঙ্কটে পড়ে, তাহা হইলে মালডেন সেতুর শোচনীয় ব্যাপার প্রকাশ করিয়া দেওয়া যাইবে। সমস্ত সত্যকথা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইবে, তাহার পর যাহা ঘটিবার, তাহা—"

উত্তর শুনিয়া সানন্দে মারগারেট বলিল, "লরা, তোমার সঙ্কল্প শুনে আমি

বড় খুসী হোলেম। এখন চিঠি লেখো।—যোগাযোগ সব ঠিক হইয়াছে, ওদিকে আমাদের গাড়ীও প্রস্তুত।"

চিঠি লেখা হইল। ক্রুকের হস্তে সেই চিঠিখানি দিয়া মার্শনেস্ বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, 'রিচার্ড এখানে উপস্থিত হইবামাত্র যেন এই চিঠি তাহার হস্তে দেওয়া হয়।' অতঃপর সেই কৃষক-পরিবারকে পুনর্ব্বার অভয়-দান করিয়া, মারগারেটকে সমভিব্যাহারে লইয়া, ত্বরান্বিতা হইয়া লেডী বেলেণ্ডেন যাত্রিশকটে আরোহণ করিলেন।

লণ্ডন-রহস্য

বা

(বড়দলের গুপ্তলীলা)

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—**—

পুরাতন বন্ধু-সাক্ষাৎ।

যে দিন মালডেন ক্ষেত্রের সেই শোচনীয় ঘটনা, সেই দিন বেলা দ্বি-প্রহরের সময় লণ্ডন সহরে একটা নূতন ঘটনা হইয়াছিল। মিষ্টার টিম্ মিগেলস্ অশ্বারোহণে এজওয়ার রোডের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ এক রমণীমূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হয়। রমণী শোকবস্ত্র পরিহিতা, বদনে স্থূল কৃষ্ণবসনের অবগুণ্ঠন। মুখ দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু গঠন ও গতিভঙ্গী দেখিয়া মিগেলস্ তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। সেই রমণীর সহিত একটিবার সাক্ষাৎ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, অনেক দিবসাবধি হৃদয়ে তিনি সেই ইচ্ছা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন।

দ্রুতগতিতে অশ্বধাবন করিয়া, রমণীর নিকটে গিয়া, মিষ্টার মিগেলস্ মৃদু-স্বরে ডাকিলেন, "কুমারী কষ্টার!"

মুখ ফিরাইয়া, মুখের একটু অবগুণ্ঠন সরাইয়া চাহিয়া দেখিয়াই কুমারী বিস্ময়ানন্দে অস্ফুটধ্বনি করিল, ছুটিয়া নিকটে গিয়া অশ্বারোহীর হস্তধারণ পূর্ব্বক সমাদরে বার বার মর্দ্দন করিল;—পূর্ব্বের কৃতজ্ঞতা স্মরণ করিয়া সানন্দে সুমধুরস্বরে বলিল, "ধন্য পরমেশ্বর! আঃ! আপনি ভাল আছেন, খালাস পাইয়াছেন, পরম সুখের বিষয়।"

পিতৃমাতৃহীনা কুমারীর প্রতি মিগেলসের যথেষ্ট স্নেহ, সস্নেহে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমারী ফষ্টার! তুমি ত সুখে আছ?"

কুমারী উত্তর করিল, "হাঁ, আপাততঃ আমি সুখে আছি। একটি দয়াময়ী ধনবতী মহিলা দয়া করিয়া আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহার আশ্রয়েই আমি বাস করি; অতি নিকটেই সেই আশ্রম; আপনার তুল্য অকপট নিঃস্বার্থ মিত্রকে যদি আমি তাঁহার প্রাসাদে লইয়া যাই, তাহা হইলে তিনি আমাকে তিরস্কার করিবেন না; আমি ইচ্ছা করি, কিয়ৎক্ষণের জন্য আপনি সেই রমণীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করেন।"

মিগেলস্ বলিলেন, "পরমানন্দে আমি তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। অধিকন্তু, কি সূত্রে কি প্রকারে তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কি সূত্রে কি প্রকারে তুমি এখন সুখী হইয়াছ, তোমার মুখে তাহা শুনিবার জন্য আমার একান্ত বাসনা।"

উভয়ে বেলেগুেন আশ্রমের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ফটকের সম্মুখে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া রোজ ফষ্টার বলিল, "এই বাড়ীতেই আমি থাকি।"—দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়া দ্বারপাল আসিয়া ফটক খুলিয়া দিল, মিগেলসের অশ্বটি যোগ্যস্থানে রাখিবার জন্য কুমারী রোজ সেই দ্বারপালকে অনুরোধ করিল।

মিগেলস্ তখন অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন, অশ্বের বল্গা সেই দরোয়ানের সম্মুখে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার সঙ্গে অন্য চাকর কেহই ছিল না, অন্য একটা গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়া বালক ওয়াম্প সে দিন অন্য স্থানে গিয়াছিল; প্রভাতে তিনি একাকী অশ্বারোহণে বহির্গত হইয়াছিলেন। পথপ্রদর্শিকা হইয়া, কুমারী রোজ ফষ্টার সেই উদ্যান পার করিয়া মিগেলস্‌কে একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানায় লইয়া বসাইল; তাঁহার যথাযোগ্য জলযোগের আদেশ দিয়া কুমারী একবার নিজকক্ষে চলিয়া গেল, সেখানে শাল-টুপী রাখিয়া, সহাস্য-বদনে পুনরায় তখনি তখনি বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিল;— হাস্যের কারণ, পূর্ব্ব উপকারের কৃতজ্ঞতাসূচক আনন্দের নিদর্শন। স্নেহময়ী ভগ্নী যেমন পূর্ণ ভক্তি বিশ্বাসে প্রিয় সহোদরের নিকটে আসিয়া উপবেশন করে, সুন্দরী যুবতী কুমারী ঠিক সেই ভাবে—ঠিক সেইরূপ বিশ্বাসে পার্শ্বে আসিয়া বসিল দেখিয়া মিগেলস্ বিবেচনা করিলেন, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বন্ধুত্ব বিজ্ঞাপক আত্মীয়তা ভিন্ন সেরূপ আত্মীয়তার অন্য কারণ আর কিছুই নয়।

নিকটে বসিয়া প্রফুল্লবদনে কুমারী বলিল, "মিষ্টার মিগেলস্। কত গাঢ়তর ভক্তিভাবে আপনার সেই মহদ্গুণ-শ্রবণে আপনার কাছে উপকার-ঋণে আমি আবদ্ধ, এক্ষণে তাহা আপনি অনুভব করুন। কি এক ভয়ঙ্কর মিথ্যা অভিযোগে এক সময়ে আমাকে নিতান্ত অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, নিঃসন্দেহ তাহা আপনি শুনিয়া অথবা খবরের কাগজে পাঠ করিয়া—"

শুনিতে শুনিতেই মিগেলস্ বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ,—লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া অনেক খবরের কাগজে সে সকল সংবাদ আমি পাঠ করিয়াছি; কিন্তু লেডী বেলেগুেনের সহিত তোমার কি আলাপ হইয়াছে?—কেন না, জানি জানি, এই প্রাসাদটি তাঁহারই—"

কুমারী উত্তর করিল, "ফৌজদারী আদালতে যে দিন আমি সেই মহা-বিপদে পতিত হইয়াছিলাম, সেই দিনেই লেডী বেলেগুেন আমার প্রতি সদয় হইয়াছিলেন, সেই দিনেই তাঁহাকে আমি পরমোপকারিণী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। বিচারপতি যখন আমাকে নির্দ্দোষী স্থির করিয়া সেই ভয়ঙ্কর অভিযোগ হইতে মুক্তিদান করেন, সেই সময় একটি লোক আমাকে এই বাড়ীতে আনিয়া লেডী বেলেগুেনের নিকটে পরিচিত করিয়া দেন, লেডী আমাকে সেই দিনেই পরম স্নেহসমাদরে এই আশ্রমে আশ্রয়দান করিয়াছেন; তদবধিই আমি এই আশ্রমে নিরাপদে পরম সুখে রহিয়াছি।—না না, সম্পূর্ণ সুখে নাই;—আপনার নিজের আর সেই নিরীহ দরিদ্র শ্রমজীবী মেলমথের সম্বন্ধে নানা প্রতিকূল কথা শুনিয়া আমার চিত্ত অত্যন্ত অস্থির হইয়াছিল। আপনার দ্বারা ও মেলমথের দ্বারা অসময়ে আমার যত উপকার হইয়াছিল, এই বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়া সেই দিনেই আমি তৎসমস্ত বিবরণ আমার আশ্রয়দায়িনী লেডী বেলেগুেনকে বলি, আপনাদের উভয়ের অনুসন্ধান লইবার জন্য সবিনয়ে তাঁহাকে আমি অনুরোধ করি;—আরও—এই বাড়ীতে আমি আশ্রয় পাইয়াছি, সেই সংবাদটিও আপনাকে জানাইতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছিলাম।"

মিগেলস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আমাদের অনুসন্ধানের জন্য তুমি সে রকম ব্যস্ত হইয়াছিলে?"

কুমারী বলিল, "সেই—যে রাত্রে বিবি ব্রেসের বাড়ীতে দুরাচার প্রিন্স অব ওয়েল্সের আক্রমণ হইতে আপনারা আমাকে রক্ষা করেন, পুলিসের কন্‌ষ্টেবল সেইখানে আপনাদিগকে নির্দ্দয়রূপে দণ্ডাঘাত করে, সেই রাত্রের

পর অবধি আপনাদের আর কোনও সংবাদ আমি পাই নাই, সেই জন্যই আমার অতিশয় উদ্বেগ হইয়াছিল। হাঁ,—আমার অনুরোধে মার্শনেস্ বেলে-গুেন তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্য রিচার্ডকে আপনাদের অনুসন্ধানে প্রেরণ করেন, রিচার্ড ফিরিয়া আসিয়া যেরূপ ভয়ঙ্কর সংবাদ দিয়াছিল, তৎশ্রবণে আমার সেই উদ্বিগ্ন চিত্তে বিষাদ ও আতঙ্কের সীমা ছিল না। জার্ম্মিন ষ্ট্রীটে গিয়া রিচার্ড শুনিয়া আসিয়াছিল, রাজার বিরুদ্ধে গ্লানিজনক মন্তব্য ব্যক্ত করা অপরাধে আপনাকে আমেরিকায় নির্ব্বাসনের হুকুম হইয়াছে, যে দিন আপনি আমেরিকায় প্রেরিত হইবার জন্য জাহাজে আরোহণ করেন, আপনার বাড়ীওয়ালী সেই সংবাদটাও রিচার্ডকে বলিয়া দিয়াছিল। ওয়েষ্ট-মিনিষ্টারে গিয়া রিচার্ড জানিয়া আসিয়াছিল, গবর্ণমেণ্টের আদেশে সরকারী লোকেরা মেল্‌মথকেও একদিন এইরূপে জাহাজে তুলিয়া দিয়াছিল; রিচার্ড যখন মেল্‌মথের বাসায় অনুসন্ধান লইতে যায়, তাহার চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে মেল্‌মথের নিঃসহায় পরিবারেরাও বাসা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। মেল্‌-মথের স্ত্রী ও পুত্রকন্যারা কোথায় গিয়াছে, রিচার্ড তাহা জানিতে পারে নাই, পাশের বাড়ীর অন্য একজন বাড়ীওয়ালীর মুখে শুনিয়াছিল, ঐ বাড়ীওয়ালী সেই দুঃখিনী স্ত্রীলোককে বেজায় গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। হায় হায়! সেই গরীব স্ত্রীলোকের সংবাদ জানিতে না পারিয়া আমার প্রাণে যে কত বেদনা লাগিয়াছিল,মুখে তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। ওঃ! তখন আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আপনি আর সেই সদাশয় মেল্‌মথ একদিনে, এক সময়ে, একপ্রকার অপরাধে নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে রাত্রে আপনারা আমাকে ব্রেসের বাড়ীর বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন, তাহার পর-দিনেই ঐ ভয়ানক কাণ্ড! বেশ বুঝিয়াছিলাম, দুরাচার প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের বিশ্বাসঘাতকতাই ঐ কুচক্রের মূল! হায় হায়! আমার জন্যই গরীব মেল্‌মথের সর্ব্বনাশ! সেই সময় আমি আপনার অনুকূলে বিস্তর মিনতি করিয়া, প্রিন্সকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম,—পরিচয় দিয়াছিলাম, 'আপনারই অপরাধে মর্ম্মাহত হইয়া যে লোকটি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, আমি তাঁহা-রাই কন্যা।' কোথায় আমি আছি, সে পত্রে কিন্তু সে ঠিকানা লিখিয়া দিই নাই। মিষ্টার মিগেল্‌স্! আপনি অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন, ঠিকানা না লিখিবার কারণটা কি?—ঠিকানা লিখিলেই সেই নির্ম্মম দুরন্ত লম্পট আবার আমার উপর দৌরাত্ম্য করিতে আসিত, সেই জন্যই সতর্ক হইয়াছিলাম।

প্রিন্সের নামের পত্রের কোন উত্তর পাই নাই, পত্র পাইয়া তিনি কি করিয়াছিলেন, তাহাও জানিতে পারি নাই। প্রায় সর্ব্বদাই আমি জার্ম্মিন ষ্ট্রীটে লোক পাঠাইয়া আপনার সংবাদ জানিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম, ওয়েষ্টমিনিষ্টারে লোক পাঠাইয়া সেই দুঃখিনী স্ত্রীলোকের তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। প্রায় এক পক্ষ হইল, জার্ম্মিন ষ্ট্রীটে আমার লোক গিয়াছিল, ভাগ্যক্রমে দৈবযোগে আজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে আগামী কল্য আবার আমি সেইখানে লোক পাঠাইতাম, এইরূপ ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম।"

মিগেলস্ বলিলেন, "এক পক্ষের মধ্যেই আমি লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছি; বাড়ীওয়ালী আমাকে বলিয়াছিল, আমার অনুপস্থিতিকালে অনেকবার সেই বাড়ীতে আমার তত্ত্ব জানিতে লোক গিয়াছিল, কিন্তু লেডী বেলেণ্ডেনের বাড়ীর কোন চাকর আমাকে খুঁজিতে গিয়াছিল, সে কথা সে আমাকে বলে নাই।"

কুমারী বলিল, "মাঝে মাঝে লোকের দ্বারা আপনার নামে আমি এক একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইতাম, বাহককে বলিয়া দিতাম, যাঁহার নামে পত্র, তিনি যদি লণ্ডনে আসিয়া থাকেন, সেই বাসাতেই যদি অবস্থান করেন, পত্র যদি তাঁহার হস্তগত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে পত্র রাখিয়া আসিও, নতুবা ফেরত আনিও।—মিষ্টার মিগেলস্! কি কারণে আমার সেইরূপ সতর্কতা, তাহাও হয় ত আপনি বুঝিতে পারিতেছেন। আমার নাম-ঠিকানা লেখা কোন পত্র যদি সে বাড়ীতে পড়িয়া থাকে, প্রিন্সের অনুগত কোন লোক যদি তাহা দেখিতে পায়, লইয়া গিয়া যদি প্রিন্সের হাতে দেয়, তাহা হইলেই বিপদ্ ঘটিবে, ইহাই আমি ভাবিয়াছিলাম। রিচার্ডের মুখে আমি শুনিয়াছি, ইতিমধ্যে আপনার বাসায় এক রকম ডাকাতী হইয়াছে, আপনার কাগজপত্রাদি লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।"

মিগেলস্ বলিলেন, "হাঁ, তুমি বেশ বুদ্ধির কাজ করিয়াছিলে। প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভয়ানক কৃতঘ্ন; গবর্ণমেণ্টও বিষম অত্যাচারী। যেখানে যেখানে রাজতন্ত্রপ্রথা, সেই সেই স্থলেই রাজপুত্রেরা দস্যুবৎ ব্যবহার করে, গবর্ণমেণ্টেরও বিষম দৌরাত্ম্য হয়। বিচার হইল না,—একটা মিথ্যা অভিযোগে নির্ব্বাসনের দণ্ডাজ্ঞা হইল, হুকুম প্রচার হইবার পূর্ব্বেই গুপ্ত মন্ত্রিসভার চক্রে আমি উলউইচে প্রেরিত হইয়াছিলাম; ডায়েনা

জাহাজ সেই সময় উত্তর আমেরিকায় যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল, আমাকে আর মেল্‌মথকে সেই জাহাজে তুলিয়া দিয়া, উলউইচ বন্দর হইতে আমেরিকায় চালান করা হইয়াছিল। পথে যাইতে যাইতে অন্ধকার রাত্রে মেল্‌মথ জাহাজ হইতে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে;—মরিবার জন্য কিংবা পলাইয়া বাঁচিবার জন্য ঝাঁপ দিয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। ডায়েনা জাহাজ মার্কিণ উপকূলের নিকটবর্ত্তী হইলে আর একখানা জাহাজ আমাদিগকে তুলিয়া লইবার জন্য সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হয়; সেই জাহাজে আমার ক্ষমাপত্রবাহক একটি ভদ্রলোক ছিল। আমার এক জন প্রতিপত্তিশালী বন্ধুর মধ্যবর্ত্তিতায় সেই ক্ষমাপত্র বাহির হইয়াছিল। আমি এক্ষণে ইংলণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; ইংলণ্ডের যে রাজপরিবার পরের উপর দৌরাত্ম্য করিতে ভাল জানে, সেই রাজপরিবারকে তদনুরূপ শিক্ষা দেওয়াই এখন আমার সঙ্কল্প।”

দরিদ্র মেল্‌মথের স্ত্রী-পুত্রেরা হয় ত বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া অনাহারে নিরাশ্রয়ে কোথায় পড়িয়া আছে, মনে মনে এই উদ্বেগ আনয়ন করিয়া কুমারী জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি মেল্‌মথের নিরাশ্রয় পরিবারগণের কোন তত্ত্ব জানিতে পারেন নাই?”

মিগেলস্ বলিলেন, “না,—অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আমি তাহাদের কোন সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই।”—প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়া, অভ্যাসমত সুস্নিগ্ধনয়নে সুন্দরী কুমারীর সুন্দর মুখপানে চাহিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, “কুমারী রোজ! আমার জন্য তুমি কতই ভাবিয়াছ, দয়াবশে আমার সংবাদ লইবার জন্য তুমি কতই ব্যস্ত হইয়াছিলে, তজ্জন্য অন্তরের সহিত আমি তোমাকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। আমিও তোমার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলাম। আটলাণ্টিক মহাসাগরের বক্ষে তরণীতে বসিয়া সর্ব্বদাই আমি ভাবিতাম, তুমি কোথায় আছ, কেমন আছ, তোমার দশা কি হইতেছে, দুরন্ত প্রিন্স তোমাকে হয় ত কতই উৎপীড়ন করিতেছে, তুমি হয় ত তাহার পাপকবলে পতিত হইয়া কতই কষ্ট পাইতেছ। আমি বিশেষরূপে জানি, প্রিন্স অব ওয়েলস্ নরাকার দানব, দয়ামায়া-পরিশূন্য, হৃদয়শূন্য, মমতাশূন্য, বিবেকশূন্য, অব্যবস্থিতচিত্ত; অমানুষ ব্যবহারে তাহার নিয়তই অভ্যাস। তোমার ভাবনা ভাবিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল,—ঈশ্বর সাক্ষী,—

সত্য বলিতেছি রোজ,—তোমার জন্য আমি সত্য সত্যই ভয়ে কম্পিত হইয়াছিলাম। তোমাকে—"

যেরূপ উত্তর দান করিলে মিগেলস্ বুঝিতে পারিবেন, নির্ব্বিঘ্নে তাহার সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা হইয়াছে, প্রলোভন, পরাক্রম ও দৌরাত্ম্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিষ্কলঙ্কে নিরাপদে ধর্ম্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে, সেইরূপে উত্তর দেওয়া স্থির করিয়া, মৃদুস্বরে কুমারী বলিল, "কৃপাচ্ছায়া দান করিয়া পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

মিগেলস্ বলিলেন, "হাঁ,—কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এজওয়ার রোডে যখন তুমি মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়াছিলে, মুখ দেখিয়া তখনি আমি বুঝিয়াছিলাম, কৃপাচ্ছায়া দান করিয়া পরমেশ্বর তোমার ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছেন। এই স্মরণীয় বৎসরের প্রথমে সাক্ষাৎকালে তোমার ঐ সুন্দরবদনে যেরূপ পবিত্রতা, সরলতা ও লজ্জাশীলতা আমি সন্দর্শন করিয়াছিলাম, এখনও ঐ প্রফুল্ল-বদনে ঠিক ঠিক সেইরূপ পবিত্র ধর্ম্মভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।"

যেরূপ বিনম্রভাবে মৃদুকণ্ঠে মিগেলস্ প্রথমে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, এখনকার ভাবে ও কণ্ঠস্বরে তাহার বৈলক্ষণ্য দেখিয়া, কতকাংশে যেন কামভাবের উত্তেজক লক্ষণ অনুভব করিয়া কুমারী সহসা বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল; -অর্দ্ধ-আতঙ্কে, অর্দ্ধ-সংশয়ে, একদৃষ্টে তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া রহিল।

সেই দৃষ্টিপাতের ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া গদগদস্বরে মিগেলস্ বলিলেন, "রোজ! আমার কথাগুলির মর্ম্ম কি তুমি বুঝিলে না? ভাষায় শব্দ খুঁজিয়া পাইলে এ সময় তোমাকে আমি কি কি কথা বলিতাম, তাহা কি তুমি বুঝিতেছ না?" মনের কথা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত বাক্যের অভাবে জড়ীভূত হওয়া জীবনকালের মধ্যে মিগেলসের এই প্রথম। অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি বলিলেন, "রোজ! তুমি আমাকে বন্ধু বলিয়া পরিগ্রহ করিয়াছ; কেমন, ইহাই কি সত্য নহে?"

কৃতজ্ঞতা স্মরণ করিয়া কুমারী বলিল, "নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। আপনি আমার পরম বন্ধু,—পরম উপকারী বন্ধু,—সহোদর তুল্য বন্ধু বলিলেও বলিতে—"

কুমারীর পদতলে যেন জানু পাতিয়া বসিয়া স্নেহময়ী কুমারীর সহোদরা-স্নেহ-লাভের বাসনা হইল, সেইরূপ ভাব জানাইয়া মিগেলস্ বলিলেন, "আচ্ছা, তবে তাহাই হউক,—আমি যেন তোমার সহোদর হইলাম।"—এই

কথা বলিয়া একাগ্রত্বরিতস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা রোজ, বল দেখি,—বল, যাহাতে সহোদর অপেক্ষা বেশী ভালবাসা যায়, তেমন লোক কি তুমি কখনও দেখিয়াছ?"

কুমারীর শুভ্রবদন রক্তবর্ণ হইল; কিন্তু ক্রোধ প্রকাশ পাইল না;—সহসা লজ্জায় অপ্রতিভ হওয়াতেই তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়াছিল। কুমারী বুঝিতে পারিল, মিগেলস্ তাহাকে ভালবাসিয়াছেন, কিন্তু সে অনুরাগের কথা তিনি তাহার সাক্ষাতে ফুটিতে পারিতেছেন না। মিগেলস্ ইত্যগ্রে তাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই প্রশ্নটা স্মরণ করিয়া কুমারীর কিঞ্চিৎ ক্রোধ ও উদ্বেগ জন্মিয়াছিল; কিন্তু আর একবার ভাবিয়া দেখিল, যে লোক তাহার উপকারের নিমিত্ত সবিশেষ মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, যে লোক তাহার নিমিত্ত বহুবিধ কষ্ট সহ্য করিয়াছে, সে লোকের প্রতি বিরাগ-প্রদর্শন উচিত হয় না। উপকার স্মরণ হইবামাত্র কুমারীর ক্রোধানল যেন বরফের মত জল হইয়া গেল, ক্রোধের পরিবর্ত্তে বিষাদ আসিল। তখন তাহার মনে হইল, মিগেলস্ সর্ব্বাংশেই কৃতজ্ঞতার পাত্র, উপকার করিয়াছেন বলিয়াই তিনি তাঁহাকে ভালবাসেন। পর্য্যায়ক্রমে এই সকল আলোচনা করিয়া পবিত্র কুমারী অবশেষে অবধারণ করিল, চিরদিন মিগেলসের কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে, কিন্তু কদাচ তাঁহাকে প্রেমভাবে ভালবাসিতে পারিবেন না।

চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া মিষ্টার মিগেলস্ যেন বিরক্তভাবে আপন মনে মৃদুস্বরে বলিলেন, "সেই সেকেলে লজ্জা!—যে কুমারী প্রেমের ধর্ম্ম জানে না, তাহার কাছে প্রেমের কথা উত্থাপন করিলে এই রকমই ফল হয়।"—এই ভাবিয়া ভাব সংবরণপূর্ব্বক তিনি সস্নেহে কুমারীর হস্তধারণ করিয়া সস্নেহবচনে বলিলেন, "জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! আমি কদাচ কার্য্যে অথবা বাক্যে তোমার কোমল প্রাণে বেদনা দিব না;—এই অল্প-বয়সে তুমি ইহসংসারে বিস্তর দুঃখ ভোগ করিয়াছ, বিস্তর দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়াছ;—পৃথিবীতে তোমার উপকারের জন্য যদি কেহ নিজের দক্ষিণ-হস্ত কর্ত্তন করিতে পারে, সেই লোক এই টিম মিগেলস্।"

দরদর অশ্রুধারা কুমারী রোজের নির্ম্মল কপোলদেশে প্রবাহিত হইল;—সে বুঝিতে পারিল, মিগেলস্ কতদূর বিমোহিত ও অনুতপ্ত হইয়াছেন; কুমারী আরও বুঝিতে পারিল, মিগেলস্ তাহাকে অকপটে ভালবাসিয়া-

ছিলেন, এক্ষণে তাহারই সুখভিলাষী হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার আশা সংবরণ করিতেছেন।

সগৌরব-সতৃষ্ণনেত্রে কুমারীর বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে মিগেলস্ বলিলেন, "রোজ! আমি তোমাকে বিবাহ করিবার সুখস্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, আমি অতি নির্ব্বোধ,—আমি বাতুল!—সমল শিরোভূষণে স্থান পাইবার জন্য তোমার তুল্য উজ্জ্বল রত্নের সৃষ্টি হয় নাই; স্বর্ণময় কিরীটে সে রত্ন শোভা পাইবে। রোজ! যাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলে সংসারে তুমি সুখী হইতে পারিবে, সেই ভাগ্যবানের হস্তে তুমি আত্মসমর্পণ করিও। একটি কথা বলিয়া রাখি, কোন সময়ে উপকারী বন্ধুর প্রয়োজন হইলে এই অনুগত মিগেলস্‌কে স্মরণ করিও, নিশ্চয় জানিয়া রাখিও, মিগেলস্ তোমার আজ্ঞাকারী।"

অকপটে এই কথাগুলি বলিয়াই মিষ্টার মিগেলস্ সস্নেহে সুন্দরীর নির্ম্মল ললাটে একটি চুম্বন করিলেন। অধীরা হইয়া কুমারী তখন সরিয়া গেল না, দিব্য শান্ত হইয়া বসিয়া রহিল, ভাবিয়া লইল, যেন সহোদর ভ্রাতার সস্নেহ মধুর চুম্বন। অধিক কি, জর্জ্জ উডফল যদি সেই সময় সেইখানে উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলেও সাদরে মিগেলসের ঐ চুম্বনগ্রহণে তাহার একটুও লজ্জা হইত না; তৎপরে উডফলের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও কিছুমাত্র লজ্জা আসিত না।

একপাত্র মদিরা পান করিয়া অবশেষে মিগেলস্ বলিলেন, "রোজ! এখন তবে আমি বিদায় হই, শীঘ্রই আবার সাক্ষাৎ হইবে। জানিয়া রাখ, এখন অবধি আমি তোমাকে সহোদরা ভগ্নী বলিয়া সমাদর করিব,—চিরদিন আমি তোমার বন্ধু থাকিব।"

প্রগাঢ় স্নেহানুরাগে কুমারী রোজ ফষ্টার তৎকালে মিগেলসের করমর্দ্দন করিল, মিগেলস্ বিদায় হইলেন।

রমণীয় আশ্রমের রমণীয় উদ্যান পার হইবার সময় মিগেলস্ মনে মনে ভাবিয়া গেলেন, রোজের সহিত দেখা হইয়া ভালই হইল; আমার চিত্তে শান্তি আসিল। রোজ যদি আমাকে বিবাহ করিতে রাজি হইত, তাহা হইলে লিটিসিয়ার কাছে আমি অবিশ্বাসী হইতাম, নরাধমের মত কার্য্য করা হইত। রোজের একটি বর জুটিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিয়াই পিতৃমাতৃহীনা অনাথা কুমারী সুখী হইতে পারিবে। বীরাঙ্গনা লিটিসিয়া

আমার পত্নী হইবে, নিশ্চয়ই মার্শনেস্ পদবী লাভ করিবে ;—কেন না, রাজা তৃতীয় জর্জ্জ আমাকে মারকুইস উপাধি দিতে স্বীকার করিয়াছেন ; সেই কাপুরুষ, গণ্ডমূর্খ, বর্ব্বর, কুক্রিয়াসক্ত, বৃদ্ধ রাজা সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে সাহস করিবেন না, যদি করেন, আমি তাঁহাকে মজা দেখাইব।

উদ্যানের ফটক পার হইয়া শুভসিদ্ধান্তে প্রমোদিতচিত্তে মিষ্টার মিগেলস্ অশ্বারোহণের উপক্রম করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে একখানি পরিচিত মুখ তাঁহার নয়নগোচর হইল ; লোকটি এজওয়ার রোডের দিক্ হইতে সেই দিকে আসিতেছিল ; তাহাকে দেখিয়াই মিগেলস্ পুনর্ব্বার লেডী বেলেণ্ডেনের দ্বারবানের সম্মুখে ঘোড়ার লাগামটা ফেলিয়া দিলেন, অশ্বে আরোহণ না করিয়া পদব্রজেই সেই পরিচিত লোকটির দিকে চলিলেন ; নিকটে গিয়াই সেই লোকটির স্কন্ধে হস্তার্পণ পূর্ব্বক মিষ্ট-সম্ভাষণে তিনি বলিলেন, "মেল্‌মথ !"

থমকিয়া দাঁড়াইয়া মেল্‌মথ সচমকে বলিয়া উঠিল, "ওঃ ! সেই কণ্ঠস্বর !" পশ্চাতে ফিরিয়া মিগেলস্‌কে দেখিয়া সানন্দে বলিল, "তুমি ?—ধন্য জগদীশ !" —অভাবনীয়, অপ্রত্যাশিতরূপে পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়াতে উভয়ের হৃদয়েই আনন্দ-প্রবাহ ;—মেল্‌মথের নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মেল্‌মথ জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ স্থানে আমরা নির্জ্জনে কথোপকথন করিবার সুবিধা পাইব ?"

সেই মনোহর অট্টালিকার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া মিগেলস্ উত্তর করিলেন, "এইমাত্র আমি রোজ ফষ্টারের নিকট হইতে আসিতেছি ; রোজ এখন ঐ বাড়ীতেই আছে ; তাহাতে আমাতে এতক্ষণ তোমার কথাই বলাবলি করিতেছিলাম। চল আমার সঙ্গে—"

বাধা দিয়া মেল্‌মথ বলিল, "না না, তাহার কাছে আমি মুখ দেখাইতে পারিব না !"—মিগেলস্ চাহিয়া দেখিলেন, মেল্‌মথের চক্ষে তখন কেমন একপ্রকার উদাস উদাস অদ্ভুতভাব।

মিগেলস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তুমি তাহার কাছে মুখ দেখাইবে না ? তুমি ত কখনও তাহার কোন অপকার কর নাই ;—কুমারী বরং তোমার প্রতি বন্ধুভাব জানাইয়া কৃতজ্ঞতা স্মরণ করিতেছে ; অদর্শনে তোমাদের কতই অনুসন্ধান করিয়াছে ; তোমার আর তোমার—"

সব কথা না শুনিয়াই মস্তকসঞ্চালন পূর্ব্বক মেল্‌মথ বলিল, "তাহা হউক, তথাপি আমি সেই কুমারীর সম্মুখে দেখা দিতে পারিব না। যখন তাহাকে

আমি প্রথম দেখি, সে যদি এখনও সেই রকম পবিত্র, নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক থাকে, তথাপি আমি তাহার সম্মুখে যাইব না।"

মিগেলস্ বলিলেন, "ঠিক সেই রকম আছে—ঠিক সেই রকম আছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

আরও অধিকতর উত্তেজিত হইয়া মেল্‌মথ বলিল, "তবুও আমি তাহার সহিত দেখা করিব না। ফৌজদারী আসামী—অধম—কলঙ্কিত—অপদস্থ—অখ্যাতিভাজন, এত দোষে দূষী আমি; এ অবস্থায় দেখা দিতে গেলে তাহার কোমল প্রাণে বেদনা দেওয়া হইবে, তাহার সাধুভাবের উপর দৌরাত্ম্য করা হইবে; আমার মুখে ভয়ানক ভয়ানক পাপস্বীকার-বাক্য শ্রবণ করিলে তাহার—"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া মিগেলস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেল্‌মথ! তোমার হইয়াছে কি?—ব্যাপারখানা কি?—আচ্ছা, নিকটে একটা সরাই আছে, চল, সেইখানে যাই, একটা নির্জ্জন ঘর ভাড়া লইয়া সেইখানে আমরা নির্ব্বিঘ্নে কথোপকথন করিতে পারিব।"

মেল্‌মথ বলিল, "সেই কথাই ভাল,—চল তবে সেইখানেই যাওয়া যাউক।"

ষট্‌-চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—•••—

নররাক্ষসের যুদ্ধ-কাহিনী।

এজওয়ার রোডের ফুটপাথে যেরূপ অল্প অল্প কথা হইয়াছিল, সরাই-খানায় পৌঁছিয়া, উভয়ে একত্র বসিয়া মিষ্টার টিম মিগেলস্ তদপেক্ষা অধিক মনোযোগের সহিত নেত্র স্থির রাখিয়া অধিক পরিষ্কাররূপে জেমস্ মেল্‌মথের কাহিনী শুনিতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তখন তিনি মেল্‌মথের মুখপানে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহার মুখাকৃতি ও নয়নের দৃষ্টি কেবল যে অদ্ভুত ভাবব্যঞ্জক, তাহাই নহে, মুখখানা অত্যন্ত বিকট ও হিংসারোষে অতিশয় ভয়ঙ্কর; বৈরিকে সম্মুখে দেখিয়া, নিকটস্থ হইবার ইচ্ছা থাকিলেও নিকটস্থ হইতে না পারিয়া, ব্যাঘ্র যেমন তীব্রদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে, সেই ব্যাঘ্রের চক্ষে তখন যেমন অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়, মেল্‌মথের চক্ষুও ঠিক সেই প্রকার প্রদীপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত হইতেছিল, ক্ষণে ক্ষণে তাহার নেত্রতারকা এক এক প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া ঘুরিতেছিল, অথচ অস্থির-চিত্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট উন্মত্ত লোকের চক্ষু যেমন হয়, মেল্‌মথের চক্ষেও তখন সেই ভাবে পূর্ব্ববৎ বহ্নিদীপ্তি খেলা করিতেছিল। লোকটার মুখখানা পাণ্ডু-বর্ণ, বিশুষ্ক ও বিষাদচিন্তায় বিমলিন। প্রবলতর ভয়ঙ্কর রিপুপ্রভাবে লোকের মুখে যেরূপ লক্ষণ দেখা যায়, তাহার ললাট যেরূপ বিকুঞ্চিত হয়, চক্ষে যেমন আগুন জ্বলে, মেল্‌মথের মুখের নিম্নাংশে তাহার বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছিল। পরিচ্ছদ বস্ত্রগুলি কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।— তাহার চেহারাতে কেবল দুঃখ ও দরিদ্রতা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বিকৃতভাব লক্ষিত হইতে-ছিল না।

একজন খানসামা আসিয়া, টেবিলের উপর মদের বোতল রাখিয়া দিয়া যখন বাহির হইয়া গেল, সঙ্গীকে সম্বোধন করিয়া তখন মিগেলস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেল্‌মথ! তিন মাস পূর্ব্বে উল্‌উইচ ছাড়াইয়া তোমাতে আমাতে যখন ছাড়াছাড়ি হয়, তাহার পর কি কি ঘটনা হইয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক আমার কাছে বর্ণন কর। তোমার ভাগ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর

ঘটনা হইয়াছিল, সহজেই আমি তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি; তোমার চক্ষু দেখিয়াই আমি বুঝিতেছি, এখন যেন তুমি সে মেলমথ নও। তোমার চেহারাটা একেবারে বদল হইয়া গিয়াছে।"

সজোরে টেবিলের উপর বজ্রমুষ্টি প্রহার করিয়া মেলমথ বলিল, "বদল? —কি বলিব প্রিয়সখা! একেবারেই বদল;—ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন।"—কথা বলিতে বলিতে লোকটা তখন মনস্তাপে এতদূর বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিল যে, তাহাকে দেখিলেই ভয় হয়; বিদ্রূপের ভঙ্গীতে অমানুষিকস্বরে সে তখন আবার বলিতে লাগিল, "এতদূর পরিবর্ত্তন যে, সে কথাটা মুখে ব্যক্ত করা যায় না; যে রকম পরিবর্ত্তনে নরলোকে রাক্ষস হইয়া যায়, সেই রকম পরিবর্ত্তন।"

কম্পিত হইয়া মিগেলস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ও সব কথার মানে কি?"—অকস্মাৎ কেন তাঁহার কম্প আসিয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। যে গৃহে প্রকাণ্ড কালসর্প থাকে, তাহা জানিয়াও লোকে যখন সেই গৃহে প্রবেশ করে, সর্পকে না দেখিয়াও ভয়ে তাহার শরীরে কম্প আইসে; স্বভাবের ক্রীড়াই এইরূপ; স্বভাবের উপদেশেই মিগেলস্ তখন কাঁপিয়াছিলেন।

মেলমথ বলিল, "আমার কথার মানে এই যে, এই হতভাগা সমাজের খেতাবওয়ালা বদমাসেরা, ভাতাভোগী রাস্কেলেরা, বড় বড় বংশের অর্দ্ধ-দানবেরা এবং মদগর্ব্বিত টাকাওয়ালা বহুরূপীরা এই পোড়া সমাজের ব্যবহারকে মহা সভ্যতা বলিয়া জয় গান করিতে ভালবাসে; বাস্তবিক ইহা নিতান্ত নির্দ্দয়তাপূর্ণ জঘন্য বর্ব্বরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। হাঁ, বর্ব্বরতা,—নিতান্ত নির্দ্দয়, নিতান্ত জঘন্য বর্ব্বরতা। কেন না, মনুষ্যত্বের নামে, সাধুতার নামে, খৃষ্টপ্রেমের নামে, পরোপকারিতার নামে, সদ্বিচারের নামে, ন্যায়-পরতার নামে ও দয়াধর্ম্মের নামে এই বর্ব্বর সমাজের লোকেরা প্রতিদিন দশ সহস্র পাপকার্য্য সাধন করিয়া থাকে! এই বর্ব্বর সমাজের লোকেরা এক এক পরিবারকে নিরয়সদৃশ শ্রমনিবাসের অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করে, অথচ মনুষ্যত্বের বড়াই করিয়া বেড়ায়! বাসিন্দা লোকের প্রায় চৌদ্দ আনা অংশকে দারুণ দুঃখের, দারুণ দরিদ্রতার ও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের অতলতলে ডুবাইয়া রাখে; অথচ খৃষ্টধর্ম্মানুগত পরস্পর ভালবাসার বিস্তার হইয়াছে বলিয়া বড়াই করিতে সাহস করে! এই বর্ব্বর সমাজের লোকের দৌরাত্ম্যে প্রকাণ্ড

গণিকায় ও অগণ্য ভিখারীতে সমস্ত রাস্তা পরিপূর্ণ হইতেছে; অথচ সেই বর্ব্বরেরা পরোপকারব্রতের বদান্যতা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়া থাকে, পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়া বদান্যতা শিক্ষা দেয়। যাহারা নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার প্রার্থনা করে,এই বর্ব্বর-সমাজের লোকেরা তাহাদিগকে ফাঁসী দেয়,দ্বীপান্তরে পাঠায়, কারাগারে কয়েদ করে! অথচ সুবিচারের দোহাই দিয়াই এই সকল কার্য্য তাহারা সম্পাদন করিয়া থাকে! এই বর্ব্বর-সমাজের লোকেরা গরীব লোকদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ আইন সৃষ্টি করে, একটি আইনের দ্বারাও কর্ত্তব্যপালনে ধনবান্ লোকদিগকে বাধ্য করে না! অহো! ইহারই নাম দয়া! মিষ্টার মিগেলস্! এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া তুমি কিরূপ বিবেচনা কর? এই প্রকার অবিচারে একজন মানুষ যদি কাণ্ডজ্ঞানহীন মোরিয়া হইয়া দাঁড়ায়, তাহা কি তুমি আশ্চর্য্য মনে কর? খৃষ্টধর্ম্মে যাহার পূর্ণ-ভক্তি, সদ্বিচার ও দয়া-ধর্ম্মের মহিমা যাহার জানা আছে, ঐ প্রকার ভয়ঙ্কর উপদ্রবে সেই রকমের একজন মানুষ যদি পাগল হইয়া যায়, তাহা কি তোমার বিচিত্র বোধ হয়? ঐ প্রকার দৌরাত্ম্যে, ঐ প্রকার উৎপীড়নের তীব্র দংশনে একজন মানুষ যদি মানব-স্বভাবের সর্ব্বপ্রবৃত্তিপরিবর্জ্জিত হইয়া, ভিতরে বাহিরে মনুষ্যত্বের সর্ব্ববিধ সাধু-সঙ্গ পরিহার করে, তাহার মানব-স্বভাব যদি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহাতে কি তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হও? এতাদৃশ জঘন্য পদ্ধতিতে ঐরূপ ফল যদি না হয়, তাহাই বরং আশ্চর্য্য! মেষশাবক যদি কখন কখন সিংহমূর্ত্তি পরিগ্রহ না করে এবং মানুষ যদি কখন কখন রাক্ষসমূর্ত্তি না ধরে, তাহাই বরং আশ্চর্য্য! দেখ মিষ্টার মিগেলস্! আমারও এখন সেই অবস্থা; পূর্ব্বে আমি মনুষ্য ছিলাম; কিছু দিন হইল রাক্ষস হইয়াছি!"

টিম্ মিগেলস্ স্বভাবতঃ সাহসী ও নির্ভীক; কিন্তু মেল্‌মথের ঐ সকল কথা শুনিয়া ও তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া যথার্থই তখন তাঁহার ভয় হইয়াছিল; চমকিত হইয়া তিনি বলিলেন, "মেল্‌মথ! পাগলের মত তুমি কি সব ভয়ঙ্কর কথা বলিতেছ?"

অভাগা বলিল,"মিষ্টার মিগেলস্! আমার ইতিহাস শুনিতে যদি তোমার একান্ত ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা শুনিতে তোমাকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকিতে হইবে।"

তখনও মিগেল্‌সের কম্প থামে নাই, দূরে দূরে তিনি যেন নানারকম

প্রেতমূর্ত্তি দর্শন করিতেছিলেন. চতুর্দ্দিকে যেন কত প্রকার বিভীষিকা উপস্থিত হইতেছিল, তথাপি তিনি সাহস অবলম্বন করিয়া বলিলেন, "হাঁ. শুনিব—শুনিব; তোমার কাহিনী শুনিতে আমার কৌতূহল জন্মিতেছে। গুহ্যকথা আমার কাছে প্রকাশ করিতে তুমি ভয় পাইও না; যদি তুমি কাহাকেও খুন করিয়া থাকো, আমার কাছে যদি তাহাও প্রকাশ কর, তাহা হইলেও আমি তোমার গায়ে হাত তুলিব না,—না,—তোমার গুহ্যকথা আমি কাহারও কাছে প্রকাশও করিব না—কারণ, আমি জানি, তোমার উপরেই দৌরাত্ম্য হইয়াছে, তুমি অপরাধী নও—সমাজই প্রকৃত অপরাধী, তুমি কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। ভয় করিও না, —সব কথা প্রকাশ কর,—সব কথা স্বীকার কর,—তুমি বরং আমার কাছে দয়ার পাত্র হইবে, নিন্দাভাজন হইবে না।"

উচ্চকণ্ঠে মেল্‌মথ বলিয়া উঠিল, "প্রিয় বন্ধু! আমার উপরে যতদূর দৌরাত্ম্য হইয়াছে, তাহা যদি তুমি শ্রবণ কর, তাহা হইলে তোমার গায়ের রক্ত জমাট বাঁধিয়া যাইবে।"—মেল্‌মথের ঐ কথাগুলি যেন ঘূর্ণা বাত্যার ন্যায় গভীর আওয়াজে বিনিঃসৃত হইল।

পাছে কেহ মেল্‌মথের ঐরূপ উচ্চ চীৎকারধ্বনি শুনিতে পায়, সেই ভয়ে মিষ্টার মিগেলস্ শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, "চুপ, চুপ. আস্তে কথা কও।"

মেল্‌মথ বলিল, "শুনিলে তোমার গাত্র রোমাঞ্চিত হইবে।"

মিগেলস্ পুনরায় বলিলেন, "চুপ কর, চুপ কর! মিনতি করি, আস্তে কথা কও।"

মেল্‌মথ পুনরায় বলিল, "শুনিতে শুনিতে তোমার অস্থিতে অস্থিতে কম্প আসিবে, গাত্র-মাংস কুঞ্চিত হইয়া আসিবে।"

মিগেলস্ বলিলেন, "দোহাই পরমেশ্বর! আস্তে কথা কও।"

মেল্‌মথ বলিয়া উঠিল, "ওঃ! অন্য লোকে আমাদের কথা শুনিতে পাইবে, সেটা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি ঠিক বলিয়াছ। আচ্ছা, আমার কথা শুনিবার জন্য তুমি ত প্রস্তুত হইয়াছ?"

মিগেলস্ উত্তর করিলেন, "আমি প্রস্তুত আছি। যতই ভয়ঙ্কর হউক, যতই শোকাবহ হউক, যতই বিপদের হেতু হউক, যে যে কথা তুমি বলিবে, স্থির হইয়া সমস্তই আমি শুনিব, কিছুতেই বিচলিত হইব না।"

মেল্‌মথ বলিল, "অতটা স্থির-বিশ্বাস রাখিও না। কতদূর তুমি ধৈর্য্য রাখিতে পার, রাক্ষসের কথা শুনিতে তোমার ইন্দ্রিয় কত দূর স্থির থাকিতে পারে, তাহা আমি দেখিব। হাঁ. তুমি কবে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছ?"

মিগেলস্ উত্তর করিলেন, "প্রায় একপক্ষ আমি ক্ষমা পাইয়াছি, সে ক্ষমাতে আমার কিছুই কষ্ট হয় নাই।"

গুঞ্জনস্বরে মেল্‌মথ বলিল, "হাঁ, একপক্ষ; আচ্ছা, ইতিমধ্যে এখানে গোর-খোঁড়া ও মৃতদেহ তুলিয়া খণ্ড খণ্ড করা ইত্যাদি যে সকল ভয়ঙ্কর ঘটনা হইয়াছে, লণ্ডনে আসিয়া অবধি সে সম্বন্ধে তুমি কি কিছু শুনিয়াছ? খবরের কাগজে কি কিছু পড়িয়াছ?"

কম্পিত হইয়া মিগেলস্ উত্তর করিলেন, "হাঁ, সেই সকল ব্যাপার আমি খবরের কাগজে পাঠ করিয়াছি। সেই অজ্ঞাত রাক্ষসটা যে রকম পাগ্‌লামী করিয়াছে, তাহা দ্বারা আরও ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বীভৎসকাণ্ড কি কি হইয়াছে, তাহা কি তুমি শ্রবণ করিয়াছ?"

ঘৃণাব্যঞ্জক-স্বরে মেল্‌মথ বলিল, "ওঃ! আমি দেখিতেছি, তুমি আমার কথাগুলি শুনিবার যোগ্য লোক নও।"

মিগেলসের কৌতূহলবহ্নি আরও জ্বলিয়া উঠিল, সেই কৌতূহল তাঁহাকে যেন আরও যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! কেন আমি যোগ্য নহি? ঠিক আমি যোগ্য আছি, ঠিক আমি শুনিতেছি। তুমি বলিয়া যাও।"

মেল্‌মথ বলিল, "ইতিপূর্ব্বে আমি যে সকল ভয়ঙ্কর কথার একটু একটু আভাষ দিয়াছি, তাহা শুনিয়াই তুমি কাঁপিয়া উঠিয়াছিলে, এখন যদি আবার আমি সেই রকম ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা বর্ণনা করি, তাহা হইলে—"

সব কথা না শুনিয়াই মিগেলস্ বলিলেন, "তাহাতে আমার ভয় হইবে না, সকল কথাই আমি শুনিব।"

মেল্‌মথ বলিল, "বেশ কথা।—আচ্ছা, যে লোকটা দ্বারা সেই ভয়ঙ্কর ঘৃণাকর কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, আমার কাহিনী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তুমি যদি সে লোকটার পরিচয় জানিতে চাও, তাহা হইলে আমি বলিয়া রাখি, তাহাকে আমি জানি।"

শুনিবামাত্র মিগেল্‌সের জানুদেশ বিকম্পিত হইল, দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইতে লাগিল, আতঙ্কিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সেই লোকটা?"

"আমি নিজেই!"—মিগেলসের প্রশ্নে মেল্‌মথের এই ভয়ঙ্কর উত্তর।

মিগেলসের শরীরে যেন সহসা বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যেন অকস্মাৎ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; অস্থির হইয়া তিনি চেয়ারের উপরে ঘুরিতে লাগিলেন।

মেল্‌মথ বলিল, "আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, আমার কাহিনী শুনিবার জন্য তুমি প্রস্তুত হইতে পার নাই, অর্দ্ধেকটা ধৈর্য্যও তোমার আইসে নাই। আচ্ছা, আমাকে বিদায় দেও, আমি চলিয়া যাই।"—এই কথা বলিয়াই সে লোকটা সহসা অধৈর্য্যভাব জানাইয়া আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ভাবটা সামলাইয়া লইয়া মিগেলস্ বলিলেন, "না, না,—তুমি বল,—হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া আমি যেরূপ চাঞ্চল্য দেখাইয়াছিলাম, সে অপরাধটা ক্ষমা কর। আমি এখন স্থির হইয়াছি, শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, যাহা যাহা তুমি বলিবে, স্থির হইয়া সমস্তই আমি শুনিব।"

পুনরায় আসন-গ্রহণ করিয়া মেল্‌মথ বলিতে লাগিল, "তোমার মনের গতি তুমি নিজেই ভাল বুঝিতে পার। আচ্ছা, বলিতেছি, শ্রবণ কর; কথায় কথায় আমাকে বাধা দিও না, যতদূর সম্ভব, চুপ করিয়া শুনিয়া যাও। কেন না, বাধা দিলে আমি গল্পের মিল হারাইয়া ফেলিব। সব সময় [illegible] ঠিক থাকে না, যে রকম ঠিক রাখিবার ইচ্ছা করি, সে রকম রাখিতে পারি না। হাঁ, যে রাত্রে তোমাতে আমাতে ডায়েনা জাহাজে উঠিবার জন্য উলউইচ বন্দরে নৌকায় আরোহণ করি, সে রাত্রের কথা তোমার মনে থাকিতে পারে। আমার পায়ে যে শৃঙ্খল বাঁধা ছিল, সেই শৃঙ্খল একটু আল্‌গা করিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াই, সুযোগ অন্বেষণ করি; অবসর বুঝিয়াই নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ি। জাহাজের তলদেশে ক্রমে ক্রমে আমি অতল জলে তলাইতে লাগিলাম, কিন্তু আমার বুদ্ধিশক্তি ও আমার স্মৃতিশক্তি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই; জীবনকালের মধ্যে সহজ অবস্থায়, সুস্থ অবস্থায় আমার স্বভাবসিদ্ধ স্মরণশক্তি যেরূপ থাকিত, তখনও জলের ভিতরে সেই শক্তি সেইরূপ প্রবল ছিল। জাহাজের তলায় আমি সাঁতার দিতে আরম্ভ করিলাম, সাঁতার দিয়া ভাসিয়া উঠিলাম, যে দিকে ঢেউ চলিতেছিল, সেই তরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া হালের নিকটে গিয়া আবার ডুবিলাম। দাঁড়ের শৃঙ্খল ধরিয়া অল্পক্ষণ সেইখানে সেইভাবে রহিলাম, তরঙ্গবেগে হাবুডুবু

খাইতেছিলাম, সে অবস্থাটা দূর হইল। উপরিভাগে আলো জ্বলিতেছিল, আমি আবার ডুব দিলাম। নৌকাগুলি তখন খুলিয়া দেওয়া হইল। প্রায় পনর মিনিট কাল আমি জাহাজের কিনারায় ঝুলিয়া রহিলাম; এক একবার ডুবিয়া যাইতেছি, এক একবার মাথা তুলিয়া ভাসিতেছি, অবশেষে আমি সাঁতার দিয়া দিয়া চলিলাম; ক্রমাগত ডুবিতেছি আর ভাসিতেছি; সেইরূপে ভাসিতে ভাসিতে আর ডুবিতে ডুবিতে এসেক্স নগরের তীর-ভূমির নিকটে উপনীত হইলাম। জাহাজখানা যেখানে ছিল, সেই স্থান হইতে সেই তীরভূমি প্রায় চারিশত হস্ত দূর। তীরে উঠিলাম, সাবধানে তীরে তীরে প্রায় একঘণ্টা কাল চলিয়া যাইলাম। রাত্রি ঘোর অন্ধকার। অন্ধকারে পথ নির্ণয় করিতে না পারিয়া আমি একটা কর্দ্দমময় খাতের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলাম।"

একটু থামিয়া মেল্‌মথ আবার বলিতে লাগিল, "অতিকষ্টে সেই গর্ত্তের ভিতর হইতে উঠিলাম, সর্ব্বাঙ্গে কাদা লাগিয়াছিল, সেই সমস্ত কাদা ধৌত করিবার নিমিত্ত আমি নদীর জলে নামিলাম। আমার বোধ হয়, মস্তকে কি একটা আঘাত লাগিয়াছিল, আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম। যখন আমার চৈতন্য হইল, তখন দেখিলাম যে, গ্রে আরলক গ্রামের একখানা কুটীরে আমি অবস্থান করিতেছি। প্রথমে তীরে উঠিয়া যে পথ ধরিয়া আমি চলিতেছিলাম, চলিতে চলিতে যে পথে আমার প্রাণসঙ্কট বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই গ্রামখানা সেই স্থান হইতে অনেক মাইল দূর। জলে আমি ভাসিয়া যাইতেছিলাম, একজন বৃদ্ধ ভিস্তি আমাকে তুলিয়া লইয়াছিল। জলের উপর আমি অচেতনে চিৎ হইয়া ভাসিতেছিলাম, আকাশে চন্দ্র ছিল, জ্যোৎস্নার আলোকে সেই ভিস্তি আমার মুখখানি দেখিতে পাইয়াছিল। আমাকে ডাঙ্গায় তুলিয়া সেই ব্যক্তি জানিতে পারিয়াছিল, আমি মরি নাই, এ দেশের বড় বড় বংশের বড় বড় ধনবান্ লোকেরা যেমন পাষাণহৃদয় হইয়া থাকে, গরীব লোকেরা সে রকম নির্দ্দয় হয় না; গরীব ভিস্তি দয়া করিয়া নিজের কুটীরে লইয়া গিয়া স্ত্রীপুরুষে আমার সেবা করিয়াছিল। খানিকক্ষণ পরেই আমার চৈতন্য হইয়াছিল; কিন্তু যে বিছানায় তাহারা আমাকে শোয়াইয়া রাখিয়াছিল, কয়েকদিন সেই বিছানা হইতে আমার উঠিবার শক্তি হয় নাই: অবশেষে উঠিবার সামর্থ্য হইয়াছিল। বেশী দিন আমি সেই গরীব পরিবারের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি নাই, বিশেষতঃ আমার স্ত্রীকে ও প্রিয়তম

পুত্র-কন্যাগুলিকে দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছিল, অতএব ভিস্তি-দম্পতিকে বলিয়াছিলাম, তোমাদের নিকট হইতে আমি বিদায় হইব।

উলউইচ বন্দরের নৌকা হইতে আমি পলায়ন করিয়াছিলাম, অবশ্যই সেই জনরবটা গ্রে আরলক গ্রামে পৌঁছিয়াছিল; সেই বৃদ্ধ ভিস্তি সন্দেহক্রমে অনুমান করিয়াছিল, সেই পলাতক লোক হয় তো আমি। সে আমাকে সদয়-ভাবে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আমি তাহাকে সকল কথাই বলিয়া-ছিলাম। তখন সে আমার প্রকৃত বন্ধু হইয়াছিল, ছদ্মবেশ-ধারণের নিমিত্ত সে আমাকে এক প্রস্থ নাবিকের পোষাক ও রাহাখরচের জন্য কয়েকটি শিলিং প্রদান করিয়াছিল। আমি লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলাম। ওঃ! আমার স্ত্রীকে ও প্রিয়তম পুত্রকন্যাগুলিকে দেখিবার নিমিত্ত তখন যে আমার কত দূর আগ্রহ, আশায় আশায় কত দূর হৃদয়ের কম্পন, তাহা বলিবার নয়। যদি কোন শত্রুপক্ষ আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারে, তৎক্ষণাৎ পুলিসে খবর দিয়া আমাকে ধরাইয়া দিবে, সে ভয়টা না রাখিয়াই পরিবারগণকে দেখি-বার জন্য আমি বাসায় গিয়া পৌঁছিলাম। হা পরমেশ্বর! বাসাবাড়ীর দর-জায় আমি করাঘাত করিয়াছিলাম, দ্বার খুলিবার অগ্রে রাস্তার কোণে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমার বোধ হইয়াছিল, যেন আমি এক যুগ সেইখানে অপেক্ষা করিতেছি! বাহুযুগলে পত্নীকে আলিঙ্গন করিবার অভিলাষে—ছেলেগুলিকে বুকে করিয়া লইবার উল্লাসে—সেই ক্ষুদ্র শিশুটিকে দর্শন করি-বার মানসে—আমার চিত্ত তখন এত দূর ব্যাকুল হইয়াছিল যে, সেই আনন্দ উপভোগ করিলে আমি সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইব, যত কষ্ট সহ্য করিয়াছি, সেই আনন্দলাভ তাহার যথেষ্ট পুরস্কার হইবে!

অবশেষে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, দ্বারের চৌকাঠের নিকটে বাড়ীওয়ালী দণ্ডায়মানা। আমাকে দেখিয়াই তাহার ভয় হইল; সে অনুমান করিল, আমি পলাইয়া আসিয়াছি, আমাকে আশ্রয় দিলে তাহার বিপদ্ ঘটিবে; আমার সহিত কথা কহিতেও সে তখন ভয় পাইয়াছিল। তাহার ভাবভঙ্গী আমি বেশ দেখিলাম, উদ্বেগসাগরে আমার হৃদয় ডুবিল। কি একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা হইয়াছে, তাহাই আমার মনে হইল; আশঙ্কাটা যে সত্য, তৎক্ষণাৎ তাহাও বুঝিলাম। আমার পরিবারেরা সেই বাসা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে,—সাদা কথায়—বাড়ীওয়ালী মাগী তাহাদিগকে তাড়াইয়া

গিয়াছে! ক্রোধ হইয়াছিল, ক্রোধ সংবরণ করিয়া, বাড়ীওয়ালীকে আমি গোটাকতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; পুলিসের লোকেরা পাছে আমাকে দেখিতে পাইয়া গ্রেপ্তার করিয়া ফেলে, সেই ভয়ে বাড়ীওয়ালী মিনতি করিয়া আমাকে বলিয়াছিল, 'পলাও।'—গতিক দেখিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম, সেখানে তখন যদি আমি কোন রকম গোলমাল করি, তাহা হইলে যে বিপদের হস্ত হইতে পলাইয়া আসিয়াছি, আবার সেই বিপদে নিপতিত হইব। ইহা ভাবিয়াই অতিকষ্টে তখন আমি একটু শান্তভাব ধারণ করিয়াছিলাম। শান্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু অকস্মাৎ আমার মনের ভিতর মহাদুর্ভাবনার উদয় হওয়াতে আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। বাড়ীওয়ালী স্বভাবতঃ দুঃশীলা হইলেও আমার রোদন দেখিয়া তাহার মনে একটু দয়া হইয়াছিল। সে তখন বলিয়াছিল, 'তুমি চলিয়া যাও, যদি কোন অপরিচিত লোক এখানে আসিয়া তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে, তুমি এখানে আসিয়াছিলে, এ কথা আমি কাহাকেও বলিব না।' আমার স্ত্রী-পুত্রেরা কোথায় চলিয়া গিয়াছে, বাড়ীওয়ালী সে কথা বলিতে পারিল না। ফাঁসীকাষ্ঠে আরোহণ করিবার সময় লোকের মনের যেরূপ অবস্থা হয়, সেই রকম মানসিক অবস্থায় আমি বাড়ীওয়ালীর সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিলাম।"

মর্ম্মে অত্যন্ত বেদনা পাইয়া টিম মিগেলস্ বলিয়া উঠিলেন, "হায় হায়! গরীব বেচারার কি কষ্ট!"—আপন মনে এই কথা বলিয়াই তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, "তোমার বাসার বাড়ীওয়ালী তোমার পরিবারগণের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিলেও তোমার প্রতি নিতান্ত দুর্ব্যবহার করে নাই। কুমারী রোজ ফষ্টার কতবার তোমার বাসায় তোমার তত্ত্ব লইয়াছিল, কতবার তোমার সন্ধান জানিবার জন্য সেইখানে লোক পাঠাইয়াছিল, কেহই কিছু বলিতে পারে নাই, তোমার কোন সন্ধানই জানিতে পারে নাই।"

মেজুমথ বলিল, "সেই জন্য বাড়ীওয়ালীকে আমি ক্ষমা করিয়াছি; তাহা না হইলে তাহাকে আমি অন্যান্য শত্রুর মধ্যে গণ্য করিতাম। মিষ্টার মিগেলস্! তুমি অমন কট্‌মটচক্ষে আমার পানে চাহিয়া রহিয়াছ কেন? আমি তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তোমাকে আরও ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বৃত্তান্ত শুনিতে হইবে। যাহা হউক,—আবার আমি আমার কাহিনী আরম্ভ করি।—আমি তোমাকে বলিতেছিলাম, কোন সজীব মনুষ্য যে রকম মানসিক

অবস্থায় দাঁড়াইতে পারে না, সেই রকম মনের অবস্থায় আমি সেই বাড়ী-ওয়ালীর বাসস্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছি;—না,—যে সকল হতভাগা দুঃখের জ্বালায় ভূতলে গড়াগড়ি যায়, যে সকল খুনী আসামী মৃত্যুর সঙ্গে মুখামুখি দেখাদেখি করিতে প্রস্তুত, তাহাদেরও মনের অবস্থা আমার মত হয় না! হায় হায়! কোথায় আমার স্ত্রী? কোথায় আমার প্রিয়তম পুত্রকন্যাগুলি? তাহারা চলিয়া গিয়াছে! তুমি কোথায় গিয়াছিলে? কিসের জন্য আমি তোমার বন্ধুত্ব ও সান্ত্বনালাভে বঞ্চিত হইয়াছিলাম? কি কারণে আমরা পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া পরস্পরের অশ্রুতে অশ্রু মিশাইতে পারি নাই? কেন আমরা একসঙ্গে উভয়ে কাঁদিতে পারি নাই? সমস্তই এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি; দুরন্ত নষ্ট-লোকেরাই এই সকল বিপত্তি ঘটাইয়াছে। উলউইচ হইতে আমার স্ত্রীর নামে চিঠি লিখিয়া যে সকল টাকা আমি পাঠাইয়াছিলাম, তাহা তাহার হস্তগত হয় নাই;—নিশ্চয়ই সেই সকল টাকা পাষণ্ড পুলিসের লোকে গোপন করিয়া ফেলিয়াছে, আমার পরিবারেরা পথের ভিখারী হইয়াছে। হা পরমেশ্বর! তখন আমার মনে যে তীব্র তীব্র অভিসম্পাতের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই অভিসম্পাত এই পাষণ্ড-সমাজের বিনাশের রক্তারক্তিতে, খুনোখুনিতে, প্রতিশোধে পরিণত হইবে; এই অভিসম্পাতে একজন লোক পাগলের মত হইয়া নানা প্রকার দুষ্কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইতেছে! হাঁ, অভিসম্পাত আমি বর্ষণ করিয়াছিলাম;—মুখ ফুটিয়া অভিসম্পাত দিই নাই, মনে মনেই গর্জ্জন করিয়াছিলাম; ভয়ঙ্কর অভিসম্পাত! প্রচণ্ড অভিসম্পাত! ধ্বংসকর অভিসম্পাত! সে অভিসম্পাত বাক্যে আনয়ন করা যায় না, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, মনে মনে যতই চিন্তা করা যায়, ততই প্রবল হইয়া উঠে। মিষ্টার মিগেলস্! আমি তোমাকে বলিতেছি, সেই অভিসম্পাত—সেই অভিসম্পাতের ফল আমি নিঃসন্দেহে ক্রমাগত দেখাইতে থাকিব, সমাজের যথাসাধ্য অনিষ্ট করিব, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কার্য্যে সমগ্র সমাজকে চমকাইয়া দিব; এই জগৎকে আমি নরক তুল্য জ্ঞান করিয়াছি, মহাশত্রু যেরূপ প্রতিশোধ-পিপাসী, সেইরূপ প্রতিশোধ-পিপাসায় কার্য্যসাধন করিতে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। যে রকমেই হউক, এই পৃথিবী যদি এখনও প্রকৃত নরক না হইয়া থাকে, তাহা হইলেও আমার প্রতিজ্ঞা—যতদূর আমার সাধ্য, ততদূর পরিমাণে সকলের পদতলে আমি নরক সৃষ্টি করিব।

এই সঙ্কল্পকে মনোমন্দিরের উচ্চস্থানে রাখিয়া সেণ্টপল-ক্রসের সহর-তলীর সর্ব্বস্থানে আমি পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং একটা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাত্রিদল দর্শন করিয়াছিলাম। শোকসন্তপ্ত বিয়োগী লোকেরা, তাহাদের বন্ধু-বান্ধবেরা ও তাহাদের আত্মীয়স্বজনেরা রুমালে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে, তাহাও দেখিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও দীর্ঘশ্বাসও আমি শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম, যথার্থই তাহারা শোকাভিভুত।

যাত্রিদলের সঙ্গে সঙ্গে কলের পুতুলের ন্যায় আমি সেণ্টপলি-ক্রসের পুরাতন গোরস্থানে গিয়াছিলাম। কবর খোঁড়া হইল, শবাধার সিন্দুকটা তাহার মধ্যে প্রোথিত করা হইল, কোদালের দ্বারা মাটী সরাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করা হইল, সমস্তই আমি দেখিলাম; যাহারা বিয়োগী, তাহাদের শোকোচ্ছ্বাসের প্রবল বেগ আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমি তাহাদের সকলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলাম; প্রধান বিয়োগী যখন ক্ষণেকের জন্য মুখের রুমালখানি সরাইয়াছিল, সেই সময় তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আমি চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। ও পরমেশ্বর! সেই ব্যক্তি সেই পুলিসের লোক, আমার পরিবারগণের নিতান্ত প্রয়োজনীয় খরচের জন্য যাহার হস্তে উল-উইচ বন্দরে টাকা দিয়াছিলাম, সেই ব্যক্তিই সেই লোক। হাঁ,—সেই পুলিসের লোক; ভাগ্যক্রমে তাহার শোকাবেগ অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল, সে আমাকে দেখিতে পায় নাই; যদি দেখিতে পাইত, তাহা হইলে নাবিকের পোষাকে আমার ছদ্মবেশ থাকিলেও সে তখনি আমাকে চিনিতে পারিত। দলের মধ্যে যাহারা ছিল, তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া আমি জানিতে পারিলাম, যাহাকে গোর দেওয়া হইল, সেই মৃত ব্যক্তি উক্ত পুলিসের লোকের জন্মদাতা পিতা। অহো! তৎকালে আমার বুকের ভিতর যেন নরকের অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; আমার মনের ভিতর তখন ভয়ানক ভয়ানক কল্পনার আবির্ভাব; কল্পনায় যেন আমি দেখিয়া-ছিলাম, সমুদ্রের অগাধ জলতলে প্রকাণ্ড কাল-সর্প ফণা বিস্তার করিয়া আছে! ঘটনা দেখিয়া, কল্পনার পথে বিভীষিকা দর্শন করিয়া, কম্পিত-কলেবরে তথা হইতে আমি পলায়ন করিয়াছিলাম। মৃত-দেহের উপর ছোঁ মারিবার পূর্ব্বে শকুনি যেমন পক্ষ-সঙ্কোচ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহার পর তিন চারি দিন আমি সেই গোরস্থানের কবরের ধারে

সেইরূপে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম। আমার মস্তকে যত প্রকার ভীষণ কল্পনা ক্রীড়া করিয়াছিল, অবশেষে সকলগুলি একত্র হইয়া আমাকে যেন এক রকম ভয়ঙ্কর মন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। ভয়ানক শিরঃপীড়া,—বিষম দুর্ব্বলতা—সর্ব্বশরীরে জ্বরের উত্তাপ,—এই সমস্ত উপসর্গ উপস্থিত হইয়া আমাকে যেন উন্মাদরোগগ্রস্ত করিয়া তুলিল; মুখে বাক্য ছিল না, অথচ সেই রোগ ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। বুঝিতে পারিয়াছিলাম পাগ্‌লামী, কিন্তু কোন প্রকারেই তাহার পরাক্রম নিবারণ করিতে পারি নাই, মনের ভিতর নরকাগ্নি, সেই অগ্নি ক্রমশই প্রজ্বলিত; যে অগ্নি-প্রভাবে মানুষ মোরিয়া হইয়া উঠে, সেই অগ্নি আমাকে অহরহঃ জ্বালাইয়া জ্বালাইয়া প্রকৃত পাগল সাজাইয়া রাখিয়াছিল! মনের খেয়ালের বেগ রোধ করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে আমি বাজারে গিয়া একখানা কোদাল কিনিয়াছিলাম;—যখন রাত্রি হইল, তখন আমি সেই সেণ্টপল-ক্রসের পুরাতন গোরস্থানে প্রবেশ করিয়া, সেই পুলিস-প্রহরীর পিতার কবর খুঁড়িলাম,—কফিনটা তুলিয়া মৃতদেহ বাহির করিলাম, তাহার পর কোদালের দ্বারা সেই মৃতদেহটা খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিলাম।"

চেয়ারের উপর ঘুরিতে ঘুরিতে মিষ্টার মিগেলস্ আতঙ্কে ও ঘৃণায় কম্পিত হইতে লাগিলেন; তাঁহার ওষ্ঠপুট কম্পিত হইতে লাগিল, গণ্ডদেশ বিশুষ্ক হইয়া গেল; উচ্চকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হা পরমেশ্বর!"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া মেল্‌মথ বলিল, "তাহা ত আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, অনেক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা তোমাকে শুনিতে হইবে: শুনিবার জন্য তুমি বুক বাঁধিয়া থাকো; তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া একটু উদাসভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আমি কি করিব?—থামিয়া যাইব কি বলিয়া যাইব?"

চঞ্চল হইয়া মিগেলস্ বলিলেন, "বলিয়া যাও—বলিয়া যাও! তোমার কাহিনী শুনিতে শুনিতে যদি আমি এক একবার চমকিয়া উঠি, তাহা তুমি গ্রাহ্য করিও না; বিস্ময় প্রকাশ করিবার কারণ আছে বলিয়াই আমি বিস্ময়াপন্ন হই। এখন অবধি আমি যতদূর পারি স্থির হইয়া শুনিব। বলিয়া যাও:—তুমি বলিতেছিলে, কবর খুঁড়িয়া মৃতদেহ বাহির করিয়াছ! সেই দেহটা একজন পুলিস-প্রহরীর পিতার;—সেই দেহটা তুমি মহা কোপে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ; তাহার পর?"

মেলমথ বলিল, "হাঁ", সেই কার্য্য আমি সমাধা করিয়াছিলাম। সেই পুলিস-প্রহরীর উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহার পিতার শব-দেহটা আমি খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছিলাম। আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়াছিল, দিব্য জ্যোৎস্না; চন্দ্রকিরণে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হইয়াছিল; সেই সময় আমি সেই খণ্ড খণ্ড শবদেহের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম; আমার শরীরে কিছু পূর্ব্বে অদ্ভুত শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু তখন যেন আমি সেই শক্তি হারাইয়া ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম; অসহ্য গ্রীষ্ম, শীতল চন্দ্রকিরণেও আমার দেহ শীতল হইল না, দর-দর-ধারে ঘাম ঝরিতে লাগিল; আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। যখন চৈতন্য হইল, তখন গীর্জ্জার ঘড়ী হইতে আওয়াজ আসিল, রাত্রি একটা। তখন আমি তাড়াতাড়ি কোদালখানা কুড়াইয়া লইয়া, ছুটিয়া বাহির হইলাম। কত কি বিভীষিকা দেখিতে দেখিতে সেই পুরাতন গোর-স্থানের চারি ধারে ঘুরিতে লাগিলাম। প্রভাতে নিকটস্থ একটা দরিদ্র-পল্লীতে একখানা কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় লইলাম; সেই পল্লীতে কেবল গরীব লোকেরাই বাস করে। যে কুটীরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই কুটীরেই মাটীর উপরে আমি শুইয়া পড়িলাম। সেই পাড়ায় যাহারা ছিল, ভোরে যাহারা গোর-স্থানের দিকে গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া ভয়ে ভয়ে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, গত রাত্রে সেণ্টপল-ক্রসের গোরস্থানে ভয়ানক কাণ্ড হইয়াছে, কোন ব্যক্তি গোর হইতে মরা-মানুষ তুলিয়া খণ্ডে খণ্ডে কাটিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের সেই সকল কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম, পাড়া শুদ্ধ লোকের মনে নিদারুণ আতঙ্কের উদয় হইয়াছিল। বেশ হইয়াছিল। লণ্ডনের অতি জঘন্য ঘৃণিত সমাজের যতদূর মন্দ করিতে পারি, সেই সমাজের সমস্ত পবিত্র স্থান যতদূর কলঙ্কিত করিতে পারি, তাহাই আমি করিব, তাহাই আমার প্রতিজ্ঞা। সংগ্রাম, সংগ্রাম! যে সমাজে কেবল স্বার্থপরতা, কেবল নির্দ্দয়তা ও কেবল অবিচারের আধিপত্য, প্রাণপণে সেই সমাজের সঙ্গে আমি সংগ্রাম করিব! যে সমাজ ইচ্ছা করিয়া মানুষকে রাক্ষস করিয়া তুলে, শান্তপ্রকৃতির লোককেও মোরিয়া করিয়া তুলে, নিরন্তর যুদ্ধ করিয়া সেই সমাজকে আমি উৎসন্ন দিব, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা হইল; অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার অসংখ্য উপায় আমার মনোমধ্যে কল্পনাপথে সমুদিত হইল। একজন জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত ও সর্ব্বচ্যুত লোক সমাজের সমস্ত লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, সকলকে বিনাশ

করিবে, অসম্ভববোধে এইরূপ আশঙ্কা থাকিলেও আমার সংকল্প অটল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মানুষকে আমি মারিব, বিজনপথে পথিক লোকদিগকে গুপ্ত-হত্যা করিব, পথিক লোকের মুখে সালফিউরিক এসিড নিক্ষেপ করিব, আরও কত সৃষ্টি করিব, আমার কল্পনাপথে তখন সেইরূপ বহু সংকল্প আসিয়াছিল। হাঁ, আসিয়াছিল;—মনে মনে হাসিয়া বিকট বিজয়ানন্দে আমি ফুলিয়া উঠিয়াছিলাম। আমি তখন—"

শশব্যস্তে সাতঙ্কে চেয়ার হইতে উঠিয়া বিকৃত-কণ্ঠে মিগেলস্ বলিয়া উঠিলেন, "বস্—বস্,—আর আমি শুনিতে পারি না!"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, আবার কি ভাবিয়া, তখনি আবার তিনি উপবেশন করিলেন, ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না না,—তুমি বলিয়া যাও, শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কথাই আমি শুনিব। তোমাকে আমি বাধা দিয়াছি, তজ্জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া একটু পরে মেল্‌মথ আবার বলিতে লাগিল, "আচ্ছা, আমি বলিতেছি। যুদ্ধের সংকল্প করিয়া, তাহা সিদ্ধ করিবার মত্‌লবে, সমাজকে ভয়ের উপর ভয় দেখাইবার মত্‌লবে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। যখন রাত্রি আসিল, তখন আমি সেই কোদালখানা লইয়া রাজধানীর পূর্ব্বপ্রান্তে শর্টডিচ গোরস্থানের দিকে চলিলাম। চতুর্দ্দিকে লোকালয়, মধ্যস্থলে সেই গোরস্থান। সেই রাত্রিকালে আমি সেই গোরস্থানে প্রবেশ করিয়া নিরীহ, অচেতন মৃতদেহের উপর দৌরাত্ম্য করিয়াছিলাম। রজনীপ্রভাতে লোকেরা গোরস্থান দেখিয়া নগরমধ্যে গল্প করিয়াছিল, গোর খুঁড়িয়া, মৃতদেহ বাহির করিয়া, কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি মৃতদেহ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছে। কেহই তাহাদের কথায় প্রথমে বিশ্বাস করে নাই। সেণ্টপল-ক্রসের গোরস্থানের ভয়ানক কাণ্ডটার জনরব শর্টডিচে পৌঁছিয়াছিল; যাঁহারা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন; তাহার পর আবার নিজ শর্টডিচের গোরস্থানে সেইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, তাহা শুনিয়াও তাঁহারা উপহাস করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন তাঁহারা সেই গোরস্থানে উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে দেখিলেন, একটা কবর খোলা রহিয়াছে, কফিনটা ভগ্নাবস্থায় বাহিরে পড়িয়া আছে, মৃতদেহ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া মাটীর উপর বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তখন তাঁহাদের আতঙ্কের সীমা-পরিসীমা রহিল না; সকলেই অবাক্ হইয়া পরস্পর মুখ-চাহাচাহি করিতে লাগিলেন।

ওঃ! আমার পক্ষে কি আনন্দ, কি অসীম আহ্লাদ! আমার মনে কি যে অসীম সন্তোষ, তাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না! আমি তখন খানকতক মদের দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছিলাম, যে সকল মাতাল সেই সকল জায়গায় সর্ব্বদা গতিবিধি করে, তাহারা চুপি চুপি সেই ভয়ঙ্কর কথাই বলাবলি করিতেছিল। রাস্তায় বাহির হইয়া আরও আমি দেখিয়াছিলাম, প্রত্যেক বাড়ীর দ্বারের পার্শ্বে ও গবাক্ষপথে যাহারা মুখ বাড়াইয়াছিল, তাহাদের সকলের মুখেই মহাবিস্ময় ও মহাভয়ের কালিমা সমঙ্কিত। ধন্য পরমেশ্বর! আমার প্রতিশোধের কেমন সুন্দর ফল ফলিতেছিল! আমি কোন্ কীটাণুকীট,—লোকেরা মনে করিলেই আমাকে নিমেষমধ্যে পদতলে দলন করিয়া ফেলিতে পারিত, কিন্তু তাহা পারে নাই; ক্ষুদ্র কীট হইয়াও আমি সহস্র সহস্র মানবের মনে ভয় উৎপাদন করিয়াছিলাম! ইহা কি আমার পক্ষে মহানন্দের বিষয় নহে? ইহা কি আমার বিজয়-গৌরবের কারণ নহে? তৃতীয় রজনীতে আমি আর একটা গোরস্থানে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়াছিলাম। সেই গোরস্থানটা সেণ্টমাথু বেথনাল গ্রীনে। ওঃ! সেই রঙ্গভূমে আমি সেই রাত্রে দুটি অভিনয় করিয়াছিলাম; দুইটা কবর খুঁড়িয়া দুইটা মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলাম! পরদিন প্রাতঃকালে সেই পল্লীর সমস্ত লোক যেন শবাচ্ছাদনবস্ত্রজড়িত সেই সকল খণ্ড খণ্ড শবের আকৃতির ন্যায় ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল! পুরুষেরা রক্তপায়ী বাদুড়ের গল্প তুলিয়াছিল, বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা ভূত-প্রেতের গল্প ও নর-শৃগালের গল্প জুড়িয়াছিল। শান্ত বদনের অন্তরালে আমি আমার আনন্দ লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে আমি পাগল।

বিজয়ানন্দে মনে মনে যথার্থই আমি বিজয়-প্রলাপ কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। চতুর্থ রজনীর অভিনয়ের জন্য আমি প্রস্তুত হইতেছিলাম, রাজধানীর অন্য এক প্রান্তে গোর খুঁড়িবার কল্পনা করিতেছিলাম। সেই সময় নানা প্রকার ভয়ানক জনরব আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল;—গোরস্থান চৌকী দিবার নিমিত্ত লোকেরা শীকারী কুকুর লইয়া স্থানে স্থানে পাহারা দিবে, মানুষ-ধরা ফাঁদ পাতিবার জন্য স্প্রিং-সংযুক্ত কামান বসাইবে, সেই সকল মন্ত্রণা হইয়াছিল। সেই সকল কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল, সাহস দূরীভূত হইয়াছিল, ভীষণত্ব কমিয়া গিয়াছিল,—ভীষণতা তখন কাপুরুষতায় পরিণত হইয়াছিল! নিশাকালে আমি যেন

নির্জীবের ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছিলাম, আবার আমার সাহস হইয়াছিল; তথাপি আমি ভাবিয়াছিলাম, সমাজের ততদূর সতর্কতার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিলে হয় ত আমার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।”

নররাক্ষস এইখানে একটু থামিল; মিগেলস্ তাহাকে এক পাত্র মদিরা প্রদান করিলেন। মদ্যপান করিয়া মেলমথ সতেজ হইল, তাহার চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; মুখখানিও আরক্ত হইয়া উঠিল। মিগেলস্ তাহাকে অনুরোধ করিবার অগ্রেই সে অযাচিত হইয়া নিজেই আবার আরম্ভ করিল;—

“কয়েক দিন অতীত হইয়া গেল, আমি অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিলাম; বাড়ীর ভিতর থাকা অসহ্য হইয়া উঠিল, দিনের বেলাই বাহির হইতে আরম্ভ করিলাম। একটা গোরস্থানের নিকট দিয়া আমি যাইতেছিলাম, গোরস্থানের ভিতর প্রবেশ করিবার ইচ্ছা হইল। সে দিন আমি কোদাল লইয়া বাহির হই নাই। রৌদ্রের উত্তাপে আমার চেহারা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, নাবিকের পরিচ্ছদ পরিধান, আমি যেন তখন রবিদগ্ধ জাহাজের খালাসী। গোরস্থানে প্রবেশ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু আমি প্রবেশ করিতাম না, কোন এক দৈবশক্তি যেন আমাকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া প্রবেশ করাইল, দৈবশক্তি,—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই অলৌকিক দৈবশক্তি আমাকে চালাইতে লাগিল, আমার মনে দুষ্টভাব ছিল না, সেই অলৌকিক শক্তি জোর করিয়া আমাকে কুপথে লইয়া গেল। বলিয়াছি দৈবশক্তি, বাস্তবিক সেটা দৈবশক্তি নয়,—ভৌতিক শক্তি।

গোরস্থানে আমি প্রবেশ করিলাম, সবে মাত্র আমি সমাধিস্তম্ভের পাথরগুলি দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইতেছি, হঠাৎ একটা চঞ্চল স্বর চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, ‘সাবধান! ওখানে মানুষ-ধরা ফাঁদ আছে, স্প্রিংওয়ালা কামান পাতা আছে!’—কথাটা আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তখন মনে ছিল না; ঐ ভয়ঙ্কর স্বর শ্রবণ করিয়া আমার ভয় আসিল, দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িলাম; ফুটপাথের উপর বেড়াইতেছি, এমন সময় দেখি, গীর্জ্জার গাড়ী-বারান্দার দিক্ হইতে একটি লোক আমার দিকে আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিলাম, যে লোক আমাকে গোরস্থানের ভিতর সাবধান করিয়াছিল, সেই লোক। আকার-প্রকার দেখিয়া স্থির করিলাম, দিব্য সরলহৃদয় রসিক লোক। অনুমানটা আমার ভুল

হয় নাই ; যথার্থই বেশ লোক। দুই জনে আমরা কথোপকথন আরম্ভ করিলাম। লোকটি আমাকে বলিল, 'এই গোরস্থানে এবং অন্যান্য গোরস্থানে রাত্রিকালে মহা উপদ্রব হয়, কে আসিয়া গোর খোঁড়ে, মানুষ তোলে, মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটে ; ভৌতিক কাণ্ড করে। সেই আততায়ীকে ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতা হইয়াছে, কামান পাতা হইয়াছে, কোন পথিক লোক গোরস্থানের মধ্যে না যায়, নিষেধ করিবার জন্য আমি এখানে প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছি।'—আমি একজন সাদাসিদা লোক, সামান্য খালাসী মাত্র, এই মিথ্যাকথা বলিয়া সেই লোকটির বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলাম, আমি নিজেই যে সেই প্রকার উপদ্রব করি, তাহা তাহাকে জানিতে দিলাম না ; সে আমাকে বিশ্বাস করিয়া সকল কথা বলিল। ঘাসের ভিতর কি রকমে ফাঁদ পাতা হইয়াছে, কবরের সঙ্গে তারের যোগ করিয়া কি রকমে কামান পাতা হইয়াছে, কি রকমে চারিদিকে সেই সকল ফাঁদ ও তার বসান হইয়াছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত কথাই আমার কাছে প্রকাশ করিল, একটি কথাও গোপন করিল না। সব কথা শুনিয়া খানিকক্ষণ পরেই আমি তাহার নিকট হইতে বিদায় হইলাম।

যতটুকু বেলা ছিল, সেই সকল কথা মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে ততক্ষণ আমি ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিলাম ; আমার বুকের ভিতর যেন ভূতের খেলা হইতেছে, এইরূপ আমি বোধ করিলাম। সন্ধ্যা হইল। জ্বর হইলে মানুষের যেমন রক্ত গরম হয়, সেই রকমে আমার গায়ের রক্ত যেন অগ্নিযোগে তপ্ত হইতে লাগিল। রাত্রিকালে আবার আমাকে কি ভয়ানক কার্য্য করিতে হইবে, তাহাই চিন্তা করিয়া আমার যার-পর-নাই যাতনা বোধ হইতে লাগিল ; কি অশুভক্ষণে আমার জন্ম হইয়াছিল, তাহাই চিন্তা করিয়া আমার জন্মক্ষণকে আমি অভিশাপ দিলাম। আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, আমি এক রকম পাগল হইয়াছি, নিজের উপরেই ঘৃণা জন্মিল ; পাগলের মত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু বুদ্ধি অস্থির হয় নাই, কার্য্য করিবার যে সকল শক্তি আবশ্যক, তাহাতেও আমি বঞ্চিত হই নাই।

রাত্রি অগ্রসর হইতে লাগিল, কে যেন আমাকে গলা-ধাক্কা দিয়া সেই ভৌতিক কার্য্যে প্রেরণ করিবার জন্য অনবরত করিতে লাগিল। যে কুটীরে আমি থাকি, সেই কুটীরে ফিরিয়া গিয়া কোদালখানা লইলাম, লোকে পাছে দেখিতে পায়, সেই ভয়ে সেখানা কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া

রাখিলাম। বাহির হইয়া প্রথমেই আমি বাজারে চলিলাম; তখন আমার কেবল ছয় পেন্স মাত্র সম্বল ছিল, একটা কামারের দোকানে গিয়া সেই দামে একজোড়া কাঁচি কিনিলাম। মিষ্টার মিগেলস্! হাঁ, এই সব আমার পাগলামীর গল্প, দুষ্কার্য্যের গল্প, রাক্ষসতুল্য ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর আচরণের গল্প!"

পাখী যেমন সর্প দেখিলে ভয় পায়, সেই রকম ভয় পাইয়া মিগেলস্ বলিলেন, "হাঁ—হাঁ, সত্য সত্যই তোমার সেই রকম গল্পই বটে!"—গল্প শুনিতে শুনিতে উঠিয়া যাওয়া অসম্ভব বোধ হওয়াতেই মনে মনে ভয় রাখিয়াও মিষ্টার মিগেলস্ ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন।

চকিত-চঞ্চলস্বরে মেল্মথ বলিল, "তাহাই বটে! এখন আমি শীঘ্র শীঘ্র আমার ভীষণ কাহিনীর উপসংহার করি। কেন না, আর বেশী বলিতে আমার বড় কষ্ট হইতেছে, তুমিও অবশ্য শুনিতে কষ্ট বোধ করিতেছ। হাঁ, প্রাতঃকালে যে গোরস্থানে আমি গিয়াছিলাম, রাত্রিকালে আবার সেই গোরস্থানে প্রবেশ করিলাম। তখন আমার মনের ভিতর যে কি ভয়ানক যন্ত্রণা হইতেছিল, পরমেশ্বর জানেন। বুকের ভিতর যেন মহাঝটিকাবেগে সমুদ্র-তরঙ্গ ছুটিতেছিল. আরব-দেশে মরুভূমিতে ঘূর্ণা-বায়ু বহিলে যেমন ভয়ঙ্কর উত্তাপ উত্থিত হয়, আমার বুকের ভিতর তখন সেইরূপ ঝড় বহিতেছিল। মনে তখন দুই প্রকার আকর্ষণ। স্বভাব যেরূপ সরল, একদিকে সৎপ্রকৃতিতে সেইরূপ টান, অপর দিকে নরকের টান।"

ভয়ে ভয়ে মিগেলস্ বলিলেন, "শেষের টানটাই তবে প্রবল হইয়াছিল?"

তৎক্ষণাৎ মেল্মথ প্রতিধ্বনি করিল,"হাঁ, শেষের টানটাই জয়লাভ করিয়াছিল। ফাঁদ পাতা আছে—স্প্রিংগের কামান পাতা আছে, আমার মনে মনে সে ভয়টা জাগিতেছিল, কামানের আওয়াজ হইলেই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িব, তাহাও বুঝিতেছিলাম, তথাপি যমদূতেরা যেন আমাকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া সেই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত করিল; যমের কণ্ঠস্বর যেন আমার কর্ণকুহরে গর্জ্জিল, যমের পদশব্দ যেন শুনিতে পাইলাম। বোধ হইতে লাগিল, যেন বড় বড় ঘাসের নীচে কাল-ভুজঙ্গেরা হাঁ করিয়া রহিয়াছে,—আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, ক্ষণে ক্ষণে এইরূপ আশঙ্কা হইতেছিল, তথাপি আমি কবরের পাথরের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

দূরে দূরে ঘেউ ঘেউ রবে কুকুর ডাকিয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম, সরকারী লোকেরা যে সকল শীকারী কুকুর রাখিয়াছে, আমার গন্ধ

পাইয়া হয় ত তাহারাই ডাকিয়া উঠিয়াছে; কিংবা হয় ত গলীর ভিতর দিয়া কোন অচেনা লোক যাইতেছে, কুকুরে তাহাকেই তাড়া করিয়াছে। বাস্তবিক সেই কুকুরেরা আমাকে দেখিতে পায় নাই। কবরের পাথরের উপরে দাঁড়াইয়া, চন্দ্রকিরণে একটু দূরে আসিয়া একটা নূতন কবর দেখিতে পাইলাম; কলের কামানের তারগুলা কোন্ দিক্ দিয়া কি ভাবে পাতা হইয়াছিল, জ্যোৎস্নার আলোতে তাহাও দেখিয়া লইলাম। যে নূতন কবরটা আমার চক্ষে পড়িয়াছিল, ধীরে ধীরে সেই কবরের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। কবরের উপর দিয়াই তার পাতা ছিল; পকেট হইতে কাঁচি বাহির করিয়া একটা তারের মাঝামাঝি কাটিয়া, দুই ধারে সরাইয়া রাখিলাম; তাহার পর নিরাপদ্ ভাবিয়া কোদাল দিয়া কবরটা খুঁড়িলাম, কফিন্‌টা তুলিলাম, সিন্দুকের ডালা খুলিয়া দেখি, তাহার ভিতর আমার নিজের স্ত্রীর মৃতদেহ!"

ঘন ঘন কম্পিত হইয়া সবিস্ময়ে মিগেলস্ বলিয়া উঠিলেন, "কি!—তোমারই স্ত্রী?—কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! কি ভয়ঙ্কর কথা!"

দুই হস্তে মুখাবরণ করিয়া গোঁ গোঁ গর্জ্জনে মেল্‌মথ বলিয়া উঠিল, "মহা ভয়ঙ্কর,—মহা ভয়ঙ্কর! গোরের ভিতর হইতে যে সিন্দুকটা আমি তুলিয়াছিলাম, সেই সিন্দুকের ভিতর আমার পত্নীর মৃতদেহ!"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, একটু সাম্‌লাইয়া সে তাহার মুখ হইতে হাত দুইখানা নামাইল। মুখখানা তখন দেখিলেই ভয় হয়; দারুণ যন্ত্রণায় সে মুখ যেন মরা-মানুষের মুখের মত শ্বেতবর্ণ। কথা বলিতে বলিতে হতভাগা যেন জ্ঞানহারা হইয়াছিল, জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া সে আবার বলিতে লাগিল, "হাঁ, আমার নিজের পত্নী! কি রকমে মরিয়াছে, কি রকমে গোর হইয়াছে, তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। অনাহারেই মৃত্যু, গ্রাম্য ধর্ম্মসমাজের চাঁদাতেই সমাধি!"

ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া মেল্‌মথ পুনরায় আরম্ভ করিল, "সে রাত্রের সেই ভয়ানক ঘটনার কথা আর আমি বেশী বলিতে পারিব না। শব-সিন্দুকটা আবার গোরের মধ্যে রাখিয়া তাহার উপর মাটী চাপা দিলাম, সেখানে আর থাকিতে না পারিয়া শশব্যস্তে ছুটিয়া বাহির হইলাম। জ্যোৎস্না-রাত্রি, ফুটপাথের উপর আমি আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এমন সময় দেখি, সুপরিচ্ছদধারী একটি লোক ভয়ানক মাতাল হইয়া টলিতে টলিতে আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া আমার মনে পড়িল, আমি তখন একেবারে নিঃসম্বল;

মাতালের নিকটে গিয়া তাহার পকেট হইতে গোটাকতক টাকা তুলিয়া লইলাম। টাকা চুরি করিয়া আমার আনন্দ হইল; মাতালের তখন হাঙ্গামা করিবার শক্তি ছিল না; সুতরাং আমি তাহাকে আঘাত করিলাম না। টাকা লইয়া ছুটিয়া পলাইতেছি, একটু পরে মনে হইল, আবার একটা নূতন পাপ করিলাম! কি করি, সমাজের সমস্ত লোক যখন আমাকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন আর আমার সাধু হইবার চেষ্টা করা বৃথা। ভাবিয়াছিলাম ঐ রকম, তথাপি সাধুভাবে মনে হইয়াছিল, আমার যদি ঐশ্বর্য্য থাকিত, তাহা হইলে সেই মাতালকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতাম; কিন্তু আমার কিছুই ছিল না; কাজে কাজে পাষাণে বুক বাঁধিয়া সেই জঘন্য আবাস-কুটীরে ফিরিয়া আসিলাম। দিন কতক পরে পিশাচের প্ররোচনায় আবার আমার কুমতি আসিল; সুমতি অনেক বুঝাইল, ধর্ম্মবুদ্ধি একবার আমার সহায় হইল, কিন্তু অদৃশ্য পিশাচেরা জয়লাভ করিল; আবার আমি একদিন গভীর রজনীতে আর একটা গোরস্থানে প্রবেশ করিলাম; একটা গোর লক্ষ্য করিলাম; সেই গোরের উপরেও তার পাতা ছিল, কাঁচি দিয়া সেই তার কাটিলাম, গোর খুঁড়িয়া মৃতদেহ তুলিলাম, কোদাল দিয়া দেহটা খণ্ড খণ্ড করিলাম; আতঙ্কে যেন এক প্রকার অবসাদ আসিল; গোরের পাশেই অচেতন হইয়া শুইয়া পড়িলাম। দুই তিন ঘণ্টা সেই ভাবে অচেতন ছিলাম; যখন চৈতন্য পাইলাম, তখন অকস্মাৎ ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিল; সে ক্ষেত্রে মহা বিপদ্ আছে,সে কথাটা তখন আর স্মরণ থাকিল না; উঠিয়া—দাঁড়াইয়া—ছুটিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিলাম; ছুটিবার সময় একটা তারের উপর আমার পা পড়িয়াছিল, গুড়ুম করিয়া কামানের আওয়াজ হইল, আমার পায়ে কামানের গোলা লাগিল, তৎক্ষণাৎ আমি বসিয়া পড়িলাম; ভয়ানক যন্ত্রণা হইতেছিল, হু হু করিয়া রক্ত পড়িতেছিল, তথাপি আমি বসিয়া থাকিতে পারিলাম না—কামানের আওয়াজ হইয়াছে, পাড়ার লোকেরা সে আওয়াজ অবশ্যই শুনিতে পাইয়াছে, অবশ্যই সকলে জাগিয়াছে, এখনি ছুটিয়া আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিবে, নিশ্চয়ই আমাকে পুলিসে দিবে,বিচারে নিশ্চয়ই আমার ফাঁসী হইবে, সেই ভয়ে সেই অবস্থায় আবার উঠিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া খানিকদূরে চলিলাম, অনবরত রক্ত পড়িতেছিল, আর এক জায়গায় বসিয়া, রুমাল দিয়া সেই ক্ষত-স্থানটায় পটী বাঁধিলাম, আবার অতি কষ্টে গোরস্থান হইতে.

বাহির হইয়া পড়িলাম। কেহ আমাকে ধরিতে পারিল না; অতি কষ্টে আরও খানিকদূর গিয়া মস্ত একখানা বাড়ী দেখিতে পাইলাম, ক্লান্ত হইয়া সেই বাড়ীর ফটকের ধারে হেলিয়া পড়িলাম। বাড়ীখানা অন্ধকারে যেন জেলখানা বলিয়া বোধ হইল; বাস্তবিক জেলখানা নয়, পরক্ষণেই জানিতে পারিলাম, গরীব লোকের আশ্রয়স্থান, চিকিৎসার স্থান, নীরোগ গরীবের শ্রমনিবাস। তখন আমার মনে আশা হইল, তবে হয় ত আমার নিরাশ্রয় পুত্রকন্যাগুলিকে এই বাড়ীতে দেখিতে পাইব। আশ্রমের লোক আসিয়া আমাকে লইয়া গেল। আহত হইয়াছিলাম, রক্তপাত হইয়াছিল, কি প্রকারে আঘাত, লোকেরা সেই কথা জিজ্ঞাসা করাতে আমি একটা মিথ্যা গল্প রচনা করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম।"

এই সকল অদ্ভুত ঘটনা শুনিতে শুনিতে অধিকতর কৌতূহলী হইয়া, সবিস্ময়ে মিগেলস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কারখানাবাড়ী?"

তীব্রস্বরে মেল্‌মথ উত্তর করিল, "হাঁ, কারখানাবাড়ী; গরীব লোকের আশ্রয়স্থান। সেই বাড়ীতেই মাতৃহীন শিশু-সন্তানেরা আশ্রয় পাইয়াছে, তাহাও আমি জানিতে পারিলাম; কিছুদিন থাকিতে থাকিতে সেগুলিকে দেখিতেও পাইলাম; কিন্তু হায়! যে শিশুটি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, যেটি দুগ্ধপোষ্য, সেই শিশুটি সেইখানে মরিয়াছে, একজন ডাক্তার সেই মৃতদেহ লইয়া গিয়াছে; আরকে ভিজাইয়া চিকিৎসাগারে সেই শিশুটিকে রাখিবে, নিঃসন্দেহ সেই ডাক্তারটার তাহাই মতলব! ওঃ! সেই পাষণ্ডটা কদাচ বিনাদণ্ডে নিষ্কৃতি পাইবে না, মনে মনে আমার সেইরূপ সঙ্কল্প। আরও আমি শুনিয়াছি, একজন বড় লোকের বাড়ীর দরজার বাহিরের সোপানের উপর আমার উপবাসিনী স্ত্রী অযত্নে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন! সেই বাড়ীর লোকগুলাকেও প্রতিফল দিবার প্রতিজ্ঞা আমার অন্তরে স্থান পাইয়াছে। যাহারা যাহারা আমার উপর আর আমার পরিবারের উপর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছে, তাহাদের সকলকেই উচিত প্রতিফল দেওয়াই আমার সঙ্কল্প। প্রতিফল না দিলে কিছুতেই আমার প্রতিহিংসাপিপাসার শান্তি হইবে না। এইখানে বলিয়া রাখি, যে গোরস্থানে মরা-মানুষ তুলিয়া কলের কামানের গোলাতে আমি আহত হইয়াছিলাম; লণ্ডনের উত্তর-পশ্চিম সহরতলীর মধ্যে সেই গোরস্থান। আর বেশী কথা বলিতে পারিতেছি না, শেষ কথাগুলি সংক্ষেপেই বলি। যে ডাক্তার আমার মৃত শিশুটিকে লইয়া গিয়াছিল, গ্রাম্য

ডাক্তারের সহিত একদিন সেই ডাক্তার উক্ত ভ্রমনিবাসে আমাকে দেখিতে আসিয়াছিল, আমার অঙ্গের ক্ষত যে প্রকার এবং যত জায়গায় আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা দেখিয়া সেই ডাক্তার বলিয়াছিল, যে কাণ্ড লইয়া চতুর্দ্দিকে হলুস্থুল পড়িয়াছে, সেই ভয়ঙ্কর কাণ্ডের নায়ক এই রাক্ষস! সেই কথা প্রকাশ হওয়াতে আমাকে অন্য ঘরে তাহারা সরাইয়া দেয়। যে ঘরে পাগলেরা থাকে, আমাকে ভয়ানক গুমোপাগল স্থির করিয়া সেই ঘরেই লইয়া রাখে, ঘরটা অন্ধকূপের ন্যায় পাগ্‌লা-গারদ। সেই গারদের পাগলেরা বিদ্রোহী হওয়াতে আমি আমার ছেলেগুলিকে লইয়া নিরাপদে সেই কারখানা-বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়াছি; সেটা হইল আজ ছয় সপ্তাহের কথা।"

মিগেলস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই অবধি তোমার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, পূর্ব্বের ন্যায় তবে তুমি আর দুষ্কর্ম্ম করিতেছ না?"—সন্তোষকর উত্তর প্রাপ্ত হইবার আশায় মিগেলসের ঐ প্রকার প্রশ্ন।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিগেলসের মুখপানে চাহিয়া মেল্‌মথ উত্তর করিল, "সেই অবধি আমি সে রকম ঘৃণিত কার্য্য আর করি না; যে পৈশাচিক শক্তি আমাকে সেই প্রকার ভয়ঙ্কর ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্তি দিত, সে শক্তি এখন আর আমার উপর আধিপত্য করে না। আমার চেহারা দেখিয়া তুমি বুঝিতে পারিতেছ, আমাকে সম্বলশূন্য গরীবের মত দেখায় না, অথচ সৎপথে থাকিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারি, তেমন কোন পন্থা অন্বেষণ করিয়া পাই না, কাজে কাজেই আমি এখন চোর হইয়াছি;—পেশাদার চোর। ছেলেগুলিকেও আমি চৌর্য্য-কার্য্য শিক্ষা দিতেছি।"

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া মিগেলস্ বলিয়া উঠিলেন, "ও পরমেশ্বর? ঃ! মেল্‌মথ! সত্যই কি ইহা সম্ভব?"

বিকট-হাস্যে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া মেল্‌মথ উত্তর করিল, "সত্যই আমি চোর হইয়াছি, সত্যই আমি ছেলেগুলিকে চোর বানাইতেছি! সাধুতায় কি দরকার? চরিত্র ভাল রাখাতে কি উপকার?—কিছুই না। যে সূত্রে তোমার সঙ্গে আমার আলাপ, সেটা কি তুমি ভুলিতেছ? তোমার টাকা চুরি করিয়াই তোমার সঙ্গে আমি আলাপ করিয়াছিলাম। সেণ্টজেম্‌স স্কোয়ারে আমি কি তোমার টাকা চুরি করি নাই?"

ব্যগ্রস্বরে মিগেলস্ বলিলেন, "করিয়াছিলে, সে কথা সত্য, কিন্তু তাহার পর সেই কার্য্যের জন্য তুমি বিস্তর অনুতাপ করিয়াছিলে।"

মেল্‌মথ বলিল, "অনুতাপের হেতু ছিল। তখন আমি পাপ-কার্য্যে নূতন ব্রতী; যে সকল কার্য্যকে জগতের লোকে দুষ্কার্য্য বলে, সে সকল কার্য্যে আমার তখন ভয় ছিল; চরিত্র নির্ম্মল রাখিতে, নামটিকে নিষ্কলঙ্ক রাখিতে বরাবর আমার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এখন আমার সে রকম প্রবৃত্তি একটুও নাই। ফল কথা—আমার একটা গুরুতর ব্রত আছে,—সেই ব্রতটি উদ্‌যাপন হইলে অচিরেই আমি এই দুঃখময় পাপ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইব। এখনও আমার মহাযুদ্ধ বাকী আছে। কি কি ভয়ানক কার্য্য আমি করিব, শীঘ্রই তাহা তুমি শুনিতে পাইবে।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, সহসা চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, অভাগা আবার বলিতে লাগিল, "সেই ডাক্তারটা, যে আমার ক্ষুদ্র শিশুর মৃতদেহ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাকে—আর সহরের ওয়েষ্ট এণ্ডের যে বাড়ীর দ্বারের চৌকাঠের উপর আমার স্ত্রী অজ্ঞান হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে,সে বাড়ীর লোকগুলাকে এবং সেই প্রিন্স অব্ ওয়েলস্—যাহার অত্যাচারে সর্ব্বপ্রথমে প্রিয় পরিবারগণের সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, সেই দুরাত্মা রাজকুমারকে, তাহাদের সকলকেই আমি সমুচিত শাস্তি দিব; কাহাকেও আমি ছাড়িব না।"

মনের আবেগে তীব্রকণ্ঠে এই সকল কথা বলিয়া, লোকটা তখন স্থির-দৃষ্টিতে মিগেলসের মুখপানে তাকাইয়া রহিল।

মিনতিবচনে মিগেলস্ বলিতেছিলেন, "প্রিয়বন্ধু, তুমি—"

সব কথা না শুনিয়াই সুস্থিরভাবে মেল্‌মথ বলিল, "মিষ্টার মিগেলস্! যাহাই কেন তুমি বল না, কিছুতেই আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হইবার নয়। তবে কেবল আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, জগদীশ্বর তোমার আর সেই নিরপরাধিনী সুন্দরী কুমারী রোজ কষ্টারের মঙ্গলবিধান করুন।"

এই সকল কথা বলিয়া সেই নর-রাক্ষস তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল, মিগেলস্‌ও শশব্যস্তে চেয়ার হইতে উঠিয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আর একটু থাকিয়া যাও।"—মেল্‌মথ সে কথা শুনিল না; সবেগে উপর হইতে নামিয়া আসিয়া রাস্তায় বাহির হইল; মিগেলস্ যখন সদর-দরজার চৌকাঠের উপর গিয়া দাঁড়াইলেন,মেল্‌মথ তখন এজওয়ার রোডের কোণের দিকে একটা ক্ষুদ্র গলীর ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আরলের শেষ প্রায়শ্চিত্ত।

যে দিন উপরি-উক্ত ঘটনা হইয়াছিল, সেই দিন প্রায় সেই সময়ে আলিস্-বরীর নিকটস্থ ষ্ট্যাফোর্ড-নিকেতনে আরও এক ভয়ঙ্কর ঘটনার অনুষ্ঠান।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকাল। প্রকৃতির শোভা অতি রমণীয়। আকাশ দিব্য পরিষ্কার। নির্ম্মল বায়ু প্রবাহিত। ষ্ট্যাফোর্ড-নিকেতনের চতুর্দ্দিকে ক্ষেত্রশোভা সর্ব্বজনের মনোহারিণী। তরু-লতা নব নব পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত। প্রকৃতি যেন কুসুম-বসনা হইয়া বিবিধ বর্ণে শোভা পাইতেছিলেন। মাঠে মাঠে সবুজবর্ণ তৃণপুঞ্জ শোভা পাইতেছিল, বোধ হইতেছিল যেন, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কার্পেট পাতা রহিয়াছে। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে মেষশাবকেরা লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। অমলসলিলা স্রোতস্বতী বায়ু-হিল্লোলে নৃত্য করিতেছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই প্রকৃতি-সুন্দরীর চিত্ত-চমৎকারিণী শোভা; সে সকল শোভা দর্শন করিলে দর্শকজনের নয়ন-মন বিমুগ্ধ হয়।

ষ্ট্যাফোর্ড-নিকেতনের সম্মুখস্থ উদ্যানে আরল ডেস্‌বরা সস্ত্রীক পরিভ্রমণ করিতেছেন; হাত-ধরাধরি করিয়া ভ্রমণ নহে—পাশাপাশি পাদচারণ। প্রস্তর-বালুকা-বিনির্ম্মিত সুন্দর বর্ত্মে তাঁহারা পরিক্রমণ করিতেছেন, এক ধারে নব-পল্লবিত তরুশ্রেণী, অপর ধারে সুন্দর সুন্দর পুষ্প-বৃক্ষ; কতকগুলি বৃক্ষে নব নব কুসুম বিকশিত।

স্ত্রী-পুরুষে একটিও বাক্য-বিনিময় হইতেছে না। উভয়েরই দৃষ্টি ভূমির দিকে; তাঁহাদের মুখের ভাব দেখিয়া অনুমান করা যায়—মনের ভিতর গুরুতর চিন্তা অথবা যন্ত্রণাদায়ক বিষাদের আবির্ভাব; অথচ তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার বিবাদ-কলহ হয় নাই, কথান্তর অথবা মনান্তরও ঘটে নাই। কথোপকথন ত হইতেছিলই না, তদ্ভিন্ন পরস্পরের মুখের দিকেও পরস্পরে কুটিল-দৃষ্টিতে চাহিতেছিলেন না; স্ত্রীর অভিমান হইলে স্ত্রী-পুরুষের ভাব-ভঙ্গী যেমন দেখায়,—সেরূপ লক্ষণও কিছুই নাই। রিপু-পরিতৃপ্তির নিমিত্ত স্ত্রী-পুরুষে সহবাস হয়, লেডীর বদনে সেরূপ কোন বিরাগভাব লক্ষিত হইতেছে না;

স্বামীর মুখেও তজ্জনিত লজ্জা কিংবা ক্ষোভের লক্ষণও দৃষ্ট হইতেছে না। না,—সে রকম কিছু নহে, অন্য প্রকার ভাবনায় তাঁহাদের উভয়েরই চিত্ত বিচলিত, অন্য প্রকার কারণে তাঁহাদের অন্তরাত্মা বিকল।

বস্তুতঃ কোন প্রকার গুহ্য কারণে উভয়ের প্রতি উভয়ের কেমন এক প্রকার ঘৃণা ও বিরাগের উদয় হইয়াছে, লক্ষণে যেন আতঙ্কের ছায়াও পরিলক্ষিত হইতেছে। সেই ভয়ঙ্কর খুনের ব্যাপারটা তাঁহাদের উভয়ের পরস্পর সহানুভূতি হরণ করিয়া লইয়াছে! উভয়ে পাশাপাশি হইয়া বেড়াইতেছেন, যে সুন্দরী রমণীকে আবুল এত দিন দেবীর ন্যায় পূজা করিতেন, প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, সেই সুন্দরী এখনও মনোহর বেশ-ভূষা পরিধান করিয়া সঙ্গে রহিয়াছেন, তথাপি তাঁহার অঙ্গের বাতাসে আবুলের ঘন ঘন কম্প আসিতেছে; বোধ হইতেছে যেন, রমণীর রেশমী পরিচ্ছদের ভিতর হইতে কালভুজঙ্গিনী মুখ বাহির করিতেছে, সেই মুখখানি কিন্তু সুন্দরী কামিনীর মুখের ন্যায় কমনীয় দেখাইতেছে। সে কামিনীকে স্পর্শ করিলেই দেহ অপবিত্র হইবে, আবুল বাহাদুর তাহাই মনে করিতেছেন; কামিনীর প্রতি নিশ্বাসে যেন বিষক্ষরণ হইতেছে, নয়নেও যেন বিষ মাখা রহিয়াছে, তিনি ক্ষণে ক্ষণে তাহাই মনে করিতেছেন। কামিনী নিকটবর্ত্তিনী হইলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে; শীঘ্রই যেন কি একটা মহা বিপদ্ সংঘটিত হইবে, তাহাই অনুভব করিয়া আবুলের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইতেছে। ওঃ! যে রমণীকে স্পর্শ করিলে তিনি অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতেন, যাঁহাকে তিনি হৃদি-সিংহাসনের আরাধ্যা দেবী মনে করিয়া অর্চ্চনা করিতেন, রমণী যে স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেন, সেই স্থানের ভূমি সুপবিত্র জ্ঞান করিয়া, সেই স্থানের ধূলি তিনি হৃদয়ে ধারণ করিতেন, সেই অর্চ্চনীয়া ভালবাসা রমণীর প্রতি তাঁহার এখন দুই প্রকার ভাব! আকাশ হইতে বৃষ্টিধারার ন্যায় অসংখ্য বিষাক্ত পঙ্গপাল পতিত হইয়া যেমন উদ্যানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারাগুলিকে ও বিকশিত কুসুমগুলিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে, সেই খুনটা যেন সেইরূপ বিষাক্ত হইয়া সুন্দরীর অঙ্গ-লাবণ্য শুষ্ক করিয়া দিয়াছে, মানব-হৃদয়ে যত প্রকার স্নেহ, ভালবাসা ও কোমলতা স্থান পাইতে পারে, আবুল ভেস্‌বরার হৃদয়ের সেই সকল ভাব যেন অকালে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে!

পক্ষান্তরে, কাউণ্টেস্ ভেস্‌বরার অন্তরে যদি পূর্ব্ব-ভালবাসার রেখা থাকে, তথাপি তিনি স্বামীকে মুক্ত-নয়নে দেখিতে পারেন না; তাঁহার মনে মনে

ধারণা, তাঁহার স্বামী সেই নরহত্যার সহকারী। আরল ডেস্‌বরা সমাজ-মধ্যে মান্য-গণ্য সম্ভ্রান্ত বড়লোক, তাঁহার চরিত্র উত্তম, লোকের প্রতি তাঁহার দয়া আছে, সমস্ত লোকে তাঁহাকে সমাদর করে; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী এক্ষণে তাঁহাকে কলঙ্কিত বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। তিনি মনে মনে ভাবেন, যে পাপকার্য্য আমি করিয়াছি, আমার স্বামী তাহার সহকারী, সুতরাং আমি তাঁহাকে এখন যে চক্ষে দেখিতেছি, সে চক্ষু আর বেশীদিন তাঁহাকে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া দর্শন করিবে না।

সেই মাননীয় দম্পতির পরস্পর মনোভাব এই রকম। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঘৃণা; সহস্র চেষ্টা করিয়াও সে ঘৃণা তাঁহারা কমাইতে পারিতেছেন না, উভয়ে মুখামুখি দাঁড়াইতে হইলে ভয় হয়, নির্জ্জনে উভয়ে একত্র থাকিতেও ভয় হয়, পরস্পরের হস্তধারণ করিতেও ভয় হয়।

দৈবাৎ এই দিন উভয়ে উদ্যানমধ্যে সাক্ষাৎ হইয়াছে। সাক্ষাৎ হইবে, পূর্ব্বে তাঁহারা কেহই জানিতে পারেন নাই। শেষবেলায় শীতল বায়ু-সেবনের জন্য আরল ডেস্‌বরা একাকী উদ্যানে বেড়াইতেছিলেন, লেডী তাহা জানিতেন না; উদ্যানে প্রবেশ করিয়াই স্বামীকে দেখিতে পাইয়া তিনি চমকিয়া উঠেন, থতমত খাইয়া যান; কি করেন, মাথা হেঁট করিয়া নীরবে কাছে কাছে বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কতক্ষণ গেল, কেহই কাহারও পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন না, কাহারও মুখে একটিও বাক্য-নিঃসরণ হইল না। বহুক্ষণ সে রকমে চুপ করিয়া থাকা অসহ্য বোধ হওয়াতে আরল বাহাদুর অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, "এলিনর! শীঘ্র আমাদের এ অবস্থাটা শেষ হওয়াই ভাল।"

পতির বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, একটু কম্পিত হইয়া এলিনর অবাক্ হইয়া রহিলেন।

আরল পুনর্ব্বার বলিলেন, "হাঁ, শেষ হওয়াই ভাল। তুমি অবশ্যই আমার বাক্যের অর্থ বুঝিয়াছ, কেন বৃথা ছলনা দেখাও? অধিক দিন আর এ রকমে এই ভয়ঙ্কর জীবন বহন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে।"

উদাসীনভাবে একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কাউন্টেস্ বলিলেন, "ভয়ঙ্কর জীবন মিঃ লর্ড।"

এই কথা বলিয়াই তিনি একবার বক্রকটাক্ষে স্বামীর মুখপানে চাহিলেন, তখনি আবার অন্তদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

লর্ড বাহাদুর একটু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "এলিনর! কেন আর কাপট্য দেখাও? যাহা আমি বলিয়াছি, তোমার অন্তরাত্মা নিশ্চয়ই তোমাকে তাহার অর্থ বলিয়া দিতেছে। দেখ এলিনর!—আমাদের উভয়ের চক্ষেই এখন আমরা বিষতুল্য হইয়াছি! যদিও মুখের কথায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে এ পর্য্যন্ত সাহস করি নাই, তুমিও কর নাই, কিন্তু আমাদের চক্ষু আর আমাদের কার্য্য তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতেছে। এলিনর! পাপ আমাদের উভয়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছে; আমরা আর বেশীদিন একসঙ্গে বাস করিতে পারিব না।"

মুখখানি আরও নীচু করিয়া অস্পষ্ট-স্বরে কাউণ্টেস্ বলিলেন, "যদি আমরা পৃথক্ পৃথক্ থাকি, তাহা হইলে দেশের লোকে কি বলিবে?—কি একটা মহা কেলেঙ্কার ঘটিয়া উঠিবে? কত লোকের মনে কত প্রকার সন্দেহ জাগরিত হইবে!"

গুঞ্জনস্বরে আর্ল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আমরা পৃথক্ হইব না?"

কাউণ্টেস্ উত্তর করিলেন, "না,—কথনই পৃথক্ হওয়া হইবে না।"

আর্ল বলিলেন, "পৃথক্ হওয়া হইবে না, কিন্তু এ রকমে আমরা আর একত্র থাকিতেও পারিব না।"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "না, এ রকমে একত্র বাস করাও উচিত হয় না।"

এই কথার পর উভয়েই চুপ। এমন কি, একটিবারও উভয়ে একটুও কটাক্ষ-বিনিময় করিলেন না। মন্থর-গতিতে উভয়ে বাড়ীর দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে মৌনভঙ্গ করিয়া মৃদুকণ্ঠে আর্ল্ বলিলেন, "চমৎকার দিন! রমণীয় সময়! রমণীয় স্থান! রমণীয় প্রাসাদ! প্রকৃতির শোভাও পরম রমণীয়! এই সুখ-সময়ে তোমাতে আমাতে মিলিত হইতে পারিলে বড়ই সুখের বিষয় হইত।"

বিস্ময়, কৌতূহল ও সংশয়ে কাউণ্টেস্ তখন বিশাল-দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, সেই খুনের পর অবধি একদিনও তিনি ততক্ষণ স্বামীর বদন নিরীক্ষণ করেন নাই; চাহিয়া চাহিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'ইনি যে এক্ষণে প্রকৃতির শোভার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন, ইহার অর্থ কি? সংসারের প্রকৃত অবস্থা যখন আমাদের উভয়ের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবার উপক্রম, তখন বাহ্য-সৌন্দর্য্য দর্শনে সন্তোষ আসিবার সম্ভাবনা কি? ইনি কি তবে পরিহাস করিয়া ঐ সব কথা বলিলেন, অথবা

অকপটে সরলভাবেই মনোভাব ব্যক্ত করিলেন? যাহাই হউক, তত্ত্বটা জানিয়া লইতে হইবে। এইরূপ ভাবিয়া স্বামীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি তবে এখন ছাদের উপর যাইতে ইচ্ছা কর?"

আর্ল উত্তর করিলেন, "এলিনর! যদি তুমি সেইরূপ ইচ্ছা কর, তবে তোমার সঙ্গে যাইতে আমি অভিলাষী। আমি যেন বুঝিতেছি, শোভা-দর্শনে তোমার মনে যে আনন্দের উদয় হইবে, তাহাতে হয় ত শুভফল ফলিতে পারে।"

যদি ও মনে মনে অনিশ্চিত ভয়, তথাপি কৌতূহলবশে কাউণ্টেস্ বলিলেন, "তবে চল, ছাদে যাওয়া যাউক।"—এই বলিয়াই লেডী অগ্রে অগ্রে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর্ল ডেস্‌বরা। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে দুই তিন মিনিট তিনি পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতির শোভা বর্ণন করিলেন। শুনিয়া শুনিয়া এলিনরের সন্দেহবৃদ্ধি হইল; কি যেন একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিবে, তাহাই তিনি বুঝিয়া লইলেন। যথার্থই তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল।

আর্ল বলিলেন, "দুর্ভাবনায় চিত্ত যখন উত্তেজিত থাকে, তখন কোন প্রকার পরিবর্ত্তনে নিশ্চয়ই কিছু উপকার হয়, মনে কতকটা শান্তি আসিতে পারে। উপরের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা আমার একান্ত ইচ্ছা। আমাদের বাগানের হাওয়াটা কিছু গরম;—নীচের হাওয়া প্রায়ই গরম থাকে; ছাদের উপর হইতে স্বভাবের শোভা দেখিয়া এবং সুশীতল বায়ু সেবন করিয়া তোমারও মন অনেকটা শান্ত হইতে পারিবে। বল দেখি এলিনর, আমার যেরূপ ধারণা, তোমার কি সেই রকম?"

কাউণ্টেসের চিত্ত অত্যন্ত উতলা হইয়াছিল, মনে মনে ভয়ও আসিয়াছিল, স্বামীর প্রশ্নে তিনি তখন কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্ত-মধ্যে তিনি সেই মনোহর নিকেতনের শিখরদেশে পদার্পণ করিলেন। ছাদের কার্ণিসের ধারে নিম্নভাগে একটা পোস্তা গাঁথা ছিল, এত নীচু যে, তাহার নিকটে যাইতে সকল লোকেরই ভয় হয়, অতি নিকটে উপস্থিত হইতে সকলের মনেই বিপদের আশঙ্কা উদিত হইয়া থাকে। পোস্তার নীচেই বাগান; উপর হইতে পড়িলে মানুষের অস্থি চূর্ণ হইয়া যায়।

সেই পোস্তার নিকটে গিয়া লর্ড ডেস্‌বরা বিস্তৃত হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক কাউণ্টেস্‌কে বলিলেন, "দেখ দেখ, কি চমৎকার শোভা! এ শোভা কি

তোমাকে প্রফুল্ল করিতে পারিতেছে না?”—বলিতে বলিতে তিনি সেই ভয়ঙ্কর স্থানের আরও নিকটবর্ত্তী হইলেন, নীচের দিকে ঝুঁকিলেন; তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে প্রকৃতির পোতাবর্ণন।

“যেয়ো না—যেয়ো না! অত নিকটে যেয়ো না! দোহাই পরমেশ্বর! ফিরে এসো! মহা বিপদ্ ঘট্‌তে পারে,—শীঘ্র ফিরে এসো!”—এই সব কথা বলিতে বলিতে কাউণ্টেস্ ভেস্‌বরা ছুটিয়া গিয়া স্বামীর হস্ত ধারণ করিলেন; সভয়নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

সহসা মুখ ফিরাইয়া লর্ড বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “এলিনর! পাছে আমার বিপদ্ ঘটে, সেই ভয়ে কি তুমি ঐ রকম কথা বলিতেছ? আমার বিপদের আশঙ্কায় তবে কি তুমি কাতর হও?”

কাউণ্টেস্ চকিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহাতে কি তুমি সন্দেহ কর? তোমার বিপদ্ ঘটিলে আমি কাতর হইব না, ইহা কি তুমি বুঝিতে পারিয়াছ? তোমার মঙ্গলের জন্য আমার প্রাণ সর্ব্বদাই ব্যাকুল। ও কি!—তুমি আমার পানে ও রকম কট্‌মট্-চক্ষে চাহিতেছ কেন?—আমাকে কি তুমি ফাঁসাইতে—”

না শুনিয়াই আরল্ বাহাদুর ত্বরিতস্বরে বলিলেন, “তোমাকে?—প্রিয়তমে এলিনর! তোমাকে আমি ফাঁসাইব?—সে কি কথা?—তোমার একগাছি কেশও আমি ছিন্ন করিব না। তবে কি না, আমাদের মধ্যে একটা শেষ-মীমাংসা হওয়া ভাল; আমি মরিলে যদি তুমি সুখী হইতে পার, তোমার সুখের জন্য আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।”

সবিস্ময়ে কাউণ্টেস্ বলিয়া উঠিলেন, “অকস্মাৎ এ কি কথা ফ্রান্‌সিস্? তোমার মুখে অমন নির্ঘাতবাক্য কেন নির্গত হইল?”

অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, বিস্ফারিতনেত্রে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া, তাঁহার একখানি হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গম্ভীরস্বরে আরল্ বাহাদুর বলিলেন, “অল্প কথায় আমি তোমাকে আমার মনের ভাব বুঝাইয়া দিতেছি। তুমি বলিয়াছ, এ রকমে আমাদের আর অধিক দিন একত্রে বাস করা পোষাইবে না, আরও বলিয়াছ, আমাদের পরস্পর বিচ্ছেদ হওয়াও দুর্ঘট; স্ত্রী-পুরুষে ছাড়াছাড়ি হইলে সকল লোকে সন্দেহ করিবে। যাহা তুমি বলিয়াছ, আমিও তাহাই বলি। এরূপ স্থলে আমাদের এখন কি করা উচিত? যখন উভয়-সঙ্কট, তখন মঙ্গলের দিকে আর কি কোন উপায় নাই?”

এইরূপ প্রশ্ন করিয়াই আরল্ বাহাদুর পত্নীর হাতখানি ছাড়িয়া দিলেন, কাউণ্টেস্ আপন বক্ষঃস্থলে সেই হাতখানি স্থাপন করিয়া, আকাশ-পানে চাহিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; চারিটি চক্ষু কিন্তু সমসূত্রে মিলিত হইয়া রহিল। একটু চিন্তা করিয়া আরল্ বাহাদুর বলিলেন, "দেখ এলিনর! আমাদের উভয়ের মধ্যে একজনের তফাৎ হওয়াই এখন উত্তম উপায়। পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তুমি সুখে থাকো, জগৎকে জানাইয়া দিও, দুর্ঘটনা, দৈবঘটনা—কেন জানো,—এইমাত্র আমি তোমার হস্ত ধারণ করিয়াছিলাম, সতৃষ্ণনয়নে তোমার মুখপানে চাহিয়াছিলাম, এখনও চাহিয়া রহিয়াছি, তুমিও আমার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছ, কিন্তু সেই সাংঘাতিক রজনীর ভয়ঙ্কর ঘটনা হওয়া অবধি আমাদের উভয়ের মনে উভয়ের প্রতি বিরাগ জন্মিয়াছে, ভয়ও হইয়াছে, তুমিও আমাকে সন্দেহ কর, আমিও তোমাকে সন্দেহ করি। যদিও এখন এই রকম একটু ঘনিষ্ঠভাব হইল, কিন্তু ভবিষ্যতে আবার সেই রকম ঘৃণা, সন্দেহ ও আতঙ্কের উদয় হইবার সম্ভাবনা; তখন আবার তোমার দিকে চাহিতে ঘৃণা হইবে, তোমাকে স্পর্শ করিতে ভয় হইবে;—আমারও হইবে, তোমারও হইবে। সেই জন্য বলিতেছি, উভয়ের মধ্যে একজনের তফাৎ হওয়াই—"

কথাগুলি বলিতে বলিতে হতভাগ্য আরল্ হঠাৎ সেই পোস্তার উপর হইতে লম্ফ দিয়া নীচে পড়িলেন। কাউণ্টেস্ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, মর্ম্মভেদী চীৎকার;— হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন!

বাগানে যে সকল মালী কার্য্য করিতেছিল, উপর হইতে কি পড়িল, তাহা দেখিবার জন্য ছুটিয়া সেই দিকে আসিল; দেখিল, তাহাদেরই মনিব—সেই বাড়ীর কর্ত্তা স্বয়ং ভূমির উপর গড়াগড়ি খাইতেছেন। মস্তকটি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে! প্রাণবায়ু বহির্গত!

বাড়ীর চাকরেরা বিভ্রান্ত হইয়া দ্রুতপদে ছাদের উপর গিয়া উঠিল; কাউণ্টেস্ তখন রোদন করিতে করিতে পাগলিনীর মত প্রলাপ বকিতেছিলেন, দাসীরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে নীচে নামাইয়া আনিল, শয্যার উপর শুয়াইয়া দিল, কাউণ্টেস্ মূর্চ্ছিতা। এ দিকে লর্ড ডেস্‌বরার অপঘাত-মৃত্যুর সংবাদটা যেন দাবানলের ন্যায় পল্লীমধ্যে শীঘ্র শীঘ্র প্রচার হইয়া পড়িল।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

নিউগেট-কারাগারে আকস্মিক ঘটনা।

ষ্ট্যাফোর্ড-নিকেতনের পটপরিবর্ত্তন। নূতন দৃশ্য হইতেছে নিউগেট-কারাগারের তমোময় গহ্বর। যে দিন আবুল ডেস্‌বরার জীবনের অবসান, সেই দিনেরই এই সকল ঘটনা।

বেলা দুই প্রহরের অল্পক্ষণ পরে কারোলাইন ওয়াল্টার কারাগারমধ্যে নীচু নীচু খিলানকরা দরদালানে ধীরে ধীরে পায়চারী করিতেছে, সেই স্থান হইতে অন্যান্য কয়েদীর কয়েদ-ঘরে প্রবেশের দ্বার দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে সময়ের কথা আমরা লিখিতেছি, সে সময়ে নিউগেট-জেলখানার কয়েদীর পক্ষে কোন প্রকার শক্তাশক্তি নিয়ম ছিল না; টাকা খরচ করিতে পারিলে কয়েদীরা জেলখানার মধ্যে ইচ্ছামত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিত; টাকার জোরেই কারোলাইন ওয়াল্টার কয়েদ-ঘরের মধ্যে না থাকিয়া বাহির-দালানে বেড়াইতে পারিতেছে।

কয়েদীদের ভোজনের সময় হইল। কয়েদীরা নিজ নিজ ঘরের লোহার গরাদের নিকটে আসিয়া হুড়াহুড়ি বাধাইল। যে সকল কয়েদীর টাকা খরচ করিবার ক্ষমতা ছিল না, তাহারা জেলখানার বরাদ্দমত খানা খাইয়া তুষ্ট হইল; যাহাদের টাকার জোর আছে, যাহারা প্রহরিগণকে ঘুস দিয়া বশীভূত রাখিতে পারে, বাহিরের সরাইখানা হইতে, কাফিঘর হইতে অথবা বন্ধুবান্ধবদের বাড়ী হইতে তাহাদের খানা আসিল। কারোলাইন বেড়াইতে বেড়াইতে একটু তফাৎ হইতে সেই সকল কয়েদীর বিকট বিকট মুখ দেখিয়া ভয়ে ভয়ে কাঁপিতেছিল;—সকল মুখের মধ্যে দুইখানা মুখ অতিশয় ভয়ঙ্কর; যত প্রকার অপরাধ সম্ভব হইতে পারে, সকল প্রকার অপরাধের ক্যাটালগ যেন সেই দুইখানা মুখে ছাপা রহিয়াছে। তখন তাহাদের খানা আইসে নাই; তাহারা অত্যন্ত অধীর হইয়া কাঠগড়ার রেলের ধারে মুখ বাড়াইয়া রহিয়াছে। সেই দুখানা মুখ দেখিয়াই কারোলাইনের আরও বেশী ভয় হইয়াছিল।

কারাগারে যে প্রহরী থাকে, কারোলাইন তাহাকে টাকা দিয়া বশ করিয়া

রাখিয়াছিল, সেই প্রহরী তখন সেই দালানের এক ধারে অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে পায়চারী করিতেছিল; কারোলাইন তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া, অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সেই দুইখানা মুখ দেখাইয়া, চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "উহারা কে?"

প্রহরী উত্তর করিল, "জানো না?—সমস্ত ইউরোপ-খণ্ডের মধ্যে উহারা বিখ্যাত বদ্‌মাস। এক জনের নাম জো ওয়ারেণ,—লোকে উহাকে ম্যাগস্‌-ম্যান বলিয়া জানে; দ্বিতীয় লোকটার নাম ষ্টিফেন প্রাইস; লোকের মুখে উহার ডাকনাম বিগ্‌ বেগারম্যান। এখনও উহাদের খানা আসে নাই; সেই জন্যই ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। উহারা সকল প্রকার পাপকার্য্য করিয়া বেড়ায়। একবার ঐ ম্যাগস্‌ম্যান ধরা পড়িয়াছিল, এই জেলখানায় হাজতে ছিল; আশ্চর্য্য কৌশলে পলাইয়া গিয়াছিল; আবার ধরা পড়িয়াছে। এইবার সামুদ্রিক বিচারালয়ে উহাদের বিচার হইবে। জলপথে ডাকাতী করা, নরহত্যা করা, জাহাজের লোকজনকে গুলী করা অপরাধ; আরও কত যে অপরাধ, পরমেশ্বর জানেন।—তাই ত,—কারোটীপোল এখনও আসিতেছে না কেন?"

বুঝিতে না পারিয়া কারোলাইন জিজ্ঞাসা করিল, "কারোটীপোল? কে সে?"

প্রহরী উত্তর করিল, "ঐ বিগ্‌ বেগারম্যানের কন্যা। সে আমাকে অনেক টাকা দেয়। সে রোজ রোজ ঐ দুই জনের খানা লইয়া আইসে। খুব ভাল ভাল জিনিস আনে। মোরগের কাবাব—শূওরের কাবাব—পায়রার কাবাব, কত কি আনে।—ঐ—ঐ যে—সে আসিতেছে।"

কারোটীপোল কারাগারের দালানে প্রবেশ করিল;—হস্তে একটা প্রকাণ্ড ঝুড়ি; প্রবেশ করিয়াই প্রহরীর দিকে চাহিয়া, একটু মাথা নাড়িয়া বলিল, "সেলাম্‌ মিষ্টার পিগ্‌ম্যান!"—প্রহরীকে সেলাম দিয়াই কাঠগড়ার নিকটে গিয়া সেই ঝুড়িটা নামাইয়া রাখিল।

কন্যার দিকে চাহিয়া বেগারম্যান জিজ্ঞাসা করিল, "কেন তোমার এত দেরী কারোটী?—অঁ্যা?"

কারোটী উত্তর করিল, "তুমি যে লোকটার নাম জানিতে বলিয়াছিলে, তাহাই জানিতে আমি গিয়াছিলাম। নাম আমি পেয়েছি। যে পুস্তকে

এ দেশের সমস্ত বড় বড় পরিবারের নাম-ঠিকানা লেখা থাকে, সেই বই থেকে সেই নাম আমি দেখে এসেছি।"

ব্যগ্রস্বরে ম্যাগস্‌ম্যান জিজ্ঞাসা করিল, "কে সেই লোক?"

কারোটী বলিল, "দৌড়িয়া দৌড়িয়া আমার প্রায় দম বন্ধ হইয়াছে, এই ঝুড়িটা সারাপথ আমি ঘাড়ে করিয়া আনিয়াছি, হাঁপাইয়া পড়িয়াছি, তোমাদের খানা খাইবার বিলম্ব হইতেছে, সেই জন্যই ক্রমাগত ছুটিয়া আসিয়াছি। আমাকে একটু সময় দাও, একটু জিরাইয়া সব কথা আমি বলিতেছি।"

প্রহরীর নাম পিগ্‌ম্যান। কারোলাইন ওয়াল্‌টার সেই পিগ্‌ম্যানকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই কারোটীপোল কি খুব নিকটেই থাকে?"

পিগ্‌ম্যান উত্তর করিল, "নিকটে নয়, অনেক দূরে।—হর্স্‌লিডাউন পল্লীতে উহাদের একটা দোকান আছে, সেইখান হইতেই যাওয়া আসা করে। ডাকাতদের সঙ্গে ঐ কারোটীপোলের যে সকল কথা হইবে, তাহা যদি তুমি শুনিতে চাও, তবে ঐ পাথরের থামটার আড়ালে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া থাকো, অনেক রকম মজার মজার কথা শুনিতে পাইবে।"

পিগ্‌ম্যানের পরামর্শে কুমারী কারোলাইন তাহাই করিল;—বৃহৎ প্রস্তর-স্তম্ভের অন্তরালে লুকাইয়া বসিয়া তাহাদের কথাবার্তা শুনিতে লাগিল।

ম্যাগস্‌ম্যান।—হাঁ, কি বলিতেছিলে কারোটী?—লোকটির আসল নাম তুমি জানিয়া আসিয়াছ। আচ্ছা, কি তাহার নাম?

কারোটী।—ক্রমে ক্রমে বলিতেছি। সেই আল্‌ফ্রেড আমার সঙ্গে ছিল। আল্‌ফ্রেড কে জানো?—সেই যে বালকটি আমাদের উপদেশে রিগ্‌ডেন সাহেবের বাড়ী হইতে লর্ড ক্লোরিমেলের দলীলপত্র উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিল, সেই বালক। বেশ চালাক ছোক্‌রা।

ম্যাগ্‌।—ওঃ! তার কথা তুমি আমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলে বটে। আচ্ছা, তার পর?—হাঁ, ভাল কথা,—লর্ড ক্লোরিমেলের কাছে তুমি অনেক টাকা পাইয়াছিলে; কেমন,—সত্য নয়?

কারোটী।—দলীলপত্র উদ্ধারের দরুণ ২০০ গিনী, প্রিন্স অব্‌ ওয়েলসের গ্রাস হইতে কুমারী পলিন্‌কে উদ্ধার করার দরুণ ৫০০ গিনী, সর্ব্বশুদ্ধ ৭০০ গিনী পাওয়া গিয়াছে; আরও কিছু পাইবার আশা আছে।

ম্যাগ। যাহাদিগকে আমরা অন্বেষণ করিতেছি, তাহাদিগকে যদি তুমি ধরিতে পার, তাহা হইলে অনেক টাকা লাভ হইতে পারিবে।

কারোটী। আমি যখন বাহির হইয়াছি, তখন শেষ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান না লইয়া ক্ষান্ত হইব না।

ম্যাগ। টাকা যোগাড় করিবার অনেক পন্থা আছে। আমার সেই আনন্দময়ী স্ত্রী বিবি ব্রেস্ সে দিন আমাকে হাজার পাউণ্ড প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার কাছে আরও অনেক আদায় করা যাইতে পারে। বিবি ব্রেস্ কিন্তু এখন খুন-দায়ে ধরা পড়িয়াছে। ডবল খুন। সেই স্ত্রীলোক এত সাহস ধরে, দুই জন পুলিশের লোককে খুন করিতে পারে, এত দিন ইহা কে জানিত?—বিবি ব্রেস্ হয় ত এখন এই জেলখানাতেই আটক আছে। এক ঘরে ব্রেস্, আর এক ঘরে আমি, কথাটা শুনিতে কিন্তু বড়ই খারাপ।—এই পর্য্যন্ত বলিয়া ম্যাগস্‌ম্যান অট্ট অট্ট হাস্য করিয়া শেষকালে বলিল, "বিবি ব্রেস্ এখানে আমার তত্ত্ব লইতেছে না, বড়ই আশ্চর্য্য।"

কারোটী।—ওঃ! তোমার আনন্দময়ী স্ত্রীর কথা এখন রাখিয়া দাও! টাকা এখন আমাদের দরকার। যাহাতে বেশী টাকা যোগাড় হয়, তাহারই কথা বল।

ম্যাগ। হাঁ, কি তুমি বলিতেছিলে? নাম পাইয়াছ? কি নাম?

কারোটী। তাই ত বলিতেছিলাম; তুমি বাধা দিয়াছিলে, আলফ্রেডকে সঙ্গে লইয়া আমি একটা বই-ব্যাপারীর দোকানে যাই, বই কিনিবার ছল করিয়া ভাল ভাল বই দেখিতে চাই; দোকানী আমাকে একখানা ভাল বই দেখায়, ইংলণ্ডের সমস্ত বড় বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের নাম আমি তাহাতে দেখিতে পাই। ফারনান্দা; ডাক নাম এমারা; আরল ডেস্‌বরা, আরল মণ্টগোমারী, মার্শনেস্ বেলেণ্ডেন; আরও অনেক বড় বড় ঘরের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে। স্ত্রীলোকটী যুবতী. দেখিতেও সুন্দরী, খুব লম্বা লম্বা চুল, খুব বড় বড় নীলবর্ণ চক্ষু, খুব ফর্সা রং। সেই ফারনান্দা এখন লেডী হোল্‌ডারনেস্ হইয়াছে।

ম্যাগ।—ওঃ! ঠিক বটে। সেই ছুঁড়ীটাই মুখে মুখোস দিয়া, পুরুষ সাজিয়া আমাদের মনিব হইয়াছিল! আমরা তাহাকে লর্ড বলিয়া ডাকিতাম। ওঃ! আমার ইচ্ছা হইতেছে, এখনি তুমি সেই লেডী হোল্‌ডারনেসের বাড়ীতে যাও, তাহার সঙ্গে দেখা কর, মাল্‌ডেন ক্ষেত্রে সেই যুবা পুরুষকে ফুসলাইয়া বাহির করিয়াছিল, সেই কথা বলিয়া তাহাকে তুমি ভয় দেখাও। আমার ঠিক মনে হইতেছে, আমরা যখন সেই অভাগা যুবা পুরুষকে

নূতন সেতুর পোস্তার নীচে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিই, সেই সময় সেই যুবাপুরুষ সেই ছদ্মবেশী স্ত্রীলোককে ফারনান্দা বলিয়া ডাকিয়াছিল, ঠিক ঠিক মিলিতেছে। ঠিক সন্ধান তুমি বাহির করিয়াছ। যে বাড়ীতে লেডী হোল্ডারনেস্ থাকে, সেই বাড়ীতে তুমি—

বাধা দিয়া বিগ্ বেগারম্যান বলিয়া উঠিল, "সে বাড়ীতে এখন কারোটীর গিয়া কাজ নাই, আগে সব ঠিক ঠিক বৃত্তান্ত জানা যাক্, তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য হয়, স্থির করা যাইবে।"

কারোটী বলিল, "তোমরা আমাকে যে আংটী দিয়াছিলে, তাহাতে বেলেঙেন-পরিবারের মুকুট অঙ্কিত আছে।"

তাহার পিতা বলিল,"তবে আমরা তিনটা সন্ধান ঠিক পাইলাম। ছুঁড়ীটার নাম, মরা মানুষের হাতের আংটী আর মাল্ডেন ক্ষেত্রের নিকটে যে বুড়ীর কুটীরে আমরা রাত্রিবাস করিয়াছিলাম, সেই বুড়ী সেই লোকটিকে মাই লর্ড বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল।"

কারোটী বলিল, "আজ প্রাতঃকালে আমি শুনিয়াছি, সেই ফারনান্দা সম্প্রতি তাহার পিতৃব্যপুত্র লর্ড মণ্টগোমারীর সহিত যোগে মার্শনেস বেলেঙেনের নামে মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে।"

বেগারম্যান বলিল, "সেখানকার গোরস্থানের ভিতর শবাধার সিন্দুকের প্রস্তরফলকে মৃতব্যক্তির নাম দর্শন এবং রেজেষ্টারী বহির লেখা পরিবর্ত্তন কেন হইয়াছিল, এখন তাহা বুঝা যাইতেছে। চ্যান্সারী কোর্টের সেই মোকদ্দমার সহিত সেই জালিয়াতীর কিছু না কিছু সম্পর্ক আছে বোধ হয়।"

ম্যাগস্ম্যান আর অন্য কথা শুনিতে ইচ্ছা না করিয়া, চঞ্চলস্বরে কারোটীপোলকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের খাবার জিনিস কি আনিয়াছ? আমরা কেবল গল্প করিতেছি, ওদিকে জিনিসগুলি ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে।"

কারোটী বলিল, "ঠাণ্ডা হইবার কিছুই নাই। বাসী মাংস আনিয়াছি, খুব সিদ্ধ করা শক্ত শক্ত ডিম আনিয়াছি, সমস্তই ঠাণ্ডা আছে। তোমরা হাত পাতো, রেলের ফাঁক দিয়া একে একে তোমাদের হাতে আমি ধরিয়া দিতেছি।"

ম্যাগস্ম্যান আবার জিজ্ঞাসা করিল, "পেটের ভিতর সেই সব জিনিষ থুইয়া যাইতে পারে, তেমন কোন জিনিস আনিতে পারিয়াছ কি?"

কারোটী উত্তর করিল, "তাহা আনিতে আমি ভুলি নাই। বেশ এক বোতল ব্রাণ্ডি আনিয়াছি।"

কারোলাইন ওয়াল্টার অনেকক্ষণ সেই থামের আড়ালে বসিয়া ছিল, আর কোন নূতন কথা নাই বুঝিতে পারিয়া আর সেখানে বসিয়া রহিল না, চুপি চুপি উঠিয়া পায়ে পায়ে দালানের শেষ প্রান্তে গিয়া, পিগ্‌ম্যানের কাণে কাণে কি কি কথা বলিল, তাহার পর যে ঘরে সে কয়েদ থাকে, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠিতে লিখিল :—

"মিষ্টার রিগ্‌ডেন! আলফ্রেড নামে সেই রোগা ছোঁড়াটা সেই সকল দলীলপত্র তোমার বাড়ী হইতে চুরি করিয়া লর্ড ক্লোরিমেলকে দিয়াছে, মিস্ প্রাইস্ নামে একটা ছুঁড়ী সেই ছোঁড়াটাকে ঐ কাজ করিতে শিখাইয়া দিয়াছিল। ছুঁড়ীটা ডাকাতের দলে থাকে। হর্সলিডাউন পল্লীতে সেই ছুঁড়ীর একখানা মদের দোকান আছে। তুমি যদি সেই চোরের শাস্তি দিতে ইচ্ছা কর, তবে বিলম্ব না করিয়া এই বেলা সচেষ্ট হও।"

চিঠিখানা শীলমোহর করিয়া, শিরোনাম লিখিয়া, কুমারী কারোলাইন ডাকঘরে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিল; প্রহরী পিগ্‌ম্যান তাহার ঘুস-খাওয়া বন্ধু, তাহারই দ্বারা ডাকঘরে পাঠাইয়া দিল। পিগ্‌ম্যান ডাকঘর হইতে ফিরিয়া আসিলে কারোলাইন মিনতি করিয়া তাহাকে বলিল, "এখনি অনারেবল মিষ্টার ইটনের সাহত আমার দেখা করাইয়া দাও, তাহার সহিত আমার বিশেষ কথা আছে।"

পিগ্‌ম্যান অবিলম্বে কারোলাইনকে অনারেবল ইটনের হাজতঘরে রাখিয়া আসিল। মিষ্টার ইটন আদর করিয়া তাহাকে নিকটে বসাইলেন। ডাকাতের মেয়ের মুখে কারোলাইন যে সকল কথা শুনিয়াছিল,ম্যাগস্‌ম্যান ও বিগ্‌ বেগারম্যান যে রকম মন্তব্য দিয়াছিল, ইটনের সাক্ষাতে সব কথাগুলি একে একে বলিল; মিষ্টার ইটন সেই কথাগুলি ঠিক ঠিক একখানি কাগজে লিখিয়া লইলেন। তাহার পর উভয়ে আরও পাঁচ রকম কথা বলিতেছিল, পিগ্‌-ম্যান আসিয়া কুমারীকে বলিল, "মিস্! আর নয়, এখন তুমি বাহির হইয়া আইস।"

প্রহরী চলিয়া যাইবার পর কারোলাইন বাহির হইয়া আসিতেছিল, পথের মাঝখানে সেই দরদালানের সম্মুখেই পোষাকওয়ালী বিবি ব্রেসের সঙ্গে মুখামুখি দেখা। ঘুসের জোরে কারোলাইন যেমন সম্মুখদালানে

বেড়াইতে পায়, ঘুসের জোরে বিবি ব্রেস্‌ও সেই রকম দালানে বেড়াইবার স্বাধীনতা পাইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই কারোলাইন কোপে আরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "নচ্ছার কুট্‌নী! তোকে আজ এইখানে দেখে আমি বড় খুসী হোলেম। তুই ফাঁসীকাঠে ঝুল্‌বি! আমিই তোকে ফাঁসীকাঠে ঝোলাবার যোগাড় ক'রে দিয়েছি!"

ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া ব্রেস্ বলিয়া উঠিল, "বিশ্বাসঘাতিনি! তোকেও ফাঁসীকাঠে ঝুল্‌তে হবে! তুই আমার নামে চুক্‌লী করিছিস্, আমিও তোকে ফাঁদে ফেল্‌বার জোগাড় করেছি।"

কারোলাইন বলিল, "না না, আমি ফাঁসীগাছে ঝুল্‌ব না; আমি আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ কোত্তে পার্‌বো, দুরন্ত কুট্‌নী! তুই কিছুতেই তোর নির্দ্দোষিতা প্রমাণ কর্‌তে পার্‌বি না। নিশ্চয়ই তোকে ঝুল্‌তে হবে! ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে তুই যখন হাত পা-খেঁচ্‌বি, মৃত্যু-যাতনায় যখন তুই ছট্‌ফট্ কর্‌বি, আমি তখন নিকটে দাঁড়িয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে সেই রঙ্গ দেখ্‌বো।"

পোষাকওয়ালীর মুখখানা রক্তশূন্য হইয়া গেল, ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, গর্জ্জন করিয়া বলিল, "পাপীয়সি! যদি তুই জল্লাদের হাতেও না মরিস্, তবু তোকে অন্য কোন রকমে মোত্তেই হবে—হবেই হবে!"

সাপের মত গর্জ্জন করিয়া কারোলাইন বলিল, "না রে না, আমি মর্‌বো না, ফাঁসদড়ী গলায় পোরে, ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে তুই ধড়ফড় কর্‌বি, আমোদ ক'রে সেই মজা দেখ্‌বার জন্য আমি বেঁচে থাক্‌বো। ঠিক বল্‌ছি, দেখ্‌বো—দেখ্‌বো—দেখ্‌বো!"

কম্পিতকলেবরে দাঁত কড়মড় করিয়া পোষাকওয়ালী বলিল, "তুই ছুঁড়ী ভারী ছেনাল! বিবি লিড্‌লীকে তুই খুন করেছিস্!"

ব্যঙ্গ করিয়া কারোলাইন বলিল, "ওঃ! ডাকাত ম্যাগস্‌ম্যানের স্ত্রী তুই, সেই ম্যাগস্‌ম্যান এই জেলখানাতেই হাজতে আছে। এইমাত্র সেই লোকটা তোর নাম কর্‌ছিল!"

হঠাৎ কাপড়ের ভিতর হইতে কি একটা জিনিস বাহির করিয়া, পিশাচী পোষাকওয়ালী ভীষণ আকার ধারণ করিয়া সক্রোধে বলিল, "বজ্জাত! এখনি আমি তোকে খুন ক'রে ফেল্‌বো!"

ভয়ে নিকট হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া কারোলাইন বলিয়া উঠিল, "সত্যই এ মাগীটা খুনে মাগী গো!"

খুনে মাগী তৎক্ষণাৎ মস্ত একখানা ধারালো কাঁচি উর্দ্ধে তুলিয়া কারো-লাইনের বুকে সজোরে বসাইয়া দিল। কারোলাইন অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল, ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

প্রহরী পিস্‌ম্যান অদূরেই দাঁড়াইয়া ছিল, ছুটিয়া আসিয়া মাগীটাকে ধরিয়া ফেলিল, টানিয়া হিঁচড়াইয়া তাহার হাজত-গারদে লইয়া গেল। অজ্ঞানাবস্থায় কারোলাইনকে জেলখানার হাসপাতালে প্রেরণ করা হইল।

ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

মৃত্যুশয্যা।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ হইতে পারিবে, এই কারোলাইন যখন ছদ্মবেশে, ভারতবাসী বালকের সাজে রাও নামে পরিচয় দিয়া লর্ড ক্লোরিমেলের কাছে চাকরী করিত, সেই সময় এক রাত্রে লর্ড মণ্টগোমারীর বাড়ীতে গিয়াছিল। লর্ডের সঙ্গে যখন তাহার কথাবার্ত্তা হয়, উকীল রিগ্‌ডেন সেই সময় তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাও তৎকালে লর্ডের আদেশে পাশের ঘরে সরিয়া গিয়াছিল। উকীলে-মক্কেলে যে সকল কথা হইয়াছিল, রাও-বেশধারিণী চতুরা কারোলাইন পাশের ঘরে বসিয়া আগাগোড়া সেই সকল কথা শুনিয়া রাখিয়াছিল। চ্যান্সারী কোর্টে মোকদ্দমা সম্বন্ধেই সব কথা। উকীল বিদায় হইবার পর লর্ড মণ্টগোমারী পাশের ঘরের দরজার নিকটে গিয়া কারোলাইনকে ডাকেন। কারোলাইন যেন কতই ঘুমাইতেছিল, সেই ভাবে উঠিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে লর্ডের সঙ্গে দেখা করে, কয়েকটি কথার পর বিদায় হইয়া আইসে। যাহা যাহা শুনিয়া আসিয়াছিল, তদবধি এ পর্য্যন্ত কাহারও কাছে তাহা প্রকাশ করে নাই। এই দিন ডাকাতের মেয়ের মুখে সেই মোকদ্দমার কথা শুনিয়া সমস্তই তাহার স্মরণ হইয়াছিল। তাহার পরেই বিবি ব্রেসের কাঁচির আঘাতে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়।

সেই দিন সন্ধ্যার পর নিউগেট-কারাগারের পাদ্রী সাহেব পিকাডিলি পল্লীতে লর্ড ক্লোরিমেলের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হন, লর্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে তিনি বলেন, 'কারোলাইন ওয়াল্টার একজনের অস্ত্রাঘাতে মরণাপন্ন, বাঁচিবার আশা কম; মৃত্যুকালে কারোলাইন একবার আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করে।'

লর্ড ক্লোরিমেল স্বভাবতঃ পরম দয়ালু, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে নিউগেট-কারাগারে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে পাদ্রী সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, পোষাকওয়ালী বিবি ব্রেস হঠাৎ সেই অভাগিনীকে প্রাণঘাতক অস্ত্র প্রহার করিয়াছে। কথাটা শুনিবামাত্র লর্ড

ক্লোরিমেল চমকিয়া উঠিলেন; বিবি ব্রেসের সঙ্গে পূর্ব্বে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল, সেই কথা স্মরণ করিয়া মনের ঘৃণায় তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন।

কারাগারের হাঁসপাতালের একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া লর্ড বাহাদুর দেখিলেন, সামান্য একটা বিছানার উপর অভাগিনী কারোলাইন শুইয়া আছে, তাহার মুখে চক্ষে মৃত্যুলক্ষণ সুস্পষ্ট প্রকাশ। ওষ্ঠাধর বিবর্ণ, নয়ন আচ্ছন্ন, অঙ্গ নিশ্চেষ্ট।

অবস্থা দর্শন করিয়া লর্ড ক্লোরিমেল অন্তরে অতিশয় বেদনা পাইয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহারই নির্দ্দয় ব্যবহারে নিরুপায় হইয়া অভাগিনী পথে পথে ঘুরিয়াছিল, অবশেষে কারাগারের মধ্যে এই অল্পবয়সে বিঘোরে তাহার প্রাণ গেল।

মৃত্যুশয্যাশায়িনী কারোলাইন অতি কষ্টে নেত্র উন্মীলন করিয়া লর্ড ক্লোরিমেলের দিকে একবার সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। লর্ড বাহাদুর ধীরে ধীরে শয্যার নিকটবর্ত্তী হইলেন। যে ধাত্রী সেইখানে সেবা করিবার জন্য উপস্থিত ছিল, সে তখন বাহির হইয়া গেল, পাদ্‌রী সাহেবটি লর্ড ক্লোরিমেলের সঙ্গে গিয়াছিলেন, তিনিও বাহির হইয়া আসিলেন; শয্যাপার্শ্বে লর্ড ক্লোরিমেল একাকী।

ঘরে কেবল একটিমাত্র বাতী জ্বলিতেছিল; আসবাবপত্র কিছুই ছিল না। লর্ড ক্লোরিমেল চঞ্চল-নয়নে ঘরের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া কম্পিত হইলেন; কারোলাইনের মুখের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল; তিনি দেখিলেন,কারোলাইন অনিমেষে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে; চাহিয়া চাহিয়া অতি ক্ষীণস্বরে ধীরে ধীরে বলিল, "আসুন, আমার নিকটে বসুন, মরণের অগ্রে, আপনাকে গুটিকতক কথা বলিয়া যাইব।"

কথাগুলি লর্ড ক্লোরিমেলের মর্ম্মভেদ করিল। তিনি জানু পাতিয়া বিছানার ধারে বসিয়া সজল-নয়নে কাতর-কণ্ঠে বলিলেন, "কারোলাইন! আমাকে তুমি ক্ষমা কর;—তোমার প্রতি আমি যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি, যে অপরাধ তুমি মার্জ্জনা কর!"—এই বলিয়া তাহার একখানি হস্ত ধারণ করিলেন।

অতিমৃদু, অতিক্ষীণ, ঘন-কম্পিত-কণ্ঠে কারোলাইন বলিল, "আপনিও আমাকে ক্ষমা করুন। পূর্ব্বে আমি আপনাকে যতদূর গাঢ় অনুরাগে ভাল-

বাসিতাম, ইদানীং ততদূর ঘৃণার আপনাকে আমি অবজ্ঞা করিয়াছি। আপনার নিষ্ঠুরব্যবহারেই আমার ঘৃণা জন্মিয়াছিল। এখন আমি মরি, এখন আমার সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দয়ালু পাদ্‌রী সাহেবটি আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়াছেন। আরও, উপর হইতে যেন একটি অজ্ঞাতস্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, সেই স্বর আমাকে অনেকটা শান্তি প্রদান করিয়াছে, এখন আমি পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিয়াছি। গেব্রিল! এখন আর আমার আপনার প্রতি কোন প্রকার ঘৃণা নাই। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমিও আপনাকে ক্ষমা করি; উভয়ে উভয়কে ক্ষমা করিলে, মৃত্যুকালে আমি যথেষ্ট শান্তি পাইব, নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে মরিতে পারিব। সমস্ত অতীত বৃত্তান্ত ভুলিয়া যাইব।"

ক্লোরিমেল বলিলেন, "ঈশ্বর জানেন, আমি অকপটে সরলভাবে অন্তরের সহিত তোমাকে ক্ষমা করিতেছি। কারোলাইন! তুমি কি এইরূপ সরলভাবে আমাকে ক্ষমা করিতে পারিবে? আমার অনিষ্ট করিবার জন্য তুমি যত প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলে, সমস্তই আমি ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে আমি তোমার যে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট করিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি ভুলিতে পারিবে? কারোলাইন! সরল-প্রাণে তুমি কি আমার পূর্ব্ব-অপরাধ মার্জ্জনা করিবে?"

স্থির-নেত্রে চাহিয়া কারোলাইন উত্তর করিল, "হাঁ গেব্রিল, অকপটে আমি আপনাকে ক্ষমা করিলাম। তোমাকে ক্ষমা করিয়া পরমানন্দে আমি শান্তিলাভ করিলাম।"

লর্ড ক্লোরিমেল এতক্ষণ বিছানার ধারে জানু পাতিয়া বসিয়া ছিলেন, এই সময়ে উঠিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া মুক্ত-কণ্ঠে গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কারোলাইন! জগদীশ্বরও তোমাকে ক্ষমা করুন।"—এই শেষ কথা বলিয়া তিনি মুমূর্ষু কুমারীর হস্ত চুম্বন করিলেন।

কারোলাইন বলিল, "হাঁ গেব্রিল, জগদীশ্বর আমাকে ক্ষমা করিবেন, তিনি আমার মনের ভাব জানিতেছেন; মন আমার নিষ্পাপ, সজ্ঞানে আমি কোন পাপকর্ম্ম করি নাই; কেবল আপনার উপর প্রতিশোধ লইবার পিপাসা আমার প্রবলা ছিল, তদ্ভিন্ন অন্য কোন দুষ্কর্ম্ম আমি করি নাই।"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সন্দেহরূপে লর্ড ক্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপ?—তুমি কোন দুষ্কর্ম্ম কর নাই, এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে তোমার

নামে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, যে অভিযোগে তুমি এই ভয়ঙ্কর স্থানে থাকতে আছ, সেটা—”

কারোলাইন বলিয়া উঠিল, “হাঁ, আমি নির্দ্দোষী ; পরমেশ্বর জানেন, আমি পাপকার্য্য জানি না। শপথ করিয়া আমি বলিতে পারি, চিরদিন আমি নিষ্পাপ।”

কুমারীর বাক্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইলেও, কতক সন্দেহে লর্ড ক্লোরিমেল পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি যদি নির্দ্দোষী, তবে সেই খুনের যথার্থ অপরাধী কে? সেই বৃদ্ধা ধাত্রীকে কোন্ ব্যক্তি খুন করিয়াছে?”

কারোলাইন বলিল, “অনারেবল আর্থর ইটন সমস্তই জানেন ; তিনিও আমার মত নির্দ্দোষী ; অবস্থাঘটিত প্রমাণে মিথ্যা খুন দায়ে তিনি ধরা পড়িয়াছেন। এমন সময় শীঘ্রই আসিবে, যে দিন তিনি তাঁহার নিজের ও আমার নির্দ্দোষিতা জগতের লোককে জানাইয়া দিবেন। অহো! সেই দিন পর্য্যন্ত জগদীশ্বর যদি আমাকে বাঁচাইয়া রাখেন, তাহা হইলে মরণে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না ; আমি পরম সুখে মরিতে পারিব।”

ক্লোরিমেল বলিলেন, “তুমি নির্দ্দোষী, এ কথা শুনিলে যথার্থই আমি পরম সুখী হইব।”

কারোলাইন বলিল, “সে কথা লইয়া আলোচনা করিবার এখন কোন আবশ্যক নাই। খানিকক্ষণ আপনি এইখানে থাকুন, যে যে কার্য্য আমি করিয়াছি, মৃত্যুকালে তৎসমস্তই আপনার কাছে স্বীকার করিব। চেয়ারখানি আমার দিকে আর একটু সরাইয়া আনুন, খুব নিকটে আসিয়া বসুন, আমি অধিক উচ্চকণ্ঠে কথা কহিতে পারিব না, নিতান্ত আবশ্যক না বুঝিলে আপনি আমার কথার উপর কথা ফেলিবেন না।”

ক্লোরিমেল নিকটে আসিয়া বসিলেন, কারোলাইন বলিতে লাগিল, “গেব্রিল বালকবেশে ও নাম ধারণ করিয়া আমি আপনার কাছে চাকরী করিতে গিয়াছিলাম ; আপনি আমাকে চাকরী দিয়াছিলেন, কিন্তু এখন আপনাকে আমার মনের কথা বলি ; আমি বন্ধুভাবে আপনার কাছে চাকরী করিতে যাই নাই, আপনাকে জব্দ করিবার জন্য আমার মনে কু-মতলব ছিল। দিনকতক আমি আপনার কাছে আছি, সেই সময় একদিন লর্ড মণ্টগোমারী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, আপনারা দুই জনে কথা কহিতেছিলেন, সেই সময় আপনাকে একখানা চিঠি দিবার জন্য আমি সেই ঘরে

প্রবেশ করি, বাহির হইয়া আসিবার সময় শুনিতে পাই, লর্ড মণ্টগোমারী আমাকে অবিশ্বাসী সন্দেহ করিয়া আপনার কাছে মন্তব্য প্রকাশ করেন, অধিকন্তু আপনাদের কথোপকথনে বিশেষ গূঢ়ত্ব আছে বুঝিতে পারিয়া দরজার আড়ালে আমি লুকাইয়া থাকি; কথাগুলি সব শুনি। মণ্টগোমারী বলিয়াছিলেন, আপনার পদ ও সম্পত্তির আর একজন দাবীদার দাঁড়াইতেছে, স্নিগ্‌ডেন সেই দাবীদারের পক্ষে উকীল নিযুক্ত হইয়াছেন। আপনি বলিয়াছিলেন, আমার দলীলপত্র খুব পাকা; সে সকল দলীল আমি একটি টীনের বাক্সে চাবী বন্ধ করিয়া আমার বিছানার নীচে রাখি, চাবী আমার বালিশের নীচে থাকে। সে কথাও আমি শুনিয়াছিলাম। তাহার পর আপনি সেই অজ্ঞাত-রমণীর অন্ধকার বৈঠকখানার অদ্ভুত গল্প আর তাহার নূতন গুপ্ত প্রণয়ের গল্প তুলিয়াছিলেন; সেই সময় একখানা থিয়েটারের টিকিট আর একটি নীল পোষাক আপনার কাছে আইসে। মনে মনে কি ভাবিয়া আপনি সেই সময় ঘণ্টাধ্বনি করিয়া আমাকে ডাকেন। দ্বারের পার্শ্বেই আমি ছিলাম, তাহা আপনি জানিতেন না; ঘণ্টার ধ্বনি শুনিবামাত্র আপনার সম্মুখে আমি হাজির হই। আপনি আমাকে সেই নীল পোষাকটা জ্বালাইয়া দিবার হুকুম দেন। হুকুম শুনিয়া লর্ড মণ্টগোমারীর মুখখানি কেমন বিমর্ষ হইয়া যায়। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম, তিনি যেন সেই পোষাক পরিয়া থিয়েটারে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। পোষাক লইয়া আমি বাহির হইয়া আসি, কিন্তু পোষাকটা জ্বালাইয়া দিই নাই। লর্ড মণ্টগোমারী যখন বিদায় হন, বাহিরের বারান্দায় তখন আমার সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়, তিনি আমাকে সেই পোষাকের কথা জিজ্ঞাসা করেন, পোষাক আমি পুড়াইয়া ফেলি নাই, সেই কথা তাঁহাকে বলি। তিনি আমাকে সেই দিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে বলেন; আমি তদনুসারে গ্রাফ্‌টন ষ্ট্রীটে তাঁহার বাড়ীতে যাই; তাঁহার সহিত দুটি একটি কথা হইতেছিল, ঠিক সেই সময় উকীল স্নিগ্‌ডেন সেই ঘরে উপস্থিত হন; কাজেই আমাকে পাশের ঘরে সরিয়া যাইতে হয়; সেই ঘর হইতে তাঁহাদের উভয়ের কথোপকথন আমি শুনিতে পাই। স্নিগ্‌ডেন বলিয়াছিলেন, লর্ড ক্লোরিমেলের নামে মোকদ্দমা রুজু করা হইয়াছে, নোটিশ জারী করা গিয়াছে। সেই কথা শুনিয়া আমার একটা বুদ্ধি যোগায়; সেই বুদ্ধিপ্রভাবে আমি আপনাকে বশ করিব, এইরূপ স্থির

করিয়া রাখি। রিগ্‌ডেন বিদায় হইবার পর আবার আমি লর্ড মণ্টগোমারীর সহিত দেখা করি, যাহা কিছু বলিবার ছিল, তিনি আমাকে বলেন, আমিও তাহার উত্তর দিই। তিনি আমার কাছে সেই নীল পোষাক চাহিয়াছিলেন, পরদিন চুপি চুপি তাহা আমি তাঁহাকে দিয়া আসি। সেই রাত্রে আপনি ঘুমাইয়া ছিলেন, আমি নিঃশব্দে আপনার শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া, বালিশের নীচে হইতে চাবী লইয়া সেই টীনবাক্স খুলিয়া আপনার দলীলগুলি চুরি করি; কাগজ ও পার্চ্চমেণ্ট সমস্তই বাহির করিয়া লই। তৎপরদিন সেই সকল দলীল আমি উকীল রিগ্‌ডেনের হাতে দিয়া আসি। আপনার মনে হইতে পারিবে, একদিন আমি একটা মিথ্যা গল্প রচনা করিয়া আপনাকে শুনাইয়াছিলাম, আমার একটি ভগ্নী ছিল, একজন লম্পট তাহাকে লোভ দেখাইয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেই ভগ্নীকে কোথাও আমি খুঁজিয়া পাই নাই। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আপনি আমাকে লোভ দেখাইয়া নষ্ট করিয়াছিলেন, কৌশলে ভগ্নীর নাম করিয়া তাহাই আপনাকে বলিয়াছিলাম। সব কথা বলিবার সময় পাই নাই, সেই সময় আপনার উকীল মিষ্টার ক্রেস্‌ওয়েল উপস্থিত হন; তিনি আপনাকে বলেন, মিষ্টার রিগ্‌ডেন তাঁহাকে মোকদ্দমার নোটিস্ পাঠাইয়াছেন। আপনি তখন দলীলগুলি আনিবার জন্য আপনার শয়নঘরে যান; আমিও আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাই। বাক্স খুলিয়া, দলীল না পাইয়া, আপনি মাথায় হাত দিয়া বসেন, কম্পিত হইয়া সেই সময় আপনি বলিয়াছিলেন, 'সর্ব্বনাশ হইয়াছে!' সেই কথা শুনিয়া আমার ভারী আহ্লাদ হইয়াছিল। মাই লর্ড! এখন আমি মরি; এখন আর আমি কোন রকম মন্দভাব মনে রাখিব না। মরণকালে মানবের দানব-প্রকৃতি দূরে যায়, দেবভাবের আবির্ভাব হয়; আমি পবিত্র অন্তরে সমস্ত সত্যকথা আপনাকে বলিতেছি।"

ক্লোরি।—(অন্যমনস্ক হইয়া) ওঃ! তবে সেই মণ্টগোমারী সেই নীল পোষাক পরিয়া থিয়াটারে গিয়াছিল!—আমি যাইব না, তাহা জানিতে পারিয়াই, পোষাকে আমার বেশ ধরিয়া বজ্জাতী খেলিয়াছিল! আচ্ছা, সেই অজ্ঞাত-রমণীর সহিত সেখানে কি তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

কারো।—নিশ্চয়। সেই মতলবেই তো তিনি নাট্যরঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুমারী পলিনকে ধরিবার জন্য আমি একটা ফাঁদ পাতিয়াছিলাম,

পলিন্ সেই ফাঁদে ধরা পড়িয়াছিল। একখানা বেনামী চিঠি পাইয়া পলিনের মনে ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—

ক্লোরি।—হাঁ, তাহা আমি শুনিয়াছি। পলিনের সহিত আমার পুনর্ম্মিলন হইয়াছে; পলিন্ আমাকে সমস্ত কথা বলিয়াছে।

কারো।—ওঃ। পলিনের সহিত আপনার পুনর্ম্মিলনে আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম; সুখে থাকুন, আপনারা উভয়েই সুখভোগ করুন। (এই সময় দরদর অশ্রুধারে অভাগিনীর শোণিতশূন্য কপোল প্লাবিত হইল।)

ক্লোরি।—সেই নাট্যরঙ্গে তুমি বেদিনী সাজিয়াছিলে, হাঁ, সে কথায় আর কাজ নাই। আমি—

কারো। আপনি বুঝিতে পারিলেন, পলিনের সহিত আপনার চির-বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়াই আমার মতলব ছিল। পলিন্‌কে আপনি প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন, সেটা আমার প্রাণে সহ্য হয় নাই। সেই বিচ্ছেদের চেষ্টা করিয়াই আমি ক্ষান্ত ছিলাম না, আপনার দলীল চুরি করিয়াছিলাম, বিপক্ষের উকীলের হস্তে সেই সকল দলীল দিয়াছিলাম, বাক্সের মধ্যে দলীল না পাইয়া আপনি হতাশ হইয়াছিলেন, সেই রাত্রেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন—

ক্লোরি।—হাঁ, আমার স্মরণ হইতেছে। সে রাত্রে আমি হর্সলী ডাউন পল্লীতে গিয়াছিলাম। আচ্ছা, তাহার পর তুমি কি করিয়াছিলে, বলিয়া যাও।

কারো।—আপনি বাহির হইয়া যাইবার পর একখানা চিঠি লইয়া একজন দীর্ঘাকার পেয়াদা আসিয়াছিল, তাহার মুখখানা আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, লোকটা বার বার আমার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল। লর্ড মণ্টগোমারীর কাছে যখন আপনি গুপ্ত প্রেমের গল্প করিয়াছিলেন, তখন যে পেয়াদার চেহারা বলিয়াছিলেন, সেই লোকটার আকার-প্রকার দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, সেই পেয়াদা। আপনি বাড়ীতে ছিলেন না, সেই কথা শুনিয়া, চিঠিখানা আমার কাছে রাখিয়া লোকটা তখন চলিয়া গিয়াছিল, রাত্রি দুই প্রহরের সময় আবার আসিয়াছিল, আপনার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, গাড়ীতে উঠিয়া তাহার সঙ্গে আপনি বাহির হইয়াছিলেন; আমিও চুপি চুপি পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিলাম

অজ্ঞাত-রমণী যে বাড়ীতে আপনাকে লইয়া গিয়াছিল, সংগোপনে আমি সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলাম। বাড়ীর ভিতর ঘোর অন্ধকার, কেহই আমাকে দেখিতে পায় নাই। অজ্ঞাত-রমণী যে ঘরে আপনাকে লইয়া যায়, সে ঘরটাও অন্ধকার, আমিও সেই অন্ধকারে সেই ঘরে গিয়া খাটের নীচে লুকাইয়া ছিলাম। রমণী আপনাকে যত কথা বলিয়াছিল, সব আমি শুনিয়াছিলাম। ভালবাসা জানাইয়া সে আপনাকে বলিয়াছিল, 'তুমি আমাকে বিবাহ কর, উপস্থিত মোকদ্দমার দায় হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিব। বিবাহ যদি না কর, তাহা হইলে তোমার পদ-সম্পদ্ নিশ্চয়ই পরের হস্তে যাইবে।' এই কথা বলিয়া রমণী আপনাকে যেরূপ গাঢ় অনুরাগে সোহাগ করিয়াছিল, তাহাও আমি দেখিয়াছিলাম। ভোরে উঠিয়া আমি যখন বাহির হই, তখন সেই বাড়ীখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছিলাম, আবার যদি সেখানে যাইবার আবশ্যক হয়, বেশ চিনিয়া লইতে পারিব, সেই রকমে চিনিয়া রাখিয়াছিলাম।

ক্লোরি।—অঁ্যা!—চিনিয়া রাখিয়াছিলে! বল দেখি কারোলাইন, কোথায় সেই বাড়ীখানা?

কারো।—কেন গা?—আবার সেই বাড়ীতে যাইতে আপনার ইচ্ছা আছে না কি?

ক্লোরি।—না না,—ত্রিলোকের আধিপত্যলাভ হইলেও আর আমি সে পথে যাইব না। আমার স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছে, মোহিনী আমাকে যে মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ করিয়াছিল, সে মন্ত্রের পরাক্রম ঘুচিয়া গিয়াছে, কুমারী পলিনের পবিত্র প্রণয় আমার বক্ষে রক্ষাকবচ হইয়াছে, সেই কবচের শক্তিতে মোহিনীর মোহন ইন্দ্রজাল উড়িয়া গিয়াছে।

কারো।—আপনার এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আমি পরম সন্তুষ্ট হইলাম। সেই অজ্ঞাত মোহিনী যেরূপ কুহক-মন্ত্রে আপনার মন ভুলাইয়াছিল, যেরূপ আদর জানাইয়া প্রেমসূত্রে আপনাকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাতে আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনি হয় ত সেই প্রেমের মায়াহ্রদে ডুবিয়া যাইবেন, আবার হয় ত আমার কপালে আর একটা সতীন হইয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু আপনার এখনকার কথা শুনিয়া মৃত্যুকালেও আমার আনন্দ হইল। এখন তবে আর সেই অজ্ঞাত মোহিনীর নামটা আপনার অজ্ঞাত রাখিব না।

ক্লোরি।—(মহা কৌতূহলে অধৈর্য্য হইয়া) বল—বল,—বল কারো-লাইন, নামটা কি?

কারো।—ধৈর্য্য ধারণ করুন, গেব্রিল,—ধৈর্য্য ধারণ করুন; আমার কথা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখনি আপনি সেই মোহিনীর নামটা আমার মুখে শুনিতে পাইবেন। স্মরণ করুন, এক রাত্রে আপনি নারীবেশে চ্যান্সারী লেনের মধ্যে জন কতক মাতালের হাতে দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া একটা গারদ-বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পথে আমি একটু দূরে দূরে আপনার অনুসরণ করিয়াছিলাম,—প্রায় সর্ব্বদাই ঐরূপে আপনার অনুসরণ করা আমার অভ্যাস ছিল; আপনি কিছুই জানিতে পারিতেছিলেন না। হাঁ, আপনি গারদ-বাড়ীতে রহিলেন, কখন্ বাহির হইয়া আসিবেন, সেই অপেক্ষায় আমি প্রায় দুই ঘণ্টাকাল রাস্তার একধারে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অবশেষে গারদ-বাড়ীর জমাদারের মুখে শুনিলাম, রাত্রে আপনি আর বাহির হই-বেন না; সেই বাড়ীতে লেডী ফিজ হারবার্ট আর লেডী লিটিসিয়া আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে এক ঘরে আপনি নিশাযাপন করিবেন। আপমি যে পুরুষ-মানুষ, নারীবেশ ধরিয়া সে বাড়ীতে গিয়াছিলেন, জমাদার অথবা তাহার পেয়াদা তাহা কিছুই জানিতে পারে নাই,সন্দেহও করে নাই। রাত্রে আপনি বাহির হইবেন না, তবে আর পথের মাঝখানে কেন দাঁড়াইয়া থাকি, এই ভাবিয়া তথা হইতে ফিরিলাম। মনে একটা নূতন ফন্দী স্থির করিলাম। আপনাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য নূতন সংকল্প করিলাম। গায় বসিয়া তাড়াতাড়ি একখানা চিঠি লিখিলাম; একটা ঠিকা লোক ধরিয়া সেই চিঠিখানা কারল্টন হাউসে পাঠাইলাম। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের নামে চিঠি। সেই চিঠিতে আমি লিখিয়াছিলাম, 'যুবরাজ! লর্ড ক্লোরিমেল আজ রাত্রে নারীবেশ ধরিয়া চ্যান্সারী লেনের গারদ-বাড়ীতে বিবি ফিজ্ হারবার্টের সহিত এক গৃহে নিদ্রা যাইতেছেন।' যে লোকের হাতে দিয়া চিঠিখানা পাঠাইয়াছিলাম, আমি নিজেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া কারল্টন হাউসের নিকটে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া ছিলাম। প্রিন্স তখন বাড়ীতে ছিলেন না; সুতরাং চিঠিখানি তাঁহার হাতে পড়িল না। কত রাত্রে তিনি ফিরিবেন, তাহা না জানিয়াও সেইখানে অনেকক্ষণ আমি প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। রাত্রি যখন দুইটা বাজিল, যুবরাজ তখন

অন্ত দরজা দিয়া প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিলেন, শীঘ্র আর বাহির হইলেন না; সুতরাং আমার সে চেষ্টা বৃথা হইয়াছিল। আমি অগত্যা বাসায় ফিরিয়া গিয়া পরদিন বেলা সাতটা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া ছিলাম। সাতটার পর উঠিয়া আবার সেই চ্যান্সারী লেনে চলিয়া যাই; বেলা যখন নয়টা, সেই সময় ডচেস্ ডেভন্সার আর কাউণ্টেস্ ডেস্বরা সেই গারদ-বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, একটু পরে যুবরাজ নিজেও একখানা রাজচিহ্নবর্জ্জিত শকটারোহণে সেই বাড়ীতে উপস্থিত হন। নিকটে কাফিঘরে আমি লুকাইয়া ছিলাম, সেই ঘরের জানালা দিয়া ঐ তিন জনকে দেখিতে পাইয়াছিলাম; অল্পক্ষণ পরে লেডী ডেস্বরার সহিত আপনি বাহির হইয়া আসিলেন, রাস্তায় কাউণ্টেসের গাড়ী ছিল, আপনারা উভয়ে সেই গাড়ীতে আরোহণ করিলেন; আপনি সত্য সত্য স্ত্রীলোক কি না, কাউণ্টেস্ হয় তো তাহা জানিতেন না, অথবা তাঁহার তুল্য ভণ্ডতপস্বিনী পৃথিবীতে—

ক্লেরি।—(বাধা দিয়া) না;—কাউণ্টেস্ জানিতেন, আমার নাম মিস প্লাণ্টাজিনেট। তুমি যাহা বলিতেছিলে, বলিয়া যাও। সেই রমণীর নাম কি?

কারো।—ধৈর্য্য,—গেব্রিল, ধৈর্য্য;—একে একে সব কথা আমি বলিতেছি। কাউণ্টেসের গাড়ীতে উঠিয়া আপনারা চলিলেন, আমিও সেই অবকাশে একখানা ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিয়া একটু দূরে দূরে সেই গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। আপনারা বেলেগুেন-ভবনে প্রবেশ করিলেন, আমি ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পর তিন দিন আপনি বাড়ীতে গেলেন না, উদ্বিগ্ন হইয়া আমি আপনার অন্বেষণে বাহির হইলাম। সেই যে অন্ধকার প্রেমামোদের রহস্য-নিকেতন, সেই নিকেতনে উপস্থিত হইলাম। ঠিক ধরিয়াছিলাম। সেই বাড়ীতেই আপনি ছিলেন। সেই ঘর, সেইরূপ অন্ধকার, সেই অন্ধকারের ভিতর আমি লুকাইয়া রহিলাম। অজ্ঞাত মোহিনী আপনার কাছে বসিয়া পূর্ব্ববৎ সোহাগ করিতেছিল, প্রেমালাপ জাগাইতেছিল, আপনি তাহার প্রেম-সোহাগে মোহিত হইয়া পড়িতেছিলেন; অবসর বুঝিয়া মোহিনী সেই সময় বিবাহের কথা তুলিয়াছিল, বিবাহ হইলে সে আপনাকে মোকদ্দমায় জিতাইয়া দিবে, ঘোমটা খুলিয়া মুখ দেখাইবে, নিজের বংশপরিচয় প্রকাশ করিবে, আদরে আদরে আপনাকে চুম্বন করিয়া সেই সব কথা বলিয়াছিল। আপনি তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছিলেন। মোহিনী বলিয়াছিল, 'তুমি কিছু দিন লণ্ডন ত্যাগ করিয়া

ডোভার বন্দরে গিয়া বাস কর।' মোহিনী সে কথা কেন বলিয়াছিল, আপনি হয় ত তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু আমি বুঝিয়াছিলাম। ডোভার সহর লণ্ডন হইতে অনেকটা দূর, আপনি সেখানে থাকিলে কুমারী পলিনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, পুনর্মিলনের চেষ্টা করিতে পারিবেন না, সেই জন্যই আপনাকে তফাৎ করা তাহার মতলব ছিল। ডোভারে যাইতে আপনি রাজী হইয়াছিলেন। তাহার পর আপনি ঘুমাইলেন, রমণী সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। আমি সেই অবকাশে কাঁচি দিয়া বিছানার মশারির আর গবাক্ষের পর্দার খানিকটা কাপড় কাটিয়া লই, চুপি চুপি বাহির হইয়া আসি।

ক্লোরি।—(অস্থির হইয়া) সেই অজ্ঞাত মোহিনীর নামটা কি, তাহা বলিতে তুমি ভুলিয়া যাইতেছ। নামটা আগে আমাকে বল।

কারো।—বলিতেছি, একটু স্থির হইয়া সকল কথা শ্রবণ করুন। আপনি ডোভারে চলিয়া গেলেন, সেখানে পৌঁছিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আদেশ পাইয়া আমিও ডোভারে উপস্থিত হইলাম। শীঘ্রই জানিতে পারিলাম, মোহিনীও ডোভারে গিয়া সহরের প্রান্তভাগে একটা নির্জ্জন পল্লীতে বাসা লইয়াছিল। প্রতিদিন অনেক রাত্রে সেই দীর্ঘাকার পেয়াদা আপনার চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া মোহিনীর বাসায় লইয়া যাইত, সে খবরও আমি রাখিয়াছিলাম। কিছু দিন সেই ভাবে থাকি। রাত্রিকালে আপনি মোহিনীর বাসায় যাওয়া আসা করেন, সেই সময় বিশেষ করিয়া মোহিনী-সংক্রান্ত গুপ্তকথা আমার কাছে ব্যক্ত করেন; মোহিনীকে বিবাহ করিবার জন্য আপনার ইচ্ছা হইয়াছে, শীঘ্রই বিবাহ হইবে, বিবাহের আয়োজন করিবার নিমিত্ত আমাকে আপনি লণ্ডনে পাঠাইয়া দেন। —বিবি ব্রেসের বাড়ীতে বিবাহ হইবে, সেইখানেই আমি আবশ্যকমত সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখি. একটা পুরোহিতও যোগাড় করি। মনে মনে অভিলাষ, মোহিনীকে ফাঁকি দিয়া আমি নিজেই পাত্রী সাজিয়া আপনাকে বিবাহ করিব। যে দিন সন্ধ্যাকালে ব্রেসের বাড়ীতে আপনি উপস্থিত হইলেন, সেই দিন একটু পরে মোহিনীও সেইখানে উপস্থিত হইল। মোহিনীকে উপরের একটা ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া, আমি নিজেই কনে সাজিয়া বিবাহ-গৃহে উপস্থিত হই; খানিকক্ষণ বিলম্ব হইলেই আমার সঙ্গে আপনার বিবাহ হইয়া যাইত, হঠাৎ সেই হতভাগা পাগলটা সেই ঘরে প্রবেশ করাতে আমার সমস্ত ফিকির পণ্ড

হইয়া গেল। বিবাহ হইল না। ব্রেসের বাড়ী হইতে আমি পলায়ন করিলাম। সেই পাগলটাকে অগ্রে এক দিন কুকুরে কামড়াইয়াছিল, শেষ-কালে জলাতঙ্ক-রোগে তাহার মৃত্যু হয়। সে কথা অবশ্যই আপনার মনে থাকিতে পারে।

ফ্লোরি।—(ব্যস্ত হইয়া) মনে আছে, মনে আছে, কিন্তু সেই অজ্ঞাত-রমণীর নামটা কি?

কারো।—ওঃ! ভুলিয়া যাইতেছিলাম—অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে;—বেশী কথা বলিতে পারি না। আপনি আমার দিকে সরিয়া আসুন, মুখখানি আমার মুখের কাছে আনুন। জগৎ হইতে বিদায়কালে জন্মশোধ আপনার মুখে আমি একটি চুম্বন করি। শেষ চুম্বন।—এই চুম্বনেই আমার আশা পূর্ণ হইবে।

লর্ড ফ্লোরিমেল তৎক্ষণাৎ কারোলাইনের মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন, সানুরাগে কারোলাইন তাঁহার মুখচুম্বন করিল, কানে কানে কি একটি নাম বলিয়া বিছানার উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ধাত্রীর সহিত হাঁসপাতালের ডাক্তার অবিলম্বে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, যে ঔষধে মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়, মূর্চ্ছিতা কারোলাইনকে সেই ঔষধ সেবন করাইলেন; নিশ্বাস বহিতে লাগিল, জীবনসঞ্চার অনুভূত হইল, কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল না। অভাগিনী অনিমেষ-নয়নে ফ্লোরিমেলের মুখ-পানে চাহিয়া রহিল, তিনিও পূর্ব্বাপর অবস্থা স্মরণ করিয়া, দারুণ ক্ষোভে, অনুতাপে, পরিতাপে কাতর হইয়া সেই বিবর্ণ বদনের প্রতি করুণ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। উভয়ের চক্ষেই দরদর অশ্রুধারা!

অনন্তর ডাক্তারকে একটু তফাতে ডাকিয়া লইয়া জনান্তিকে লর্ড ফ্লোরি-মেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কতক্ষণ বাঁচিবে?"—ডাক্তার উত্তর করি-লেন, "দুই এক দিন বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন, নূতন কিছু উপসর্গ হইলে ইহার মধ্যেও প্রাণ যাইতে পারে।"

সাশ্রু-নয়নে চাহিয়া ফ্লোরিমেল বলিলেন, "আপনি থাকুন, রোগী আজ যদি ভাল থাকে, অনুগ্রহ করিয়া কল্য প্রাতঃকালে আপনি আমাকে সংবাদ দিবেন, আবার আসিয়া আমি একবার দেখিব।"—ডাক্তারকে ঐ কথা বলিয়া অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে মুমূর্ষু কুমারীর পাণ্ডুবর্ণ মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে লর্ড ফ্লোরিমেল সে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; তাঁহার বোধ হইল যেন,

সমাধিক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া, মর্ম্মবেদনার কাতর হইয়া তিনি ভাবিলেন, 'হায় হায়, আমার জন্তই এই নিরীহ কুমারীর এই দশা! আমি ইহার কুমারীধর্ম্ম নষ্ট করিয়া পরিশেষে বর্জ্জন করিয়াছিলাম, অভাগিনী আমার জন্ত পথে পথে কাঁদিয়াছিল, কত বিপদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, একটা মিথ্যা অপবাদে এই ফৌজদারী জেলখানার হাজতে বাস করিতেছিল, অবশেষে একটা ভয়ঙ্কর পিশাচীর হস্তে অপঘাতে প্রাণ হারাইল! হায় হায়! মাতৃ-পিতৃহীনা অনাথা কুমারী—নিরপরাধিনী দুঃখিনী কুমারী কেবল আমার নিষ্ঠুরতাতেই তরুণ-যৌবনে ইহলীলা সংবরণ করিল!'

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে লর্ড ক্লোরিমেলের মনে কেমন এক প্রকার অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিল। আপনি আপনি তিনি যেন বুঝিলেন, তখন যেন তিনি আর সে ক্লোরিমেল নহেন।

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

—**—

হত্যাকারিণী।

রাত্রিকাল,—ঘোর নিশীথ-সময়। নিউগেট-কারাগারের নিকটস্থ সেন্ট সিপল্‌কার গীর্জ্জার ঘড়ীতে গম্ভীর-নিনাদে ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিল। রাত্রি নিবিড় অন্ধকার। পোষাকওয়ালী বিবি ব্রেস্ সেই সময় নিজের বিজন কারাকূপে বন্দিনী। কারাকূপ আরও ভয়ানক অন্ধকার। কোন দিক্ হইতে সামান্য একটা দীপশিখাও নয়নগোচর হয় না। চারিদিকে বড় বড় পাথরের বিরাট প্রাচীর। বাহিরে ভৈরবী-চক্রের মাতালগণের হল্লা চীৎকার, বিয়োগী লোকের উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি, কিছুই সেই কারাকূপের ভিতর হইতে শুনিতে পাওয়া যায় না; কেবল ঘণ্টায় ঘণ্টায় গীর্জ্জার ঘড়ীর লৌহ-রসনার অত্যুচ্চ শব্দ বিবি ব্রেসের কর্ণে প্রবেশ করে মাত্র; তদ্ভিন্ন কারাকূপে সমস্তই নিস্তব্ধ। কান খাড়া করিয়া হত্যাকারিণী এক দুই তিন করিয়া গণনা করিল, বারোটা।

কারোলাইনকে অস্ত্রাঘাত করিয়া কূপমধ্যে আনীত হইলে হত্যাকারিণীর ক্রোধ-রিপুর পরাক্রম হ্রাস হইয়া আইসে; কেন মারিলাম, ইহা চিন্তা করিয়া তাহার মনোমধ্যে অনুতাপ আসিয়াছিল। রাত্রি দুই প্রহরের মধ্যে কারাগারের প্রহরী সেই পিগ্‌ম্যান তিনবার বিবি ব্রেসের কারাকূপে প্রবেশ করিয়াছিল, ব্রেস্ তিনবারই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কারোলাইন কেমন আছে?" পিগ্‌ম্যান উত্তর করিয়াছিল, "ডাক্তার বলিয়াছেন, আঘাত সাংঘাতিক, বাঁচিবার আশা নাই।"

খুনে!—খুনে মেয়েমানুষ!—তাহার নাম শুনিলে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে; তাহার দিকে চাহিলে বলবান্ সাহসী পুরুষেরও মনে মহাভয়ের উদয় হয়; তাহাকে স্পর্শ করিলে অন্তরাত্মা বিকম্পিত হয়। বোধ হয় যেন প্রকাণ্ড কালভুজঙ্গিনী সর্ব্বশরীর বেষ্টন করিতেছে! খুনে মেয়েমানুষ!—তাহার কার্য্যকলুষে যেন প্রকৃতি পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে;—আকাশের চন্দ্রকে রক্তবর্ণ দেখায়;—সূর্য্য যেন রক্তে স্নান করিয়া অস্তে যান;—নক্ষত্রেরা যেন

রক্তের হ্রদে ডুবিয়া রক্তকলেবরে অল্প অল্প দীপ্তি পাইতেছে বোধ হয়!

রাত্রি দুই প্রহর। ঘোর অন্ধকার। চারিদিক্ নিস্তব্ধ। অন্ধকার কারা-কূপে বসিয়া হত্যাকারিণী পাপীয়সী ব্রেস্ গীর্জ্জার ঘড়ীর বারোটা আওয়াজ গণনা করিয়াছে। শেষ আওয়াজ থামিলে স্থানটা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও যেন অধিক নিস্তব্ধ হইল। হত্যাকারিণী নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছে;—একাকিনী বসিয়া বসিয়া কত প্রকার পাপচিন্তা মনে আনিতেছে; মুখখানা সাদা হইয়া গিয়াছে, দেখিলে যেন মরা-মানুষের মুখ বলিয়া বোধ হয়; চক্ষে পলক পড়ি-তেছে না, ওষ্ঠপুট নীরস, ঘন ঘন কম্পিত; কপালে বড় বড় ঘর্ম্মবিন্দু গড়াই-তেছে; তখন যেন তাহার বাক্‌শক্তি হরিয়া গিয়াছে! অন্ধকারের ভিতর পাপীয়সী কত প্রকার ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বস্তু দর্শন করিতেছে; দেখিতেছে যেন, অন্তিমকবর মুখব্যাদান করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে; দেখি-তেছে যেন, শত শত ভূত-প্রেতের বিকট বিকট মূর্ত্তি তাহার চক্ষের কাছে ছুটিয়া বেড়াইতেছে; শুনিতেছে যেন, কত প্রকার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে; স্বয়ং যমরাজ যেন গর্জ্জন করিয়া অস্ফুটবাক্যে ভয় দেখাইতেছেন; হত্যাকারিণী ভাবিতেছে, যেন তাহার চারিদিকে বৃক্ষের শুষ্ক পত্রের খস্ খস্ শব্দের ন্যায় কি এক প্রকার শব্দ হইতেছে। সমস্তই তাহার কলুষিত আত্মার সভয় কল্পনা;—সমস্তই বিভীষিকা;—তথাপি সে যেন সত্যই দেখিতেছে, ভূত-প্রেত-পিশাচের নৃত্য—সত্যই যেন শুনিতেছে, অপার্থিব জীবলোকের কণ্ঠধ্বনি!

হত্যাকারিণী কিছুতেই সে সকল ভীষণ চিন্তার বেগ রোধ করিতে পারি-তেছে না। চাহিয়া আছে, কত প্রকার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতেছে, কিছুতেই চিত্তবেগ দমন করিতে পারিতেছে না। সে ভাবিতেছে, সেই সকল ভূত-প্রেতের মূর্ত্তি কোন প্রকার ছায়া নহে, যে সকল কণ্ঠস্বর শুনিতেছে, তাহাও স্বপ্ন নহে!

হে জগদীশ্বর! হত্যাকারিণীর চক্ষে সে-সকল কি রকম বিভীষিকা? নিউগেটের গোর হইতে সত্যই কি মরা-মানুষ উঠিয়া তাহার সম্মুখে ঘুরি-তেছে? সত্যই কি খুনে লোকেরা ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়া মরিবার পর ভূত হইয়া কারাগারের মধ্যে সেই দুই প্রহর রজনীর অন্ধকারে নাচিয়া বেড়াই-তেছে? সত্যই কি তাহা পাপীয়সী হত্যাকারিণীর বিভীষিকা নহে?

সত্যই কি কারাগারের ভূতেরা নাচিয়া নাচিয়া সেই পাপিষ্ঠা হত্যা-কারিণীকে যমালয়ে যাইবার জন্ত আহ্বান করিতেছে? সত্যই কি পাপীয়সীর বুকের ভিতর নরকাগ্নি জলিতেছে? অহো! হত্যাকারিণী দন্ত দ্বারা ওষ্ঠদংশন করিয়া রক্তপাত করিতেছে, নখের দ্বারা করতল বিদারণ করিয়া রক্ত বাহির করিতেছে!

পাপিষ্ঠা এতক্ষণ যে সকল ভৌতিক মূর্ত্তির ছায়া দেখিতেছিল, পরক্ষণে তাহার বোধ হইল, ছায়া নহে, সত্য সত্যই দীর্ঘ দীর্ঘ মরা-মানুষের মূর্ত্তি। কারাকূপের প্রকাণ্ড পাথরের প্রাচীরের ধারে সেই সকল মূর্ত্তি ফাঁসদড়ী গলায় পরিয়া সারি গাঁথিয়া দাঁড়াইল; যাহারা পূর্ব্বে খুন করিয়াছিল, যাহাদের ফাঁসী হইয়াছিল, যাহাদের গোর হইয়াছিল, তাহারাই যেন গোর হইতে উঠিয়া আসিল! উলঙ্গ, বিকট, অস্থিচর্ম্মসার, অতি ভয়ঙ্কর! বিবি ব্রেস্ যেখানে বসিয়া ছিল, শুষ্ক শুষ্ক হস্ত বিস্তার করিয়া ভূতেরা সেই দিক্‌টা দেখাইয়া দিল; হত্যাকারিণীকে যেন তাহারা চিনিতে পারিল; হত্যাকারিণীর সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। সেই সময় কারাকূপের মধ্যে হঠাৎ দুর্গন্ধময় ঠাণ্ডা বাতাস বহিল! পুরাতন গোরের মুখ খুলিয়া দিলে যে রকম দুর্গন্ধ বাষ্পমিশ্রিত হাওয়া বাহির হয়, সেই রকম হাওয়া।

হাঁ,—ফাঁসীতে যাহারা মরিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একটা মূর্ত্তি ফাঁস-দড়ী গলায় ঝুলাইয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বিশুষ্ক অঙ্গুলিসঙ্কেতে বিবি ব্রেসের দিকে দেখাইয়া দিল, সেই সময় সেই মূর্ত্তি গম্ভীর-গর্জ্জনে গোটাকতক কথা বলিল! বিবি ব্রেস্ ইতিপূর্ব্বে সে রকম আওয়াজ একবারও শ্রবণ করে নাই। সেই আওয়াজ তাহার মর্ম্মভেদ করিয়া তাহাকে এককালে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

মূর্ত্তি বলিল, "আমরা তোকে লইতে আসিয়াছি। আয়, আয়, আমাদের কাছে আয়! যে গহ্বরে কৃমিকীট দংশন করে, সেই গহ্বর হইতে আমরা উঠিয়া আসিয়াছি। আয়, আয়, আমাদের কাছে আয়! তোর দিন ফুরাই-য়াছে, ঘণ্টা ফুরাইয়াছে, মিনিট ফুরাইয়াছে, আর তোকে ইহলোকে থাকিতে হইবে না, মনুষ্যলোকে আর এখন তোর কোন কার্য্যই নাই; যে লোকে আমরা থাকি, সেই অনন্ত নরকে তুই স্থান পাবি! তোর ঐ দেহ শক্ত হইয়া যাইবে, সর্ব্ব-অঙ্গ অবশ হইবে, ঐ মুখ বাসী হইবে! আয়, আয়, আমাদের কাছে আয়! নিউগেটের পাথরের নীচে তোর কবর হাঁ করিয়া আছে, আমরা

করিয়া তোকে গ্রহণ করিবে, কীটেরা দংশন করিবার জন্ত হুল শাণাইয়া রাখিয়াছে! গোরের উপর—তোর মৃত-দেহের উপর মাটী চাপা পড়িবে, —মাটীর উপর প্রকাণ্ড পাথর চাপাইয়া দিবে। আয়, আয়, শীঘ্র আয়! নিউগেটের পাথরের নীচে যাহারা চিরদিনের মত ঘুমাইতেছে, তোকে লইয়া তাহাদের একটা সংখ্যা বাড়িবে!"

আর একটা ভূত বলিল, "তোর গায়ে এখন অনেক মাংস আছে, কবরের কীটেরা ঐ মাংস ভক্ষণ করিবে। কবরের ভিতর ঘোর অন্ধকারে তুই পড়িয়া থাকিবি! ছোট একটা সিন্দুক তোর শয়নঘর হইবে। সিন্দুক ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে তোর ইচ্ছা হইবে, আলো দেখিবার ইচ্ছা হইবে, বাতাস খাইবার ইচ্ছা হইবে, পোকাগুলাকে তাড়াইয়া দিবার ইচ্ছা হইবে, কিন্তু তখন তোর কোন শক্তিই থাকিবে না!"

তৃতীয় ভূত বলিল, "না,—কোন শক্তিই থাকিবে না। পোকারা তোর গায়ের উপর চলিয়া চলিয়া বেড়াইবে; মাংস খাইবে, মুখের ভিতর যাইবে, নাকের ভিতর যাইবে, কানের ভিতর যাইবে; চক্ষু খুলিয়া খাইবে, চক্ষের তারার ভিতর গর্ত্ত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে, ধীরে ধীরে তোর সর্ব্বাঙ্গে ছিদ্র করিবে। কাঠের সিন্দুকে কাষ্ঠাবৃত হইয়া তুই শুইয়া থাকিবি! আরামের মধ্যে এই হইবে যে, জ্বালা-যন্ত্রণা কিছুই তোর অনুভবে আসিবে না! অঙ্গচালনের ক্ষমতা থাকিবে না, ক্রন্দন করিবারও শক্তি থাকিবে না; মৃত্যু তোর বাক্‌শক্তি, ক্রন্দনশক্তি হরণ করিয়া লইবে;—চিরকালের মত নিস্তব্ধ করিয়া রাখিবে!"

চতুর্থ মূর্ত্তি বলিল, "কেবল রাত্রি দুই প্রহরের সময় তোর একবার নিদ্রাভঙ্গ হইবে। তখন তোর উঠিবার শক্তি হইবে, কথাও ফুটিবে। তুই তখন কফিন হইতে বাহির ারে আসিবি, আমরা যেমন আজ তোকে ভয় দেখাইবার জন্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তুইও এই রকমে এই রকম শরীর ধারণ করিয়া আসিবি, ফাঁসীকাষ্ঠে যাহারা মরিবে, তাহাদিগকে ভয় দেখাইবি;—আমরা যেমন অ জ তোকে ডাকিতেছি, তুইও এই রকমে ফাঁসীর আসামীগুলাকে আদর করিয়া ডাকিবি। তখন আর তুই পৃথিবীর মানুষ থাকিবি না, ভৌতিক শরীরে সজীব মানুষগুলাকে নরকে লইয়া যাইবার জন্ত আমন্ত্রণ করিবি!"

চতুর্থ ভূতের বাক্যাবসানে এককালে সমস্ত ভূত হস্তবিস্তার করিয়া

দুরাচার পোষাকওয়ালীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল, অলক্তচক্ষে সেই মাগীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মাগীটা তখন হাড়ে হাড়ে কাঁপিতে লাগিল। ভূতেরা ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে তাহার নিকটে আসিতে লাগিল; হত্যাকারিণী কাঁপিয়া আড়ষ্ট। তাহার বোধ হইল যেন, কে তাহার বুকের উপর এক বস্তা বরফ চাপাইয়া দিল; সে তখন উঠিতেও পারিল না, নড়িতেও পারিল না; যেখানকার মানুষ, সেখান হইতে এক চুলও সরিয়া যাইতে পারিল না। ভূতেরা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া তাহার কাঁধের উপর হস্ত অর্পণ করিল! হাতগুলা যেন কয়লার মত ঠাণ্ডা, সেই সকল হস্ত-স্পর্শে মাগীটা একবার গোঁ গোঁ করিয়া উঠিল;—এতক্ষণের পর ঐ রকমে তাহার মৌনভঙ্গ। এইখানে সেই ভয়াবহ নাটকের নূতন অঙ্ক।

সহসা যেন কারাকূপের মধ্যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, মরা-মানুষেরা সে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে যেন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহাদের গাত্রের চর্ম্মের ভিতরে যেন দর্পণ দৃষ্ট হইল, দর্পণে দর্পণে কত প্রকার প্রতিবিম্ব দেখা যাইতে লাগিল, ভীষণ ভীষণ প্রতিবিম্ব;—হত্যাকারিণী সে দিকে আর চাহিয়া থাকিতে পারিল না, কাঁপিয়া কাঁপিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

ক্ষণপরেই অগ্নিনির্ব্বাণ, সমস্ত বিকট মূর্ত্তি অদৃশ্য। হতভাগিনী হত্যা-কারিণী সেই অন্ধকার কূপে আবার একাকিনী। কত প্রকার দুশ্চিন্তা তখন তাহার সহচরী হইল। মাগী তখন যত প্রকার বিভীষিকা দেখিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বলিল, "সমস্তই ভ্রম,—সমস্তই ভ্রান্তি;—সমস্তই মায়া! কিন্তু কি ভয়ঙ্কর!"

অন্ধকারে চারিদিকে চক্ষু ঘুরাইয়া মাগীটা আবার বসিয়া পড়িল; জানুর উপর কনুই রাখিয়া, করতলে মুখ রাখিয়া, পূর্ব্বাপর অনেক ভাবনা ভাবিল,—মর্ম্মবেদনায় অধীরা হইয়া, মহা আতঙ্কে কম্পিত হইয়া, অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল, "হা পরমেশ্বর! হা পরমেশ্বর! আমি কি করিয়াছি? আমার কি আর থাকিবার স্থান নাই? আর দিন কতক কি আমি জীবনের পন্থায় বিচরণ করিতে পাইব না? সত্যই কি আমি নিউগেট কারাগারে আসিয়াছি? সত্যই কি ফৌজদারী আদালতে আমার বিচার হইবে? সত্যই কি আমার প্রাণদণ্ডের হুকুম হইবে? সত্যই কি আমি ফাঁসী-কাঠে ঝুলিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিব?"

"না না!"—মর্ম্মভেদী স্বরে পাপিনী বলিয়া উঠিল, "না না,—সে যুবককে আমি মরিতে পারিব না;—এখান হইতে পলায়ন করি!"—বলিতে বলিতে আবার লাফাইয়া উঠিয়া দেয়ালের দিকে ছুটিল;—অন্ধকূপে কয়েদ, সে কথা তখন তাহার মনে ছিল না, ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে হোঁচট খাইয়া ধুপ্ করিয়া পড়িয়া গেল, অত্যন্ত আঘাত লাগিল, তথাপি আবার উঠিয়া বসিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, "সমস্তই স্বপ্ন! আমার ফাঁসী হইবে না। আমি মরিব না! কে আমি?—দেখি দেখি, ভাবিয়া দেখি, সত্য আমি কে?"

ভাবিয়া ভাবিয়া মাগী আবার বলিতে লাগিল, "ঠিক ঠিক ঠিক! সত্যই আমি সেই,—আমি সেই মিসেস্ ব্রেস্,—আমি সেই সৌখীন বিলাসিনী পোষাকওয়ালী। হায় হায়! ইতিপূর্ব্বে আমি কত সুখভোগ করিয়াছি, এখন আমি সর্ব্বসুখে বঞ্চিতা হইয়া নিউগেট-কারাগারে বন্দিনী! যৌবনে আমি পরম লাবণ্যবতী ছিলাম, পূর্ণ-যৌবনে আমি পরম রূপবতী ছিলাম, যৌবনে আমি ইংলণ্ডের প্রিন্স অব্ ওয়েলসের উপপত্নী ছিলাম। প্রথমে যখন যুবরাজের সঙ্গে আমার মিলন হয়, তখন আমি কত রজনী কত সুখে যাপন করিয়াছিলাম! লণ্ডন সহরের বড় বড় দলের বড় বড় উপাধিধারীরা, বড় বড় ঐশ্বর্য্যশালী সম্ভ্রান্ত পুরুষেরা আমার বাড়ীতে আসিয়া পরমানন্দে প্রেম-প্রসঙ্গে আমার সহিত বিহার করিতেন, আমি নিজেও ধনবতী গৌরবিণী পরম সুন্দরী মহিলা ছিলাম; হায় হায়! এখন আমার এ কি দশা!

লর্ড মণ্টগোমারী আমার প্রেমের নায়ক ছিলেন; রসিক নাগর। এক রাত্রে আমি মণ্টগোমারীর কোলে শুইয়া ছিলাম, সেই সময় একটা লোক্ সেই ঘরে প্রবেশ করে; তাহার সঙ্গে আমার যে সকল কথা হয়, মণ্টগোমারী তাহা শুনিয়াছিলেন; মশারির ভিতর হইতে আমি নামিয়া আসিয়াছিলাম; লোকটার সহিত কথা কহিতেছিলাম, লর্ড মণ্টগোমারী সেই সময় বিছানার উপর হইতে লাফাইয়া পড়েন, লোকটার সহিত খানিকক্ষণ তাঁহার মল্ল-যুদ্ধ হয়; তাহার পর তিনি সেই লোকটাকে নীচে লইয়া গিয়া বিদায় করিয়া দিয়া আইসেন। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই লোকটা আমার স্বামী; পূর্ব্বে তাহার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল। হায়! সেই রাত্রি অবধি ইউজিন মণ্টগোমারী আর আমার সহিত দেখা করেন নাই; ডাকাতের স্ত্রী আমি, তাহা জানিতে পারিয়া আমার প্রতি তাঁহার ঘৃণা হইয়াছিল। ওঃ! সেই অবধি আমি ভয়ানক পাপের কার্য্যে

প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সাংঘাতিক পাপকর্ম! সেই পাপের ফলে এখন আমি এই জেলখানায় কয়েদ রহিয়াছি। ইহাই শেষ নহে; সেসন কোর্টে বিচার হইবে; আমার ফাঁসী হইবে!"—পাপিনী যেন পাগলিনী হইয়া আপনা-আপনি এই সব ভাবিতে লাগিল, আপন মনে ঐ সব কথা বলিতে লাগিল।

তখনি তখনি মাগী আবার যেন বিদ্যুদ্‌বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "না না, ফাঁসী-কাষ্ঠে আমি মরিতে পারিব না! ফাঁস-দড়ীতে ঝুলিতে পারিব না! জল্লাদ আমার গলায় দড়ী বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিবে; ঝুলিতে ঝুলিতে আমি ছট্‌ফট্‌ করিব, সহস্র সহস্র চক্ষু আমার দিকে চাহিয়া থাকিবে, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না! জোর করিয়া আমি আপনিই আপনার প্রাণ বাহির করিব।"

মাগী যেন সত্য সত্যই পাগল হইয়া মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিল, বুক চাপ্‌ড়াইতে লাগিল, ঘর্ম্মধারাসিক্ত কপালে করতল ঘর্ষণ করিতে লাগিল। পাগলের মত বলিল, "মরিব না,—অল্প বয়সে কেন মরিব?—ফাঁসী-কাষ্ঠে কেন ঝুলিব?—আরও কিছু দিন আমি বাঁচিয়া থাকিব।"—বলিতে বলিতে পাপিনী যেন দেখিতে পাইল, অন্ধকারের ভিতর ভয়ানক অন্ধকার ফাঁসী-কাষ্ঠ উঁকি মারিতেছে! আদালতের সেরিফ, ফাঁস পরাইবার জল্লাদ আর সহস্র সহস্র দর্শক লোক যেন সেইখানে জমা হইয়াছে! এই নূতন বিভীষিকা দর্শন করিয়া হত্যাকারিণী নিদারুণ আতঙ্কে ঘন ঘন কম্পিত হইল। তাহার তখনকার যাতনা বর্ণনাতীত, যাতনা মর্ম্মভেদী!

পাপীয়সী ভাবিতে লাগিল, 'এখন আমি করি কি? আর কি কোন আশা নাই?'—অন্ধকারে এক অজ্ঞাত স্বরে উত্তর হইল, 'কোন আশা নাই। নিয়তি স্থির হইয়াছে, মৃত্যু নিশ্চয়, পৃথিবীর মানব বিচারপতিরা অবশ্যই তোর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিবেন, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।' অন্ধকারের ভিতর পাপীয়সী তখন নৈরাশ্যের অন্ধকার মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিল'; মনে মনে সঙ্কল্প করিল, আত্মহত্যা!

পাগল!—পাগল!—মাগীটা যেন সত্যই তখন পাগল!—তাহার মাথার ভিতর যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল, চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল, তাহার সম্মুখে যেন পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল? মাগী তখন সত্যই যেন পাগল! তাহার ঘাড়ে ভূত চাপিল! নিজের পরিহিত বস্ত্র ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, যেগুলি ছিঁড়িল না, সেগুলি জড়াইয়া জড়াইয়া

পরিধান করিল; তাহার পর লোহার খাটিয়ার উপর বসিয়া সেই সকল ছিন্ন-বস্ত্রখণ্ডে খুব শক্ত একগাছা রজ্জু পাকাইল। মাথা ঘুরিতেছিল, হাত কাঁপিতেছিল, বুক কাঁপিতেছিল, গা কাঁপিতেছিল; ঘন ঘন নাড়ীর স্পন্দন হইতেছিল, তথাপি অতি অল্পক্ষণের মধ্যে রজ্জু পাকান হইয়া গেল।

সেই দুর্ভেদ্য তমোরাশির মধ্যে পাপীয়সীর আত্মবিনাশের অমোঘ বজ্র প্রস্তুত হইল। সে তখন কারা-কূপের গবাক্ষের লৌহ-গরাদের সঙ্গে সেই রজ্জুর একদিক্ বাঁধিয়া দিল, এই সাংঘাতিক উপায়ে সে তখন জল্লাদকে ফাঁকি দিবে, ফাঁসী-কাষ্ঠকে ফাঁকি দিবে, মৃতদেহের মাংসলোভে শকুনিপাল যেমন জমা হয়, মানুষের ফাঁসী দেখিবার আমোদে সেই রকমে যত লোক জমা হইবে, তাহাদিগকেও ফাঁকি দিবে, আত্মবিনাশ-কামনায় পাপিনী হত্যাকারিণীর সেই রকম সংকল্প।

মাগী ইতিপূর্ব্বে পলায়নের চেষ্টায় একটা টুলের গায়ে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, এই সময় সেই টুলটা তাহার কাজে লাগিল। গবাক্ষের তলে টুলখানা লইয়া গিয়া মাগী তাহার উপর দাঁড়াইল, কাপড়ের দড়ীর এক মুখে গ্রন্থি বাঁধিয়া, ফাঁস প্রস্তুত করিয়া, মাথা গলাইয়া, সেই ফাঁসটা গলায় লাগাইল;—টুলের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম। রজ্জুর একদিক্ গরাদের সঙ্গে বাঁধা, অপরদিক্‌টা তাহার গলায়। তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া পড়িতে সাহস হইল না, মাগী একটু ইতস্ততঃ করিল; প্রাণের ভয় সকল ভয়কে ছাপাইয়া উঠে; যে প্রাণের উপর সর্ব্বজীবের মহামায়া, স্ব-ইচ্ছায় সেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইবে, মায়ার সহিত সেই ভয় একত্র হওয়াতে হত্যাকারিণী শীঘ্র শীঘ্র লাফাইয়া পড়িতে পারিল না। ঠিক সেই সময় সেণ্ট সিপল্কার গীর্জ্জার ঘড়ীতে গম্ভীর-নিনাদে ঘোষিত হইল, রাত্রি একটা।

এই সময় হঠাৎ লৌহদণ্ডের ঘর্ঘর শব্দ হত্যাকারিণীর কর্ণে প্রবেশ করিল, টুলখানা দুলিতে লাগিল, মাগী তাহার উপর দাঁড়াইয়া তাল সামলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; টুলখানা উল্‌টাইয়া পড়িল, মাগীও সেই সঙ্গে পড়িয়া গেল। পড়িয়া গিয়াও অন্তিমকালে বাঁচিবার আশা হইয়াছিল; কিন্তু বৃথা আশা;—বেটকারে হঠাৎ পড়িয়া যাওয়াতে তাহার গলার ফাঁসটা আরও আঁটিয়া বসিয়াছিল, মাগী দুই হাত দিয়া দড়ীটা বিস্তর টানাটানি করিল, খুলিতেও পারিল না, ছিঁড়িতেও পারিল

না,—উঠিয়া আবার সেই টুলের উপর দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু টুলখানা উল্টাইয়া তফাতে পড়িয়াছিল, ধরিতে পারিল না; শূন্যে শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। নিকটেই দেয়াল,সে দেয়ালে পা থাকে না, দেয়াল বাহিয়াও উঠিতে পারিল না;—সটান ঝুলিতে লাগিল;—প্রাণের মায়ায় হাত-পা ছুড়িয়া খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করিয়াছিল, ছট্‌ফট্‌ করিয়াছিল, ধড়ফড় করিয়া-

তর মনুষ্যের কোন ভাষায় সে যন্ত্রণা বর্ণন করা যায় না;— নিদারুণ মৃত্যু-যন্ত্রণায় পাপীয়সীর পাপজীবন বহির্গত।

রজনী-প্রভাতে কারাগারের প্রহরী কারাকূপের দ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিল, হত্যাকারিণী আত্মহত্যা করিয়া গবাক্ষের গরাদের গায়ে ঝুলিতেছে। তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে ডাকাইয়াছিল, ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, অনেকক্ষণ মরিয়া গিয়াছে!

একপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

লর্ড মণ্টগোমারীর সহিত সাক্ষাৎ।

পিশাচী পোষাকওয়ালী বিবি ব্রেস্ যে রাত্রে আত্মবিনাশ করিল, তাহার পরদিন ৩১শে মে। মণ্টগোমারী-পরিবারের সহিত মার্শনেস্ বেলেগুনের বিরোধের নিমিত্ত সেই দিনটি স্মরণীয়। মণ্টগোমারী-পরিবারের সহিত বেলেগুন-পরিবারের যে মোকদ্দমা হইতেছিল, চ্যান্সারী কোর্টের মাষ্টার সেই দিন সেই মোকদ্দমার ভিন্ন ভিন্ন বিচার্য্য তর্কের রিপোর্ট প্রদান করিবেন, এইরূপ স্থির ছিল, সেই রিপোর্টের মর্ম্মানুসারেই লর্ড চ্যান্সেলার সেই মোকদ্দমার রায় দিবেন, ইহাই বুঝা হইয়াছিল। এত দিনের পর ঐ ৩১শে মে তারিখে সেই দীর্ঘকালব্যাপী জটিল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি।

লর্ড মণ্টগোমারী অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, দর্পণে মুখ দেখিয়া আপন মনে বলিয়াছিলেন, "আমার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অনেক রাত্রি জাগিয়াছি, শেষ-রাত্রে অল্প তন্দ্রাঘোরে কত অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহাতে মুখ যত মলিন হইবার সম্ভাবনা, তত দূর মলিন দেখাইতেছে না।"

লর্ড মণ্টগোমারী পোষাক পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখনও তাঁহার মনে মনে ভাবনা—কেন আমার মন এত চঞ্চল? কেন আমার হাত কাঁপিতেছে? কেন আমি অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছি? আমার ভয় কি? সন্দেহই বা কি? আমার গুপ্তকথা কেহই জানিতে পারে নাই। তবে আমার কিসের চিন্তা? মোকদ্দমা!—তাহাতেই বা চিন্তা কেন? কাগজপত্র ঠিক আছে; উকীল রিগ্‌ডেন আমাকে বলিয়াছেন, মোকদ্দমা আমি জিতিব; তবে আমি কেন ভাবি?—হাঁ,—একটা ব্যাপার কিছুই আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তখনও পারি নাই, এখনও পারিতেছি না। অশুভক্ষণে সেই নীল পোষাক পরিয়া থিয়েটারের নাট্যরঙ্গে আমি গিয়াছিলাম, একটা রমণী আমাকে এক বাড়ীতে লইয়া গিয়া সোহাগ করিয়াছিল। কে সে? পরিচয় দেয় নাই, মুখ দেখায় নাই, আলো জ্বালে নাই, কি তাহার মত্‌লব ছিল?

কে সে?—সেই কি তবে লরা বেলেগুেন?—কিছুই বুঝা যাইতেছে না। সেই রমণী এক দিন ক্লোরিমেলকে পাইবার আশা করিয়াছিল, তৎপরীবর্ত্তে একজন মণ্টগোমারীকে পাইয়াছিল, তাহাতেই কি আমার উপর নিষ্ঠুর হইবে?

তিনি এইরূপ ভাবিতেছিলেন, হঠাৎ সেই তোষাখানায় জিল্‌বার্ট প্রবেশ করিল; জিল্‌বার্ট তাঁহার সর্দ্দার খানসামা। প্রভুকে তত সকালে উঠিতে দেখিয়া জিল্‌বার্ট বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল; বলিয়াছিল, "মী লর্ড! এখনও সাতটা বাজে নাই।"

লর্ড বলিলেন, "তাহা আমি জানি, কিন্তু তুমি এত সকালে এ ঘরে কেন আসিয়াছ? নিত্য যে সময় তুমি আসিয়া থাকো, তাহার এখনও এক ঘণ্টা দেরী।"

জিল্‌বার্ট বলিল, "একটি বৃদ্ধ লোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে; সে বলে, বিশেষ দরকারী কার্য্য, এখনি সাক্ষাৎ করা দরকার। অতএব আপনি জাগিয়াছেন কি না, তাহাই আমি দেখিতে আসিয়াছি।"

চঞ্চল স্বরে লর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার নাম কি "

জিল্‌বার্ট উত্তর করিল, "তাহার নাম চ্যাপ্‌ম্যান।"

লর্ড ভাবিলেন, "ওঃ! বেলেগুেন গ্রামের সেই বৃদ্ধ ভাস্কর চ্যাপ্‌ম্যান! লোকটা কেন আসিয়াছে? গতিকটা বড় ভাল বোধ হইতেছে না।" এইরূপ ভাবিয়া জিল্‌বার্টকে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাকে গিয়া বল, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দেখা হইবে।"

জিল্‌বার্ট বাহির হইয়া গেল, অশুভ সন্দেহে উদ্বিগ্ন-চিত্তে তাড়াতাড়ি পোষাক পরিয়া লর্ড বাহাদুর নামিয়া আসিলেন, যে ঘরে চ্যাপ্‌ম্যান অপেক্ষা করিতেছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন।

চ্যাপ্‌মানের মুখ দেখিয়া, গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, লর্ড মণ্টগোমারী সহসা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর মিষ্টার চ্যাপ্‌ম্যান?"

চ্যাপ্‌।—আছে কোন সংবাদ, যাহা আপনাকে জানান আবশ্যক।

লর্ড।—শুভ না অশুভ?

চ্যাপ্‌।—শুভ।

লর্ড।—তবে আর কোন উদ্বেগের কারণ নাই, স্বচ্ছন্দে তুমি বলিতে পার। প্রথমেই আমি বুঝিয়াছি, বিষয়কর্ম্ম-সংক্রান্ত কোন জরুরী খবর।

তাহা না হইলে কখনই তুমি লণ্ডনে আসিয়া এত সকালে আমার সহিত দেখা করিতে চাহিতে না। আমি ভাবিয়াছিলাম, সেই গোরস্থানের কোন কথা বুঝি।

চ্যাপ্।—না মী লর্ড, সে সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ পায় নাই, সে ভাবনা আপনি করিবেন না। আপনি যে তিন মাস পূর্ব্বে আপনার প্রতিনিধিগণকে বেলেওেন গ্রামে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কোন বিশেষ গুহ্য কারণে বেলেওেন-পরিবারের কবর-খননে আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন, গ্রামের জনপ্রাণীও সে কথা জানিতে পারে নাই, কস্মিন্‌কালে জানিতে পারিবেও না। তবে কি না, গীর্জ্জার বাহালী কবর-খনক নর্থ উইচ্‌টা বড় বেয়াড়া লোক, কিন্তু সে লোকটাও সে কথা প্রকাশ করিবে না।

লর্ড।—উত্তম।—এখন তবে তোমার লণ্ডনে আসিবার দরকারটা কি রকম?

চ্যাপ্।—আপনি আমাকে হুকুম দিয়া রাখিয়াছিলেন, সেখানে যখন যে নূতন ঘটনা হইবে, তাহা আপনাকে জানাইতে বিলম্ব করিব না, সেই জন্যই আমি আসিয়াছি। গত পরশ্ব রাত্রিকালে ডাক-গাড়ীযোগে আমি রওনা হই, এক ঘণ্টা হইল লণ্ডনে পৌঁছিয়াছি।

লর্ড।—ওঃ! পথে তবে তোমার দুই রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে, অ্যাঁ!—লণ্ডনে আসিয়াই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছ। বেশ,—এখন বল দেখি, নূতন খবরটা কি?

চ্যাপ্।—লেডী বেলেওেন সেই গ্রামে গিয়াছিলেন।

লর্ড।—বটে!—কি অভিপ্রায়ে?

চ্যাপ্।—গোরস্থান আর রেজেষ্টারী বহি দেখিবার জন্য।

লর্ড।—(চমকিত হইয়া) রেজেষ্টারী?—হাঁ,—আচ্ছা, বলিয়া যাও।

চ্যাপ্।—গত পরশ্ব বৈকালে লেডী বেলেওেন সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি পৌঁছিবামাত্র তাঁহার আরদালী রিচার্ড একখানা ডাক-গাড়ী লইয়া অন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে, তাহা আমি জানি না। একটু পরে লেডীর সহচরী মিসেস্ মার্গারেট আমার সঙ্গে দেখা করে, খুব ভদ্রতা দেখাইয়া আমার সহিত কথা কয়; আমিও কপট শিষ্টাচারে তাহার সকল কথার উত্তর দিই। কথায় কথায় মার্গারেট আমাকে বলে, তিন মাস পূর্ব্বে লর্ড মণ্টগোমারী এখানে আসিয়াছিলেন, তিনি

ফিরিয়া যাইবার পর তাঁহার প্রতিনিধিরা আসিয়াছিল, তোমাকে গোরস্থান খুঁড়িবার হুকুম দিয়াছিল, তোমার প্রতি লর্ড বাহাদুরের তত বিশ্বাস কেন হইয়াছিল? তাহার সেই সকল " শুনিয়া আমি তাহার মনের কথা বাহির করিবার জন্য অন্য কথা পাড়িয়াছিলা। শেষকালে মার্গারেট স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিল, উপস্থিত মোকদ্দমায় যাহ, লেডী বেলেগুনের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে, যাহারা তাঁহার অনুকূলে সত্যকথা বলিবে, লেডী তাহাদিগকে প্রচুর পুরস্কার দান করিবেন। আমি বলিয়াছিলাম, লেডী যদি ঘুস দিয়া মানুষকে বশ করিতে চাহেন, সে কথা স্বতন্ত্র; আমি ঘুসখোর নহি, ঘুস খাইয়া কোন কার্য্য করিতে আমি পারিব না। আমার ঐরূপ জবাব পাইয়া মিসেস্ মার্গারেট হতাশ হইয়া চলিয়া যায়। পাদ্রী রবার্টের সঙ্গে মার্শনেস্ বেলেগুেন গোর-স্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

লর্ড।—প্রবেশ করিয়া কি করিয়াছিলেন?

চ্যাপ্‌।—বিশেষ খবর আমি কিছু জানি না। কেবল এইটুকু জানি যে, মার্শনেসের স্বামী মৃত মার্কুইস্ বাহাদুরের দেহের অর্দ্ধেকটা কফিনের ভিতর হইতে বাহিরদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, তাহাই তাঁহারা দেখিয়াছিলেন। গীর্জ্জার কবর-খনক নর্থ উইচ তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। তিন মাস পূর্ব্বে আপনার প্রতিনিধিরা যখন সেখানে গিয়াছিলেন, সেই সময় আমি গোর-স্থানে গিয়া সেই মৃতদেহের সেইরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলাম; কিন্তু সেটা যে মার্কুইস্ বেলেগুনের মৃত-দেহ, তখন তাহা আমি জানিতাম না।

ইউজিন মণ্টগোমারী বিবেচনা করিলেন, 'আমিও সেটা ভাবিতে পারি নাই, এক রাত্রে ভয়ানক শব্দে কফিনটা ফাটিয়া গিয়াছিল, দুই জন লোক ভয় পাইয়াছিল, তাহাই আমার মনে আছে।' আপন মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া একটু উচ্চকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "হাঁ, কি বলিতেছিলে, বলিয়া যাও। পাদ্রী রবার্টের সঙ্গে লেডী বেলেগুেন গোর-স্থানে গিয়াছিলেন, নর্থ উইচ তাঁহাদের সঙ্গে ছিল, তাঁহারা কফিনের গায়ে আধখানা মৃত দেহ দেখিয়াছিলেন। তাহার পর?

চ্যাপ্‌।—কাহার মৃতদেহ, তাহা নির্ণয় করিবার অগ্রে কি কি কথা বলাবলি হইয়াছিল, তাহাতে লেডী বেলেগুেন অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। এক ঘণ্টা পরে নর্থ উইচের সহকারীর মুখে ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি লণ্ডনে আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সঙ্কল্প করি।

লর্ড।—আচ্ছা, লেডী বেলেণ্ডেন বিরক্ত হইয়াছিলেন কেন, তাহা কি তুমি কিছু শুনিয়াছ?

চ্যাপ্‌।—কারণ এই যে, সেই মৃতদেহ নীলবর্ণ হইয়াছিল, অত্যন্ত ফুলিয়াছিল, বিকট দেখাইতেছিল; তাহা দেখিয়া নর্থ উইচ সন্দেহক্রমে বলিয়াছিল, কেহ অবশ্য ইহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছে। সেই কথা শুনিয়াই লেডী অত্যন্ত উত্তেজিতা হইয়া রাগিয়া উঠিয়াছিলেন। এই পর্য্যন্ত আমি শুনিয়াছি। আচ্ছা মী লর্ড, লেডী নিজে স্বামীকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছিলেন, কাহারও মুখে তেমন সন্দেহের কথা কিছু কি আপনি শুনিয়াছেন? আমি শুনিয়াছিলাম, মার্কুইস্‌কে বিবাহ করিতে লেডীর ইচ্ছা ছিল না, বিবাহের পূর্ব্বে তিনি আর এক জনকে ভালবাসিতেন; জোর করিয়া মার্কুইস্‌কে বিবাহ করিতে তাঁহাকে বাধ্য করা হইয়াছিল। সে কথা কি সত্য?—আরও আমি শুনিয়াছিলাম, মার্কুইস্ বেলেণ্ডেন হঠাৎ মারা পড়িয়াছিলেন, কেহ কেহ তজ্জন্য নানারকম সন্দেহ করিয়াছিল।

লর্ড।—ওঃ! আমার মনে অকস্মাৎ একটা ভাবের উদয় হইতেছে! বোধ হয় যেন দৈববাণী। আচ্ছা, আর কি তোমার বলিবার আছে, বলিয়া যাও।

চ্যাপ্‌।—আর কোন বিশেষ কথা আমার বলিবার নাই। যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাই বলিলাম।

লর্ড মণ্টগোমারী মহা চিন্তা-সাগরে ডুবিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "সত্য কি তবে আমার ভগ্নী লরা কপটাচারিণী? লরা কি তবে সত্য সত্যই পতিঘাতিনী? আমি কি তবে স্বপ্ন দেখিতেছি? লরা এ দিকে পতিশোকে কাতরা হইয়া চির-বিধবা থাকিবার ভাণ করে, তাহার মনের ভিতরে কি কোনরূপ পাপ অভিসন্ধি আছে? লরা কি তবে ব্যভিচারিণী হইয়াছে?—ওঃ! সেই যে অন্ধকার বিলাসকক্ষে যাহার সমুন্নত বক্ষের উপর মাথা রাখিয়া এক রাত্রে আমি শয়ন করিয়াছিলাম, সেই কি তবে লরা? ওঃ! মোহিনীর জাদু-মন্ত্রে মোহিত হইয়া তাহার কর্ণে আমি যে সকল গুহ্যকথা—"

ভাবনার স্রোতে হঠাৎ বাধা পড়িয়া গেল। এক জন চাকর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, 'উকীল রিগ্‌ডেনের হেড কেরাণী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।'

সংশয়ে দুশ্চিন্তায় লর্ড বাহাদুরের সর্ব্বশরীর কাঁপিল। তাঁহার ভ্রাতা লর্ড

রেমণ্ড কেমন আছেন, তত্ত্ব জানিবার জন্ত সেই কেরাণী বারবিক্‌সারে গিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতেন; কি সংবাদ আনিয়াছে, তাহা ভাবিয়াই তিনি অস্থির; চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই কেরাণী কোথায়?"

চাকর উত্তর করিল, "নীচে আপনার বসিবার ঘরে তাঁহাকে বসাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি।"

চ্যাপ্‌ম্যানের দিকে একবার চাহিয়া লর্ড তখন বার্ত্তাবহকে বলিলেন, "দেখ, এই লোকটিকে সঙ্গে করিয়া চাকরদের ঘরে লইয়া যাও, সেখানে যেন ইহার আদর-যত্ন ভাল হয়। আমি এখনি সেই হেড কেরাণীর সহিত দেখা করিতে যাইতেছি।"

ভৃত্যকে এইরূপ আদেশ দিয়া, যে ঘরে হেড কেরাণী বসিয়া ছিল, লর্ড মণ্টগোমারী অবিলম্বে সেই ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন; লোকটির আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া তিনি যেন বুঝিলেন, অনেক দূর হইতে সবেমাত্র লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, পৌঁছিয়াই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে; বোধ হয়, কোন দরকারী খবর না থাকিতে পারে।

হেড কেরাণী দস্তুরমত শিষ্টাচার জানিত না, লর্ডকে সম্মুখে দেখিয়া ঈষৎ নত-মস্তকে একটি সেলাম করিল।

লর্ড মণ্টগোমারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এইমাত্র বারবিক্‌সার হইতে ফিরিয়া আসিতেছ? আমার ভ্রাতার সঙ্গে কি তোমার দেখা হইয়াছিল? আমাদের পৈতৃক উইলের সেই ধারাটির সর্ত্ত-পালনে তিনি কি রাজী হইয়াছেন? তিনি কি—"

শেষ প্রশ্ন না শুনিয়াই কেরাণী বলিল, "মী লর্ড! আপনার সহোদর লর্ড রেমণ্ড মণ্টগোমারীর সম্বন্ধে মহা শোকাবহ সমাচার শুনিবার জন্ত আপনি প্রস্তুত হউন।"

দারুণ সংশয়ে আকুল হইয়া লর্ড বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিতেছ তুমি?"

কেরাণী এতক্ষণ হেঁট হইয়া বসিয়া ছিল, এইবার মুখ তুলিয়া কুটিল-দৃষ্টিতে প্রশ্নকর্ত্তার মুখ-পানে চাহিয়া উত্তর করিল, "মী লর্ড! আমি বলিতেছি, আপনার সহোদর লর্ড রেমণ্ড বাঁচিয়া নাই!"

দুই হস্তে মুখাবরণ করিয়া, অন্ত দিকে ফিরিয়া, শোকোচ্ছ্বাসে লর্ড

মণ্টগোমারী বলিয়া উঠিলেন, "বাঁচিয়া নাই?—আমার ভ্রাতা লর্ড রেমণ্ড বাঁচিয়া নাই?"

কেরাণী তখন ভাবিল, কাজটা অন্যায় হইয়াছে। আমি ভাবিয়াছিলাম, ইনিই হয় ত সহোদরকে সংহার করিয়াছেন; সেটা আমার অমূলক সন্দেহ। ইনি কদাচ ভ্রাতৃ-হন্তা হইতে পারেন না। ভ্রাতার শোকে ইনি অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। ইঁহার প্রতি সন্দেহ করিয়া আমি অনুচিত কার্য্য করিয়াছি। সন্দেহটা আমার ভুল।

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত আনিয়া, কেরাণী তখন আপন মনিব রিগ্‌ডেনের দৃষ্টান্তে মস্ত এক টিপ নস্য গ্রহণ করিল। লর্ড মণ্টগোমারীর ভ্রাতৃ-শোক প্রবল দেখিয়া একটু সামলাইয়া লইল;—হাঁচিল না, কাসিল না, শ্লেষ্মাও ঝাড়িল না, চুপ করিয়া রহিল।

সহসা কেরাণীর দিকে ফিরিয়া, কাতর-নয়নে চাহিয়া, ভগ্নস্বরে লর্ড মণ্টগোমারী জিজ্ঞাসা করিলেন,"বল দেখি, কবে কি প্রকারে আমার ভাইটি মারা পড়িয়াছে?"

কেরাণী উত্তর করিল, "মী-লর্ড! আপনার ভ্রাতা কোন প্রকার রোগে মারা পড়েন নাই; কোন অজ্ঞাত দুষ্টলোকে গোপনে তাঁহাকে খুন করিয়াছে!"

লর্ড মণ্টগোমারীর মুখখানি রক্তশূন্য হইয়া গেল; কাতরকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন,"খুন!—না না,—আমার ভাইকে কেহ খুন করিয়াছে, এমন কথা তুমি হয় ত মনে করিতে পারিতেছ না!"

কেরাণী বলিল, "হাঁ মী লর্ড, যথার্থই খুন! গত কল্য বেলা আন্দাজ সাতটা কি আটটার সময় আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, মাল্‌ডেন গ্রামের নূতন সেতুর পোস্তার নীচে হইতে লোকেরা লর্ড রেমণ্ডের মৃতদেহ টানিয়া তুলিয়াছে! মার্শনেস্ বেলেগুেন তৎকালে সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন।"

সজলনয়নে কেরাণীর মুখপানে চাহিয়া লর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "মার্শনেস্ সে সময়ে সেখানে কি করিতে গিয়াছিলেন?"

কেরাণী বলিল, "সেতু-নির্ম্মাণের স্মরণার্থ সেখানে একটি উৎসব করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল; পোস্তার নিম্নভাগে কতকগুলি মুদ্রা নিক্ষেপ করিতে তিনি অভিলাষিণী হইয়াছিলেন; উপরিভাগে পাথরখানা সেই পোস্তার

উপর পড়িয়া ছিল, কিংবা কেহ হয় ত ফেলিয়া গিয়াছিল ; সেই পাথরখানা তুলিবার সময় লর্ড রেমণ্ডের মৃত-দেহ বাহির হইয়া পড়ে।"

লর্ড পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ভ্রাতার মৃতদেহ দর্শন করিয়া মার্শনেস্ কি করিয়াছিলেন ?"

কেরাণী বলিল, "সেখানে যাহারা যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহাদের সকলের অপেক্ষা মার্শনেস্ অধিক শোকাকুল হইয়াছিলেন। লোকে মনে করে, যাহারা মণ্টগোমারী নামে পরিচয় দেয়, মার্শনেস্ তাহাদের সকলকেই শত্রু জ্ঞান করেন ; সেটা কিন্তু ভুল। মার্শনেস্ বেলেণ্ডেন পরম দয়াবতী, তাঁহার স্নেহ-মমতা প্রায় অতুল্য ; তাঁহার বদনেই তাঁহার চরিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। তিনি অতি সরলা, পরদুঃখকাতরা, সকলের দুঃখেই তিনি দুঃখিত হন। আপনার ভ্রাতার মৃতদেহ দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া ভাসাইয়াছিলেন।"

কাঁদিতে কাঁদিতে লর্ড মণ্টগোমারী করুণবচনে বলিতে লাগিলেন, "হা ভ্রাতঃ! হা ভ্রাতঃ! তুমি কোথায় গেলে ! তোমার মৃত্যু-সংবাদ-শ্রবণে আমাদের জননী হয় ত প্রাণে বাঁচিবেন না !"

সত্য সত্যই যেন ভ্রাতৃবিয়োগে ইউজিন মণ্টগোমারী অত্যন্ত শোকাকুল, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া কেরাণী তাঁহাকে নানা প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, প্রবোধ না মানিয়া পূর্ব্ববৎ কাতরবচনে লর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "হায় হায় ! কে আমার ভাইটিকে খুন করিল ? কাহারও উপর কোনরূপ সন্দেহ হইয়াছে কি ?"

কেরাণী বলিলেন, "শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া আসা আমার দরকার ছিল, দৈবাৎ সেই দিকে গিয়া পড়িয়াছিলাম, সেখানে অধিকক্ষণ বিলম্ব করিতে পারি নাই, শীঘ্রই চলিয়া আসিয়াছিলাম, সুতরাং বিশেষ খবর আমি বলিতে পারিব না। হাঁ, একটা কথা আমার মনে হইতেছে ;—সেতুর নিকটস্থ একটা গলীর ভিতর হইতে সেই প্রাতঃকালে একখানা গাড়ী বাহির হইয়া আসিয়াছিল, গাড়ীতে লোক ছিল, গাড়ী কিন্তু সেখানে থামে নাই, দ্রুতবেগে অন্য দিকে চলিয়া গিয়াছিল। আমি যখন—"

কেরাণীর কথা শেষ হইল না। একজন আরদালী সেই সময় সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রভুকে সেলাম দিয়া বিজ্ঞাপন করিল, "লর্ড ক্রোরিমেল আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

শুনিবামাত্র দেয়ালের ঘড়ীর দিকে চাহিয়া লর্ড মণ্টগোমারী বলিয়া উঠিলেন, "লর্ড ক্লোরিমেল এত সকালে?—এই সবে বেলা আটটা। আমি মহাশোক-সমাচার শ্রবণ করিয়া মনে করিয়াছি, বিষয়-কর্ম্মের কোন গুরুতর সংবাদ যাহারা আনিবে, তাহারা ভিন্ন আর কাহারও সহিত এখন আমি দেখা করিব না। এমন সময় তিনি কেন আসিলেন?"

আরদালী বলিল, "তিনি আমাকে বলিয়াছেন, একবার সাক্ষাৎ করা তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন, বিশেষ দরকারী কার্য্য; অল্পক্ষণের মধ্যেই সে কার্য্য তিনি শেষ করিতে পারিবেন, বেশী বিলম্ব হইবে না।"

লর্ড বলিলেন, "আচ্ছা, তবে তুমি যাও, তাঁহার সহিত আমি এখনি দেখা করিতেছি।"—এই বলিয়া সে ঘর হইতে তিনি বাহির হইলেন, যে ঘরে ক্লোরিমেল বসিয়া ছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন।

লর্ড ক্লোরিমেলের মুখখানি যুবতী স্ত্রীলোকের মুখের ন্যায় সুন্দর, সেই মুখ তখন অত্যন্ত ম্লান, তিনি যেন মহাবিষাদে বিষাদিত। তাঁহাকে দেখিয়া লর্ড মণ্টগোমারী ক্ষণেকের জন্য নিজের দুঃখ ভুলিয়া, তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয় ক্লোরিমেল! ব্যাপারখানা কি? তোমার কি হইয়াছে? কেন তুমি এত প্রত্যূষে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছ?"

ক্লোরিমেল উত্তর করিলেন, "কিয়ৎক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ কর, সব কথা আমি বলিতেছি। রাও নামে আমার সেই ছোকরা চাকরটি ছিল, তাহাকে তুমি জানো, ভাল রকমেই জানো; সেই রাও অপর আর কেহই নহে, বিবি ব্রেসের বাড়ীতে যাহাকে তুমি দেখিয়াছিলে, সেই সুন্দরী কুমারী কারোলাইন ওয়াল্‌টার।"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "সেকি! তুমি যাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলে, সেই কারোলাইন? হত্যাকারিণী কারোলাইন আর তোমার সেই চাকর রাও উভয়ে একই ব্যক্তি, ইহা কি সম্ভব?"

ক্লোরিমেল বলিলেন, "কারোলাইন নির্দ্দোষী, তাহার নামে যে অপবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা মিথ্যা, লর্ড মার্চমণ্টের পুত্র আর্থর ইটনের মোকদ্দমা যখন শুনানী হইবে, সেই সময় কারোলাইনের নির্দ্দোষিতা প্রকাশ পাইবে, আর্থর ইটনেরও নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইবে। যাহা হউক, সে কথা এখনকার নহে, সেই কারোলাইন সম্প্রতি বিবি ব্রেসের দ্বারা সাংঘাতিকরূপে আহত—"

সবিস্ময়ে মণ্টগোমারী বলিয়া উঠিলেন, "কি!—মিসেস্ ব্রেস্ আবার একটা পাপ করিয়াছে? উঃ! ভয়ানক মেয়েমানুষ!—একসময়ে সেই মাগীর সঙ্গে আমার কতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলেও অঙ্গ শিহরিয়া উঠে!"

ক্লোরিমেল বলিলেন, "তাহার লীলা-খেলা শেষ হইয়া গিয়াছে। গত রাত্রে কারাগারের ভিতর মাগীটা গলায় দড়ী দিয়া মরিয়াছে!"

মণ্টগোমারী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "বেশ হইয়াছে। ফাঁসীকাষ্ঠে মরা অপেক্ষা ঐ রকমে মরা অনেক ভাল!" - বলিতে বলিতে তাঁহার মনে যেন কি ভাবের উদয় হইল, তিনি ভাবিলেন, তাঁহার নিজের ভাগ্যেও হয় ত ফাঁসীতে মরা ঘটিতে পারে! ভাবিয়াই কম্পিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রেসের মরণ-খবরটা তুমি কখন্ শুনিয়াছ?"

ক্লোরিমেল বলিলেন, "গত রাত্রে কারোলাইন আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, মৃত্যুকালে সে আমাকে কি কি কথা বলে, তাহা শুনিবার জন্য, আর তাহার কাছে ক্ষমা চাহিবার জন্য আমি জেলখানায় গিয়াছিলাম। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি বড় কাতর হইয়াছিলাম; সে আমাকে অনেক কথা বলিয়াছিল। রাত্রিটা যদি বাঁচে, প্রভাতে আবার আমি তাহাকে দেখিতে যাইব, ডাক্তারের কাছে এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছিলাম। রাত্রে আমার ঘুম হয় নাই, ভোরে উঠিয়া এই অঙ্গীকার পালন করিবার জন্য আমি নিউগেটে গিয়াছিলাম। কারোলাইন এখনও বাঁচিয়া আছে, তাহার বেশ জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু বাঁচিয়া উঠিবে, তেমন আশা অতি অল্প। কারাগার হইতে আমি বাহির হইয়া আসিতেছিলাম, কয়েদীদের মুখে শুনিলাম, মিসেস্ ব্রেস্ তাহার হাজত-গহ্বরে গলায় দড়ী দিয়া মরিয়াছে; তথ্য জানিবার জন্য আমি কারাগারের প্রহরিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহারাও বলিল, কথাটা সত্য।"

কতকটা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে গুণ গুণ স্বরে মণ্টগোমারী বলিলেন, "ঐ রকমেই হবে সেই পেলমেলের নামজাদা পোষাকওয়ালীর ভবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে! এক জন রাজপুত্রের উপপত্নী,—ইংলণ্ডের অনেক বড় বড় দাম্ভিক সম্ভ্রান্ত কুলীনের প্রেম-নায়িকা,—অবোধ যুবক-যুবতীর গুপ্ত-মিলনের পাকাকুট্টনী—"

আর বলিতে না দিয়া, তিরস্কারের স্বরে লর্ড ক্লোরিমেল বলিলেন, "সে

এখন মরিয়া গিয়াছে, এখন আর তাহার উপপত্তি গণনা কেন করিতেছ? ইউজিন!—তোমাতে আমাতে প্রেমবিকারী হইয়া তাহাকে যদি উৎসাহ না দিতাম, তাহা হইলে সে হয় ত ততদূর বাড়িয়া উঠিতে পারিত না। সে কথা এখন ছাড়িয়া দাও; যে জন্য আমি এত সকালে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি, তাহাই বলি, শোনো। তুমি আমার বাল্যকালের বন্ধু, তোমার কাছে কিছুই আমার গোপন নাই, কিছুই গোপন রাখিব না। গত রাত্রে অন্যান্য কথার সঙ্গে কারোলাইন তোমার সম্বন্ধে একটা অতি গুহ্যকথা—"

ভাবার্থ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া মণ্টগোমারী বলিয়া উঠিলেন, "আমার সম্বন্ধে গুহ্যকথা?"

ফ্লোরিমেল বলিলেন, "ঠিক আমি বলিতে পারি না, কিন্তু কভেণ্ট গার্ডেন থিয়েটারের নাট্যরঙ্গ-সংক্রান্ত বিশেষ গুহ্য বৃত্তান্ত আমি অবগত হইতে পারিয়াছি। সেখানে—"

লর্ড মণ্টগোমারীর সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, দারুণ সংশয়ে তাঁহার মনে বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হইল; কম্পিতকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! তবে বুঝি সেই অজ্ঞাত-রমণী-সংক্রান্ত গুহ্যকথা?—ফ্লোরিমেল! সেই নাট্যরঙ্গ উপলক্ষে আমি তোমার বেশধারণের জন্য নীল পোষাক পরিধান করিয়া গিয়াছিলাম, তুমি আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিও।"

ফ্লোরিমেল বলিলেন, "ইউজিন! সে ক্ষেত্রে তুমি অবোধের কার্য্য করিয়াছিলে,—নিতান্ত অবোধের কার্য্য। কিন্তু তাহাতে আমাদের পরস্পরের বন্ধুত্ব নষ্ট হইবে না। তুমি পাগলামী করিয়াছিলে, সে জন্য ক্ষমা চাহিবার কথা উত্থাপন করাই অনাবশ্যক। আসল কথা এই যে, কে সেই অজ্ঞাত-সুন্দরী, তাহা কি তুমি জানিতে পারিয়াছ?"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "কে সেই অজ্ঞাত-সুন্দরী, তাহা আমি জানিতে পারি নাই; কিন্তু কি কি গুহ্যকথা তুমি শুনিয়াছ, তোমার মুখে তাহা আমি শুনিতে চাই। যদি তুমি সে বিষয় জানিতে—"

ফ্লোরিমেল বলিলেন, "একটু স্থির হও, মুহূর্ত্তকাল ধৈর্য্য ধারণ কর। যদি তুমি সেই চতুরা রমণীর ধূর্ত্ততায় আর তাহার মোহন মন্ত্রে মাতোয়ারা হইয়া বিপক্ষের কাছে কিছু প্রকাশ—"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "ওঃ! বিপক্ষ?—এই কথাতে আমাকে কি

বুঝিতে হইবে যে, সেই অজ্ঞাত রমণীই”—এইটুকু বলিতে বলিতে লর্ড ক্লোরিমেলের কর্ণে চুপি চুপি একটি নাম বলিলেন।

ক্লোরিমেল বলিলেন, “হাঁ, সেই-ই বটে!—কিন্তু তুমি অমন করিতেছ কেন? তোমার মুখ শুকাইল কেন?—তুমি অমন করিয়া কাঁপিতেছ কেন?”

যেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে অর্দ্ধ-কম্পিতকণ্ঠে মণ্টগোমারী বলিলেন, “না না,—এমন কিছু নয়, এমন কিছু নয়,—তবে কি না—তবে কি না,—হঠাৎ একটা অসুখ—”

ক্লোরিমেল বলিলেন,“হঠাৎ অসুখ নয়; আমি বুঝিতেছি, ভয়ানক অসুখ,—অন্তরে যেন কোন গুরুতর আঘাত! যদি তুমি কোন প্রকারে সেই অজ্ঞাত মোহিনী কামিনীর কুহকে পড়িয়া, তাহার কায়দায় নিমগ্ন হইয়া থাকো, শীঘ্রই সেই নির্ব্বুদ্ধিতার বিষময় ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে;—আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, সেটা তোমার স্পষ্ট পাগ্‌লামী!”

অবরুদ্ধস্বরে মণ্টগোমারী বলিলেন, “সত্যই পাগ্‌লামী,—গেব্রিল! তুমি ঠিক বলিয়াছ; সত্যই আমার পাগ্‌লামী।—কিন্তু সেই মোহিনীর ভিতরের খবর আমি কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছি; সে একটা ভয়ঙ্কর পাপ করিয়াছে, তাহাকে সেই ভয় দেখাইলে তাহার মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে, নিশ্চয়ই সে আমার কায়দায় আসিবে। আমি তাহাকে—”

বাধা দিয়া ক্লোরিমেল বলিয়া উঠিলেন, “সাবধান! যদি তুমি তাহার বিপক্ষতাচরণ করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে সে তোমাকে অবশ্যই জব্দ করিবে! আমি জানিতে পারিয়াছি, সেই কামিনী ভারী চতুরা, অদ্ভুত জাদুবিদ্যা জানে! ষড়্‌যন্ত্র করিতে বিশেষ পরিপক্ক। তাহাকে ঘাঁটাইলে সে তোমাকে বিষম ফাঁদে ফেলিবে; সে ফাঁদ হইতে তুমি মুক্ত হইতে পারিবে না। তাহার সকল কথা যদি আমি তোমাকে বলি, তাহা হইলে কাণ্ডখানা তুমি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে; কিন্তু আজ আমার মন ভাল নয়, অবসরও নাই।”

শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া মণ্টগোমারী বলিলেন, “যদি আমি কিছু প্রমাণ পাইতাম, পরমেশ্বর যদি কিছু প্রমাণ মিলাইয়া দিতেন, তাহা হইলে—”

“প্রমাণ?”—প্রতিধ্বনি করিয়া ক্লোরিমেল বলিলেন, “প্রমাণ?—তুমি

প্রমাণ চাও ? এই দেখ।”—এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে দুই টুকরা কাপড় বাহির করিয়া মণ্টগোমারীর হস্তে দিলেন ; বলিলেন, “সেই মোহিনী কামিনী যে অন্ধকার ঘরে নাগর লইয়া বিহার করে, সেই অন্ধকার প্রেমাগারের বিছানার মশারি আর গবাক্ষের পর্দ্দা হইতে এই দুই খণ্ড কারোলাইন কাটিয়া লইয়াছিল, কল্য রাত্রে কারোলাইনকে যখন আমি দেখিতে গিয়াছিলাম, সেই সময় কারোলাইন আমাকে এই দুই টুকরা কাপড় প্রদান করিয়াছিল। এই দুই খণ্ড বস্ত্র যদি তুমি সেই মোহিনীকে দেখাও, তাহা হইলে সে একেবারে তোমার কায়দায় পড়িয়া তোমার পদানত হইবে।”

আনন্দিত হইয়া লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, “ধন্যবাদ গেব্রিল, সহস্র ধন্যবাদ! তুমি আজ আমার যে উপকার করিলে, তাহা আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। তুমি যে আমার পরম-হিতৈষী অকপট বন্ধু, এই কার্য্যের দ্বারা তাহার নূতন পরিচয় পাওয়া গেল।”

একটু চিন্তা করিয়া ফ্লোরিমেল বলিলেন, “তোমার গুহ্যকথা জানিতে আমি চেষ্টা করিব না, অতএব প্রেমের পাগল হইয়া সেই মোহিনীকে তুমি কি কি গুহ্যকথা বলিয়াছিলে, তাহাও জানিতে চাহিব না। কারোলাইনের মুখে যখন আমি শুনিলাম, ছদ্মবেশ-ধারণের নীল পোষাক পরিয়া তুমি থিয়েটারে গিয়াছিলে, নাট্যরঙ্গভূমে ছদ্মবেশধারিণী সেই অজ্ঞাত মোহিনীর সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছিল, তখনি আমার মনে একটা খট্‌কা জন্মিয়াছিল। আমি ভাবিয়াছিলাম, মোহিনী তোমাকে অবশ্যই প্রলোভন দেখাইয়া প্রেমের ফাঁদে ফেলিবে, শেষকালে তোমাকে মহা বিপদ্‌জালে জড়াইবে। উহা ভাবিয়াই তোমাকে সাবধান করিবার জন্য আজ প্রাতঃকালে আমি এখানে আসিয়াছি। অজ্ঞাত মোহিনীর আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া তুমি পাগলের মত তোমার গুহ্যকথা তাহার কাছে ব্যক্ত করিয়াছিলে, সে গুহ্যকথা আমি জানিতে চাহি না। কেন না, সকল লোকেরই কিছু না কিছু গুহ্যকথা আছে ; অপরের তাহা—”

মহা উত্তেজিত হইয়া মণ্টগোমারী বলিলেন, “ঠিক কথা, ঠিক কথা! আমি তোমার কাছে চিরজীবনের জন্য বাধিত হইয়া রহিলাম।”—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, স্তম্ভিত-স্বরে তিনি শেষকালে বলিলেন, “হায় হায়! আজ প্রাতঃকালে আমি ভয়ঙ্কর নির্ঘাত সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। কোন্ ব্যক্তি আমার ভ্রাতা রেমণ্ডকে খুন করিয়া ফেলিয়াছে!”

আতঙ্কে কম্পিত হইয়া লর্ড ক্লোরিমেল বলিয়া উঠিলেন, "খুন?"

বিশুষ্কবদনে ওষ্ঠ কম্পিত করিয়া মণ্টগোমারী বলিলেন, "হাঁ, খুন!—যথার্থ ই খুন! বিশেষ বিবরণ এখন আমি তোমাকে বলিতে পারিতেছি না; শোকের আঘাতে আমার বুক যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! এখন পর্য্যন্ত আমি জননীকে সেই নিদারুণ বার্ত্তা শুনাইতে পারি নাই। শুনিলে তিনি যে মর্ম্মাহত হইয়া কি কাণ্ড করিবেন, সেই ভয়ে—"

ত্বরিতস্বরে ক্লোরিমেল বলিলেন "বিলম্ব করিও না, বিলম্ব করিও না, এখনি গিয়া ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সংবাদটা তোমার জননীকে জানাও। কি জানি, অন্ত লোকে যদি হঠাৎ সেই নিদারুণ সংবাদ তাঁহাকে জানায়, শোকোচ্ছ্বাসে তাঁহার প্রাণ যাইতে পারে।"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "আমারও সেই ভয়। হায় হায়! কোথায় আমার ভাই? কোথায় আমার রেমণ্ড? কে তাহাকে খুন করিল? আমি যদি—"

আসন হইতে উঠিয়া লর্ড ক্লোরিমেল কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "এখন আমি বিদায় হই; তোমার দুঃখে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। তুমি গিয়া তোমার জননীকে খুব সাবধানে সংবাদটা জানাও।"

লর্ড ক্লোরিমেল বিদায় হইলেন, লর্ড মণ্টগোমারী মন্থর-গতিতে জননীর গৃহে চলিলেন; জননীর গৃহে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে সেই মহা শোক-সংবাদ তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিলেন। কনিষ্ঠ পুত্রের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া কাউণ্টেস্ মণ্টগোমারী নিদারুণ শোকে চুল ছিঁড়িয়া, বুক চাপড়াইয়া, ওষ্ঠ দংশন করিয়া বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার আসিয়া উপযুক্ত ঔষধ-প্রয়োগে মূর্চ্ছাভঙ্গ করিলেন। অভাগিনী পুত্রশোকে যেন পাগলিনী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

সহচরীগণকে আর ডাক্তারকে জননীর নিকটে রাখিয়া ইউজন মণ্টগোমারী গৃহান্তরে গমন করিলেন, তৎক্ষণাৎ গাড়ী প্রস্তুত করিবার হুকুম দিলেন, অবিলম্বে গাড়ীতে আরোহণ করিয়া ক্যাভেণ্ডিস্ স্কোয়ারে লর্ড হোল্ডারনেসের নিকেতনে গমন করিলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

মোকদ্দমা।

পূর্ব্বকালে ইংরাজ লোকের পূর্ব্বপুরুষেরা আপনাদের জ্ঞান ও বিবেচনা-মতে স্থাবর-সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও ভোগ-দখল সম্বন্ধে অদ্ভুত প্রকার বিধান করিয়া উইল করিয়া যাইতেন। সে সময় ইংলণ্ড-রাজ্যে রোমান-কাথলিক ধর্ম্মের আধিপত্য ছিল; উইল করিবার সময় পোপের নামে শপথ করিয়া উইল লেখা-পড়া হইত, অথবা কোন মঠের অথবা তীর্থস্থানের মহিমা স্মরণ করিয়া, পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মার কল্যাণার্থ উৎসব করিয়া গরীব লোকদিগকে অর্থ দান করা হইত; ছোট বড় সমস্ত জমীদারীর উত্তরাধিকার সম্বন্ধে একই প্রকার নিয়ম প্রচলিত ছিল। পক্ষান্তরে, এমন কি, ইদানীন্তন কালেও প্রটেষ্টাণ্ট-মতানুসারে যখন পোপের ভগ্ন মঠের উপর মন্দির-নির্ম্মাণের প্রথা ছিল, তখন উইলকর্ত্তারা আপনাদের সন্তান-সন্ততি-গণকে এককালে রোমান-কাথলিক ধর্ম্ম অস্বীকার করিবার শপথে বাধ্য করিয়া রাখিতেন। মণ্টগোমারী-পরিবারে পুরুষানুক্রমে ঐ প্রকার নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল। রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে বেলেগুেন-বংশ বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়; তখনকার মার্কুইস্ আশী বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন; বংশরক্ষার নিমিত্ত তিনি তদানীন্তন আর্ল মণ্টগোমারীর দ্বিতীয় পুত্রকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন; রাজ্ঞী এলিজাবেথ সেই দত্তক গ্রহণ মঞ্জুর করিয়া শিশু মণ্টগোমারীকে বেলেগুেনের মার্কুইস্ উপাধি ধারণের ক্ষমতা-পত্র প্রদান করেন। তদনুসারে শিশু মণ্টগোমারী বেলেগুেন-বংশের পদ-সম্পদে অধিকারী হন; বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এলমার-বংশের একটি কুমারীকে তিনি বিবাহ করেন। সেই বিবাহের ফল একটি পুত্র-সন্তান। সেই পুত্র যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তৎকালে তাঁহার দেশভ্রমণের ইচ্ছা বলবতী হইল; তিনি দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কত বৎসর গেল, তিনি ফিরিয়া আসিলেন না, তাঁহার কোন সংবাদও পাওয়া গেল না; পুত্রটি তবে বাঁচিয়া নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখে তাঁহার পিতা-মাতা মরণাপন্ন হইলেন। মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই বুঝিতে পারিয়া তাঁহার পিতা

আপন পদসম্পদের একজন উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া একখানি উইল করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তখনকার আরল্ মণ্টগোমারী সেই উইলের সর্ত্তানুসারে সেই বিষয় প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ অবধারিত হয়; পিতার মৃত্যুর পর সেই আরল্ মণ্টগোমারী বেলেগুনের মার্কুইস্ হইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল; উইলকর্ত্তা তাঁহার প্রাইয়রি ষ্টেট্ তথনকার আর্ল মণ্টগোমারীকে দান করেন এবং বারবিক্সার জমীদারীর কতকাংশ সেই আরলের ভ্রাতাকে ও কতকাংশ এলমার-পরিবারকে দান করেন।

বারবিক্সার জমীদারীর মধ্যে একটি মঠ ছিল, রাজা অষ্টম হেন্রীর রাজত্বসময়ে সেই মঠ ধ্বংস করা হয়; বৃদ্ধ উইলকর্ত্তা রোমের পোপের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করিতেন, অতএব উইলের একটি প্রকরণে তিনি লিখিয়াছিলেন, যাঁহারা আমার উত্তরাধিকারী হইবেন, তাঁহারা যেন সেই ভগ্ন মঠের পুনরুদ্ধার অথবা পুনর্নির্ম্মাণ না করেন। সেই মর্ম্মের অঙ্গীকারপত্রে দস্তখত করিতে উত্তরাধিকারী যদি অস্বীকার করে, তাহা হইলে বারবিক্সারের জমীদারীর অংশ হইতে বঞ্চিত হইবে, অন্য উত্তরাধিকারী তাহাতে দখল লইবে। উইলে আরও বিধান হইয়াছিল, উত্তরাধিকারীরা বাইশ বৎসর বয়সে অথবা তাহার পূর্ব্বে সেইরূপ অঙ্গীকারপত্রে দস্তখত করিবেন। (সেই সময়ে পুরুষের বাইশ বৎসর বয়সে সাবালক হইবার প্রথা ছিল।) অধিকন্তু সেই উইলে আরও বিধান হইয়াছিল, যিনি যখন মণ্টগোমারী-বংশে আরল্ থাকিবেন, তিনি তদবধি চিরকালের জন্য লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী প্রাইয়রি ষ্টেটের অধিকারী হইবেন, তাঁহার নিকট-আত্মীয় বার্রবিক্সার্ জমীদারীর অধিকাংশ ও এলমার-পরিবার তাহার অল্প অংশ ভোগ-দখল করিবেন। মার্কুইস্ অব্ বেলেগুন, যিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধকালে জীবিত ছিলেন, তাঁহার উইলের ঐরূপ বিধান।

উইলকর্ত্তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার সেই নিরুদ্দিষ্ট পুত্র লণ্ডনে ফিরিয়া আইসেন; আলজিরীয় বোম্বেটেরা তাঁহাকে ধরিয়া আফ্রিকায় বিক্রয় করিয়াছিল। তিনি বহুদিন সেখানে ক্রীতদাস হইয়া বহু কষ্ট পাইয়াছিলেন, সম্প্রতি খালাস পাইয়াছেন। সেই পুত্র ফিরিয়া আসিয়া পৈতৃক সম্পত্তির দাবী করেন; তখনকার আরল্ মণ্টগোমারী পূর্ব্বোক্ত উইলের বিশেষ বৃত্তান্ত না জানা বশতই হউক কিংবা অন্তরের সরলতা বশতই হউক, উইলকর্ত্তার পুত্রের দাবীতে কোন আপত্তি করেন নাই। উইল

হইয়াছিল, উইল আছে, সে কথাটা পর্য্যন্ত সকলে ভুলিয়াছিলেন, বিদেশ-প্রত্যাগত বেলেগুেন নির্ব্বিবাদে বহুদিন বেলেগুেন ষ্টেটের অধিকারী হইয়া ভোগ-দখল করিতে থাকেন, তাঁহার উত্তরাধিকারীরাও সেইরূপে ভোগদখল করেন; অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যকালে যে সময়ে ইংলণ্ডে মহা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে একজন কূটবুদ্ধিসম্পন্ন এটর্ণী সেই উইলের বিষয় অবগত হইয়া সকলকে জানাইয়া দেন। তৎকালে মণ্টগোমারী-বংশে যিনি আরল্ ছিলেন, তিনি তাহা জানিতে পারিয়া সেই সময়ের মার্কুইস্ বেলেগুেনের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ভয় দেখান। বাস্তবিক তখন মোকদ্দমা হয় নাই, রফা হইয়াছিল; মার্কুইস্ বেলেগুেন সেই রফা-সূত্রে মণ্টগোমারীদিগকে ষোল আনা বিষয়ের কতকাংশ ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়াছিলেন; তাহাই স্থির হইয়াছিল; তদনুসারে দস্তুরমত কোবালা লেখা পড়া হইয়া দস্তখত করা হইয়াছিল। ঐরূপে হস্তান্তর হইবার পর একটা কারবারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মণ্টগোমারীরা দেনাদার হইয়া পড়েন, তাঁহাদের বিস্তর টাকার অভাব হয়; তখনকার মার্কুইস্ বেলেগুেন যে সম্পত্তি তাঁহাদিগকে লিখিয়া দিয়াছিলেন, সেই সম্পত্তি পুনরায় নিজে খরিদ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে অনেক টাকা অগ্রিম দাদন করেন। টাকা আদান-প্রদানের পর পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তি বেলেগুেন-পরিবারের অধিকারে আইসে। ক্রমাগত বিংশতি বৎসর আর কোন উচ্চবাচ্য ছিল না; তৎপরে বর্ত্তমান ইউজিন মণ্টগোমারীর পিতা সেই সম্পত্তিতে অধিকার পাইবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আমাদের এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইবার প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সেই মোকদ্দমা দায়ের হয়; মোকদ্দমা চলিতে থাকে। কিছু দিন পরে প্রকাশ পায়, মণ্টগোমারীরা সত্য যদি দাবীদার হন, তাহা হইলে বারবিক্সার জমীদারীতে রেমণ্ড মণ্টগোমারীর অধিকার হওয়াই ন্যায়সঙ্গত, প্রাইয়রি সম্পত্তিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা অধিকারী হইতে পারেন। এলমার পরিবারও এক অংশের দাবীদার। দীর্ঘকাল যাবৎ এই মোকদ্দমা চলিয়া আসিতেছে। এই মোকদ্দমাই আমাদের বর্ত্তমান-আখ্যায়িকার বর্ণনীয়।

এই মোকদ্দমার প্রকৃতি যেরূপ, পাঠক মহাশয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বুঝিতে পারিলেন। লেডী বেলেগুেনের পক্ষে আপত্তি এইরূপ যে, মণ্টগোমারীদিগের সহিত যখন রফা হইয়া গিয়াছে, তখন আর উক্ত সম্পত্তিতে তাঁহাদের কোন প্রকার দাবী-দাওয়া চলিতে পারে না, কস্মিন্‌কালেও তাঁহারা

উক্ত বিষয়ে অধিকারী হইতে পারিবেন না। ফাবৃণান্দা এলুমার (বর্ত্তমান লেডী হোল্‌ডায়নেস্) এইরূপ এজাহার দেন যে, রফা হইবার সময় তাঁহার বংশে কেহই কোন পক্ষ ছিলেন না; বিশেষতঃ উইলে কিরূপ লেখা আছে, উইলের মর্ম্মানুসারে তাঁহারা যে বেলেগুেন-সম্পত্তির কিছুমাত্র অংশ পাইতে পারেন, তাহাও তাঁহারা জানিতেন না। মণ্টগোমারীর পক্ষে আপত্তি এই যে, রফা করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের ছিল না। বিষয়-সম্পত্তি বাঁটোয়ারা হইয়া চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে। আরও এক ভয়ঙ্কর কথা।—মোকদ্দমা দায়ের হইবার তিন মাস পরে ইউজিন মণ্টগোমারী এই এক নূতন আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন যে, কথিত কোবালাখানা জাল। যদিও বর্ত্তমান লেডী বেলেগুেন উহা জাল করেন নাই, কিন্তু দলীলখানা প্রকৃত নহে।

ইহার পোষকতার এই কথা বলা হইয়াছে যে, ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কোবালা লেখা-পড়া হয়, বর্ত্তমান লেডী বেলেগুেনের শ্বশুর সেই দলীলে দস্তখত করেন। বাস্তবিক লেডী বেলেগুেনের শ্বশুর ১৭৯৩ অব্দে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে দলীল লেখা-পড়া। সেরূপ জাল দলীল কদাচ গ্রাহ্য হইতে পারে না। মার্কুইস্ বেলেগুেনের মৃত্যু ১৭৯৩ অব্দে, তাহার প্রমাণ এই যে, কবরের সিন্দুকের গায়ে যে প্রস্তর-ফলক সংলগ্ন আছে, তাহাতেও খোদিত রহিয়াছে ১৭৯৩ অব্দ।

মোকদ্দমার অবস্থা এইরূপ। ৩১ শে মে তারিখে চ্যান্‌সারী মাষ্টার এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে নিজের রিপোর্ট প্রদান করিবেন, এইরূপ স্থির ছিল; রিপোর্টখানি প্রস্তুত হইয়াছিল; উকীল রিগ্‌ডেন সাহেব পূর্ব্বে যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, মাষ্টারের রিপোর্টের মর্ম্মও ঠিক তদ্রূপ। উকীল স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার মক্কেলেরা জয়লাভ করিবেন, লেডী বেলেগুেনের পরাজয় হইবে। ফাবৃণান্দার পক্ষে সওয়াল হইয়াছিল, পূর্ব্বে যদি বরাও রফা হইয়া থাকে, সেই রফানামার কোন পক্ষে তাঁহার বংশে কেহই সংলিপ্ত ছিলেন না; কোবালাখানি সত্যই হউক অথবা জালই হউক, তাহাতে ফাবৃণান্দার স্বত্ব বহাল থাকিবার পক্ষে কোন আপত্তি হইতে পারে না। ফাবৃণান্দার দাবী অবশ্যই বলবৎ। মণ্টগোমারীদিগের সম্বন্ধে চ্যান্সারী মাষ্টার বিবেচনা করিয়াছেন, কোবালা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের দাবী নামঞ্জুর হইতে পারিত, কিন্তু কোবালা প্রকৃত নহে, উহা জাল, ইহা উত্তমরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে; অতএব মণ্টগোমারী-বংশের দাবীও বলবৎ।

বিশেষতঃ দাবীদারগণের মধ্যে একজন দাবীদার (লর্ড রেমণ্ড মণ্টগোমারী) আদালতে হাজির হন নাই; জনরব এইরূপ যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; অধিকন্তু ইহাও প্রকাশ যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের উইলের বিশেষ প্রকরণের নিয়মে লর্ড রেমণ্ড সম্মত ছিলেন না। অতএব অনারেবল আরল মণ্টগোমারী উক্ত উইলের লিখিত প্রাইয়রি সম্পত্তির পূর্ণ অধিকারী হইতেছেন; বারবিক্‌-সার জমীদারী দুই অংশে বাটোয়ারা হইবে; আরল্ মণ্টগোমারী তৃতয়াংশ প্রাপ্ত হইবেন, লেডী ফার্‌ণান্দা (বর্ত্তমান লেডী হোল্‌ডারনেস্) দ্বিতৃতীয়াং-শের অধিকারিণী হইবেন।

মাষ্টারের রিপোর্ট এইরূপ। যদিও ইহা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নহে, তথাপি ঐ রিপোর্টের মর্ম্মানুসারেই লর্ড চ্যান্‌সেলারের রায় লিপিবদ্ধ হইবে, ইহা অবধারিত। স্মরণীয় ৩১শে মে। এই দিন লণ্ডনের সকল লোকেই জানিতে পারিলেন, চ্যান্সারী কোর্টের মোকদ্দমায় হউজিন মণ্টগোমারী ও লেডী ফার্‌ণান্দার জয় এবং মার্শনেস্ বেলেণ্ডেনের পরাজয়।

ত্রিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

প্রথম পরীক্ষা।

সেই দিন বেলা ৪॥৫টার সময় বেলেণ্ডেন প্রাইয়রি-নিকেতনের সম্মুখে একখানি গাড়ী দাঁড়াইল, ইউজিন মণ্টগোমারী ও লেডী হোল্‌ডারনেস্ সেই গাড়ী হইতে অবরোহণ করিলেন। নিকতনের কিঙ্করেরা তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ উপবেশন-কক্ষে লইয়া বসাইল;—বলিল, "মার্শনেস্ অবিলম্বে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

কিঙ্করেরা বাহির হইয়া যাইবামাত্র লর্ড মণ্টগোমারী মৃদু-কণ্ঠে ত্বরিত-স্বরে লেডীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "ফারুণান্দা! আজ তুমি এখানে কিরূপ প্রস্তাব করিবার সঙ্কল্প করিয়াছ? লরাই বা কি কথা তুলিবে বোধ কর?"

লেডী হোল্‌ডারনেস্ উত্তর করিলেন, "মার্শনেস্ আমাদিগকে এখানে আসিবার নিমিত্ত যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্র পাইয়া অবধি তাঁহার উদ্দেশ্য স্থির করিবার নিমিত্ত কতবার তুমি কত প্রকার ভাবিয়াছ, কিন্তু সহস্রবার ভাবিয়াও সে রহস্য ভেদ করিতে তুমি সমর্থ হইবে না।"

লর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয় ভগিনি! এটা এক প্রকার চক্রজাল, ইহাই তুমি অনুমান কর?"

লেডী উত্তর করিলেন, "চক্রজাল অনুমান করিবার কি কারণ? মার্শনেস্ কি আমাদিগকে বিচারে অর্পণ করিবার ইচ্ছা করেন? যদি তাঁহার সে মতলব থাকিত, তবে আমাদিগকে বাড়ীতে আহ্বান করিবার তাৎপর্য্য কি ছিল? মনে করিলেই ত তিনি আমাদের বাড়ীতে কন্‌ষ্টেবল পাঠাইতে পারিতেন।"

সগৌরবে ফারুণান্দার শান্ত-বদনে দৃষ্টিপাত করিয়া মণ্টগোমারী বলিলেন, "ভগিনি! তুমি দিব্য শান্তভাবে নির্ভয়ে সকল বিষয় বিবেচনা করিতে পার। তোমার যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে তুমি বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনা-দলের সেনাপতিত্ব করিতে পারিতে।"

মৃদুহাস্য করিয়া ফারুণান্দা বলিলেন, "আমার স্বভাবে কতকটা সেই রকম

দেখায় বটে।” এইটুকু বলিয়া তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাব ধারণ পূর্ব্বক তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, “ইউজিন! তুমি অমন চঞ্চলচিত্ত হইও না। দেখিতেছি, তোমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে; স্পষ্টই তুমি ভয় পাইয়াছ। ছিঃ! ছেলে-মানুষের মত ঐরূপ ভীরুভাব দেখাইতে নাই। মোকদ্দমায় আমরা জয়ী হইয়াছি; লরা হয় ত সন্ধি করিবার অভিলাষে আজ আমাদিগকে নিজালয়ে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহার পত্রখানি পাঠ করিয়া যথার্থই আমার সেইরূপ ধারণা হইয়াছে। হয় ত তিনি তোমাকে সঙ্গে করিয়া নিজের বৈঠকখানায় লইয়া যাইবেন।”

মণ্টগোমারী বলিলেন, “অদ্য প্রাতঃকালে তোমাকে আমি যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা শুনাইয়াছি, তাহা শুনিয়া কি তুমি চমৎকৃত হও নাই?”

ফারূণান্দা বলিলেন, “বিস্ময় বোধ হইয়াছিল, ইহা আমি অবশ্যই স্বীকার করি; নারীজাতির উপরে কদাচ আমার উচ্চ-গৌরবের”—

কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সস্নেহে ফারূণান্দার কপোলে করস্পর্শ করিয়া লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, “প্রিয় ভগিনি! নিশ্চয়ই তোমার হৃদয় কিছু কঠিন! আচ্ছা, বল দেখি, লর্ড ডেস্‌বরার মৃত্যুতে তোমার হৃদয়ে কি অধিক শোকের আঘাত লাগিয়াছে? কেন তবে তুমি শোকবস্ত্র পরিধান কর নাই?”

নিষ্ঠুরা লেডী হোল্‌ডারনেস্‌ বলিলেন, “শোকের কথা যদি বল, আমার বিলাপ করিবার অবসর নাই। শোক-বস্ত্রের কথা বলিতেছ, বস্ত্র প্রস্তুতের হুকুম দিবার অবকাশ নাই; আমার পিতৃব্যের হঠাৎ মৃত্যুসংবাদ সবেমাত্র গতরাত্রে লণ্ডনে পৌঁছিয়াছে, তখন আমি কেবল মোকদ্দমার ব্যাপারেই নিবিষ্টচিত্ত ছিলাম।”

মণ্টগোমারী বলিলেন, “আজ প্রাতঃকালে তোমার স্বামীকে কেমন এক প্রকার চিন্তাযুক্ত ও অসুখী দেখিয়াছিলাম; তাহাতে আমার বিস্ময় বোধ হইয়াছিল। আমি তোমার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি রাজী ছিলেন না, সেইরূপ ভাব বুঝিয়াছি; আমার সহিত এক গাড়ীতে তুমি বেড়াইতে আসিবে, সে পক্ষে তাঁহার আরও অধিক অসম্মতির লক্ষণ বুঝিয়াছিলাম।”

চঞ্চলস্বরে ফারূণান্দা বলিলেন, “আমার কোন গুহ্যকথা তাঁহার অগোচর

না থাকে, অগোচর রাখাও আমার উচিত নয়, নিঃসন্দেহে ইহাই তিনি মনে করেন।”

পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সতেজ হইয়া লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, “হয় ত তাঁহার ঈর্ষারিপুও প্রবল।”

ঘৃণায় আরক্ত ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া ফারণান্দা বলিলেন, “কাহারও প্রতি আমি কামভাবে অনুরাগিণী হইব, আমার জন্য কাহারও মনে ঈর্ষার উদয় হইবে, এমন কি তুমি বিবেচনা কর? অধিক রূপবান্, অধিক গুণবান্ নাগরেরাও যদি আমার দিকে কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, তাহাতেও আমি দৃক্পাত করি না।”

তুষ্ট হইয়া সকৌতুহলে লর্ড মণ্টগোমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “গৌরবিণী ভগিনি। কোথা হইতে তোমার হৃদয়ে এরূপ অপূর্ব্ব তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার উদয় হইয়াছে?”

লেডী হোল্‌ডারনেসের নীলিমনেত্রে সহসা কৃষ্ণরেখা অঙ্কিত হইল, অতি মৃদুকণ্ঠে তিনি বলিলেন, “কতকটা আমার স্বভাবসিদ্ধ, অবস্থাগতিকে কতকটা আমি নিজেই শিক্ষা করিয়াছি। মৃত্যুকেও আমি ভয় করি না, বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে নির্ভয়ে আমি মৃত্যুর ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারি।”

ভাব বুঝিতে না পারিয়া, বিস্মিত-নয়নে চাহিয়া এক প্রকার উদাসকণ্ঠে লর্ড মণ্টগোমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “ফারণান্দা! তোমার ও সকল কথার অর্থ কি?”

সুমধুর সঙ্গীত সমাপ্ত হইবার সময় দূর হইতে যেমন অস্পষ্ট মৃদু প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়, সেইরূপ অস্পষ্ট মৃদুকণ্ঠে ফারণান্দা বলিলেন, “আমার কথার অর্থ এই যে, নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইলে জীবনের চরমপন্থায় প্রবেশ করিতে আমি একটুও ভয় পাই না।” মৃদুস্বর সংবরণ করিয়া, পকেট হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলী অপেক্ষাও ক্ষুদ্র একটি শিশি বাহির করিয়া ফারণান্দা দেখাইলেন; শিশি বর্ণ-শূন্য এক প্রকার তরল পদার্থে পরিপূর্ণ; শিশিটি আবার পকেটে রাখিয়া দিয়া, বিজয়-গৌরবে উচ্চকণ্ঠে তিনি বলিলেন, “এখন বুঝিলে ইউজিন?”

“বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি।”—এই দুটি বাক্য উচ্চারণ করিয়া, কিয়ৎক্ষণ থামিয়া, লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, “ঐ রকম পূর্ব্বসাবধানতা আমার কি

অবলম্বনীয় নয়? যে বস্তুর গুণে ইচ্ছামাত্র আশু মৃত্যু ঘটে, সেইরূপ বস্তু সঙ্গে রাখা আমার পক্ষেও কি উচিত হইতেছে না?"

কেমন এক প্রকার দুর্ব্বোধ ভীষণ দর্শনে ইউজিনের মুখপানে অনিমেষে তাকাইয়া, ফারণান্দা বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করি, যত প্রকার অপরাধ আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তত প্রকার অসংখ্য অপরাধে তুমি অপরাধী কি না; এই বুঝি ধরে, এই বুঝি ধরে, ইত্যাকার আতঙ্কে আমি যেমন সর্ব্বদা ব্যাকুলা, সেই রকম আতঙ্কে তুমি সর্ব্বক্ষণ আতঙ্কিত আছ কি না?"

অকস্মাৎ মনোমধ্যে সাংঘাতিক ভয়ের উদয় হওয়াতে সাতঙ্ক-নয়নে ফারণান্দার মুখপানে চাহিয়া লর্ড মণ্টগোমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি! তুমি কি আরও কোন প্রকার গুরু অপরাধের অভিনয় করিয়াছ? যে কার্য্যটা আমি জানি, তাহা ছাড়া—যাহা আমি বলিতেছি, তাহা কি তুমি বুঝিতে—"

ফারণান্দা বলিলেন, "ঠিক বুঝিয়াছি। তোমাতে আমাতে যে কাজটা করিয়াছি, কিংবা অন্য লোকের দ্বারা যে কাজটা আমরা করাইয়াছি, সেই কথাই তুমি বলিতেছ। মার্শনেসের মুখে সে কথাটা এখনই আমরা শুনিতে পাইব। মার্শনেস্ কতক্ষণে আসিবেন? কতক্ষণ আমরা তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিব?"

অদূরে মানুষের পদশব্দ হইল। চঞ্চল হইয়া চঞ্চল-স্বরে মণ্টগোমারী চুপি চুপি বলিলেন, "চুপ কর, চুপ কর;—ঐ তিনি আসিতেছেন।"

পরক্ষণেই গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, মার্শনেস্ বেলেগুেন গৃহপ্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় শোক-বসন পরিধান; কৃষ্ণবসনে সর্ব্বাঙ্গ সমাবৃত। মুখখানি যদিও কিছু ম্লান, তথাপি কিন্তু সেই মুখে দিব্য গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান; পদমর্য্যাদানুরূপ দিব্য প্রশান্ত ভাব। তাঁহার কথা লইয়া লোকে যেরূপ বলাবলি করে, তাঁহার নিজের হৃদয়েও যেরূপ গুহ্যকথা লুক্কায়িত, তখনকার চেহারা দেখিয়া তাহার কোন লক্ষণ অনুভব করা দুর্ঘট।

ধীরপদে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া মার্শনেস্ বেলেগুেন যথোপযুক্ত শিষ্টাচারে সভ্যভাবে লেডী হোল্ডারনেস্‌কে ও আরল্ মণ্টগোমারীকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহার মনে কোন প্রকার চাতুরী-ছলনা আছে, বাহ্য-লক্ষণে তাহার কিছুই অনুভূত হইল না; মোকদ্দমায় তাঁহাদের জয়লাভ হইয়াছে, তাঁহার বদনে তজ্জনিত একটু ক্ষুণ্ণভাবও প্রকাশ পাইল না।

একখানি সোফার উপর মার্শনেস্ উপবেশন করিলেন, নিকটে আসিয়া বসিবার জন্য লেডী হোল্ডারনেস্কে ইঙ্গিত করিলেন, লর্ড মণ্টগোমারীর উপবেশনার্থ সোফার নিকটস্থ একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন। ইঙ্গিতানুসারেই কার্য্য হইল। পারিবারিক সম্বন্ধবদ্ধ তিনটি স্ত্রী পুরুষ একটি গৃহে একত্রীভূত। দুটির সহিত তৃতীয়টির ঘোরতর সংগ্রাম।

আসন-গ্রহণ করিবার সময় লর্ড মণ্টগোমারী সুতীক্ষ্ণ-কটাক্ষে লেডী বেলেগুনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, কৃষ্ণ-বসনের প্রতি দৃষ্টি দান করিলেন, যে কৃষ্ণাবরণে তাঁহার সুঠাম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আচ্ছাদিত, সেই আবরণের বৈচিত্র্য পরীক্ষা করিলেন; তদনন্তর স্বর্গীয়া দেবকন্যা সদৃশ মুখমণ্ডলের প্রতি নয়নার্পণ করিয়া মনে মনে আলোচনা করিলেন, "আহা! ইহা কি সম্ভব?—এই লাবণ্যময় সৌন্দর্য্য-শোভিত প্রশান্ত মূর্ত্তির হৃদয়কন্দরে আগ্নেয়-গিরিসদৃশ দুর্জ্জয় রিপুর সমাবেশ, ইহা কি সম্ভব?"

মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া তিনি আর একবার সেই সুন্দর মুখের দিকে আর একটি কটাক্ষপাত করিলেন; দেখিলেন, সুন্দরীর নির্ম্মল কপোলযুগল ঈষৎ আরক্ত-রাগ-রঞ্জিত, অবয়বের ভঙ্গীতে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য-লক্ষণ; পরক্ষণেই আবার সেই মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, উদ্বেগশূন্য সিদ্ধ-গাম্ভীর্য্য সুপ্রকাশ।

মূর্ত্তি-দর্শনে মণ্টগোমারী বিমুগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার মনে মনে তর্ক করিলেন, "কি ভাব বুঝিয়া লইব, জানি না। এই মার্শনেস্ হয় ত সয়তানের কপটতায় ভণ্ডামী দেখাইতে বিলক্ষণ সুশিক্ষিতা, ইনি হয় ত সাক্ষাৎ কপটতার মূর্ত্তিমতী, অথবা লর্ড ক্লোরিমেল হয় ত ইঁহার প্রকৃতি-বিচারে প্রতারিত হইয়া থাকিবেন। যাহাই হউক, দেখিতে হইবে; এখনই আমরা প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়া লইতে পারিব।"—ভাবিতে ভাবিতে আর একবার তিনি মার্শনেসের বিশুদ্ধ সরলতাপূর্ণ মুখখানি সন্দর্শন করিলেন; পূর্ব্বের সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা আরও বর্দ্ধিত হইল।

লেডী ফারণান্দা বক্র-নয়নে মার্শনেসের প্রশান্ত বদন অবলোকন করিলেন। লর্ড মণ্টগোমারীর মনে যেরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল, তাঁহারও তদ্রূপ। সন্দিগ্ধ-মনে তিনিও ভাবিতে লাগিলেন, আজিকার এই সাক্ষাৎ আলাপে মার্শনেস্ যথার্থ সরলতা দেখাইবেন কিংবা কপটতার অভিনয় করিবেন? বৈরভাবের প্রবলতা হইবে কিংবা সৌহৃদ্যভাবে মীমাংসা হইয়া যাইবে?

এই গৌরবিণী মহিলা সরল-বাক্যে পুনর্ম্মিলনের প্রস্তাব করিবেন কিংবা বৈরাচরণের ভয় দেখাইবেন?

মার্শনেসের প্রবেশে অল্পক্ষণ ঐ প্রকার নির্ব্বাক্ অভিনয়, তাহার পর বাক্যালাপ আরম্ভ।

প্রথমে ইউজিনের, তাহার পর ফারণান্দার মুখপানে চাহিয়া, মার্শনেস্ বলিলেন,"আমার পত্র প্রাপ্ত হইয়া তোমরা উভয়েই চমৎকৃত হইয়াছিলে বোধ হয়। আমি তোমাদের উভয়কে এখানে আসিতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। কি আমার অভিপ্রায়, এখন তাহা বুঝাইয়া বলিতেছি। আমাদের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পক্ষে যেরূপ আভাস প্রকাশ হইয়াছে, আজ প্রাতঃকালে তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। বিবেচনা করিলাম, আমরা তিনজনেই তাহার ফলাফলভোগী, তিনজনে একত্র হইয়া তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করাই এখন যুক্তিসিদ্ধ; সেই কারণেই তোমাদের নামে পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। কথা এই যে, আর বৃথা মোকদ্দমার খরচা না বাড়াইয়া, আমাদের আপনাদের মধ্যে পরস্পর রফা করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য।"

বিরাগ-বিস্ময়ে মার্শনেসের মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, ফারণান্দা প্রতিধ্বনি করিলেন, "আমরা আপনারাই মোকদ্দমার বিচার করিব।"

লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, "বর্ত্তমান অবস্থায় এখন আমরা বুঝিয়া লইয়াছি, মোকদ্দমায় আমাদেরই জয়লাভ হইয়াছে।"

সম্ভ্রমানুরূপ গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়া প্রশান্ত-স্বরে মার্শনেস্ বলিলেন, "বিবেচনা পূর্ব্বক তোমরা উভয়েই স্মরণ করিতে পারিবে, তোমাদের জিত হইয়াছে,সেটা এখনও নিশ্চিত অবধারিত হয় নাই; কেন না, লর্ড চ্যান্সেলার অবশ্য তাঁহার নিজের রায় প্রকাশ করিবেন।"

সলোভ-চঞ্চল-কণ্ঠে ফারণান্দা বলিলেন, "মাষ্টার যেরূপ রিপোর্ট দিয়াছেন, সেই রিপোর্ট অনুসারেই বিচারকের রায় প্রকাশ হইবে।"

তিরস্কার এবং সতর্কতা যাহাতে বুঝায়, সেই ভাবে অবিচলিত-স্বরে মার্শনেস্ বলিলেন, "শোনো লেডী হোল্ডারনেস্, আরও নূতন নূতন সাক্ষী মান্য করা হইবে।"

আরও গণ্ডগোল বাধিবে, এই ভাব মনে আনিয়া, লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, "আবার নূতন নূতন সাক্ষী?"

মার্শনেস্ বলিলেন, "হাঁ মি লর্ড! সেই নূতন প্রমাণে আরও অনেক বিশেষ কথা প্রকাশ পাইবে। চ্যান্সারী কোর্টের মোকদ্দমা, কত বৎসরে শেষ হইবে, কেহই বলিতে পারে না। আমাদের এ মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে আরও বহু বৎসর লাগিবে। অতএব আমি পুনর্ব্বার প্রস্তাব করিতেছি, ঘরাঘরি রফা করাই ভাল। দুই ঘণ্টার মধ্যেই আমরা আশানুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব। কি বল তুমি?—লেডী হোল্ডারনেস্! তুমিই বা কি বল?"

বিরক্ত হইয়া, ঘৃণানলে জ্বলিয়া, ফার্ণান্দা বলিলেন, "এটা কি তামাসার কথা?"

মার্শনেস্ বলিলেন, "তামাসা নয়; বড়ই গুরুতর কথা;—পূর্ব্বাপর অনেক চিন্তা করিয়াই আমি আমার মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছি। তোমরা যদি আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য কর, ঘরাঘরি রফা করিতে যদি রাজী না হও, তবে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে। তুমিও ফাঁপরে পড়িবে, লর্ড মণ্টগোমারীও বিপাকে ঠেকিবেন। যে নূতন প্রমাণের কথা আমি বলিতেছি, যে প্রমাণ আমি উপস্থিত করিব, উপযুক্ত স্থান হইতেই তাহা সংগৃহীত হইবে, ইহা তোমরা নিশ্চয় জানিও। এখন আমার সাদা কথা এই যে, এই উপবেশন-কক্ষমধ্যে আমাদের তিন জনের দ্বারা এই জটিল মোকদ্দমার মীমাংসা হওয়া ভাল কিংবা ভয়ঙ্কর আদালতে ভয়ঙ্কর বিচার-পতির দ্বারা নিষ্পত্তি হইবার আশা করা ভাল, তোমরাই তাহা বিবেচনা কর।"

অন্তর্নিহিত রোষে লেডী হোল্ডারনেসের নয়নে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, মার্শনেসের সহিষ্ণুতা-সূচক শান্তমূর্ত্তি-দর্শনে সেই রোষানল ভিতরে ভিতরে আরও অধিক তেজে প্রধূমিত হইয়া উঠিল; লর্ড বাহাদুরকে তিনি বলিলেন, "আসুন, আমরা জজের কাজ করিয়া মার্শনেস্ বেলেগুেনকে ঠাণ্ডা করিয়া দিই।"

শেষে কি হইবে, ভাবিয়া না পাইয়া লর্ড মণ্টগোমারী ধীর-স্বরে বলিলেন, "আচ্ছা, এস তবে আমরা জজের কাজ করি।"

সোফার গদীর নীচে হইতে একটি রজত-ঘণ্টা বাহির করিয়া মার্শনেস্ তৎকালে সেই ঘণ্টাটি বাজাইয়া দিলেন; গৃহের অপর প্রান্তের একটি দ্বার উন্মুক্ত হইল—একজন বৃদ্ধ লোক প্রবেশ করিল।

লর্ড মণ্টগোমারী এতক্ষণ বেশ সাবধান হইয়া উপস্থিত রঙ্গে অভিনয় করিতেছিলেন, এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় চমকিয়া, তিনি সেই সাবধানতা ভুলিয়া গেলেন,—চমকিত মৃদু-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "অষ্টিন্!"

গম্ভীরবদনে মণ্টগোমারীর মুখের দিকে চাহিয়া লেডী বেলেগুেন বলিলেন, "ওহো! এই লোকটিকে তবে তুমি চেনো দেখিতেছি!"—অষ্টিনের দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লর্ড বাহাদুরকে আর এই সুন্দরী মহিলাটিকে তুমি চেন কি?"

পূর্ণসাহসে অষ্টিন উত্তর করিল, "আপনার সাপক্ষে দাঁড়াইবার জন্য আপনি যখন আমাকে পারিতোষিক দিয়াছেন, তখন আমি অবশ্যই সত্য-কথা কহিব। এই ভদ্রলোকটির নাম আরল্ মণ্টগোমারী আর এই মহিলাটির নাম কার্ণান্দা এলমার অথবা লেডী হোল্ডারনেস্।"

গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া গম্ভীরস্বরে লেডী বেলেগুেন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইঁহাদের সম্বন্ধে কি কি বিশেষ কথা তুমি বলিতে পার?"

অষ্টিন উত্তর করিল, "চারি মাসের অধিক হইল, এই আরল্ মণ্টগোমারী বেলেগুেন গ্রামের নিকটবর্ত্তী পল্লীতে আমার কুটীরে উপস্থিত হইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি যদি আমার কিছু উপকার করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিব।' আমি সম্মত হইয়াছিলাম। ইনি তখন গোটাকতক জিনিসের নাম বলিয়া, সেই সকল জিনিস আনিবার জন্য আমাকে বার্মিংহাম নগরে যাইতে বলিয়াছিলেন।"

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি জিনিস?"

অষ্টিন উত্তর করিল, "এক দফা—গীর্জ্জাঘরের দরজার চাবীতালা ও লৌহসিন্দুকের চাবীতালা ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার চাবীতালা যদ্দ্বারা খুলিতে পারা যায়, সেই প্রকারের একতাড়া পর-চাবী। দ্বিতীয় দফা—কবর-খনকেরা যে সকল যন্ত্র ব্যবহার করে, সেই সকল যন্ত্র ও তাহাদের ব্যবহার্য্য একটা সিমেণ্টের বাক্স। তৃতীয় দফা—বিশেষ বর্ণনার অক্ষর-খোদিত শবাধার সিন্দুকের একখানা পার্শ্ব-ফলক। লর্ড বাহাদুর ঐ সকল জিনিস আনিবার জন্য আমাকে হুকুম দিয়াছিলেন। কতিপয় বন্ধুর সহিত বার্মিংহাম নগরে গিয়া সেই সকল বস্তু আমি আনিয়া দিয়াছিলাম। তাহার পর প্রায় তিন সপ্তাহ অতীত হইলে, লর্ড বাহাদুর এই মর্ম্মে আমাকে এক পত্র লিখিয়া

পাঠান যে, লেডী এল্‌মার ও আর দুই জন লোকের সহিত তিনি একদিন প্রাতঃকালে আমার কুটিরে উপস্থিত হইবেন। তোমাদের খোরাকী দানা প্রস্তুত রাখিবার জন্যও সেই পত্রে আমার প্রতি আদেশ ছিল।"

মার্শনেস্ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তদনুসারে তাঁহারা তোমার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন?"

অষ্টিন উত্তর করিল, "হাঁ মা। তাঁহারা গাড়ী করিয়া গিয়াছিলেন। আরলের মুখে ও লেডী এলমারের মুখে মুখোস ছিল; সঙ্গী দুই জন ভয়ঙ্কর গুণ্ডা; তেমন ভয়ঙ্কর গুণ্ডা আমি আর কখন দেখি নাই। লেডী এল্‌মার সেই গাড়ী করিয়া কলিংটনে চলিয়া গিয়াছিলেন, রাত্রিকালে শূন্য গাড়ীখানা ফিরিয়া আসিয়াছিল, এলমার আইসেন নাই। তিনি—"

সে কথা শুনিতে না চাহিয়া মার্শনেস্ বলিলেন, "ও কথার দরকার নাই; যে রাত্রের কথা তুমি বলিতেছ, সে রাত্রে কি কি কার্য্য হইয়াছিল?"

অষ্টিন উত্তর করিল, "সেই দুই জন গুণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া আরল্ বাহাদুর গীর্জ্জামন্দিরে গমন করিলেন; বারমিংহাম হইতে যে সকল জিনিস আমি আনিয়া দিয়াছিলাম, খননের সরঞ্জাম যন্ত্রাদি, সিমেন্ট-বাক্স ও পর-চাবীর তাড়াটা, তাহাও তাঁহাদের সঙ্গে—"

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর সেই কফিনের প্লেটখানা?"

অষ্টিন উত্তর করিল, "হাঁ,—সেখানাও আরল্ বাহাদুর সঙ্গে লইয়াছিলেন।"

মার্শনেস্ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই প্লেটখানার উপরে কি কি অক্ষর লেখা ছিল?"

অষ্টিন উত্তর করিল, "বংশের শেষ মারুহুইসের পিতার মৃত্যুর সাল-তারিখ।"

এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া মার্শনেস্ বলিলেন, "আচ্ছা, এখন তুমি যাইতে পার, দ্বিতীয় সাক্ষীকে পাঠাইয়া দাও।"

অষ্টিন যাহা যাহা বলিল, মার্শনেস্ যাহা যাহা বলিলেন, চেয়ারের গায়ে ঠেস দিয়া, যুগলহস্ত বক্ষে বদ্ধ রাখিয়া, ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে ছাদের দিকে চাহিয়া, আর্ল মণ্টগোমারী নীরবে তৎসমস্ত শ্রবণ করিলেন; সোফার উপাধানে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া, হেলিয়া পড়িয়া, লেডী হোল্ডারনেস্ সেই সকল কথা শুনিয়া শুনিয়া বিজাতীয় ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আর্দ্দলী চলিয়া গেল, পরক্ষণে পার্শ্বগৃহ হইতে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাহির হইয়া আসিয়া মার্শনেসের সম্মুখে দাঁড়াইল; তাহার শরীরে ও নয়নে চতুরতাপূর্ণ চাঞ্চল্যের ক্রীড়া।

মুখ ফিরাইয়া, বুড়ীর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া লর্ড মণ্টগোমারী মৃদুকণ্ঠে আত্মগত উচ্চারণ করিলেন, "ওঃ! সেই বিধবা বুস্‌ম্যানও এখানে উপস্থিত!"—এই কটি কথা বলিয়াই তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ভঙ্গীতে চেয়ারে ঠেস দিয়া কড়িকাষ্ঠলম্বিত বেলোয়ারী ঝাড়ের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

বুড়ীকে সম্বোধন করিয়া মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই দুটি সাহেব-বিবিকে তুমি চেনো? যদি চিনিতে পার, ইহাদের সম্বন্ধে কি কি কথা তুমি বলিতে পার?"

বুড়ী উত্তর করিল, "আরল্ মণ্টগোমারী আর এই লেডী হোল্‌ডারনেস্‌কে আমি চিনি। এই লেডী পূর্ব্বে মিস্ ফার্ণান্দা এল্‌মার নামে পরিচিতা ছিলেন। তিন মাস গত হইল, এই লেডী হোল্‌ডারনেস্ অত্যন্ত ব্যস্তভাবে কলিংটনের নিকটবর্ত্তী পল্লীতে আমার কুটীরে উপস্থিত হইয়া আমার প্রতি আদেশ করেন, '২৪ ঘণ্টার মধ্যে লর্ড মণ্টগোমারী দুটি লোক সঙ্গে করিয়া এইখানে আসিবেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য তুমি প্রস্তুত থাকো।' আরও তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন, 'বিদেশযাত্রী মজুর লোকেরা যে রকম বস্ত্র ব্যবহার করে, সেই রকম বস্ত্র রাখা যাইতে পারে, কলিংটনে যাইয়া তুমি তদুপযুক্ত দুটি তোরঙ্গ কিনিয়া আন।' আমি তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছিলাম। লেডী হোল্‌ডারনেস্ তৎপরেই চলিয়া গিয়াছিলেন। পরদিন অতি প্রত্যূষে লর্ড মণ্টগোমারী দুজন লোক সঙ্গে করিয়া তথায় উপনীত হন। যে দুটো লোক তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল, তাহাদের চেহারা ভয়ানক খুনে ডাকাতের মতন; কিন্তু ক্ষৌরি হইয়া, স্নান করিয়া, নূতন কাপড় পরিয়া একটু ভাল মানুষের মতন সাজিয়াছিল।"

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোক সঙ্গে করিয়া আরল্ যখন তোমার কুটিরে উপস্থিত হন, তখন তুমি কোনরূপ অনুচিত কার্য্য করিয়াছিলে, এমন তোমার মনে হয়?"

বিধবা বুস্‌ম্যান উত্তর করিল, "আরল্ বাহাদুরকে আমি চিনিয়াছি, সে ভাবের কোন কথা প্রকাশ করিতে লেডী হোল্‌ডারনেস্ আমাকে নিষেধ

করিয়া দিয়াছিলেন, সে নিষেধটা ভুলিয়া গিয়া, আরল্ বাহাদুরকে আমি মাই লর্ড বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম। আরল্ বাহাদুর তাহাতে আমার উপর ভারী রাগিয়া উঠিয়াছিলেন।"

আর কিছু শুনিবার ইচ্ছা না করিয়া, মার্শনেস্ তাহাকে বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যাও, তৃতীয় সাক্ষীকে পাঠাইয়া দাও।"

কারণান্দা এতক্ষণ কপট অবজ্ঞাভাব পোষণ করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া ছিলেন, আর ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া, লেডী বেলেগুেনের দিকে মুখ ফিরাইয়া অবজ্ঞার স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ছেলেখেলাটা আরও কি বেশীক্ষণ চলিবে?"

তীব্র-স্বরে লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, "চুপ কর কারণান্দা! মার্শনেস্কে ইচ্ছামত কাজ করিতে দাও। এটা আমাদের প্রথম পরীক্ষা; লেডী বেলেগুেন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করুন।"

কথা শুনিয়া লেডী বেলেগুেন একটু চমকিয়া উঠিয়াছিলেন, অস্থিরভাবে চমকিত-নয়নে লর্ডের দিকে ক্ষণেকের জন্য একবার দৃষ্টিপাত করিলেন; তৎক্ষণাৎ কিন্তু ভাব সংবরণ করিয়া, ভিতরের গৃহের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন।

তৃতীয় মূর্ত্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই মূর্ত্তি একটি যুবতী রমণী; আরক্তকেশী, কঙ্কালবদনা; একবার তাহাকে দেখিলে পুনর্ব্বার তাহার দিকে চাহিতে বিতৃষ্ণা জন্মে।

লর্ড মণ্টগোমারী অথবা লেডী কারণান্দা উভয়ের কেহই সেই রমণীকে পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই; যদিও তাহার অভিনয় দেখিতে তাঁহাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, তথাপি তদ্বিষয়ে তাঁহাদের গুপ্ত কৌতূহল ও গুপ্ত উৎকণ্ঠা জাগরূক হইয়াছিল।

ওল্ড বেলী আদালতের উকীলেরা যেমন নৈপুণ্য সহকারে গম্ভীরভাবে মোকদ্দমার আসামী, ফরিয়াদী ও সাক্ষিগণকে সওয়াল করেন, সেইরূপ গম্ভীরভাবে লেডী বেলেগুেন ঐ রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

রমণী উত্তর করিল, "আমার নাম মেরী আইল। এই আরল্ মণ্টগোমারী রাজধানীর বাহিরে একটা প্রান্তমধ্যে একটা বিশেষ কার্য্যসাধনের জন্য আমার পিতাকে আর অপর একজনকে টাকা দিয়া নিযুক্ত করিয়া-

ছিলেন ; সেই অপর লোকের নাম জোসেফ্ ওয়ারেণ, উভয়েই এখন নিউ-গেট-কারাগারে বন্দী।”

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “যে কার্য্যের জন্য তাহারা নিযুক্ত হইয়াছিল, সে কার্য্যটা কি প্রকার ?”

মেজী ঝাইলের ডাকনাম কারোটীপোল। মার্শনেসের প্রশ্নে কারোটী-পোল উত্তর করিল, “একটি পরম সুন্দর যুবা-পুরুষকে একটা সেতুর পোস্তার নীচে ফেলিয়া দিয়া জীয়ন্ত সমাধি দেওয়া।”

মার্শনেস্ বলিলেন, “একটি স্ত্রীলোক কি সেইখানে উপস্থিত ছিল ? আর সেই যুবা কি তৎকালে কাহারও নাম—”

কারোটীপোল বলিল, “হাঁ,—কারুণান্দা।”

লেডী হোল্‌ভারনেস্ ক্রোধারক্ত-নয়নে বিশ্ বেগারম্যানের কন্যার দিকে ও লেডী বেলেণ্ডেনের দিকে কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, দন্ত দ্বারা স্বীয় আরক্ত ওষ্ঠ দংশন করিতে করিতে তাচ্ছল্যভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেবল সেই যুবা-পুরুষকে হত্যা করিবার জন্যই কি তোমার পিতা ও তাহার সঙ্গী লোকটি নিযুক্ত হইয়াছিল ? তাহা-দিগকে কি আর কোন কার্য্য করিতে হয় নাই ?”

কারোটী উত্তর করিল, “না মা, কেবল একটা কার্য্য নয়, আরও ছিল। রাত্রিকালে গীর্জ্জায় প্রবেশ, গোরস্থানে গোর খোঁড়া, আর ধর্ম্মশালার রেজে-ষ্টারী-বহি দর্শন করা ; কিন্তু শেষ কার্য্যটি কেবল আরল্ বাহাদুর নিজেই করিয়াছিলেন।”

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “গোরস্থানে গোর খোঁড়া হইয়াছিল, তাহার কি প্রমাণ তুমি পাইয়াছ ?”

একটা অঙ্গুরী বাহির করিয়া দেখাইয়া কারোটীপোল বলিল, “একটি মৃতদেহ কফিন হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, শবের অঙ্গুলীতে একটি অঙ্গুরী ছিল ; এই সেই অঙ্গুরী।”

লর্ড মণ্টগোমারীর দিকে চাহিয়া লেডী বেলেণ্ডেন বলিলেন, “এই অঙ্গু-রীতে বেলেণ্ডেন-পরিবারের মুকুট অঙ্কিত আছে।”—এইটুকু বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, “এই স্ত্রীলোকটি আজ প্রাতঃকালে আমার কাছে আসিয়াছিল, আমাদের ভাবেলীর জমীদারীতে কি কি ঘটনা হইয়াছে,

দায়েরী মোকদ্দমা সম্বন্ধে যে যে তত্ত্ব ইহার জানা আছে, আমার সাক্ষাতে তাহা ব্যক্ত করিয়াছে; তোমাকে আমি পত্র লিখিয়াছি, তুমি এখানে আসিবে, এ কথাও আমি ইহাকে বলিয়াছি; আমাকে যাহা যাহা বলিয়াছে, তোমার সাক্ষাতেও পুনরায় তাহা বলিবে, সেই জন্য এই রমণী এই রাত্রি পর্য্যন্ত এখানে রহিয়াছে। আমার কাছে পুরস্কার চাহিয়াছিল, তাহাও আমি ইহাকে দিয়াছি।' তুমি কি এখন ইহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাও?"

লর্ড মণ্টগোমারী কোন উত্তর করিলেন না; সমভাবে উর্দ্ধদৃষ্টিতে বিলম্বিত ঝাড়-লণ্ঠনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাগে রাগে ফুলিতে ফুলিতে লেডী হোল্‌ডারনেস্‌ও নিস্তব্ধ।

করোটীপোলের দিকে চাহিয়া মার্শনেস্ তখন বলিলেন, "তবে তুমি বিদায় হইতে পার।"

এই সময় আরল্ মণ্টগোমারীর মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। মৌনভঙ্গ করিয়া তিনি বলিলেন, "লরা! এই যে সাক্ষীগুলি তুমি সংগ্রহ করিয়াছ, উহাদের প্রতি হুকুম কর, আমাদের কাছে যাহা যাহা বলিল, অপর কাহারও কাছে উহারা যেন তাহার একটি কথাও প্রকাশ না করে। তোমার কাছে টাকা না পাইলে উহারা কদাচ চুপ করিয়া থাকিবে না। উহারা যাহা চায়, তাহা উহাদিগকে দিয়া, বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দাও। এ সকল কথা বাহিরে প্রকাশ হইলে কেবল যে আমার ও ফার্‌ণান্দার জীবন-সম্ভ্রম সঙ্কটাপন্ন হইবে, এমন মনে করিও না।"

আরলের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে মার্শনেসের চক্ষে ক্রমে ক্রমে চাঞ্চল্য-লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। যদিও তাঁহার দিকে ফার্‌ণান্দার হিংসা-পূর্ণ, বিদ্বেষ-পূর্ণ, ঘৃণা পূর্ণ ও ক্রোধ-পূর্ণ পৈশাচিক দৃষ্টি ঘন ঘন বিনিক্ষিপ্ত, তথাপি তিনি ক্ষণকালমধ্যেই চঞ্চলভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবসিদ্ধ শান্ত-ভাব ধারণ করিলেন।

মার্শনেস্ বলিলেন, "আমার অনুমতি না পাইলে এই সাক্ষীরা আর কোথাও কিছুই করিবে না, কাহারও কাছে কোন কথা বলিবেও না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও।"

কারোটীপোল তখনও সেই গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল

তাহার দিকে ফিরিয়া মার্শনেস্ বলিলেন, "তুমি যাও, মিষ্টার রবার্টকে এই-খানে পাঠাইয়া দিও।"

কারোটীপোল বিদায় হইল। লর্ড মণ্টগোমারীর মুখপানে চাহিয়া মার্শনেস্ বলিলেন, "মালডেন-সেতুর পোস্তার নীচে লর্ড রেমণ্ডের মৃতদেহ বাহির হইয়াছে; বোধ হয়, সে সংবাদ তুমি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। কেন না, উকীল রিগ্‌ডেনের কেরাণী সে সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিল; অদ্য পূর্ব্বাহ্নে চ্যান্‌সারী কোর্টের মাষ্টারের নিকটে সেই বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদত্ত হইয়াছে।"

লেডী বেলেগুেন যখন কথা কহিতেছিলেন, সেই সময় রেভারেণ্ড মিষ্টার রবার্ট গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই তিনি লর্ড মণ্টগোমারীকে ও লেডী হোল্‌ডায়নেস্‌কে অভিবাদন করিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

এই পাদ্‌রী সাহেব একজন সাক্ষী, তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমার সাক্ষাতেই বেলেগুেন গ্রামের গীর্জ্জা-সংলগ্ন বেলেগুেন-পরিবারের গোর-স্থান উন্মুক্ত হইয়াছিল, একটি কফিনের গাত্রসংবদ্ধ একখানি প্লেট খুলিয়া লইয়া আমার জিম্মায় রাখা হইয়াছিল।" এই বলিয়া তিনি সেই প্লেটখানি বাহির করিয়া দেখাইলেন।

অতঃপর অষ্টিনকে পুনর্ব্বার আহ্বান করা হইল। অষ্টিন আসিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিল, "আর্‌ল মণ্টগোমারীর আদেশে বার্‌মিংহাম হইতে আমি এই প্লেটখানি আনিয়া দিয়াছিলাম।"

অষ্টিন বিদায় হইয়া গেলে মার্শনেস্ বেলেগুেন সসম্ভ্রমে পাদ্‌রী সাহেবকে বলিলেন, "আপনার আর যাহা বলিবার আছে, বলুন।"

মিষ্টার রবার্ট বলিলেন, "বেলেগুেন ধর্ম্মমন্দিরের রেজেষ্টারী-বহির এক স্থানের লেখা কাটিয়া বদল করা হইয়াছে। যে স্থানে বেলেগুেনের শেষ মার্কুইসের পিতার মৃত্যুর সাল-তারিখ লেখা ছিল, সেই স্থানটিতেই বদল। রেজিষ্টারী করা অপরাপর নামের মধ্যে সেই নামে যেখানে ১৭৪৫ অব্দ লেখা ছিল, তাহা কাটিয়া ১৭৪৩ অব্দ বসানো হইয়াছে। বৎসরের গরমিল দেখিয়া সন্দেহ উপস্থিত হয়, শেষকালে জানা যায়, পূর্ব্বের লিখিত অব্দের অক্ষরগুলি চাঁচিয়া ফেলিয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতন অক্ষর লেখা হইয়াছে।"

এই প্রকার সাক্ষ্যদান করিয়া রেভারেণ্ড মিষ্টার রবার্ট সে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

পাদ্রী সাহেবের প্রস্থানের পরেই লর্ড মণ্টগোমারী সকৌতুকে বলিলেন, "এতক্ষণে এই প্রহসনের অভিনয় শেষ হইল বোধ হয়?"

মার্শনেস্ বলিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই তুমি বলিতে পার, কিন্তু আমি বলিতেছি, মোকদ্দমাটা আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে; এই নূতন সাক্ষীরা যাহা যাহা বলিয়া গেল, ব্যাপারটা তাহাতে ভয়ঙ্কর রূপান্তর ধারণ করিল। এই সকল সাক্ষীর জবানবন্দী যদি কোন ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে সে বিচারের যেরূপ ফল হইবে, সেই ফলের উপর নির্ভর করিয়া লর্ড চ্যান্সেলার আমাদের মূল দেওয়ানী মোকদ্দমার রায় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন।"—আর্‌ল্ বাহাদুরকে এই কটি কথা বলিয়া লেডী হোল্‌ডারনেসের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক গম্ভীর-বদনে তিনি বলিলেন, "মাল্‌ডেন সেতুর শোচনীয় ব্যাপারে তুমি যে প্রকার অভিনয় করিয়াছিলে, তাহা বুঝিয়া লইতে কিছুমাত্র কষ্ট হইতেছে না! লর্ড রেমণ্ড প্রগাঢ় অনুরাগে তোমার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, সেই আসক্তির মূলে আঘাত পড়াতে মনের দুঃখে তিনি নির্জ্জনবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন। যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার লইয়া আমাদের বিরোধ, সেই সম্পত্তির যে অংশে লর্ড রেমণ্ডের স্বত্ব ছিল, তুমি আর লর্ড মণ্টগোমারী সেই অংশ অধিকার করিবার লোভে ফন্দী খাটাইয়া বেচারা রেমণ্ডকে খুন করিয়াছ; লর্ড রেমণ্ডের বিনাশে তোমরা উভয়ে উপস্থিত মোকদ্দমায় অভীষ্ট-ফলভোগী হইতে পারিবে, ইহাই তোমাদের মত্‌লব। যে কৌশলজাল তোমরা বিস্তার করিয়াছিলে, যাহা তোমাদের মত্‌লব ছিল, তাহাই সিদ্ধ হইয়াছে; খুনে ডাকাত ভাড়া করিয়া তোমরা লর্ড রেমণ্ডকে ভুলাইবার জন্য যে মন্ত্র শিখাইয়া দিয়াছিলে, সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া তিনি মাল্‌ডেন ক্ষেত্রের নিকটস্থ সেতুর সমীপে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। যথার্থই আমি অনুভব করিতে পারিতেছি, ঐ ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে রেমণ্ডকে তুমি এই ভাবে এক পত্র [illegible] হইয়া তাঁহার প্রণয়ে উপেক্ষা করাতে তোমার অনুতাপ আসিয়াছে, এখন তুমি তাঁহাকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিয়াছ, অতএব তুমি তাঁহার পরিণীতা পত্নী হইতে অভিলাষিণী হইয়াছ; তাঁহাকে তুমি বিবাহ করিবে না, সেই কথা বলিয়া পূর্ব্বে তুমি তাঁহার আশাভঙ্গ করিয়াছিলে, চাতুর্য্যপ্রভাবে সেই কথা উল্টাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে তুমি একটা ওজর কল্পনা করিয়াছিলে; পত্রে

হয় ত তুমি লিখিয়া দিয়াছিলে, তোমাদের বিবাহে তাঁহার জননীর মত ছিল না। আরও আমি বুঝিতে পারিয়াছি,—লর্ড রেমণ্ডের চালচলনের প্রতি নজর রাখিবার জন্য মালডেন ক্ষেত্রে কৃষক-পরিবারকে তুমি ঘুস খাওয়াইয়াছিলে। সংসারের কুটিলতায় যিনি অপরিপক্ক ছিলেন,লোকের কপটতা বুঝিতে যাঁহার ক্ষমতা ছিল না, তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় যিনি এক প্রকার পাগল হইয়াছিলেন, তোমার সেইরূপ ছলনামূলক অঙ্গীকারে তিনি যে প্রতারিত হইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ রাখিবার কোন কারণ নাই।"

শশব্যস্তে চেয়ার হইতে উত্থিত হইয়া লর্ড মন্টগোমারী বলিয়া উঠিলেন, "বস—বস্! সমস্তই আমি বুঝিয়াছি! তোমার নিজের অনুমানে যাহা আসিয়াছে, তাহাতেই শাখাপল্লব যোগ করিয়া, মনে মনে তুমি এই কল্পিত ইতিহাস রচনা করিয়া লইয়াছ ; পূর্ব্বাপর চিন্তা না করিয়া আমি একবার যে সকল কথা স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহাই স্মরণ রাখিয়া, তুমি তোমার বর্ণিত বিষয়ের তাবৎ বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছ !"

———

চতুঃপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

—**—

দ্বিতীয় পরীক্ষা।

লর্ড মণ্টগোমারীর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ লেডী বেলেণ্ডেনের মর্ম্মস্থল ভেদ করিল। ক্ষণকাল তিনি কথা কহিতে পারিলেন না।

মণ্টগোমারী বলিলেন, "লরা! তুমি আমাদিগকে পরীক্ষা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলে, আমরা তোমার সঙ্কল্পপূরণে বাধ্য হইয়াছি। পূর্ব্বেই আমি তোমাকে বলিয়া রাখিয়াছি, তোমার পালা বজায় থাকিবে। প্রথম পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, এইবার দ্বিতীয় পরীক্ষা আরম্ভ। তুমি যেমন আমাদিগকে সন্তোষ দান করিয়াছ, এখন আমাদের নিকট তুমি সেইরূপ সন্তোষ লাভ কর।"

লেডী হোল্‌ড়ারনেস্ সগৌরবে বলিলেন, "মহিমান্বিতা মার্শনেস্! তুমি আমাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাটীতে আনয়ন করিয়াছ, আমরা তিন জনেই বিচার করিয়া আমাদের মোকদ্দমা ঘরাঘরি নিষ্পত্তি করি, ইহাই তোমার অভিপ্রায়। উত্তম, আজ তুমি যে কয়েক জন সাক্ষী হাজির করিয়াছিলে, তাহারা যে সকল কথা বলিয়া গেল, আমরা যেরূপ স্থির হইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক সেই সকল কথা শুনিলাম, তুমিও আমাদের কথাগুলি সেইরূপ স্থির হইয়া শ্রবণ কর, ইহাই আমার অনুরোধ।"

মার্শনেস্ বলিলেন, "তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তোমাদের উভয়ের নামে যে সকল অভিযোগ প্রকাশ পাইল, তাহা তোমরা অস্বীকার করিতে পারিবে না।"

লর্ড মণ্টগোমারী এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন, এই সময় আসন গ্রহণ করিয়া গম্ভীর-বদনে বলিলেন, "কপটতা করিয়া কোন ফল নাই; আমার নামে ও কারুণাদার নামে যে সকল অভিযোগ দাঁড়াইল, তাহাতে আমরা সত্যই অপরাধী, অনেক পাপকার্য্য আমরা করিয়াছি; করিয়াছি বলিয়া গৌরব করিতেছি না, বাস্তবিক তাহা স্মরণ করিলে পরিতাপ হয়; কিন্তু তাহা আর ফিরিবার নহে।"

ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া কারুণাদা প্রতিধ্বনি করিলেন, "পরিতাপ!—না না—

আমার পরিতাপ হয় না। ইউজিন! এইটি ছাড়া আর আর যাহা যাহা বলিতে হয়, তোমার আমার উভয়ের পক্ষ হইতেই তুমি তাহা বলিয়া যাও।”

মণ্ট।—দেখ লরা! যেরূপ পন্থা তুমি অবলম্বন করিয়াছ, তাহাতে বিলক্ষণ ধূর্ত্ততা ও চতুরতা প্রকাশ পাইতেছে; মনোভাব গোপন করিবার ক্ষমতা তোমার যতই থাকুক, আমার কাছে তাহা বিফল হইতেছে, কথায় কথায় তোমার উভয় গণ্ড পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতেছে। এই দেখ, আবার তুমি অস্থির হইয়া পড়িতেছ; তোমার মনে কতই সন্দেহ আসিতেছে, আমাদিগকে দেখিয়া তুমি ততই ভয় পাইতেছ! তোমার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ; বুদ্ধি খাটাইয়া তুমি বায়বিকসারে গিয়াছিলে, গোর-স্থানে প্রবেশ করিয়া শবসিন্দুক দর্শন করিয়াছিলে; সিন্দুকের ডালার খোদিত অক্ষর বদল হইয়াছিল, রেজেষ্টারী বহির একটি স্থানের অঙ্ক কাটা হইয়াছিল এবং সেতুর পোস্তার নীচে লর্ড রেমণ্ডের মৃতদেহ প্রোথিত ছিল, তাহা তুমি জানিতে পারিয়াছিলে! হাঁ,—এই সকল বিবরণ পূর্ব্বেই তোমার জানা ছিল; কেন না, সেই অন্ধকার বিলাসগৃহে তোমার প্রেমে বিমোহিত হইয়া আমিও তোমাকে সেই সকল কথা বলিয়াছিলাম, সেই সময় আমি তোমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, তোমার অনাবৃত বক্ষঃস্থলে মাথা রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলাম!

মার্শ।—(আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া লজ্জায় ও ক্রোধে আরক্তবদনে) মাই লর্ড! এ সকল কলঙ্কের কথার মানে কি?

মণ্ট।—(বিজয়-গৌরবে মন্দ মন্দ হাসিয়া) ভগ্নি লরা! আমার কথার মানে এই যে, বৈধব্য-সজ্জার আবরণে ঢাকা থাকিয়া কামরিপুর সেবা করা তোমার অভ্যাস!

মার্শ।—(গৌরবে মাথা উঁচু করিয়া বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া) মাই লর্ড! তোমার ঐ সকল কথা যেমন ঘৃণাজনক, তেমনি অমূলক!

কার্।—(কুটিলদৃষ্টিতে চাহিয়া বিদ্রূপের স্বরে) ইউজিন! আজ হয় ত লেডী বেলেণ্ডেন তোমাকে সেই বিলাস-কক্ষটি দেখাইবেন। তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, প্রেমের কুহকে সেই ঘরে ঘোর অন্ধকারে তোমরা দুজনে পাগলামী করিয়াছিলে এখন যদি তুমি সেই গৃহটি দর্শন কর, অবশ্যই স্মরণশক্তির গুণে স্থানটি তুমি ঠিক চিনিতে পারিবে।

মার্শ।—(সদর্পে) অন্য কথা হইলে ঘৃণায় ও ক্রোধে এ প্রস্তাব আমি অস্বীকার করিতাম, কিন্তু যখন আমার সম্ভ্রম সঙ্কটাপন্ন করিতে তোমরা চেষ্টা

করিতেছ, তখন উপেক্ষা করা উচিত হয় না; ঘরটি আমি দেখাইব। এসো আমার সঙ্গে।

লেডী বেলেণ্ডেন অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন, লর্ড মণ্টগোমারী ও লেডী হোল্‌ডারনেস্ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। একে একে একটি বৈঠকখানা, একটি শয়নঘর এবং আরও দুটি তিনটি ঘর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লর্ড মণ্টগোমারী ভাবিতে লাগিলেন, 'এ কি হইল? গৃহের সজ্জাগুলি কি বদল করা হইয়াছে? যে নিদর্শন আমি রাখি, এই সকল ঘরের আসবাবের সহিত তাহার মিলন হইতেছে না।' ভাবিতে ভাবিতে তিনি একটা গবাক্ষের নিকটে গিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, উদ্যানে নানা জাতি বৃক্ষ,—চারিদিকে পরিষ্কার পরিষ্কার পন্থা, এক এক দিকে জলের ফোয়ারা ও পাথরের পুতুল।

মার্শনেস্ সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু কি চিনিতে পারিতেছ?"

মণ্টগোমারী উত্তর করিলেন, "কিছুই না।"—সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সিঁড়ির চাতালের সম্মুখে আসিয়া লর্ড মণ্টগোমারী বাম-দিকে একটা দরজা দেখিতে পাইলেন, মনে করিলেন, এই ঠিক; এই দিকেই সেই ঘর। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াই মার্শনেস্‌কে তিনি বলিলেন, "লেডী বেলেণ্ডেন! অনুমতি কর, ঐ দিকে আমি যাই।"

চাহিলেন অনুমতি, কিন্তু অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই তিনি দ্রুতপদে সেই দিকের বারান্দায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন, একবার পশ্চাতে চাহিয়া বলিলেন, "এসো ফারূণান্দা, এই দিকে এসো; এই দিক্‌টাই ঠিক।"

আতঙ্কে ও ক্রোধে কম্পিতা হইয়া মার্শনেস্ বলিলেন, "মাই লর্ড! ইহা তোমার নিজের বাড়ী নহে, সেটা যেন স্মরণ থাকে। কাহার আদেশে তুমি ও দিকে চলিয়াছ?"

কথা গ্রাহ্য না করিয়াই লর্ড মণ্টগোমারী ত্বরিতপদে অগ্রবর্ত্তী হইয়া লক্ষ্য গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন; লেডী বেলেণ্ডেন যেন ভয়ঙ্করী বাঘিনীর ন্যায় ছুটিয়া নিকটে গিয়া তাঁহার বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক সগর্ব্বে বলিলেন, "মাই লর্ড! আমি তোমাকে হুকুম করিতেছি, ও ঘরে প্রবেশ করিও না, বৈঠকখানায় ফিরিয়া চল।"

ভ্রূক্ষেপ না করিয়া লর্ড মণ্টগোমারী সজোরে মার্শনেসের হাত ছাড়াইয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে লেডী বেলেণ্ডেন ও লেডী হোল্‌ডারনেস্।

চঞ্চল-নেত্রে গৃহের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া সোৎসাহে লর্ড মণ্টগোমারী বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক চিনিয়াছি! ঠিক এই ঘর! অন্ধকারে এই ঘরেই আমি প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম!"

পুনর্ব্বার সক্রোধে মণ্টগোমারীর হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক লেডী বেলেওেন উগ্র-স্বরে বলিলেন, "ফের বলিতেছি, মাই লর্ড, এ গৃহ হইতে বাহির হইয়া চল! এখানে থাকিবার তোমার অধিকার নাই!"

হাত ছাড়াইয়া লইয়া, মুখ ফিরাইয়া, লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "লেডী বেলে-ওেন! এত রাগ কেন? যে রাত্রে তুমি আমার চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া ঘোর অন্ধকারে এই ঘরে আমাকে আনিয়াছিলে, সে রাত্রে ত তোমার এমন রাগ ছিল না, আজ কেন এ রকম রাগ? আমি বেশ চিনিতে পারিতেছি, এই ঘরেই তুমি আমাকে আনিয়াছিলে।"

তখনো পর্য্যন্ত ভয় না পাইয়া, লেডী বেলেওেন সকোপ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রুক্ষ-স্বরে বলিলেন, "প্রলাপ বকিতেছ মাই লর্ড!—মিথ্যাকথা!—সমস্তই মিথ্যাকথা!"

ওষ্ঠাগ্রে হাস্য আনয়ন করিয়া, মার্শনেসের মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টি স্থাপন করিয়া লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, "মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয়,—সত্য—সত্য—সত্য!—এই ঘরে তুমি আমাকে আনিয়াছিলে, আমি তাহার প্রমাণ দিতে পারি।"

বিস্ময়ে নেত্র-বিস্ফারণ করিয়া মার্শনেস্ বলিলেন, "প্রমাণ?—কি প্রমাণ তুমি দিতে পার?"

মণ্টগোমারীর পকেটে দুই খণ্ড রঙ্গীন বস্ত্র ছিল,তিনি তাহা বাহির করিয়া টেবিলের উপরে রাখিলেন। চমকিতা হইয়া মার্শনেস্ বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! বিশ্বাসঘাতকতার খেলা!"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "তাহা হইতে পারে, কিন্তু যাহা দেখিতেছ, তাহা তোমার মশারির একাংশ এবং গবাক্ষের পর্দ্দার একাংশ। কে উহা কর্ত্তন করিয়াছিল, তাহা তুমি জানো না; আমি বলিতে পারি, সে লোক বিশ্বাস-ঘাতক নহে। যাহা হউক, এইখানে তুমি আমাকে আনিয়াছিলে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। ঐ সোফার উপর তুমি শয়ন করিয়াছিলে, তোমার বক্ষের উপর আমি শয়ন করিয়াছিলাম; তুমি আমাকে মদ খাইতে দিয়াছিলে,আমি অজ্ঞান হইয়াছিলাম। সমস্তই আজ আমার স্মরণ হইতেছে।"

আর অস্বীকার করিবার কোন উপায় রহিল না। মার্শনেস্ অবশেষে বলিলেন, "মাই লর্ড! আর আমি কপটতা রাখিব না। স্বীকার করিতেছি, আমি তোমাকে সেই রাত্রে এই ঘরে আনয়ন করিয়া প্রেমানুরাগে প্রশ্রয় দিয়াছিলাম। আমি তোমার সেই অজ্ঞাত নায়িকা! আমি রিপুবশবর্ত্তিনী, তাহাও স্বীকার করিতেছি; কিন্তু তোমরাও ছাড়া নও। মণ্টগোমারী-বংশ ও এল্‌মার-বংশ এক সূত্রে গাঁথা; আমাদের সকলের শরীরেই এক প্রকার শোণিত প্রবাহিত। তাহা ছাড়া, তুমি ইউজিন, আর তোমার ঐ ভগ্নী ফারণান্দা, তোমরা উভয়েই নরহত্যা করিয়াছ! তুমি হত্যাকারী, ফারণান্দা হত্যাকারিণী! তোমরা উভয়ে তাহা স্বীকার করিয়াছ।"

দানশীলতা ও পরোপকারাদি সদ্‌গুণে যিনি দেবীরূপিণী ছিলেন, সেই রমণী এক্ষণে যেন দানবীরূপে প্রকাশ পাইলেন।

ভ্রূভঙ্গিক্রমে মার্শনেসের বদন নিরীক্ষণ করিয়া লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, "সুন্দরী লরা! আমি আর ফারণান্দা লর্ড রেমণ্ডের মৃত্যুর কারণ হইয়াছি, এমন যদি তোমার বিশ্বাস হইয়া থাকে, তবে আমিও বলিতেছি, তুমি স্বহস্তে বিষ খাওয়াইয়া তোমার স্বামীর প্রাণ সংহার করিয়াছ!"

লেডী বেলেণ্ডেন যেন বিজলীদণ্ডাঘাতে হতজ্ঞান হইলেন, ধাক্কা সামলাই-বার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করিলেন, পারিয়া উঠিলেন না; জ্ঞানকৃত পাপ পুরোবর্ত্তী হইয়া বিজয়লাভ করিল।"

মনের অগোচর পাপ থাকে না; মার্শনেস্ বেলেণ্ডেন আপন পাপের প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া প্রথমে ভয়ে জড়সড় হইয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া গদগদস্বরে কহিলেন, "হাঁ, তোমরাও পাপী, আমিও পাপী; পরস্পরের অনুষ্ঠিত পাপ পরস্পরের জানা হইল; এখন ঘরে ঘরে আপোসে মীমাংসা হইলেই গোলমাল চুকিয়া যায়।"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "ভগ্নি! সুন্দরী ভগ্নি! তুমি ঠিক কথা বলিয়াছ। আপোসে মীমাংসা না হইলে আমাদের তিন জনেরই সর্ব্বনাশ! আচ্ছা, যদি আমরা আপোসে মীমাংসা করিতে রাজী হই, তাহা হইলে তোমার সংগৃহীত সাক্ষীরা যাহা যাহা বলিয়াছে, সে সকল কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিবে না, সর্ব্বতঃ এমন অঙ্গীকার তুমি করিতে পার কি?"

লেডী বেলেণ্ডেন বলিলেন, "নিঃসন্দেহ অঙ্গীকার করিতে পারি; কিন্তু তোমাদের পক্ষে—"

লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, "আমাদের পক্ষেও ঐ কথা।—আমিও ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি, এই বিলাসকক্ষের গুহ্য বৃত্তান্ত জনপ্রাণীও জানিতে পারিবে না; আর তোমার স্বামীর বিষপানে মৃত্যু, সে কথাটাও কেহ কখন আমাদের মুখে শুনিতে পাইবে না।"

ঘনিষ্ঠভাবে বিনম্রস্বরে মার্শনেস্ তখন ফারণান্দাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন. "ফারণান্দা! তুমি কি বল? আপোসে নিষ্পত্তি করিতে তুমি রাজী আছ?"

ফারণান্দা বলিলেন, "ইউজিন যে কথা বলিয়াছেন, তাহাই যথার্থ। এ সকল গুহ্য ব্যাপার প্রকাশ পাইলে আমাদের তিন জনেরই সর্ব্বনাশ হইবে। আর এখন আদালতে লড়াই করা কেবল বিপদের হেতু। দেখ লরা! তোমার প্রতি এখন আর আমার শত্রুভাব নাই; কেন না, উপস্থিত পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হইয়াছ, আমাদের পরীক্ষায় আমরাও উত্তীর্ণ হইয়াছি। আপোসে নিষ্পত্তির পক্ষে আমি একটি সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করি।"

একপ্রকার সন্দেহে পরস্পর মুখ-চাহাচাহি করিয়া লর্ড মণ্টগোমারী ও লেডী বেলেগুেন এক সঙ্গে ফারণান্দাকে কহিলেন, "কি সহজ উপায়, প্রকাশ করিয়া বল।"

ফারণান্দা বলিলেন, "দেখিতেছি, তোমরা আমার মনের ভাব ইতিমধ্যেই বুঝিয়া লইয়াছ। আচ্ছা, আপোসে নিষ্পত্তির সহজ উপায় এই যে, বারবিক্-সারের সম্পত্তির যে অংশের উপর আমার দাবী, চ্যান্সারী কোর্টের মাষ্টার সাহেব তৎসম্বন্ধে যাহার অনুকূলে যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই সম্পত্তির সেই অংশ আমি গ্রহণ করিব। আমার আর একটি ইচ্ছা এই যে, মার্শনেস্ বেলেগুেন, অচিরে লর্ড মণ্টগোমারীকে পাণিদান করিয়া লেডী মণ্টগোমারী পদবীতে পরিচিতা হউন।"

পূর্ব্বের মনোবাদ বিস্মৃত হইয়া, এই বিলাসকক্ষের পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, প্রেমানুরাগ জানাইয়া, লর্ড মণ্টগোমারী সানুরাগে বলিলেন, "লরা! একরাত্রে এইখানে—এই ঘরে—এই বিলাসকক্ষে তুমি আমাকে 'রূপবান্ ইউজিন' বলিয়া অনুরাগে আদর করিয়াছিলে; সেই রাত্রে তুমি আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া—"

শেষ কথা না শুনিয়াই মার্শনেস্ মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন, "হাঁ, আরও আমি বলিয়াছিলাম, আমিও সুরূপা। তুমিও আমাকে—"

মার্শনেসের হস্তধারণ করিয়া অনুরাগে পরিপেষণ পূর্ব্বক লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, "আমাদের লরা পরমা সুন্দরী, এই কথা বলিয়া সর্ব্বদাই আমি শ্লাঘা প্রকাশ করিয়া থাকি।"

ফার্ণান্দা বলিলেন, "তোমরা উভয়েই উভয়ের রূপের প্রশংসা কর। ইউজিন বলেন, লরা পরমা সুন্দরী; লরা বলেন, ইউজিন পরম সুন্দর; উভয়েই উভয়ের রূপের পক্ষপাতী। তবে আর প্রভেদ থাকে কেন? অতীত বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়া উভয়ে মিলিয়া একাত্ম হও।"

মণ্টগোমারীর নয়নে প্রেমানুরাগ অবলোকন করিয়া লেডী বেলেণ্ডেন বলিলেন, "সর্ব্বান্তঃকরণে আমি সম্মত আছি।"

মার্শনেস্ বেলেণ্ডেন গাঢ় অনুরাগে লর্ড মণ্টগোমারীর গাঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ। যে রমণী আপন স্বামীকে বিষপান করাইয়া সংহার করিয়াছেন, সেই রমণীর ওষ্ঠপুট একজন স্বসম্পর্কীয়া ভ্রাতৃহন্তা পুরুষের ওষ্ঠপুটে সংলগ্ন; আর একটি বড় ঘরের কন্যা—গুপ্ত হত্যাকারিণী সেই যুগলমিলনের সাক্ষী।

———

পঞ্চপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

অদ্ভুত প্রতিশোধ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরদিন প্রাতে অষ্টম ঘটিকার সময় সেই নররাক্ষস মেল্‌মথ একাকী নাইট সেতু পার হইয়া হাইড পার্কের দিকে যাইতেছে। বদন বিষণ্ণ অথচ সেই বিষণ্ণ বদনে সুস্পষ্ট ভীষণতা সমঙ্কিত।

সূর্য্যের দিকে চাহিতে চাহিতে মেল্‌মথ ধীরে ধীরে হাইড পার্কে প্রবেশ করিল। যেখানে পার্কলেন, সেইখানে গিয়া পূর্ব্বদিকের ফটকের কাছে দাঁড়াইল; কে যেন সেইখানে আসিবে, তাহারই জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নিকটস্থ গীর্জ্জার ঘড়ীতে নটা বাজিয়া গেল। ফটকের দিক্ হইতে একটি বালক আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। সেই বালক ঐ মেল্‌মথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাম জেম্‌স।

পুত্রকে সম্বোধন করিয়া মেল্‌মথ বলিল, "আসিয়াছ? এসো বৎস! আমি ভাবিতেছিলাম, তুমি বুঝি—"

জেম্‌স বলিল, "কেন ভাবিতেছিলে বাবা? আমি আসিব বলিয়াছিলাম, অবশ্যই আসিব; তুমি এখন আমাকে কি বলিতে চাও?"

পাঠক মহাশয় স্মরণ করিতে পারিবেন, এই বালকের বয়স এক্ষণে ত্রয়োদশ বর্ষ। মাতার মৃত্যুর পর অবধি ইহার মনে কিছুমাত্র শান্তি নাই, উত্তম বসনের প্রতিও অনুরাগ নাই, কিন্তু এই দিন ভদ্র-সন্তানের মত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিয়াছিল। প্রশ্ন করিয়াই পিতৃভক্ত বালক সতৃষ্ণ-নয়নে পিতার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

মেল্‌মথ বলিল, "কি আমি বলিব, কি আমি করিব, কিছুই স্থির নাই। আমার বোধ হয় যেন কোন অমঙ্গল লক্ষণ। যে পথ দিয়া আমরা আসিয়াছি, সে পথে বহু লোক গতিবিধি করে; তোমাতে আমাতে যদি এখানে এক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকি, তাহা হইলে কোন দুষ্ট লোকের চক্ষে পড়িতে পারি। বহু দিনের পর তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তোমরা মাতৃহারা হইয়াছ, অচিরাৎ পিতৃহারা হইবে, তাহা ভাবিয়াই আমার বিষাদ। হাঁ, তোমার ভাইটি কোথায়? তোমার ভগ্নীটি কোথায়?"

বালক উত্তর করিল, "তাহারা একত্রীটে কিক্কিন্গ্রাণ্ডের কুটীরে রহিয়াছে; আমরা তিন জনেই এখন সেইখানে থাকি। আমাদের সমবয়স্ক আরও অনেকগুলি বালক-বালিকা সেইখানে আছে। কিক্কিন্গ্রাণ্ড বেশ লোক।"

মেল্মথ বলিল, "ওঃ! দেখিতেছি, ইতিমধ্যেই সে তোমাদের তাহার নিজ বিদ্যা শিখাইয়া দিয়াছে! আচ্ছা, আমাকে এখন তুমি কি রকম খবর দিতে পার? কি খবর আনিয়াছ?"

কাউন্টেস্ চীৎকার করিয়া উঠিলেন ; মর্ম্মভেদী চীৎকার। [৫৫৭ পৃষ্ঠা।

বালক উত্তর করিল, "তুমি আমাকে এক জোড়া পিস্তল কিনিতে বলিয়াছিলে, আমি তাহা কিনিয়া আনিয়াছি; আমার পকেটেই আছে।"

মেল্‌মথ বলিল, "বেশ করিয়াছ। এখানে বাহির করিও না; ঐ গাছের আড়ালে চল।"

উভয়ে একটি বৃক্ষের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইল। বালক সেইখানে তাহার পিতার হস্তে দুটি পিস্তল দিল। পিস্তল দুটি হস্তে লইয়া মেল্‌মথ আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠিল; তাহার দুই চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল।

আতঙ্কে ও সংশয়ে জড়ীভূত হইয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! ঐ পিস্তল লইয়া তুমি কি করিবে? সমস্ত রাত্রি তুমি কোথায় ছিলে?"

মেল্‌মথ উত্তর করিল, "জেম! যদিও তুমি ছেলে-মানুষ, তথাপি সহজেই অনুমান করিতে পারিবে, এই পিস্তল লইয়া আমি এক করিব! কারখানা-বাড়ীতে যে দিন আমি তোমাকে দেখি, সে দিন আমার মনের ভাব কিরূপ ছিল, তাহা তুমি স্মরণ করিতে পারিবে; তোমার মাতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া আমার মনে প্রতিশোধ-পিপাসা কিরূপ জাগিয়াছিল, তাহাও অবশ্য তোমার মনে পড়িবে।"

প্রভাতের বায়ু তৎকালে বেশ উত্তপ্ত ছিল, পিতাপুত্রের কপালে ঘাম ঝরিতেছিল, তথাপি বালক যেন মহা শীতে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "না না,—কিছুই আমি ভুলি নাই,—সব আমার মনে আছে।"

ঈষৎ ক্রোধে তিরস্কার করিয়া মেল্‌মথ বলিল, "সে সকল কথা জানিয়াও তবু তুমি ভয় পাইতেছ?"

বালক বলিল, "ভয়?—না বাবা, আমি ভয় পাই নাই। যাহারা তোমার উপর উপদ্রব করিয়াছে, তাহাদিগকে প্রতিফল দিতে তোমার সঙ্কল্প; আমার জননীর মৃত্যুর কারণ যাহারা, তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইতে তোমার অভিলাষ,—সে বিষয়ে তুমি আমাকে যাহা করিতে বলিবে, পূর্ণসাহসে তাহাই করিতে আমি প্রস্তুত।"

মেল্‌মথ পুনর্ব্বার বলিল, "জেমস্! আর যে ডাক্তারটা আমাদের ক্ষুদ্র শিশুটির প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছে, তাহারও প্রতিশোধ লইব।"

বালক বলিল, "তাহাও আমার মনে আছে। শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য; কেন না, বেলা ৯টা বাজিয়া গিয়াছে, একটা ধাত্রি সেই ডাক্তার থারষ্টনের ছেলেকে লইয়া এখনি এইখানে বেড়াইতে আসিবে।"

মেল্‌মথ জিজ্ঞাসা করিল, "সেই ধাত্রী নিত্য নিত্য এই সময় এই ময়দানে বেড়াইতে আইসে, তাহা তুমি ঠিক জানো?"

বালক উত্তর করিল, "পূর্ব্বেইতো তোমাকে আমি বলিয়াছি, ডাক্তারের ধাত্রী প্রতিদিন একটি শিশু কোলে করিয়া পূর্ব্বাহ্ণ ৯টা ১০টার সময় এই ময়দানে হাওয়া খায়, কয়েক দিন আমি এইখানে উপস্থিত থাকিয়া তাহার গতিক্রিয়া দেখিয়া গিয়াছি।"

মেলৃমথ বলিল, "হাঁ হাঁ, বলিয়াছিলে বটে। সত্যকথা। ধাত্রী তবে আজিও আসিবে। যে ছেলেটা তাহার কোলে থাকে, সেই ছেলেটাকে আমি চাই। তুমি তাহাকে লইয়া গিয়া কিঞ্চিন্-কুটীরে রাখিয়া দিও, তুমি তাহার অভিভাবক হইয়া থাকিও, সেখানকার অন্যান্য ছেলে মেয়েরা যে সকল দুষ্কার্য্য অভ্যাস করে, তাহাদের সঙ্গে সেই ছেলেটাকেও সেই সকল দুষ্কার্য্য শিখিতে দিও। কাহার ছেলে, কোথায় পাইয়াছ, কাহাকেও সে কথা বলিও না। ছেলে হারাইয়াছে বলিয়া ডাক্তার থারষ্টন পুরস্কার ঘোষণা করিয়া খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিবে, রাস্তায় রাস্তায় প্লাকার্ড মারিবে, ছেলেকে পাইবার জন্য আরও নানা প্রকার উপায়ে অনুসন্ধান করিবে, সাবধান, কোন সূত্রে তোমাদের কুটীরের লোকেরা যেন কোন কথা প্রকাশ না করে। তুমি আমার পুত্র, তুমি যদি আমার এই আজ্ঞা অবহেলা কর, তাহা হইলে তোমাকে আমার অভিশাপ লাগিবে, সর্ব্বদাই ইহা মনে রাখিও।"

পিতার বাক্য শ্রবণে কম্পিত হইয়া বালক বলিল, "অমন কথা বলিও না, অভিশাপ দিও না! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার আদেশমত সকল কার্য্যই আমি সাধন করিব, কদাচ অন্যথা হইবে না; প্রতিশোধ লইবই লইব।"

আনন্দ প্রকাশ করিয়া মেলৃমথ বলিল, "হা, এইবার তুমি পিতার উপযুক্ত পুত্রের ন্যায় কথা কহিয়াছ। তোমার পিতা বলিয়া আমি এখন গৌরব করিতে পারি। সেই নরাধম নৃশংস ডাক্তার আমাদের মৃত শিশুটিকে তাহার নিজের চিকিৎসাগৃহে আরকে ভিজাইয়া তাকের উপর রাখিয়াছে, কৌতুক দেখাইতেছে। ভিখারিণীর পুত্র, উপবাসিনী ভিখারিণী একজন ধনী লোকের দরজার বাহিরে সিঁড়ির ধাপের উপর পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার গর্ভজাত শিশু পুত্রের উপর ঐরূপ দারুণ অত্যাচার! সেই পাপিষ্ঠ জানিত না যে, প্রায়শ্চিত্ত আছে! এইবার তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। জেম্‌স, যাহা আমি তোমাকে বলিলাম, খুব সাবধানে সেই কার্য্য তুমি করিও। বুঝিয়াছ?"

উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া, গলা কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া জেম্‌স উত্তর করিল, "ঠিক বুঝিয়াছি, ঠিক তাহাই করিব; ডাক্তারের ছেলেটা চোরের আড্ডায় পালিত হইয়া নিশ্চয়ই একজন পাকা চোর হইবে।"

মেল্‌মথ বলিল, "উত্তম; তাহাই করিও,—সকল প্রকার পাপকার্য্য শিখাইও, অন্তত দশ বারো বৎসর বয়স না হইলে ছাড়িয়া দিও না। যখন ছাড়িবে, তখন সকলকে জানাইয়া দিও, এই বালকটা একেয়ারের ডাক্তার থারষ্টনের পুত্র।"

জেম্‌স বলিল, "তাহাই করিব, বারো বৎসর বয়স হইলে ছেলেটা যদি পিতা-মাতার কাছে ফিরিয়া যাইতে চায়, তবে তাহাদের কাছেই পাঠাইয়া দিব। ইহা ত হইল, কিন্তু ঐ পিস্তল দুটো লইয়া তুমি কি করিবে?"

মেল্‌মথ উত্তর করিল, "একটা পিস্তল সেই দুষ্ট প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌সের জন্য, আর একটা আমার নিজের—"

সভয়ে পিতার মুখপানে চাহিয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল, "দ্বিতীয় পিস্তল-টাতে কি কাজ হইবে?"

প্রতিধ্বনি করিয়া মেল্‌মথ বলিল, "দ্বিতীয় পিস্তল?—ওঃ! দ্বিতীয় পিস্তলে আমি যাহা করিব, স্থির হইয়া শুনিয়া রাখ। অচিরেই তুমি তোমার ছোট ভাইটির আর ছোট ভগ্নিটীর পিতৃস্থানীয় হইবে; কারণ তাহাদের পিতা আর পৃথিবীতে থাকিবে না!"

ছলছল-চক্ষে কাতরকণ্ঠে বালক বলিতে লাগিল, "না, না,—না বাবা, এ অবস্থায় তুমি আমাদের ফেলিয়া যাইও না!"—বলিতে বলিতে দুই হস্তে পিতার হস্ত ধারণ করিল; পদতলে পতিত হইবার উপক্রম করিতেছিল, মেল্‌মথ সবলে তাহার হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক গভীর-গর্জ্জনে বলিতে লাগিল, "বালক! ইহা কি ছেলেখেলা?—না না,—ছেলেখেলার দিন অতীত হইয়াছে; আমাদের মস্তকের উপর ভয়ানক কর্ত্তব্য কার্য্যের শৃঙ্খল ঝুলি-তেছে, মহাপাপের প্রতিশোধ লইতে হইবে; এখন কি কাতরতা দেখাই-বার সময়? এখন কি ভয় করিবার সময়? এখন কি আদর করিয়া বাহানা বাড়াইবার সময়? জেম্‌স, তুমি কি কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতেছ? তুমি কি আমাদের দুর্দ্দশার কথা ভুলিয়া গিয়াছ? তুমি কি আমার দৃঢ়সংকল্পে অবহেলা করিতেছ? কিছুই কি তোমার মনে নাই?"

বালক তখন সতেজ হইয়া বীরবিক্রমে বলিতে লাগিল, "না বাবা, আমি

কাতর হইতেছি না ; আমার জননী নিরাশ্রয় হইয়া নিঃসম্বলে অনাহারে আমার চক্ষের সম্মুখে জন্মের মত চক্ষু বুজিয়াছেন, তোমাকে বধ করিবার জন্য বিষম ষড়্‌যন্ত্র হইয়াছিল, কিছুই আমি ভুলি নাই ; সেই বহ্নি আমার হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ জ্বলিতেছে ! যাহারা নাটের গুরু,তাহাদিগকে আমি কদাচ ক্ষমা করিব না। আমি এখন মোরিয়া হইয়াছি ; যাহা তুমি বলিবে,তাহাই আমি করিব।"

সস্নেহে যুগল-হস্তে বালকের হস্তধারণ করিয়া পূর্ণ উৎসাহে মেল্‌মথ বলিল, "বীরের মত কথা কহিয়াছ। বীরের মত কার্য্য কর ! যে কথা আমাকে তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, কার্য্যই তাহার উত্তর দিবে।"—বলিতে বলিতে পকেট হইতে আশু জ্বলনশীল দ্রব্য-পূর্ণ একটা যোডাওয়াটারের বোতল বাহির করিয়া বালককে দেখাইল।"

বোতলটা হাতে করিয়া লইয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল, "এটা লইয়া কি করিতে হইবে ?"

মেল্‌মথ উত্তর করিল, "সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকা,—যে অট্টালিকার বহির্দ্বারের সোপানে তোমার দুঃখিনী জননী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, মহাগর্ব্বিত বড়মানুষের সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকা ;—এক রাত্রে এই বোতলটা হাতে করিয়া সেই অট্টালিকার সম্মুখে যাইও ; দেখিতে পাইবে, উচ্চ উচ্চ গবাক্ষে গবাক্ষে সুরঙ্গীন যবনিকা ; গৃহমধ্যে বিদ্যুতের রোসনাই ; শুনিতে পাইবে, সুমধুর বাদ্যধ্বনি হইতেছে, সুমধুর সঙ্গীতের স্বর-লহরী উঠিতেছে, সুন্দর সুন্দর পোষাক-পরা নর্ত্তক-নর্ত্তকীরা ঘুরিয়া ফিরিয়া নৃত্য করিতেছে, পলকে পলকে প্রেমানন্দের তুফান ছুটিতেছে, গৃহ পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ। দেখিয়া শুনিয়া তুমি কি করিবে জান ?—একটা গবাক্ষের পর্দ্দা সরাইয়া, গবাক্ষের ছিদ্রপথে হাত বাড়াইয়া এই বোতলটা গৃহমধ্যে ঠিক সেই মজ্‌লীসের ভিতর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিও ; তৎক্ষণাৎ আগুন জ্বলিয়া উঠিবে, আনন্দধ্বনির পরিবর্ত্তে ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইবে ; সেই সকল আর্ত্তনাদ শুনিবার জন্য তুমি সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিও না,—পা যতদূর ছুটাইতে পার, ততদূরই ছুটাইয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিও। বুঝিয়াছ কথা ?"

বালক উত্তর করিল, "বুঝিয়াছি বাবা—বুঝিয়াছি, সমস্তই বুঝিয়াছি : ঠিক ঠিক তোমার আদেশ আমি পালন করিব।" এই বলিয়া, বোতলটা পকেটে লুকাইয়া রাখিয়া, সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা ! প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের উপর তোমার যে আক্রোশ, তাহার প্রতিশোধ লইবে কবে ?"

মেল্‌মথ উত্তর করিল, "বেশী দেরী হইবে না। আজ যদি ডাক্তার থার্ষ্টনের ছেলেটাকে হস্তগত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে যাহা আমি করিব সেই সংবাদ শুনিয়া সমস্ত ইংলণ্ডবাসী ব্যক্তিবৃন্দ চমকিয়া যাইবে। তাহারা শুনিবে, ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী, রাজকুলের কুলাঙ্গার, মানবজাতির অভিসম্পাত, ভণ্ড প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স আর ইহ-সংসারে নাই; সেই নরাধম আর জীবনধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে মহাপাপ-ভারে ভারাক্রান্ত করিবে না। এই ত আমার কার্য্য; এই কার্য্য সমাপ্ত হইলে ইহ-শরীরে ইহ-জীবনে আর আমি তোমাদের সহিত দেখা করিতে আসিব না।"

পিতার নিদারুণ কথা শুনিয়া কম্পিত-গাত্রে—কম্পিত-ওষ্ঠে মৃদুস্বরে বালক বলিল, "হাঁ বাবা, অবশ্যই তাহা হইবে।"

মেল্‌মথ প্রতিধ্বনি করিল, "অবশ্যই তাহা হইবে। দুরাচার প্রিন্সকে জগতে আমি রাখিব না।"

দৃঢ়সংকল্পে বালক বলিয়া উঠিল, "না,—দশ সহস্রবার না!"

মেল্‌মথ বলিল, "কদাচ আমি ঘৃণাস্পদ ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিব না।"

সাতঙ্ক-নয়নে চাহিয়া সাতঙ্ক-কণ্ঠে বালক বলিল, "জগদীশ্বর ক্ষমা করুন, তেমন ভয়ানক দৃশ্য কখনই আমাকে দেখিতে হইবে না!"

মেল্‌মথ বলিল, "যদি আমি সেই পাপিষ্ঠ রাজকুমারকে নিপাত করি, তাহা হইলে কেবল একটি উপায়ে অব্যাহতি পাইতে পারিব।"

সজল-নয়নে গদগদস্বরে জেম্‌স বলিল, "বাবা! একবার জন্মশোধ আমি তোমার হস্তধারণ করি! আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি আর এখন পৃথিবীর মনুষ্য নও; পৃথিবীর সহিত তোমার আর কোন সম্বন্ধই নাই।"

পিতা-পুত্রের পরস্পর সস্নেহে করমর্দ্দন; সজল-নয়নে উভয়েই উভয়ের মুখপানে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল; আর বৃথা মায়া বাড়াইয়া কাতর হওয়া ভাল নহে, ইহা বুঝিয়া উভয়েই এককালে মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চাহিল।

ঠিক সেই সময়ে একটি শিশু কোলে করিয়া এক যুবতী সেই ময়দানে প্রবেশ করিল। সেই যুবতী ডাক্তার থার্ষ্টনের শিশুপালিকা ধাত্রী। শিশুটি কিন্তু ডাক্তারের ঔরসজাত অথবা তাঁহার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র

নহে। কে তবে এই শিশু?—জেনারেল বার্থের অবৈধ সংসর্গে অবিবাহিতা রাজকুমারী সোফিয়ার গর্ভে এই শিশুর জন্ম! শিশুর বয়ঃক্রম একণে পাঁচ মাস মাত্র।"

ধাত্রীর ক্রোড়ে নিদ্রাগত ক্ষুদ্র শিশু; শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া ধাত্রী ক্ষণকাল ময়দানে বেড়াইল; পশ্চাতে মেল্‌মথ ও তাহার পুত্র আসিতেছিল, সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। ময়দানের এক ধারে বৃক্ষতলে একখানা বেঞ্চ পাতা ছিল, শিশু কোলে করিয়া ধাত্রী সেই বেঞ্চের উপর বসিল। সপুত্র মেল্‌মথ সেই সময় চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিয়া লইল, নিকটে কেহই নাই, কার্য্যসিদ্ধি করিবার উত্তম অবসর। ইহা বুঝিয়াই তাহারা ধীরে ধীরে সেই বেঞ্চের নিকটবর্ত্তী হইল, গম্ভীর-স্বরে ধাত্রীকে সম্বোধন করিয়া মেল্‌মথ বলিল, "তোমার কোন ভয় নাই; তোমাকে আমরা কিছুই বলিব না, ঐ শিশু তুমি আমাকে দাও।"

ধাত্রী অবাক্ হইয়া রহিল, তাহার মনে ভয়ও হইল; ঘুমন্ত শিশু বক্ষে চাপিয়া রাখিয়া প্রশ্নকর্ত্তার মুখপানে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিল।

মেল্‌মথ বলিল. "যাহা আমি বলিয়াছি, তাহাই ঠিক।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া পকেট হইতে পিস্তলের অর্দ্ধেকটা বাহির করিয়া, তৎক্ষণাৎ আবার লুকাইয়া রাখিয়া পুনরায় বলিল, "বাগ্‌বিতণ্ডা করিবার সময় নাই, কেন আমি শিশুটিকে চাহিতেছি, তাহাও বুঝাইয়া দিবার সময় নাই; ওটি আমাকে দাও, তোমার কোন বিপদ্ হইবে না।"

পিস্তল দেখিয়া ধাত্রীর আরও ভয় বাড়িয়াছিল। শিশু আমি দিব না, সে কথা বলিতে তাহার সাহস হইল না, মেল্‌মথ তাহার ক্রোড় হইতে শিশুটিকে তুলিয়া লইল, ধাত্রী বাধা দিতে পারিল না, ভয়ে তাহার চক্ষে ঝাপ্‌সা লাগিতেছিল, সে যেন কিছুই দেখিতে পাইল না; যে বৃক্ষের গাত্রে বেঞ্চখানি সংলগ্ন ছিল, সেই বৃক্ষের গাত্রে হেলিয়া পড়িয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল; মূর্চ্ছিত হইল না, কিন্তু মূর্চ্ছা আসিবার লক্ষণ।

শিশুটি তখনও ঘুমাইতেছিল। সেই ঘুমন্ত শিশুটিকে আপন পুত্রের ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া মেল্‌মথ বলিল,"এখন ইহাকে তুমি লইয়া যাইতে পার।"

বালক জিজ্ঞাসা করিল, "এই অবোধ দুগ্ধ-পোষ্যশিশুকে তস্করের গহ্বরে লইয়া যাইতে আমার মারা হইতেছে; সত্য কি তুমি আমাকে তাহাই করিতে বল?"

মমতাশূন্য হইয়া মেল্‌মথ উত্তর করিল. "তোমার সেই ক্ষুদ্র ভাইটিকে স্মরণ কর! তোমার মাতৃক্রোড়ে কত যত্নের শিশু, মাতৃহীন হইয়া সেই শিশু একটা কারখানা-বাড়ীতে প্রাণ হারায়! ডাক্তার থারষ্টন সেই মৃত শিশুকে লইয়া কিরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছে, তাহা কি তুমি ভুলিতেছ?"

পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, 'নির্দ্দয় হইয়া বালক বলিল, "না না, আর আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না, অবশ্যই উপযুক্ত প্রতিশোধ লইতে হইবে।"

মেল্‌মথ বলিল, "তুমি কি তোমার মৃত জননীর নামে শপথ করিয়া উপ-তিশোধ লইতে অঙ্গীকার করিতেছ? যাহা যাহা আমি তোমাকে বলিয়াছি, মায়া-দয়া পরিত্যাগ করিয়া আমার সেই আদেশ লন করিবে, জননীকে স্মরণ করিয়া তৎপক্ষে তুমি কি এই শপথ করিতে পার?"

বালক বলিল, "ধর্ম্মতঃ আমি শপথ করিতেছি,—জননীকে স্মরণ করিয়া আমি শপথ করিতেছি, অবশ্যই আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিব।"

সজল-নয়নে গদ্‌গদস্বরে মেল্‌মথ বলিল, "তবে এখন তুমি যাও,—জন্ম-শোধ বিদায়! আর আমাকে তুমি দেখিতে পাইবে না!—তোমাকে আমি প্রাণ তুল্য ভালবাসি, সে ভালবাসা তুমি মনে করিয়া রাখিও!" এইরূপে বিদায় লইয়া পুত্রবৎসল পিতা তৎক্ষণাৎ প্রিয়পুত্রের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল।

কম্পিত করুণ-কণ্ঠে বালক বলিল, "বিদায় হইলাম! তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা চিরদিন আমার স্মরণ থাকিবে!"—ঐ কথাগুলি মেল্‌-মথের কর্ণে প্রবেশ করিল, কিন্তু সে আর পুত্রের দিকে ফিরিয়া চাহিল না। বালক চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতা ধাত্রীর পূর্ণ চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, পাগলিনীর মত উদাস-নয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, শিশুটিকে দেখিতে পাইল না; যাহার কোলে শিশু, তাহাকেও দেখিতে পাইল না। দেখিল তবে কি?—যে লোক ইতিপূর্ব্বে পিস্তল দেখাইয়া তাহাকে ভয়বিহ্বল করিয়াছিল, উগ্র-মূর্ত্তিতে সেই ভয়ঙ্কর লোক তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ধাত্রীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া গম্ভীর-স্বরে মেল্‌মথ বলিল, "শোনো আমার কথা। তোমার মনিবের বাড়ীতে ফিরিয়া যাও, তাহাকে গিয়া বল, শিশুটি চুরী গিয়াছে; তোমার উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য একজন লোক সেই

শিশু কাড়িয়া লইয়াছে। তাহাকে আরও বলিও, হোয়াইট্‌ চ্যাপেলের শ্রমনিবাসে তুমি একবার যে লোকটির চিকিৎসা করিয়াছিলে,—যে লোক সেই নিবাসের পাগলা-গারদে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, যাহার মৃত শিশুকে সমাধি না দিয়া তুমি নিজের অস্ত্রাগারে আরকে ভিজাইয়া রাখিয়াছ, সেই লোক তোমার শিশুটীকে লইয়া গিয়াছে। হাঁ, তোমার মনিবকে এই সব কথা বলিও;—আরও বলিও, যাহাদের হস্তে সেই শিশু এখন পড়িয়াছে, সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে তুমি দেখিতে পাইবে না; লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিলেও সে ছেলের সন্ধান তুমি করিতে পারিবে না;—কেহই পারিবে না। সংসারে যত প্রকার দুঃখ-কষ্ট থাকা সম্ভব, সেই ছেলে অহরহ তাহা ভোগ করিবে; পৃথিবীতে যত প্রকার পাপকার্য্য আছে,—চুরী, ডাকাতী, মাত্‌লামী, খুন, ইত্যাদি সকল প্রকার পাপকার্য্যে সেই ছেলে যখন বিলক্ষণ পরিপক্ক হইয়া উঠিবে, তখন তাহার রক্ষকেরা তাহাকে তোমার কাছে পাঠাইবে; যদবধি তাহার সকল প্রকার দুঃখভোগ ও সকল প্রকার পাপশিক্ষা না হয়, তদবধি তুমি তাহাকে দেখিতে পাইবে না।”

কথাগুলি বলা শেষ হইল, ধাত্রী নীরব হইয়া আতঙ্কে আতঙ্কে সকল কথাই শুনিল, কি সে ভাবিল, কি কথা বলিবার ইচ্ছা করিল, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মেল্‌মথ সে স্থান হইতে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। ধাত্রী আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

অন্তিম সাক্ষাৎ।

পরদিন বেলা দুই প্রহরের সময় রাজকুমারী এমেলিয়া উইণ্ডসর ক্যাসেল হইতে চুপি চুপি বাহির হইয়া অস্থিরচরণে ময়দানের দিকে চলিলেন।

আহা! রাজকুমারীর আর সে শ্রী নাই! অবয়বের লাবণ্য, বদনের আরক্ত রাগ, বেশবিন্যাসের পারিপাট্য, সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে! পাঠক মহাশয় প্রথমে যখন এই কুমারীকে দর্শন করিয়াছিলেন, তখন যৌবনের ছটা, বিলাসিতার ঘটা ও অঙ্গরাগের শোভা দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, এখন সমস্তই তিরোহিত! কত দিনে এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে উত্তর পাইবেন, অতি অল্প দিনের মধ্যেই এই দুর্দ্দশা!

কুমারীর মুখখানি বিষণ্ণ। কি নিদারুণ চিন্তা, কি সাত্যাতিক বিষাদ, কি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা তাঁহার অন্তরসাগরে গুপ্তভাবে তরঙ্গিত, অপরে তাহা অনুভব করিতেও অক্ষম।

কল্পনাপথে প্রশ্ন আইসে, হঠাৎ এ প্রকার অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের হেতু কি?—যাহার প্রণয়ে মন মজিয়াছিল, কুমারী তাহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন, কেবল সেই কারণেই এতদূর হইতে পারে না; তিনি বুঝিয়াছেন, সেই প্রণয় বিষময়; যে প্রণয়কে তিনি স্বর্গীয় প্রণয় জ্ঞান করিয়াছিলেন, এখন জানিতেছেন, সেটা স্বর্গ নহে, বিভীষণ নরককুণ্ড!

এমিলিয়ার হৃদয়ে এখন অবধি আর কি প্রকারে আনন্দ স্থান পাইতে পারে? কি সুখের আশায় তিনি আর এখন প্রাণধারণ করিতে পারেন? যদিও সর্ব্বাঙ্গে মণিরত্ন চকমক্ করে, তাহাতে কি সুখ? হৃদয় পুড়িয়া খাক্ হইয়া যায়! রাজবংশের গৌরব, রাজসম্ভ্রমের দীপ্তি তাঁহার পক্ষে এখন ঘোর অন্ধকারময়! তিনি যে কেবল নিজের গুপ্তপ্রণয়ের গুহ্য বৃত্তান্ত গোপন করিয়া অন্তরানলে দগ্ধ হইতেছেন, তাহাও নহে, তাঁহার পিতার একটা

ভয়ানক গুহ্য-বৃত্তান্ত তাঁহার জ্ঞাতসার হইয়াছে; একসঙ্গে উভয় গুপ্ত অনলের বিষম জ্বালা। সার রিচার্ড ষ্ট্যাফোর্ডকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন; অন্য-ভাবে ভালবাসা নয়, প্রেমভাবে ভালবাসা; এখন জানিতে পারিয়াছেন, সার রিচার্ড বর্ত্তমান রাজার ঔরসপুত্র; তাহাতেই প্রণয়ে হতাশ, এইটুকু তাঁহার নিজের সম্বন্ধে; তাঁহার পিতার গুহ্য-বৃত্তান্তটা কিরূপ? অভাগিনী হানা লাইটফুট্‌কে রাজা তৃতীয় জর্জ্জ গুপ্তভাবে প্রেমরঙ্গিণী করিয়াছিলেন, সেই লাইটফুটের গর্ভে রিচার্ড ষ্ট্যাফোর্ডের জন্ম। যে দিন উইণ্ডসর ক্যাসেলে টিম্ মিগেলস্ ও লেডী লিটিসিয়া উপস্থিত হইয়া, ঐ গুহ্যব্যাপারের কথা তুলিয়া রাজাকে ভয় দেখাইয়াছিল, রাজকুমারী এমিলিয়া সেই দিন গোপনে দাঁড়াইয়া সেই সকল গুপ্তকথা শুনিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার অন্তরাত্মা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। উঃ! ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের মহিমা-ন্বিত নরপতি তৃতীয় জর্জ্জ একজন পাপাসক্ত রাক্ষস! একটি নিরপরাধিনী সুশীলা সরলা প্রেমবিমুগ্ধা অবলাকে বিবাহ করিব বলিয়া লোভ দেখাইয়া তিনি তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন, সেই ব্যভিচারের ফল রিচার্ড-ষ্ট্যাফোর্ড। মুখের কথা নহে, মিষ্টার মিগেলস্ একখানা দলীল বাহির করিয়া রাজাকে দেখাইয়াছিলেন, বৃদ্ধ রাজা তদ্দর্শনে কম্পিত হইয়া নিস্তব্ধ হইয়াছিলেন।

পিতা যৌবনমদে মত্ত হইয়া ব্যভিচার-পাপে কলঙ্কিত, রাজবংশের নামেও কলঙ্ক; কুমারী এমিলিয়া সেই ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে আরও অনেক কথা স্মরণ করিয়াছিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা (বর্ত্তমান প্রিন্স অব্ ওয়েলস্) নানাপ্রকারে পাপাসক্ত, তাঁহার ভগ্নী সোফিয়া কুমারী অবস্থায় একটি জারজ শিশুর জননী, তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতা ও অন্যান্য ভগ্নীর চরিত্রেও তাঁহার হর্ষ-প্রকাশের বিশেষ নিদর্শন নাই। এই সকল কারণেই কুমারী এমেলিয়া মর্ম্মান্তিক যাতনায় অবসন্ন। এমন অবস্থায় তাঁহার প্রফুল্ল যৌবনকুসুম যে দিন দিন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, তাহা আর বিচিত্র কি?

তাহা ত বিচিত্র নহে, কিন্তু এমিলিয়া সেই অবস্থায় এত তাড়াতাড়ি ময়দানে প্রবেশ করিতেছেন কি জন্য?—সার রিচার্ড ষ্ট্যাফোর্ডের সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিবার জন্য।

উইণ্ডসর পার্কের একপ্রান্তে নিভৃতস্থানে একখানি বেঞ্চের উপর সার রিচার্ড ষ্ট্যাফোর্ড বিষণ্ণবদনে বসিয়া আছেন, রাজকুমারী তাঁহার সম্মুখে

গিয়া দাঁড়াইলেন। মুখ তুলিয়া চাহিয়া সার রিচার্ড বলিলেন, "এমিলিয়া! আসিয়াছ, বেশ করিয়াছ, বোসো।"

রাজকুমারী বসিলেন। অল্পক্ষণ মৌন থাকিয়া সার রিচার্ড ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "খেলাধূলা ফুরাইয়া গিয়াছে! সমস্তই আমি জানিতে পারিয়াছি, তুমিও জানিতে পারিয়াছ; যাহাতে আর বেশী ঢলাঢলি না হয়, তাহার উপায় করাই এখন কর্ত্তব্য। আমি আর ইংলণ্ডে থাকিব না, জন্মের মত জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইব, এইরূপ সংকল্প করিয়াছি।"

কাতরনয়নে চাহিয়া মৃদুস্বরে কুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ দেশে যাইবে?"

রিচার্ড।—তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। এ দেশে থাকিব না, কেবল ইহাই অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি।

এমি।—ভাল। যেখানেই যাও, যেখানেই থাক, পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন, তাঁহার ইচ্ছায় তোমার মঙ্গল হউক, তাহা হইলেই আমি এক-প্রকার—না না,—আমি আর কি করিব?—হয় ত আত্মবিসর্জ্জন করিয়া ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিব!

রিচার্ড।—সে কি?—দোহাই! পরমেশ্বর!—অমন কথা মনে আনিও না!"

এমি।—আমি পাপ করিয়াছি, আমি কলঙ্কিনী হইয়াছি, আমার জন্য তুমি দেশত্যাগী হইয়া যাইতেছ, আমি আর এ পৃথিবীতে থাকিয়া কলঙ্কিত দেহভার বহন করিতে পারিব না!

রিচার্ড। কি পাপ তুমি করিয়াছ?—যাহা করিয়াছ, তাহা তোমার জ্ঞানকৃত পাপ নহে। কে আমি, আমার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ, তাহা তুমি জানিতে না; তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, তাহাও আমি জানিতাম না; রিপুবশে আমরা উভয়েই অজ্ঞানে অনুচিত কার্য্য করিয়াছি। তাহাতে আর অপরাধ কি? এখন প্রকৃত সম্বন্ধ জানিতে পারিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি, তাহাতেই সে অপরাধের খণ্ডন হইয়া যাইবে। ভগ্নি! প্রিয় ভগ্নি! আমি তোমার হাতে ধরিয়া মিনতি করিয়া ঈশ্বরের নামে নিষেধ করিতেছি, আত্ম-হত্যার সংকল্প এক মুহূর্ত্তের জন্যও অন্তরে স্থান দিও না! আত্মহত্যা মহাপাপ!"

এমি।—(অধোবদনে মৃদুস্বরে) আচ্ছা, বিবেচনা করিয়া দেখিব। চিত্তকে যাহাতে বুঝাইয়া শান্ত করিতে পারি, অবশ্যই তাহার চেষ্টা করিব।

রিচার্ড।—ভগ্নি! আমি দেখিতেছি, সহসা তোমার নিকট হইতে বিদায় হওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু বিদায় গ্রহণ করাই আমার দৃঢ়-সঙ্কল্প; সেই সঙ্কল্পেই এখানে আসিবার নিমিত্ত আজ আমি তোমাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। আমি দেশান্তরে যাইব, ইহজীবনে আর ফিরিয়া আসিব না, সেই কথাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি; তথাপি হঠাৎ বিদায় লইতে পারিতেছি না। চল, উভয়ে আমরা এই ময়দানে একটু বেড়াই।

উভয়ে বেঞ্চ হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। যে দিকে সারি সারি অনেকগুলি বৃক্ষ, মৃদুপদে সেই দিকে তাঁহারা হাত-ধরাধরি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ। সহসা সম্মুখদিকে চাহিয়া রাজকুমারী সভয়ে চুপি চুপি বলিয়া উঠিলেন, "রিচার্ড! দেখ দেখ, কে একটা লোক ঐ গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আমরা কি করি, তাহাই দেখিবার জন্য বোধ হয় লোকটা ঐখানে লুকাইয়া আছে!"

রিচার্ড।—(সেই দিকে চাহিয়া) কৈ?—কে আছে?—কেন আসিবে?—কেন আমাদের উপর নজর রাখিবে?—আমরা কাহার কি করিয়াছি?—কেহই না;—আচ্ছা, চল, আমরা ঐ দিক্ দিয়াই যাই। তোমার মনটা খারাপ আছে, সেই জন্যই তুমি নানা প্রকার সন্দেহ মনে আনিতেছ।

এমি।—(সভয়ে) কে জানে কি, আমি কিন্তু বুঝিতেছি, যেন কিছু অলক্ষণ;—হয় ত কোন অমঙ্গল ঘটিবে, তাই ভাবিয়াই আমি বড় ভয় পাইতেছি।

রিচার্ড।—বৃথা ভয়। আমরা এখানে বেড়াইতেছি, অন্যলোকে তাহা দেখিয়া—

এমি।—(আরও অধিক ভয়ে) ঐ দেখ!—ঐ দেখ!—লোকটা বাহির হইয়াছে! কেমন এক রকম চাউনি দেখ!—উঃ! চক্ষে যেন আগুন! —ঐ দেখ, আমাদের দিকেই আসিতেছে! চল, আমরা ফিরিয়া যাই।

রিচার্ড।—(অল্প হাস্য করিয়া) পাগল না কি! ফিরিব কেন?—

কেহই আমাদের উপর নজর রাখিতেছে না; কাহারও গুপ্তচর আমাদের পাছু লইবে, তাহাও অসম্ভব।

দেখিতে দেখিতে লোকটা তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গুড়ুম করিয়া পিস্তলের আওয়াজ! রাজকুমারী কাঁদিয়া উঠিলেন। বিকট চীৎকার করিয়া রক্তাক্তকলেবরে সার রিচার্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ড তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী। আবার পিস্তলের আওয়াজ। রাজকুমারী মনে করিলেন, এইবার বুঝি আমাকেও মারিল! প্রাণভয়ে কম্পিতা হইয়া নিমেষমধ্যেই তিনি ধরাশায়িনী হইলেন; প্রাণভয়েই মূর্চ্ছিতা!

সার রিচার্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ড রক্তে ডুবিয়া পড়িয়া রহিলেন, প্রাণবায়ু বহির্গত! অল্প দূরে আর একটা লোক জীবনশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। পিস্তলের নলী মুখের ভিতর রাখিয়া কল টিপিয়া দিয়াছিল, তালু ভেদ করিয়া গুলী বাহির হইয়া গিয়াছে, মুখের মাংস, চর্ম্ম ও মাথার খুলী উড়িয়া গিয়াছে। লোকটা কে, তাহা চিনিবার উপায় নাই।"

দুই জন লোক সেই পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া সেই স্থানে ছুটিয়া আসিল, ঐ রক্তারক্তি দেখিল, রাজকুমারীকে চিনিল, অজ্ঞানাবস্থায় তাঁহাকে উইণ্ডসর ক্যাসেলে প্রেরণ করা হইল; লোকেরা কিন্তু সেই বিকৃতাঙ্গ মৃত লোকটাকে চিনিতে পারিল না।

লোকেরা চিনিতে না পারুক, পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন, লোকটা সেই জেম্‌স মেলমথ। প্রিন্স অব ওয়েলসকে খুন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া জেম্‌স মেলমথ উইণ্ডসর পার্কে লুকাইয়া ছিল, প্রিন্সকে দেখিতে পায় নাই, ভ্রমক্রমে রিচার্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ডকে খুন করিয়া স্বয়ং আত্মহত্যা করিয়াছে!

পাঠক মহাশয় স্মরণ করিতে পারিবেন, প্রিন্স জর্জ্জ আর রিচার্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ড, উভয়ের চেহারা অবিকল একরূপ; সুতরাং প্রতিশোধপিপাসী মেলমথ লুক্কাইত স্থান হইতে ষ্ট্যাম্ফোর্ডকে প্রিন্স মনে করিয়া ভ্রমক্রমেই খুন করিয়া ফেলিয়াছে!

সপ্তপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

চিক্কণ-চর্ম্মাবৃতা ভুজঙ্গিনী।

যে দিন যে সময়ে উইণ্ডসর পার্কে ঐরূপ হত্যাকাণ্ড হয়, সেই দিন সেই সময়ে ক্যাভেণ্ডিস্ স্কোয়ারের মনোহর নিকেতনে লর্ড হোল্‌ডারনেস্ ও লেডী হোল্‌ডারনেস্ আপনাদের বৈঠকখানায় একাসনে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। লেডীর বদনমণ্ডল দিব্য প্রফুল্ল, লর্ডের বদনমণ্ডল ঘোর বিষাদ-মেঘে সমাচ্ছন্ন; অত্যন্ত বিষণ্ণ।

লেডীর হস্তে একখানি খবরের কাগজ। এক একবার সেই কাগজখানি তিনি দেখিতেছেন, আর এক একবার মুখ তুলিয়া স্বামীর বিষণ্ণ বদন-দর্শনে ঘৃণায় ও ক্রোধে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছেন। লর্ড হোল্‌ডারনেস্ বেশ জানেন, যে পাপকার্য্য তাঁহারা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন। কখন্ কি হয়, সেই ভাবনায় তিনি সর্ব্বক্ষণ ম্রিয়মাণ। ক্ষুদ্র শিশুকে প্রবোধ দিয়া লোকে যেমন শান্ত করিবার চেষ্টা করে, লেডী হোল্‌ডারনেস্ সেইরূপে স্বামীকে অভয় দিয়া শান্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, স্বামীর মুখের দিকে ঝুঁকিয়া, বিরক্তভাবে লেডী হোল্‌ডারনেস্ বলিলেন, "ওয়াল্‌টার! এখনও তোমার ভয় ঘুচিল না? এত বুঝাইলাম, এত যুক্তি দেখাইলাম, তাহাতে কি তোমার প্রত্যয় জন্মিল না? এখনও তোমার মুখখানি সেইরূপ বিবর্ণ হইয়া রহিয়াছে? দিবারাত্রি তুমি যেন ভূতের ভয়ে কাঁপো! কি বলিয়া তুমি লোকের কাছে মুখ দেখাও? কোন্ লজ্জায় পুরুষ বলিয়া পরিচয় দাও?"

লর্ড হোল্‌ডারনেস্ একান্ত নারীদাস। ফারুণান্দাকে তিনি ভয় করেন। ফারুণান্দা তাঁহাকে গালাগালি দেন, তিরস্কার করেন, তাহার বিনিময়ে লর্ড তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে ভালবাসেন। ফারুণান্দা তাঁহাকে যে কথা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার একটু সাহস হইল; তিনি উত্তর করিলেন, "তুমি যখন বলিতেছ, কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, তখন আর আমার ভয় কি? তোমার সাহসেই আমার সাহস; পাছে তোমার কোন বিপদ্ ঘটে, সেই জন্যই আমার

ভয়। তুমি যখন অভয় দিতেছ, তখন আর আমি ভয়ের কথা মনে আনিব না।"

লেডী।—ওঃ! বাহাদুর!—বীর বটে তুমি!

লর্ড।—কেন তুমি আমার উপর ও রকম শ্লেষ ঝাড়িতেছ? আমি তোমার আজ্ঞাকারী; যাহা যখন তুমি আমাকে বলিয়াছ, তখনি আমি তাহা করিয়াছি, এখনও তাহাই। যাহা তুমি বলিবে, তাহাই আমি করিব। ভাবিয়া দেখ, ফোর ষ্ট্রীটের সেই বুড়ী ধাত্রীকে তুমি খুন করিয়াছ, আমি তোমার সেই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলাম; যদি আমি তোমার আজ্ঞা-কারী না হইতাম, তাহা হইলে কি সে প্রকার ভয়ঙ্কর কার্য্যে আমি মাথা দিতাম?

লেডী।—(অভিমানে ক্রুদ্ধস্বরে) তোমার স্ত্রীর প্রাণরক্ষা করা কি তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য নহে? জল্লাদের হস্তে তোমার স্ত্রীর প্রাণ যাইত, তাহা হইলেই কি তুমি সুখী হইতে?

লর্ড।—(সভয়ে মৃদুস্বরে) তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, তোমাকে রক্ষা করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

লেডী।—হাঁ, সেই কথাই বল। আরও মনে কর, ডড্‌লীকে খুন করা হইয়াছে। এক ঢিলে দুই পক্ষী মারিবার সুবিধা। তাহাকে কে খুন করিল, ঠিক প্রমাণ না হওয়াতে অবস্থাগত প্রমাণে আর্থর ইটন আসামী হইয়া দায়রা-সোপর্দ্দ হইয়াছে, দায়রার বিচারে তাহার ফাঁসীর হুকুম হইবে। ধাত্রীকে আমি খুন করিয়াছি, ডড্‌লীকেও আমি খুন করিয়াছি, কিন্তু দেখ দেখি, আমার বুদ্ধির কেমন দৌড়; কেহই আমার গাত্র স্পর্শ করিতে পারিল না!

লর্ড।—সে কথা সত্য,—সে কথা সত্য; ওল্ডবেলী আদালতে আর্থর ইটন যখন আসামী-মঞ্চে দাঁড়াইবে, অবস্থাগতিকে তখন হয় ত মোকদ্দমার প্রকৃতি ফিরিয়া আমাদের উপরেই অপরাধ দাঁড়াইবে। কেন না, ডড্‌লীকে খুন করিবার সময় আমিও তোমার সাহায্য করিয়াছি, চুপি চুপি ইটনের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার ড্রাজ হইতে ছুরী বাহির করিয়া আমিই তোমাকে আনিয়া দিয়াছিলাম। প্রমাণের গতিকে আমাদের মস্তকে অপরাধটা ঘুরিয়া পড়িতে পারে।

লেডী।—অসম্ভব।—পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়া রাখিয়াছি, আমার

উপরে কিংবা তোমার উপরে অপরাধ দাঁড়াইবার সম্ভাবনা নাই। এই যে খবরের কাগজখানা আমার হাতে দেখিতেছ, এই কাগজে একটা বিশেষ খোসখবর আছে;—কারোলাইন ওয়াল্‌টার মরিয়া গিয়াছে। এই লও, কাগজখানা তুমি নিজেই পড়িয়া দেখ। কারোলাইন যদি বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে সেই খুনের সত্যকথা প্রকাশ হইতে পারিত; কেবল তাহা-কেই আমার ভয় ছিল। গত কল্য নিউগেট-কারাগারে কারোলাইনের প্রাণ গিয়াছে, আমার ভয়ের হেতুও উড়িয়া গিয়াছে।

লর্ড।—আচ্ছা, মনে কর, কারোলাইন যখন বাঁচিয়া ছিল, তখন যদি কারাগারের মধ্যে আর্থর ইটনের সহিত দেখা করিয়া সকল কথা বলিয়া থাকে, তাহা হইলে কি হইবে? যদিও আমার উপর ইটনের কোন প্রকার সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমার উপর তাহার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। কারোলাই-নের মুখে যদি—

লেডী।—না না,—কারাগারে তাহাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই; হওয়া সম্ভবও নহে। তাহা যদি হইত, মরণকালে কারোলাইন অবশ্য সে কথার উল্লেখ করিত; এই খবরের কাগজেও তাহা লেখা থাকিত; পুলিসের লোকে এতক্ষণে আমাদের দুই জনকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইত।

লর্ড।—তাহা বটে,—তাহা বটে;—তবুও আর্থর ইটন যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাজা না পায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা নিরাপদে থাকিতে পারিব না।

এই কথা শুনিয়া লেডী হোল্‌ডারনেসের নির্ভয় হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল, লর্ড নিজেও অধিক ভয় পাইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। এই সময় একজন ভৃত্য সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, "একটি লোক আসিয়াছে, সেই লোক আপনাদের উভয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চায়।"

ভৃত্যের মুখপানে চাহিয়া কারুণান্দা হুকুম দিলেন, "সেই লোককে উপরে লইয়া আইস।" ভৃত্য চলিয়া গেল। কারুণান্দা তখন স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার মুখ আরও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, কথা কহিবার শক্তি নাই। এই ভাব দেখিয়া চতুরা লেডী স্বামীর বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক দাঁড় করাইয়া ত্বরিত স্বরে বলিলেন, "তুমি এখনি ঐ ঘরের মধ্যে যাও।" এই বলিয়া তাঁহাকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া পাশের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া সেই ঘরের দরজা ভেজাইয়া দিলেন। অতঃপর রাস্তার দিকের গবাক্ষের কাছে গিয়া দেখিলেন, বাড়ীর বাহিরে তিন জন পুলিসের

লোক ; দুই জন রাস্তার ধারে ঘুরিতেছে, আর একজন গ্যাস্-লাইটের খুঁটী ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কারুণান্দা ওরফে লেডী হোল্‌ডারনেস্ সুচিক্কণ চর্ম্মাবৃতা কালভুজঙ্গিনী। অনেক দিন অবধি পাপকার্য্যে অভ্যস্ত, পাপ করিয়া ভয় পায় না, সাহস অবলম্বন করিয়া মনের পাপ মনেই চাপিয়া রাখে, বাহিরের সকলের কাছে দিব্য হাসিখুসী দেখায় ; কিন্তু এই দিন ঐ তিন মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার হৃদয় কাঁপিল ; সে তখন নিশ্চিত ভাবিল, এইবার আমাদের লীলা খেলা ফুরাইয়া গেল !

গবাক্ষের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভুজঙ্গিনী আপনার পূর্ব্বাসনে পুনরায় উপবেশন করিল ; সেই সময় পূর্ব্বকথিত ভৃত্য একজন পুলিসের লোককে তাহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল।

লোকটাকে দেখিয়াই কারুণান্দার ভয় হইল, কিন্তু তাহার অঙ্গ কম্পিত হইল না, কণ্ঠস্বরও জড়াইয়া আসিল না,—দিব্য শান্তভাবে পরিষ্কার বাক্যে লোকটিকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে তোমার কি কার্য্য ?"

কন্‌ষ্টেবল উত্তর করিল, "বিশেষ গুরুতর কার্য্য ;—আপনাকে আমি তাহা শুনাইব ; কিন্তু লর্ড হোল্‌ডারনেস্ এইখানে উপস্থিত থাকিলে তাঁহার সাক্ষাতেই সকল কথা প্রকাশ করা আমার কর্ত্তব্য।"

কারুণান্দার বুকের ভিতর কম্প, মনের ভিতর কৃত-পাপের আন্দোলন, বাহিরে কিন্তু দিব্য প্রশান্ত ভাব ; পদমর্য্যাদার অনুরূপ গাম্ভীর্য্য ; তাহার মুখে আবার প্রশ্ন হইল, "তোমার কার্য্যটা কিরূপ ?"

পুলিস-কন্‌ষ্টেবলের নাম ক্রলী। কারুণান্দার শান্তমূর্ত্তি দর্শনে তাহার বিস্ময় জন্মিল। কিছু কুণ্ঠিত হইয়া ক্রলী উত্তর করিল, "যাহা আমার বলিবার আছে, লর্ড বাহাদুরের সম্মুখেই তাহা বলিব। তিনি কি বাড়ীতে আছেন ?"

লেডী বলিলেন, "আছেন। তুমি এইখানে একটু বসো, আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতেছি।"

ক্রলীকে এই কথা বলিয়া লেডী হোল্‌ডারনেস্ পার্শ্ব-গৃহের দরজা খুলিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দরজা পূর্ব্ববৎ ভেজাইয়া রাখিলেন।

লর্ড হোল্‌ডারনেস্ ইত্যগ্রে যেন মৃতবৎ হইয়া ছিলেন, পুলিস-কন্‌ষ্টেবলের সহিত লেডী হোল্‌ডারনেসের যে কয়েকটি কথা হইয়াছিল, দরজার

ছিদ্রে কর্ণ রাখিয়া তাহা তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন ; সেই সময় তাঁহার অন্তরে কিঞ্চিৎ সাহস আসিয়াছিল। অন্তকালে স্বামীর মুখে সাহসের লক্ষণ দেখিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দে চুপি চুপি লেডী বলিলেন, "সব আশা ফুরাইয়াছে!"

লর্ড।—হাঁ, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি, কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া তোমাদের কথা আমি শুনিয়াছি। তুমি—

লেডী।—ঐ লোকটা পুলিসের কন্‌ষ্টেবল, তাহা তবে তুমি জানিতে পারিয়াছ। আমি আরও কিছু বেশী জানিয়াছি। পুলিসের আরও তিন জন লোক বাড়ীর বাহিরে পাহারা দিতেছে ; আমাদের উভয়কে গ্রেপ্তার করিবে, ইহাই তাহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প।

লর্ড।—তবে এখন আমরা কি করিব? বাঁচিয়া থাকিলে নিস্তার পাইব না। এসো আমরা দুজনেই মরি! হায়! আমাদের ভাগ্যে এই ছিল! আমার পুত্রকন্যাগুলি অনাথ হইল। তাহারা—

লেডী।—দেখ ওয়াল্‌টার, বৃথা বিলাপ করিও না ;—বিলাপ করিবার সময় নয়!—আমরা যদি—

লর্ড।—বুঝিয়াছি,—বুঝিয়াছি ; আমাদের দুজনকেই মরিতে হইবে ; এখন যদি না মরি, তাহা হইলে দুই সপ্তাহের মধ্যে আমাদের ভাগ্যে অতি ভয়ঙ্কর মৃত্যু সংঘটিত হইবে! মরিবই মরিব ; কিন্তু কি রকমে মরা যায়?—মরণের উপায় কি?

বক্ষাবস্ত্রের মধ্য হইতে ছোট ছোট দুটি শিশি বাহির করিয়া ফারনান্দা বলিল, "এই দেখ উপায়! আমি জানিতাম, মরিতেই হইবে, অতএব পূর্ব্ব হইতেই বিষ জোগাড় করিয়া রাখিয়াছি! একাকিনী মরিব, তোমাকে ভুলিয়া যাইব, তোমাকে ফেলিয়া যাইব, তেমন স্বার্থপর মেয়ে আমি নই ;—এই দেখ দুই শিশি।"

দুইজনে দুটি শিশি হস্তে ধারণ করিলেন। লর্ড হোল্‌ডারনেস্ বলিলেন, "প্রিয়তমে! জন্মশোধ একটিবার চুম্বন দাও! আহা! ফারনান্দা! যদি তোমার পাপকার্য্যে মতি না হইত, তবে আমরা ইহ সংসারে অনেক দিন পরম সুখে থাকিতে পারিতাম! সুন্দরি! আজ আমি তোমাকে পরম সুন্দরী দর্শন করিতেছি! পূর্ব্বে এক দিনও আমি তোমার এমন সুন্দর রূপ দেখি নাই! চিরদিন তুমি সুন্দরী, আজ কিন্তু তোমার সেই সৌন্দর্য্য কতখানি বাড়িয়াছে, আমার চক্ষুই তাহা জানিতে পারিল!

কাপুরুষ লর্ড হোল্ডারনেস্ সেই মানবীরূপিণী কালসর্পিণীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া গাঢ় অনুরাগে বার বার চুম্বন করিলেন। ওষ্ঠ-চুম্বনের পরেই উভয়ের বিষের শিশি চুম্বন; নিমেষমধ্যেই কর্ম্ম ফর্সা!

ক্রলী ওদিকে সম্মুখের গৃহে অনেকক্ষণ লর্ড-লেডীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, অসম্ভব বিলম্ব দেখিয়া শশব্যস্তে আসন হইতে উঠিয়া, ধাকা দিয়া পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিল; গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; দেখিল কি?—সোফার উপরে কারুণান্দা শুইয়া রহিয়াছে, তাহার মাথাটা এক ধারে ঝুলিয়া পড়িয়াছে,—সোফার নিকটে কার্পেটের উপর তাহার স্বামী চিত হইয়া পড়িয়া আছেন! উভয়েরই জীবন বহির্গত! হঠাৎ মরণের সাক্ষী ছুটি শূন্যগর্ভ শিশি!

উপসংহার।

যে দিন লর্ড হোল্‌ডারনেস্‌ ও লেডী হোল্‌ডারনেস্‌ আত্মহত্যা করিলেন, তাহার পরদিন ওল্ড্‌বেলীর সেসন কোর্টে অনরেবল আর্থর ইটনের মোকদ্দমা উঠিল। উইলিয়ম ডড্‌লীকে খুন করা অভিযোগ; সে কথা পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে। আসামী-পক্ষের ব্যারিষ্টার এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ইট-নকে নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। আর্থর ইটন যে প্রকারে ফারণান্দাকে ব্যাভিচারিণী করিয়া অবশেষে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ফারণান্দা যে প্রকারে প্রতিশোধ লইবার জন্য ইটনের সর্দ্দার খানসামা উইলিয়ম ডড্‌-লীকে ঘুস দিয়া হস্তগত করিয়া মৃদু বিষপ্রয়োগে ক্রমে ক্রমে ইটনের প্রাণ সংহার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, ইটন যে প্রকারে বিষের সন্ধান পাইয়া বিষ-নাশক ঔষধ অবগত হইয়া অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, ব্যারিষ্টার একে একে তৎসমস্ত বর্ণনা করিয়া জজ সাহেবকে বুঝাইয়া দেন। আরও—সেই ফারণান্দা ফোরষ্ট্রীটের বৃদ্ধা ধাত্রী বিবি লিগুলীর বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া সন্তান প্রসব করিয়াছিল, ধাত্রীর সঙ্গে যোগ করিয়া সদ্যোজাত শিশুকে টেমস্‌ নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিয়াছিল, লিগুলীকে ও ডড্‌লীকে খুন করিবার সংকল্প করিয়াছিল, কারোলাইন ওয়াল্‌টার গর্ভাবস্থায় সেই ধাত্রীর নিবাসে অবস্থান করিয়া ফারণান্দার সহিত আলাপ করিয়াছিল, ধাত্রী-নিবাসে যে সকল কুৎসিত কাণ্ড হয়, ধাত্রী যে প্রকারে খুন হয়, তাহাও সে জানিত, ধাত্রীর খুনের দায়ে কারোলাইন ধরা পড়ে, ইটন যখন ডড্‌লীর খুন-দায়ে নিউগেটের হাজতে ছিলেন, কারোলাইনও মিথ্যা খুনদায়ে সেই সময় সেই কারাগারে হাজতে ছিল, কারাগারের মধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়, কারোলাইন সমস্ত সত্যকথা ইটনকে বলে; ব্যারিষ্টার সেই সকল বৃত্তান্ত আদালতে ব্যক্ত করেন; ফারণান্দাই ডড্‌লীকে ও ধাত্রীকে খুন করিয়াছিল, তাহার স্বামী লর্ড হোল্‌ডারনেস্‌ সেই দুই খুনের ব্যাপারে তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন, পরিশেষে ফাঁসী যাইবার ভয়ে তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে আত্মহত্যা করিয়াছেন, ইহাই সত্য ঘটনার মাতব্বর প্রমাণ। অতএব আর্থর ইটন সসম্ভ্রমে বেকসুর খালাস পাইলেন।

ইটনের খালাসের পর দুর্জ্জয় ডাকাত ম্যাগ্‌সুন্যান ও বিগ বেগারম্যানের বিচার। সমুদ্রপথে বোম্বেটে জাহাজে দস্যুতা ও নরহত্যা করা অপরাধ।

বিচারে তাহাদের উভয়ের ফাঁসীর হুকুম হয় ; কিন্তু তাহারা হতাশ হয় নাই। প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ যে রাত্রে এজওয়ার রোডে কুমারী পলিনের সতীত্ব নাশ করিবার চেষ্টা করেন, সেই রাত্রে কারোটীপোল সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার ভয় দেখায় ; সেই জন্য তিনি তাহাকে এই মর্ম্মে একখানা দলীল লিখিয়া দেন যে, "ম্যাগস্‌ম্যান ও বেগারম্যান যে অপরাধে ধরা পড়িয়াছে, সে অপরাধে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে না, তজ্জন্য আমি দায়ী রহিলাম।"—আসামীদের আশা রহিল, ঐ দলীলের জোরে তাহাদের দণ্ডলাঘব হইবে।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারিবে, হাজতে যাইবার পূর্ব্বে কারো-লাইন ওয়াল্‌টার তাড়াতাড়ি উকীল রিগ্‌ডেন সাহেবকে এক পত্র লিখিয়া-ছিল, আল্‌ফ্রেড নামে এক বালক তোমার বাটী হইতে লর্ড ফ্লোরিমেলের দলীলপত্র চুরি করিয়াছে ; সেই আল্‌ফ্রেড এখন হর্ণলী ডাউনের এক মদের দোকানে অবস্থিতি করিতেছে। মিস্ প্রাইস নাম্নী এক স্ত্রীলোক সেই দোকান চালায়। সেইখানে বিস্তর বদ্‌মায়েস লোকের আড্ডা। সেই পত্র পাইয়া মিষ্টার রিগ্‌ডেন প্রথমে কিছু চেষ্টা করেন নাই, ম্যাগস্‌ম্যান ও বেগারম্যানের বিচারের সময় তিনি সেই কথা মনে করিয়া বো-ষ্ট্রীট পুলিসে উপস্থিত হন, এই মর্ম্মে এজাহার দেন যে, হর্ণলী ডাউনের মিস্ প্রাইসের মদের দোকানে আল্‌ফ্রেড নামে এক বালক আছে, সেই বালক আমার বিস্তর টাকা চুরি করিয়াছিল, অতএব তাহাকে ও সেই দলের অন্যান্য লোককে ধরিতে পারিলে বিশেষ বৃত্তান্ত প্রকাশ হইতে পারে।

টাকা চুরির কথাটা রিগ্‌ডেন সাহেবের কল্পিত, সরাসর মিথ্যা ; কিন্তু পুলিস তাহাতেই বিশেষ করিয়া গ্রেপ্তারী পরোয়াণা জারী করেন ; পুলিশের প্রধান কনষ্টেবল ক্রলী সাহেবের প্রতি আসামী গ্রেপ্তারের ভার হয় ; দলবল সহ মিষ্টার ক্রলী হর্ণলী ডাউনে উপস্থিত হইয়া অনেক আসামী গ্রেপ্তার করেন ; তাহাদের মধ্যে ফাঁসীরাড়ী, ত্রিগ্, মাইল, বগ্‌লোর, ডিক্ ও কিঙ্কিন্‌প্রাণ্ড, এই কয়েক জন ধরা পড়ে, মিস্‌প্রাইস্ ওরফে কারোটীপোল এবং আল্‌ফ্রেড বন্দী হয়। বাকী লোকেরা পলাইয়া গিয়াছিল। যাহারা ধরা পড়িল, পুলিস অনেকবার তাহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সন্ধান করিতে পারে নাই। একবার মিষ্টার ক্রলী বিলক্ষণ বাহাদুরী লইলেন। আসামী গ্রেপ্তারের পর আড্ডা-বাড়ীতে খানাতল্লাসী। অন্বেষণে অপরাপর

জিনিসের সহিত যুবরাজের দস্তখতী একখানা দলীল বাহির হয় ; ম[illegible]ন ও বেগারম্যানের প্রাণরক্ষার জন্য দায়ী হইব বলিয়া তিনি যে দলীল লিখিয়া দিয়াছিলেন, সেই দলীল। ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী এই জঘন্য কার্য্যে সংলিপ্ত, এ কথা প্রকাশ না পায়, ইহা স্থির করিয়া মিষ্টার ক্রলী সেই দলীলখানা সংগোপনে প্রিন্স অব্ ওয়েলসের নিকটে পাঠাইয়া দেন। দস্যুদ্বয়ের আশা-ভরসা সেইখানেই জলাঞ্জলি, তাহাদের রক্ষাকবচ হস্তভ্রষ্ট। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সেই দুই জন দুরন্ত ডাকাতের ফাঁসী হইয়া গেল।

ডাকাতের আড্ডায় যাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছিল, পুলিসে চালান হওয়াতে তাহাদের অপরাধানুসারে বেশী বেশী কারাদণ্ডের হুকুম হইল। কারোটীপোল ও ফাঁসীর'াড়ী হাকিমের কাছে কাঁদিয়া ভাসাইয়াছিল, দয়া ভিক্ষা করিয়াছিল, গ্রাহ্য হয় নাই।

এই হুলস্থূলের সময়ে আর একটা শোচনীয় কাণ্ড। লর্ড মণ্টগোমারীর নিকেতনের ঠিক পার্শ্বে আর এক জন বিখ্যাত বড়লোকের বাড়ী। একরাত্রে সেই বাড়ীতে রোসনাই হইয়াছিল, নৃত্য-গীত-বাদ্য হইতেছিল, বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল ; লর্ড মণ্টগোমারী সেই সময় মার্শনেস্ বেলেণ্ডেনের রম্য নিকেতন হইতে বাড়ী আসিতেছিলেন, তিনি দেখিতে পান, যে বাড়ীতে নাচের মজ্‌লীস, সুপরিচ্ছদধারী একটি বালক সেই বাড়ীর সম্মুখে মৃদুগতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেখিয়াও তিনি তখন সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য দিলেন না, তাঁহার ভগ্নী (লেডী ফার্ণান্দা) ও ভগ্নীপতি (লর্ড হোল্ডারনেস্) আত্মহত্যা করিয়াছেন, সেই শোকে তাঁহার চিত্ত উদ্বিগ্ন ছিল, সেই কারণে সেই বালকের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা তিনি মনোযোগের যোগ্য বিবেচনা করেন নাই। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বিশ পঁচিশ মিনিট পরে বারান্দা হইতে তিনি দেখিলেন, তখনও সেই বালক সেই বাড়ীর সম্মুখে সেই ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তখন তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, উপর হইতে নামিয়া আসিয়া বাড়ী হইতে রাস্তার বাহির হইলেন, চঞ্চলপদে বালকের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। বালকের হস্তে কি একটা পদার্থ ছিল, নিকটে মানুষ আসিতেছে দেখিয়া, ভয় পাইয়া সে তখন সেই পদার্থটা আপন পকেটের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবার উপক্রম করিতেছিল ; লর্ড মণ্টগোমারী ছুটিয়া গিয়া তাহার বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই এখানে কি করিতেছিস্ ? কি জিনিস লুকাইয়া রাখিতেছিস্ ?"—হাত ছাড়াইবার

অগ্নি ছড়াছড়ি করাতে বালকের হস্ত হইতে একটা বোতল ফুটপাথের পাথরের উপর পড়িয়া যায়, বোতলটা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া ভীষণ আওয়াজ হয়, চারিদিকে ভয়ানক অগ্নিবৃষ্টি! ভয়ানক শব্দ শুনিয়া নাচের মজ্‌লীসের সমস্ত লোক বাহির হইয়া পড়ে, সে বাড়ীর চাকরেরা ও লর্ড মণ্টগোমারীর বাড়ীর চাকরেরাও আকস্মিক ভয়ে সেইখানে ছুটিয়া আইসে; সকলেই দেখে লর্ড মণ্টগোমারী ও একটি বালক সম্পূর্ণ দগ্ধাঙ্গ হইয়া রাস্তার উপর মরিয়া রহিয়াছেন। বালকটি কে?—সেই হতভাগ্য জেম্‌স মেল্‌মথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার আদেশমতে সেই বালক ঐ বাড়ীতে অগ্নিবর্ষণ করিতে আসিয়াছিল; কার্য্য সিদ্ধ হইল না, উদ্যমেই লর্ড মণ্টগোমারীর প্রাণ গেল, নিজেও সেই সঙ্গে প্রাণ হারাইল!

ম্যাগস্‌ম্যানের আড্ডার নাম ছিল বেগার ষ্টাফ্; এত দিনের পর সেই আড্ডাটা নির্ম্মূল হইয়া গেল, যাহারা আড্ডায় ছিল, তাহারা ধরা পড়িয়া কারাগারে প্রবেশ করিল, কিন্তু কিঙ্কিন্‌গ্রাণ্ডের ক্ষুদ্র আড্ডাটা বজায় রহিল। মেল্‌মথের দ্বিতীয় পুত্র ও একটি কন্যা সেই আড্ডায় থাকিয়া চুরিবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিল। ডাক্তার থারষ্টনের ধাত্রীর ক্রোড় হইতে মেল্‌মথ যে শিশুটি হরণ করিয়াছিল, যে শিশুটি রাজা তৃতীয় জর্জ্জের অবিবাহিতা কন্যা রাজকুমারী সোফিয়ার গর্ভজাত জারজ পুত্র, সেই শিশুটিও সেই আড্ডায় ভিক্ষাবৃত্তি চৌর্য্যবৃত্তি ও ব্যভিচারাদি পাপের শিক্ষানবীশ হইয়া রহিল।

ফরাসী রাজ্যের যে কয়েকজন বিদ্রোহী রাজা হইতে পলায়ন করিয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সেণ্টক্রয়ের মারকুইস্ ও মারকুইস্ বিলয় এবং লিলিবেলের ডিউক, এই তিন জন ইংলণ্ডের প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের কুচক্রে শীকার হন। মিষ্টার পেজের সহিত কুমন্ত্রণা করিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েলস তাঁহাদিগকে জব্দ করিবার চেষ্টা পান। তাঁহাদিগকে বলা হয়, "ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পতাকা উড্ডীন হইতেছে, অতএব আপনারা এখন আপনাদের স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন।" তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া প্রিন্স ওদিকে ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে সেই সংবাদ প্রেরণ করেন। মারকুইসেরা ফরাসীরাজ্যের লাভেণ্ডি প্রদেশে পদার্পণ করিবামাত্র তথায় তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়, বিচার হয়, বিচারে তাঁহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ। এই বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্যে ইংলণ্ডের রাজকুমারের তিন প্রকার লাভ হয়। মারকুইস ত্রয়ের নিকট হইতে তিনি অনেক টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন, তাহা

আর দিতে হইল না, ডিউক ভিলিবেল ঐ রাজকুমারকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিকট চল্লিশ হাজার পাউণ্ড আমানত রাখিয়াছিলেন, তাহাও আর প্রত্যর্পণ করিতে হইল না, তৃতীয়তঃ মারকুইস্ বিলয় ফরাসী রাজ্যে প্রিন্স অব্ ওয়েলসের প্রেমনায়িকা বিবি ফিজ হারবার্টের প্রেমকুসুমে মধুপান করিয়াছিলেন, সেই আক্রোশের ভয়ানক প্রতিশোধ! প্রিন্সের চক্রান্তে তিনটি সম্ভ্রান্ত নিরীহ লোকের প্রাণান্ত!!

ভয় মৈত্র দেখাইয়া টিম মিগেলস্ প্রিন্স অব্ ওয়েলসকে বশীভূত করিয়াছিলেন, প্রিন্স তাঁহাকে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড নগদ ও মার্কুইস্ উপাধিপ্রদানে সাহায্য করিলেন। খবরের কাগজে প্রকাশ হইল, মিষ্টার টিম মিগেলস্ এজমোরের মারকুইস্ হইলেন। মার্কুইস্ হইয়া মিগেলস্ পরমানন্দে বীরাঙ্গনা লিটিসিয়াকে (লেডী লেডকে) বিবাহ করিলেন। তাঁহাদের ঐহিক সুখের সীমা রহিল না।

মিষ্টার পেজ্ প্রথমাবধি প্রিন্স অব্ ওয়েলসের অনেক কুকার্য্যে সহায় হইয়া অনেক উপকার করিয়াছিল, প্রিন্স তাহা স্মরণ করিয়া বার্ষিক দুই শত পাউণ্ড উপস্বত্বের সম্পত্তি তাহাকে দান করিলেন। মিষ্টার পেজ্ আপন স্ত্রীকে লইয়া লণ্ডন হইতে একশত মাইল দূরে বাথনগরে বাস করিতে লাগিল।

বিবি ব্রেসের সহচরী হ্যারিয়েট ইতিমধ্যে পুলিস-কন্‌ষ্টেবল গ্রম্‌লীর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল বলিয়া নিউগেট-কারাগারে হাজতবাস করিতেছিল, প্রমাণ না হওয়াতে খালাস পায়; কিন্তু নানা প্রকার যন্ত্রণাভোগ করিয়া অল্পদিন মধ্যেই অভাগিনী প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

মার্শনেস্ বেভেণ্ডেম অনেকদিন বাঁচিয়া ছিলেন, বৃদ্ধা হইয়াও ব্যভিচার পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার দুই জন পরিচারক (রিচার্ড ও মেল্লন) তাঁহার উপপতি ছিল। অধিক বয়সে মার্শনেসের মৃত্যু হয়।

লর্ড ডেসবরার মৃত্যুর পর লেডী ডেসবরা সাত বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে চক্ষের সম্মুখে তিনি ভূত-প্রেতের নৃত্য দর্শন করিয়াছিলেন, ঠিক মরণকালে তাঁহার রসনা হইতে সেই ফাঁসীছেঁড়া আসামী ফিলিপ রাম্‌সের নাম উচ্চারিত হইয়াছিল!

লর্ড মণ্টগোমারীর জননী দুই পুত্রশোকে কাতরা হইয়া অচিরাৎ জীবনলীলা সম্বরণ করেন। ওয়েষ্ট এণ্ডের এক গীর্জ্জা প্রাঙ্গণে তাঁহার স্মরণার্থ মারবেল প্রস্তরে স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়, সেই স্তম্ভগাত্রে তাঁহার সহস্র প্রকার

গুণের কথা খোদিত হইয়াছিল; বাস্তবিক সে সকল গুণের একটি গুণও তাঁহার শরীরে বিদ্যমান ছিল না।

লর্ড হোলডারনেস্ আত্মহত্যা করাতে তাঁহার দুই কন্যা অক্টেভিয়া ও পলিন্ অতিশয় শোক পাইয়াছিল। পিতৃবিয়োগের আঠার মাস পরে আর্থর ইটনের সহিত অক্টেভিয়ার বিবাহ হয়। স্মরণ করা উচিত—প্রিন্স অব্ ওয়েলসের সহবাসে অক্টেভিয়ার গর্ভ হইয়াছিল, সেই গর্ভে একটি কন্যা-সন্তান জন্মে; আর্থর ইটন তাহা জানিয়াও সেই কন্যার জননীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যে দিন অক্টেভিয়ার বিবাহ, সেই দিন লর্ড ক্লোরিমেল কুমারী পলিনের পাণিগ্রহণ করেন।

এই সময় রোজ কষ্টার আপন ইচ্ছাপূর্ব্বক জর্জ্জ উডফলকে বিবাহ করেন। জর্জ্জ উডফল অতঃপর ছবিওয়ালার চাকরী ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ব্যবসায়ে একজন বিখ্যাত চিত্রকররূপে গণনীয় হইয়াছিল।

এইখানে লণ্ডনের বড়লোকদিগের চরিত্র রহস্যের ইতিহাসের প্রথম স্তবক সমাপ্ত হইল। ঘটনাবলীর রঙ্গভূমিতে যে সকল নটনটীর বিশেষ বিশেষ অভিনয় চিত্রিত হইল, তাহা পাঠ করিয়া পাঠক মহাশয়েরা লণ্ডন নগরের বড়ঘরের নরনারীর স্বভাব-চরিত্র পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। রহস্যের প্রধান নায়ক তথনকার প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স প্রিন্স জর্জ্জ ঘোরতর বিলাস-বাসনায় নানা কুক্রিয়ার অভিনয় করিয়া সকলের নিকট পরিচিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার পাপ প্রকৃতির লাঘব হয় নাই; তাঁহার বিবাহিতা পত্নী বরণবিকের রাজকুমারী কারোলাইনের সহিত তাঁহার কিরূপ ব্যবহার, অন্যান্য ঘটনাবলীর সহিত তদ্বিষয় দ্বিতীয় স্তবকে প্রকাশিত হইবে।

ইতি লণ্ডন-রহস্যে প্রথম স্তবকে

আভিজাত্য-লীলা।